Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

রিথিংকিং ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি

মার্শাল জি এস হডসন

সম্পাদনা

তৃতীয় এডমুন্ড বার্কে

ভাষান্তর

রাকিবুল হাসান

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সূচি

ইসলাম এবং আধুনিকতার উৎপাত ২৫
বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে ইয়োরোপের অবস্থান ৩১
ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে সমাজসমূহের আন্তসম্পর্ক ৩৩
পশ্চিমের ভৌগোলিক বিশ্বচিত্র ৩৩
ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে সমাজসমূহের পারস্পরিক সংযোগ ৩৬
পশ্চিমের ইতিহাসকেন্দ্রিক বিশ্বভাবনা ৩৭
প্রাক্-আধুনিককালে ইয়োরেশিয়ান অঞ্চলসমূহে ঐতিহাসিক যৌগের (Historical complexity) প্রবাহ ৪০
আফ্রো-ইয়োরেশিয়ান ইতিহাসে সুপ্রা-ন্যাশনাল সমাজসমূহের অবস্থান নির্ণয় ৪৬
আন্ত-আঞ্চলিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আফ্রো-ইয়োরেশিয়ান যৌগের প্রভাব ৫৩
আফ্রো-ইয়োরেশিয়ান জোনের প্রান্তিক অঞ্চলসমূহ ৫৬
আফ্রো-ইয়োরেশিয়ান ফ্রন্টিয়ার হিসেবে পশ্চিম ইয়োরোপ ৬৫
মানচিত্রের প্রাণকেন্দ্র; যেসব জাতি নিজেদের ইতিহাসের কেন্দ্র হিসেবে বিবেচনা করে ৬৯
বিশ্ব ইতিহাস এবং বিশ্বচিত্র ৭৬
দ্য গ্রেট ওয়েস্টার্ন ট্রান্সমিউটেশন ৮৭
পশ্চিমের রূপান্তর ও বৈশ্বিক প্রভাব ৮৭
প্রযুক্তিবাদ ও সমাজ; ট্রান্সমিউটেশনের প্রাতিষ্ঠানিক চরিত্র ৯১
টেকনিক্যালাইজেশনের নৈতিক বিচার-বিবেচনা ১০২
প্রযুক্তিবাদের উপাদানসমূহ ১০৮
অক্সিডেন্টই কেন? ১১৩
সভ্যতা অধ্যয়নের পদ্ধতিসমূহ ১২০
ঐতিহাসিক মানববাদ (historical humanism) ১২০
স্কলারদের বুদ্ধিবৃত্তিক আনুগত্য ১২৬
সভ্যতার সংজ্ঞায়ন ১৩১
অন ডিটারমিন্যাঙ্গি ইন ট্র্যাডিশন ১৩৬
বিশ্ব ইতিহাসচর্চা ১৪৪
বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে ইসলাম ১৫১
বিশ্ব ইতিহাসে ইসলামের ভূমিকা ১৫৩
ইসলামি অঞ্চল ও অক্সিডেন্টের সাংস্কৃতিক ধারা ১৮৮
তেরো শতকের পৃথিবীতে অক্সিডেন্ট এবং ইসলামি অঞ্চলসমূহ ১৮৯
ধর্মীয় জীবনের পরিকাঠামো (framework) হিসেবে ইসলাম ও খ্রিষ্টবাদ ১৯৭
দুই সাংস্কৃতিক ধারায় দীর্ঘস্থায়ী ধর্মীয় দায়দায়িত্বসমূহ ২০২
অক্সিডেন্টের সংঘবাদ, ইসলামি সমঝোতাবাদ ২০৬
আইনের ক্ষেত্রে কন্ট্রাকচুয়ালিজম বনাম ফর্মালিজম ২১৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সম্পাদকের মুখবন্ধ

মার্শাল জি এস হডসনের প্রথম ও প্রধান পরিচয় হচ্ছে তিন খণ্ডের মাস্টারপিস The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization-এর রচয়িতা হিসেবে (১৯৭৪ সালে ইউনিভার্সিটি অব শিকাগো প্রেস থেকে প্রকাশিত)। বিশ্ব ইতিহাস সম্পর্কেও তিনি একজন পণ্ডিত। এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রবন্ধ লিখেছেন, মৃত্যুর সময় অপূর্ণ কিছু কাজ রেখে গেছেন। 'দ্য ইউনিটি অব ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি' খুব কম লোকই চেনে। ১৯৬৪ সালে তাঁর মৃত্যুর সময় বইটি অপূর্ণাঙ্গ ছিল।

মার্শাল হডসনকে চেনার মতো সৌভাগ্য যদিও আমার কখনো হয়নি, কিন্তু আমি সর্বদাই বিশ্ব ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর চিন্তার ভেতর লালিত হয়েছি। কিছু সময় ধরে আমি উপলব্ধি করছি যে বিশ্ব ইতিহাস এবং বিশ্ব ইতিহাসে ইয়োরোপের অবস্থান নিয়ে চলমান যে বিতর্ক, হডসনের শ্রেষ্ঠতম রচনাবলিগুলোর একটি সংকলন এ ক্ষেত্রে সোনায় সোহাগা হতে পারে। এখানে সংকলিত বেশ কিছু প্রবন্ধ পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু কাঙ্ক্ষিত পাঠক জুটেছিল খুবই কম। যদিও সেগুলো ১৯৪০ থেকে ১৯৬০ পর্যন্ত সময়জুড়ে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু অসামান্য উপলব্ধি আর মেথডোলজিক্যাল দৃঢ়তার ফলে এখনো সমান প্রাসঙ্গিক।

আরবি শব্দাবলির প্রতিবর্ণায়নে হডসন নিজস্ব ধারা ব্যবহার করেছেন। আমি যথাসম্ভব তাঁর ব্যবহৃত মূল বানানের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার চেষ্টা করেছি। তবে কিছু ক্ষেত্রে আরবি ও মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য ভাষার প্রতিবর্ণায়ন পাঠের সুবিধার্থে সহজ করে লেখা হয়েছে।

ভূমিকা: মার্শাল জি এস হডসন এবং বিশ্ব ইতিহাস
তৃতীয় এডমুণ্ড বার্ক

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জমিন প্রস্তুত করেছেন। সভ্যতাসমূহের পারস্পরিক সাংস্কৃতিক বিনিময় নয়, বরং মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক মিথস্ক্রিয়াই তাদের দৃষ্টিভঙ্গির প্রধান উপাদান।

মার্ক্সিস্ট ধারা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখলেও বিশ্ব ইতিহাসের পুনর্মূল্যায়ন সম্ভবত সবচেয়ে বেশি ঋণী উইলিয়াম ম্যাকনেইলের 'দ্য রাইজ অব দ্য ওয়েস্ট'-এর নিকট, যা সিভিলাইজেশনাল স্টাডিজের শিক্ষার্থীদের ইতিহাসের সামগ্রিক বোঝাপড়া তৈরি করে দিয়েছে। ম্যাকনেইলের মূল অবদান সভ্যতা অধ্যয়নকে মেটাফিজিকসের গৎবাঁধা ধারা থেকে মুক্তকরণ; চাই তা স্পেংলারের পেসিমিজম (নৈরাশ্যবাদিতা) হোক বা টয়েনবির সাইক্লিজম (পুনরাবৃত্তবাদিতা)। নৃতত্ত্ববিদ্যা থেকে কালচারাল ডিফিউশনের (সাংস্কৃতিক বিকিরণ) ধারণা ধার করে ম্যাকনেইল বিশ্ব ইতিহাসকে এমন ধারায় সাজিয়েছেন, যেখানে পরিবর্তন-পরিমার্জন যতই ঘটুক, সবকিছুর চূড়ান্ত সুবিধা ভোগ করে পশ্চিম।

পুঁজিবাদের ক্রমবিকাশের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করার ফলে মার্ক্সিস্ট ধারার ইতিহাসবিদেরা ১৫০০ সাল-পরবর্তী সময়ের ওপরই শুধু মনোনিবেশ করেছেন। পক্ষান্তরে ম্যাকনেইল গোটা মানবজাতির ইতিহাসে আধুনিকতার উদ্ভব অধ্যয়নে ব্রতী হয়েছেন। ফলে মানব ইতিহাসের অতীত বোঝাপড়ায় তিনি তুলনামূলক কম 'সাম্প্রতিকতাবাদ' ও 'ইয়োরোপকেন্দ্রিকতাবাদে' আক্রান্ত হয়েছেন। তবে কিছু সমস্যা রয়েই গেছে, যা তাঁর বইয়ের শিরোনাম থেকেও বোঝা যায়। বস্তুত, মার্ক্সিস্ট এবং ম্যাকনেইলের অনুসারী—উভয় ধারাতেই মানব ইতিহাস অধ্যয়নের ক্ষেত্রে ইয়োরোপ এবং আধুনিকতার অবস্থান কী, তা সর্বদা সমস্যাসংকুল ও বিতর্কিত ছিল এবং ঠিক এই জায়গায় এসেই মার্শাল জি এস হডসন প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠেন।

১৯৫০-এর দশকে যখন ম্যাকনেইল ইউনিভার্সিটি অব শিকাগোতে বসে ইতিহাসের মহাকাব্য রচনা করছিলেন, তাঁর সহকর্মী ও বন্ধু মার্শাল হডসন একই সময়ে তিন খণ্ডে 'দ্য ভেনচার অব ইসলাম' লিখছিলেন। ইসলাম-গবেষক ও খ্রিষ্টধর্মীয় আন্দোলন কোয়াকারের সদস্য হডসন মূল পাঠ গবেষণায় যে ধারা অনুসরণ করেছিলেন, তাকে বলা হয় ওরিয়েন্টালিজম এবং মুসলিমদের ইতিহাস পাঠে সভ্যতার পাঠপদ্ধতিসমূহ ব্যবহার করেছেন। তবে মূলধারার ওরিয়েন্টালিস্টদের সাথে 'দ্য ভেঞ্চার অব ইসলামে'র পার্থক্য আছে। তাঁরা ইসলামকে মধ্যপ্রাচ্যের প্রেক্ষাপটে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পাঠ করেছেন। পক্ষান্তরে ম্যাকনেইল মধ্যপ্রাচ্যে সীমাবদ্ধ করার পরিবর্তে ইসলামি সভ্যতাকে বিশ্বসভ্যতার আলোকে অনুধাবন করতে প্রয়াসী হয়েছেন।

পদ্ধতিগত স্বচেতনা (মেথডোলজিক্যাল সেলফ-কনসাশনেস) ও নৈতিক স্পর্শকাতরতার পাশাপাশি উল্লিখিত দুটি বিষয় হডসনের রচনাবলির মূল আকর্ষণ। শিকাগো ইউনিভার্সিটির কমিটি অন দ্য সোশ্যাল থটের চেয়ারম্যান হিসেবে হডসন ১৯৬৮ সালে মৃত্যুর পূর্বপর্যন্ত পশ্চিমা সভ্যতার দার্শনিক ও ঐতিহাসিক ধারা অধ্যয়নে গভীরভাবে নিবিষ্ট ও আত্মসমাহিত ছিলেন। অসাধারণ পাণ্ডিত্য আর প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস—উভয়ের সংমিশ্রণে হডসন ছিলেন একজন অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব (উপসংহারে শিকাগোর হালচাল সম্পর্কে আমার আরও অনেক কিছু বলার আছে)।

মার্শাল হডসন বিশ্ব ইতিহাসেও একজন দুর্দান্ত ও নিবেদিতপ্রাণ মনীষী, কিন্তু বিষয়টা অতটা প্রসিদ্ধ নয়। বিশ্ব ইতিহাসবেত্তা হিসেবে তিনি পশ্চিম এশিয়া ও প্রাচীন মানব ইতিহাস—এই দুটিতেই ইসলামি সভ্যতার অবস্থান নির্ণয়ে আগ্রহী ছিলেন। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে, 'অর্থপূর্ণভাবে মানবসভ্যতা অধ্যয়ন করতে হলে শুধু "মানুষের" ওপরই গুরুত্বারোপ করতে হবে।' এর অন্যথা হলে অধ্যয়ন ইয়োরোপকেন্দ্রিকতা ও 'সমসাময়িকতা'-দোষে দুষ্ট হয়ে যাবে। এ কারণে ইসলামি সভ্যতার ইতিহাস অধ্যয়ন করতে গিয়ে, ক্ষেত্রবিশেষে তিনি তা পশ্চিম ইয়োরোপিয়ান সভ্যতার সাথে তুলনা করেছেন। এর মাধ্যমে অধিকাংশ ওরিয়েন্টালিস্টদের ইসলামসংক্রান্ত লেখাজোখায় ইয়োরোপের যে নাক-উঁচু ভাব থাকে, তা অপসারণ করেছেন।

মাত্র ১৯ বছর বয়সে ১৯৪১ সালে হডসন বিশ্ব ইতিহাস অধ্যয়নে নতুন ধারা সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। পরবর্তী ২৫ বছর ধরে তিনি সেই ধারাতেই কাজ করে গেছেন। যদিও তা নানা শাখায় বিভক্ত হয়েছে, সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর হয়েছে, গভীর থেকে গভীরতর উপলব্ধির পথে অগ্রসর হয়েছে। পরবর্তী বছরগুলোতে বিশ্ব ইতিহাস অধ্যয়নে নতুন মাত্রা এবং সেই ইতিহাসে ইয়োরোপের অবস্থান নিয়ে হডসনের চিন্তাসম্পর্কিত বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।[৩] বাকিগুলো 'দ্য

৩ ইউনিভার্সিটি অব শিকাগোর Joseph Regenstein Library-র ডিপার্টমেন্ট অব স্পেশাল কালেকশনসে রক্ষিত হডসনের রচনাবলি থেকে তাঁর রচনাবলির

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

2023/12/16 09:35

হিস্ট্রিক্যাল ডিসি
কলার ও আম
ইন্টাররেজি
ইতিহাস ও অ
বিশ্ব ইতিহাস-স

মার্শাল

দা

AI CAMERA
Shot by redmi 5A

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ঐতিহাসিক তুলনার ইউনিটসমূহ ৩৬৮
নানা জাতের হিস্ট্রিক্যাল কমপ্লেক্স ৩৬৮
আঞ্চলিকতা (Regionality) ৩৬৯
যুগবিন্যাস (Periodization) ৩৭৪
আধুনিক ইতিহাসের ঐতিহাসিক যৌগ ৩৭৫
সৃষ্টিশীলতা ও অবক্ষয় ৩৭৬
হিস্ট্রিক্যাল ডিসিপ্লিনের সমন্বয়ক হিসেবে আন্ত-আঞ্চলিক অধ্যয়নের ভূমিকা ৩৭৯
স্কলার ও আমজনতার মধ্যে আন্ত-আঞ্চলিক প্রবণতার প্রায়োগিক প্রভাব ৩৭৯
ইন্টাররেজিওনাল পারস্পেকটিভের সমস্যাবলির হাকিকত যাচাই ৩৮২
ইতিহাস ও অন্যান্য ফিল্ডের সমন্বয়ে আন্ত-আঞ্চলিক অধ্যয়নের ভূমিকা ৩৮৫
বিশ্ব ইতিহাস-সংক্রান্ত গ্রন্থাবলির কাজ এবং সেগুলো মূল্যায়নের মানকাঠি ৩৮৭
উপসংহার ৩৯১
মার্শাল জি এস হজসনের আয়নায় ইসলামের প্রতিবিম্ব ৩৯২
বিশ্ব ইতিহাসরূপে ইসলামি ইতিহাস ৩৯৭
দ্য ভেঞ্চার অব ইসলাম এবং সভ্যতা অধ্যয়ন ৪০৬
ইসলামি ইতিহাসের ধারা ৪১২
উপসংহারের উপসংহার ৪২১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

AI CAMERA
Shot by ...

জ্ঞানতাত্ত্বিক (এপিস্টেমোলজিক্যাল)ও উপলব্ধিগত (কনসেপচুয়াল) গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসাগুলোর সমাধান না করলে হডসনের দৃষ্টিতে সেই ইতিহাসে কী কী ত্রুটি-ঘাটতি থেকে যায়, এসবের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে 'হিস্ট্রিক্যাল মেথড ইন সিভিলাইজেশনাল স্টাডিজ' শীর্ষক অধ্যায়ে। এখানে হডসন তাঁর জাত চিনিয়েছেন।

সবশেষে, 'অন ডুইং ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি' শীর্ষক অধ্যায়ে হডসনের মূল আলোচনা। বিশ্ব ইতিহাসচর্চার হডসনীয় পদ্ধতির সারসংক্ষেপ। এখানে উইলিয়াম ম্যাকনেইলের 'দ্য রাইজ অব দ্য ওয়েস্ট'-এর সমালোচনাও করেছেন। বস্তুত, এটি ১৯৬৬ সালের ১৬ ডিসেম্বরে দ্য ইউনিভার্সিটি অব হ্যাম্পশায়ারের জন ভলের নিকট পাঠানো চিঠির অংশবিশেষ। হডসন দুর্দান্ত পত্রলেখকও ছিলেন বটে। তাঁর শ্রেষ্ঠতম কিছু চিন্তার প্রথম প্রকাশ ঘটেছিল চিঠিপত্রে। এমনকি 'দ্য ইউনিটি অব ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি'র বীজের অঙ্কুরোদ্‌গমও চিঠি থেকে। ১৯৪১ সালের এক চিঠি থেকে এর সূচনা হয়েছিল।

বইয়ের দ্বিতীয় অংশে 'ইসলাম ইন গ্লোবাল কনটেক্সট' প্রবন্ধে ইসলাম ও বিশ্ব ইতিহাসের বোঝাপড়ায় হডসনের শ্রেষ্ঠতম কিছু বক্তব্যের সাথে পাঠক পরিচিত হবেন। বিশেষত 'দ্য রোল অব ইসলাম ইন ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি' প্রবন্ধটিতে ইসলামি সভ্যতার ইতিহাসে সংক্ষিপ্ত একটি সফর হয়ে যাবে। 'কালচারাল প্যাটার্নিং ইন ইসলামডম অ্যান্ড দ্য ওক্সিডেন্ট' প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল 'দ্য ভেঞ্চার অব ইসলামে'। এতে রয়েছে ইসলামি সভ্যতা ও পশ্চিম ইয়োরোপিয়ান সভ্যতার অসাধারণ তুলনামূলক পর্যালোচনা। লেখাটা কিছুটা আঁটসাঁট হলেও চিন্তাগুলো বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। 'দ্য ইউনিটি অব লেটার ইসলামিক হিস্ট্রি' প্রবন্ধে তিনি বলতে চেয়েছেন যে মোঙ্গল আগ্রাসন-পরবর্তী সময়ে ইসলামি ইতিহাসের ধারায় সামঞ্জস্য রয়েছে, যার বিরুদ্ধে ছিল আবার তৎকালীন অর্থোডক্স ধারা। 'মডার্নিটি অ্যান্ড দ্য ইসলামিক হেরিটেজ' শীর্ষক প্রবন্ধে হডসন আধুনিক মুসলিমদের হালচাল নিয়ে কথা বলেছেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভবিষ্যদ্বাণীও করেছেন। কী ঘটতে পারে, তা অনুমান করার চেষ্টা করেছেন।

বইয়ের তৃতীয় অংশে, 'দ্য ডিসিপ্লিন অব ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি'তে হডসনের অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি 'দ্য ইউনিটি অব ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি'র শেষ তিন অধ্যায় একত্র করা হয়েছে। এখানে বিশ্ব ইতিহাসে নৈর্ব্যক্তিকতার ধারণা নিয়ে আলাপ করেছেন। ঐতিহাসিক পর্যালোচনার ক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন এবং বলতে চেয়েছেন যে বিশ্ব ইতিহাসই একমাত্র সেই সুনিপুণ

2023/12/16 09:34

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

AI CAMERA Shot by ... 2023/12/16 09:34

সিভিলাইজেশনাল অ্যাপ্রোচের [১] সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতনতা সত্ত্বেও বিশ্ব ইতিহাস অধ্যয়নে হডসন এর ওপরই আস্থা রেখেছেন।

হডসনের ভাষ্যমতে, পশ্চিমা সভ্যতার সমালোচনায় নিরত হওয়ার পূর্বে এখানে একটি জ্ঞানতাত্ত্বিক (Epistemological) পূর্বশর্ত রয়েছে—এই উপলব্ধিতে আসতে হবে যে বর্তমানে লভ্য সমস্ত রচনাবলি এগুলোর রচয়িতাদের 'পূর্ব আনুগত্যের' ফসল। যে আনুগত্য অনুসন্ধিত জিজ্ঞাসার জবাব পূর্বেই ঠিক করে দেয়। হডসনের মতে, পূর্ব আনুগত্যের তালিকায় শুধু ধর্মই নয়, বরং মার্ক্সিজম এবং তাঁর ভাষায় 'ওয়েস্টার্নিজমও' অন্তর্ভুক্ত। অন্যান্য সমকালীন লেখকের চেয়ে খুব স্পষ্ট ও চাঁছাছোলা ভাষায় হডসন উল্লেখ করেছেন যে তিনি কোনো এপিস্টেমোলজিক্যালি 'স্যানিটাইজড' (জ্ঞানতাত্ত্বিক জীবাণুমুক্ত) এরিয়ায় বসে কথা বলছেন না, যেখানে বক্তা পূর্ব আনুগত্য থেকে মুক্ত। বরং তাঁর পূর্বানুমান হচ্ছে, সবারই পূর্ব আনুগত্য বা আনুগত্যসমূহ রয়েছে, যা একই সাথে আমাদের বোঝাপড়া গড়ে দেয়, আবার বোঝাপড়ায় প্রতিবন্ধকতাও তৈরি করে।

হডসন এবং সাইদ উভয়ের মতে, পশ্চিমা সভ্যতার ডিসকোর্স নৈতিক এবং সাংস্কৃতিক—উভয় দিক থেকে পুরো মানবসভ্যতার ওপর পশ্চিম ইয়োরোপের শ্রেষ্ঠত্বের গভীর বোধে প্রোথিত এবং সভ্যতার পশ্চিমা বয়ান সেই বোধ থেকে উৎসারিত। ওরিয়েন্টালিস্ট এবং ওয়েস্টার্ন সিভিলাইজেশন উভয়ই Textualist বা পাঠ্যবাদী এই অবস্থান থেকে যাত্রা শুরু করে যে প্রতিটি সভ্যতারই কিছু আকর বৈশিষ্ট্য (Essences) আছে, আর আকর বৈশিষ্ট্যগুলোর সর্বোৎকৃষ্ট প্রকাশ ঘটে সেই সভ্যতার উৎপাদিত 'গ্রেট বুকস'-এ। (কোনগুলো গ্রেট বুকস, এই সিদ্ধান্ত কে দেবে, কিংবা গ্রেট বুকসগুলো ইতিহাসের সুনির্দিষ্ট স্থানে, সুনির্দিষ্ট সময়ে তথাকার নারী ও পুরুষের যাপিত জীবনের সাথে কতটুকু সংযুক্ত—প্রশ্নগুলোর সন্তোষজনক ব্যাখ্যা কখনোই দেওয়া হয়নি)।

পাঠ্যবাদী অবস্থান ইতিহাসকে সংক্ষিপ্ত করে ফেলে, ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে যে পরিবর্তন থাকে, সেগুলো খারিজ করে দেয় এবং পার্থক্যগুলো মুছে ফেলে; অতীতের নাটকীয় প্রতিচ্ছবি অঙ্কনের উদ্দেশ্যে। চাই তা বিয়োগান্ত হোক—যেমন ইসলামি সভ্যতার ক্ষেত্রে ঘটেছে, অথবা বিজয়ী

---

১ উপসংহারে মূল বইয়ের সম্পাদক বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছেন।

-রাকিবুল হাসান

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আমি ভাবতে শুরু করলাম, যদি 'দ্য ইউনিটি' কোনো প্রকাশক না পায়, তবে হডসনের প্রকাশিত রচনাবলি এবং 'দ্য ইউনিটি'র নির্বাচিত অংশ নিয়ে কি একটা বই হতে পারে? একটু বাজিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত নিলাম। হডসনের লেখাজোখার অনুসন্ধানকালে ১৯৮৭ সালে ইউনিভার্সিটি অব শিকাগোর The Joseph Regenstein Library-র ডিপার্টমেন্ট অব স্পেশাল কালেকশন আরও কিছু প্রবন্ধ খুঁজে বের করে, যেগুলো বইয়ে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার মতো। পাশাপাশি হডসনের নিজ হাতে লেখা একটা নোট পেলাম। ১৯৬২ সালে লেখা, কিন্তু কোনো তারিখ নেই। ওতে ছিল যে তিনি নিজেই বিশ্ব ইতিহাসের ওপর রচিত প্রবন্ধাবলি এবং 'দ্য ভেঞ্চার অব ইসলামে'র কিছু অধ্যায় নিয়ে নতুন একটি বই করার কথা ভাবছিলেন। এই বইয়ের চ্যাপ্টারগুলো সেই নোটের তালিকা অনুযায়ী চয়িত হয়েছে।

বিশ্ব ইতিহাসচর্চার উন্নয়নে হডসনের কনসেপচুয়াল ধারা এবং মেথডোলজিক্যাল দৃঢ়তা অসামান্য অবদান রাখবে—আমার এই প্রত্যয়ের কারণে বিশ্ব ইতিহাস ও ইসলাম বিষয়ে তাঁর শ্রেষ্ঠতম রচনাগুলো এই বইয়ে সংকলন করার চেষ্টা করেছি, যা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল এবং বইয়ের প্রবন্ধগুলোকে আমি তিন ভাগে বিভক্ত করেছি।

বিশ্বের ইতিহাস অধ্যয়নে হডসনের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু ছিল বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে পশ্চিমের ইতিহাসের অবস্থান নির্ণয় এবং বিশ্ব ইতিহাসকে ইয়োরোপকেন্দ্রিকতা থেকে মুক্তকরণের উপায় (ফুকো-উত্তর ভাষায় আমরা যাকে বলতে পারি 'দ্য ইয়োরোপিয়ান মাস্টার ডিসকোর্স অন ইটসেলফ')। প্রথম অংশে—বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে ইয়োরোপ—এই বিষয়ে হডসনের গুরুত্বপূর্ণ রচনাগুলো সংকলিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সম্ভবত সবচেয়ে প্রসিদ্ধ প্রবন্ধ হলো ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত—'দ্য ইন্টাররিলেশন্স অব সোসাইটিজ ইন হিস্ট্রি' বা ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে সমাজসমূহের আন্তসম্পর্ক। আবার প্রথম দিককার 'ইন দ্য সেন্টার অব দ্য ম্যাপ' এবং 'ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি অ্যান্ড আ ওয়ার্ল্ড আউটলুকের' মতো প্রবন্ধগুলো বিশ্ব ইতিহাসচর্চায় হডসনের চিন্তাচেতনার খুব ভালো নির্দেশিকাতুল্য। 'দ্য গ্রেট ওয়েস্টার্ন ট্রান্সফরমেশন' প্রবন্ধে আলোকপাত করেছেন আধুনিকতা ও ইতিহাসের গায়ে এর অবস্থান নিয়ে। আধুনিকতা কি বিশ্বের পরিবর্তন প্রক্রিয়া, যার শিকড় প্রোথিত ইয়োরোপে, নাকি এটি ইয়োরোপের নিজস্ব প্রকাশ? বিশ্ব ইতিহাস অধ্যয়নের সূচনালগ্নেই

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অধীতব্য বিষয় (Discipline), যা ঐতিহাসিক অনুসন্ধানকে অন্তত কিছু মাত্রায় হলেও সামষ্টিকতা (Generalization) প্রদান করতে সক্ষম। বোজা মহলে বিশ্ব ইতিহাস সম্পর্কে পাণ্ডিত্যসুলভ আলোচনায় তাঁর কিছু চিন্তা এখনো সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

বইটি সমাপ্ত হয়েছে আমার রচিত 'ইসলামিক হিস্ট্রি অ্যাজ ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি: মার্শাল হজসন অ্যান্ড দা ভেঞ্চার অব ইসলাম' শীর্ষক প্রবন্ধের মাধ্যমে। এতে হজসনের চিন্তায় ইতিহাসের এই দুই ধারা কীভাবে মিথস্ক্রিয়া করে, তার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।

ইসলাম ও পশ্চিম: ইতিহাসে পশ্চিমা সভ্যতার অবস্থান পুনর্নির্ণয়

এডওয়ার্ড সাইদের সাম্প্রতিক ওরিয়েন্টালিজম-বিতর্ক সম্ভবত ইউরোপের ইতিহাস ও অবশিষ্ট বিশ্বের সাথে এর সম্পর্ক পুনর্মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সূচনাবিন্দু। সাইদ মধ্যপ্রাচ্যের ওপর ইউরোপের কর্তৃত্ব বিস্তারে ডিসিপ্লিন হিসেবে ওরিয়েন্টালিজম কী ভূমিকা পালন করেছে, তার ওপর জোরারোপ করেছেন। আরও ব্যাপকভাবে বলতে গেলে যে পথে ওরিয়েন্টালিজম অ-পশ্চিমের ওপর পশ্চিমের কর্তৃত্ব বিস্তারের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলোর ওপর। আরও গভীরে গিয়ে বললে সাইদের তরিকা মূলত সিভিলাইজেশনাল স্টাডিজের বৈধতা নিয়েই প্রশ্ন উত্থাপন করছে। বিশেষত কোনো সভ্যতার 'গ্রেট বুকস'[৪] সেই সভ্যতার মৌলিক চরিত্র নির্দেশ করে, এই দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রশ্ন করতে চেয়েছেন। সাইদ তর্ক তুলেছেন যে যদি ওরিয়েন্টালিজম হয় 'অপর' অধ্যয়ন, তবে ওয়েস্টার্ন সিভিলাইজেশন অবশ্যই 'স্ব' অধ্যয়ন হতে হবে। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। এখানে এসেই সাইদ আর হজসনের সমালোচনা এক বিন্দুতে মিলে যায়; যাদের সিভিলাইজেশনাল স্টাডিজের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এসেনশিয়ালিজম।[৫] এখানে উল্লেখ করা জরুরি যে

---

৪ গ্রেট বুকস অব দা ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড মূলত ১৯৫২ সালে প্রকাশিত ৫৪টি বইয়ের সমষ্টি। ১৯৯০ সালে পুনঃপ্রকাশের সময় তা ৬০ খণ্ডে উন্নীত হয়। নানা মানদণ্ড অনুযায়ী নির্বাচিত এ বইগুলো পশ্চিমা সভ্যতার আয়নারূপে বিবেচিত হয়।
-রফিকুল হাসান

৫ Essentialism: প্রতিটি গ্রুপের, যেমন নারী, গোত্র, সভ্যতা ইত্যাদির সুনির্দিষ্ট কিছু আকরবৈশিষ্ট্য আছে, যা সাদাচোখে দেখা যায় না—এই দৃষ্টিভঙ্গি।
-রফিকুল হাসান

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

AI CAMERA
Shot by ... 50i
2023/12/16 09:35

তিমিরে নিমজ্জিত হয়, উনিশ শতক নাগাদ যে তিমির থেকে বের হতে পারেনি। কিন্তু হডসনের ভাষ্যমতে, ইসলামি সভ্যতার সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক এবং শৈল্পিক জগতের মহাতারকাদের অভ্যুদয় ৯৪৫-এর পর। আরও অনেকের সাথে এই তালিকায় রয়েছেন ইবনে সিনা, আল গাজালি, আলবিরুনি এবং মহাকবি আল ফিরদাওসি এবং ইসলামি সভ্যতার ইতিহাসের শুধু এই একটিমাত্র দিকই ইতিহাস পুনর্বিবেচনার জন্য যথেষ্ট। হডসনের প্রস্তাবিত মিডল পিরিয়ডের সুবাদে তিনি এই তর্ক তুলেছেন যে আরবিই একমাত্র ইসলামের সাংস্কৃতিক ভাষা ছিল না। বরং ৯৪৫-এর পর পারসিক এবং তুর্কি ভাষা ইসলামের বহুজাতিক (কসমোপলিটন) সংস্কৃতি বিকাশের প্রধান বাহনে পরিণত হয় এবং এই বাহনই চীন, ভারত, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, বলকান, মাগরিব অঞ্চলসহ গোটা গোলার্ধ ইসলাম গ্রহণ করে নেওয়ার মূল কারিগর। মিডল পিরিয়ড ছিল ইসলামি সভ্যতা বিস্তারের স্বর্ণযুগ। প্রচলিত 'কালপর্বের' পুনর্মূল্যায়ন হডসনকে ইসলামি সভ্যতার পুনঃ আবিষ্কারের পথে নিয়ে যায়। তবে এবার সেটা ইয়োরোপিয়ান বয়ানের আগাছারূপে নয়, বরং বিশ্ব ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে এবং ইসলামি সভ্যতার স্বকীয় কালপর্ব অনুসারে।

মিডল পিরিয়ডে পর্যাপ্ত মনোযোগ নিবদ্ধ করার সুবাদে হডসন পশ্চিম এশিয়ায় মোঙ্গল আগ্রাসনের ফলাফল পুনর্মূল্যায়নে সক্ষম হয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন মোঙ্গল আগ্রাসন ছিল সর্বনাশা, যা অধিকাংশ পল্লি অঞ্চল জনশূন্য করে দিয়েছে, অনেক শহর ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবকাঠামো গুঁড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও মোঙ্গলরা অপরাপর বর্বরদের মতো ধ্বংস শেষে প্রস্থান করেনি। তারা এখানে বসতি গেড়েছিল। মোঙ্গলদের উত্তরসূরি রাজ্যসমূহ ১৫ শতক পর্যন্ত পশ্চিম এশিয়া শাসন করেছে। ধ্বংসস্তূপ থেকে যে গানপাউডার সাম্রাজ্যের উত্থান ঘটেছিল, তা ছিল অত্যন্ত অভিজ্ঞ। তবে তাদের কার্যসক্ষমতা দুই শতকের 'রাখাল-সাম্রাজ্যের' উপনিবেশের ফলে দারুণভাবে ব্যাহত হয়েছিল। যখন ইসলামি বিশ্ব মোঙ্গল দখলদারত্বের ফলে দুই শতকের অধোগতি আর সাংস্কৃতিক অস্থিরতার ভেতর দিয়ে যাচ্ছিল, পশ্চিম ইয়োরোপ লাগাতার পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে যাচ্ছিল, যা থেকে উত্থিত হয়েছে 'আধুনিকতা'। ফলে যদি আমরা পশ্চিমের উত্থান বুঝতে চাই—হডসন আমাদের সতর্ক করে দিচ্ছেন—আমাদের অবশ্যই ইতিহাসের এই সমান্তরাল ধারার মর্ম উপলব্ধি করতে হবে।

 আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হডসন বিশ্বের ইতিহাস অধ্যয়নে কোনো কিছুকেই স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নেননি। তিনি এমনকি পৃথিবী সম্পর্কে আমাদের ধারণাকেও প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন, বিশেষত 'সর্বজনশ্রদ্ধেয়' মার্কেটর প্রজেকশন' মানচিত্রকে। এই বইয়ের দ্বিতীয় অংশে সংযুক্ত 'দ্য সেন্টার অব দ্য ম্যাপ' প্রবন্ধে তিনি দেখিয়েছেন মার্কেটর প্রজেকশন কীভাবে দক্ষিণ গোলার্ধ সম্পর্কে আমাদের ধারণাকে বিকৃত করে, কারণ, মার্কেটর প্রজেকশন প্রস্তুত করা হয়েছে পশ্চিম ইয়োরোপকে কেন্দ্র ধরে। পৃথিবীর দক্ষিণ অংশের ভূমি ম্যাপে যে আকারে প্রদর্শিত হয়েছে, বাস্তবে তার চেয়ে অনেক বেশি বিস্তৃত। এসব কারণে হডসন একে বলতেন 'জিম ক্রো প্রজেকশন'।[৮] ইয়োরোপ—এশিয়ার ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এই দুটি উপদ্বীপের সমান বর্গ-আয়তনবিশিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও একে বলা হয় মহাদেশ, অথচ ভারত উপমহাদেশ। আর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কপালে তো উপমহাদেশ তকমাও জোটেনি। যদিও উভয় অঞ্চলের প্রধান নদীব্যবস্থা, ভাষা ইত্যাদি সমমানের। আর আফ্রিকার আয়তন তো মার্কেটর প্রজেকশনে আরও ক্ষুদ্র করে দেখানো হয়েছে।

'দ্য ভেঞ্চার অব ইসলামে' হডসন আরেকটি যে গুরুত্বপূর্ণ উপলব্ধি নিয়ে এসেছেন—ইসলামি ইতিহাসের 'মিডল পিরিয়ডস' (এটি মিডল অ্যাজ বা মধ্যযুগ নয়, তার চেয়ে ভিন্ন)। এর দ্বারা তিনি ৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দ—যখন থেকে আব্বাসি খিলাফতের শক্তিশালী কেন্দ্রীয় আমলাতান্ত্রিক সাম্রাজ্যের অধোগতি শুরু, তখন থেকে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত 'গানপাউডার' সাম্রাজ্যের উত্থান পর্যন্ত সময়কালকে বুঝিয়ে থাকেন।

নানা কারণে এই সময়টা গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, প্রচলিত জ্ঞানকাণ্ডের (scholarship) ধারণামতে, ৯৪৫ সালের পর ইসলামি সমাজগুলো গভীর

---

৭ পৃথিবী আদতে বর্তুলাকার। কিন্তু কাগজের মানচিত্রে একে সমতলে আঁকতে হয়। যেকোনো গোলাকার বস্তুকে সমতলে ফুটিয়ে তোলাকে প্রজেকশন বলা হয়। বর্তমানে বহুল প্রচলিত মানচিত্রটি মার্কেটর প্রজেকশন, যা Gerardus Mercator তৈরি করেছেন, ১৫৬৯ সালে।

-রাকিবুল হাসান

৮ যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলের প্রদেশগুলোতে উনিশ শতকের শেষ ভাগে স্থানীয়ভাবে কিছু আইন প্রবর্তিত হয়, যেগুলোকে বলা হতো জিম ক্রো ল। কালোদের প্রতি বৈষম্যমূলক আইনটি সময়ের আবর্তনে উত্তম-অধম, উঁচু-নীচু ব্যবধান এবং কারও ন্যায্য হিস্সা না দেওয়ার সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

-রাকিবুল হাসান

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হোক—যেমনটা ঘটেছে পশ্চিমের উত্থানের ক্ষেত্রে। উভয় ক্ষেত্রেই গল্পটা সভ্যতার মৌলিক গ্রন্থসমূহে নিহিত মূল প্রাণের ছন্দে রচিত হয়। এভাবে আমরা পশ্চিমের ইতিহাস পাই স্বাধীনতা আর যুক্তিবোধের (Rationality) পক্ষে। আর পুবের গল্পটা হাজির হয় স্বৈরতন্ত্র আর সাংস্কৃতিক দৈন্যের মোড়কে। হজসনের সময়ে ডিসকোর্সের ধারণা (যা ফুকোর কাজের ভেতর দিয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে) প্রচলিত ছিল না। তবু তাঁর পশ্চিমাবাদী (Westernist) পণ্ডিতদের এসেনশিয়ালাইজিং প্রবণতা ও পূর্ব আনুগত্যের বোঝাপড়া ফুকো, সাইদ ও অন্যদের কাজের পূর্বসূরি।

মার্শাল হজসনের দৃষ্টিতে পশ্চিমা সভ্যতার সমালোচনামূলক ডিসকোর্স গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ইসলামি ইতিহাস হচ্ছে স্ট্র্যাটেজিক পয়েন্ট বা কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ কুরুক্ষেত্র। যদিও তাঁর সমালোচনার প্রকৃতি গবেষণার একক (ইউনিট অব অ্যানালিসিস) হিসেবে সভ্যতার ওপরই নিবদ্ধ ছিল। তাঁর বক্তব্যমতে ইসলামি সভ্যতা আমাদের নিজস্ব পশ্চিমা সভ্যতার মাসতুতো ভাই। উভয়ের শিকড় একই ইরানো-সেমেটিক ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধে প্রোথিত, যা পশ্চিম এশিয়ান অস্পষ্ট ধারা হয়ে বয়ে এসেছে। ইসলাম হচ্ছে সবচেয়ে শক্তিশালী, সমৃদ্ধতর এবং সফলতর 'অপর', যার বিরুদ্ধে পশ্চিম 'নিজেকে' সংজ্ঞায়িত করে থাকে। আবার ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে পশ্চিম (অক্সিডেন্ট) এবং মুসলিম বিশ্ব (Islamdom) উভয়ই অত্যন্ত সমৃদ্ধ গবেষণা উপাদান সরবরাহ করে—পুরোপুরি ভিন্ন কিন্তু সমরূপ দুটি সমাজ অধ্যয়নের। যাদের শিকড় হেলেনিস্টিক দীক্ষা, পশ্চিম-এশিয়ান নবুয়াতি একেশ্বরবাদ এবং কৃষিভিত্তিক-আমলাতান্ত্রিক সাম্রাজ্যের মোহনায় গিয়ে একীভূত হয়েছে। ফলে ইসলামের ইতিহাস পাঠ, পশ্চিমের ইতিহাসের পুনর্পাঠকে অত্যাবশ্যক করে তোলে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে এবং এই প্রক্রিয়ায় পশ্চিমকে 'অ-স্বতন্ত্র' করে ফেলে। পশ্চিমের স্ব-আরোপিত স্বাতন্ত্র্যবোধকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তোলে।

অধিকন্তু ইসলাম মধ্যপ্রাচ্য থেকে আফ্রো-ইয়োরেশিয়া হয়ে বাকি বিশ্বে ছড়িয়েছে এবং এই বাস্তবতা সভ্যতার 'গ্রেট বুকস' স্টাইল অধ্যয়নকে আরও বেশি প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। ধর্ম হিসেবে ইসলামের বিশ্বব্যাপী বিস্তার অসংখ্য ইসলামি সমাজের জন্ম দিয়েছে। আফ্রো-ইয়োরেশিয়ার আঞ্চলিক সভ্যতাসমূহের পার্থক্যের দেয়াল ভেঙে ফেলেছে। ফলে স্থানীয় সমাজসমূহের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া এবং বিকাশমান ধর্মীয়

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইসলাম এবং আধুনিকতার উৎপাত

হডসনের সবচেয়ে যুগান্তকারী অবদানগুলোর একটি হচ্ছে আধুনিক (১৫০০ সাল-পরবর্তী) ইতিহাসের পুনর্মূল্যায়ন এবং এতে ইয়োরোপের অবস্থান নির্ণয়। তিনি ইসলামি ইতিহাসের ছাত্র ছিলেন, ফলে আধুনিকতার নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে এটি তাঁকে বেশ সহায়তা করেছে, যা অন্তত কিছু ক্ষেত্রে হলেও তাঁর সময়ে প্রভাবশালী 'পশ্চিমা স্বাতন্ত্র্যবাদের' (পশ্চিম পৃথিবীর বাদবাকি সমস্ত অঞ্চল থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে আলোকিত) চেয়ে আলাদা ছিল এবং পশ্চিমা স্বাতন্ত্র্যবাদ আধুনিকায়ন তত্ত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলোর একটি। বিশ্ব ইতিহাসের অপ্রকাশিত লেখক হিসেবে তাঁর ইসলামের ইতিহাস গবেষণা পদ্ধতি কোনো ধরনের সংস্কৃতিবাদী (কালচারালিস্ট) দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা প্রভাবিত ছিল না। বিষয়টি সবচেয়ে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে তাঁর 'দ্য গ্রেট ওয়েস্টার্ন ট্রান্সফরমেশন' শীর্ষক প্রবন্ধে। এতে তিনি পরিবর্তনের বৈশ্বিক গতিপ্রকৃতির জটিল প্রক্রিয়া উল্লেখ করেছেন। যে প্রক্রিয়া আঠারো শতক থেকে বিশ্বকে ক্রমাগত পরিবর্তন করে যাচ্ছে। প্রথমে পশ্চিমকে, তারপর অন্যান্য অংশকে। আমরা এখনো আধুনিকতার শিকড়সন্ধানে তাঁর পুনঃ দর্শনকে (নতুন করে দেখা) আত্মস্থ করার প্রচেষ্টায় নিরত।

হডসনের বিশ্ব ইতিহাসবেত্তা চোখ কিছু অংশে হলেও তাঁকে আধুনিকায়ন তত্ত্বের ইয়োরোপকেন্দ্রিকতা থেকে মুক্ত রাখতে সহায়তা করেছে। আধুনিকায়ন (Modernization)—যা ইতিহাসবিদেরা প্রায়শই পশ্চিমায়নের (Westernization) সাথে গুলিয়ে ফেলেন—হডসনের মতে, একটি বিশ্বজনীন প্রক্রিয়া, শুধু পশ্চিমের একার নয়। যদিও পশ্চিমই সর্বপ্রথম সমাজ, যারা কৃষিভিত্তিক সভ্যতার প্রতিবন্ধকতাগুলো উতরাতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু হডসন জোর দিয়ে বলেন যে পশ্চিমের এই উন্নতি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

AI CAMERA
2023/12/16 09:35

ভাবাদর্শ অসংখ্য-অগণিত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের জন্ম দিয়েছে, যেগুলো ইসলামি হওয়ার পাশাপাশি চায়নিজ, আফ্রিকান এবং তুর্কিশও বটে। উদাহরণত, এই প্রক্রিয়ার ফলে আমরা মসজিদের স্থাপত্যে স্বতন্ত্র আঞ্চলিক কাঠামো পেয়েছি—পিকিংয়ের মসজিদগুলো দেখতে প্যাগোডার মতো, তিম্বাকতুর মসজিদগুলো কাদামাটির ইটে নির্মিত আবার ইস্তাম্বুলের মসজিদগুলোতে দেখা যায় সূচ্যগ্র মিনার ও ধনুকাকৃতির গম্বুজ।

আফ্রো-ইয়োরেশিয়ায় নিজ অস্তিত্বের জানান দিতে ইসলামি সভ্যতা যে প্রক্রিয়ায় বিশ্বসভ্যতা ও আঞ্চলিক সভ্যতার সীমানা অতিক্রম করেছে, তা বিশ্বসমাজের বহুত্ববাদী, অধিকতর বৈশ্বিক এবং মিথস্ক্রিয়তার কথা বলে। একই সাথে এটি বিশ্ব ইতিহাসের এখন পর্যন্ত প্রভাবশালী বয়ানকে উল্টে দিচ্ছে, যা স্থির সভ্যতার গল্প শোনায়; যা পূর্ব বনাম পশ্চিম, ঐতিহ্যবাদী বনাম আধুনিকতার শ্লোক আওড়ায়। একজন বিশ্ব ইতিহাসবেত্তা হিসেবে মার্শাল হডসন স্বপ্রণোদিতভাবেই সভ্যতার অধ্যয়নে ইসলাম যে বিপরীতমুখী বয়ান দাঁড় করায়—তার শক্তি লুফে নিয়েছেন। (কিন্তু একই সাথে অধ্যয়নের একক হিসেবে 'সভ্যতাকে' গ্রহণ করার 'টয়েনবিয়ান পূর্ব অঙ্গীকারের' কারণে হডসনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ উপলব্ধি বাধাগ্রস্ত হয়েছে)।

তাঁর গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ 'দ্য ইন্টাররিলেশন্স অব সোসাইটিজ ইন হিস্ট্রি'তে হডসন অত্যন্ত যুগান্তকারী উপলব্ধি হাজির করেছেন, যা তাঁকে ইসলামি এবং ইয়োরোপিয়ান উভয় সভ্যতাকে বৈশ্বিক সভ্যতার প্রেক্ষাপটে অধ্যয়ন করার পথ করে দিয়েছে। এতে তিনি তর্ক তুলেছেন যে বৈশ্বিক ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে সভ্যতার ইতিহাস মূলত 'এশিয়াকেন্দ্রিক' ইতিহাস। তিনি উল্লেখ করেছেন—চীন থেকে শুরু করে পশ্চিম ইয়োরোপ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূমিজুড়ে গড়ে ওঠা কৃষিভিত্তিক শহুরে সমাজগুলো মূলত এশিয়ান। প্রধান পাঁচটি সভ্যতার চারটিই এশিয়ান। ইতিহাসের এই ঐকতানকে তিনি অভিহিত করেছেন the Oikoumene হিসেবে (চারটি এশিয়ান সভ্যতার সমন্বয়ে গঠিত)। ফলে তাঁর দৃষ্টিতে ইতিহাস অধ্যয়নের আন্ত আঞ্চলিক পদ্ধতি খুব স্বাভাবিকভাবেই সেই পদ্ধতির চেয়ে উন্নত, যা পশ্চিমকে ইতিহাসের কেন্দ্র হিসেবে ধরে নেয় এবং তাঁর পর্যবেক্ষণমতে ১৫০০ সাল নাগাদ পশ্চিম ইয়োরোপ সাংস্কৃতিক দিক থেকে আফ্রো-ইয়োরেশিয়ার অপরাপর বৃহৎ সভ্যতাগুলোর পর্যায়ে পৌঁছাতে পারেনি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অবশ্যই বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটের আলোকে বিচার করতে হবে। আফ্রো-ইয়োরেশিয়ান নগর সমাজগুলোর মধ্যকার অসম্ভব সামঞ্জস্য ও পিরামিড নির্মাণের সাংস্কৃতিক ঝোঁক থেকে হডসনের সিদ্ধান্ত হলো পৃথিবীর কোথাও না কোথাও, আগে বা পরে কৃষিভিত্তিক সমাজ থেকে তীব্র বিচ্ছেদ ঘটেছে (কারণ, কৃষিভিত্তিক সংস্কৃতি কখনো পিরামিডের মতো 'অপ্রয়োজনীয়' বিপুল কর্মযজ্ঞে জড়াবে না), কৃষিভিত্তিক সমাজের প্রতিবন্ধকতাগুলো অতিক্রম করেছে। যদি এটা পশ্চিমে না হয়ে থাকে, তবে হডসনের মতেম হয়তো সাং চীনে অথবা ইসলামি বিশ্বের কোথাও ঘটেছে। পশুচারী যাযাবর কর্তৃক পদদলিত হওয়ার পূর্বে চীনের সাং সমাজ বৃহদাকার সামাজিক ও প্রযুক্তিগত বিনিয়োগ করেছে, যা কিছু সময়ের জন্য তাদের কৃষিভিত্তিক সমাজের সীমাবদ্ধতাগুলো অতিক্রম করে যেতে সহায়তা করেছে। চীনের প্রথম 'শিল্পবিপ্লব' সফল হয়নি বটে, তবে এটি ভাবতে খুবই চমৎকৃত অনুভূত হয়—যদি এটি সফল হতো, তবে কী ঘটত! অনুরূপ, হডসনের দৃষ্টিতে—যদি আধুনিকতার উদ্ভব ইসলামি বিশ্বের কোথাও ঘটত, তবে আধুনিক সমাজগুলোর সাম্যবাদী ও বহুজাতিক প্রবণতা আরও তীব্র থাকত। যদি জাতিরাষ্ট্রের গুটির ভেতর আধুনিকতার জন্ম না হতো (যা পশ্চিম ইয়োরোপের নিজস্ব অভিজ্ঞতার ফসল), তবে আধুনিক বিশ্ব হয়তো ওলামা ও শরিয়াহর তত্ত্বাবধানে একটি বৈশ্বিক সাম্যবাদী রাষ্ট্রের জন্ম দিত।

শিল্পবিপ্লব ইয়োরোপে সংগঠিত হয়েছে এবং তা নিশ্চিতরূপেই ভবিষ্যতের অনেক কিছুকে প্রভাবিত করেছে, ভবিষ্যৎ পৃথিবীর অনেক কিছু নির্ধারণ করে দিয়েছে, ইয়োরোপিয়ান অভিজ্ঞতার আলোকে। সামাজিক বিনিয়োগের নতুন ধারা এবং নতুন মনোভাব (যাকে হডসন টেকনিক্যালিজম হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন) সামাজিক ক্ষমতার সম্পূর্ণ নতুন স্তর তৈরি করেছে। ষোলো শতকের শেষ নাগাদ এই পরিবর্তনগুলো এতটাই প্রকট ছিল যে তা পশ্চিম ইয়োরোপিয়ান সমাজকে পুরোপুরি নতুন মাত্রা দান করেছে। মূলধারার মডার্নাইজেশন তত্ত্বের সাথে হডসন এই মর্মে দ্বিমত রাখেন যে আধুনিকতা সূচনালগ্ন থেকেই একটি বৈশ্বিক প্রক্রিয়া ছিল। যদিও পরিবর্তনের প্রাণকেন্দ্র ছিল পশ্চিম, কিন্তু কোথাও যখন আধুনিকায়ন ঘটে গেছে (চাই তা পশ্চিমই হোক না কেন), তখন সর্বত্রই উন্নয়নের গতিপ্রকৃতি আপাদমস্তক পাল্টে গেছে। এমনকি আফগানিস্তান, থাইল্যান্ড ও মরক্কোর মতো দেশ, যেগুলো

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

করে দেওয়া যায় না, অনুরূপ, পুরো পৃথিবীর ইতিহাসকেও ইয়োরোপে আবদ্ধ করে দেওয়া যায় না; এখানে শিল্পায়ন আগে শুরু হয়েছে বলে।' বিষয়টি তাঁর রচিত 'দ্য গ্রেট ওয়েস্টার্ন ট্রান্সফরমেশন অ্যান্ড টেকনিক্যালিজম' প্রবন্ধে সবিস্তারে উঠে এসেছে। তাঁর তত্ত্বমতে এই উপলব্ধিগুলো আধুনিক যুগকে কৃষি যুগ থেকে আলাদা করেছে। এগুলোই পূর্বেকার সমস্ত যুগ থেকে আমাদের সময়কে স্বতন্ত্র করে তুলেছে। হডসনের দৃষ্টিতে ষোলো শতকে গানপাউডার আগ্নেয়াস্ত্রের উত্থানকাল থেকে নগরসভ্যতাগুলোর মধ্যে ক্রমবর্ধমান প্রযুক্তিগত বিশেষায়িতকরণ (Technological Specialization) প্রবণতা শুরু হয়, আধুনিকতা যার সাথে সংযুক্ত। যত বেশি উদ্ভাবন ঘটছিল, বিশেষত পশ্চিমে; মানবজাতির সামাজিক সংগঠনের ধরন ও মাত্রায় গুণগত পরিবর্তন ঘটছিল। এই পরিবর্তনকে তিনি কৃষিভিত্তিক নগরজীবনের উত্থান সুমের নগরীতে (সুমেরীয় সভ্যতার প্রধান নগরী) যে ধরনের পরিবর্তন বয়ে এনেছিল, তার সাথে তুলনা করেন। শিল্পায়নের ফলে গড়ে ওঠা নতুন সাংস্কৃতিক মনোভাবই 'মডার্ন টাইমের' প্রধান বৈশিষ্ট্য, শিল্পায়ন নয়। তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন, ডেনমার্ক নিঃসন্দেহে আধুনিক রাষ্ট্র, যদিও এটি এখনো কৃষিপ্রধান (ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন ছাড়াই ডেনমার্ক 'আধুনিক', ফলে বোঝা যায় ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন আধুনিকতার প্রধান উপাদান হতে পারে না)।

সংস্কৃতির গাঠনিক ভূমিকার—যা মূলত ইতিহাসপাঠের প্রচলিত সিভিলাইজেশনাল পদ্ধতিতে হডসনের সংশোধনীও বটে—ওপর হডসনের গুরুত্বারোপের বিষয়টি টেকনিক্যালিজমের ধারণাতে বেশ ভালোভাবে পরিস্ফুট। টেকনিক্যালিজম হচ্ছে 'সুচিন্তিত প্রযুক্তিগত বিশেষায়ণের আবহ (অর্থাৎ সমাজে প্রযুক্তিগত বিশেষায়ণের প্রতি ঝোঁক, প্রতিটি সেক্টরে দক্ষ জনবল গড়ে তোলার প্রবণতা), যেখানে বিশেষ দক্ষতাসম্পন্ন বহু সমাজ ব্যাপক মাত্রায় পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল এবং এই নির্ভরশীলতাই সমাজের সেক্টরগুলোর মধ্যকার প্রত্যাশার গতিপ্রকৃতি নির্ধারণ করে দেয়।' এই প্রবণতা সবর্ত্র দেখা গেলেও শুধু পশ্চিমেই প্রযুক্তিগত দক্ষতাবৃদ্ধির প্রচেষ্টাকে বাকি সব মূল্যবোধের চেয়ে অধিকতর মহিমান্বিত করে উপস্থাপন করা হয়েছে। ১৯৫০-এর দশকে যখন হডসন এই ধারণা উদ্ভাবন করেন, ওয়েবারের র‍্যাশনালাইজেশন ব্যাখ্যায় এটি উপকারী টীকা হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল। কিন্তু ১৯৮০-এর দশকে এসে এর ত্রুটিগুলো এখন পরিস্ফুট। প্রচণ্ড বিমূর্ত, সংস্কৃতিবাদী (Culturalist) এবং

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

একদম শেষ দিকে এসে পশ্চিমাদের অধীনে গিয়েছে, সেগুলোও ষোলো শতকের সূচনালগ্ন থেকেই এসব পরিবর্তন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। এখানে হডসন মূলত এরিক ওলফের পর্যবেক্ষণের পূর্বসূরি। ওলফের পর্যবেক্ষণ হলো—নৃতত্ত্ববিদদের প্রিয় 'বিচ্ছিন্ন' কৃষিভিত্তিক সমাজ আদতে একটি ভ্রান্তি। তাঁর ভাষ্যমতে এমনকি সবচেয়ে বিচ্ছিন্ন গ্রামটাও পশ্চিমের বিশ্ব অর্থনীতি ও পশ্চিমা ধাঁচের জাতিরাষ্ট্রের উত্থানে আক্রান্ত হতে হয়েছে।

হডসনের আধুনিকতার পুনর্মূল্যায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে পশ্চিমের ইতিহাসের 'বিচ্ছিন্নতা', 'নিরবচ্ছিন্নতা' নয় এবং এটিই ইতিহাসের সবচেয়ে চমকপ্রদ দিক। তিনি উল্লেখ করেন, পশ্চিমের উন্নতির যে বক্ররেখা প্রাচীন গ্রিস থেকে উত্থিত হয়ে রেনেসাঁ যুগ পাড়ি দিয়ে আধুনিক সময়ে এসে মিলিত হয়েছে, এটি দৃষ্টিভ্রম বৈ কিছুই নয়। বস্তুত, সত্যটা হলো, ইতিহাসের অধিকাংশ সময় ধরে ইয়োরোপ 'মূল ভূখণ্ড' এশিয়ার একটি অগুরুত্বপূর্ণ বিচ্ছিন্ন দ্বীপ হিসেবেই বিবেচিত ছিল। মোস্ট ইম্পোর্ট্যান্টলি—তাঁর ভাষ্যমতে—রেনেসাঁ আধুনিকতার সূচনা করেনি। বরং এটি ইয়োরোপকে সাংস্কৃতিক দিক থেকে অবশিষ্ট Oikoumene সভ্যতাসমূহের সমান পর্যায়ে উন্নীত করেছে মাত্র এবং তা করেছে এশিয়ান সভ্যতাসমূহের সৃষ্ট উন্নতিগুলোকে ইয়োরোপে পরিচিত করার মাধ্যমে। অন্যত্র উদ্ভাবিত হয়েছে এবং তারপর ক্রমান্বয়ে ইয়োরোপে ছড়িয়েছে—এমন উদ্ভাবনের তালিকা অনেক দীর্ঘ। এতে রয়েছে গানপাউডারচালিত আগ্নেয়াস্ত্র, কম্পাস, জাহাজের অগ্রভাগে থাকা রাডার, দশমিক সংখ্যা, বিশ্ববিদ্যালয় এবং আরও অনেক। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে ইয়োরোপের অভিজ্ঞতা মৌলিক কিছু নয়, বরং ধার করা। তবে এর অর্থ এই নয় যে ইয়োরোপে মৌলিক কোনো কিছুই উদ্ভাবিত হয়নি। কিন্তু তিন হাজার বছরের আফ্রো-এশিয়ান কৃষিভিত্তিক ওইকিউমেনে (Oikoumene) নগরসভ্যতায় সাংস্কৃতিক উদ্ভাবনগুলো পরস্পরের ভেতর ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে একে অপরের সাথে সমতা বজায় রাখার তীব্র মনোভাব ছিল।

আধুনিকতাকে একই সাথে বিশ্ব ইতিহাসের একটি প্রক্রিয়া কিন্তু পশ্চিমে যার শিকড় প্রোথিত—এভাবে দেখার হডসনীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে একটু বৈপরীত্য আছে। 'শিল্পায়নের বিকাশ ইংল্যান্ডে প্রথম শুরু হয়েছে, তাই বলে পুরো ইয়োরোপের ইতিহাসকে যেমন ইংল্যান্ডের ইতিহাসে সীমাবদ্ধ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আকারকেন্দ্রিক মূল্যায়নের চেয়ে যোজন যোজন দূরে। আমার জানামতে, সর্বপ্রথম 'নিউ ইয়র্কার' ম্যাগাজিন 'দ্য নিউ ইয়র্কার ম্যাপ অব দ্য ইউনাইটেড স্টেটস' প্রকাশ করেছিল। এতে নিউইয়র্ক শহর আকারে নিউ ইংল্যান্ড, ফ্লোরিডা এবং গোটা পশ্চিমাংশের সমান ছিল। পৃথিবীকে মহাদেশে ভাগ করার মাধ্যমে আমরাও 'নিউ ইয়র্কারে'র মতো আমাদের স্বার্থের প্রতিফলন ঘটাচ্ছি। ইতালি একটি দেশ, যা ইয়োরোপ 'মহাদেশের' দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত। ভারতও একটি দেশ, যা এশিয়া 'মহাদেশের' দক্ষিণে অবস্থিত। যদিও ভারত প্রাকৃতিকভাবে অনেক বড় এবং প্রগাঢ় রহস্যাবৃত।

'নিউ ইয়র্কারে'র মানচিত্র যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশকে 'নিউ ইয়র্কার'রা কীভাবে দেখে থাকে, তার প্রতিচ্ছবি। অনুরূপ আমাদের 'মার্কেটর' বিশ্বমানচিত্রও পশ্চিম পৃথিবীকে কোন দৃষ্টিতে দেখে, তার প্রতিবিম্ব। কেউ কেউ যুক্তি দিতে পারেন যে মার্কেটর প্রজেকশনের তুমুল জনপ্রিয়তার কারণ হলো এর সঠিক অ্যাঙ্গেল, যা সাগরযাত্রায় অপরিহার্য (কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, এই প্রজেকশনে আয়তনের পাশাপাশি সাগরের আকৃতিও বিকৃত)। কিন্তু আপনি যদি সাগরযাত্রার জন্য নয়, বরং পৃথিবীর নানা অংশের মধ্যে তুলনা করার জন্য কোনো মানচিত্র ব্যবহার করেন, সে ক্ষেত্রে অ্যাঙ্গেলের চেয়ে আয়তন (areas) ও আকৃতি (shapes) বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অধিকন্তু, আয়তন আকৃতির চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, আয়তনের সাংস্কৃতিক প্রভাব আছে।

মার্কেটর প্রজেকশন নিয়ে উত্থাপিত আপত্তিগুলোর মধ্যে—এটি উত্তর আমেরিকার আকৃতি বিকৃত করে ফেলেছে, গ্রিনল্যান্ডকে অস্বাভাবিক বড় করে দেখাচ্ছে—এগুলো গুরুতর নয়। কারণ, গ্রিনল্যান্ড নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা নেই। বরং গুরুতর আপত্তি হলো এটি ইন্ডিয়া, ইন্দোনেশিয়া এবং গোটা আফ্রিকাকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র হিসেবে উপস্থাপন করে। আমি এই ধরনের বিশ্বমানচিত্রকে বলি জিম ক্রো প্রজেকশন! কারণ, এটি ইয়োরোপকে আফ্রিকার চেয়েও বড় করে দেখায়।

AI CAMERA
Shot by ...2050
আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

2023/12/...

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এক

ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে সমাজসমূহের আন্তসম্পর্ক

বিশ্বযুদ্ধ-জর্জরিত বিশ শতক কিংবা ইয়োরোপের বিশ্ব শাসনের উনিশ শতকের বহু আগে থেকেই মানবজাতির বিভিন্ন অংশের ভাগ্য পরস্পরসংযুক্ত—এটি সর্বজনবিদিত। এখানে আমরা ভাগ্যবিজড়িত হওয়ার কিছু সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পথপরিক্রমা যাচাই করব; এর মাধ্যমে আমরা হয়তো ব্যাপক পরিসরে ইতিহাস উদ্‌ঘাটনের উপায়গুলোর মাঝে তুলনা করতে সক্ষম হব; এই প্রক্রিয়ায় জড়িত সমাজগুলোর তুলনামূলক পর্যালোচনা করতে পারব, একাধিক প্রসিদ্ধ কিন্তু অপ্রচলিত পন্থায়। আমি মূলত কথা বলব প্রাক্-আধুনিক সময় নিয়ে। পেপারের শেষ দিকে প্রাক্-আধুনিক ও আধুনিক আন্তসংযোগপদ্ধতিগুলোর কিছু গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য দেখাব।

পশ্চিমের ভৌগোলিক বিশ্বচিত্র

মধ্যযুগে পশ্চিমারা পৃথিবীর যে নৃতাত্ত্বিক চিত্রায়ণ করত—আধুনিক যুগে এসেও কীভাবে তা ধরে রেখেছে, সে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা বটে। সেই চিত্র এখনো আমাদের পিছু ছাড়েনি, তবে এখন তা প্রকাশিত হয় বৈজ্ঞানিক ও পাণ্ডিত্যসুলভ ভাষায়। পাণ্ডিত্যসুলভ সকল ভাষা-পরিভাষা

১ প্রবন্ধটি মূলত ইউনিভার্সিটি অব শিকাগোর 'দ্য আইডিয়া অব মানকাইন্ড' শীর্ষক লেকচার সিরিজে প্রদত্ত ভাষণ। সিরিজটি স্পনসর করেছিল দ্য কমিটি ফর দ্য স্টাডি অব মানকাইন্ড।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইয়োরোপকেন্দ্রিক টেকনিক্যালিজম এখন আমাদের জন্য তুলনামূলক কম উপকারী ধারণা। সমসাময়িক রচনাবলিগুলো যখন বৈশ্বিক 'সামাজিক' ও 'অর্থনৈতিক' পরিবর্তনের ওপর জোর দিচ্ছে, যাকে ফরাসিরা বলে la longue duree (the long term, অর্থাৎ বিশ্বজুড়ে ঘটে চলা দীর্ঘমেয়াদি পরিবর্তন), তখন হডসনের চিন্তার সীমাবদ্ধতা খুবই সুস্পষ্ট। কারণ, এটি 'সংস্কৃতির' ওপর গুরুত্ব দেয়। হডসন যে সিভিলাইজেশনাল অ্যাপ্রোচকে প্রাধান্য দিয়েছেন, তা দীর্ঘমেয়াদি জনমিতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনগুলোকে—যেগুলো আধুনিক সময়ের সূচনালগ্ন থেকে কিংবা এমনকি পূর্ব থেকেই চলমান—খুব কমই ধরতে পেরেছে।

সংক্ষেপে, হডসনের পশ্চিমকে বিশ্ব ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে স্থাপন করার প্রচেষ্টা মিশ্র ফলাফল বয়ে এনেছে। কিছু ক্ষেত্রে তাঁর ধারণা ও উপলব্ধি এখনো অনতিক্রম্য। আবার ক্ষেত্রবিশেষে আধুনিকতা সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি প্রাচীন ও সমস্যাযুক্ত পশ্চিমা স্বাতন্ত্র্যবাদের আজ্ঞাবহ। তবে এটি স্বীকার করতেই হবে যে সমস্যা সবারই রয়েছে। শুধু হডসনের নয়। পৃথিবীময় বিস্তারের পূর্বে ইয়োরোপে যেসব পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, সেখানেই যেগুলোর সর্বপ্রথম উদ্ভব—ম্যাকনেইল বা মার্ক্সিস্ট—কেউই বিশ্ব ইতিহাসের ছাঁচে তা ফেলতে পারেননি। হডসনের দৃষ্টিভঙ্গি ভুলই হোক না কেন, যারা স্বীয় কর্মসমূহকে উচ্চ মান ও জ্ঞানতাত্ত্বিক গম্ভীরতার মানদণ্ডে পরিমাপ করতে ইচ্ছুক, তাদের মননে স্থায়ী আবেদন রেখে গিয়েছে। বিশ্ব ইতিহাস আমাদের চেতনায় আরও গভীরতর জায়গা নিতে হলে আমাদের হডসনকে গুনতে হবে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

একে প্রতিষ্ঠার পেছনে ব্যয়িত হচ্ছে। জাতিভিত্তিক যেকোনো বিশ্বচিত্র (world image) পৃথিবীকে দুই ভাগে বিভক্ত করে ফেলে; 'আমরা' ও 'তারা', 'স্ব' এবং 'অপর'। দুইয়ের মাঝে 'আমরা' সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এবং 'আমরা' পুরোপুরি সার্থক হয়ে উঠতে হলে একে অবশ্যই একই সাথে ঐতিহাসিক এবং ভৌগোলিক 'আমরা' হতে হবে। যেমন চীনাদের মিডল কিংডম ধারণা এবং মুসলিমদের কেন্দ্রিকতার (মুসলিম জাতি বিশ্বের প্রাণভোমরা) ধারণা। পশ্চিমাদের ইমেজও অনুরূপ। এ-জাতীয় অধিকাংশ হাতসাফাই-ই ইতিহাসের কুটিল ম্যাজিকের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে। ফলে পশ্চিম ইয়োরোপ ভৌগোলিকভাবে ক্ষুদ্র হতে পারে, কিন্তু গোটা ইতিহাস বিনির্মাণ করা হয়েছে একে কেন্দ্র ধরে।

আমরা মানচিত্র থেকে শুরু করব। মানচিত্র দিয়ে শুরু করাটা বাহ্যত হাস্যকর মনে হতে পারে। কিন্তু মানচিত্রই আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর দিশা দিতে সক্ষম। মানচিত্রে এমনকি আমরা আমাদের অনুভূতিও প্রকাশ করতে পারি! পৃথিবীকে আমরা 'মহাদেশে' বিভাজিত করেছি। পূর্ব গোলার্ধে মানবজাতির চার-পঞ্চমাংশের আবাস। একে আবার বিভক্ত করেছি ইয়োরোপ, এশিয়া এবং আফ্রিকায়। মধ্যযুগীয় বিভাজন।

আমরা জানি, রাশিয়ার পশ্চিমাংশ ইয়োরোপ, এটি ঐতিহাসিকভাবে ভারতের সমান জনসংখ্যার অধিকারী, বর্তমান ভারত-পাকিস্তানের সমান। একই রকম ভৌগোলিক, ভাষিক এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যধারী। সীমানাও সমান। কিন্তু ইয়োরোপ কীভাবে মহাদেশ হয়ে গেল, ভারত কেন নয়? এটি কোনো ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের কারণে হয়নি, কোনো সাংস্কৃতিক ভিন্নতার কারণেও নয়। এজিয়ান সাগরের দুই পাশ বলতে গেলে একই সংস্কৃতির অধিকারী, একই ভাষা বা ভাষাসমূহ এবং এমনকি একই সরকার! ব্লাক সি এবং ওরাল পর্বতমালা সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য।

ইয়োরোপ এখনো মহাদেশ হিসেবে বরিত। কারণ? আমাদের সাংস্কৃতিক পূর্বসূরিরা এখানে বসবাস করত, তাই। একে মহাদেশ তকমার মাধ্যমে আমরা মূলত এর প্রাকৃতিক আকারের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ 'পদবি' প্রদান করেছি। এর মাধ্যমে আমরা নিশ্চিত করেছি যেন এটি অন্য কোনো বৃহত্তর এককের (মহাদেশের) অধীন অংশে পরিণত না হয়, বরং বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ ইউনিট হিসেবে থাকে। পাশাপাশি, আমরা আমাদের এমন মানদণ্ডে পরিমাপ করি, যা নিছক

AI CAMERA
Shot by narzo 50i

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

AI CAMERA
Shot by narzo 50

প্রথম অধ্যায়

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে ইয়োরোপের অবস্থান

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে সমাজসমূহের পারস্পরিক সংযোগ

মার্কেটর প্রজেকশন ইয়োরোপকে বড় করে দেখাচ্ছে, কিংবা একে ওপর দিকে রাখছে—সেসব নিয়ে আমাদের অত দুশ্চিন্তা নেই। এগুলো প্রাইম মেরিডিয়ানকে গ্রিনিচ বরাবর রাখার মতোই 'অপ্রাসঙ্গিক' বিষয়। বড় জুয়াচুরিটা হলো—এটি নিজে যেমন বিকৃত, অনুরূপ এটি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিও বিকৃত করে ফেলে (প্রাইম মেরিডিয়ানকে গ্রিনিচ বরাবর রাখলে যা ঘটে না)। চল্লিশ ডিগ্রি উত্তর অক্ষরেখা আমাদের বিশ্ব ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, ঐতিহাসিকভাবে প্রায় সমস্ত মহান সভ্যতার উত্থান হয়েছে চল্লিশ ডিগ্রি উত্তর অক্ষরেখার দক্ষিণ পাশে। কিন্তু ঠিক চল্লিশ ডিগ্রি উত্তর অক্ষরেখায় এসেই মার্কেটর প্রজেশন সবচেয়ে বিস্তৃত! এর উত্তর অংশের অঞ্চলগুলোকে অনেক বড় করে দেখানো হয়েছে, যেখানে প্রায় কোনো বৃহৎ সভ্যতারই উত্থান ঘটেনি। ফলে মার্কেটর ও এর মতো অন্য প্রজেকশনগুলোতে ইয়োরোপ–মধ্যপ্রাচ্য, ভারত ও চীনের মতো সভ্যতার আঁতুড়ঘরগুলোর চেয়ে অনেক বড়। প্রজেকশনে দেখা যাচ্ছে, ভারত এশিয়া মহাদেশের এক প্রান্তে, ইয়োরোপের এক প্রান্তে অবস্থিত সুইডেনের মতো (অথচ ভারত সভ্যতা, সংস্কৃতি, আয়তন সর্ববিচারে সুইডেনের সাথে অতুলনীয়)! এই মানচিত্রে আমাদের পরিচিত ইয়োরোপিয়ান শহর-বন্দর, নদীনালাসহ আরও অনেক কিছু সবিস্তারে দেওয়া আছে। পক্ষান্তরে ইন্ডিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার মতো দেশগুলোকে যথেচ্ছভাবে কোনো রকমে ঠেসে দেওয়া হয়েছে। আমাদের শ্রুত ও জ্ঞাত গুরুত্বপূর্ণ ফিচারগুলো এ ক্ষেত্রে অনুপস্থিত।

এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই যে মার্কেটর প্রজেকশনের বিকৃতি সত্ত্বেও, আরও অনেক ভালো প্রজেকশন থাকা সত্ত্বেও, জিওগ্রাফারদের ক্লাসরুমের বাইরে মার্কেটর প্রজেকশনই এখনো প্রভাবশালী। কেন? কারণ, এটি আমাদের আত্মমুগ্ধতা নিশ্চিত করে। আমাদের ইগো ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে তোলে। এমনকি মার্কেটর প্রজেকশনের বিকৃতির কারণে আমরা এটা প্রত্যাখ্যান করলেও বিকল্প হিসেবে এমন প্রজেকশন ইউজ করি, যা হয়তো গ্রিনল্যান্ডের সাইজ একটু ছোট দেখাবে বটে, কিন্তু এতে ভারতের কোনো 'ভাগ্যোন্নয়ন' হবে না। ইয়োরোপের তুলনায় যে রকম অবহেলিত আছে, তেমনই থেকে যাবে। উদাহরণত ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটির ব্যবহৃত 'ভন দ্য গ্রিনটেন' প্রজেকশন। এখন আমরা যা চাই তা হলো—ঠিক সেভাবেই পৃথিবীর মুখোমুখি হওয়া, যেভাবে তা আছে। পশ্চিম আর

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এর আত্ম-অহামিকা যেভাবে দেখতে চায়, তা চাপিয়ে দিয়ে নয়। আমরা ইয়োরোপকে হয়তো বিস্তারিত পড়তে চাই, কিন্তু সেটা হতে হবে মানচিত্রের 'স্বতন্ত্র' পৃষ্ঠায়। যখন আমরা পুরো পৃথিবীকে একটি একক হিসেবে দেখব, যখন গোটা মানবজাতির দিকে তাকাব, তখন অবশ্যই আমরা আমাদের প্রকৃত অনুপাত অনুযায়ী দেখতে চাই। যেসব ক্ষেত্রে আমাদের বিশ্বমানচিত্র প্রয়োজন হয়, তার প্রতিটি ক্ষেত্রে 'সুষম' বিশ্বমানচিত্র চাই।

পশ্চিমের ইতিহাসকেন্দ্রিক বিশ্বভাবনা

জিওগ্রাফিক্যাল আলোচনার ক্ষেত্রে বিশ্ব ইতিহাসের 'ধারণা' বিশ্বমানচিত্রের চেয়ে অনেক বেশি 'বিমূর্ত'। কিন্তু মানচিত্রের মতো পশ্চিমের 'বিশ্ব ইতিহাস ভাবনার' ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। এ ক্ষেত্রেও আমরা সেসব পরিভাষা ব্যবহার করি, যেগুলো বিকৃতিতুল্য। আমরা এই সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বেরিয়ে আসতে চাই। কিন্তু যতক্ষণ না আমরা আমাদের ঐতিহাসিক শ্রেণিবিন্যাস (Categories) এবং বিশ্ব ইতিহাসের কাঠামো সম্পর্কে ধারণা আমূল পাল্টাচ্ছি, সেকেলে চিন্তার জালেই নিজেদের আবদ্ধ দেখতে পাব। আমাদের চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু মূল জায়গা থেকে অন্যত্র সরে যাবে।

আমাদের গৎবাঁধা গল্প যেভাবে আগায়—ইতিহাসের সূচনা হয়েছিল 'প্রাচ্যে', মেসোপটেমিয়া এবং ইজিপ্টে। তারপর মশাল হস্তান্তরিত হয়ে যায় গ্রিস এবং রোমে, অবশেষে যা উত্তর-পশ্চিম ইয়োরোপের খ্রিষ্টানদের নিকট এসে থিতু হয়। এখানে মধ্যযুগীয় এবং আধুনিক জীবনের উত্থান ঘটে। মধ্যযুগে, ক্ষণিকের জন্য সাময়িকভাবে ইসলামকে বিজ্ঞানের 'আলো' বহন করার সদয় অনুমতি প্রদান করা হয়েছিল, যার মূল মালিক পশ্চিমই ছিল। যতক্ষণ না পশ্চিম এটা পুনর্গ্রহণে প্রস্তুত হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত। প্রস্তুত হওয়ার পর তারা তা নিয়ে নেয় এবং এগিয়ে নিয়ে যায়। ভারত, চীন এবং জাপানেও কিছু 'প্রাচীন' সভ্যতা ছিল বটে, কিন্তু সেগুলো ছিল বিচ্ছিন্ন। ফলে মূলধারার ইতিহাসে (পশ্চিম ইয়োরোপ) এদের 'অবদান' যৎসামান্য। আধুনিক সময়ে এসে পশ্চিম ইয়োরোপ পুনরায় জেগে উঠেছে, বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে। ফলে ইসলাম, ভারত ও

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

চীন-জাপান ফিরে গেছে তাদের বিচ্ছিন্নতায়। এখন তারা পশ্চিমা সভ্যতার কক্ষপথে ঘূর্ণমান এবং এর মাধ্যমে বিশ্বসভ্যতায় পরিণত হওয়ার পথে উঠে আসছে।

এই গল্পে দুটি কেন্দ্রীয় চরিত্র আছে। একটি হচ্ছে ইতিহাসের 'মূলধারা', যা আমাদের নিজদের পূর্বসূরিদের নিয়ে গঠিত। এর ভেতর আছে পশ্চিম ইয়োরোপের ইতিহাস, সভ্যতায় পরিণত হওয়ার পর থেকে। পূর্বেকারও কিছু আছে। তবে সেগুলো ইতিহাসের 'সুনির্বাচিত' সময়কাল, দক্ষিণ-পূর্ব ইয়োরোপ এবং নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চলে সীমিত। রোমান সাম্রাজ্য পর্যন্ত গ্রিক ইতিহাস (তার পরের সময়কালটুকু নয়, ফলে বাইজেন্টাইনরা 'মূলধারা'র অন্তর্ভুক্ত নয়); গ্রিকদের পুনরুত্থান পর্যন্ত নিকট-প্রাচ্য, এরপর নয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে সাংস্কৃতিক সৃষ্টিশীলতায় যে ভূখণ্ডগুলো এগিয়ে ছিল, 'মূলধারা'র ইতিহাসে তাদের খুঁজে পাবেন না। অনুরূপ ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সময়ও এর হদিস পাবেন না। ট্র্যাডিশনাল দৃষ্টিকোণ থেকে 'মূলধারা'কে অন্বেষণ করতে হবে শুধুই উত্তর-পশ্চিম ইয়োরোপে, মেরোভিনজিয়ানদের অন্ধকার যুগে। যদিও সবাই জানে যে বাইজেন্টাইন এবং মুসলিমরা (অনুরূপ ভারতীয় এবং চায়নিজরা) সে সময় অনেক বেশি সভ্য ছিল। এতৎসত্ত্বেও 'মূলধারা' শুধু আমাদের নিকট-পূর্বসূরিদের মাঝেই সীমাবদ্ধ। অন্য কারও প্রবেশাধিকার নেই।

বস্তুত, 'মূলধারা'র প্রায় সমস্ত ভূমিই 'ওয়েস্টে' খুঁজে পাওয়া যায়। ক্ল্যাসিক্যাল গ্রিসকে বলা হতো 'ওয়েস্টার্ন', পক্ষান্তরে বাইজেন্টাইন গ্রিস ছিল 'ইস্ট'। এটি আমাদের গল্পের দ্বিতীয় চরিত্রের সন্ধান দেয়—আমরা এমন বিশ্ব ইতিহাস নির্মাণ করতে অনুমোদিত, যেখানে আমাদের নিজেদের সাংস্কৃতিক পূর্বসূরিরা মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু। পূর্ব গোলার্ধের বাকি সব সভ্যতা ঢুকে যাবে 'ইস্ট' কিংবা 'ওরিয়েন্ট'-এর পিঞ্জিরায়। যদি জিওগ্রাফিতে ফিরে যাই, তবে ইতিহাসের এই গল্পকে মানচিত্রের 'এশিয়া'র সাথে তুলনা করতে পারি। এতে আমরা পশ্চিমকে বাকি সমস্ত সভ্যতার মোকাবিলায় দাঁড় করাতে সক্ষম হই, যেগুলো সম্মিলিতভাবে 'এশিয়ান' সভ্যতা। ইয়োরেশিয়া এবং আফ্রিকার উত্তরাংশের বাইরে (আফ্রিকা ইতিহাসের গতিপথে 'পুব' এর অংশ, যদিও মরক্কো ভৌগোলিকভাবে স্পেনের চেয়েও পশ্চিমে অবস্থিত!) বাদবাকি দূরবর্তী পৃথিবী ছিল প্রায় জনবিরল, ইতিহাসের অধিকাংশ সময়জুড়ে খুব উন্নত

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সভ্যতার অধিকারী ছিল না। ফলে তাদের ইতিহাস আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করার মতো 'যথেষ্ট' গুরুত্বপূর্ণ নয়। ইয়োরেশিয়ার এই অবস্থান নির্ণয়ের মাধ্যমে আমরা পৃথিবীর প্রাচীন নৃভিত্তিক দ্বিভাজনে ফিরে যেতে পারি—আমরা ও তারা, ইহুদি ও জেন্টাইল, গ্রিক ও বারবারিয়ান, পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্য। যেহেতু সংজ্ঞানুসারে 'মূলধারা'র ইতিহাস 'পশ্চিম' হয়ে চলে, ফলে একই সংজ্ঞানুসারে 'প্রাচ্য' বিচ্ছিন্ন ও স্থবির। ফলে 'পশ্চিম' মানবজাতির অর্ধাংশ এবং অবশ্যই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ অর্ধাংশ।

আধুনিক পশ্চিমা জাতিকেন্দ্রিকতার সবচেয়ে মজার দিক হচ্ছে—এর জাতিকেন্দ্রিকতা পৃথিবীর অপরাপর জাতিকেন্দ্রিকতার ওপর অনিবার্যভাবে জেঁকে বসেছে, যার মাধ্যমে শুধু দ্বিধাই বৃদ্ধি পেয়েছে। মুসলিম ও হিন্দুরা মোটাদাগে আধুনিক পশ্চিমের জাতিবিভাজন শতভাগ বৈজ্ঞানিক হিসেবে মেনে নিয়েছে। তারা তাদের ঐতিহাসিক এবং ভৌগোলিক পরিভাষাসমূহ পশ্চিম থেকে নিয়েছে, পরিভাষাসমূহের সাথে আসা পরিণতিও মেনে নিয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে মনে হয়, পশ্চিমের বিভাজন তো সংগতই। যেমন যখন কোনো ইজিপশিয়ান নিজেকে ওরিয়েন্টাল হিসেবে চিহ্নিত করার পর পশ্চিমের ওপর নিজের আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করে এই যুক্তিতে যে যিশুখ্রিষ্ট, গৌতম বুদ্ধ এবং কনফুসিয়াস—সকলেই ছিল 'ওরিয়েন্টাল'; কিংবা মহাদেশ হিসেবে পশ্চিমের দেওয়া 'আফ্রিকা' স্বীকৃতি মেনে নিয়ে যখন কোনো 'আফ্রিকান' দেশ সাব-সাহারান রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করে, একে সাম্রাজ্যবাদ হিসেবে দেখা হয় না। তবে কখনো কখনো পশ্চিমা জাতিকেন্দ্রিক বিভাজন অসংগতও বটে। কায়রোর সরকারি অফিসে একজন ধর্মপ্রাণ মুসলিমের দেয়ালে আমি একটি মানচিত্র টাঙানো দেখলাম। এতে অঙ্কিত ছিল ইসলাম কত ব্যাপক-বিস্তৃত। কিন্তু সমস্যা হলো মানচিত্রটি ছিল ফরাসি ভাষায় এবং মার্কেটর প্রজেকশনের ওপর অঙ্কিত। ফলে সুবিস্তৃত ইসলামি সীমানা ইয়োরোপের তুলনায় তুচ্ছ দেখাচ্ছিল। সরকারি কর্মকর্তাটি এই মানচিত্রেই অভ্যস্ত। তাই ধরতেও পারেননি যে তিনি 'অফিশিয়াল সাম্রাজ্যবাদের' খপ্পরে পড়েছেন।

মার্কেটর প্রজেকশনের বিকৃতির কারণে এটি যেমন ব্যাপক সমালোচনার শিকার হয়েছে, অনুরূপ পশ্চিমের বিশ্ব ইতিহাসও সমালোচনার কবলে পড়েছে। ফলে এখন আমরা 'অস্বস্তিকরভাবে' এই বিষয়ে সচেতন যে আমরা যেভাবে ভাবতাম, প্রাচ্য 'হয়তোবা' এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু মানচিত্রের দিকে তাকালে যেমন মনে করি যে মার্কেটর

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আধুনিক সময় পর্যন্ত চারটি প্রাণকেন্দ্রই অত্যন্ত সৃষ্টিশীল কেন্দ্র হিসেবে টিকে ছিল, কিন্তু এর বাইরে তুলনামূলক কম সৃষ্টিশীল কেন্দ্রসমূহের অস্তিত্বও ছিল। যেমন তিব্বত। চারটি প্রাণকেন্দ্রকে সব সময় 'স্বতন্ত্র' ইউনিট হিসেবে বিবেচনা করা সম্ভব নয়।

অপর দিকে অনেক আগে থেকেই ভূমধ্যসাগরের পশ্চিম ও পূর্ব অঞ্চলসমূহের সংস্কৃতি ভিন্ন হতে শুরু করেছে। শেষ পর্যন্ত গ্রিক বনাম লাতিন, অর্থোডক্স বনাম ক্যাথলিকরা তুলনামূলক স্বাধীন ও আলাদা সংস্কৃতি গড়ে তুলেছে (উভয়ই ইয়োরোপিয়ান সংস্কৃতি হিসেবে গণ্য)। ইরান ও মধ্য-ইয়োরেশিয়া কখনো ইতিহাসের নিজস্ব গতিপথে চলেছে, যা ফার্টাইল ক্রিসেন্ট ও মিসরের চেয়ে আলাদা। দক্ষিণ ও উত্তর ভারতের সংস্কৃতিতে তীব্র বৈপরীত্য দেখা যায়। ফলে দেখা যাচ্ছে একদিকে চারটি অঞ্চলের মাঝে সংযোগ ও সাদৃশ্য ছিল; আবার অপর দিকে খোদ অঞ্চলগুলোর মধ্যেই বৈচিত্র্য ও ভিন্নতা ছিল এবং 'বৃহত্তর' অঞ্চলগুলোর পরস্পরের মধ্যকার ব্যবধানকে খোদ অঞ্চলগুলোর অভ্যন্তরে একই জাতির মাঝে থাকা বৈচিত্র্যসমূহ থেকে আলাদা করার কোনো সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড নেই। আধুনিক সময়ে বিশ্ব ইতিহাস বোঝাপড়ার যতগুলো গুরুতর প্রচেষ্টা হয়েছে, সবগুলো এমন সব পূর্বানুমানের ওপর নির্ভরশীল, যেগুলো আলাদা সমাজ ও স্বতন্ত্র সংস্কৃতি থেকে উৎসারিত, যাদের প্রত্যেকের অভ্যন্তরীণ ঐক্য রয়েছে। রয়েছে বহিরাগত সম্পর্ক। বিপরীতে, পুরো পৃথিবীর ইতিহাসকে একক ইউনিট হিসেবে দেখার (যেমন র‍্যাঙ্কের) প্রচেষ্টাসমূহকে ব্যতিক্রম হিসেবে দেখা হয় এবং সেসব প্রচেষ্টাও দৃষ্টিভ্রমে আক্রান্ত—যেখানে ইয়োরোপকে দেখা হয় 'বিশ্ব' হিসেবে; আর বাকি সব অঞ্চল—বিচ্ছিন্ন, সংকীর্ণ।

মহান সভ্যতাগুলোর উদ্ভব বিবেচনা করলে এটি পরিষ্কার হয়ে যাবে যে আফ্রো-ইয়োরেশিয়ার জটিল ইতিহাসের মাঝে কোনো পরিষ্কার সীমান্তরেখা টানা অসম্ভব এবং কেন ইতিহাসবিদেরা ক্রমাগত এই অসম্ভব কাজটাই করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। আমরা জানি সবগুলো সভ্যতায় বর্ণমালার উদ্ভব প্রায় একই সময়ে, তবে ভিন্ন ভিন্ন রূপে; ইন্দাস উপত্যকা, দজলা-ফোরাত উপত্যকা, নীল নদ উপত্যকা এবং সম্ভবত কিছুকাল পর হোয়াংহো উপত্যকা ও ক্রেটের মতো অন্য তুলনামূলক কম স্বাধীন অঞ্চলসমূহে। ইন্দাস থেকে এজিয়ান পর্যন্ত এই প্রক্রিয়ায় কিছু সর্বজনীন ও পরস্পরসংযুক্ত বৈশিষ্ট্য ছিল। যেমন এগুলোর উদ্ভাবন সেসব

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইতিহাসের অংশেও এগুলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল নয়। তাঁর বিবৃত সিস্টেমে সর্বাধিক যুগান্তকারী পরিবর্তন হচ্ছে—ধর্ম। তিনি দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে তাঁর চিহ্নিত উনিশটি সভ্যতায় ধর্মের উদ্ভব ঘটেছে। তাই এগুলোকে তিনি স্বাধীন-স্বতন্ত্র ইন্টেলিজিবল ফিল্ডস হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু সবশেষে গিয়ে তাঁর রচনাবলির কোনো অংশই কোনো অর্থ বহন করে না, শুধু একটি বৃহত্তর ইন্টেলিজিবল ফিল্ড বাদে—আফ্রো-ইয়োরেশিয়ার জটিল ইতিহাস, যেখানে এসে তাঁর বিবৃত 'সোসাইটি' বা সমাজসমূহের একাধিক প্রজন্ম পরস্পরের সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

এবং এটিই হওয়ার ছিল। কারণ, ইতিহাসের গতিপথে সুপ্রা-ন্যাশনাল সমাজগুলো একে অপরের সাথে জড়িয়েছে এবং পরস্পর সম্পূর্ণ 'স্বতন্ত্র' ছিল না। এগুলো ইতিহাসের গায়ে এমন জায়গায় স্থাপিত ছিল, যেখানে দুই মহাসাগরের মাঝে কোনো ভৌগোলিক বিভাজক ছিল না। বাণিজ্যিক জীবন, গ্রাম-শহরের আন্তসম্পর্ক, প্রযুক্তির বিস্তার, বিশেষত সামরিক প্রযুক্তি কোনো ধর্ম বা লিপিপদ্ধতির[১১] সুনির্দিষ্ট সীমারেখা মানেনি। আলাদাভাবে বিকশিত হলেও পারস্পরিক বিনিময় হয়েছে। তবে ক্ষেত্রবিশেষে বিষয়গুলো স্থানীয় পরিবেশ ও গোটা সভ্যতার সামগ্রিক সাংস্কৃতিক উন্নয়নের স্তর কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়েছে।

ইতিহাসবিদেরা যখন সভ্যতা কিংবা সোসাইটির এ রকম সম্পর্ক নিয়ে কথা বলেন, তখন সভ্যতার খুবই সীমিত কিছু দিক নিয়ে কথা বলেন। আধুনিক যুগের পূর্বপর্যন্ত সাধারণত প্রতিটা অঞ্চল—ইতিহাসের সুনির্দিষ্ট একটা সময়ে—পার্শ্ববর্তী কিছু অঞ্চলের সাথে অপরাপর অঞ্চলসমূহের চেয়ে অধিকতর নিবিড়ভাবে সংযুক্ত থাকত। এই ধরনের সংযুক্তি সাধারণত তিন ধরনের হয়ে থাকে; রাজনৈতিক, লিপিপদ্ধতি এবং ধর্ম। রাজনৈতিক সংযুক্তি সাধারণত খুবই ভঙ্গুর এবং অস্থায়ী ছিল। ফলে লিপিপদ্ধতি এবং ধর্মীয় সংযুক্তির অধীনেই শুধু রাজনৈতিক

১১ Lettered tradition বলতে লেখক লেখ্য পদ্ধতি ও বর্ণমালার ইতিহাসে কিউনিফর্মের পরবর্তী ধাপ বোঝাচ্ছেন। কিউনিফর্ম কাদামাটির প্লটে খোদাই করে লেখার একধরনের পদ্ধতি। এরপর খোদাই ছাড়াই স্বাভাবিকভাবে লেখার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়। এ সময় বর্ণমালার উদ্ভব ঘটে।

—রাকিবুল হাসান

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রজেকশনের সবচেয়ে গুরুতর বিকৃতি সম্ভবত গ্রিনল্যান্ডের আকার বড় করে দেখানো, যার ফলে আমরা প্রকৃত বিকৃতি দেখতে পাই না এবং এর ভয়াবহতা উপলব্ধি করতে পারি না। অন্য প্রজেকশনগুলোও কেন মার্কেটর-দোষে দুষ্ট, তা বুঝে উঠতে পারি না। তদ্রূপ বিশ্ব ইতিহাসের পশ্চিমা বিকৃতি ও এর কুফলও সচরাচর অনুধাবন করতে সক্ষম হই না। ফলে সমস্যাগুলো নিরসনে গৃহীত পদক্ষেপগুলোর শক্তিশালী বিচার-বিশ্লেষণও করতে পারি না। জিম ক্রো বিশ্বমানচিত্র—পত্রিকা, ম্যাগাজিন ও বইপত্রের প্রধান মানচিত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে যাচ্ছে; প্রতিবাদ খুবই ক্ষীণ। দুঃখজনক সত্য এই যে—এমনকি বোদ্ধা মহলেও ইতিহাসচর্চার চিরায়ত ধারার বিকৃতি সংশোধনে যেসব উদ্যোগ নেওয়া হয়, সেগুলোও কোনো না কোনোভাবে বিকৃত প্রভাব বিস্তার করে।

প্রাক্-আধুনিককালে ইয়োরেশিয়ান অঞ্চলসমূহে ঐতিহাসিক যৌগের (Historical complexity) প্রবাহ

আমার আলোচনা পূর্ব গোলার্ধের বৃহৎ সভ্যতাগুলোর মাঝেই সীমাবদ্ধ রাখব। আমি যে অঞ্চলগুলোর আলোচনা করতে যাচ্ছি, বিগত দুই শতাব্দী পূর্বপর্যন্ত সেখানে মানবজাতির সিংহভাগ সদস্যের বসবাস ছিল। এটি আফ্রো-ইয়োরেশিয়ান ভূখণ্ড। আটলান্টিক থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। কিন্তু প্রাক্-আধুনিক সমাজগুলো প্রধানত বিষুবরেখার উত্তরে অবস্থান করত। কৃষিভিত্তিক নগরসভ্যতার উন্নয়ন ঘটেছিল, সাথে ছিল জনসংখ্যার ঘনত্ব। আফ্রো-ইয়োরেশিয়ান সভ্যতা অঞ্চলকে সাধারণত চারটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলে ভাগ করার প্রবণতা দেখা যায়। যাকে আমরা বলি ইয়োরোপ, মধ্যপ্রাচ্য, ভারত এবং চীন-জাপানের দূরপ্রাচ্য। খ্রিষ্টপূর্ব ১০০০ সাল থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত এই বিভাজন খুব ভালো কাজে দিয়েছে। প্রতিটি অঞ্চল অন্তত তিন হাজার বছর ধরে সাংস্কৃতিক উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে। আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে—প্রতিটি অঞ্চলেই একটি কোর এরিয়া বা প্রাণকেন্দ্র ছিল, যেখান থেকে আশপাশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ক্রমাগত সাংস্কৃতিক প্রভাবের বিকিরণ ঘটেছে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইতিহাস থেকে আলাদা, যা গোটা মানবজাতির ইতিহাসের সাথে একাত্ম হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু ক্রমাগত এই প্রচেষ্টা চলমান থাকলে আমাদের মাঝে বিশ্ব ইতিহাস এবং ইয়োরোপের ইতিহাস–উভয়টি সম্পর্কেই ভুল ধারণা গড়ে উঠবে। অধিকন্তু, এই চারটি ক্ষুদ্র অঞ্চলের মধ্যকার বিভেদ এত প্রকট ছিল না, যা এ রকম বিচ্ছিন্ন ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে রাখতে সক্ষম। এদের মধ্যকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিভেদগুলো পর্যালোচনা করার মাধ্যমে আমরা বিষয়টি আরও ভালোভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হব।

কেউ যদি ইতিহাসের এই সাংস্কৃতিক অঞ্চলগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করতে চায় (যদিও এই ধরনের প্রচেষ্টা খুব গুরুতরভাবে কেউ করেনি), তবে সবচেয়ে অকার্যকর বিভাজনটা হবে—ইয়োরোপ এক ভাগে, 'পশ্চিম'; বাকি তিন অংশ আরেক ভাগে—'পূর্ব'। কারণ, ইয়োরোপ ও তার নিকট-প্রতিবেশীদের মধ্যকার পার্থক্য ছিল অস্বাভাবিক রকম তুচ্ছ, ফলে ইয়োরোপকে এসব অঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়। ভূমধ্যসাগরের উত্তরের ভূখণ্ড (ইয়োরোপের প্রাণকেন্দ্র) সর্বদাই ফার্টাইল ক্রিসেন্ট ও ইরানের সাথে (মধ্যপ্রাচ্যের প্রাণকেন্দ্র) অত্যন্ত নিবিড়ভাবে সংযুক্ত ছিল। আমি আনাতোলিয়া উপদ্বীপকে (যা বর্তমান তুরস্কের পশ্চিম অর্ধাংশ) ইয়োরোপের অংশ হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছি। কারণ, এটি ছিল গ্রিক সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্রগুলোর অন্যতম এবং সব সময় এর ভাগ্য বিজড়িত ছিল বলকান উপদ্বীপের সাথে। তবে অন্যরা সাধারণত একে মধ্যপ্রাচ্যের অংশ হিসেবে গণ্য করেন। অবশ্যই তা বিনা কারণে নয়। ভূমধ্যসাগরীয় অববাহিকা শুধু রোমান সাম্রাজ্যের অধীনেই একটি ঐতিহাসিক 'ইউনিট' হিসেবে বিবেচিত ছিল তা নয়, বরং আগে-পরে সব সময়ই। এমনকি মধ্যযুগের সর্বোচ্চ শিখরেও সিসিলির মতো একটি ক্ষুদ্র অঞ্চল গ্রিক, আরব ও লাতিনদের এককাতারে নিয়ে এসেছিল। গ্রিক চিন্তাধারা মধ্যপ্রাচীয় ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল, আবার মধ্যপ্রাচ্যের ধর্ম ছিল ইয়োরোপিয়ান জীবনের প্রাণকেন্দ্রে। একে অন্যের মধ্যে মিলেমিশে একাকার।

তবে, যদি ইয়োরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যকে এক ভাগে রেখে ভারতকে আরেক ভাগে রাখা হয়, এটি সম্ভবত একটি ভালো বিভাজন হতে পারে। কারণ, গ্রিক, আরব, পারসিয়ান ও লাতিন; মধ্যযুগে সবাই ভারতীয়দের প্রতি একই রকম মনোভাব পোষণ করত। ভারতকে কিছুটা অপরিচিত

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যেহেতু অঞ্চলগুলো সম্পর্কে আমাদের ভালো জানাশোনা আছে, তাই আরও সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা দরকার। যে অঞ্চলটাকে ইয়োরোপ বলা হতো, এর প্রাণকেন্দ্র ছিল ভূমধ্যসাগরের কোলঘেঁষা উত্তর উপকূলীয় অংশ; আনাতোলিয়া থেকে ইতালি পর্যন্ত। এখানে গ্রিক (এবং পরবর্তী সময়ে গ্রেকো-লাতিন) সংস্কৃতির উত্থান ঘটেছিল, যা ক্রমান্বয়ে উত্তর দিকের ভূখণ্ডসমূহকে পরিব্যাপ্ত করে নিয়েছিল। কিন্তু ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল সামগ্রিকভাবে মিনোয়ানসের সময় থেকে মধ্যযুগের শেষ ভাগ পর্যন্ত উত্তরাঞ্চলের অধিকাংশ ভূখণ্ডের চেয়ে সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে উন্নততর ছিল। মধ্যপ্রাচ্যের প্রাণকেন্দ্র ছিল ফার্টাইল ক্রিসেন্ট (বর্তমান ইরাক, সিরিয়া, জর্দান, ফিলিস্তিন অঞ্চল) এবং ইরানি সমভূমি। মধ্য-ইয়োরেশিয়া থেকে ইয়েমেন এবং পূর্ব আফ্রিকা পর্যন্ত উত্তর ও দক্ষিণের অঞ্চলগুলো সাংস্কৃতিক নেতৃত্বের জন্য এই দুই অংশের দিকে তাকিয়ে থাকত। ক্রমান্বয়ে মিসরও তালিকায় যোগ হয়, যদিও অতীতে এর নিজেরই স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক শিকড় ছিল। উত্তর আফ্রিকা এবং একসময় পুরো সুদান তাদের বলয়ে চলে আসে। মধ্যপ্রাচ্যের মহান সংস্কৃতির বাহন ছিল সেমেটিক ও ইরানিয়ান ভাষাগুচ্ছ। যদিও সুনির্দিষ্ট ভাষা পরিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এক যুগ থেকে আরেক যুগে স্থানান্তরিত হয়েছে।

ইন্ডিক ঐতিহ্যের সুবিস্তীর্ণ ভূমিতে হিন্দুকুশের পূর্ব ও দক্ষিণ অংশ এবং ইন্ডাস ও গাঙ্গেয় উপত্যকা ছিল প্রাণকেন্দ্র। উভয়টিই সমান গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এখানে সংস্কৃত ও পালি ভাষার উদ্ভব ঘটে, যা এমনকি সুদূর কম্বোডিয়া ও জাভারও ধ্রুপদী ভাষা হিসেবে জায়গা করে নেয়। দূরপ্রাচ্যের সংস্কৃতিতে চীনের হোয়াংহো এবং ইয়াংতসে উপত্যকা প্রাণকেন্দ্র হিসেবে বরিত, যেখান থেকে ক্রমান্বয়ে চতুর্দিকে দূর থেকে দূরবর্তী অঞ্চলে সাংস্কৃতিক প্রভাব বিচ্ছুরিত হয়েছে। চীনের বাইরেও—জাপান ও ভিয়েতনামে।

উনিশ শতক থেকে পশ্চিমা স্কলাররা আফ্রো-ইয়োরেশিয়ান সভ্যতা অঞ্চলগুলোকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ঐতিহাসিক জগৎ হিসেবে দেখার চেষ্টা করছেন, যেন প্রতিটা অঞ্চলকে আলাদা আলাদাভাবে বোঝা যায়। এ ক্ষেত্রে তাঁদের উদ্দেশ্য বহুমুখী ও জটিল। তবে এই প্রচেষ্টার একটা ফল সম্ভবত ইয়োরোপকে, এমনকি শুধু পশ্চিম ইয়োরোপকে স্বতন্ত্র হিসেবে দেখা, যা পুরো পৃথিবী থেকে স্বাধীন। এখানকার ইতিহাস বাকি পৃথিবীর

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। এককথায়, এখানকার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের বোঝাপড়া করতে হলে গোটা ইয়োরেশিয়ার সভ্য জগৎকে বাদ দিয়ে কখনোই সম্ভব নয়।

আফ্রো-ইয়োরেশিয়ান ইতিহাসে সুপ্রা-ন্যাশনাল সমাজসমূহের অবস্থান নির্ণয়

কেউ কেউ ইতিহাসের খুবই সুনির্দিষ্ট সময়ে, অত্যন্ত সীমিত পরিসরে বিদ্যমান কিছু অঞ্চলকে—তাদের কাঙ্ক্ষিত স্বাধীন সাংস্কৃতিক ভূমি—সুপ্রা-ন্যাশনাল চরিত্র প্রদানের অতীব জটিলতর কাজটি করতে চেয়েছেন এবং এই অর্থেই 'পশ্চিমা বিশ্ব' বা দ্য ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড শব্দবন্ধটি অর্থবহ হয়ে ওঠে; যদি আদৌ কোনো অর্থ থেকে থাকে। কিন্তু এই প্রচেষ্টার অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সমাজগুলো সম্পর্কে ধারণা করা হয়, তারা কিছু বিশেষ 'সচেতনতার' মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। হতে পারে সেটা আধ্যাত্মিক ধ্যানধারণা, হতে পারে কোনো সৃষ্টিশীল ধারা। সাংস্কৃতিক উচ্চ শিখরে থাকাকালীন যোগাযোগের মাত্রার ওপর ভিত্তি করে এগুলোকে বিবেচনা করা হয় স্বতন্ত্র 'পৃথিবী'। এ ক্ষেত্রে স্পেংলারের নাম সবচেয়ে বিখ্যাত। টয়েনবিও অবশ্য তাঁর 'ইন্টেলিজিবল ফিল্ডস' তত্ত্বের মাধ্যমে এ রকম 'বিশ্বগুলো' চিহ্নিত করার আধখেঁচড়া প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। কিন্তু প্রাপ্ত তথ্যাবলি তাঁকে নিরাশ করেছে, প্রথাগত পথে যেতে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছে এবং সবশেষে এই প্রকল্প পরিত্যাগে বাধ্য করেছে। অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে টয়েনবির রচনাবলি যাচাই করলে দেখতে পাব তাঁর ইন্টেলিজিবল ফিল্ডগুলো স্বাধীন নয়, এমনকি তাঁর নিজের অধীত

---

১০ সুপ্রা-ন্যাশনাল শব্দটি বর্তমান জাতিরাষ্ট্রের ঊর্ধ্বে কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থা বা সংগঠনকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। কিছু কিছু ইতিহাসবিদ ঐতিহাসিক কিছু অঞ্চলকে বৈশ্বিক চরিত্র দিতে চান, যেগুলোর প্রভাব শুধু সংশ্লিষ্ট অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং হয়ে উঠেছিল বৈশ্বিক ও সর্বজনীন। সেগুলোকেই এখানে সুপ্রা-ন্যাশনাল হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

-রাকিবুল হাসান

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অঞ্চলে হয়েছিল, যেগুলো ক্রমান্বয়ে ভারতীয়, মধ্যপ্রাচ্য ও ইয়োরোপিয়ান ধারার প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। কিছু সময়ের জন্য অঞ্চলগুলোতে নব্যপ্রস্তরযুগীয় জীবনধারা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। কিন্তু সেটা যখন শহুরে সভ্যতায় ঢুকে গেল, যেখানে অপেক্ষা করছিল বর্ণমালা। দুয়ের মিশ্রণে বহু কিছু ঘটে গেল এবং সুবিস্তৃত অঞ্চলজুড়ে ছড়িয়ে পড়ল। যখন মহান সভ্যতাগুলো ইতিহাসের পথপরিক্রমার সুনির্দিষ্ট একটা বিন্দুতে পৌঁছে যায়—যা আফ্রো-ইয়োরেশিয়ান অঞ্চলের কেন্দ্রগুলোতে প্রায় একই সময়ে ঘটেছে—তখনই শুধু বৃহত্তর আঞ্চলিক সভ্যতাগুলোকে পরস্পর থেকে পৃথক করা সম্ভব হয়েছে। প্রতিটির স্বাতন্ত্র্য গড়ে উঠেছে। স্থানীয় ছোট ছোট সংস্কৃতিগুলোর সমন্বয়ে আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলো কসমোপলিটন রূপ লাভ করতে শুরু করে। ইন্দাস উপত্যকা থেকে এজিয়ান পর্যন্ত এভাবেই ক্ষুদ্র সাংস্কৃতিক ধারাগুলো এক মোহনায় মিলিত হয় যায়। তবে আঞ্চলিক বৃহৎ সভ্যতাগুলোর মধ্যকার পার্থক্য ছিল দ্বিতীয় পর্যায়ের, যা শুধু জিওগ্রাফিই নয়, বরং ইতিহাসের দুর্ঘটনার ফলেও সৃষ্ট। মূল পার্থক্য ছিল স্থানীয় কেন্দ্র ও প্রান্তিক অঞ্চলগুলোর মধ্যে।

এর সপক্ষে প্রমাণ হিসেবে বলা যায়—মধ্য ইয়োরোপের মতো 'প্রান্তিক' অঞ্চলগুলোতে একাধিক আঞ্চলিক প্রাণকেন্দ্রের প্রভাব বিদ্যমান ছিল। এখানকার সংস্কৃতি শুধু একটি আঞ্চলিক প্রাণকেন্দ্রে সীমাবদ্ধ করা সম্ভব ছিল না। তবে সম্মিলিতভাবে সমস্ত অঞ্চলেরই স্বতন্ত্র ঐতিহ্য ছিল, যার শিকড় ছিল নব্যপ্রস্তরযুগে, যা সরাসরি বৃহত্তর ইয়োরেশিয়ান সংস্কৃতির সামগ্রিক কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য অংশ গড়ে দিয়েছিল। ফ্রান্সে গলের ক্ষেত্রে এ কথা সত্য, যেমন সত্য মালয়েশিয়া কিংবা সেন্ট্রাল ইয়োরেশিয়ার ক্ষেত্রে। যেমন অক্সাস-জায়াক্সাস উপত্যকায় বহিরাগতদের মধ্যে ইরানি সেমেটিক প্রভাব সবচেয়ে বেশি ছিল। এখানকার লিপিপদ্ধতি এসেছিল ফার্টাইল ক্রিসেন্ট থেকে। অথচ দীর্ঘ সময়জুড়ে অক্সাস-জায়াক্সাস রাজনৈতিক, ধর্মীয়, এবং শিল্প-সাহিত্যের দিক থেকে উত্তর ভারতের সাথে সংযুক্ত ছিল। বৌদ্ধধর্ম এখানেই প্রস্ফুটিত হয়েছে এবং সরাসরি চীনে গিয়েছে এই অঞ্চল থেকেই। সময়ে সময়ে অঞ্চলটিতে চায়নিজ প্রভাবও ছিল, যা শুধু রাজনৈতিকভাবে চীনের অধীন থাকাকালীন সময়ে সীমাবদ্ধ নয়। কিছু সময়ের জন্য এখানে হেলেনিজমও চর্চিত হয়েছিল। আবার সময়ের সাথে সাথে অক্সাস-জায়ক্সাস অববাহিকা নিজস্ব ইতিহাসও গড়ে তুলেছে, যাকে আঞ্চলিক বৃহৎ সভ্যতাসমূহের সংস্কৃতি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সংযুক্তির বিষয়টি আলোচিত হয়। যদি সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সংযুক্তি না থাকে, সে ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সংযুক্তি খুব বেশি অর্থ বহন করে না।

সভ্যতার সূচনাকালে প্রতিটি ভাষা-অঞ্চল বাহ্যত অন্যান্য অঞ্চল থেকে স্বাধীন ছিল। পাশাপাশি, প্রথম দিকে প্রতিটি ভাষা সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক মূল্যবোধে পরিপূর্ণ থাকত। ফলে সেসব লোকের মাঝেও সুনির্দিষ্ট ভাষাটি 'সাংস্কৃতিক ভাষা' হিসেবে চর্চিত হতো, যারা কথ্য ভাষা হিসেবে তা ব্যবহার করত না। এভাবেই সুমেরিয়ান এবং ব্যাবিলনিয়ান ভাষা ফার্টাইল ক্রিসেন্টের ধ্রুপদী ভাষায় পরিণত হয়। ধ্রুপদী ঐতিহ্যের প্রতি স্বগত আনুগত্য একটা মাত্রায় 'একক সভ্যতা' তৈরি করতে সক্ষম হয়। এগুলোর যৌথ মানদণ্ড, যৌথ আইনি কাঠামো, যৌথ রাজনৈতিক মতাদর্শ এবং যৌথ শৈল্পিক ধারা ছিল। বিশেষত খ্রিষ্টপূর্বাব্দ এক হাজার সালের দিকে এ কথা খুবই প্রযোজ্য, যখন স্থানীয় সংস্কৃতিগুলো প্রধান (ভৌগোলিক) আঞ্চলিক সংস্কৃতিতে লীন হয়ে গেছে।

মধ্যযুগে এসে মানবমুক্তির ধর্মসমূহের উত্থান ঘটে, যা লিপিপদ্ধতির মতোই শক্তিশালী কিংবা ক্ষেত্রবিশেষে এর চেয়েও সুদৃঢ় বন্ধন তৈরি করতে সক্ষম হয় এবং এই বন্ধন ক্ষেত্রবিশেষে ভাষার সীমানা ছাড়িয়ে যায়। ইয়োরোপ ও ভারতের মতো সভ্যতাগুলোতে ধর্মীয় সংহতি ভাষা ও লিপিপদ্ধতির চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বন্ধনে পরিণত হয়। ফলে মানুষ গ্রিক, কিউনিফর্ম অথবা সংস্কৃতের পরিবর্তে খ্রিষ্টান, জরথুস্ত্রিয়ান আর বৌদ্ধ পরিচয়ে ঐক্যবদ্ধ হতে শুরু করে। তবে চীন ও দূরপ্রাচ্যে (Far East) ধর্মীয় পরিচয়ের চাইতে ভাষিক পরিচয় গুরুত্বপূর্ণ ছিল। চায়নিজ সমাজ শেষ দিকে এসে বৌদ্ধধর্ম কিংবা তাওয়িস্ট বিশ্বাসের বদলে কনফুসিয়ান মতবাদের নামে শাসিত হতো। উচ্চ সংস্কৃতিতে অধিকাংশ শিক্ষিত লোক নিজদের সুনির্দিষ্ট 'লিপিপদ্ধতির' সাথে সংযুক্ত দেখতে পেত, চাই তা ধর্মীয় লিপিপদ্ধতি হোক বা ভাষিক।

মানবজীবনের উন্নতির জন্য এ রকম সংঘবদ্ধতার অবদান অনস্বীকার্য। বিশেষত মতাদর্শ, কাল্পনিক সমাজগঠন, ধর্ম, শিল্প, সাহিত্য, আইন, রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির ক্ষেত্রে। কৃষিভিত্তিক জীবনধারাও সুনির্দিষ্ট একটা মাত্রায় স্ব স্ব অঞ্চলের শিক্ষিত সমাজ কর্তৃক সৃষ্ট লিপিভিত্তিক ঐতিহ্য ও চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত ছিল। কিন্তু ইতিহাসবিদেরা কৃষিজীবনে প্রভাব বিস্তারের কারণে সংঘবদ্ধতার ওপর মনোযোগ নিবদ্ধ করেননি, বরং কলা ও ভাষাগত অবদানের কারণে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হিসেবে দেখত, যদিও নিজেরা পরস্পরকে অজ্ঞাত জ্ঞান করত না। পাশাপাশি হিন্দুকুশ ও বালুচিস্তান মরুভূমি তাউরুসের (দক্ষিণ তুরস্কে অবস্থিত পর্বতশ্রেণি যা মধ্য-আনাতোলিয়ান মালভূমিকে ভূমধ্যসাগরীয় উপকূল থেকে আলাদা করেছে) চেয়ে কার্যকর প্রতিবন্ধক ছিল। এতৎসত্ত্বেও মধ্যপ্রাচ্য ও ভারতের মধ্যকার ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যিক সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান বয়ে এনেছিল। যদ্বারা মূলত যৌথ সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটই শক্তিশালী হয়। ইন্দো-ইয়োরোপিয়ানদের আগমন—ভারত, ইরান ও গ্রিসের ভাষাসমূহ এবং পুরাণের সর্বজনীন উৎস হিসেবে কাজ করেছে। এরও পূর্বে ইন্দাস উপত্যকার সভ্যতা মেসোপটেমিয়ান সভ্যতার সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিল।

সভ্যতার প্রবাহে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা ছিল সম্ভবত এক দিকে চীন ও অপর দিকে ভারত, মধ্যপ্রাচ্য ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলসমূহের মাঝে। কারণ, হিমালয় হিন্দুকুশের চেয়েও কার্যকর প্রতিবন্ধক। আধুনিক সময় পর্যন্ত হিমালয়ের দুপারের সরাসরি যোগাযোগ শুধু বেনিয়া অভিযানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তবে আলেক্সান্ডার গ্রিস এবং পাঞ্জাব উভয় ভূখণ্ডেই অভিযান চালিয়েছেন; তুর্কি তৈমুর রাশিয়া এবং গাঙ্গেয় সমভূমিতে অভিযান চালিয়েছেন; তৈমুর যদিও চীন অভিযানের খায়েশ রাখত, কিন্তু পৌঁছাতে পারেনি। মোঙ্গল সেনাবাহিনী একসময় চীনের অধিকাংশ শাসন করত এবং একই সময়ে তারা জার্মানি, ইরান ও ইন্দাস উপত্যকায় বিজয়ী হয়েছিল। ফলে তাদের মাধ্যমে অঞ্চলগুলো পরস্পরসংযুক্ত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিল। এ কারণেই আমরা জানি বুদ্ধের জন্ম ভারতে হলেও তাঁর ধর্ম রাঙিয়েছিল চায়নিজ ও জাপানিদের জীবন। আবার গানপাউডার, কম্পাস, কাগজ, প্রিন্টিং প্রেস বাহ্যত চীনে আবিষ্কৃত হলেও মধ্যপ্রাচ্য, ভারত এবং ইয়োরোপে প্রচলিত ছিল।

ইয়োরেশিয়ার ইতিহাস অধ্যয়ন করলে এটি সুস্পষ্ট হয়ে যায়—এই আন্তসম্পর্কগুলো বহিরাগত, দৈবচক্রে চলে আসা সাংস্কৃতিক লেনদেন ছিল না, বিচ্ছিন্ন ও স্বাধীন সমাজসমূহের মধ্যকার সম্পর্ক ছিল না। বরং সংস্কৃতির সমস্ত স্তরে ক্রমাগত ঘটে চলা আদান-প্রদানের প্রতিচ্ছবি। চারটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলে বিভক্তকরণ মূলত ঐতিহাসিক বাস্তবতার ত্রুটিপূর্ণ উপস্থাপন। চারটি অঞ্চল সম্মিলিতভাবে ইতিহাসের 'একটি' বৃহত্তর সাংস্কৃতিক আবহের উন্নয়ন ঘটিয়েছে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সময়ের সাথে সাথে এর স্বতন্ত্র ও সামগ্রিক আইনি ব্যবস্থা গড়ে ওঠে, যেখানে খ্রিষ্টানরা মূর্তিপূজক রোমান ল ধার করতে হয়েছিল। ইসলামের নিজস্ব ধ্রুপদী সাহিত্য গড়ে ওঠে, যেখানে মধ্যপ্রাচ্যের পূর্বেকার ধারাগুলোর প্রভাব ছিল অতি নগণ্য। সামাজিক সংগঠন, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, শিল্পচর্চা—সর্বত্র ইসলামের গভীরতর ছাপ পরিস্ফুট। অধিকন্তু, তৎকালীন মধ্যযুগীয় সমাজগুলোর চেয়ে ইসলামের বিস্তৃতি যদিও কম ছিল, কিন্তু মরক্কো থেকে জাভা, কাজান থেকে জাঞ্জিবার—সমস্ত মুসলিম সমাজে অস্বাভাবিক শক্তিশালী সামাজিক সংহতি বিরাজমান ছিল।

ইসলামের শক্তিশালী সামাজিক সংহতি সত্ত্বেও এটি সুস্পষ্ট যে লিপিভিত্তিক ঐতিহ্য হিসেবে ইসলাম ইতিহাসের স্বতন্ত্র কোনো 'বিশ্ব' নয়। ইসলামের বাইরেও আরবি বর্ণমালা ব্যবহৃত হতো। ফলে বর্ণমালার ওপর ভিত্তি করে ইসলামকে ইন্টেলিজিবল ফিল্ড হিসেবে আখ্যায়িত করা যায় না। মধ্যপ্রাচ্যে ইসলামি সমাজগুলোর সূচনা তুলনামূলক অস্পষ্ট। কারণ, ইসলামপূর্ব শতাব্দীগুলোতে ফার্টাইল ক্রিসেন্ট এবং ইরানের ইতিহাস আমরা খুবই কম জানি। ইসলামের উত্থানের পূর্ণাঙ্গ চিত্র পেতে হলে গোটা অঞ্চলের সামগ্রিক চিত্র সামনে থাকা জরুরি। তবে প্রথম যুগের ইসলামের একটি কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য ছিল—স্থানীয় ক্ষমতাসীন এবং ভূমিভিত্তিক অভিজাত-আমজনতার ক্ষমতা দুমড়ে দিতে সক্ষম, এমন প্রচণ্ড শক্তিশালী 'রাজার' অধীনে শহুরে বণিকশ্রেণির হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূতকরণ, এটি সম্ভবত সাসানি শাসনের শেষ দিককার প্রজন্মসমূহ থেকে উৎসারিত। শেষ দিককার সাসানি সম্প্রদায় এবং ধ্রুপদী মুসলিম সম্প্রদায়—উভয়ই এই বৈশিষ্ট্যের সাথে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত। ইসলামপূর্ব শতাব্দীগুলোতে সাসানি জীবনধারা সম্পর্কে না জানলে আমরা ইসলামের প্রাথমিক সময়ে আদতে কী ঘটছিল, তা পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারব না। ইসলামের সূচনা ব্যাখ্যা করতে হলে অবশ্যই সিরিয়ান খ্রিষ্টান পাদ্রি আর মেসোপটেমিয়ান ইহুদি ধর্মান্ধদের আকাঙ্ক্ষা অনুধাবন করতে হবে। যে আকাঙ্ক্ষা প্রথম সময়ের ইসলামদীক্ষিতদের বুঝিয়ে দিয়েছিল ধর্ম কী, একটা ধর্ম কেমন হওয়া উচিত এবং তাঁরা তা অকল্পনীয় উদ্যমে পূর্ণ করেছেন।

পরবর্তী সময়ে যখন আফ্রো-ইয়োরেশিয়ান অঞ্চলের অর্ধেকটাজুড়ে ইসলাম বিস্তার লাভ করেছিল, মুসলিমদের সমস্ত সংহতি সত্ত্বেও সেসব অঞ্চলের প্রভাব তাদের ওপর পড়েছিল। ষোড়শ শতাব্দী নাগাদ পূর্ব

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইয়োরোপের ইসলাম, মধ্যপ্রাচ্যের প্রাণকেন্দ্রের ইসলাম এবং ভারতের ইসলাম খুব পরিষ্কারভাবেই নিজ নিজ স্বতন্ত্র পথে পরিচালিত হচ্ছিল। মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর যখন ভারতে আসেন, হিন্দুদের মতোই এখানকার মুসলিমদেরও তাঁর নিকট 'অজ্ঞাত' ঠেকেছিল। তাঁর উত্তরসূরিরা মধ্যপ্রাচ্য ও সেন্ট্রাল ইয়োরেশিয়ান কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল ছিল। ইন্ডিয়ান মুসলিমদের ভেতর থেকে 'হিন্দুস্তানি' প্রভাব দূর করার লক্ষ্যে বিশুদ্ধতাবাদী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, যা এমনকি খোদ বাবরকেও প্রভাবিত করেছিল। এতৎসত্ত্বেও মোগল আমলে ভারতীয় মুসলিম সমাজ ক্রমান্বয়ে তাদের স্বকীয় 'ভারতীয়' প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংস্কৃতিক ধারা গড়ে তুলেছিল। তুলনামূলক স্বাধীন সমাজ (অপরাপর মুসলিম সমাজের চেয়ে) গড়ে তুলেছিল। আনাতোলিয়া ও বলকানের ওসমানীয় সাম্রাজ্যের অধীনে পূর্ব ইয়োরোপিয়ান ইসলামও তার নিজ গতিতে চলছিল। অঞ্চলটিতে ইসলামের দীর্ঘকালীন ধারা ছিল ক্ষমতার ক্রমবর্ধমান বিকেন্দ্রীকরণ এবং রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের সামাজিক ক্ষমতা যথাসম্ভব খর্বকরণ। কিন্তু মোগল সম্রাটের মতোই ওসমানীয় সম্রাটও শক্তিশালী কেন্দ্রীয় ধর্মীয়, আইনি ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন, যা ছিল মোগলদের প্রাতিষ্ঠানিক ধারার চেয়ে সম্পূর্ণ বিপরীত। ইয়োরোপই—আনাতোলিয়া ও বলকানের সাবেক গ্রিক ভূখণ্ডসমূহ—ওসমানীয়দের জীবনধারার কেন্দ্রবিন্দু ছিল। কারণ, তাওরুসের দক্ষিণস্থ আরব অঞ্চলগুলো আধা শাসিত ছিল, যারা ওসমানীয় জীবনধারা তুলনামূলক কম চর্চা করত। ইরাকের ঝোঁক ছিল তৃতীয় আরেকটি মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রতি—ইরানের সাফাভি সাম্রাজ্য।

বিগত সহস্রাব্দের তিনটি প্রধান আঞ্চলিক প্রাণকেন্দ্রের ধারায় চলমান উল্লিখিত তিনটি মুসলিম সাম্রাজ্যই শুধু নয়, বরং গোটা আফ্রো-ইয়োরেশিয়ান অঞ্চলজুড়ে যেখানেই ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেখানে এর ভেতর এমন সব ধরনের সম্পর্কের সম্মিলন ঘটেছে, যা পূর্বে শুধু আঞ্চলিক আন্তসংযোগ দ্বারাই সম্ভব ছিল। মালয়েশিয়াতে ইসলামের খুব শক্তিশালী প্রভাব পড়েছিল। গোলার্ধবিস্তৃত ইসলামি আনুগত্যের চাদরে এখানকার পূর্বেকার ইন্ডিক ঐতিহ্য ঢাকা পড়ে যায়। এমনকি পূর্বের ইন্ডিক-টাইপ লিপিপদ্ধতিও নতুন বর্ণমালায় প্রতিস্থাপিত হয়ে যায়। যদিও ভাষা প্রতিস্থাপিত হয়নি। নতুন বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মালয়েশিয়ানরা ভারতীয়

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইসলাম দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিল, যেমন পূর্বে ছিল ভারতীয় হিন্দুইজম দ্বারা। তাদের নতুন লিপিপদ্ধতিও পারসিয়ান ও আরবি ঐতিহ্যের মিশ্রণে সৃষ্ট, যা দক্ষিণ ভারতে প্রভাবশালী ছিল। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে—মালয়েশিয়া ও অন্যান্য স্থানের অর্থোডক্স মুসলিমদের আকাঙ্ক্ষার বিপরীতে—এখানকার ইসলাম আধুনিক কালের পূর্বপর্যন্ত কখনোই ইসলামের কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলোর মতো খুব তীব্রভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বরং মালয়েশিয়ার জন্য ইসলাম ছিল অধিকতর বৈশ্বিক মিস্টিসিজমের নতুন ধারাতুল্য, যার দীক্ষাও দেওয়া হতো ইন্ডিক গুরুদের দ্বারা। মূলত আফ্রো-ইয়োরেশিয়ান জোনে মালয়েশিয়ার যে ভৌগোলিক অবস্থান, সে হিসেবে ইসলাম এখানকার স্বাভাবিক গন্তব্য। দেশটি দক্ষিণ সাগরের গুরুত্বপূর্ণ সংযোগস্থলে অবস্থিত এবং সভ্যতার পদার্পণের পর থেকে সব সময়ই মালয়েশিয়ার সাংস্কৃতিক জীবন প্রভাবিত হয়েছে এখানকার বন্দরনগরীগুলো দ্বারা। ফলে একদিকে এখানকার ঐতিহ্য ছিল বহিঃস্থ, কখনোই স্থানীয় ঐতিহ্যধারায় গভীর প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। অন্যদিকে স্বভাবতই এটি ছিল গোটা দক্ষিণ সাগরজুড়ে বিরাজমান সমস্ত সংস্কৃতির প্রতি উন্মুক্ত। যখন দক্ষিণ সাগরের ব্যবসায়ীদের মাঝে হিন্দু ও বৌদ্ধরা প্রভাবশালী ছিল, বন্দরনগরীগুলো তাদের অনুসরণ করেছে। ক্রমান্বয়ে তা দেশের অভ্যন্তরভাগে বিস্তৃত হয়েছে। ধীরে ধীরে আঞ্চলিক বাণিজ্যের পরিমাণ ও পরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের বন্দরগুলো দক্ষিণ সাগরের বাণিজ্যে প্রভাবশালী অবস্থান নিয়ে নিতে শুরু করে, ফলে গোটা সাগরের বন্দরনগরীগুলোতে মধ্যপ্রাচ্যের সংস্কৃতি শক্তিশালী হয়ে ওঠে, বিশেষত মালয়েশিয়াতে। মধ্যযুগের শেষ ভাগে সেটা ইসলামে গিয়ে থিতু হয়। কিন্তু সাথে সাথে মালয়েশিয়ান জীবনধারাও টিকে ছিল, পুরোপুরি অবলুপ্ত হয়ে যায়নি। এই বিষয়টা শুধু তখনই ব্যাখ্যা করা সম্ভব, যখন গোটা আফ্রো-ইয়োরেশিয়ান সাংস্কৃতিক অঞ্চলকে একটি ইউনিট হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

এটি খুবই সুস্পষ্ট যে অন্তত বিগত দু-তিন শতাব্দী ধরে আফ্রো-ইয়োরেশিয়ান সভ্যতা অঞ্চলের জীবনধারা ক্রমাগত সীমানা অতিক্রম করেছে। গোটা অঞ্চলটা একদমই 'অবিভাজ্য'। অনেক অঞ্চলেরই নিজস্ব ঐতিহ্যধারা ছিল, গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সংগঠনের উদ্ভব ঘটতে থাকত—ক্ষেত্রবিশেষে অঞ্চলের অভ্যন্তরে, কখনোবা আন্ত-আঞ্চলিক; যা তাদের প্রভাববলয়ভুক্ত অঞ্চলসমূহের সাংস্কৃতিক জীবনের গতিপথ গড়ে দিয়েছে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
আবির্ভাব, যাদের উপস্থিতিতে—বিশেষত মধ্য ইয়োরেশিয়ায়—দূরত্ব আরও গুটিয়ে এসেছিল। কৃষিভিত্তিক জীবনধারার ওপর এর চেয়েও বড় হুমকি এবং একই সাথে পরিপূরক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল যাযাবর পশুপালকেরা। এর চেয়েও প্রভাবশালী পরিবর্তন ছিল গানপাউডার আবিষ্কার, যা চীনে আবিষ্কৃত হয়ে কয়েক শতাব্দীর ভেতরেই গোটা আফ্রো-ইয়োরেশিয়ান অঞ্চলসমূহে ছড়িয়ে পড়ে। মানুষের মধ্যকার যুদ্ধের ধরন পুরোপুরি পাল্টে দেয়। এমনকি পাল্টে দেয় রাজনৈতিক ক্ষমতাসঞ্চয়ের ধারা। পুরো আফ্রো-ইয়োরেশিয়ান চেইনজুড়ে—যা উত্তর-পশ্চিম আটলান্টিক থেকে শুরু করে ভূমধ্যসাগর হয়ে ভারত ও দক্ষিণ চীন সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল—ক্রমে জাহাজ নির্মাণের প্রবণতা শুরু হয়। চীনে উদ্ভাবিত কম্পাস যখন পশ্চিম ইয়োরোপের নাবিকেরা সাগরযাত্রায় ব্যবহার করতে শুরু করে, সাগরযাত্রার ইতিহাস চিরতরে পাল্টে যায়। শুধু বাণিজ্য আর যুদ্ধ নয়, বরং প্রতিটি সেক্টরে লাগাতার পরিবর্তন—যদিও স্বতন্ত্রভাবে বিচার করলে সেগুলো ছিল তুচ্ছ—সাংস্কৃতিক কার্যক্রমকে বিস্তৃত করে; ফলে যেসব গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে সংস্কৃতিসমূহের মাঝে লেনদেন হতে পারে, সেগুলোর সংখ্যাও বাড়তে শুরু করে। যদি হরেক রকম রংতুলি আর বই অঙ্কনের পদ্ধতি উদ্ভাবিত না হতো, তবে হয়তো চায়নিজ অঙ্কনশিল্প ভারতীয় ও পারসিয়ানদের নিকট কখনোই গুরুত্ব পেত না।

এমনকি আন্ত-আঞ্চলিক প্রতিবেশে মানুষের মনন ও চিন্তাও ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছে। চীনে কাগজ আবিষ্কার এবং অন্যান্য অঞ্চলে এর বিস্তার মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছিল। তন্মধ্যে সবচেয়ে কম 'টেকনিক্যাল' ছিল সন্ন্যাসীদের জীবনচক্র আবিষ্কার—একদল মানুষ কীভাবে স্বাভাবিক সামাজিক যোগাযোগবিচ্ছিন্ন থেকেও অসম্ভব সচল এবং নিজ নিজ সভ্যতার বুদ্ধিবৃত্তিক ও আধ্যাত্মিকতার চূড়ান্ত শিখরে অবস্থান করে! তারা অত্যন্ত দূরপাল্লার মিশনারিতে যেত, ফলে যখন আফ্রো-ইয়োরেশিয়ান জোন তাদের পদভারে মুখর—আন্ত-আঞ্চলিক সংযোগ যে মাত্রায় পৌঁছেছিল, তা অতীতে ক্লান্তশ্রান্ত ব্যবসায়ীদের দ্বারা কখনোই সম্ভব ছিল না। বৌদ্ধধর্ম, খ্রিষ্টধর্ম এবং ম্যানিকিজম—সবগুলোই তাদের ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের এই অসাধারণ সচলতা ও সক্রিয়তার পূর্ণ সুফল উপভোগ করেছে। তবে সন্ন্যাসব্রতের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবন ছিল ব্যক্তিগত ধর্মচর্চার ধারণা,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পাল্টে যায়। নগরায়ণ ও কৃষির ক্রমাগত বিকাশ শুধু নতুন মানুষ ও আফ্রো-ইয়োরেশিয়ার জন্য নতুন বাণিজ্যিক অঞ্চলই উন্মুক্ত করেনি, বরং গোটা গোলার্ধে নগরায়িত ভূমির হার বৃদ্ধি করে, যা নগরায়ণের বাইরে থাকা লোকদের এবং খোদ সভ্যতার অবস্থানও পরিবর্তন করে দিয়েছিল। এটি মধ্য-ইয়োরেশিয়ান যাযাবর এবং অন্য অস্থায়ী লোকদের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সত্য। কারণ, ক্রমবর্ধমান নগরায়ণের ফলে যাযাবরদের মুক্তাঞ্চল সীমিত হয়ে পড়ে, নগরসভ্যতার প্রভাব থেকে নিজেদের মুক্ত রাখার স্বাধীনতাও সংকুচিত হয়ে যায়। অভেন লাতিমোরের রচিত 'ইনার এশিয়ান ফ্রন্টিয়ার্স অব চায়না' বইয়ে দেখানো হয়েছে কীভাবে কৃষি ও যাযাবরবৃত্তির সমান্তরাল ক্রমবিকাশ ঘটেছে। কিন্তু কালক্রমে প্রথমটি দ্বিতীয়টির ওপর প্রভাবশালী হয়ে যায়। বস্তুত, প্রতি যুগের সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সম্ভাবনা নির্ভর করত পূর্ব-গোলার্ধে সামগ্রিকভাবে আফ্রো-ইয়োরেশিয়ান সভ্যতা অঞ্চলের পরিধির ওপর, যা সামগ্রিকভাবে এর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলোর চেয়ে অনেক বেশি প্রভাব ফেলেছে (অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলের নিজস্ব ধারার চেয়ে আফ্রো-ইয়োরেশিয়ার সামগ্রিক ধারার প্রভাব বেশি ছিল)।

আফ্রো-ইয়োরেশিয়ান জোনের প্রান্তিক অঞ্চলসমূহ

আন্ত-আঞ্চলিক কাঠামোয় পরিবর্তন সাধনকারী ঐতিহাসিক সম্পর্কগুলো শুধু যে বৃহৎ ছিল তা-ই নয়, বরং পরস্পরসংযুক্তও ছিল। যেহেতু গঠনের উপাদানগুলো পরস্পর নির্ভরশীল ছিল, কোনো একটা উপাদানে পরিবর্তন ঘটলে তা নতুন আরেকটা পরিবর্তন বয়ে আনত। ফলে পরিবর্তনের গোটা প্রক্রিয়াটা একটা একক গল্পে পরিণত হয়েছে। পরবর্তী আলোচনায় আমরা আন্ত-আঞ্চলিক সম্পর্ক পরিবর্তনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ রেখা অঙ্কন করব, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ টার্নিং পয়েন্টগুলো আলোচনা করব। এগুলো আন্ত-আঞ্চলিক সম্পর্ক পরিবর্তনের বিষয়, গোটা মানবজাতির ইতিহাসের প্রধান অংশ নয়। তবে আফ্রো-ইয়োরেশিয়ান আন্ত-আঞ্চলিক কাঠামোর পরিবর্তন অনেক অঞ্চলের ইতিহাসের নানা দিককে সরাসরি প্রভাবিত করেছে। ফলে এটি আদতে বিশ্ব ইতিহাসের একটি অংশ বলে বিবেচিত হতে পারে এবং যেকোনো বিচারে এটি বর্তমানে পশ্চিমে প্রচলিত

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যেখানে ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের অধীনে কিংবা তাঁদের তত্ত্বাবধান ছাড়াই ধর্মচর্চা সম্ভব। ফলে ধর্মান্তরের বৈশ্বিক জোয়ার শুরু হয়। এটি বিশেষত ইসলামের ক্ষেত্রে সত্য। ইসলামের এই বৈশিষ্ট্যের ফলে এটি ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধর্মচর্চার ধারা ছাপিয়ে যায়, গোটা সমাজের সরাসরি ইসলামিকরণ ঘটে। পুরো গোলার্ধজুড়ে অকল্পনীয় ধর্মীয় পূর্ণাঙ্গ সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলে।

এই পর্যন্ত বিবৃত সবগুলো পরিবর্তন ভিন্ন আরেকটি পরিবর্তন বয়ে এনেছিল, এককভাবে যা ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন—এমন অঞ্চলের উদ্ভব যেখানে নগরসভ্যতা স্বীয় রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম (অর্থাৎ গ্রামীণ চাষাবাদভিত্তিক সমাজের উত্থান, যেখান থেকে নগরসভ্যতাগুলোর জন্য কর সংগ্রহ করা হতো)। কিছু কিছু উদ্ভাবন এ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেছে। যেমন উত্তর ইয়োরোপে মই বা ছাঁচের সাথে লাগানো বাঁকানো লাঙল, সাহারা অঞ্চলে উট পোষ মানানো। এগুলো গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডে এবং কৃষি উৎপাদনবৃদ্ধিতে যুগান্তকারী প্রভাব ফেলেছিল, যা শুধু সুনির্দিষ্ট অঞ্চলসমূহের অভ্যন্তরস্থ জনসংখ্যা ও অর্থনীতির ভারসাম্যই পাল্টে দেয়নি, বরং গোটা আফ্রো-ইয়োরেশিয়ান জোনে কিছু কিছু অঞ্চলের ভূমিকাও পরিবর্তন করে দিয়েছিল। যেখানেই কৃষি ও নগরগুলো নতুন ভূমি পেয়েছে, সেখানে প্রচলিত কৃষিপ্রযুক্তিতে কিছু না কিছু ছোটখাটো পরিবর্তন আনতে হয়েছে এবং এই ধারা ক্রমাগত চলমান ছিল।

এসব পরিবর্তন ও অপরাপর পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রতিটি অঞ্চলই সভ্যতার ক্রমাগত বিকাশে অবদান রেখেছে। এই ক্রমবিকাশ প্রতিটি অঞ্চলের স্বরূপ ঠিক করে দিত। পরস্পরসংযুক্ত সুবিস্তৃত ভূমি এমনিতেই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কারণ, এটি ইতিহাসের সুনির্দিষ্ট সময়ে বিদ্যমান জনসংখ্যার পরিমাণ ঠিক করে দিত। আফ্রো-ইয়োরেশিয়ান জোনে ক্রমাগত অবদান রেখে চলা অঞ্চলের সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে সুবিস্তৃত ভূমি আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। আটলান্টিক থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত আফ্রো-ইয়োরেশিয়ান সাগরজুড়ে চলমান নিশ্ছিদ্র ব্যবসায়িক চেইনের গুরুত্ব ইতিহসের বাঁকে বাঁকে পরিবর্তিত হয়েছে, নগরায়ণের মাত্রার ওপর ভিত্তি করে। মালয়েশিয়া যখন নিছক বাণিজ্য স্টেশন থেকে নিজেই সক্রিয় বাণিজ্যিক অঞ্চলে পরিণত হয়, তখন সাগরপথের গুরুত্ব হয়ে ওঠে অপরিসীম। অনুরূপ মধ্য-ইয়োরেশিয়ান স্তেপ অঞ্চলের গুরুত্বও

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর বহিরাক্রমণ থেকে জন্ম নেয় গ্রিক, হিব্রু, পারসিয়ান, ইন্দো-আর্য এবং চাও চায়নিজরা। নবোত্থিত এই সমাজগুলোর মাঝে নতুন আরেকটি ঐতিহাসিক পরিবেশ বিরাজমান ছিল—লৌহযুগ। এই যুগে সভ্যতার পরিধির গোলার্ধকেন্দ্রিক বিস্তৃতি ঘটে। আফ্রো-ইয়োরেশিয়ান আন্তসামাজিক কাঠামোর স্থায়ী উপাদানগুলো এ সময় দৃশ্যমান হয়ে উঠতে শুরু করে। দূরত্ব সত্ত্বেও নির্দিষ্ট মাত্রায় 'কমিউনিটি অব ডেসটিনি' (যাদের সবার ভাগ্য একত্রে গাঁথা) গড়ে উঠতে শুরু করে। যদিও এটি সমান্তরালভাবে চলমান বিচ্ছিন্ন পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট, নাকি অঞ্চলগুলোর মধ্যকার সক্রিয় আন্তসংযোগের ফলাফল—তা এই প্রাথমিক সময়ে নিশ্চিত ছিল না। ইয়োরোপ ও চীনে একই সময়ে আলাদা আলাদাভাবে আন্ত-আঞ্চলিক বাণিজ্যে মুদ্রার প্রচলন শুরু হয়। ভূমধ্যসাগর থেকে শুরু করে ভারত পর্যন্ত নতুন ধারার লিপিপদ্ধতি গড়ে ওঠে। এর অবশিষ্ট ভগ্নাংশগুলোই বিলুপ্ত উপত্যকাসমূহের স্থানীয় ও প্রাচীন লিপিপদ্ধতি হিসেবে টিকে ছিল।

এখন আমরা এক মহান যুগে প্রবেশ করেছি, যা আফ্রো-ইয়োরেশিয়ায় বয়ে আনা ঐতিহাসিক পরিবর্তনসমূহের জন্য স্মরণীয়। সর্বত্র দ্রুতগতিতে পার্থিব বিস্তৃতি ঘটছিল; সম্ভবত পূর্ববর্তী সহস্রাব্দের ব্যাপক বহিরাক্রমণের ধারা বিঘ্নিত হওয়ার দরুন। নগর কর্তৃত্ব তীব্র গতিতে বিস্তৃত হচ্ছিল—ভূমধ্যসাগরীয় এলাকায় পশ্চিমমুখে, ইরানে, সেন্ট্রাল ইয়োরেশিয়ায়, ভারতের দক্ষিণ দিকে এবং চীনে। গঙ্গা পার হয়ে ওপার যাওয়ার আশায় পাঞ্জাবে লড়াইরত আলেক্সান্ডারের ভৌগোলিক অতি উচ্চাকাঙ্ক্ষার—আফ্রো-ইয়োরেশিয়াকে বাস্তবে একক ভৌগোলিক ইউনিটে পরিণত করার ইচ্ছা—ফলে দিগন্তের যে বিস্তৃতি উদ্ভাসিত হয়, এক হাজার বছর পূর্বেও তা ছিল অকল্পনীয়। এই বিস্তৃতি পরবর্তীকালে এর প্রভাব রেখে যায়, যা মহান দার্শনিক ও চিন্তক থ্যালস, ঈসা (আ.) ও মেনিসিয়ানের চিন্তার ভেতর দিয়ে বিস্ফোরিত হয়। ফলত, খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দের শেষার্ধে আমরা আফ্রো-ইয়োরেশিয়ার চারটি আঞ্চলিক প্রাণকেন্দ্রেই সৃষ্টিশীলতার অতুলনীয় পুষ্পায়ন দেখতে পাই।

বস্তুত, এই সময়ের পুষ্পায়নের ফলেই প্রাণকেন্দ্রগুলো প্রাণকেন্দ্র হয়ে ওঠে। যে অঞ্চল দুটো পর্যায়ক্রমে গ্রিক ও সংস্কৃত ধারা গ্রহণ করেছে, তা এই যুগেই করেছে। মধ্যপ্রাচ্য অবশ্য বিপরীতমুখী মতাদর্শে অনুপ্রাণিত ছিল। এই সময়ের বুদ্ধিবৃত্তিক ধারাই পরবর্তী সময়ে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইতিহাসের চেয়ে শ্রেয়তর এবং বিশ্ব ইতিহাসের প্রকৃত সত্যের অধিকতর নিকটবর্তী।

শুরুর দিকে সভ্যতার সীমানা বিস্তৃতির বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তৎকালীন বিচ্ছিন্ন নদী ও উপত্যকাভিত্তিক সভ্যতা এবং সাগরে অবস্থিত দ্বীপগুলোর পারস্পরিক সংযোগের সর্বোচ্চ মাধ্যম ছিল ভঙ্গুর ও দূরপাল্লার বাণিজ্য। তাদের সবার কমন বৈশিষ্ট্য ছিল কিছু ধাতুর (বিশেষত ব্রোঞ্জ) ব্যবহার এবং ধাতুর অন্বেষণেই বণিক ও শাসকেরা ক্রমে সভ্যতার বিস্তার ঘটিয়েছে। ধাতুর সর্বজনীন চাহিদা নতুন এক ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটিয়েছে, যা সমস্ত সভ্যতার ভাগ্য নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আবার সময়ের বিবর্তনে খোদ ধাতুপ্রাপ্তি বৃহত্তর সভ্যতা অঞ্চলের ওপর নির্ভরশীল হয়ে যায়। এ রকম বৃহত্তর অঞ্চলেই আমারনা যুগের[১২] কসমোপলিটনিজম বা বহুজাতিকতা সম্ভব ছিল। এটি ছিল মধ্যপ্রাচ্যের একটি সভ্যতা, যেখানে ইতিহাসে প্রথমবারের মতো একাধিক সাক্ষর জাতি নিজেদের প্রতিবেশী হিসেবে আবিষ্কার করে। দেখা যাচ্ছে একটি বৃহত্তর পরিস্থিতি (কৃষির প্রয়োজনে ধাতু অন্বেষণ) আরেকটি বৃহত্তর পরিস্থিতির (কসমোপলিটনিজম) জন্ম দিচ্ছে। তবে আমারনা যুগের বৃহত্তর অঞ্চলগুলো এমন অধিকতর বৃহত্তর অঞ্চল কর্তৃক বেষ্টিত ছিল, যেগুলোতে নগর সংস্কৃতির ছোঁয়া কদাচিৎ লেগেছিল। সভ্যতার উপস্থিতিতে এবং সভ্যতার দাবি মেটাতে বৃহত্তর অঞ্চলগুলোতে সামরিক অশ্বারোহী বাহিনী গড়ে ওঠে, যা পরিণামে একের পর এক বহিরাক্রমণের ঢেউ বয়ে আনে। বিশেষত খ্রিষ্টপূর্বাব্দ দুই হাজার সালের শেষ দিকে। আক্রমণের এই ধারা মূলত পরিচালিত হয়েছিল ইন্দো-ইয়োরোপিয়ানদের মাধ্যমে, যা ক্রমান্বয়ে মধ্যপ্রাচ্য, উত্তর ভারত এবং উত্তর চীনের বৃহত্তর অঞ্চলগুলোকে আত্তীকৃত করে নেয় এবং পরিবর্তন করে ফেলে। এভাবেই ব্রোঞ্জযুগের সভ্যতা বিলুপ্ত হয়ে যায়। পাশাপাশি বিলুপ্ত হয়ে যায় এর দুর্বোধ্য পিক্টোগ্রাফিক স্ক্রিপ্ট। তবে চীনের তুলনামূলক বিচ্ছিন্নতার ফলে এখানে পিক্টোগ্রাফিক স্ক্রিপ্ট 'বেঁচে' থাকার অনুমতি পেয়েছিল।

---

১২ Amarna Age: প্রাচীন মিসরের আঠারোতম রাজবংশের শাসনকাল। আমারনা তাদের রাজধানী। খ্রিষ্টপূর্বাব্দ ১৩০০ সালের দিকে তাদের রাজত্ব ছিল।

-রাকিবুল হাসান

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কিন্তু এসব ঐতিহাসিক 'ইউনিটে'র প্রতিটিই ছিল অসম্পূর্ণ। এগুলো দ্বিতীয় ধাপের সংঘবদ্ধতা। স্থানীয় সভ্য জীবন এগুলোর কোনোটাতেই পূর্ণ অংশগ্রহণ বাদেও চলতে সক্ষম ছিল। ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ কিছু সৃষ্টিশীলতা সীমানার ভেদাভেদ অতিক্রম করে গিয়েছে। যেমন প্রাকৃতিক বিজ্ঞান। ইতিহাসের গতিপথ সম্পর্কে অধিকতর সর্বজনীন ও অধিকতর মৌলিক যেসব প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, সেগুলোর যথাযথ উত্তর দেওয়া সম্ভব; শুধু তখনই—যখন গোটা আফ্রো-ইয়োরেশিয়ান জোনকে একক-অবিচ্ছেদ্য ইউনিট হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

আন্ত-আঞ্চলিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আফ্রো-ইয়োরেশিয়ান যৌগের প্রভাব

সময়ের সাথে সাথে এটিও পরিষ্কার হয়ে উঠবে যে আফ্রো-ইয়োরেশিয়ান সভ্যতা অঞ্চলের ইতিহাস স্থির ছিল না। উপ-অঞ্চলগুলো থেকে এসে মিলিত হওয়া একঝাঁক মিথস্ক্রিয়ার গুচ্ছ বা সেট হিসেবে এর নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল। বিভিন্ন সভ্যতাঅঞ্চলের ইতিহাসে আবার কিছু স্থির বিষয় ছিল, প্রতিটি অঞ্চলের কিছু সাধারণ (Typical) স্থান ছিল, ছিল অন্যান্য অঞ্চলের সাথে পৌনঃপুনিক সাধারণ আন্তসম্পর্ক। এই আন্ত-আঞ্চলিক সম্পর্ক স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেই ক্রমাগত পরিবর্তন হয়েছে। ফলে স্বতন্ত্র ইউনিট হিসেবে গোটা সভ্য অঞ্চলের একক ইতিহাস রয়েছে। (আবার প্রতিটি অঞ্চলের নিজস্ব ইতিহাসও রয়েছে)।

পুরো সহস্রাব্দজুড়েই এক অঞ্চলে উদ্ঘাটিত তথ্য ও জ্ঞান, উদ্ভাবিত প্রযুক্তি গোটা আফ্রো-ইয়োরেশিয়া অঞ্চলে বিস্তৃত হয়েছে; আগে হোক বা পরে। আন্ত-আঞ্চলিক পর্যায়ে বাণিজ্যযোগ্য সম্পদের আহরণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ, নতুন নতুন এরিয়া উন্মোচিত হয়েছে। ক্রমসঞ্চিত এই সম্পদের অর্থ হচ্ছে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য পূর্ববর্তী প্রজন্মের চেয়ে অধিকতর সম্ভাবনার বিকাশ। এই ক্রমসঞ্চয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব পড়েছিল ভ্রমণ ও যুদ্ধে। ঘোড়ার গাড়ি আবিষ্কার তাৎক্ষণিকভাবে মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক পরিবর্তন করে দিয়েছিল। এটি 'দূরত্বের' ধারণাই পরিবর্তন করে দিয়েছিল এবং ইতিহাসে প্রথম 'সাম্রাজ্যের' সূচনা করেছিল। অনুরূপ আরেকটি আবিষ্কার ছিল সশস্ত্র অশ্বারোহী যোদ্ধাদের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

করেছেন, যা নৃ-ইতিহাসবিদদের মনোযোগের প্রধান কেন্দ্রবিন্দু। তবে এগুলোর ওপর অতিমাত্রায় মনোনিবেশ করতে গিয়ে অনেক ইতিহাসবিদই একে অতিমূল্যায়ন করেছেন এবং লিপিভিত্তিক ঐতিহ্যের ওপর অগ্রহণযোগ্য মাত্রায় গুরুত্বারোপের মাধ্যমে এগুলোকে 'ঐতিহাসিক বিশ্বে' পরিণত করে ফেলেছেন।

এ রকম সমাজগুলো 'বদ্ধ' ছিল না। বরং সব সময়ই জীবনের এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র ছিল, যেগুলোর ওপর আঞ্চলিক প্রাণকেন্দ্রের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রভাব ছিল 'ভাসা-ভাসা'। যেমন যেসব অঞ্চলে একাধিক প্রতিদ্বন্দ্বী ধারা প্রতিযোগিতায় লিপ্ত ছিল, সেসব অঞ্চলের বাস্তব জীবন—এমনকি সাংস্কৃতিক চরম উৎকর্ষের যুগেও বহুমাত্রিক উপাদানের সংশ্লেষ ছিল এবং এটি বিরল ও ব্যতিক্রম ঘটনা নয়, যেমনটা তাত্ত্বিকেরা বলতে চান। সুনির্দিষ্ট সমাজসমূহে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণমালাভিত্তিক ঐতিহ্যের নানা মাত্রায় মিশ্রণ ঘটেছে। উদাহরণত, বাইজেন্টাইনদের একদিকে যেমন প্রাচীন গ্রিক সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা হিসেবে গণ্য করা যায়, অনুরূপ বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে খ্রিষ্টরীতির অংশও বিবেচনা করা যায়। পক্ষান্তরে, এমন কিছু লিপিভিত্তিক ঐতিহ্য ছিল, সংঘবদ্ধতার ক্ষেত্রে যেগুলোর প্রভাব ছিল কম, বরং পরিচয়ের ভিন্ন মানদণ্ডও সেখানে অন্তর্ভুক্ত থাকত। যেমন প্লেটনিক-অ্যারিস্টটলিয়ান দার্শনিকেরা। তাঁরা গ্রিক ধারার সুনির্দিষ্ট একটি লেখ্যরূপের অনুসারী ছিলেন। পাশাপাশি তাঁরা খ্রিষ্টবাদ, ইসলাম কিংবা জুডাইজম বলয়েরও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এসব দার্শনিকের জীবনাচার তাঁদের ধর্মীয় স্বগোত্রের চেয়ে নিজেদের সর্বজনীন দার্শনিক ঐতিহ্য দ্বারাই বেশি প্রভাবিত ছিল। ফলে এক দার্শনিকের জীবন তাঁর ধর্মীয় স্বগোত্রীয়দের চেয়ে অপর কোনো দার্শনিকের সাথেই বেশি মিলত। এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ন্যাচারাল সায়েন্সের আন্ত আঞ্চলিক ধারা। ব্যাবিলনিয়ান ও গ্রিক রচনাবলি থেকে যার উদ্ভব, পরবর্তী সময়ে আরবি ও সংস্কৃতে রূপান্তরিত হয়ে সবশেষে ন্যাচারাল সায়েন্স চায়নিজ ও লাতিনেও স্থানান্তরিত হয়। এই ধারার ফলাফল ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী এবং এটি পুরো আফ্রো-ইয়োরেশিয়ান অঞ্চলজুড়ে সমস্ত সাংস্কৃতিক সীমানা অতিক্রম করে গিয়েছে।

সম্ভবত একমাত্র ইসলামই একটি পূর্ণাঙ্গ সমাজ গড়তে সক্ষম হয়েছিল, যা পূর্বেকার সমস্ত সাংস্কৃতিক ধারা থেকে পুরোপুরি স্বতন্ত্র। যদিও ইয়োরেশিয়ার ইতিহাসে ইসলামের আবির্ভাব বেশ পরে। কিন্তু

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রভাব শীঘ্রই প্রকাশিত হতে শুরু করে। ইসলামি বিজ্ঞানীরা গ্রিস, ইরান ও ভারতের বিচ্ছিন্ন বৈজ্ঞানিক জ্ঞানসমূহকে একত্র করে সেগুলো ব্যবহার করতে শুরু করে দেন, যা চীন থেকে ইয়োরোপ—গোটা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। মুসলিম বণিকেরা চীনের কিছু প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন ব্যাপক হারে ব্যবহার করতে শুরু করে দেন। তন্মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কাগজ। যে সময় ইসলাম আন্ত-আঞ্চলিক প্রেক্ষাপট পাল্টে দিচ্ছিল, তখন আফ্রো-ইয়োরেশিয়ান অঞ্চলের অপরাপর পরিবর্তনগুলোও ইসলামকে নতুন মাত্রা দিচ্ছিল। সুদূর দক্ষিণ-পূর্বের মতো অঞ্চলগুলো সবেমাত্র পুরো মাত্রায় উন্নত হতে শুরু করেছিল, ইসলাম দ্রুত সেখানে বিস্তার লাভ করে। যার ফলে প্রাচীন প্রাণকেন্দ্রগুলো মার খেয়ে যায়। ইসলাম প্রতিজ্ঞা করেছিল যে এটি অত্যন্ত দ্রুতই গোটা বিশ্বকে নিজের ভেতর লীন করে নেবে।

ইসলামের উদ্ভব ও বিস্তৃতির শতাব্দীগুলোতে প্রযুক্তিক্ষেত্রে যথারীতি উন্নতি ঘটে চলেছিল। বিশেষত সামরিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে। ব্যবসার পরিধি বাড়ছিল। সাব-সাহারান আফ্রিকায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার ছিল উটের আবির্ভাব। অঞ্চলটি তত দিনে সফলভাবে আফ্রো-ইয়োরেশিয়ান সভ্যতা অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। অনুরূপ সুদূর উত্তর-পশ্চিমেও উটের আবির্ভাব ঘটে (এখানে উত্তর আমেরিকার সাথে সংযোগ স্থাপনের একটি প্রচেষ্টা চালানো হয়, যা ব্যর্থ হয়েছিল)। এ সময় বিচ্ছিন্ন দার্শনিক ধারাগুলোর ধর্মের সাথে সংশ্লেষ ঘটে, যা নবম শতকের শঙ্কর—যিনি বুদ্ধিজমকে দার্শনিকভাবে বিন্যস্ত করেছিলেন—থেকে শুরু করে ত্রয়োদশ শতকের চু সি এবং একুইনাস পর্যন্ত বিস্তৃত। এই স্কলাস্টিসিজমের মতো আরও একটি বিষয় ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে—আধ্যাত্মিকতা, হিন্দুধর্মে যার প্রকাশ ঘটে ভক্তিরূপে, ইসলামে সুফিজম এবং পূর্ব ও পশ্চিম ইয়োরোপিয়ান খ্রিষ্টবাদে মিস্টিক্যাল ধারা রূপে। এই অতীন্দ্রিয়বাদের ফলে নতুন ধারার ভাষার উদ্ভব ঘটে, সাথে ছিল Axial Age থেকে চলমান কিছু ধ্রুপদী ভাষা।

এখানেও জ্ঞান ও ধর্মের সমান্তরাল উদ্ভব ও উন্নয়ন পরস্পরকে ঠিক কতটুকু প্রভাবিত করেছে, আমরা নিশ্চিত জানি না। তবে উভয়েরই উদ্ভব ঘটেছিল কিছু সর্বজনীন প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে। নানাভাবে প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রদান করা হচ্ছিল এবং এই প্রক্রিয়ায় এ সময় চীনে বৈশ্বিক ধর্মগুলোর—বুদ্ধিজম এবং তাওইজম—ক্রমপতন শুরু হয়। বিপরীতে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আরবদের ব্যবহৃত 'গ্রিক ফায়ারের'[১৪] সাথে তাদের প্রযুক্তি যেত না। ক্রুসেডের শেষ দিকে এসে লাতিনরা কমবেশি আরবদের সমতুল্য হতে পেরেছিল।

সাম্রাজ্যের পশ্চিমমুখী যাত্রার সমাপ্তি ঘটেছিল কম্পাসের কাঁটার সবদিকে সভ্যতার বিস্তৃতির মাধ্যমে। পশ্চিম ইয়োরোপ ছিল ফ্রন্টিয়ার রেজিয়ন বা সীমান্ত অঞ্চল। যেমন ছিল সুদান ও মালয়েশিয়া। তবে অঞ্চলটি আশপাশের অঞ্চলসমূহের পূর্বেই শহুরে সাক্ষর সংস্কৃতির উন্নয়ন ঘটাতে শুরু করেছিল। প্রাচীন সংস্কৃতিগুলোর সাথে এর পারস্পরিক 'নির্ভরশীলতার' সম্পর্ক ছিল। তবে এই পুরো অঞ্চলজুড়েই সংস্কৃতির বিস্তার ছিল একমুখী—ভারত, চীন, মধ্যপ্রাচ্য এবং পূর্ব ভূমধ্যসাগর থেকে 'অক্সিডেন্টের' (পশ্চিম) দিকে। পশ্চিম থেকে উল্টো দিকে খুব কমই সরবরাহ হতো। দীর্ঘ সময় ধরে শুধু সংস্কৃতি নয়, বরং আন্ত-আঞ্চলিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য ছিল। দক্ষিণ ও পূর্বের ফ্রন্টিয়ারগুলোর মতো অক্সিডেন্টও পশ্চিম ফ্রন্টিয়ার ছিল এবং মূলত প্রাকৃতিক সম্পদ ও দাস সরবরাহ করত, উৎপাদিত পণ্য নয়। অনুরূপ অক্সিডেন্টের স্থানীয় ঘটনাপ্রবাহ—যেমন নগরায়ণ ও শিক্ষাদীক্ষার উত্থান-পতন, এগুলো একান্তই আঞ্চলিক ছিল। বৃহত্তর বিশ্বে এর প্রভাব ছিল নিতান্ত নগণ্য। মধ্যযুগের মুসলিম লেখকেরা বাইজেন্টাইন, ভারত কিংবা চীনের ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। কিন্তু অক্সিডেন্টকে তাঁরা ততটুকুই জানতেন, যতটুকু জানতেন তিব্বত বা পূর্ব আফ্রিকার ব্যাপারে। তবে ইতিহাসের কিছু কিছু সময়ে, যাঁরা সরাসরি অক্সিডেন্টের সাথে সংযুক্ত ছিলেন, তাঁরা ব্যতিক্রম। আফ্রো-ইয়োরেশিয়ান ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে যদি 'মূলধারা' বলে কিছু থেকে থাকে, তবে সেটা অক্সিডেন্টের মতো 'অজপাড়াগাঁয়ের' ঘটনাপ্রবাহে প্রভাবিত হতো খুব সামান্যই।

অক্সিডেন্ট হয়তো ফ্রন্টিয়ার অঞ্চলে কিছুটা সুবিধাজনক পজিশনে থেকে থাকতে পারে। যেমন জাপান-কোরিয়া (ওরিয়েন্টের মতোই ফ্রন্টিয়ার ভূখণ্ড) সে সময় আন্ত-আঞ্চলিক (interregional) পরিধির

---

১৪ আগুন নিক্ষেপের একধরনের প্রাচীন অস্ত্র। শত্রু জাহাজ, দুর্গের দেয়াল কিংবা দুর্গরক্ষীরা দুর্গ আক্রমণকারীদের ওপর অগ্নিশিখা ছুড়তে এটি ব্যবহার করত।
-রাকিবুল হাসান

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সবচেয়ে বড় প্রভাব ছিল এই যে এগুলো এক বা একাধিক বৈশ্বিক ধর্মের পথ সুগম করেছিল। যেমন রোমান সাম্রাজ্য খ্রিষ্টবাদের উত্থানে ভূমিকা রেখেছে। ফলে পরবর্তী যুগের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছিল ধর্মসমূহের সুউচ্চ অবস্থান।

এ সময় ঋষিদের হাত ধরে তাঁদের গ্রন্থ, তাঁদের স্বতন্ত্র নৈতিক ও মহাজাগতিক বিশ্বাস, মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের ধারণা এবং সাধারণ মানুষের আনুগত্যের দাবি নিয়ে বৈশ্বিক ধর্মসমূহের উত্থান ঘটে। এগুলো হয়তো সম্পূর্ণ নতুন বিশ্বাস নিয়ে হাজির হয়েছে—যেমন খ্রিষ্টবাদ এবং মহাযান বুদ্ধিজম। অথবা প্রাচীন কোনো বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল—যেমন রাব্বিনিক্যাল জুডাইজম, হিন্দু শৈবধর্ম ও বৈষ্ণব ধর্ম। শহরকে কেন্দ্র করে ধর্মগুলো প্রথম সহস্রাব্দে মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে। আফ্রো-ইয়োরেশিয়ান অঞ্চলের প্রতিটিতে কোনো না কোনো ধর্ম রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করে ফেলে এবং একক স্বীকৃতির প্রচেষ্টায় নিরত হয়। বলতে গেলে কোনো স্থানই বাকি ছিল না। তবে কিছু অঞ্চল ছিল, যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্মবিশ্বাসগুলোর কোনোটাই এককভাবে পুরোপুরি সফল ছিল না। কিন্তু সম্মিলিতভাবে এগুলো প্রাচীন মূর্তিপূজাকে চূর্ণ করে দিয়েছে কিংবা নতুন মতবাদে লীন করে নিয়েছে। যখন ধর্মগুলোর রাজনৈতিক ক্ষমতা গ্রহণের প্রতিযোগিতা চলছিল, তখন ভারতীয় যোগীবাদ ও সন্ন্যাসবাদ আফ্রো-এশিয়ান অঞ্চলজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে, যা প্রায় এক হাজার বছর ধরে প্রভাব বিস্তার করেছিল। হয়তো এটি ছড়িয়েছিল ভারতের বৈশ্বিক প্রভাবের ফলে কিংবা তা ছাড়াই। বৈশ্বিক ধর্মগুলোর উদ্ভবের সাথে সাথে এক অঞ্চল আরেক অঞ্চলের সাথে সংযুক্ত হতে শুরু করে, যেহেতু একই ধর্মে বিশ্বাসীরা দূরদূরান্তে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। একই সময়ে প্রতিবন্ধকতাও বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। কারণ, অনেক অঞ্চলে নতুন অর্থোডক্সির উদ্ভব ঘটেছিল, যা সেখানকার কোনো না কোনো অঞ্চলের জীবনধারা এককভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে সচেষ্ট ছিল।

অংশত সাম্রাজ্যসমূহের উদ্যোগের ফলে গোটা আফ্রো-ইয়োরেশিয়ান অঞ্চল নতুন ধাঁচের নগরজীবনের সাথে পরিচিত হচ্ছিল। ফলে আতিলার[১৩] সময়ে বৃহত্তর ইয়োরেশিয়ার নগর-প্রভাবিত অঞ্চলগুলো পুরো

১৩ খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতকে হুনদের সম্রাট ছিলেন। হুন গোত্রের পাশাপাশি মধ্য ও পূর্ব ইয়োরোপিয়ান অন্য অনেক গোত্রের নেতা ছিলেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বাইরে থেকেও কিছু সুবিধা ভোগ করত। সদ্য আবিষ্কৃত 'কুমারী' ভূখণ্ডগুলোতে অক্সিডেন্ট পুরাতন ধাঁচের ওপর ভিত্তি করে নতুন স্বতন্ত্র সংস্কৃতি গড়ে তুলেছিল, যা এজিয়ান থেকে বাংলা পর্যন্ত চলমান সাংস্কৃতিক ও সামরিক 'হেনস্থা' থেকে মুক্ত ছিল। অধিকন্তু, মধ্যযুগের শেষ পর্যন্ত পশ্চিম ইয়োরোপ বর্তমান সভ্যতাসমূহের বিস্তৃতির—তাদের তৎকালীন কর্তৃত্বাধীন এলাকার বাইরে—উর্বর ক্ষেত্র ছিল। তবে জাপানের ক্ষেত্রে এই সুযোগ ছিল না (যেহেতু জাপান দ্বীপরাষ্ট্র)। অক্সিডেন্টের বৈশিষ্ট্যসমূহের শিকড় সন্ধান করতে হবে—এটি দীর্ঘদিন ফ্রন্টিয়ার হিসেবে ছিল, এই বাস্তবতার ভেতর। অধিকন্তু, অক্সিডেন্টকে অন্য আঞ্চলিক প্রাণকেন্দ্রসমূহের সাথে তুলনা করা যাবে না, বরং অপরাপর সাংস্কৃতিক প্রাণকেন্দ্রসমূহের ফ্রন্টিয়ারের সাথে তুলনা করতে হবে। এটিই অধিকতর ফলপ্রসূ। কারণ, দুটিই ফ্রন্টিয়ার এবং স্থানীয় সৃষ্টিশীলতার উদ্ভাবন ও বহিরাগত প্রভাব গ্রহণে তাদের মাঝে সামঞ্জস্য রয়েছে।

যদি বিশ্ব ইতিহাসকে আমরা একটি সামগ্রিক ইতিহাস হিসেবে বিবেচনা করি, তবে দেখতে পাব ইয়োরোপকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে 'পূর্বাঞ্চলীয়' সমাজগুলোর অবদানের প্রতি পর্যাপ্ত মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে না। আমাদের এ কথা স্বীকার করতে শিখতে হবে যে অক্সিডেন্ট আর দশটা সমাজের মতোই ছিল; যেগুলো বৃহত্তর ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় অবদান রেখে চলছিল। অক্সিডেন্ট যদিও তুলনামূলক বিচ্ছিন্ন ছিল, তবে বৃহত্তর ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় এর অংশগ্রহণের প্রভাব—যা অন্যান্য সোসাইটি থেকে ধারকৃত কিংবা ধার ব্যতীতই তাদের থেকে আসা প্রভাব থেকে সৃষ্ট—খোদ নিজের ওপরও পড়েছিল। তবে দক্ষিণ ও পূর্বে শক্তিশালী প্রতিবেশীদের উপস্থিতির কারণে এর চেয়ে বেশি কোনো প্রভাব অক্সিডেন্ট রাখতে পারেনি। ইতিবাচক-নেতিবাচক কোনোটাই না। সভ্যতা অঞ্চলের পরিধি বৃদ্ধি, প্রযুক্তির উন্নয়ন, সামাজিক শক্তির ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধি এবং অন্য বহু ঘটনার প্রভাব পুরো আন্ত-আঞ্চলিক পর্যায়েই পড়েছিল। প্রথম পর্যায়ে পশ্চিম ইয়োরোপের উন্নয়ন বৃহত্তর আফ্রো-ইয়োরেশিয়ান ইতিহাসচক্রের উন্নয়নের ওপর নির্ভরশীল ছিল।[১৫]

১৫ আধুনিকতা ও আদি অক্সিডেন্টাল সংস্কৃতি সম্পর্কে আমরা যা ভাবি, এই প্রবন্ধ সে ক্ষেত্রে অতীব গুরুতর প্রাসঙ্গিকতা রাখে। বিষয়টি আমি আমার (সম্পাদক) এক প্রবন্ধে আলোচনা করেছি। সংক্ষেপে আধুনিকতাকে দুভাবে দেখা হয়। এক.

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পরিবর্তনহীন এক জগৎ থেকে আধুনিক পশ্চিমে যাত্রা। কিংবা ঐতিহাসিক অক্সিডেন্টাল সমাজসমূহের বিশ্বজোড়া বিস্তৃতি, যা হয়তো নানা মাত্রায় সমাদৃত হয়েছে অথবা প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছে। উভয় দৃষ্টিভঙ্গিই অপরিণত। বরং আধুনিকতাকে দেখতে হবে প্রাক্-আধুনিক আফ্রো-ইয়োরেশিয়ান অঞ্চল সামগ্রিকভাবে ইতিহাসের যে কমন প্রেক্ষাপটে বাস করত, তা ভাঙনের ফল হিসেবে। আফ্রো-ইয়োরেশিয়ার নগর সমাজগুলোর ভেতর সব সময় সচেতন উদ্ভাবন চলমান ছিল, গোত্রীয় সমাজগুলোর বিপরীতে। ক্ল্যাসিক্যাল গ্রিস কিংবা ইসলামের উত্থান এবং অন্য গুরুতর পরিবর্তনগুলোও এই অঞ্চলের স্বাভাবিক বিকাশেরই অংশ। ফলে রেনেসাঁ এবং মহাসাগরে অক্সিডেন্টালদের প্রথম বিস্তৃতি এই আফ্রো-ইয়োরেশিয়ার প্রাক্-আধুনিক ঐতিহাসিক ধারাকে কোনো দিক থেকেই সবিশেষ উৎরে যায়নি। ষোলো শতকেও আফ্রো-ইয়োরেশিয়ান বহু সভ্যতার সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ক্ষমতা সমান স্তরে ছিল, যা পূর্বেকার সহস্রাব্দগুলো থেকে অবশ্যই অনেক উচ্চে ছিল। ১৬০০ থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত অক্সিডেন্ট অত্র অঞ্চলের কমন ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট গুঁড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, কমন ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট খোদ অক্সিডেন্টেও ধ্বংস হয়েছে (১৮০০ সালের প্রজন্মে এসে), যেমন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে অপরাপর সমস্ত সভ্যতায়। ফলে আফ্রো-ইয়োরেশিয়ান ইতিহাসে তখন পর্যন্ত বিদ্যমান সংহতি ভেঙে পড়ে। ১৮০০ সাল-পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ অক্সিডেন্ট ও অক্সিডেন্টের বাইরে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রভাব ফেলেছে, যদিও এক বিবেচনায় দুটোই 'মডার্ন'। আধুনিকতাকে হেলেনিজমের বিস্তারের সাথে তুলনা করা যাবে না, যেমন বিবেচনা করা যাবে না অক্সিডেন্টের নিজস্ব অভিজ্ঞতা হিসেবে। যদিও অক্সিডেন্টের অভ্যন্তরে আধুনিকতার প্রাথমিক উদ্যোগ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল বয়ে এনেছিল। আধুনিকতা কোনো দিক থেকেই অক্সিডেন্টের সম্পত্তি নয়; না উদ্ভবের দিক থেকে, না বিশ্বপরিক্রমায় এর প্রভাবের দিক থেকে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

গোলার্ধজুড়ে সুবিশাল ভূমির একটি চেইন তৈরি করে, আয়তনে যা উত্তরের রয়ে যাওয়া ভূমির চেয়ে কম ছিল না। নোমাডিক ও বারবারদের নতুন আগ্রাসন পশ্চিম ইয়োরোপ ও সদ্যোন্মুক্ত উত্তর চীনের মতো প্রান্তিক অঞ্চলগুলো দখল করেছে বটে কিন্তু তা গোটা অঞ্চলের চলমান সংস্কৃতি ও বাণিজ্যিক ধারায় গুরুতর তেমন কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি। আধুনিক যুগের পূর্বপর্যন্ত লিপিপদ্ধতির ধারায় ব্রোঞ্জযুগের মতো—যা সে যুগের সংস্কৃতি আমূল পাল্টে দিয়েছিল—বড়সড় কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। এর কারণ ছিল অংশত সুবৃহৎ আকার, অংশত বিভিন্ন অঞ্চলের ব্যাপক অংশগ্রহণ এবং এতে ধর্ম ও বাণিজ্যকাঠামো উভয়েরই অবদান ছিল। বস্তুত, ধর্ম তখন মিশনারির রূপে একধরনের সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের রূপ লাভ করেছিল, যা সংস্কৃতির প্রাচীন কেন্দ্রগুলো ছাপিয়ে উত্তর ইয়োরোপ, সেন্ট্রাল ইয়োরেশিয়া, সুদূর দক্ষিণ-পূর্ব এবং উত্তর-পূর্ব আফ্রিকার মতো প্রান্তিক অঞ্চলসমূহেও বিস্তৃত হয়ে গিয়েছিল এবং এই ধারার মিশনারি কর্মকাণ্ডে খ্রিষ্টবাদ, জুডাইজম, ম্যানিকিয়ানিজম, বুদ্ধিজম এবং এমনকি হিন্দুইজমও অংশ নিয়েছিল।

হেলেনিজম যে যুগে বিস্তার লাভ করেছিল, প্রথম সহস্রাব্দের মাঝামাঝিতে তার চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারার আবহ ছড়িয়ে পড়ে। সর্বত্র বৈশ্বিক ধর্মগুলো মানুষের আনুগত্য নিয়ন্ত্রণ করছিল এবং এটিই স্বাভাবিক ধরে নেওয়া হয়েছিল। এই সাংস্কৃতিক হালচালের ভেতর ইসলামের উন্মেষ ঘটে বৈশ্বিক ধর্ম হিসেবে এবং আত্মপ্রকাশের পরপরই এটি ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, ভারত মহাসগর এবং ইয়োরেশিয়ান স্তেপ অঞ্চলের রাজনৈতিক ক্ষমতার ভারসাম্য পাল্টে দেয়। ইয়োরেশিয়ান স্তেপ অঞ্চলে চীনের প্রভাব ঠেকিয়ে দেয়। ইসলাম অত্যন্ত শক্তিশালী সামাজিক ও আধ্যাত্মিক মতাদর্শের জন্ম দেয়, যা কয়েক শতাব্দীর ভেতর গোলার্ধের প্রায় সমস্ত অঞ্চলে অনুপ্রবেশ করতে শুরু করে এবং যেসব বৃহৎ সভ্যতাকে ইসলাম আত্মস্থ করে নেয়নি, সেগুলোর প্রতিটার জন্যই তীব্র সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক হুমকি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করে এবং কয়েক শতাব্দী ধরে ভারত, ইয়োরোপসহ অপরাপর অঞ্চলসমূহকে তটস্থ করে রেখেছিল 'মুসলিমভীতি' এবং এটিই তাদের ঐক্যের সূত্রে পরিণত হয়েছিল। মধ্যপ্রাচ্যে ইসলামের ঐক্যবদ্ধ শক্তির সুদূরপ্রসারী

—রাকিবুল হাসান

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মনোভাবাপন্ন খানদের চূড়ান্ত অনুগত হতে শুরু করে। মোঙ্গল আক্রমণের ফলে চতুর্দশ শতকে পুরো আফ্রো-ইয়োরেশিয়ান অঞ্চলজুড়ে শহুরে সমৃদ্ধির ছন্দপতন ঘটে, মন্দা শুরু হয়। ইউয়ানদের অঞ্চলে, দিল্লি সালতানাতে, মধ্যপ্রাচ্যে; বিধ্বস্ত বন্দর ও চাষাবাদের খালগুলো মেরামতে ব্যর্থ হওয়ার ফলে। পশ্চিম ইয়োরোপিয়ান শহরগুলোর সমৃদ্ধির গতি শ্লথ হয়ে যায়। ব্ল্যাক ডেথ হানা দেয়; উত্তর আফ্রিকার মতো প্রান্তিক অঞ্চলে চলমান সাংস্কৃতিক প্রভাববিস্তার প্রক্রিয়া এবং আন্ত-আঞ্চলিক ক্ষমতার ভারসাম্যে এর অকল্পনীয় প্রভাব পড়েছিল। এত সব কিছু সত্ত্বেও সুদূর পশ্চিমের সদ্য গজানো নবাবরা 'প্রাচ্যের সম্পদ' লুণ্ঠনের ছক কষছিল। দূরপ্রাচ্য মধ্যপ্রাচ্যের ধর্মানুপ্রাণিত যুদ্ধগুলো দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিল। পাশাপাশি নতুন সৃষ্ট পূর্ব ইয়োরোপিয়ান শহুরে অঞ্চলগুলোর সুবাদে মোঙ্গলঝড় থেকে নিরাপদ ছিল।

আমরা দেখব যে আফ্রো-ইয়োরেশিয়ান ঐতিহাসিক মিথস্ক্রিয়া শুধু সাংগঠনিকভাবে স্বাধীন সভ্যতাগুলোর মধ্যকার পারস্পরিক লেনদেন ও প্রভাব বিস্তারেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং এটি ছিল একটি ইতিবাচক পরিবর্তন, যা এমনকি বহিরাক্রমণের বিস্তারের মধ্যেও দৃশ্যমান। যেমন মোঙ্গল ধ্বংসযজ্ঞের পর সাধারণত চায়নিজ আবিষ্কারগুলো পূর্বের চেয়ে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে, আন্ত-আঞ্চলিক অবকাঠামোতে যার গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব পড়েছিল। বিভিন্ন অঞ্চলে চায়নিজ উদ্ভাবনসমূহের প্রভাব ভিন্ন ভিন্ন ছিল। এসব আবিষ্কারের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল গানপাউডার-অস্ত্র, নৌকম্পাস এবং প্রিন্টিং। নানা উপায়ে এগুলো ইয়োরোপে পৌঁছে থাকবে হয়তো। কিছু সম্ভবত ইয়োরোপেই আবিষ্কৃত হয়েছিল; সম্পূর্ণ আলাদাভাবে। কারণ, সরাসরি সম্পর্কের সুবাদে সব অঞ্চলের প্রেক্ষাপট প্রায় একই হয়ে গিয়েছিল। ফলে চীনে যা আবিষ্কার সম্ভব, তা ইয়োরোপেও সম্ভব। কিছু আবিষ্কার ইয়োরোপে পৌঁছেছিল 'স্টিমুলাস ডিফিউশনের' মাধ্যমে। অর্থাৎ শুধু এই সংবাদটুকু পৌঁছেছিল যে এ-জাতীয় উদ্ভাবনের অস্তিত্ব আছে, তারপর সেটা তারা নিজেরাই উৎপন্ন করেছে। আর কিছু গিয়েছে সরাসরি রপ্তানির মাধ্যমে। ঘটনা যা-ই হয়ে থাকুক, একই সময়ে সবগুলো আঞ্চলিক প্রধান কেন্দ্রে উদ্ভাবনগুলো পরিচিত ছিল এবং ব্যবহৃত হচ্ছিল। চীন থেকে ক্রমান্বয়ে গানপাউডার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। প্রথম দিকে এটি আতশবাজির উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হতো। কিন্তু ধীরে ধীরে এর দক্ষ ব্যবহার শুরু হয়, এক পর্যায়ে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যুদ্ধের সিদ্ধান্তসূচক অস্ত্র হয়ে ওঠে। কিন্তু অঞ্চলভেদে, অঞ্চলের সামাজিক প্রতিবেশভেদে, বৃহত্তর আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটে সেই অঞ্চলের অবস্থানভেদে গানপাউডারের ব্যবহারে ভিন্নতা ছিল। ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য পুরোপুরি আলাদা ফলাফল বয়ে এনেছিল। এসব আবিষ্কার 'অক্ষত' পশ্চিমের সামনে সাগরযাত্রার অফুরন্ত সুযোগ নিয়ে আসে। বিশেষত ভারত মহাসাগরে—আন্ত-আঞ্চলিক বাণিজ্যের গতিপ্রকৃতির কারণে। গানপাউডার-আর্টিলারি ষোলো শতকের সূচনালগ্নে তিনটি বৃহৎ মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায়ও সহায়তা করেছে; ওসমানীয়, সাফাভি এবং মোগল। তবে তিনটি সাম্রাজ্যই ভারত মহাসাগরে মুসলিমদের দূরপাল্লার বাণিজ্য পুনরুদ্ধার-প্রচেষ্টায় ব্যর্থতার ফলে পশ্চিমের প্রথম ধাক্কাতেই হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে।

আফ্রো-ইয়োরেশিয়ান ফ্রন্টিয়ার হিসেবে পশ্চিম ইয়োরোপ

ইতিহাসের সুবিস্তৃত প্রেক্ষাপটে এতক্ষণ আমরা দেখলাম পশ্চিম ইয়োরোপ প্রান্তিক ভূমিকা পালন করেছে। এমনকি মধ্যযুগেও এর অবদান ছিল পশ্চাৎপদ। কার্থাজিনিয়ান এবং এট্রাসকেনরা উল্লেখযোগ্য হলেও তারা মূলত পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল থেকে আসা সাংস্কৃতিক আবহে কিছু উন্নয়ন ঘটিয়েছে মাত্র। রোমানদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। তাদের শহরগুলোর অবস্থান ছিল উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে। যদিও তারা পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় হেলেনিস্টিকদের ওপর রাজনৈতিক কর্তৃত্ব অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল, কিন্তু সাংস্কৃতিক দিকনির্দেশনার জন্য সর্বদাই পুব দিকে চেয়ে থাকতে হতো। তাদের সবচেয়ে যুগান্তকারী সৃষ্টিকর্ম—দ্য রোমান ল, এটিও ইতালির পরিবর্তে বরং ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের অবদান। যদিও দীর্ঘ সময় এর ভাষা ছিল লাতিন। শুধু পূর্ণ মধ্যযুগে এসেই পশ্চিম ইয়োরোপ অপরাপর প্রাণকেন্দ্রগুলোর সমমানের সৃষ্টিশীলতা অর্জন করতে পেরেছিল। ক্রুসেডের সময়ও তারা গ্রিক ও আরবদের তুলনায় চিকিৎসা ও ক্যামিক্যাল প্রযুক্তির মতো ক্ষেত্রগুলোতে অনেক কাঁচা ও অজ্ঞ ছিল।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

Axial Age-এ আপাদমস্তক দার্শনিক মতবাদ হিসেবে টিকে থাকা কনফুসিয়াসিজমের উত্থান ঘটে। এ সময় প্রধান ধর্মগুলোর মাঝে ব্যাপকভাবে মিথস্ক্রিয়া শুরু হয়, যা এমনকি 'প্রায় বিচ্ছিন্ন' চীন এবং পশ্চিম ইয়োরোপেও সাবলীলভাবে ঢুকে পড়ে। এর পেছনে কারণ হিসেবে ছিল ইসলাম, মোঙ্গলদের আক্রমণ, বৈজ্ঞানিক ও শৈল্পিক আদান-প্রদান এবং অনুরূপ আরও কিছু বিষয়। ফলে এগুলোর একটিকে আরেকটি থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়। অতীতের ধারাবাহিকতাই হোক কিংবা সময়ের প্রয়োজন—বিষয়গুলো আন্ত-আঞ্চলিক সংযোগে অবিচ্ছেদ্য মাত্রা যুক্ত করে, যা ধর্মের আশ্রয়ে বিস্তার লাভ করেছিল।

এই সময়ে এমন একটি ঘটনা ঘটে, যা গোটা আফ্রো-ইয়োরেশিয়ান জোনের সংস্কৃতিকে কমবেশি এককাতারে নিয়ে আসে। শহুরে সম্পদশালীদের মাঝে অধিকতর সম্পদ আহরণের প্রবণতা আফ্রো-ইয়োরেশিয়ার একদম প্রান্তিক ভূমিগুলোও দখল করে নিতে উদ্বুদ্ধ করে। মুসলিম, চায়নিজ এবং শেষ দিকে রাশিয়ানরা সেন্ট্রাল ইয়োরেশিয়ায় প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। ফলে তেরো শতক নাগাদ মঙ্গোলিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলের এক গোত্র নিজেদের সহসাই আবিষ্কার করে চিড়েচ্যাপ্টা অবস্থায়—শহুরে এলিটদের দোর্দণ্ড ক্ষমতার সামনে। স্তেপ অঞ্চলের একদম শেষ প্রান্তের মোঙ্গল যুবক চেঙ্গিস খান সম্রাটের প্রতিনিধিদের কাজকর্মে যারপরনাই ক্রুদ্ধ হন। একসময় সাম্রাজ্যটি নদী-উপত্যকা সভ্যতা ছিল। পরবর্তী সময়ে হান-রোমান সময়ে ছোট ভূখণ্ডে পরিণত হয়, যা আশপাশের বারবারদের আক্রমণ প্রতিহত করতে সক্ষম ছিল। তবে এখন সময় ছিল বারবারদের, যাযাবরদের। তারা অনিরাপদ বোধ করছিল। ফলে চেঙ্গিস খানের নেতৃত্বে তাদের ক্ষোভের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিস্ফোরিত হয়। আফ্রো-ইয়োরেশিয়ান জনগোষ্ঠীর সম্মিলিত ভূমি অনুসন্ধান অভিযানের অনাকাঙ্ক্ষিত প্রত্যাঘাত পুরো আফ্রো-ইয়োরেশিয়ান জোনকেই ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে। সংস্কৃতি ও রাজনীতির ধারা চিরকালের জন্য পাল্টে দেয়।

তবে মোঙ্গলদের ক্রোধ তৎকালীন আন্ত-আঞ্চলিক প্রতিবেশে সে সময়ের শহুরে ঐতিহ্যকে বরং আরও তীব্রতর করে তুলেছিল। শহুরে সভ্যতা যখন সেন্ট্রাল ইয়োরেশিয়ার আরও গভীরে সেঁধিয়ে যায়, খোদ যাযাবররা বৌদ্ধ ও মুসলিম হতে শুরু করে। তাদের সাম্রাজ্যবাদী

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইয়োরোপ এবং চীনের ধ্রুপদী ধারায় পরিণত হয়। বিশেষত ভারতের জন্য বাহ্যত যতটুকু গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়, ইতিহাসের এই সময়টুকু এর চেয়েও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এই সময়েই শঙ্করের দার্শনিক উৎকর্ষ চরম শিখরে পৌঁছায়। মধ্যপ্রাচ্যের জন্য এই সময়টা ছিল নবুয়াতি যুগ—ইরানিয়ান এবং হিব্রু নবুয়াতি। উভয় ধারাই এমন রীতিনীতির জন্ম দেয়, যা পূর্বেকার বর্ণমালাভিত্তিক ঐতিহ্যের চেয়ে পুরোপুরি ভিন্ন। পরবর্তী সময়ে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর অনুসারীরা মধ্যপ্রাচ্যকে পুনর্গঠন করেন। ফলে সংগত কারণেই জেস্পার্স একে বলেছেন 'অ্যাক্সিয়াল অ্যাজ' (Axial Age)। এটি ছিল এমন সময়, যা এক সংস্কৃতিকে ভিন্ন সংস্কৃতি থেকে আলাদা করেছে। কিন্তু একই সময়ে আন্ত-আঞ্চলিক সম্পর্কও গভীরতর করেছে। এ সময়ের বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবেশ তৈরির পেছনে যে কারণই থাকুক না কেন, এটি প্রতিটি অঞ্চলে একটি সুনির্দিষ্ট বুদ্ধিবৃত্তিক ধারা তৈরি করেছে, যা আন্তসাংস্কৃতিক প্রভাবসমূহের মিশ্রণকে বিমূর্ত পর্যায়ে নিয়ে যায়—যা বিজ্ঞানের জন্য সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

সর্ববিচারেই পৃথিবী হেলেনিজমের বিস্তারের জন্য প্রস্তুত ছিল, যার নানা প্রভাব আটলান্টিক থেকে গঙ্গা পর্যন্ত ছড়িয়েছে। এমনকি দূরপ্রাচ্যেও এর প্রভাব পড়েছিল এবং হেলেনিজমই পৃথিবীকে—সম্ভবত ভারতকেও—বৃহৎ আঞ্চলিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তুত করে তুলেছিল; ভূমধ্যসাগরে রোমান সাম্রাজ্য, ভারতে মৌর্য সাম্রাজ্য এবং তাদের উত্তরসূরিরা, চীনে হান সাম্রাজ্য। প্রতিটি সাম্রাজ্যই মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য মহাঋষিদের চিন্তার সহায়তা নিয়েছিল—স্টোইক, বুড্ডিস্ট কিংবা কনফুসিয়ান। এই সাম্রাজ্যগুলোর বয়ে আনা তুলনামূলক স্থিতি ও ব্যাপক শৃঙ্খলা আন্ত-আঞ্চলিক সম্পর্কসমূহকে প্রভাবিত করেছে। আন্ত-আঞ্চলিক বাণিজ্য এত সুনিবিড় হয়েছিল যে রোমানরা শিগগিরই ইন্ডিয়ানদের নিকট (বাণিজ্যের ফলে) স্বর্ণ খোয়ানোর অভিযোগ তুলতে শুরু করল। এটি নিশ্চয়ই হেলেনিজমের মতো ব্যাপক কোনো পরিবর্তনের প্রমাণ। হেলেনিজমের প্রত্যক্ষ শক্তি ক্ষয়ে যাওয়ার পর নানা রূপে ইন্ডিসিজমের উদ্ভব ঘটে, যা সুদূর দক্ষিণ-পূর্ব থেকে শুরু করে মধ্যপ্রাচ্য এবং চীনে এর প্রভাব পড়েছিল। ইন্ডিসিজম ছড়িয়ে পড়ে। ইয়োরোপেও আলেক্সান্ডারের মতো কোনো বৃহৎ অভিযান বয়ে আনেনি বটে, তবে এ সময়কার সাম্রাজ্যগুলোর বৃহত্তর অঞ্চলে এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

রয়ে গেছে। বিপরীতে, সর্ব-উত্তরে আবার কনকনে শীত। যেমন উত্তর ইয়োরোপে। সেখানে মানুষের চামড়া বিবর্ণ এবং হৃদয় মন্থর। ফলে মাঝখানের 'জলবায়ুটা' নাতিশীতোষ্ণ। যেমন ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল কিংবা ইরান। এখানকার মানুষের হৃদয় সবচেয়ে সক্রিয় এবং সভ্যতাও সর্বোৎকৃষ্ট। এই মধ্যভূমি থেকেই ইসলাম ক্রমান্বয়ে প্রান্তের দিকে বিস্তৃত হবে; দক্ষিণের উষ্ণ নিগ্রো এলাকায় এবং উত্তরে সাদা চামড়ার শীতল ভূমিতে।

মধ্যযুগে মুসলিমদের রচিত বিশ্ব ইতিহাসে প্রাচীন পারসিয়ান, হিব্রু এবং রোমানদের উল্লেখ থাকলেও মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সময় থেকে ইতিহাসের 'আধুনিক' যুগের সূচনা হয় এবং এর পরের ইতিহাস শুধু ইসলামকেন্দ্রিক। অপরাপর জাতিসমূহের নানা দক্ষতা থাকতে পারে। যেমন চীনারা যন্ত্রপাতিতে, গ্রিকরা দর্শনে। কিন্তু শুধু তাদের গল্পই উল্লেখযোগ্য, যারা জাহিলিয়াতের রীতিনীতি পরিত্যাগ করেছে, মূর্ত প্রতিমার উপাসনা ছেড়ে বিমূর্ত এক স্রষ্টার ইবাদতে মনোনিবেশ করেছে, ইসলামের বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধের প্রবেশ করেছে—যা বছর বছর বিস্তৃত হতে হতে ইতিমধ্যেই জিব্রাল্টার থেকে শুরু করে মালাক্কা প্রণালিতে গিয়ে ঠেকেছে।

ইতিহাস এবং জিওগ্রাফি সম্পর্কে পশ্চিম ইয়োরোপিয়ানদের ধারণা মুসলিমদের মতোই ছিল, যা তারা গ্রিক এবং হিব্রু সোর্স থেকে পেয়েছিল। কিন্তু তাদের ব্যাখ্যা ছিল পুরোপুরি ভিন্ন। ঈশ্বর তাঁর অনুগ্রহপ্রাপ্ত মানবগোষ্ঠীকে পর্যায়ক্রমে ধর্ম ও করুণা দান করেন। আদমের বংশ থেকে ঈশ্বর প্রথমে বাছাই করেছেন হিব্রু (ইহুদি) জাতিগোষ্ঠীকে। তারা যখন বিচ্যুত হয়ে গেল, তখন যিশুর মাধ্যমে 'নিউ ইসরায়েল' জাতিগোষ্ঠীকে ঈশ্বর করুণা করলেন—খ্রিষ্টানদের।

তবে ঈশ্বর সব খ্রিষ্টানকে করুণা করেননি। ঈশ্বর এখানে ভাগজোগ করেছেন। ফলে লেভান্ত, গ্রিসের ধর্মদ্রোহী ও বিচ্ছিন্নতাপ্রিয় (হেরেটিক ও স্কিসমাটিক) খ্রিষ্টানদের বাদ দিয়ে করুণা করেছেন রোমের পোপের অধীন পশ্চিম ইয়োরোপিয়ান খ্রিষ্টানদের। অতীতের সমস্ত করুণাপ্রাপ্ত জাতি বৃহৎ সাম্রাজ্যগুলোর দখলে বসবাস করত। যেমন ক্যালডিয়ান, পারসিয়ান ও গ্রিকরা; সবাই-ই হিব্রুদের ওপর দখলদারিত্ব চালিয়েছে। কিন্তু যে সর্বশেষ ও সর্ববৃহৎ মহান সাম্রাজ্যে খোদ যিশু জন্মেছেন—রোমান সাম্রাজ্য, শেষ বিচার দিবস পর্যন্ত তা টিকে থাকবে। কেউ তাদের ওপর

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আরও দূর থেকে এল ইয়োরোপিয়ানরা। তবে বহিরাগতদের চরম অবমাননা সত্ত্বেও হিন্দুদের জানা উচিত যে গঙ্গার উৎস এখনো পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল—ম্লেচ্ছদের সেখানে প্রবেশের শক্তি নেই—এবং সেখানে গিয়ে সে সত্য ও পুণ্যময় জীবন যাপন করতে পারে। এভাবে উচ্চতর পুনর্জন্ম নিশ্চিত করতে পারে।

মধ্যযুগে মুসলিমদের বিশ্বদর্শন চায়নিজ ও হিন্দুদের বিশ্বদর্শন থেকে অনেক ভিন্ন ছিল। তাদের দৃষ্টিতে ইতিহাস সাম্রাজ্য আর সভ্যতার উত্থান-পতন, শক্তি ও ক্ষমতার হ্রাসবৃদ্ধি নয়। সাম্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্রের ক্ষয়-লয় নয়। পৃথিবীর উত্তরাধিকারের ক্রমাগত বিবর্তন নয়। বরং এটি মানবজাতির একক ইতিহাস, যার শুরু হয়েছে ৫ হাজার বছর পূর্বে। আল্লাহর 'কুন ফায়াকুন' (বললেন—সৃজিত হও, আর হয়ে গেল) এর বহিঃপ্রকাশ হিসেবে। আদম থেকে শুরু করে পৃথিবীর নানা জনপদে আল্লাহ হাজার হাজার, লাখ লাখ নবি-রসুল পাঠিয়েছেন মানুষকে আল্লাহর আইন ও জ্ঞানের অধীন করার জন্য। সর্বশেষ পাঠিয়েছেন মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে। তাঁকে একটি ধর্ম দিয়েছেন, যেখানে পূর্বেকার সমস্ত ধর্মের পরিশুদ্ধ 'সত্য' অন্তর্ভুক্ত এবং এই ধর্ম গোটা পৃথিবীজুড়ে বিস্তৃত হবে, বাকি সব ধর্মমতের বিলোপ ঘটিয়ে।

অনেক মুসলিমের বিশ্বাস হলো মক্কা নগরী—মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্মস্থান—ভূপৃষ্ঠের কেন্দ্রস্থল। দুনিয়ার দূরবর্তী প্রান্ত থেকেও মক্কায় হজব্রত পালন করতে যায় মুসলিমরা এবং তাদের বিশ্বাসমতে, আসমানেও কাবা বরাবর ফেরেশতারা ইবাদত করে। তবে এটুকু নিশ্চিত যে মুসলিম স্কলাররা জানতেন পৃথিবী গোলাকার। স্রষ্টা সর্বত্র বিরাজমান; বিশ্বাসীদের হৃদয়ে। বিশ্ব সম্পর্কে তাদের ধারণা ইসলামের উত্থানে অত্যন্ত শক্তিশালী ভূমিকা পালন করেছে। তারা মনে করত পৃথিবীর এক-চতুর্থাংশ হচ্ছে ভূমি; বিশাল বিস্তৃত, যা বিষুবরেখা ও উত্তর মেরুর মাঝে অবস্থিত। এই ভূখণ্ডের পূর্বে সাগর, পশ্চিমেও সাগর, যাকে আমরা বর্তমানে ইয়োরেশিয়া এবং উত্তর আফ্রিকা হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি।

এই ভূখণ্ড উত্তর থেকে দক্ষিণে মোট সাতটি 'জলবায়ুতে' বিভক্ত। উত্তরে কনকনে ঠান্ডা, দক্ষিণে তীব্র দাবদাহ। সিরিয়া ও ইরানের অক্ষাংশের আলোচনায় মুসলিম স্কলাররা লেখেছেন সর্বদক্ষিণে তীব্র গরম। মানুষ সেখানে অলস। ফলে সভ্যতার বিচারে জায়গাটা পশ্চাৎপদই

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আলোকিত (ও অধীন) করেছে। এভাবে 'পশ্চিমায়িত' বিশ্বের ইতিহাস পুনরায় নিরাপদে 'পশ্চিমে' গিয়ে পৌঁছাতে সক্ষম হয়।

সেই অনুপাতেই ম্যাপ বানানো হয়। পশ্চিমারা ভূপৃষ্ঠকে পাঁচ-ছয়টি 'মহাদেশে' বিভক্ত করেছে—আফ্রিকা, এশিয়া, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা এবং ইয়োরোপ। অন্যান্য মহাদেশের তুলনায় ইয়োরোপ কত ক্ষুদ্র, তা প্রায়শই আলোচনায় আসে। তবু রাজনৈতিক আলোচনা, পরিসংখ্যান এবং ঐতিহাসিক তুলনামূলক পর্যালোচনায় পৃথিবীর ইয়োরোপিয়ান ভাগজোগের কথা এত বেশি পরিমাণে আনা হয় যেন এটি প্রকৃতি কর্তৃক নির্ধারিত অলঙ্ঘনীয় বিভাজন।

ইয়োরোপের অ্যাটলাসে প্রতিটা ইয়োরোপিয়ান দেশের মানচিত্র রয়েছে, আর অবশিষ্ট পৃথিবীকে শেষ কয়েক পৃষ্ঠায় ঠেসে দেওয়া হয়েছে। মার্কেটর ওয়ার্ল্ড ম্যাপে ইয়োরোপকে শুধু ওপর দিকেই আনা হয়নি, বরং অন্য মহান সাংস্কৃতিক অঞ্চলগুলোর চেয়ে একে অনেক বড় করে দেখানো হয়। ইতিহাসের বৃহৎ সাংস্কৃতিক অঞ্চলগুলোর প্রায় সবই ৪০ ডিগ্রি অক্ষাংশের দক্ষিণে অবস্থিত, অথচ ইয়োরোপের অবস্থান ৪০ ডিগ্রি অক্ষাংশের উত্তরে। আর এই উত্তরের অংশটাই মার্কেটর প্রজেক্টে অস্বাভাবিক বড় করে দেখানো হয়েছে।

এ ছাড়া বিশ্বমানচিত্রে—যা মূলত অনুপাত বোঝানোর উদ্দেশ্যে তৈরি—ইয়োরোপিয়ান অংশে অনেক বেশি পরিমাণ জায়গা এবং ইয়োরোপের বহু জায়গার নাম উল্লেখ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে ভারত ও চীনের মতো দেশগুলোকে অনেক ছোট আকারে দেখানো হয়েছে, যেখানে গুটি কতক গুরুত্বপূর্ণ স্থানের নাম উল্লেখ করা যায় মাত্র। যদিও এর চাইতে সুষম প্রজেকশন দীর্ঘ সময় ধরেই সহজলভ্য ছিল, যেখানে আয়তন ও আকার অনেক কম বিকৃত করা হয়েছে; পশ্চিমারা জ্ঞাতসারেই এমন প্রজেকশন বাছাই করেছে, যা তাদের ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে উপস্থাপন করছে। এ ক্ষেত্রে অবশ্য দায়মুক্তির জন্য বলে থাকে যে মার্কেটর প্রজেকশনে অ্যাঙ্গেল ঠিক আছে, যার ফলে নাবিকদের জন্য সুবিধাজনক (যেন দুনিয়াতে মানচিত্র শুধু সাগরযাত্রার জন্যই ব্যবহৃত হয়)। অ্যাটলাস, বিশ্বমানচিত্র, পাঠ্যবই, পত্রিকা—সর্বত্র পশ্চিমাদের দৃষ্টিভঙ্গির উৎকট প্রকাশ।

একটা গল্প প্রচলিত আছে। সেই গল্পে ক্ষুদ্র এক গোত্রের নাম 'মানবজাতি'। তাদের দৃষ্টিতে অপরাপর গোত্রসমূহের উপস্থিতি নিছক দুর্ঘটনা এবং সম্ভবত পূর্ণ মানবও নয়। চায়নিজ, হিন্দু, মুসলিম এবং পশ্চিমা—সবাই এই ক্ষুদ্র গোত্রের গল্পে মুচকি মুচকি হাসে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দখলদারিত্ব চালাতে পারবে না। পশ্চিম ইয়োরোপিয়ানরা জেরুজালেমকে ভূপৃষ্ঠের মধ্যস্থল হিসেবে মেনে নিয়েছে। এ ক্ষেত্রে তাদের মানচিত্রে ভূমধ্যসাগরের আয়তন বিকৃত করে বড় দেখানোর মাধ্যমে স্পেন ও চীনকে সমান দূরত্বে দেখানো সম্ভব। ফলে জেরুজালেমকে মনে হবে ভূপৃষ্ঠের কেন্দ্রস্থল। ইতিহাসের শুরুতে যদিও স্বর্গ (স্বর্গের ইজারাদারি) ছিল পৃথিবীর পূর্ব প্রান্তে, যেখানে সূর্য উদিত হয়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব যেন পশ্চিমে সরে আসে—যেখানে সূর্য অস্ত যায়, তা নিশ্চিত করা হয়েছে। ফলে আধ্যাত্মিক ও জাগতিক উভয় কর্তৃত্বের প্রাণকেন্দ্র এখন রোম।

মধ্যযুগের বিশ্বচিত্রের এই সবগুলো ছবিই হয়তো পরিবর্তিত হয়েছে কিংবা সংশোধিত হয়েছে। আমেরিকা আবিষ্কার, জাহাজে করে পৃথিবী প্রদক্ষিণ, মহাবিশ্বের আবিষ্কার; যেখানে আমাদের পৃথিবী অতি ক্ষুদ্র গ্রহ ভিন্ন কিছুই নয় এবং পৃথিবীতে মানবজাতির বয়স লক্ষ লক্ষ বছর হওয়া সত্ত্বেও তারা এখানো 'নবাগত'। বিষয়গুলো উদ্‌ঘাটনের সাথে সাথে পৃথিবীতে আমাদের অবস্থান সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য হয়েছি। বিশ্বাস ও সংস্কৃতিজাত চিন্তাচেতনা এখন পৃথিবীর বাস্তব মানচিত্রের পরিবর্তে আধ্যাত্মিকতার প্রতিফলন হিসেবে বিবেচিত।

পশ্চিম ইয়োরোপিয়ানরা নতুন আবিষ্কারগুলোর সাথে প্রথম পরিচিত হয় এবং পৃথিবীর নতুন চিত্র আঁকতে শুরু করে। তবে এ ক্ষেত্রেও নিজেদেরকে ইতিহাস ও জিওগ্রাফির প্রাণকেন্দ্রে রাখতে ভোলেনি। বিষয়টি যাচাই করতে চাইলে শুধু যেকোনো 'প্রকৃত' পশ্চিমা 'বিশ্ব ইতিহাসের' সূচিতে চোখ বোলানোই যথেষ্ট। সেখানে দেখা যাবে—সভ্যতার উত্থান ঘটেছে মেসোপটেমিয়া এবং মিসরে (ভারত ও চীনে কিছু স্থানীয় ধারা গড়ে উঠে থাকতে পারে), কিন্তু ঠিক পরক্ষণেই 'সভ্যতা' গ্রিকদের একচেটিয়া সম্পত্তিতে পরিণত হয়ে যায়। বাকি বিশ্বের মানবগোষ্ঠী নিজ নিজ ক্ষেত্রে, নিজ নিজ জীবনধারায় দক্ষ হওয়া সত্ত্বেও গোনার মতো ছিল শুধু ইয়োরোপ। বাকিরা গণনাযোগ্য নয় এবং রোমের উত্থানের সাথে সাথেই সভ্যতা ইয়োরোপ থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে নিছক পশ্চিম ইয়োরোপে গিয়ে থিতু হয়, যা এখনো অব্দি সত্য ও স্বাধীনতার জ্বালামুখ।

যেহেতু দীর্ঘ সময় ধরে পশ্চিম ইয়োরোপেও সত্য ও স্বাধীনতা অনুপস্থিত ছিল, তাই এটি গোটা 'মানবজাতির' অন্ধকার যুগ হিসেবে বিবেচিত। আধুনিক সময়ে এসে পশ্চিম ইয়োরোপ গোটা বিশ্বকে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দুই

মানচিত্রের প্রাণকেন্দ্র; যেসব জাতি নিজেদের ইতিহাসের কেন্দ্র হিসেবে বিবেচনা করে

ষোলো শতকে ইতালিয়ান মিশনারি ম্যাতিও রিচি (Matteo Ricci) চীনে গেলেন। সাথে নিয়ে গেলেন ইয়োরোপ থেকে নতুন একটি বিশ্বমানচিত্র। আমেরিকা সম্পর্কে জানতে পেরে চায়নিজরা বেশ খুশি হলো। কিন্তু সমস্যা বাধে অন্যত্র। চীনারা ভাবত তাদের দেশ হচ্ছে আক্ষরিক অর্থেই 'মিডল কিংডম'। কিন্তু ইয়োরোপের নতুন মানচিত্র পৃথিবীকে প্রশান্ত মহাসাগরের নিচ দিয়ে দ্বিখণ্ডিত করেছে। ফলে চীনের অবস্থান চলে গেছে মানচিত্রের ডান পাশে। হওয়ার কথা ছিল মাঝখানে। তারা বেশ মনঃক্ষুণ্ণ হলো। চীনাদের মন জোগাতে রিচি আরেকটি মানচিত্র আঁকলেন। এবার পৃথিবীকে ভাগ করলেন আটলান্টিক ধরে। ফলে চীনের অবস্থান কিছুটা কেন্দ্রে চলে এল। এটিই এখন পর্যন্ত (লেখকের রচনার সময়) চীনে বহুল ব্যবহৃত বিশ্বমানচিত্র।

ইয়োরোপিয়ানরা যে মানচিত্র ব্যবহার করে, তাতে পৃথিবীর ওপর ভাগে ইয়োরোপ। উত্তর আমেরিকায় সর্বাধিক ব্যবহৃত মানচিত্রে এই 'সম্মানজনক অবস্থান' জুটেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কপালে। এটি করতে গিয়ে মহাদেশটিকে দুই ভাগে ভাগ করে ফেলতে হয়েছে, কিন্তু তাতে কি, নিজ নিজ ভূমিকে মানচিত্রের কেন্দ্রস্থলে প্রদর্শনেচ্ছাই শুধু নয়, বরং নিজ জনগণকেও ইতিহাসের প্রাণকেন্দ্রে স্থাপন করার প্রবণতা বৈশ্বিক।

এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ 'মিডল কিংডম'। বহু চীনার বিশ্বাস হলো পৃথিবীর সম্রাটের রাজধানী পিকিংয়ে অবস্থিত টেম্পল অব হেভেন গাণিতিকভাবে চীন ভূখণ্ডের মধ্যিখানে। চায়নিজ স্কলাররা জানতেন যে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
কোনো দেশের রোগ সারাতে হয়, তবে অবশ্যই আমাদের সারা পৃথিবী বিবেচনায় নেওয়া শিখতে হবে। গোটা পৃথিবীর ইতিহাসকে একটি একক হিসেবে বিবেচনা করার সময় আমরা যখন খোদ 'পৃথিবীর' ইতিহাসকেই খারিজ করে দিই—নিজেদের নির্বোধ মনে হয় না?

ইয়োরোপিয়ান সাম্রাজ্যের সাম্প্রতিক সংকট বিশ্ব ইতিহাসের গুরুত্ববৃদ্ধির একটি অন্যতম কারণ। কিছু বিখ্যাত লেখক ইয়োরোপিয়ান সাম্রাজ্যের সংকট বোঝার চেষ্টা করছেন নিছক ইয়োরোপের অভ্যন্তরীণ বিষয়াদি দিয়ে। ইয়োরোপ কেন শাসন করবে তা—অবশিষ্ট বিশ্ব কেন শাসিত হবে—সেটা ছাড়া বোঝা সম্ভব? শাসিত অঞ্চলসমূহের নানা মাত্রার উত্থান বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে একজন লেখক ঠিক কতটুকু সফল হতে পারবে; যদি তার ব্যাকগ্রাউন্ড থাকে শুধুই ইয়োরোপ? গোটা পৃথিবীর ইতিহাসকে একটি একক হিসেবে বিবেচনায় না নিয়ে আমরা আমাদের নিজস্ব ইতিহাস; ইয়োরোপ ও ইয়োরোপিয়ানদের ইতিহাস বুঝতে পারব? বিশ্ব ইতিহাসের গাত্রে এর অবস্থান বুঝতে পারব? চীনারা নিজেদের ইতিহাস যতই পড়ুক, চীন পৃথিবীর মধ্যস্থল নয়—এটি উপলব্ধি করার পূর্বে তারা কি কখনো ইতিহাসের প্রকৃত পাঠ উদ্ধার করতে পারবে? একই কথা কি আমাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য নয়?

দীর্ঘ সময় ধরে আমরা জানি 'ক্রুসেড ইয়োরোপকে অনেক উন্নত এক সভ্যতার সাথে পরিচয় করিয়েছে'। ইয়োরোপিয়ান এবং নিকটপ্রাচ্যের সংস্কৃতিকে বস্তুনিষ্ঠভাবে পাশাপাশি না রেখে, দুটিকে একই ইতিহাসের আলাদা বৃত্ত বিবেচনা না করে; ক্রুসেড থেকে ইয়োরোপ কী কী শিখেছে, সেসব বস্তুর নাম বলে দেওয়াই যথেষ্ট? উপরিউক্ত প্রক্রিয়ায় আমরা শুধু ইয়োরোপ কী নিতে পেরেছে তা-ই নয়, বরং কী গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছে, তা-ও বুঝতে পারব। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে উভয় সংস্কৃতির উন্নয়নের যৌথ ধারা অনুভব করতে পারব। ভয়ের জায়গাটা হলো যদি কেউ কোনো দেশকে অধ্যয়ন করতে চায়, তাহলে শুধু সেই দেশেরই সমস্ত ঘটনা বিশ্লেষণ করে। কিন্তু অন্য কেউ যদি একই দেশের ঘটনাবলি বোঝার জন্য 'আশপাশেও' তাকায়, অবশ্যই সে এখানে এমন অনেক কিছু দেখতে পাবে, যা শুধু এই দেশের ঘটনা দিয়ে বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। এগুলো শুধু 'জাতীয়' নয়, বরং আন্তর্জাতিক। তো, ইয়োরোপকে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে আমরা যদি শুধুই ইয়োরোপের ভেতর তাকিয়ে থাকি, আমাদের গবেষণা নিরাপদ থাকবে?

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তিন

বিশ্ব ইতিহাস এবং বিশ্বচিত্র

বলা যেতে পারে যে চীনের অধিবাসী সংখ্যা ইয়োরোপের প্রধান ভূখণ্ডের সমান। চীন ও জাপানের জনসংখ্যা ইয়োরোপ এবং গ্রেট ব্রিটেনের চেয়েও বেশি এবং দীর্ঘ সময় ধরেই কথাটি সত্য। কারণ, চীনারা ইয়োরোপের বহু আগে থেকেই মহান সভ্যতার অধিকারী। পুরো মানবসভ্যতার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে চীনের অবদান ইয়োরোপের অবদানের চেয়ে কোনো অংশেই কম নয়।

আমাদের সোশ্যাল সায়েন্সে বিষয়টি খুবই বেখাপ্পা, বিশেষত ইতিহাস-সংক্রান্ত লেখাজোখায়। এখানে চীনকে উল্লেখ তো করা হয় বটে, কিন্তু আমি কদাচিৎ সেখান থেকে কিছু শিখতে পেরেছি। এখন পর্যন্ত ইতিহাসে চীনের জন্য বরাদ্দ থাকে এক-দুই পৃষ্ঠা। বাকি বইজুড়ে থাকে ইয়োরোপের গুণকীর্তন। এটা কি এ জন্য যে ইয়োরোপ পৃথিবীকে পাল্টে দিয়েছে? ইয়োরোপে বহু কিছুর আবির্ভাব ঘটেছে? যারা চীনের ইতিহাস পড়েছে, তাদের সবাই-ই আপনাকে বলবে—এই গল্পো সত্য নয়। তবে এটি কি এ জন্য যে বর্তমানে মানবজাতির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ইয়োরোপিয়ান সংস্কৃতিতে নিমজ্জিত? চায়নিজ সংস্কৃতি বিলীন হয়ে গেছে?

এটি সত্য যে ইয়োরোপ পৃথিবীর বৃহৎ অংশে 'সফলভাবে' উপনিবেশ গড়তে পেরেছিল, কিন্তু উপনিবেশগুলোর মধ্যে শুধু যুক্তরাষ্ট্রই বিপুল জনসংখ্যার জন্ম দিতে পেরেছিল। সমস্ত কলোনিসমেতও (লেখকের রচনাকালে উপনিবেশকাল চলমান ছিল) ইয়োরোপের জনসংখ্যা চীন ও জাপানের চেয়ে বেশি নয় এবং চীন-জাপানের সংস্কৃতিও হারিয়ে যায়নি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল হওয়া সম্ভব নয়। তারা ইয়োরোপ, আফ্রিকা, ভারত মহাসাগর—এসবের অবস্থান জানতেন। এ-ও জানতেন যে পৃথিবীর মধ্যভাগ অবস্থিত বিষুবরেখা বরাবর, চীনে নয়। তবে চতুর ইতিহাসবিদদের সামনে অবশ্য এ কথা বলার সুযোগ ছিল যে চায়নিজ সাম্রাজ্য ভৌগোলিকভাবে না হলেও মানব 'ইতিহাসের' প্রাণকেন্দ্র। সমস্ত মহান সভ্যতার জন্ম চীন থেকে।

সেখানকার প্রচলিত ইতিহাস এরকম—একসময় চায়নিজ সাম্রাজ্য দোর্দণ্ড প্রতাপশালী ছিল। রাজধানীর বাইরে দিগন্তবিস্তৃত ভূমিতে শান্তি বজায় রাখতেন সম্রাট। এক দিকে সাগর, আরেক দিকে পর্বতশ্রেণি—দুইয়ের সম্মিলনে সৃষ্ট শ্রেষ্ঠতম পণ্যসমূহ সাম্রাজ্যের সুবিস্তৃত উর্বর ভূখণ্ডগুলোকে সমৃদ্ধ করত। মরুভূমি, পর্বতশ্রেণি এবং বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো তুলনামূলক 'অপছন্দনীয়' ভূমিগুলোতে বারবারিয়ানদের বসবাস ছিল। কিন্তু সম্রাটের দক্ষ রাজনীতির সামনে তারা ছিল বিভক্ত আর দুর্বল। তারা নতজানু হয়েছিল। সভ্যতার রংঢং শিখতে এসেছিল চীনে।

কোরিয়ান, জাপানিজ, তিব্বতিয়ান এবং এমনকি ইংরেজরাও দূরদূরান্ত থেকে এসেছিল। চায়নিজ বিলাসদ্রব্য নিত, বিনিময়ে সম্রাটের অনুমোদনযোগ্য তেমন কিছুই দিতে পারত না। দেওয়ার মাঝে দিতে পারত শুধু আফিম, যা সম্রাটের অনুমোদিত নয়। চীনে ইংরেজ রাজদূতকে অত্যন্ত আদর-যত্নে বরণ করে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু যখন তারা সম্রাটের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের 'অভাব' প্রদর্শন করল, তাদের ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল।

কিন্তু কালপরিক্রমায় ধীরে ধীরে সম্রাটের ক্ষমতা নিস্তেজ হয়ে আসে। স্থানীয় শাসকেরা ক্ষমতা ভাগাভাগি করে নেয়। জনগণকে আতঙ্কিত করে তোলে। সমৃদ্ধি মিইয়ে আসে। এ সময় বারবারিয়ানদের আগমন ঘটে, অবমাননাকর বিজেতা হিসেবে। চায়নিজ সভ্যতা রাহুগ্রাসের কবলে নিপতিত হয়। এভাবে একে একে এসেছিল তুর্করা, কুবলাই খানের নেতৃত্বে মোঙ্গলরা এবং মাঞ্চু সাম্রাজ্যের অধঃপতনের পর ইংরেজরা। 'মিডল কিংডম' তাদের দখলে চলে যায়, যার সম্পদরাজি তাদের আকৃষ্ট করেছিল। বারবারিয়ানরা মহান সাম্রাজ্যের অধিবাসীদের ওপর অভব্যতা চাপিয়ে দেয়।

বস্তুত, এই দাবি সঠিক যে একসময় চীন ছিল পৃথিবীর সমৃদ্ধতম, সবচেয়ে জনবহুল এবং প্রাণশক্তিসম্পন্ন সাম্রাজ্য। এমনকি সবচেয়ে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আন্তর্জাতিক দৃষ্টিকোণ থেকে আধুনিক বিশ্বমানবতার জন্য চায়নিজ সংস্কৃতির ইতিহাস ইয়োরোপের ইতিহাসের মতোই গুরুত্বপূর্ণ। তবু 'বিশ্ব ইতিহাস' নামে গেলানো হয় নিছক ইয়োরোপের ইতিহাস।

কিন্তু কেন? আমার মতে, এর কারণ তিনটি। প্রথমত মিডল কিংডমের ইতিহাসে সুস্পষ্ট যে সে সময়ের ইতিহাসবিদেরা চীনকে মনে করতেন বিশ্ব ইতিহাসের একমাত্র অভিনেতা। চীন এবং ইয়োরোপ—উভয়ের 'কৈবল্য'বোধের কারণ—ভুল বোঝাপড়া।

দ্বিতীয় কারণটি কিছুটা বোধগম্য বটে—ইয়োরোপের ওপর চীনের যতটা প্রভাব ছিল, শিল্পবিপ্লবের ফলে চীনের ওপর ইয়োরোপের প্রভাব তার চেয়ে বেশি। কথা সত্য। কিন্তু প্রভাবিতদের (ডোমিন্যাটেড) বাদ দিয়ে শুধু প্রভাবকদের (ডোমিন্যান্ট) অধ্যয়নের মাধ্যমে আমরা পৃথিবীর প্রকৃত চিত্র পাব না। এ ছাড়া অতিসাম্প্রতিক সময়ের পূর্বপর্যন্ত প্রভাবের প্রবাহ ভিন্ন খাতেই বইছিল এবং এখন আমরা অনুভব করছি—শিগগিরই এর পুনরাবৃত্তি ঘটতে চলেছে।

তৃতীয় কারণটি একদম মূলে আঘাত হেনেছে; বর্তমান সভ্যতা ইয়োরোপিয়ান সভ্যতা। ইতিহাসের এই মোহনায় আমরা কীভাবে পৌঁছলাম, তা বুঝতে আমরা শুধুই ইয়োরোপের ইতিহাস জানতে আগ্রহী। এ ক্ষেত্রে সোজাসাপটা কথা হলো ইয়োরোপিয়ান দেশসমূহ এবং এদের উপনিবেশগুলোর আলোচনায় আমাদের 'বিশ্ব ইতিহাস' কিংবা 'সাধারণ ইতিহাস'-এর মতো শব্দ পরিহার করতে হবে। আধুনিক কিছু ইতিহাসবিদ তা করেন বটে, তবে সবাই নয়। আমি মনে করি সভ্যতা ইয়োরোপিয়ান বলে 'বিশ্ব ইতিহাস' আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয়—এটি আদৌ সত্য নয়।

ইতিহাসচর্চার উদ্দেশ্য কী? অনেক। তবে 'সাধারণ' ইতিহাসচর্চার—চাই তা পুরো ইয়োরোপের ইতিহাস হোক বা সারা বিশ্বের—একদম মৌলিক উদ্দেশ্যগুলোর একটি হলো আজকের সভ্যতা বুঝতে আমাদের সহায়তা করা; একে গোটা মানব ইতিহাসের গাত্রে যথাযথ স্থানে স্থাপন করা। যা-ই হোক, পূর্বে না হোক, অন্তত এখন আমরা উপলব্ধি করতে পারছি যে পৃথিবীতে শুধু ইয়োরোপিয়ানরাই বাস করে না। চীনা, জাপানিজ, ইরানি, ভারতি, মিসরি—সবাই আমেরিকান ও ইয়োরোপিয়ানদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বর্তমানেও রাখছে এবং আমাদের সন্তানদের সময়ে এটি আরও প্রকট হয়ে ধরা দেবে। যদি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

শক্তিশালী সাম্রাজ্যও বটে। কিন্তু এ থেকে যখন পৃথিবীর ইতিহাসের 'চায়নিজ' উপসংহার টানার চেষ্টা করা হয়, পৃথিবীকে 'চায়নিজ' আদলে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়—ফলাফল খুবই বেদনাদায়ক এবং বিভ্রান্তিকর।

মধ্যযুগে হিন্দুদের জন্য পৃথিবী ছিল আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার স্থান। সম্রাট ও সাম্রাজ্য আসবে-যাবে, খোদ ভগবানদেরও উত্থান-পতন হবে। কিন্তু সময় অসীম, স্থান অসীম, যেখানে প্রতিটি আত্মার জন্যই জন্ম থেকে পুনর্জন্মের পাথেয় সংগ্রহ করা সম্ভব। মহাবিশ্বের সর্বত্রই আত্মা সুখী। শুধু পৃথিবীতেই ভালোমন্দের ভেতর থেকে ইচ্ছেমতো নিজ পথ বাছাই করার সুযোগ আছে। ফলে মানুষ নিজ কর্মফলগুণে নিজেকে সৌভাগ্য থেকে দূরে সরিয়ে নেয়। দুর্ভোগ বয়ে আনে। পুণ্যচর্চার জন্য মানুষের জীবন; প্রতিটি জাতের আলাদা দায়িত্ব আছে সমাজে। যদি কোনো মানুষ তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পূরণ করে, তবে পরবর্তী জীবনে তার উন্নতি ঘটবে, সে ভালো জাতে জন্মাবে, আরও গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব পাবে। এভাবে একসময় অস্থায়ী ভাগ্য পরিবর্তনের এই খেলা থেকে তার চিরমুক্তি ঘটবে।

ইতিহাসের ক্ষেত্রে পুণ্যচর্চার ভিত্তিতে যুগ বা কালের বিবর্তন ঘটেছে। মহাজাগতিক নিয়ম অনুযায়ী ধীরে ধীরে বিশৃঙ্খলা বেড়েছে, ন্যায়বিচার তিরোহিত হয়ে গেছে। আমাদের সময় (মধ্যযুগ) মহাজাগতিক চক্রের শেষ প্রান্তে। শুধু মহাবিশ্বের 'প্রাণকেন্দ্রেই' এখনো সমাজ সংহত আছে, অক্ষত ও সুশৃঙ্খল আছে—আর তা হলো ভারত। শুধু এখানেই ব্রাহ্মণরা এখনো তাদের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে, বলিদান করছে এবং শাসিত জাতগুলো নিজ নিজ মর্যাদা অনুসারে সেবা পাচ্ছে।

ভারতের বাইরে—পূর্ব ও পশ্চিমে পৃথিবী এতই দূষিত ও রাহুগ্রস্ত হয়ে গেছে যে ব্রাহ্মণরা এখন আর সেখানে পা ফেলার সাহস করে না; সেখানকার আত্মা কলুষিত হয়ে গেছে। ফলে তারা বর্বর আর ম্লেচ্ছ হয়ে জন্মাচ্ছে। সেখানে তারা আশীর্বাদহীন জীবন যাপন করছে। তবে এখনো তাদের সামনে দুয়ার খোলা আছে পুণ্যার্জন করার এবং সেই পুণ্যবলে ভারতে পুনর্জন্ম নিশ্চিত করার! কিন্তু দিনে দিনে যখন আমাদের কলিকাল আরও তমসাচ্ছন্ন হলো, এমনকি খোদ ভারতেও সামাজিক শৃঙ্খলা ভেঙে পড়তে লাগল। নীচ জাত থেকে শাসকেরা আসতে লাগল। এমনকি সবশেষে ম্লেচ্ছরাও শাসক বনে গেল—পশ্চিম থেকে আসা মুসলিমরা এবং

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আমি তো বলি যদি আমরা পৃথিবীর ইতিহাসকে একটি একক হিসেবে অধ্যয়ন করি, বর্তমানে যে রকম বেখাপ্পাভাবে করছি তেমন নয়, তাহলে আবিষ্কার করব যে ইয়োরোপের ইতিহাস—সামাজিক, অর্থনৈতিক, শৈল্পিক ও ধর্মীয়—সর্বদিক থেকে সমস্ত ধাপেই অতিসাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত সভ্যতার সাধারণ ধারাপ্রবাহের একটি 'পরাধীন ও নির্ভরশীল' অংশমাত্র। এই দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে ইতিহাসের পাঠ নেওয়া গেলে ইয়োরোপ এবং গোটা মানবজাতি—উভয়ের ব্যাপারেই নতুন উপলব্ধি ও বোঝাপড়া তৈরি হবে।

বিশ্ব ইতিহাসকে এভাবে অধ্যয়নের ঐতিহাসিক গুরুত্বের বাইরে আরও একটি উপকার রয়েছে। তা হলো ইতিহাসের এই পাঠ আমাদের 'গোষ্ঠীতান্ত্রিক' প্রান্তিকতা থেকে বেরিয়ে আসতে সহায়তা করবে। সোশ্যাল সায়েন্সের প্রতিটি শাখার ক্ষেত্রেই এ কথা প্রযোজ্য, তবে বিশ্ব ইতিহাস এই সমস্যা নিরসনে অধিকতর কার্যকর। আমরা—আমেরিকানদেরও এখন যেকোনো বিষয়ের চাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আধুনিক পৃথিবীতে আমাদের যথাযথ অবস্থান উপলব্ধি করা। বিশ্বজনসংখ্যার মাত্র ছয় পার্সেন্ট আমরা। (সম্পাদক; ১৯৪৪ সালের তথ্য অনুযায়ী) যদিও আমরা পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের চাইতে বেশি শিল্পায়ন করেছি, কিন্তু ভারত-চীন ইতিমধ্যেই শিল্পায়নের দৌড়ে শামিল হয়ে গেছে। আর দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের আজকের জাপানকেও দেখতে হচ্ছে।

যদি পৃথিবীর জনসংখ্যাকে সমান চারটি ভাগে ভাগ করা হয়, তাহলে ৫৫ কোটি ৪০ লাখ চায়নিজ এবং জাপানিজ, ৫২ কোটি ৬০ লাখ ভারতে, ৫৩ কোটি ৪০ লাখ ইয়োরোপে এবং ৫৫ কোটি ৬০ লাখ বাকি বিশ্বে।[১৬] সমস্ত ইয়োরোপিয়ান এবং তাদের সন্তানসন্ততি মিলে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের মতো। অথচ বাকি বিশ্বের ওপর আমরা—ইয়োরোপিয়ানরা—ছড়ি ঘোরাচ্ছি। অপরাপর জাতিসমূহ প্রতিবাদ করছে, ধীরে ধীরে সেই প্রতিবাদের স্বর উচ্চকিত হচ্ছে। এই পৃথিবীতে আমরাই একমাত্র গোনায় আসার মতো জনগোষ্ঠী নই—এই কথাটা অনুধাবনের সময় এখনো হয়নি?

সমাজবিজ্ঞানের শিক্ষক-লেখক, বিশেষত ইতিহাসবিদেরা পৃথিবীর প্রাসঙ্গিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে

---

১৬ ১৯৪১ সালের লিগ অব ন্যাশনসের পরিসংখ্যান অনুযায়ী।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রশ্নটা যেসব জাতির সাথে ইয়োরোপিয়ানদের সংযোগ ঘটছিল, তাদের সবাইকে শুধু সামরিকভাবে পরাজিত করারই নয়, বরং ইয়োরোপিয়ান ব্যবসায়ীরাও উৎপাদন, ভ্রমণ এবং বিক্রিতে সবাইকে ছাড়িয়ে যেতে হয়েছে। তাদের ডাক্তারদের অন্যদের চেয়ে ভালো চিকিৎসা করতে হয়েছে। বিজ্ঞানীদের অপরাপর বিজ্ঞানীদের নতজানু করতে হয়েছে। পৃথিবীর খুবই ক্ষুদ্র অংশ ইয়োরোপিয়ান সেনাবাহিনী কর্তৃক দখল করা হয়েছিল; অন্তত প্রথম দিকে। ইয়োরোপিয়ান হেজিমোনির অর্থ সরাসরি ইয়োরোপের বিশ্বদখল নয়। বরং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল দখলকৃত (কলোনি ও সেটলমেন্ট) এবং স্বাধীন অঞ্চলগুলো অতি দ্রুত এমন এক বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক সিস্টেমে বাধা পড়ে যাওয়া, যার আইনকানুন প্রবর্তিত হয়েছিল ইয়োরোপিয়ান ও ইয়োরোপের দেশত্যাগী দখলদারদের সুবিধার জন্য। এমনকি আপাত-'স্বাধীন' অঞ্চলগুলো যদিও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ধরে রাখতে পারত, কিন্তু দিন শেষে তাদেরও ইয়োরোপিয়ান বণিক, মিশনারি ও পর্যটকদের জন্য নির্দিষ্ট ধারার ন্যূনতম 'আইনের শাসন ও শৃঙ্খলা' নিশ্চিত করতে হতো—ইয়োরোপে তারা যেগুলোতে অভ্যস্ত, তদ্রূপ। যেন সারা দুনিয়ার সাধারণ মানুষের সামনে ইয়োরোপের অকল্পনীয় শারীরিক ও মানসিক বিলাসসামগ্রী প্রদর্শনের স্বাধীনতা ও সুবিধাজনক অবস্থান নিশ্চিত হয়। অন্যথা হলে ইয়োরোপিয়ানরা সামরিক হস্তক্ষেপ করতে 'বাধ্য' হবে এবং সাধারণত একবার যদি তারা এই প্রক্রিয়ায় মনোনিবেশ করে, বিজয় অনিবার্য। এভাবে সমস্ত জনগোষ্ঠী তাদের সরকারব্যবস্থাকে আধুনিক ইয়োরোপিয়ান আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক কাঠামোর সাথে সংগতি রেখে পুনর্গঠন করতে হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, অর্থনৈতিক—যা অধিকতর দুঃসাধ্য—কাঠামোও শিল্পায়িত ইয়োরোপের প্রযুক্তির সাথে পাল্লা দিতে সক্ষম করে গড়ে তুলতে হয়েছে এবং সবশেষে ইয়োরোপে অধীত বিজ্ঞানের আলোকে নিজেদের মানসিক আবহকেও পরিবর্তন করতে হয়েছে। ইয়োরোপিয়ানদের উপস্থিতিই নিজেদের নতুন ক্ষমতার স্বাদ অনুভূত হওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। সে জন্য আলাদাভাবে কিছু করতে হতো না।

আমরা বলতে পারি ১৮০০ শতক নাগাদ ইয়োরোপিয়ান এবং তাদের প্রবাসী বংশধররা সুস্পষ্টভাবেই 'সামাজিক ক্ষমতার' উচ্চ মাত্রায় পৌঁছে যায়, যা অন্যত্র অনুপস্থিত। প্রাতিষ্ঠানিক পুঁজি সংগ্রহ অভিযান এবং আঠারো শতকে ইয়োরোপিয়ানদের 'স্বতন্ত্র' অবস্থানে যা পরিস্ফুট।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এ-জাতীয় চার্টের ধুরন্ধরতাগুলো বেশ মজার। মানচিত্রে গ্রিস ইয়োরোপের চেয়ে নিকটপ্রাচ্যের অধিকতর কাছাকাছি এবং বিগত শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত গ্রিসের সম্পর্ক পুবমুখীই ছিল, পশ্চিমমুখী নয়। এখন আমরা যদি 'পশ্চিমা' সভ্যতার তালিকা থেকে গ্রিসকে বাদ দিয়ে দিই, তাহলে মধ্যযুগের আগপর্যন্ত বিশ্ব ইতিহাসে ইয়োরোপের তেমন কোনো অবদানই ছিল না এবং সভ্যতার পশ্চিমযাত্রার ন্যূনতম প্রমাণও নেই। এমনকি 'মহান' রোম সাম্রাজ্যও মিসর ও পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলগুলোর ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল ছিল। শুধু গমের জন্যই নয়, বরং শিক্ষক ও মডেলদের জন্যও। রোমান সাম্রাজ্যের সর্ববৃহৎ ও সবচেয়ে ধনী শহরগুলোর অবস্থান ছিল পূর্ব প্রান্তে; যেখানে সভ্যতা সর্বদাই সমুজ্জ্বল ছিল এবং এই অঞ্চলগুলোতেই বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির স্ফুরণ ঘটেছিল।

এই চার্টের 'যুক্তিগুলো' ধরা বেশ সহজ, এর ধুরন্ধরতার চেয়েও সহজ। ইতিহাস অধ্যয়নের সময় আমরা সব সময় খুঁজেছি কোন 'ইতিহাসটা' অধিকতর পশ্চিমে অবস্থিত এবং আমাদের উত্তর-পশ্চিম ইয়োরোপের নিকটবর্তী। ফলে যখন গ্রিসের উত্থান ঘটে, আমাদের সর্বাত্মক মনোযোগ এখানেই নিবদ্ধ করি। অতঃপর হেলেনিজম যুগে অন্যান্য অঞ্চল গ্রিসের চেয়ে বেশি অবদান রাখতে শুরু করে। এই তালিকায় ইতালিও ছিল। আমরা লাফ দিয়ে ইতালি চলে আসি (যেহেতু এটা গ্রিসের চেয়েও বেশি পশ্চিমে অবস্থিত) এবং এরপর আর কখনোই আমাদের ইতিহাসপাঠ এড্রিয়াটিক সাগর পাড়ি দিয়ে পুবে যায়নি। বরং যত দ্রুত সম্ভব আমাদের সভ্যতা অন্বেষণ ব্রিটেন, গল এবং জার্মানির জঙ্গলে ঢুকে যায়। কিন্তু এত সব কিছুর পরও, পশ্চিমে সভ্যতার সফল 'অবতরণ' সত্ত্বেও, ক্রুসেডের সময় দেখা গেল তাদের সভ্যতা আমাদেরটার চেয়ে ঢের উন্নত।

যখন এড্রিয়াটিক পাড়ি দেওয়া খ্রিষ্টান সংস্কৃতি—প্রাথমিক অত্যুজ্জ্বল সম্ভাবনা সত্ত্বেও—ধীর হয়ে গেল, আমরা রায় দিলাম 'গোটা বিশ্বে' ঘোরতর অন্ধকার যুগ নেমে এসেছে! শুধু তা-ই নয়, আমাদের বক্তব্যমতে তখন পৃথিবীর একমাত্র দায়িত্ব ছিল স্থানীয় 'জঞ্জাল' সাফ করে সভ্যতার পুনরাগমনের পথ সুগম করা; যদিও তখন বাগদাদে জাবির ইবনে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বিভাজন করে; কারণ, চায়নিজ সভ্যতা তাদের দৃষ্টিতে পৃথিবীর সবচেয়ে বৈচিত্র্যময় ও স্বতন্ত্র সভ্যতা।

ইয়োরোপে অবশ্যই এমন কিছু বিষয় ছিল, যা অন্য ভূখণ্ডে নেই। কিন্তু আইসল্যান্ডেও তো এমন অনেক বিষয় আছে, যেগুলো অন্যত্র নেই। তাই বলে কি পৃথিবীকে 'আইসল্যান্ডিক' ও 'অ-আইসল্যান্ডিক'—এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যাবে? তেমনই অক্সিডেন্টাল বনাম অ-অক্সিডেন্টালের মতো অযৌক্তিক বিভাজনও করা যাবে না। উদাহরণত মিসরের সংস্কৃতির সাথে জাপানের চেয়ে পোল্যান্ডের মিল বেশি। আমাদের বিভাজন অনুযায়ী মিসর অ-অক্সিডেন্টাল সংস্কৃতি, ফলে এর সাথে অ-অক্সিডেন্টাল জাপানেরই বেশি মিল থাকার কথা, অক্সিডেন্টাল পোল্যান্ডের নয়। সুনির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে অক্সিডেন্ট আর নন-অক্সিডেন্ট বিভাজন উপকারী বটে। কিন্তু একে যখন বিশ্বের দ্বিখণ্ডিত চিত্র তৈরিতে ব্যবহার করা হয়—এর চেয়ে ভয়ংকর কিছু হতে পারে না।

বর্তমানে 'ইস্টার্ন' এবং 'ওরিয়েন্টাল' শব্দগুলো যেখানেই ব্যবহার করা হোক না কেন, কিছু না কিছু আপদ বয়ে আনেই। সাম্প্রতিক প্রসিদ্ধ এক স্ট্র্যাটেজি বইয়ে জাপানকে উপেক্ষা করার পক্ষে একে যুক্তি হিসেবে আনা হয়েছে (জাপান ওরিয়েন্টাল সভ্যতা)। আরও বলা হয়েছে, 'ওরিয়েন্টাল নারীদের বিচ্ছিন্নতার' কথা (যেন চায়নিজ নারীদের চেয়ে ইয়োরোপিয়ান নারীরা অনেক স্বাধীন); 'ওরিয়েন্টাল ক্লান্তিকর জীবনের' কথা (যেন কেউ কখনো মুহাম্মদের উদ্যমের কথা শুনেইনি) এবং 'ওরিয়েন্টাল' বৈশিষ্ট্যের প্রায় সমস্ত দিক। যে পরিমাণ মানুষ বিশ্বাস করে—ইস্ট ইজ ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট ইজ ওয়েস্ট—তা খুবই হতবুদ্ধিকর। তাদের দৃষ্টিতে এই দুই সভ্যতা কখনোই মিলিত হবে না।

এখানে আমার কথার সারমর্ম এই নয় যে আচ্ছা ঠিক আছে, 'ইস্টও তাহলে আমাদের মতোই ভালো'। বরং এই চিন্তার নাগপাশ থেকে মুক্তি পাওয়া যে 'ইস্ট' ইয়োরোপের মতোই একটি 'একক' সাংস্কৃতিক সত্তা। এ ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় হচ্ছে (১) যেহেতু গোটা 'ইস্ট'কে অক্সিডেন্টের বিপরীতে একটি একক সত্তা হিসেবে বোঝার আশঙ্কা আছে, তাই পুব বা পুবের যেকোনো বৈশিষ্ট্য বোঝাতে 'ইস্টার্ন' শব্দ পরিহার করা, (২) 'ইস্টার্ন' এবং 'ওরিয়েন্ট'-এর মতো অস্পষ্ট শব্দের ব্যবহার

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হচ্ছে মার্কেটর প্রজেকশন উত্তরকে অতিরঞ্জিত আকারে উপস্থাপন করে: উত্তর আমেরিকা, ইয়োরোপ এবং রাশিয়া। পক্ষান্তরে ভারত ও নিকটপ্রাচ্যের মতো সর্বদক্ষিণের অঞ্চলগুলোকে 'খেয়ে' দেয়। আমাদের দেশও (আমেরিকা) অতিরঞ্জিত উত্তরে অবস্থিত। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে মার্কেটর প্রজেকশনের চেয়ে ভালো স্কেল অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত এবং মার্কেটরের কাজ সমাধা করার মতো মানচিত্র সহজলভ্য থাকা সত্ত্বেও যদি ক্লাসরুম ও অন্যত্র এই বিকৃত ম্যাপই ব্যবহার করতে থাকি, তবে তা গোঁয়ার্তুমি বৈ কিছু নয়।

এ ক্ষেত্রে আমি তিন ধরনের শব্দবন্ধ পরিহার করতে উদ্বুদ্ধ করব। প্রথমত, সেসব শব্দ, যেগুলো ইয়োরোপ নামক উপদ্বীপকে মহাদেশের পর্যায়ে উন্নীত করে ফেলে। ভূতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে উরাল পর্বতমালার কারণে ইয়োরেশিয়াকে দুটি মহাদেশে বিভক্ত করা খুবই হাস্যকর। ভারত উপদ্বীপ ইয়োরোপের চেয়ে একটু ছোট, কিন্তু অবশিষ্ট মহাদেশ থেকে ইয়োরোপের চেয়ে অনেক বেশি বিচ্ছিন্ন। যদি ইয়োরোপ আর ইয়োরেশিয়াকে বিভক্ত করতেই হয়, সে ক্ষেত্রে 'ইয়োরোপিয়ান রাশিয়ার' মাঝবরাবর গ্রিকদের ব্যবহৃত বিভেদরেখাই সবচেয়ে যৌক্তিক। কারণ, এখানে এসে উপদ্বীপটি উপদ্বীপমালায় পরিণত হয়েছে; এখানে এসেই স্লাভ আর 'মধ্য এশিয়ানদের' বিভাজন তৈরি হয়েছে। কিন্তু এটি মহাদেশীয় বিভেদ নয়।

আমি কেন ইয়োরোপকে মহাদেশ পর্যায়ে উত্তীর্ণ করতে নিরুৎসাহিত করছি, তা—অঞ্চলটির মহাদেশ তকমা কীভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করে, এর একটি নমুনা থেকে পরিষ্কার হবে। ভন লুন ইয়োরোপকে মহাদেশ হিসেবে স্বীকার করেন এবং অঞ্চলটির মহাদেশ তকমা বাতিল করতে অস্বীকার করেন। এরপর তিনি এশিয়া এবং ইয়োরোপের ইতিহাসের তুলনামূলক পর্যালোচনায় লেগে যান। তিনি বলেন, এশিয়ার নদীসমূহ প্রাচীন গতিপথ বেয়েই চলে। কিন্তু ইয়োরোপিয়ান নদীগুলো সরাসরি সাগরে গিয়ে নিপতিত হয়েছে। ফলে ইয়োরোপের বিস্তৃতি ঘটেছে, এশিয়ার ঘটেনি। ভন লুনের কথায় কিছুটা যৌক্তিকতা থাকত, যদি তিনি আয়তন ও জনসংখ্যায় সমান অঞ্চলের মাঝে তুলনা করতেন। যেমন ইয়োরোপকে তুলনা করতেন ভারত কিংবা চীনের সাথে। কিন্তু তিনি তা করেননি, করেছেন পুরো এশিয়ার সাথে ইয়োরোপের তুলনা! আবার ভারত-চীনের সাথে তুলনা করলে নদীকেন্দ্রিক যে আলাপ তুলেছেন, তা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

পুরোপুরি পরিত্যাগ করতে হবে; পরিবর্তে দূরপ্রাচ্য, নিকট... আফ্রিকান, চায়নিজ ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে, (৩) 'ওয়েস্টার্ন' ও 'অক্সিডেন্টাল'-এর মতো শব্দের ব্যবহারে অত্যন্ত সতর্ক হতে হবে, (৪) 'প্রাচ্যের অবোধগম্যতা'র আলাপ এখনই বন্ধ করতে হবে; একান্ত প্রয়োজন হলে বলতে হবে 'নিজ সংস্কৃতির বাইরে ভিন্ন সংস্কৃতি বোঝাপড়ার জটিলতা'।

তৃতীয় যে ধরনের শব্দবন্ধ আমি মনে করি পরিত্যাগ করা উচিত– যেগুলো বলে ইয়োরোপ কিংবা ইয়োরোপিয়ানদের পূর্বসূরিরা সর্বদাই 'বিশ্ব ইতিহাসের কেন্দ্রবিন্দু ছিল'। আমি একটা চার্ট দেখেছিলাম, যেখানে তারিখের পাশে বার বসিয়ে দেখানো হয়েছে যে এই অঞ্চলের লোকজন কত সময় ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। বারের আগে-পরে ছোট ছোট ডট দিয়ে বোঝানো হয়েছে যে অঞ্চলটি যখন ইতিহাসের প্রাণকেন্দ্র ছিল না, তখনো এখানে মানববসতি ছিল। সবার ওপরে আছে মিসর ও ব্যাবিলন; খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০ সালের পর সেগুলো ডটে পরিবর্তন হয়ে গেছে, এখন পর্যন্ত। তারপর এসেছে হিব্রু এবং গ্রিক, তারপর রোমান, তারপর পাশাপাশি দুটি বারে দেখানো হয়েছে মুসলিম এবং ইয়োরোপিয়ান সংস্কৃতি, এরও নিচে আধুনিক 'পশ্চিম'। ইন্দাসের পূর্ব প্রান্তে 'প্রাচীন পৃথিবীর' অর্ধেক জনসংখ্যার বসবাস ছিল। সে ক্ষেত্রে কোনো অঞ্চল যদি সভ্যতার কেন্দ্রবিন্দু হয়েই থাকে, সেটা কীভাবে ইন্দাসের পশ্চিম পাশে চলে যায়? এটা বলাই কি অধিকতর সংগত নয় যে ইয়োরোপই বরং (ইন্দাসের পশ্চিম প্রান্ত) 'ইতিহাসের মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল', ইন্ডিয়া নয়।

আসলে এই তালিকাটি রচয়িতাদের চিন্তার প্রতিফল ঘটাতে পরিকল্পিতভাবে তৈরি করা হয়েছে–'সভ্যতার ক্রমবর্ধমান পশ্চিমযাত্রা' দেখাতে; যা আদতে আমেরিকান জাতীয়তাবাদীদের জন্য সুবিধাজনক অলীক কল্পনা। তালিকাটির অনেক দুর্বলতা আছে। উদাহরণত ইজিপশিয়ান ও ব্যাবিলনিয়ান সভ্যতার উত্থান যে অঞ্চলে ঘটেছিল, সেই অঞ্চলেই পরবর্তী সময়ে ইসলামি সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু চার্টে মিসর ও ব্যাবিলনিয়ান ভূখণ্ড ডট দেখাচ্ছে, অর্থাৎ এখানে কোনো সভ্যতা নেই! এর মাধ্যমে চার্টের–সভ্যতার ক্রমাগত পশ্চিমযাত্রা–স্বার্থ সিদ্ধি হয়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হাইয়ানের গবেষণাকর্ম আর চীনে টাং রাজপরিবারের রাজত্ব চলছে। শার্লেমেন (Charlemagne)[১৭] নিজেও তা খুব ভালোভাবে জানত।

'প্রথমে ব্যাবিলন, তারপর গ্রিস, তারপর রোম, অতঃপর উত্তর-পশ্চিম ইয়োরোপ ছিল ইতিহাসের প্রধান কেন্দ্র'—এই ধারণা নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে ইতিহাসবিদদের (১) 'জ্ঞাত পৃথিবী'জাতীয় শব্দের ব্যবহার থেকে বেঁচে থাকতে হবে, যা দ্বারা মূলত ইয়োরোপের জ্ঞাত পৃথিবীকে বোঝানো হয়ে থাকে—প্রান্তিক ইয়োরোপ, (২) রোম ছিল সভ্যতার রানি কিংবা নিদেনপক্ষে 'তার নিজ পৃথিবীর' রানি—এসব কথাবার্তা বন্ধ করতে হবে, (৩) তিনটি কিংবা চারটি 'পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশের' পতনের মাধ্যমেই রোমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছে—তা বলা বন্ধ করতে হবে। তথাকথিত ৪৭৬ খ্রিষ্টাব্দের পরও রোমান সাম্রাজ্য টিকে ছিল। মুসলিমদের অভিযানের পূর্ব পর্যন্ত, (৪) পুরো পৃথিবীর ইতিহাসের অংশ হিসেবে 'অন্ধকার যুগ' তত্ত্ব ছুড়ে ফেলতে হবে।

আমাদের প্রাদেশিকতাকে যেন উৎসাহিত করা না হয়, সে জন্য পরিহার করার মতো আরও অনেক কিছু রয়েছে। কিন্তু আমার আশা, লেখালেখি ও শিক্ষকতার ক্ষেত্রে অন্তত উল্লিখিত বিষয়গুলো মাথায় রাখব। তবে আমার সবচেয়ে বড় আশা হলো কেউ পৃথিবীর একটা প্রকৃত ইতিহাস লেখুক, যা 'ভিন্নচোখে' আমাদের নিজেদের দেখতে সহায়তা করবে; অবিকৃত চিত্র তুলে ধরবে, যেখানে আমাদের সভ্যতা ও সময়কে আসল রূপে দেখতে পাব।

---

১৭ শার্লেমেন ৮০০ সালে রোমান সাম্রাজ্যের সিংহাসনে বসেন। ৭৬৮ সাল থেকে ফ্রাঙ্কসদের রাজা ছিলেন। সেন্ট্রাল ও পশ্চিম ইয়োরোপের সুবিস্তৃত ভূখণ্ড একক শাসনাধীনে আনেন। বিশেষত শিক্ষাসংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের জন্য বিখ্যাত। ধারণা করা হয়, ইয়োরোপে রাজকীয়ভাবে প্রজাদের মাঝে শিক্ষা বিস্তারের উদ্যোগ তিনিই প্রথম নিয়েছিলেন।

-রাকিবুল হাসান

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হ্যলে পানি পেত না। কারণ, ভারত-চীনের নদ-নদীগুলোও সাগরে মিশেছে।

সুতরাং ইয়োরোপকে মহাদেশ হিসেবে আখ্যায়িতকরণ পরিত্যাগ করতে আমরা (১) গোটা 'ইয়োরোপ মহাদেশ' শব্দ ব্যবহারের পরিবর্তে 'মূল ভূখণ্ড' (মেইনল্যান্ড) বা গোটা 'ইয়োরোপিয়ান পেনিনসুলা' ব্যবহার করব, (২) যেসব মানচিত্রে রাশিয়ার মাঝবরাবর নিরর্থক বিভাজনরেখা টানা হয়েছে, সেগুলো পরিত্যাগ করা, (৩) 'ইয়োরোপিয়ান' বা 'আমেরিকান' শব্দগুলো যে অর্থ বহন করে, সে অর্থে 'এশিয়ান' শব্দ না বলা, (৪) এশিয়া ও এর উপ-আঞ্চলিক প্রতিটি বিষয় অতি সূক্ষ্মভাবে বোঝা, যেন ইয়োরোপ ও ইয়োরোপের উপ-অঞ্চলগুলোর সাথে এগুলোর বেখাপ্পা তুলনা না করে বসি।

দ্বিতীয় যে শব্দগুলো আমাদের পরিহার করতে হবে—যেসব শব্দ 'পূর্ব' এবং 'পশ্চিম'কে বিশ্বসভ্যতার আলাদা দুটি সম্পূরক অংশ হিসেবে উপস্থাপন করে। 'ইস্টার্ন' বা 'ওরিয়েন্টাল' শব্দগুলোর মতো উদ্ভট শব্দ আর হতে পারে? এই শব্দের ভেতর আমরা ঢুকিয়ে দিচ্ছি আলজেরিয়া থেকে মরক্কো, রাশিয়া থেকে জাভা আর জাপান—সবকিছু। যা কিছু অ-ইয়োরোপিয়ান, তার সবকিছুই ওরিয়েন্টাল! অনুরূপ যখন আমরা বলি 'অক্সিডেন্টাল', তখনো কিন্তু আমরা নিছক একটি সভ্যতার কথা বলছি না।

সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনায় দেখা যাবে 'পূর্বে' কমপক্ষে তিনটি বৃহৎ সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। তারা একে অপরের থেকে আলাদা, যেমন আলাদা ইয়োরোপিয়ান সভ্যতা থেকে। ইয়োরোপ গ্রিক (রোমান) বর্ণমালা ব্যবহার করে, নিকটপ্রাচ্য ব্যবহার করে আরবি বর্ণমালা। ভারতীয়রা ব্যবহার করে হিন্দু ধারার বর্ণমালা আবার চীনারা লেখে চায়নিজ অক্ষরে। ইয়োরোপ খ্রিষ্টান, নিকটপ্রাচ্য ইসলাম, ভারত হিন্দু এবং হিমালয় বৌদ্ধধর্ম-প্রভাবিত। অনুরূপ সাংস্কৃতিক উপাদানগুলোও ভিন্ন ভিন্ন। ফলে 'পূর্ব' বনাম 'পশ্চিম' বিভাজিত করে ফেললে ইয়োরোপকে শুধু যে পূর্বের 'সমস্ত' সভ্যতার সমকক্ষ দাঁড় করিয়ে ফেলা হচ্ছে তা-ই নয়, বরং পূর্বাঞ্চলীয় সভ্যতাগুলোর পারস্পরিক যে বৈচিত্র্য ও ভিন্নতা—সেগুলোও লুকিয়ে ফেলা হচ্ছে। সব অ-ইয়োরোপিয়ান এক রকম নয়—এই সত্য গোপন করা হচ্ছে। সবচেয়ে বড়সড় ও যৌক্তিক বিভাজন সম্ভবত—স্বর্গীয় (Celestial) সভ্যতা বনাম বারবারিয়ান সভ্যতা। চীনারা এভাবেই

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দ্য গ্রেট ওয়েস্টার্ন ট্রান্সমিউটেশন

চার

পশ্চিমের রূপান্তর ও বৈশ্বিক প্রভাব

১৬০০ থেকে ১৮০০ সালের ভেতর পশ্চিম ইয়োরোপে ব্যাপক সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণ ও রূপান্তর ঘটে। দুটি ঘটনার মধ্য দিয়ে এই পরিবর্তনের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এক. শিল্পবিপ্লব। প্রযুক্তির উন্নতি মানুষের উৎপাদনক্ষমতার খোলনলচে পাল্টে দেয়। দুই. ফরাসি বিপ্লব। যার ফলে সর্বত্র সমরূপ স্পিরিট ছড়িয়ে পড়ে এবং মানুষের সামাজিক সম্পর্কে অকল্পনীয় পরিবর্তন বয়ে আনে। আমি যে রূপান্তরের কথা বলছি, ঘটনা দুটি তার সবটা নয়। বরং এগুলো ছিল এই রূপান্তরের খুব প্রাথমিক কিছু উপসর্গ। অবশ্য এই রূপান্তরের গুরুতর প্রভাব শুধু ইয়োরোপেই সীমাবদ্ধ ছিল না, গোটা বিশ্বে ছড়িয়েছে এবং এর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব এখনো পূর্ণাঙ্গরূপে প্রকটিত হয়নি। এ নিয়ে আমরা পরে কথা বলব।

বিশ্বের বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, বিশেষত মুসলিমদের দৃষ্টিকোণ থেকে এই ঘটনার তাৎক্ষণিক প্রভাব আমাদের সবার জন্য প্রাসঙ্গিক। ঘটনাটি হলো—১৮ শতক নাগাদ অক্সিডেন্টালরা (রাশিয়াসহ) সহসাই আবিষ্কার করে যে বাকি বিশ্বের ওপর তাদের অপ্রতিহত ক্ষমতা। বিশেষত ইসলামি বিশ্বে। যে প্রজন্ম শিল্পবিপ্লব আর ফরাসি বিপ্লব প্রত্যক্ষ করেছে, তারা তৃতীয় আরেকটি গুরুতর ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হয়েছে—ইয়োরোপের বিশ্বমোড়লিপনার সূচনা।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পারেন। এদিকে পূর্ণ মনোনিবেশ করার এখনই উপযুক্ত সময়। একটি মানচিত্র প্রকাশিত হয়েছিল—আমার ধারণা, 'নিউ ইয়র্কার' কর্তৃক—যেখানে নিউইয়র্ক থেকে আমেরিকা দেখতে কেমন, তা ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল। মানচিত্রে ইলিনয়ের চেয়ে ম্যানহাটানকে বড় দেখাচ্ছিল। শিকাগোয়ানরা তা দেখে হেসেই খুন। কিন্তু একজন হাসেননি—তৎকালীন রিপাবলিক অব চায়নার প্রেসিডেন্ট চিয়াং কাইশেক। আমেরিকানদের বিশ্বচিত্র দেখে তিনি মোটেই আপ্লুত হননি। তিনি বলেছিলেন আমেরিকা এবং ইয়োরোপ খুবই বড়; বাকি বিশ্ব গুরুত্বহীন। আমাদের এই 'মানচিত্র' পাল্টে দিতেই হবে।

আমি এ কথা অবশ্যই বলছি না যে আমাদের স্কুল ও লাইব্রেরিতে চীন-ভারতের চেয়ে আমেরিকা-ইয়োরোপকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া যাবে না। পাঠকদের সাথে প্রাসঙ্গিক বিশেষ সময়ের ইতিহাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আমেরিকার ইতিহাস বোঝার জন্য যেমন আমরা তিন-চতুর্থাংশ অক্সিডেন্টের ইতিহাস দিয়ে ভরিয়ে রাখি না, বরং এ জন্য আলাদা বই ও কোর্স রাখি। অনুরূপ অক্সিডেন্টের ইতিহাসপাঠের প্রয়োজনীয়তার দাবি তুলেও বিশ্ব ইতিহাস পাঠ দূষিত করতে পারি না। ইতিহাসের অবিকৃত চিত্র গড়ে তুলতে সাধারণ ইতিহাস অধ্যয়ন জরুরি।

যদি আমাদের ইতিহাসবিদ এবং সমাজবিজ্ঞানীরা পৃথিবীর একটি 'বৈশ্বিক' রূপ দাঁড় করাতে পারে, তবে আমাদের আরও অনেক কিছু করার সুযোগ তৈরি হবে। বিশেষত আমরা দুধরনের কাজ করতে পারি। প্রথমত, 'বিশ্ব' ইতিহাস রচনায় উদ্বুদ্ধ করতে পারি। আমার বিশ্বাস, যদি বলি এমন একটা ইতিহাসগ্রন্থও নেই যা পৃথিবীর 'একক' চিত্র তুলে ধরে, ইয়োরোপের প্রতি অনায্য গুরুত্ব দেয় না এবং 'প্রাচীন পৃথিবীতে' গড়ে ওঠা সভ্যতাগুলোর উন্নতির যথার্থ চিত্র তুলে ধরে—তবে ভুল হবে না। দ্বিতীয়ত, যদি এখনই এটা করতে সক্ষম না হই, তবে অন্তত 'বিশ্ব' ইতিহাস রচনার সম্ভাবনার বাড়া ভাতে ছাই না দিই; ইতিমধ্যেই সাধারণ মানুষের মগজে পৃথিবীর যে বিকৃত চিত্র জেঁকে বসেছে, তাতে তাল না দিই এবং ধ্বংসাত্মক প্রান্তিক চিন্তাচেতনার শিকড়ে পানি না ঢালি।

মার্কেটর প্রজেকশন ম্যাপ পৃথিবীর বিকৃত চিত্র তুলে ধরতে ঠিক সেই কাজটাই করেছে, যা করেছে 'নিউ ইয়র্কার' তাদের শহরবাসীর জন্য। ইংল্যান্ড ভারতের হায়দরাবাদ প্রদেশের সমান। কিন্তু মার্কেটর প্রজেকশনে ইংল্যান্ড হায়দরাবাদের চেয়ে মাত্র তিন গুণ বড়। এর কারণ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এই সামাজিক ক্ষমতার স্বরূপ ছিল—ব্যক্তিগতভাবে একজন ইয়োরোপিয়ান হয়তো কম বুদ্ধিমান, কম সাহসী এবং অন্যদের চেয়ে কম অনুগত হতে পারে। কিন্তু যখন তাদের শিক্ষাদীক্ষা দেওয়া হয় এবং বৃহত্তর সমাজে অঙ্গীভূত করা হয়, তখন ইয়োরোপিয়ান সমাজের সদস্যরা পৃথিবীর অপরাপর যেকোনো সমাজের সদস্যদের চেয়ে অনেক বেশি সক্রিয় চিন্তা ও কার্যে সক্ষম হয়ে ওঠে। ফার্ম, চার্চ, সরকারসহ অন্য ইয়োরোপিয়ান সংঘগুলো যে পরিমাণ বুদ্ধিবৃত্তিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষমতা সংগ্রহ করতে সক্ষম, তা অবশিষ্ট পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী এবং কর্মোদ্যমী মানুষদের সমাজেও সঞ্চয় করা সম্ভব নয়। 'প্রগতি'র শিরোনামে ইয়োরোপে যা ঘটেছে, তা এখনই বলা হয়তো কিছুটা অপরিণত ঠেকতে পারে। তবে 'প্রগতি' একটি নৈতিক অবস্থান; অ-গতি কিংবা অধোগতির বিরুদ্ধে। যার সারমর্ম হচ্ছে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যপানে পৌঁছার কোশেশ। কিংবা নিদেনপক্ষে 'সঠিক ডিরেকশনে' থাকা। আধুনিক জীবনের কোন অনুষঙ্গ আমাদের জীবনে কল্যাণকর পরিবর্তন বয়ে এনেছে আর কোনটা মন্দ পরিবর্তন নিয়ে এসেছে, এ নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে বটে। তবে এখানে আমরা 'প্রগতির' সার্বিক দিক নিয়ে আলাপ করব না। শুধু সামাজিক ক্ষমতার যে সুস্পষ্ট উত্থান ঘটেছে—ভালোর দিকে হোক বা মন্দের দিকে—তা বোঝার চেষ্টা করব। কারণ, পশ্চিমে যা ঘটেছে, তার প্রতি মুসলিমদের প্রতিক্রিয়া বোঝার জন্য এই পয়েন্টটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

অন্তত অতিসাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত ইয়োরোপিয়ান এবং আমেরিকানরা নিজেদের এই সামাজিক ক্ষমতাকে চিরন্তন ভাবত। 'ওয়েস্টার্ন ট্রান্সমিউটেশনের' পূর্বে মুসলিমরাও অনুরূপ ভাবত। তারা ইসলামি প্রতিষ্ঠানগুলোর সহজাত শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী ছিল—যা আজ হোক কাল হোক, গোটা মহাবিশ্বে প্রভাব বিস্তার করবে। ফলে ইয়োরোপিয়ানরা এখন অবাক হয়ে ভাবছে বহু শতাব্দীর আড়মোড়া ভেঙে 'পশ্চাৎপদ' বহু জনগোষ্ঠী এখন কেন জেগে উঠছে। এক শতাব্দীর কিছু বেশি সময় ইয়োরোপিয়ানরা একচ্ছত্র সামাজিক ক্ষমতা ভোগ করেছে। বৈশ্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে মূল প্রশ্নটা হলো—কিছু সময়ের জন্য হলেও কিসে ইয়োরোপিয়ানদের এই প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী করে তুলল?

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

১৬০০ থেকে ১৮০০ পর্যন্ত ইয়োরোপের সাংস্কৃতিক এই পরিবর্তনকে, যা তাদের সামাজিক ক্ষমতার পথে নিয়ে গেছে—আমি বলি 'ট্রান্সমিউটেশন'। সাংস্কৃতিক পরিবর্তনসমূহ সামাজিক ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বাহ্যত পারস্পরিক সংযুক্ত একধরনের ঐক্য তৈরি করেছে, যা খুবই ব্যাপক ও জটিল ব্যতিক্রমী ঘটনা হিসেবে বিবেচিত ও অধীত হতে পারে। অতীতের মানব ইতিহাস বিবেচনায় পরিবর্তনটি 'সহসা' ঘটেছে, দ্রুত। কেন্দ্রীয় পরিবর্তনগুলো ছিল 'গাঠনিক' (formative); যা শুধু নির্দিষ্ট একটি (ইয়োরোপিয়ান) সমাজের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ধারাই পাল্টে দেয়নি, বরং পরবর্তী যেকোনো মানবসমাজের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের সবচেয়ে মৌলিক পূর্ব অবস্থানগুলো গড়ে দিয়েছে। ফলে কিছু কিছু দিক বিবেচনায় ইতিহাসের এই পথটি অত্যন্ত নতুন বাঁক নিয়েছে।

একে আমরা প্রথম কয়েক হাজার বছরজুড়ে যে সংমিশ্রণ ঘটেছে, তার সাথে তুলনা করতে পারি। কিছু সমাজের শ্রেষ্ঠতম উপাদানগুলোর—যেমন নগরজীবন, সাক্ষরতা, জটিল সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন—মিশ্রণ। যাকে আমরা বলি 'সভ্যতা'। ফলে 'সভ্য' কৃষিভিত্তিক সমাজ—সুমেরীয়দের থেকে যার সূচনা—সহসাই নিজেদের অপরাপর কৃষিভিত্তিক সমাজের চেয়ে অনেক বেশি ক্ষমতাবান রূপে আবিষ্কার করে, খাদ্য সংগ্রাহক সমাজগুলোর সাথে তো তুলনাই হয় না। শহুরে জীবনধারা প্রথমে রাজনৈতিক এবং পরিণতিতে সাংস্কৃতিক জীবনে ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর প্রভাব বয়ে এনেছিল, বেশি দিন আগের কথা নয়। সুমারে যা ঘটেছে, অতি শিগগিরই তা পৃথিবীর পূর্ব গোলার্ধের ভাগ্য নির্ণয় করে দিয়েছে। কৃষি স্তরে থাকা এসব সমাজের পরিবর্তন এতটাই ভিন্নমাত্রিক ছিল যে এর পূর্বেকার সময়কে আমরা বলি 'প্রাগৈতিহাসিক' (প্রি-হিস্টোরি)। যেমন পরিবর্তনের গতি ছিল তীব্র; আগে যা ঘটতে হাজার বছর সময় নিত, এখন তা শতাব্দীতেই ঘটে যাচ্ছে। অনুরূপ ওয়েস্টার্ন ট্রান্সমিউটেশনের পর পূর্বে কৃষিভিত্তিক সমাজে যা হয়তো শতাব্দীর পর শতাব্দী লাগত, এখন তা ঘটতে সর্বোচ্চ কয়েক দশক লাগছে।

কৃষিভিত্তিক সমাজে সভ্যতার বিকাশ যেমন সর্বত্র ঘটেনি, একটি কিংবা সর্বোচ্চ অল্প কয়েকটি অঞ্চলে ঘটেছে, সেখান থেকে পৃথিবীর বৃহত্তর অংশে ছড়িয়ে পড়েছে। অনুরূপ আধুনিক জীবনের বিকাশও সমস্ত নগরসভ্যতায় একসাথে ঘটেনি। প্রথমে সুনির্দিষ্ট একটি অঞ্চলে ঘটেছে—

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পশ্চিম ইয়োরোপে। এখান থেকে সর্বত্র ছড়িয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে আধুনিক সভ্যতার বিকাশ যেসব পূর্বশর্তের ওপর ভিত্তি করে জন্ম নিয়েছে, সেগুলো শুধুই অক্সিডেন্টে সীমাবদ্ধ ছিল। ছোট-বড় অসংখ্য সামাজিক অভ্যাস ও আবিষ্কারসমেত সুবৃহৎ জনগোষ্ঠীর সম্মিলন ছাড়া যেমন প্রথম নগর ও সাক্ষর জীবনের উত্থান অসম্ভব ছিল, তদ্রূপ আধুনিক 'গ্রেট কালচারাল মিউটেশনের' পেছনেও পূর্ব-গোলার্ধে জমায়েত অসংখ্য নগর জনগোষ্ঠীর সমবেত হওয়া বাদে সম্ভব ছিল না। এ ক্ষেত্রে অগুনতি মানুষের উদ্ভাবন ও আবিষ্কার প্রয়োজন হয়েছিল, যার অধিকাংশই ইয়োরোপের নয়। প্রয়োজন হয়েছিল তুলনামূলক ঘনবসতিপূর্ণ ও নগরপ্রভাবিত জনগোষ্ঠীর, যারা আন্ত-আঞ্চলিক বাণিজ্য রুটের মাধ্যমে পরস্পরসংযুক্ত। যদ্বারা পূর্ব গোলার্ধে ক্রমান্বয়ে একটি বৃহৎ বাজার গড়ে ওঠে, ইয়োরোপের ভাগ্যতারকা এবং ইয়োরোপিয়ান কল্পনা যেখানে বাস্তব হয়ে ধরা দেবে।

প্রযুক্তিবাদ ও সমাজ; ট্রান্সমিউটেশনের প্রাতিষ্ঠানিক চরিত্র

এখন আমরা যাচাই করে দেখবে খোদ অক্সিডেন্টে কী ঘটেছিল। যদিও এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে দীর্ঘ সময়জুড়ে বিস্তর গবেষণা হয়েছে, কিন্তু এর কোনোটিই বিশ্ব ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে নয়। বরং স্থানীয় অক্সিডেন্টাল দৃষ্টিকোণ থেকে। বিশ্ব ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে বলা যায়, ওয়েস্টার্ন ট্রান্সমিউটেশন প্রধানত সংস্কৃতির তিনটি দিককে প্রভাবিত করেছে; অর্থনৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং সামাজিক।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নতুন কৌশলের ফলে উৎপাদনশীলতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। উৎপাদন পুঁজিঘন (capital intensive) ও বৃহত্তর বাজারমুখী হয়ে যায়। ক্রমান্বয়ে যার চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটে 'শিল্পবিপ্লবে'র মধ্য দিয়ে। সাথে ছিল 'কৃষিবিপ্লব'। বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রে প্রায়োগিক ও অনুসন্ধিৎসু উভয় ধারার বিকাশ ঘটে। প্রায়োগিক ও ব্যবহারিক বিজ্ঞান এগিয়ে যায় কেপলার-গ্যালিলিওদের হাত ধরে। ব্যাপক দার্শনিক অনুসন্ধিৎসার স্বাধীন বিকাশ এনলাইটেনমেন্ট যুগে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

AI CAMERA
Shot by narzo 50i

যুগে সৃষ্টিশীলতা ও কর্মোদ্যোগের নতুন দিগন্ত উন্মোচনে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছিল। কিন্তু ক্রমে সেই স্ফুরণ স্বাভাবিক হয়ে আসে এবং আগে হোক বা পরে, এই ধরনের কার্যক্রম সাধারণত এমন একটা বিন্দুতে পৌঁছায়, যেখানে তা ঐতিহাসিক দুর্বিপাকের ফলে নিজের সৃষ্ট সাংস্কৃতিক জটিলতার সমাধান দিতে পারে না। সৃষ্ট হুমকিগুলো নিরসন করতে পারে না।

পার্থক্যরেখা হচ্ছে—র‍্যাশনাল উদ্ভাবনের প্রতি ঝোঁক সমস্ত ঐতিহ্যেরই অংশ। কখনো এই ঝোঁক অকল্পনীয় দীর্ঘ মেয়াদে চলমান থাকে এবং ইতিহাসের গায়ে নতুন ছাপ এঁকে দেয়। পর্যায়ক্রমে সামাজিক উন্নতি একটি 'ক্রিটিক্যাল' পয়েন্টে পৌঁছে যায়, যেখানে এসে পূর্বেকার বিচ্ছিন্ন ও দৈবক্রমে ঘটা (বস্তুগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক) বিনিয়োগসমূহ পুনঃপুন ব্যাপক মাত্রায় ঘটতে শুরু করে এবং প্রাতিষ্ঠানিকীকৃত হয়ে যায়। এভাবেই চলতে থাকে। একপর্যায়ে সামাজিকভাবে অপ্রতিহত-অপরিবর্তনীয় হয়ে ওঠে। এই নতুন পরিস্থিতি মানবকর্ম-প্রচেষ্টার জন্য নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করে, নানা রকম সাংস্কৃতিক সৃষ্টিশীলতার দুয়ার খুলে দেয়। নতুন সুযোগগুলো খুব দ্রুত লুফে নেওয়া হয়। নতুন সৃষ্টিশীলতা, নতুন ও দ্রুত উন্নয়নশীল ঐতিহ্যের বিস্তৃতির ফলে সম্পূর্ণ নতুন ধারা গড়ে ওঠে, যা নতুন সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়াকে ধারণ করতে সক্ষম। যখন কোনো ধারার অভ্যন্তরীণ বোঝাপড়া ভালো হয়, নির্বিঘ্ন হয়, কর্মক্ষেত্রগুলো শোষণের শিকার না হয়; অত্যন্ত দ্রুত এর বর্ধন ঘটে। যে ঐতিহাসিক ধারা এই সবকিছু সম্ভব করে তোলে, তা একসাথে বহু ক্ষেত্রে আরও অনেক প্রচেষ্টার সফলতা এনে দেয়। সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের ফলে কৃষি স্তরের নগর-গ্রাম মিথোজীবিতা (Symbiosis) কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়। গড়ে ওঠে নতুন এবং উচ্চতর 'ভিত্তিস্তর'; যার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে নতুন সভ্যতা, নতুন যুগ।

রেনেসাঁর উদ্ভাবিত র‍্যাশনালিটি সেই উদ্ভাবন ও সৃষ্টিশীলতায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে মাত্র, যা কৃষি যুগের স্ফুরণকালে 'স্বাভাবিক' হিসেবেই বিবেচিত ছিল। সাধারণত এসব কার্যক্রম আগে বা পরে এমন একটা 'ক্রিটিক্যাল পয়েন্টে' গিয়ে পৌঁছায়, যেখানে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এমন 'হিস্ট্রিক্যাল অ্যাকসিডেন্টের' শিকার হয় যে এ থেকে সৃষ্ট সমস্যাগুলো আর সমাধান করতে পারে না। এ শুধু আধুনিক যুগ বা কৃষি যুগেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং যত ক্ষেত্রে ব্যাপক মাত্রার অর্থ ও সময়ের সামাজিক

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যেগুলোকে মূল্যায়ন করা হতো, সেগুলো বাদ দিয়ে নিরন্তর বাস্তব উন্নয়ন ঘটতে থাকবে। শুধু তা-ই নয়, এই উন্নয়ন 'প্রগতি' ও প্রকৃত সামাজিক স্থিতাবস্থা হিসেবে সাদরে বরিত হবে। 'র‍্যাশনালিটি' একবার দাঁড়িয়ে যেতে পারলে এবং উদ্ভাবন একবার স্বাভাবিক হিসেবে বরিত হলে— প্রাকৃতিকভাবেই অর্থনৈতিক, সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিকসহ সর্বক্ষেত্রেই ক্রমোন্নয়ন জারি হয়ে যাবে।

বাস্তবে ট্রান্সমিউটেশনে পরিবর্তন ঘটেছে বটে, কিন্তু তা এতটা তীব্র নয়, যতটা তাঁরা ধারণা করছেন। কারণ, বর্তমানে 'ট্র্যাডিশনাল' সমাজের যে আদর্শ চিত্রকল্প দাঁড় করানো হয়, তা কাল্পনিক। আমরা পূর্বেও দেখেছি যে সবচেয়ে 'আদিম' সমাজগুলোও ক্রমাগত পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে যেতে হতো, সেগুলো স্থির ছিল না। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে বেঁচে থাকতে হলে অবশ্যই তাকে সাম্প্রতিক কিছু প্রয়োজনের সাথে বোঝাপড়া করে টিকে থাকতে হয়। বাপ-দাদার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ঐতিহ্য টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। এ ছাড়া শিল্প খাতের 'র‍্যাশনালাইজেশন' বলে যে নৈর্ব্যক্তিক ও উদ্ভাবনী হিসাবনিকাশ বোঝানো হয়ে থাকে, সেটাও একটি আপেক্ষিক বিষয় এবং অধিকাংশ কৃষিভিত্তিক সমাজই তাদের পূর্ববর্তী 'ট্র্যাডিশনাল' সাক্ষরতা-পূর্ব (প্রি-লিটারেট) সমাজের তুলনায় র‍্যাশনাল ছিল। ট্রান্সমিউটেশনের সময় যে র‍্যাশনালাইজেশন বা সামাজিক পরিবর্তন ঘটেছে, তা ইতিহাসের নানা সময়ে নানা ঘটনায়ই প্রস্ফুটিত হয়েছে। পুনরাবৃত্ত হয়েছে। নিছক আদিম সমাজ থেকে নগরভিত্তিক সমাজের আত্মপ্রকাশের সময় নয়, বরং প্রতিটা নতুন ধর্ম, নতুন রাজনৈতিক ধারা উদ্ভবের সময়ই র‍্যাশনালাইজেশন ঘটেছে, যদিও কিছুটা লঘু মাত্রায়। ইতিহাসের এরকম প্রতিটা সন্ধিক্ষণে স্বাধীন ও উদ্ভাবনী হিসাবনিকাশকে প্রচলিত রীতিনীতির চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং এই মনোভাবের কিছুটা আবার পরবর্তী সামাজিক জীবনে একদম 'প্রাতিষ্ঠানিকীকরণও' হয়েছে। বিশেষত অধিকতর কসমোপলিটন সমাজগুলোতে।

ফলে, যেহেতু ইসলামের মধ্যসময়ে মুসলিম সমাজগুলো অক্সিডেন্টের চেয়ে ঢের বেশি কসমোপলিটন ছিল, তাই অধিক হারে র‍্যাশনাল ক্যালকুলেশন ও ব্যক্তিগত উদ্ভাবনের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ঘটেছে। বাস্তবে মিউটেশনের মাধ্যমে যে আধুনিকায়ন ঘটেছে এবং ট্র্যাডিশনাল সমাজ থেকে ইয়োরোপের র‍্যাশনাল সমাজে উত্তোরণ ঘটেছে, ইসলামি ঐতিহ্যে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পরস্পরসংযুক্ত, বরং পরস্পর নির্ভরশীল। বিষয়টি এমন নয় যে এক ক্ষেত্রের সুনির্দিষ্ট কিছু পরিবর্তন আরেক ক্ষেত্রের সুনির্দিষ্ট কিছু পরিবর্তনের ওপর নির্ভরশীল। বরং সমস্ত পরিবর্তনের গোড়ায় থাকে কিছু যৌথ সামাজিক সম্পদ ও যৌথ মনস্তাত্ত্বিক গঠন। যেমন বৈজ্ঞানিক উন্নতি ও শিল্প খাতের উন্নতি সমান্তরালভাবে চলেছে, কদাচিৎ দুয়ের মাঝে সাক্ষাৎ ঘটেছে।

ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে দ্য গ্রেট ট্রান্সমিউটেশন একটি ঐতিহাসিক 'ঘটনা' কিংবা 'প্রক্রিয়া' হিসেবে বিবেচিত হওয়ার দাবিদার, নিছক নতুন 'অবস্থা' কিংবা সংস্কৃতির নতুন সময় হিসেবে নয়। কিন্তু এরূপ স্বীকৃতির উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। এ ক্ষেত্রে আমার গবেষণা দ্বিমুখী সংকটে। প্রথমত, আমি ট্রান্সমিউটেশনকে বিবেচনা করেছি এক 'অবস্থা' থেকে আরেক অবস্থায় রূপান্তর হিসেবে, যা সাধিত হয়েছিল ১৭৮৯ সালে। এ সময় সুনির্দিষ্ট কিছু সেক্টরে, সুনির্দিষ্ট কিছু স্থানে তা অর্জিত হয়েছিল। কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদে এটি পূর্ণ হয়ে যাওয়া প্রক্রিয়া হিসেবেই বিবেচিত হতে পারে—তবে এটি সেদিনই সম্ভব, যেদিন সারা পৃথিবীজুড়ে সামাজিক জীবনের সমস্ত সেক্টর 'প্রযুক্তায়িত' হবে; যদি আদৌ কখনো সেই দিন আসে। এই পরিপুষ্ট বিন্দু থেকে পেছনে তাকালে সতেরো ও আঠারো শতককে মনে হবে আদিম ও প্রাথমিক। যদিও ইতিহাসে তাদের গুরুত্ব যথাস্থানেই থাকবে। কিন্তু আজকে, এই সময়ে বসে আমি এই দৃষ্টিভঙ্গি লালন করার দুঃসাহস দেখাতে পারি না।

ফলে, অনেকেই ট্রান্সমিউটেশনকে দেখে থাকেন বহু সেক্টরে একটি কেন্দ্রীয় পরিবর্তনের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে; 'ট্রাডিশনাল' সোসাইটি থেকে 'র‍্যাশনাল' সোসাইটির পথে যাত্রা। র‍্যাশনাল সমাজে পছন্দ-অপছন্দ বংশানুক্রমিক ঐতিহ্য দ্বারা নির্ধারিত হয় না, বরং তাৎক্ষণিক লাভালাভের বাস্তব হিসাবতাড়িত। এখানে মানুষের মর্যাদা ও কর্তৃত্ব জন্ম ও পারিবারিক ঔরস দিয়ে নির্ণীত হয় কম, পরিবর্তে ব্যক্তি হিসেবে তার যোগ্যতার ভিত্তিতে নির্ধারিত হয় বেশি। পিতৃতান্ত্রিক ও চিরায়ত সংগঠনের ওপর দক্ষ সংগঠনগুলো প্রভাব বিস্তার করবে। সামাজিক সম্পর্কসমূহ ব্যক্তিগত প্রতিশ্রুতির পরিবর্তে নৈর্ব্যক্তিক লিগ্যাল স্ট্যাটাসের মাধ্যমে নির্ধারিত হবে বেশি। সমকালীন দক্ষতা অতীতচারণের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। পরিবর্তনের ব্যাপারে মানুষের দ্বিধা কমে যাবে—পাছে এ আবার উন্নয়নের নামে অনুন্নয়ন নয় তো! অতীতে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বিনিয়োগ দরকার—সর্বত্রই সত্য। অপর দিকে বিনিয়োগের জন্য দরকার শান্তি ও সামাজিক শৃঙ্খলা। এক দিকে ক্রিটিক্যাল পয়েন্টে সৃষ্ট অস্থিরতা, অপর দিকে বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় স্থিরতা। ফলে, সামাজিক বিনিয়োগের চাহিদা হচ্ছে অস্থিরতা ও কৃত্রিম হস্তক্ষেপসৃষ্ট বিশৃঙ্খলা থেকে 'মুক্তি' লাভ করা। এটি কঠোরতর অভ্যন্তরীণ ভারসাম্য রক্ষায় যে দমন দরকার হয়—যা হয়তো কোনো না কোনোভাবে মানুষের হৃদয়ের উপনিবেশ ঘটায়—তার চেয়ে অনেক বেশি ভয়ংকর। ষোলো শতকের শেষ নাগাদ সুচিন্তিত এবং উদ্ভাবনী বিনিয়োগ—যেগুলো সামাজিক অস্থিরতা থেকে 'মুক্তির' ওপর নির্ভরশীল—এমন মাত্রায় পৌঁছে যায়, যা অতীতে কখনো ঘটেনি। অর্থাৎ বাস্তব ও বস্তুগত লক্ষ্য অর্জনে বহুমাত্রিক-পরস্পর নির্ভরশীল প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ সাধিত হয়। ত্রিশ বছরের যুদ্ধ এবং ইংলিশ সিভিল ওয়ারের মতো বিধ্বংসী ঘটনা সত্ত্বেও এমন কোনো পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়নি, যা সামগ্রিকভাবে এই ধ্বংসলীলা প্রতিরোধ করতে সক্ষম। বিশেষত উত্তর-পশ্চিম ইয়োরোপে তো নয়ই। কিন্তু অনুরূপ একটি প্রতিরোধ ঘটেছিল সাং চীনে, যাযাবর পরিবারের রাজত্বকালে।

তবে অক্সিডেন্টের স্ফুরণ থেমে যায়নি, বরং উদ্ভাবনী বিনিয়োগ চলতেই থাকে, যতক্ষণ না ষোলো শতকের শেষ নাগাদ তা সামাজিক উন্নয়নের 'ক্রিটিক্যাল পয়েন্টে' পৌঁছে যায়। তত দিনে সুনির্দিষ্ট কিছু বিনিয়োগ (বস্তুগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক) ব্যাপক মাত্রায় পুনঃপুন ঘটতে শুরু করে—যেগুলো কৃষি যুগেও ছিল, তবে বিচ্ছিন্ন ও দৈবাৎ; রেনেসাঁর প্রস্ফুটন যুগেও ছিল এবং রেনেসাঁ যুগেও চলমান ছিল এবং এমন মাত্রায় পৌঁছে যায় যে এগুলোর প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ঘটে এবং সবশেষে সামাজিকভাবে অপ্রতিহত-অপরিবর্তনযোগ্য স্তরে চলে যায়। নতুন পরিস্থিতি মানবকর্মোদ্যোগের জন্য নতুন সুযোগ বয়ে নিয়ে আসে, বহু ধরনের সাংস্কৃতিক সৃষ্টিশীলতার দুয়ার খুলে দেয় এবং খুব স্বাভাবিকভাবেই নতুন সুযোগ লুফে নেওয়া হয়। নতুন সৃষ্টিশীলতার ওপর ভিত্তি করে, নতুন এবং দ্রুত বর্ধনশীল 'টেকনিক্যালিস্টিক' ঐতিহ্য বিস্তার লাভ করে এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তনগুলো ধারণে সক্ষম নতুন ধারাও ততোধিক দ্রুতগতিতে গড়ে ওঠে।

নতুন এই উদ্যম সাথে করে সবকিছু নিয়ে আসে; এমনকি পূর্বের প্রতিষ্ঠানসমূহকেও। বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানগুলো এই উন্নয়ন ধারণের মতো যথেষ্ট উদার প্রমাণিত হয়। (সম্ভবত যেকোনো পরিণত প্রতিষ্ঠানই

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

AI CAMERA
Shot by narzo 50

অপরিণত প্রতিষ্ঠানের চেয়ে দক্ষভাবে পরিস্থিতি সামাল দিতে সক্ষম)। তবে খুব কম প্রতিষ্ঠানই ইসলামি প্রতিষ্ঠানসমূহের চেয়ে ভালোভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছিল। কিছু প্রতিষ্ঠান নতুন সম্ভাবনার সেবায় নিজেকে সঁপে দিতে বাধ্য হয়েছিল, আর কিছু জাস্ট বাতিল হয়ে গিয়েছিল। অক্সিডেন্টাল প্রতিষ্ঠানগুলোতে বেশ ভালো রকমের অনমনীয়তা ছিল, অনেকগুলোই নতুন উদ্যমের প্রতিবন্ধকতারূপে কাজ করেছিল। যেমন চার্চের ইনকুইজিশন সাধারণ মানুষের চিন্তাভাবনার পথে অন্তরায় ছিল, কিন্তু ইসলামি ভূখণ্ডে এমন কোনো কিছুর অস্তিত্ব দেখা যায় না এবং তাদের 'করপোরেটিভ স্ট্রাকচার' বা সমাজের সংঘকাঠামো—পরিবর্তন যখন পরিণত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে—ব্যক্তিগত উদ্যোগসমূহকে অন্তত সেভাবে নিরাপত্তা প্রদান করতে পারেনি, ইসলামি ভূখণ্ডে শরিয়াহ আইন সামাজিক গতিশীলতা এবং ব্যক্তিস্বাধীনতাকে যত কার্যকরভাবে সুরক্ষা দিতে পেরেছে।

নতুন উদ্ভাবনী ধারার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল নানাবিধ টেকনিক্যাল স্পেশালাইজেশন বা প্রায়োগিক বিশেষায়ণ। তবে এ-জাতীয় প্রায়োগিক বিশেষায়ণ একেবারেই নতুন ছিল, তা নয়। কারণ, গানপাউডার-চালিত অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কারের পর থেকে সামরিক বাহিনীতে টেকনিক্যাল স্পেশালাইজেশনের ধারা শুরু হয়, যা ট্রান্সমিউটেশনের হলমার্ক বা নির্দেশক চিহ্নরূপে আবির্ভূত হয়। কিন্তু সে সময় তা ব্যাপক বিস্তৃত আকারে ছড়িয়ে পড়ে, যা এ রকম উদ্ভাবনসমূহকে অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি মাত্রায় প্রাতিষ্ঠানিকীকৃত করেছে এবং সামগ্রিকভাবে সমাজের প্রধান প্রতিটি শাখায় প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সতেরো শতকে উত্তর-পশ্চিম ইয়োরোপে নতুন উদ্ভাবনসমূহের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের প্রকাশ ঘটে শিল্প খাত ও বাণিজ্য খাতের বিনিয়োগে; ক্রমাগত প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ভেলায় চড়ে অত্যন্ত সুনিয়ন্ত্রিতভাবে পুঁজির পুনর্বিনিয়োগ ঘটতে শুরু করে এবং বহুগুণ বর্ধিত হতে শুরু করে। বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রে রয়্যাল সোসাইটির মতো অন্যান্য সোসাইটির অবদানের ভেতর দিয়ে এর প্রকাশ ঘটে। বহু (দেশের) সংস্কৃতিতে উদ্ভাবিত জ্ঞানের চাষাবাদের জন্য অ্যাসোসিয়েশন গড়ে ওঠে। যারা নতুন নতুন তথ্যসমূহকে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছে। সতেরো শতকে এসে রয়্যাল সোসাইটি পুরাতনের আগল ভেঙে নতুনকে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রত্যক্ষভাবে এসব তথ্য সংগ্রহ ও বণ্টন করতে শুরু করে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জনপ্রিয়তা লাভ করে। সামাজিক জীবনে প্রাচীন ভূমিভিত্তিক সুবিধা ও নেতৃত্ব ভেঙে পড়ে। পরিবর্তে আমেরিকান বিপ্লব ও ফরাসি বিপ্লবের মধ্য দিয়ে বুর্জোয়া আমলাতন্ত্র এবং মার্কেন্টাইল শক্তির আবির্ভাব ঘটে, যার ফলাফল গোটা ইয়োরোপে ছড়িয়েছে।

সবগুলো ক্ষেত্রেই বিশ্বমঞ্চে ইয়োরোপের সামাজিক শক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে ব্যাকগ্রাউন্ড দৃশ্যগুলোর শিকড় দুই শতকের বেশি পুরোনো। সামগ্রিকভাবে ষোলো শতকজুড়ে ওইকিউমেনদের (the Oikoumene) নগরসভ্যতাগুলোর মাঝে সমতা বজায় ছিল। রেনেসাঁর মাধ্যমে অক্সিডেন্টের পুষ্পোদগম সত্ত্বেও রাজনৈতিকভাবে পশ্চিম ইয়োরোপ অটোমান সাম্রাজ্যের দাপটে পিছু হটছিল এবং বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে ওইকিউমেন অঞ্চলগুলোতে মুসলিমরা অন্তত তাদের সমতুল্য ছিল। আর সাংস্কৃতিক দিক থেকেও মুসলিমরা তাদের শ্রেষ্ঠ সময় পার করছিল। বিশ্ব ইতিহাসের এই বাস্তবতা আমাদের ইয়োরোপিয়ান ইতিহাসে এই বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড় করায় যে রেনেসাঁ তখনো কৃষিভিত্তিক-ভূস্বামী সমাজের প্রতিবন্ধকতাগুলো উতরাতে পারেনি। তবে ষোলো শতকের শেষ নাগাদ গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের আভাস দেখা যাচ্ছিল। আঠারো শতকের শেষ নাগাদ অন্তত কিছু স্থানে সুনির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। যেমন গোটা অক্সিডেন্টে অ্যাস্ট্রোনমিকাল ফিজিকস, ইংল্যান্ডে তুলাবস্ত্র উৎপাদন। একই সময়ে বাংলার মতো কিছু ভূখণ্ডে ইসলামিকৃত (Islamized) সমাজগঠন সুসম্পন্ন হয়।

রেনেসাঁকে আধুনিকতার প্রাক্-শর্তের পরিবর্তে যদি মূল রূপান্তর প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়, বিশ্ব ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে এটি যেমন বিকৃত, অনুরূপ 'ক্রিটিক্যাল পিরিয়ড'কে আঠারো শতকের বাইরে টেনে আনাও ঘটনার বিকাশমান ফলাফলকে মূল ঘটনার সাথে ভজকট পাকিয়ে ফেলার সমতুল্য। পরবর্তী পরিবর্তনগুলো ছিল অসম্ভব গুরুত্ববহ। যেমন শিল্পশক্তি হিসেবে বিদ্যুতের আবির্ভাব কিংবা ফিজিকসে থিওরি অব রিল্যাটিভিটির উদ্ভব। এককথায় সতেরো ও আঠারো শতকের রূপান্তরই 'পশ্চিমকে' অবশিষ্ট মানবসমাজ থেকে আলাদাকরণে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে।

এত সব পরিবর্তনের মাঝে যোগসূত্র কী যে সবগুলো একই সাথে ঘটল? কিসে সমাজের এমন সহসা ও ব্যাপক রূপান্তর বয়ে আনল, যার ফলাফল অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী? এটুকু স্পষ্ট যে পরিবর্তনগুলো

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এটি ছিল একটি প্রতিষ্ঠিত বিষয় এবং এই প্রক্রিয়া মূলত অক্সিডেন্টকে ইতিমধ্যেই ইসলামি ঐতিহ্যে প্রতিষ্ঠিত রীতিনীতির নিকটবর্তী করার প্রচেষ্টা। (এ কথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য রেনেসাঁ যুগে সূচিত 'আধুনিক' উন্নয়নগুলোর ক্ষেত্রে, যেগুলো দেখিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়—আধুনিকায়নের প্রকৃত সূচনা হয়ে গেছে রেনেসাঁ যুগ থেকেই)। বৃহত্তর সামাজিক গতিশীলতার লক্ষ্যে ঔরসভিত্তিক অভিজাততন্ত্রের অপনোদন—ইসলামি সমাজে যতটা গভীর, অক্সিডেন্টে নয়। ইসলামি শরিয়াহ আইনের একদম মূল প্রাণের অংশ হচ্ছে গিল্ড (বৈদেশিক বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে গঠিত ব্যবসায়ী ও শিল্পীদের সংগঠন) ও এস্টেটের পরিবর্তে স্বাধীন ব্যক্তিকেন্দ্রিক চুক্তিসমূহকে গুরুত্ব দেওয়া।

ঐতিহ্য ও অনুকরণপ্রিয়তা থেকে যুক্তি ও উদ্ভাবনের পথে যাত্রা শুধু 'আধুনিক পশ্চিমা ট্রান্সমিউটেশনে'ই সীমাবদ্ধ নয়, এটিই সেই বৈশিষ্ট্য নয়, যা পশ্চিমকে তাদের পূর্বসূরি এবং তাদের সমকালীন বাকি বিশ্ব—উভয় থেকে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত করেছে। এটি বরং সময় ও অর্থ বিনিয়োগের ধারায় পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে কিছুটা অবদান রেখেছে এবং গতিশীল করেছে। পশ্চিমকে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত করেছে শুধু টেকনিক্যালিজম—সর্বক্ষেত্রে বাকি সব কিছুর ওপরে বিশেষায়িত প্রায়োগিক বিবেচনার প্রাধান্য। মূলত এই বিশেষ ধারাবলেই (টেকনিক্যালিজম বলে) পরিবর্তন অকল্পনীয় দীর্ঘ মেয়াদ লাভ করেছে। যার ফলাফল ইতিহাসের জীবনে সর্বক্ষেত্রে নতুন আবহ তৈরি করেছে। ফলে মূল বিষয়টি এই নয় যে মিউটেশনের ফলে সহসাই মানবমন 'মুক্ত' হয়ে গেছে, স্বাধীনভাবে জগতের নতুন নতুন ক্ষেত্র অনুসন্ধানে ব্রতী হয়ে পড়েছে এবং প্রথাগত পক্ষপাতের বিপরীতে গিয়েও নতুন পথ উন্মোচনে সক্ষম হয়েছে। বরং মূল বিষয় হচ্ছে তখন পর্যন্ত—এমনকি সমাজের সবচেয়ে মুক্তপ্রাণের জন্যও—অসম্ভব ও অবাস্তব ছিল, এমন সব সামাজিক বিনিয়োগের বাস্তব (কনক্রিট) সুযোগ তৈরি হওয়া; যার ফলে তখন পর্যন্ত প্রথাগত জীবনে বিশ্বাসী এবং চিরায়ত বুদ্ধিবৃত্তিক ধারা থেকে সামান্যতম বিচ্যুতিতে প্রতিরোধকারী মনগুলোও নতুন প্রাপ্ত সুযোগে মুগ্ধ হয়ে যায়, আকর্ষিত হয়। এভাবেই ধীরে ধীরে প্রতিরোধ কমে আসতে শুরু করে। মনের মুক্তি নয়, বরং টেকনিক্যালিজমই মুখ্য।

এখন আমরা বিনিয়োগের নতুন ধারায় কী কী নতুন সংযোজন ঘটেছিল, তা নির্ণয়ের চেষ্টা করব। রেনেসাঁ যুগের সুচিন্তিত উদ্ভাবন কৃষি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পারি না। এখানকার খোদ কৃষি সেক্টরে 'শক্তিচালিত' যন্ত্রপাতির প্রাধান্য। এ ছাড়া কৃষিসহায়ক পণ্যসামগ্রী উৎপাদনে আবার 'ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন' দরকার। ফলে দেখা যাচ্ছে টেকনিক্যালাইজেশনের গোটা প্রক্রিয়াটা (ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের চেয়ে) অনেক বেশি ব্যাপক। এমনকি মূল অর্থনীতিতেও উচ্চ মাত্রার টেকনিক্যালাইজেশন ঘটতে পারে, শক্তিচালিত যন্ত্রপাতি ছাড়াই! যেমন শক্তিচালিত যন্ত্রপাতির আবিষ্কারের পূর্বে। এ কারণেই আঠারো শতকে ফ্রান্সে শক্তিচালিত যন্ত্রপাতি-পূর্ব যুগে আমরা অত্যন্ত উঁচু মাপের টেকনিক্যালাইজেশনের বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই; তাদের অভ্যন্তরীণ বিবর্তনে এবং এমনকি বিশ্ববাণিজ্যেও যার প্রভাব পড়েছে। অর্থনৈতিক উৎপাদনের পাশাপাশি বিজ্ঞান, সামাজিক সংগঠন এবং সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রে টেকনিক্যালাইজেশন ছিল সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। 'টেকনিক্যালাইজেশনের' মতো শব্দই নিরপেক্ষভাবে এই প্রক্রিয়ার সমস্ত দিক অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম; বিশেষ কোনো দিকে অতিমাত্রায় গুরুত্বারোপ ছাড়াই।

টেকনিক্যালাইজেশনের নৈতিক বিচার-বিবেচনা

এখন আমরা এ রকম বিনিয়োগের অবিচ্ছেদ্য মনস্তাত্ত্বিক দিকগুলো দেখতে চেষ্টা করব। প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ কিছু প্রযুক্তিগত প্রত্যাশার সাথে সম্পৃক্ত। টেকনিক্যালাইজেশন সূচনার জন্য জনসংখ্যার সুনির্দিষ্ট কিছু সেক্টরে এ রকম প্রত্যাশা প্রয়োজন। কিন্তু তারপর প্রক্রিয়াটি নিজেই অন্যদের প্রলুব্ধ করে।

প্রযুক্তিগত প্রত্যাশার কেন্দ্রে রয়েছে প্রযুক্তিগত নিখুঁততার মাধ্যমে নৈর্ব্যক্তিক দক্ষতা অর্জন। ইতিহাসের সর্বকালেই দক্ষতার কদর ছিল, বিশেষত সামরিক দক্ষতা। তবে সীমিত কিছু ক্ষেত্রে। অনুরূপ সব সময়ই প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ এবং নিখুঁততাও বিদ্যমান ছিল। যেমন নান্দনিক হস্তশিল্পে। কিন্তু বর্তমানে পশ্চিম ইয়োরোপে প্রযুক্তিগত দক্ষতা কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করছে। গঠনমূলক কার্যক্রমে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবে কাজ করছে। এই মনস্তাত্ত্বিক স্তর থেকে যদি বলা হয় যে সামাজিক সংগঠনের সমস্ত দিক টেকনিক্যালাইজড হয়ে যাচ্ছে; এর অর্থ দাঁড়ায় সামাজিক দিকগুলোকে এমন সুচিন্তিত ধারায় পুনর্গঠন করা হচ্ছে, যেন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রোটেস্ট্যান্টিজমের উদ্ভবে কৃষি যুগে প্রচলিত ধর্মীয় অনুজ্ঞার বাইরে যাওয়ার দরকার হয়নি—যার কিছু মৌলিক বৈশিষ্ট্য কৃষি যুগের ইসলামেও উপস্থিত—অভিজাত-কুসংস্কারাচ্ছন্নতা ছাড়াই তা পরবর্তী ধর্মীয় আন্দোলনমূহকে বেগবান করেছে।

যা-ই হোক, বাস্তবে অক্সিডেন্টের বিনিয়োগক্ষেত্র কিছুটা সংকুচিত ছিল। সেসব ক্ষেত্রে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়েছে, যেগুলো ব্যক্তিকে অনেক বেশি উপকৃত করতে সক্ষম। যেমন স্বাস্থ্যক্ষেত্রে সুস্বাস্থ্যবিধি তৈরিতে চিকিৎসকেরা বিগত হাজার বছরে যে পরিমাণ মনোনিবেশ করেছেন, সম্ভবত তার চেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। রোগ সারানোর প্রযুক্তিগত উপায় অবলম্বন বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। নাচ ও মুষ্টিযুদ্ধের মতো তীব্র পুরুষালি বিষয়গুলো কিছু উচ্চ সংস্কৃতিতে যে পরিচর্যা পেয়েছে, সম্ভবত এ ক্ষেত্রে পশ্চিমের সমকক্ষ কেউ নেই।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে পশ্চিমারা সেসব ক্ষেত্রে খুব একটা অনুসন্ধান চালায়নি, যেগুলো মূর্ত আকারে, বস্তুগত উপাদান দিয়ে প্রকাশ করা যায় না। যেমন ইয়োগার কিছু বিশেষায়িত অতীন্দ্রিয় কলাকৌশল; খ্রিষ্টান ইয়োরোপেও সুফিবাদের সম্ভাবনাময় সূচনা সত্ত্বেও সুফিবাদ বলতে গেলে পুরোপুরি উপেক্ষিত ছিল। কিংবা সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যার বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল।

সুতরাং বলা চলে, টেকনিক্যালাইজেশন প্রক্রিয়ার সাথে আসা প্রত্যাশার পারদ নিছক র‍্যাশনাল চিন্তাধারার প্রতিচ্ছবিই নয়, বরং অত্যন্ত নির্বাচিত এবং উপলব্ধিযোগ্য 'টেকনিক্যালিস্টিক' উদ্দীপনার বহিঃপ্রকাশও বটে; যাকে মুসলিম এবং খ্রিষ্টান—উভয়েই আখ্যায়িত করে 'বস্তুবাদ' (Materialistic) হিসেবে।

প্রযুক্তিবাদের উপাদানসমূহ

প্রযুক্তিগত দক্ষতার প্রাধান্য টেকনিক্যালিস্টিক স্পিরিটের অন্তর্ভুক্ত বেশ কয়েকটি পরস্পরসংযুক্ত প্রবণতার পরোক্ষ প্রকাশ। র‍্যাশনালাইজড টেকনিকের মতো সেগুলোও মোটাদাগে স্বৈরতান্ত্রিক ঐতিহ্য থেকে স্বাধীন বিবেচনার অংশ হিসেবে গণ্য হতে পারে। এগুলোর মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ, সম্ভাব্য সকল র‍্যাশনাল চিন্তার সেবা নয় এবং এমন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

AI CAMERA
Shot by narzo 50

ক্ষেত্রগুলোতে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ অপরাপর অনেক ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত বিশেষায়ণের ওপর নির্ভরশীল ছিল। যেমন কোনো বিশেষ একটা ক্ষেত্রের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেত আরেকটি ক্ষেত্রে সাধিত উৎকর্ষের মাধ্যমে। বিনিময়ে এটি আবার সেই সেক্টরের দক্ষতাবৃদ্ধিতে সহায়তা করত। এই প্রক্রিয়া বহুদূর নিয়ে যেতে হলে একটি সমাজের প্রধান প্রতিটি সেক্টর এতে যুক্ত থাকতে হবে এবং একবার এই প্রক্রিয়া শিকড় গেড়ে বসে গেলে দক্ষ মানবসম্পদ ও অর্থনৈতিক বিনিয়োগসহ সব ধরনের আবিষ্কার-উদ্ভাবন জ্যামিতিক হারে বাড়তে শুরু করে। প্রতিটি ধাপের উদ্ভাবন পরবর্তী ধাপের পথ পরিষ্কার করে।

টেকনিক্যালিস্টিক প্রক্রিয়ায় আমরা দেখতে পাই অধিকাংশ কৃষিভিত্তিক সমাজের মূল বৈশিষ্ট্য পরিত্যক্ত হয়ে যায়। কৃষিভিত্তিক সমাজ তো বটেই, এমনকি যেসব সমাজ সরাসরি কৃষিভিত্তিক ছিল না; যেমন যাযাবর ও বণিক সম্প্রদায়, তারাও অস্তিত্ব রক্ষার জন্য তাদের কৃষিভিত্তিক মূল সমাজের ওপর নির্ভরশীল ছিল। কৃষিভিত্তিক সমাজের 'কৃষি-উদ্বৃত্ত' (agricultural surplus) বণিক সম্প্রদায়ের খদ্দেরদের প্রধান উপার্জন ছিল; খদ্দেররা ছিল উচ্চ সংস্কৃতির বাহক ভূস্বামী। কিন্তু পরস্পরসংযুক্ত টেকনিক্যালিজম আয়কাঠামোকে 'মুক্ত' করে দেয়; উচ্চ সুবিধাভোগী শ্রেণির আয়ের প্রধান মাধ্যম হিসেবে তাদের কর্তৃক কৃষিজীবীদের শোষণমুক্তি ঘটে।

খাদ্যের মতো জীবনের প্রধান উপাদান সরবরাহের ক্ষেত্রে শিল্প খাত কৃষি খাতের জায়গা দখল করে নেওয়ার মাধ্যমে এই প্রক্রিয়া ঘটেনি। বরং ঘটেছে সমাজের অকৃষি খাতগুলো উচ্চ সংস্কৃতিধারী, সুবিধাভোগীদের বিশেষ উপার্জনক্ষেত্র হয়ে ওঠার মাধ্যমে এবং তা পূর্বের মতো গুটিকতক নগরকেন্দ্রে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং গোটা অর্থনীতিজুড়ে বিস্তৃত ছিল। এমনকি কৃষি খাতে কোনোরূপ উদ্বৃত্ত বৃদ্ধি করা বাদেই প্রযুক্তিগত বিশেষায়ণবলে উৎপাদনশীলতা বাড়ানো সম্ভবপর হয়ে যায়। ফলে মোট উৎপাদন বাড়ে, যদিও বেশির ভাগ ছিল অকৃষি পণ্য। এভাবে সমাজের বৃহৎ একটা অংশের আয় কৃষিভিত্তিক খাত থেকে আসার প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যায়। যদি প্রযুক্তিগত প্রক্রিয়াকে বহুদূর এগিয়ে নিতে হয়; ভিন্ন ভাষায় বললে সমাজের সুবিধাভোগীদের সুবিধার পরিমাণ বিস্তৃত করতে হয়, তবে শুধু শ্রমিকপ্রতি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করলেই চলবে না, শ্রমিকের সংখ্যাও বাড়াতে হবে। অনুরূপ অধিকতর

2025/12/16 09:47

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ছড়িয়ে পড়ে। দেকার্তে থেকে শুরু করে কান্ট পর্যন্ত—টেকনিক্যালিস্টিক দর্শন বিজ্ঞানের ওপর ভর করে নতুন এপিস্টেমোলজিক্যাল (জ্ঞানতাত্ত্বিক) দর্শন গড়ে ওঠে।

সবশেষে সামাজিক জীবনেও টেকনিক্যালিস্টিক প্রবণতা তুমুল হর্ষধ্বনি লাভ করে। যদিও বৈশ্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে সূচনাকালে অতটা তীব্র ছিল না। সদ্যোত্থিত 'চূড়ান্ত' ও 'আলোকিত' রাজতন্ত্র অক্সিডেন্টের প্রশাসনকে অতটুকু দক্ষ করে তুলতে সচেষ্ট হয়, অপরাপর স্থানে যতটুকু দক্ষ ছিল; যেমন ওসমানি সাম্রাজ্য। কিন্তু ফরাসি বিপ্লব নাগাদ আইনের মাধ্যমে সমাজ নিয়ন্ত্রণ, ফাইল ও রিপোর্টসমূহের প্রযুক্তিগত নির্ভুলতা এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ—সরকারব্যবস্থার পুরো ধারণাটার প্রয়োগ এবং পাবলিক সার্ভিস বা জনসেবার দৃষ্টিকোণ থেকে সরকারব্যবস্থার উপকারিতা মূল্যায়নের ধারা অকল্পনীয় মাত্রায় পৌঁছে যায়। এমনকি চীনের সাং রাজবংশ এবং ইয়োরোপের পূর্ববর্তী সমস্ত সরকারব্যবস্থা ছাড়িয়ে যায়। পরবর্তী কয়েক দশকে দুটি বিকল্পের যেকোনো একটি অপরিহার্য হয়ে ওঠে; হয় নিজেদের পুনর্গঠন করতে হবে, নয়তো নতুন ধারার আলোকে পুনর্গঠিত 'হয়ে যেতে' হবে।

পরস্পর নির্ভরশীল প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের বিস্তৃতির সাথে সাথে নতুন মাত্রার দক্ষতা প্রয়োজন হয়। অতি অল্পসংখ্যক শিক্ষিত ও এক্সপার্ট যথেষ্ট ছিল না, ফলে ইয়োরোপিয়ান জনসংখ্যার বৃহৎ একটা অংশকেও দক্ষ করে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ব্রিটিশ ক্লার্ক ও শ্রমিকদের নতুন কর্মপরিবেশের উপযোগী করে গড়ে তুলতে হয়েছে। আঠারো শতকের শেষ নাগাদ কোনোরূপ দুর্ঘটনা ছাড়াই যেন সুচারুরূপে কাজ সম্পন্ন করা যায়, সেই লক্ষ্যে নতুন শক্তিচালিত মেশিনারিজ পরিচালনায় শ্রমিকদের প্রশিক্ষিত করতে হয়েছে। (শক্তিচালিত যন্ত্রপাতি পূর্ণরূপে ছড়িয়ে পড়ার পরই শুধু নতুন রিক্রুটদের ব্যাপক হারে প্রশিক্ষণ প্রদান সম্ভবপর হয়)। প্রোটেস্ট্যান্ট ও ক্যাথলিকদের মাঝে ছাপা বইয়ের ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে জনসংখ্যার বৃহৎ অংশ এমনকি বুদ্ধিবৃত্তিক উদ্ভাবনেও নিমগ্ন হয়। প্রতিটি বৃহৎ কাজই অসংখ্য সেক্টরের স্পেশালাইজেশনের ওপর সরাসরি নির্ভরশীল ছিল এবং প্রযুক্তির প্রতিটি শাখা ক্রমে এত জটিলতর হয়ে ওঠে যে যথাযথ প্রশিক্ষণ বাদে কোনো বহিরাগতের প্রবেশ সম্ভব ছিল না। বলা চলে সুনির্দিষ্ট একটা মাত্রায় পুরো জনগোষ্ঠীই—বিশেষত উচ্চাকাঙ্ক্ষীরা—টেকনিক্যালিস্টিক দৃষ্টিভঙ্গি লালন ও পরিচর্যা করতে বাধ্য হয়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এগুলো সর্বোচ্চ দক্ষতা নিশ্চিত করতে পারে। এই অর্থেই টেকনিক্যালাইজেশন কর্তৃত্ববাদী ঐতিহ্য থেকে স্বাধীন বিবেচনা পানে একটি সুবৃহৎ পরিবর্তনের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ঘটাচ্ছে।

মনস্তাত্ত্বিক স্তরেই আমরা 'ট্র্যাডিশনাল-র‍্যাশনাল'-এর মতো শব্দ দ্বারা যা বোঝানো হয়েছে, তার বৈসাদৃশ্য উদ্ভাবনে সচেষ্ট হই। আধুনিক জীবন মানবিক যুক্তিবোধের (Humanly Rational) সাথে পুরোপুরি যায় না; এই বিষয়ে কমবেশি সচেতনতা রয়েছে। কিন্তু বর্তমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের রচনাবলিতে চোখ বোলালে মনে হয় যে এখনো পাঠকদের সতর্ক করা দরকার; যেন টেকনিক্যালিস্টিক স্পিরিটকে মানবিক যুক্তিবোধের সাথে গুলিয়ে না ফেলে। মানবিক যুক্তিবোধ কোনো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে পরিচালিত সুচিন্তিত পদক্ষেপের সমার্থক হতে পারে না। কখনো বাস্তব ক্ষেত্রে কর্মোপযোগী কোনো উদ্ভাবন অসংগত বা মানবযুক্তিবোধ-বহির্ভূতও প্রমাণিত হতে পারে। আবার প্রযুক্তিগত দক্ষতাবৃদ্ধিতে নৈতিকতা, সৌন্দর্য ও মানবিক অঙ্গীকারসমূহের সমস্ত দিক অন্তর্ভুক্ত করার প্রচেষ্টাও দুঃস্বপ্নে পরিণত হতে পারে।

এটি বলা হতে পারে যে 'র‍্যাশনাল' এবং 'ট্র্যাডিশনাল' শব্দদ্বয় আধুনিক এবং প্রাক্-আধুনিকতার প্রতিনিধি; র‍্যাশনাল অর্থ 'বিশেষায়িত প্রযুক্তিগত লক্ষ্যে সুচিন্তিত প্রচেষ্টা', পক্ষান্তরে 'ট্র্যাডিশনাল' অর্থ হলো 'ঐতিহ্যের স্বৈরতান্ত্রিক পদ্ধতি'। কিন্তু পাঠক ও লেখক উভয়েই শব্দগুলোকে অধিকতর সাধারণ অর্থে বুঝে থাকে। একজন আধুনিক পশ্চিমার চোখে নিজের টেকনিক্যালিস্টিক জীবনধারাকে 'র‍্যাশনাল' হিসেবে দেখা এবং কৃষিজীবী সমাজের রীতিনীতিকে র‍্যাশনালিটিবিরোধী ঐতিহ্যের অন্ধ অনুকরণ হিসেবে আখ্যা দেওয়া খুবই স্বাভাবিক।

স্কলারদের শব্দটির সজ্ঞান ব্যবহার এই পক্ষপাতকে আরও শক্তিশালী করে। তাই বাস্তবতা দেখানো প্রয়োজন। অর্থনীতির আধুনিক বা টেকনিক্যালিস্টিক সেক্টরগুলো ক্ষেত্রবিশেষে স্বাভাবিক মানবিক যুক্তিবোধ-বহির্ভূত হতে পারে। আবার অনেক ট্র্যাডিশনাল সমাজ সাধারণ মানবযুক্তিবোধের অনুগামী হতে পারে এবং একই সাথে টেকনিক্যালিস্টিক উন্নয়নেও অবদান রাখতে পারে। তাই র‍্যাশনাল ও ট্র্যাডিশনাল শব্দগুলোর সাধারণ ব্যবহার বহাল রাখাই যুক্তিযুক্ত। সাধারণ ব্যবহার অনুযায়ী প্রতিটি সমাজই এই অর্থে ট্র্যাডিশনাল যে এটি সুনির্দিষ্ট ঐতিহ্য মেনে চলে, চাই সে ঐতিহ্য টেকনিক্যালিজমের অধীনেই গড়ে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উঠুক না কেন। অনুরূপ প্রতিটি সমাজই র‍্যাশনাল, এই অর্থে যে এর প্রতিষ্ঠানগুলো শুধু তখনই দীর্ঘমেয়াদি হবে, যদি এগুলো বাস্তবতা অনুযায়ী পরিচালিত হয়।

এই বিতর্কও তোলা যেতে পারে যে বাস্তবে উচ্চ মাত্রার টেকনিক্যালাইজড সমাজে তাদের ঐতিহ্যের কার্যকারিতা দেখা যায়, যা ব্যক্তিগত র‍্যাশনালিটি পরিবহনে সহায়ক। পক্ষান্তরে তুলনামূলক কম টেকনিক্যালাইজড সমাজের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো তাদের মধ্যকার সুযোগসন্ধানী 'র‍্যাশনালিটি', যা তাদের সাংস্কৃতিক সংকটের ফলে সৃষ্টি হয়েছে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে টেকনিক্যালিস্টিক মনোভাব আরও সুচতুর উদ্ভাবন, বাজার ও আউটপুটের হিসাবনিকাশের ওপর নির্ভরশীল। এগুলো এবং বিগত দুই শতক ধরে প্রযুক্তিগত দক্ষতার ক্রমবর্ধমান চাহিদার ফলে নতুন অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনার উপযোগী পরিবেশ গড়ে উঠেছে। কারিগর সংরক্ষণ, ব্যক্তিগত মর্যাদা কিংবা ব্যবসায়ীদের ঐক্য রক্ষার পরিবর্তে এখানে প্রাধান্য পেয়েছে পুনর্বিনিয়োগের মাধ্যমে পুঁজি থেকে অধিকতর মুনাফার বিবেচনা, প্রযুক্তি চলমান রাখার বিবেচনা। পারিবারিক ব্যবসার গোপন সূত্র স্থানান্তরিত হয়েছে সরকারি পেটেন্ট অফিসে।

বৈজ্ঞানিক গবেষণাতেও একই রকম মনোভাব জেঁকে বসে। এমনকি জ্যোতির্বিদ্যায়ও (সামরিক বাহিনীর মতো, যেখানে টেকনিক্যালাইজেশন সব সময়ই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে) নতুন উদ্যম বেশ দৃশ্যমান ছিল। ব্রাহে এবং কেপলার থেকে এই ধারা শুরু হয়। অত্যন্ত উচ্চ প্রযুক্তির যন্ত্রপাতির মাধ্যমে অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ নতুন গবেষণার প্রধান অনুষঙ্গে পরিণত হয়। অক্সিডেন্টে ন্যাচারাল সায়েন্সের ধারায়ও বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাধীনতা বজায় ছিল, যা তারা পূর্বে অর্জন করেছিলেন। মুসলিম এবং খ্রিষ্টান উভয়ের মাঝে এই স্বাধীনতার প্রকাশ ঘটেছিল; আপেক্ষিক বাস্তবতাবাদের (relative empiricism) ভেতর দিয়ে। তারা জগতের টেলিলজিক্যাল এবং হায়ারার্কিক্যাল দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন বটে, তবে এতে মোহাচ্ছন্ন ছিলেন না। তীব্র বিশেষায়ণের ফলে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের স্বাধীনতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই সাথে বাস্তবতাবাদ প্রায় রুটিনে পরিণত হয়েছে। আঠারো শতক নাগাদ টেকনিক্যালিস্ট উদ্দীপনা জ্যোতির্বিদ্যা ও ফিজিক্স থেকে কেমিস্ট্রি, জিওলজি ও বায়োলজিতে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কেউ মনে করতেই পারে যে আন্দোলনের বুদ্ধিবৃত্তিক অংশ অর্থনৈতিক অংশের ওপর নির্ভরশীল ছিল। হ্যাঁ, ছিল। তবে তা এই অর্থে নয় যে ন্যাচারাল সায়েন্স সরাসরি বাণিজ্যিক উদ্ভাবন থেকে লাভবান হয়েছে। বরং এই অর্থে যে শিল্প খাতে বিনিয়োগ পুরো অর্থনীতিতে নতুন সম্পদ খালাস করেছে, যার বহুমাত্রিক ব্যবহারকারীর তালিকায় স্কলাররাও ছিলেন। তাঁরা শিল্প খাত ও বাণিজ্যযাত্রা যে মাত্রায় বর্ধিত হচ্ছিল, তার সাথে তাল মিলিয়ে নতুন প্রাপ্ত অর্থবিত্তের 'সদগতি' করেছেন। ফলে বুদ্ধিবৃত্তিক সমৃদ্ধি বাহ্যত পুরোপুরি স্বাধীন ও আলাদা ছিল এবং ন্যাচারাল সায়েন্স সুনির্দিষ্ট একটি মাত্রায় পৌঁছার পর নানা সেক্টরের বিশেষায়িতকরণ বাদে আর উন্নতি সম্ভব ছিল না। তেরো শতকের পর তৎকালীন মানবসম্পদ দিয়ে অক্সিডেন্টে অধিকতর বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন সম্ভব ছিল না বিধায় এতে স্থবিরতা নেমে আসে— আমরা তা মানি বা না মানি, এ কথা সত্য যে ষোলো শতকে এ রকম মানবসম্পদের সহসা বৃদ্ধি বেশ 'লিবারেটিং' ইফেক্ট ফেলেছে। বিশেষত সেসব সেক্টরে, যেগুলো নানামুখী বিশেষায়িতকরণের ওপর নির্ভরশীল। শিল্প খাত যে মাত্রায় বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষ অর্জন করেছে, তা ছিল প্রধানত যন্ত্রাংশ উৎপাদনকারীদের দক্ষতা ও প্রযুক্তিগত জ্ঞানের প্রভাব, যাদের বিশেষ উদ্ভাবন বিজ্ঞানের টেকনিক্যালিস্টিক প্রবণতার বহিঃপ্রকাশ।

বৈজ্ঞানিক ও অর্থনৈতিক জীবনে ব্যাপক মাত্রার ক্রমবর্ধমান টেকনিক্যালিজম বেশ কিছু গুণগত পরিবর্তন বয়ে আনে। সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনটা ছিল যেসব প্রতিষ্ঠান টেকনিক্যালিস্টিক উৎকর্ষ অর্জনে নিবেদিত, সেগুলোতে বর্ধিষ্ণু সময় ও ফান্ডের জোগান। পরিণতিতে এই প্রতিষ্ঠানগুলো আবার এই প্রক্রিয়া তীব্রতর করেছে। ক্রমান্বয়ে সতেরো ও আঠারো শতকে অক্সিডেন্টে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এতই ব্যাপক ও সুগভীর শিকড় গেড়ে ফেলে যে এর বাইরে সৃষ্ট কোনো প্রক্রিয়া একে প্রতিহত করতে কিংবা গুরুতরভাবে ব্যাহত করতে সক্ষম ছিল না।

এই প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের জন্যও অধিকতর স্পেশালাইজেশন দরকার। নিছক ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ এর জন্য যথেষ্ট নয়। কারণ, 'বিচ্ছিন্ন' প্রযুক্তিজ্ঞান, যেমন মেশিন দিয়ে সুতা বুননের অতি বিশেষায়িত এবং দক্ষ প্রক্রিয়া প্রাচীন মিসরের কপটিক ভূখণ্ডসমূহেও দেখা যেত; সমীক্ষাকারীদের রিপোর্ট অনুযায়ী। বিশেষত প্রধান

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ব্যাপক মাত্রায় চর্চিত হয়েছিল যে এগুলোর প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ঘটে, কদাচিৎ প্রকাশের পরিবর্তে এটি বরং প্রধান বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়। টেকনিক্যাল স্পেশালাইজেশনের জন্য অতীব প্রয়োজনীয় র‍্যাশনাল বিবেচনা প্রধানত 'নিরবচ্ছিন্ন উদ্ভাবনের প্রত্যাশা'র ওপর নির্ভরশীল, যার সারবত্তা হচ্ছে অনুসন্ধানী মনোভাব গড়ে তোলা, ইতিমধ্যেই যা সাধিত হয়ে গেছে, সেগুলোকে সত্য হিসেবে ধরে নেওয়ার প্রবণতা যথাসম্ভব কমিয়ে আনা, প্রতিষ্ঠিত সব ধরনের কর্তৃপক্ষকে প্রত্যাখ্যান করা এবং ভুল প্রত্যাখ্যান থেকে সৃষ্ট সম্ভাব্য সকল ঝুঁকি মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকা। এই যুগের সূচনাকালে অক্সিডেন্ট এবং সর্বত্রই প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে কৃষি যুগের রক্ষণশীল প্রবণতার প্রাধান্য ছিল। যদিও রেনেসাঁর মাধ্যমে সেগুলো কিছুটা থিতিয়ে এসেছিল বটে। রক্ষণশীলতা চিন্তার ধারা ছিল; জীবনের অস্থিরতা থেকে অতি স্বাভাবিকভাবেই সৃষ্টি হবে বিশৃঙ্খলা, তাই বিশৃঙ্খলা রোধে প্রতিষ্ঠিত ধারাগুলোকে যথাসম্ভব সংরক্ষণ করতে হবে শৃঙ্খলা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে। (সংস্কৃতির সংজ্ঞাতেই বলা হচ্ছে—প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে কার্যসিদ্ধির উপায়সমূহ হস্তান্তর। ফলে কেউই শূন্য থেকে শুরু করতে হয় না)। আঠারো শতকের শেষ নাগাদ অক্সিডেন্টের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রতিষ্ঠান খোলামেলাভাবে এবং সোৎসাহে পরিবর্তনগুলো গ্রহণ করে নেয়, উদ্ভাবনগুলোও। বিজ্ঞান সংঘসমূহের মতো বিজ্ঞান সাময়িকীগুলোও পুরাতন জ্ঞানের সেবায় নিবেদিত ছিল না, বরং নতুনের অন্বেষণে ছিল। উদ্ভাবনের আইনি সুরক্ষাকল্পে পেটেন্টের আবির্ভাব হয়, যা অবশ্য শিল্প খাতে পূর্ব থেকেই চলমান ছিল; সফলতা তার ঝুলিতেই যাবে যে সবচেয়ে দ্রুত, সর্বাধিক কার্যকরীভাবে উদ্ভাবন করতে সক্ষম। নতুন সামাজিক বিন্যাসে উদ্ভাবনের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ঘটে।

সবশেষে খোদ সরকারও এই নীতি গ্রহণ করে নেয়। আইনসভার (লেজিসলেচার) একদম মৌলিক ধারণাই দাঁড়িয়ে আছে এই বিশ্বাসের ওপর যে সংসদের মূল কাজ ট্যাক্স নির্ধারণ নয়, প্রশাসক নিয়োগ নয়, যুদ্ধ ও সংকটকালে সিদ্ধান্ত গ্রহণ নয়, বরং প্রতিনিয়ত 'আইন পরিবর্তন'। নতুন সামাজিক বিন্যাসের প্রাণে 'সচেতন পরিবর্তন' কতটা গভীর, এটি তার প্রতিবিম্ব। Axial Age থেকেই চিন্তকেরা প্রশাসনকে পরিবর্তনের ক্ষমতা প্রদান করেছেন। বিদ্যমান আইনও পরিস্থিতির আলোকে পরিবর্তন করা যেত। আইনের ধর্মই হলো যথাসম্ভব 'চিরন্তন' হওয়া। কিন্তু সব

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কৃষিভিত্তিক কাঁচামালের জোগানও লাগবে। সুতরাং কায়িক শ্রম আর পশু দিয়ে উৎপাদিত কৃষিপণ্যের সীমিত উৎপাদনসংকট কাটিয়ে উঠতে হবে। যার জন্য খোদ কৃষিতেও নতুন সামাজিক প্রক্রিয়ার বিস্তৃতি ঘটতে হবে। তবে সাময়িক একটা সমাধান হতে পারে কৃষিতে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের পরিবর্তে দূরবর্তী অঞ্চল থেকে কৃষিপণ্য আমদানি করা। কৃষি ও কৃষিভিত্তিক সমাজের সমস্ত ভূমিকা ভবিষ্যৎ ইসলামি বিশ্বের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণিত হবে।

এই পুরো প্রক্রিয়া এবং যে সামাজিক প্রেক্ষাপটে এর উদ্ভব—একে আমি বলি টেকনিক্যালাইজেশন। এর সংজ্ঞায়নে আমি বলি, এটি সুচিন্তিত (এবং উদ্ভাবনী) প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের এমন স্তর, যেখানে সমাজের গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরগুলোর প্রতি প্রত্যাশা নির্ধারিত হয় পরস্পরসংযুক্ত বহু সেক্টরে উৎর্কষের প্রেক্ষিতে। আমি 'ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন'-এর বিপরীতে 'টেকনিক্যালাইজেশন' শব্দ নির্বাচন করেছি। কারণ, ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন মূলত পুরো প্রক্রিয়ার একটা অংশমাত্র। আঠারো শতকের শেষ ভাগে শিল্পবিপ্লব সম্ভব হয়েছিল অনেক কিছুর সম্মিলনে; বিশেষায়িত যন্ত্রপাতি, ক্রমবর্ধমান 'গণ' বাজার এবং অসীম জোগানযোগ্য বাষ্পীয় শক্তি বা স্টিম পাওয়ার। ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের অর্থ হচ্ছে কোনো দেশের অর্থনীতিতে এ রকম শক্তিচালিত যন্ত্রের প্রাধান্য। (হয়তো শক্তির পরিবর্তন ঘটতে পারে। বাষ্পশক্তির জায়গায় আসতে পারে বিদ্যুৎ, আণবিক শক্তি। অ্যাসেম্বলি লাইন কিংবা অটোমেশনের মাধ্যমে বিদ্যমান শক্তির কার্যকরিতা বৃদ্ধি পেতে পারে। মানুষের ওপর এগুলোর গুরুতর প্রভাব পড়তে পারে। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও আঠারো শতকের শেষ ভাগে সূচিত পরিবর্তন—যা পূর্বেকার কৃষিভিত্তিক সমাজের সাথে গুরুতর পার্থক্য এনে দিয়েছে—অপরিবর্তনীয়ই রয়ে যেতে পারে।) উৎপাদনে শক্তিচালিত যন্ত্রপাতির প্রাধান্য সতেরো ও আঠারো শতকে সংঘটিত অর্থনৈতিক পরিবর্তনসমূহের চূড়ান্ত মাত্রা এবং সাম্প্রতিক সময়ে এটি আধুনিকতার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচিত। কোনো দেশকে আধুনিক হতে হলে অবশ্যই একে 'ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজড' হতে হবে। এত সবকিছুর পরও এটি নিছকই 'প্রতীক'।

আমাদের উদ্দেশ্য সাধনে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের চেয়ে ব্যাপকতর ধারণা প্রয়োজন। যেমন ডেনমার্ক একটি কৃষিপ্রধান দেশ। তাই বলে আমরা একে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজড দেশের তালিকার বাইরে বের করে দিতে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নৈতিক গুণগত মানের দিক থেকে বলা যায়, টেকনিক্যালাইজেশন এত দূর পৌঁছে গেছে, যেখানে প্রযুক্তিগত বিশেষায়ণ অনেক বেশি বৈচিত্র্যময় ও জটিল। ফলে একজন শ্রমিক বা স্কলার যে সেক্টরের একাংশে কাজ করছেন, তার পক্ষেও সেই সেক্টরের পুরোটা উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না। গোথে (Goethe)—ট্রান্সমিউটেশনের পূর্ণতা যুগের একজন লেখক। তাঁকে বলা হয় লাস্ট অব দ্য ইউনিভার্সাল ম্যান। যখন তাঁর নাট্যোদ্ভাবনে নিমগ্ন ছিলেন, এতে যুক্ত সমস্ত উপাদান ও সেগুলোর প্রযুক্তিগত প্রক্রিয়া তিনিও পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারেননি। ইবনে খালদুন কিংবা লেওনার্দোও নিজেদের সময়কে এর চেয়ে বেশি ধারণ করতে পারেননি।

টেকনিক্যালিজমের 'ডি-হিউম্যানাইজিং' বা বি-মানবিকীকরণ প্রভাবও ছিল। একই সময়ে ট্রান্সমিউটেশনের ফলে সৃষ্টিশীল মানবজাতির নৈতিকতায়ও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়। স্বতন্ত্র, আদর্শ মানুষের চিত্রকল্প ক্রমান্বয়ে জনপ্রিয় হয়ে উঠছিল। টেকনিক্যালিজমের প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে উত্থান ঘটে এমন মানুষের চিত্রকল্প যে নতুন নতুন কাল্পনিক উদ্যোগ নিতে উদগ্রীব; চরম আত্মনিমগ্নতায়। মানুষের এই 'প্রতিচ্ছবি' বেন জনসনের সময় থেকে বিদ্রূপের শিকার হয়েছে, আর অমরত্ব লাভ করেছে জোনাথন সুইফটের রচিত 'গালিভার্স ট্রাভেলস'-এর মাধ্যমে। ক্রমে মানুষের এই চিত্রকল্প বণিকমহলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বিস্তৃতি লাভ করে; তবে শুধু ব্যবসায় নয়, বরং বিজ্ঞান, প্রশাসন এবং এমনকি ধর্মেও।

মানুষের প্রতিচ্ছবির পাশাপাশি আরও একটি বাহ্যত বিপরীত—কিন্তু অপ্রাসঙ্গিক নয়—ধারণার উদ্ভব ঘটে; 'সভ্য' মানুষের চিত্রকল্প। ট্রান্সমিউটেশনের সময় মানুষের মধ্যে নতুন ধারার নৈতিক মূল্যবোধের উন্মেষ লক্ষ করা যায়, যদিও এটি সরাসরি টেকনিক্যালিজমের সাথে সম্পৃক্ত ছিল না। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল 'জেন্টলিং অব ম্যানার্স' বা কেতাদুরস্তকরণ। উচ্চ শ্রেণির আদবকায়দা ছিল কোমল এবং 'সভ্য' এবং ক্রমাগত তা অধিকতর 'কেতাপূর্ণ' হচ্ছিল। এই কেতাবহির্ভূতদের সাজার ব্যবস্থা করা হচ্ছিল—কখনো সরাসরি নির্যাতনের মাধ্যমে (জেল ও কারাগার), আবার কখনো তথ্য (শিক্ষা) রপ্তানির মাধ্যমে। মূল ধারণাটা ছিল এমন—অধিকতর দার্শনিক কিংবা 'প্রাকৃতিক' শিক্ষার মাধ্যমে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সেখান থেকে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়েছে। সুতরাং টেকনিক্যালিস্টিক জীবনধারার সূচনাও পৃথিবীর যেকোনো নগরজনতার ভেতর ঘটতে পারে; তবে প্রথম আত্মপ্রকাশ সুনির্দিষ্ট সীমিত অঞ্চলেই হবে—এ ক্ষেত্রে ঘটেছে পশ্চিম ইয়োরোপে। এখান থেকে সর্বত্র বিস্তৃত হয়েছে।

বিষয়টি এমন নয় যে নতুন বিপ্লবের অঙ্কুরোদগমের জন্য প্রয়োজনীয় আলো-বাতাস শুধু একটি অঞ্চলেই সীমিত ছিল। ঠিক যেমন পৃথিবীর বৃহৎ একটি জনগোষ্ঠীর মাঝে অসংখ্য চর্চা আর উদ্ভাবন ছাড়া নগর ও সাক্ষর সভ্যতার জন্ম অসম্ভব ছিল, তদ্রূপ 'দ্য গ্রেট মডার্ন কালচারাল ট্রান্সমিউটেশন'-এর জন্যও অগুনতি পূর্ব-উদ্ভাবন ও আবিষ্কার দরকার হয়েছিল, যেগুলো পূর্ব গোলার্ধের নানা শহর-নগরে উদ্ভাবিত হয়েছিল এবং বেশির ভাগই ইয়োরোপের অবদান নয়। বিশেষত অতিসাম্প্রতিক বস্তুগত ও নৈতিক যে উপাদানগুলো ট্রান্সমিউটেশনকে ত্বরান্বিত করেছিল, আগে-পরে সেগুলো বাইরে থেকেই অক্সিডেন্টে এসেছিল। অক্সিডেন্টের মহাগুরুত্বপূর্ণ অর্জনগুলো এসেছিল চীন থেকে। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বিখ্যাত হচ্ছে 'আবিষ্কারত্রয়ী'; গানপাউডার, কম্পাস এবং ছাপাখানা। আঠারো শতকে ইয়োরোপে প্রবর্তিত সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা পদ্ধতির জন্মস্থানও চীনই। ফলে বলা চলে অক্সিডেন্ট সাং চীনের অপূর্ণাঙ্গ শিল্পবিপ্লবের উত্তরসূরিমাত্র এবং তুলনামূলক কম দৃশ্যমান কিন্তু প্রচণ্ড ব্যাপ্তিশীল এবং বিজ্ঞান ও দর্শনের প্রতি অসম্ভব অনুপ্রেরণাদায়ী উপাদানগুলো ভূমধ্যসাগরীয় সমাজগুলো থেকে এসেছিল, বিশেষত ইসলামি অঞ্চল থেকে। পূর্ণ মধ্যযুগে এগুলো অক্সিডেন্টে প্রবেশ করে।

একই রকম গুরুত্বপূর্ণ ছিল বৃহত্তর বিশ্ববাজারের উপস্থিতি, যা দ্বিতীয় সহস্রাব্দের মাঝামাঝিতে মুসলিমদের পৃষ্ঠপোষকতায় আফ্রো-ইয়োরেশিয়ান বাণিজ্য নেটওয়ার্ক নিয়ে গড়ে উঠেছিল। বিশ্ববাজার যাদের নিয়ে গঠিত, সেই সুসমৃদ্ধ ঘনবসতিপূর্ণ নগর জনতার সাথে মেলামেশার ফলেই অক্সিডেন্টের অভ্যন্তরীণ বিবর্তন ঘটেছিল। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সাগরবাণিজ্য, যা মূলত পনেরো ও ষোলো শতকে আইবেরিয়ান পেনিনসুলার মার্কেন্টাইল বিস্তৃতির উত্তরসূরি। এর মাধ্যমেই কল্পনাতীত অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির যাত্রা শুরু হয়; ব্যাপক আকারে মূলধন সংগ্রহের প্রথম শর্ত। অক্সিডেন্ট যে আফ্রো-ইয়োরেশিয়ান ওইকিউমেন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অভ্যন্তরীণ অবক্ষয়ের দিকে এবং একেই কিছু স্কলার ক্রান্তিলগ্নে বৃহত্তর ইসলামি বিশ্বের মহত্ত্ব হ্রাস পাওয়ার ভিত্তি মনে করেন। সম্ভবত কোনো সমাজের উন্নতি পরিমাপ করার সবচেয়ে নিরাপদ মাধ্যম হচ্ছে এর প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, বিশেষত ন্যাচারাল সায়েন্সে। কারণ, এগুলো একই সাথে সমাজের যুক্তিবোধ ও অভ্যন্তরীণ স্বাধীনতার নির্দেশক। কিন্তু বাস্তবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিই সত্য ও স্বাধীনতা পরিমাপ করার একমাত্র হাতিয়ার নয়। বরং টেকনিক্যালিস্টিক মনোভাব যাচাইয়ের মাধ্যম। এগুলোকে অনেক ভেবেচিন্তে মানদণ্ড হিসেবে সাজানো হয়েছে আধুনিক পশ্চিমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের উপায় হিসেবে। বর্তমান সময়ে আমরা এই বিষয়ে অনেক সচেতন যে—ন্যাচারাল সায়েন্স 'উপকারী' তো হতে পারে বটে, কিন্তু একে 'ভালো' হিসেবে চিত্রিত করাটা সংশয়পূর্ণ এবং চূড়ান্ত বিবেচনায় 'বৈধ' ও 'সত্য' বলে দাবি করা যায় না। বস্তুত, আধুনিক পশ্চিমের যতগুলো অর্জন নিয়ে আমরা গর্বিত, তার প্রতিটাকেই সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখার মতো যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

বিগত তিনশত বছর ধরে পশ্চিমে ঘটে চলা 'প্রগতির' সংজ্ঞার প্রকৃত মূল্য নির্ধারণ করতে না পারলেও এটুকু সত্য যে টেকনিক্যালিজম এবং এতৎসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো মানব ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অর্জন এর নিজস্ব ধারায়। এ অক্সিডেন্টাল মানুষজনের মহাবিজয়, তাদের স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর শক্তির হাতিয়ার, তাদের আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনের সার, তাদের বৃহত্তর অংশের সমৃদ্ধির মাধ্যম। ট্রান্সমিউটেশনের উৎপত্তি অনেকাংশে রেনেসাঁজাত সাংস্কৃতিক মুকুল থেকে। পূর্ণ মধ্যযুগে ইসলামি বিশ্ব যে সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিল, রেনেসাঁ অক্সিডেন্টকে নানা ক্ষেত্রে সেই শ্রেষ্ঠত্বের সীমারেখার ঊর্ধ্বে নিয়ে যায়। ট্রান্সমিউটেশন সেই উদ্যম আর বুদ্ধিবৃত্তি থেকে উৎসারিত, যা রেনেসাঁর মাঝে উদ্ভাবনী প্রাণ সঞ্চার করেছিল। এখন প্রশ্ন দাঁড়ায়, পশ্চিমই কেন? অবশিষ্ট সমাজগুলো কেন নয়? অক্সিডেন্টে বিশেষ কী এমন ছিল যে এখানেই অর্জনগুলো স্ফুরিত হলো?

এ ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম আমাদের মনে রাখতে হবে যে যদি ঘটতে হয়ই, তবে কোনো না কোনো অঞ্চলেই ঘটবে; সর্বত্র একসাথে নয়। কৃষিবিপ্লবও সুনির্দিষ্ট একটি কিংবা সর্বোচ্চ কয়েকটি স্থানে ঘটেছে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইসলামি শরিয়াহ আইনের প্রতি পক্ষপাতহীন অনুরক্তের জন্য এখানে প্রশংসার্হ অনেক কিছু রয়েছে। খোদ মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে উৎসারিত শরিয়াহ সাম্যবাদী ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণ, সামাজিক গতিশীলতা আনয়ন, ব্যক্তিগত দায়িত্বশীলতার ওপর গুরুত্বারোপ এবং নিউক্লিয়ার পরিবারের ওপর জোর দিয়েছে। অন্য যেকোনো ধর্মের চাইতে ইসলামে বুর্জোয়া ও বণিকসুলভ গুণাবলির কদর বেশি করা হয়েছে। এটি সর্বদাই ঐতিহ্যের নামে যেকোনো ধরনের কর্তৃত্ব এবং ইউনিভার্সাল ল-এর নামে সেই কর্তৃত্বের ব্যবহারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে। লড়াই করেছে ব্যক্তিগত অহমিকা, জন্মসূত্রে প্রাপ্ত আভিজাত্যের বিরুদ্ধে; কখনো সজোরে, কখনো নীরবে। মানবজাতির সমৃদ্ধির জন্য সুশাসন এবং ব্যক্তিগত নৈতিকতার সমন্বয়ের কথা বলেছে। গ্রেট ট্রান্সমিউটেশনের পর ইয়োরোপের খ্রিষ্টান সমাজ উপরিউক্ত সব গুণই মতাদর্শের স্তর থেকে বাস্তবে নিয়ে আসে। উনিশ শতকের সূচনালগ্নে সচেতন ও সজ্জন মুসলিমদের এ কথা বলতে হতো যে ইসলামি মানদণ্ডেও ইয়োরোপিয়ানরা মুসলিমদের চেয়ে উন্নততর জীবন যাপন করছে।

তবে সমাজের মৌলিক নৈতিক সমস্যাবলি পুরোপুরি সমাধান হয়নি। কারণ, এই সমৃদ্ধি ঘটেছিল সুমেরীয় যুগ থেকে যে শব্দে সমস্যাগুলোর বহিঃপ্রকাশ ঘটত, খোদ সেসব শব্দই পরিবর্তন করে দেওয়ার মাধ্যমে এবং এর যে চড়া দাম, তখন তা মূল্যায়নের জন্য কেউই প্রস্তুত ছিল না। কিছু মুসলিম একদম সূচনালগ্ন থেকেই নতুন ইয়োরোপের ক্ষমতা ও সমৃদ্ধির মূল্য নিয়ে সন্দিহান ছিল। পর্যায়ক্রমে অনেকেরই মোহমুক্তি ঘটে, যখন সমাধানগুলো একে একে ব্যর্থ প্রমাণিত হয়।

অক্সিডেন্টই কেন?

এটি আশা করা উচিত হবে না যে ইতিহাসের সুনির্দিষ্ট সময়ে কোনো সমাজের উৎকর্ষ এবং অর্জন কতটুকু, তা বিচার করার চূড়ান্ত কোনো মানদণ্ড পেয়ে গেছি। ক্ষমতা চর্চা করার সক্ষমতা কিংবা সুনির্দিষ্ট কোনো সময়ে নিয়ন্ত্রণযোগ্য সম্পদ দিয়ে সমাজের সমৃদ্ধি ও অবনতি যাচাই করার আপদ সম্পর্কে আমরা এখন সচেতন। প্রথমেই আমরা নজর দিই

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রযুক্তিবাদী মানদণ্ড অনুযায়ী একজন বিশেষজ্ঞ তাঁর পৈতৃক সম্পর্ক কিংবা অন্য কোনো সম্পর্কবলে মূল্যায়িত হন না, বরং তাঁর ব্যক্তিগত অর্জনের জন্য হন, যা সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নে অবদান রাখে। শুধু একটা আরোপিত পরিচয় প্রশ্নাতীতভাবে বহাল থেকে যায়—মানুষ পরিচয়। ব্যক্তিগত অলঙ্ঘনীয়তা 'মানুষ পরিচয়ের' ওপর আরোপিত হয়, পূর্বে যা ছিল ব্যক্তিগত সম্পর্ক কিংবা দলীয় পরিচয়নির্ভর। এই বিষয়টি আঠারো শতকে সরকারি নৃশংসতা রোধে এনলাইটেনমেন্টের সফলতার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। উদ্ভাবন, প্রযুক্তিগত দক্ষতার পাশাপাশি সুযোগ বৃদ্ধি পায়। সাধারণ মানুষ নিজ মেধা অনুপাতে ক্যারিয়ার গঠনের সুযোগ পায়। অসাধারণেরা পায় তাদের বিশেষত্ব প্রদর্শনের সুযোগ।

এসব পরিবর্তন—যারা সামাজিক নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্রবিন্দুতে আসতে পেরেছে—তাদের জন্য অফুরন্ত পেশিশক্তির জোগান নিশ্চিত করেছে, যার ফলে তাদের বস্তুগত সম্পদবৃদ্ধি ঘটেছে; বাস্তবজ্ঞান বৃদ্ধি করেছে, ফলে সম্ভাব্য সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পেয়েছে; কার্যসিদ্ধির বহু চ্যানেল উন্মুক্ত করেছে, যার কারণে ব্যক্তিগত স্বাধীনতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। সম্পদ, জ্ঞান এবং স্বাধীনতা সামাজিক ক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের সক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে; পণ্য উৎপাদনের ক্ষমতা, বাস্তবতা উদ্‌ঘাটনের ক্ষমতা, মানবজীবন গঠনের ক্ষমতা।

বিষয়গুলো মুসলিমদের জন্য বিশেষ নৈতিক গুরুত্ব রাখে। অন্তত কিছু মাত্রায় হলেও অক্সিডেন্ট সেসব টানাপোড়েনের সমাধান করতে সক্ষম হয়েছিল, যেগুলো সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকেই মানবচৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, যেগুলো ইরানো-সেমেটিক আধ্যাত্মিক ধারায় প্রকাশিত হয়েছিল এবং অক্সিডেন্টালরাও যার অন্তর্ভুক্ত। তারা এমন প্রতিষ্ঠান দাঁড় করাতে সক্ষম হয়, যা মানুষের আইনি সুরক্ষা, টেকসই সামাজিক শৃঙ্খলা এবং সমৃদ্ধি নিশ্চিত করেছে, যেখানে সবচেয়ে সুবিধাবঞ্চিতদেরও অংশ ছিল। অধিকন্তু ব্যক্তিগত পর্যায়েও কিছু নৈতিক মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়—যেমন সততা, অধ্যবসায়, আনুগত্য, বিনয় এবং ব্যক্তিগত সক্ষমতার ঊর্ধ্বে ওঠার ক্ষমতা। এগুলো গোটা ইয়োরোপের নৈতিক নিষ্কলুষতা নিশ্চিত করতে পারেনি বটে, তবে সমাজের দায়িত্বশীল অংশে ক্রমান্বয়ে বেশ দৃশ্যমান হয়ে উঠছিল।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

থাকে, তবু সেটা পরিচর্যা করার মতো যথেষ্ট দীর্ঘ সময় হাতে নেই; চাই তা যতই সম্ভাবনাময় হোক না কেন এবং কৃষি যুগের গতিতে চললে বছর বছর পশ্চিমে যে উন্নয়ন ঘটবে, তার সাথে কখনো তাল মেলানো যাবে না। কৃষি স্তরের যেসব সমাজে ট্রান্সমিউটেশন ঘটেনি, যেখানে পশ্চিমা সাংস্কৃতিক পূর্বশর্তগুলো অনুপস্থিত, তাদের নিজ নিজ ঐতিহ্যের চর্চা করতে হবে; নিজস্ব গতিতে। পাশাপাশি তাদের বর্তমান অবস্থানের সাথে খাপ খায়, সেই পরিমাণ 'বৈদেশিক' উপাদান আত্মস্থ করতে হবে। ফলে, ওয়েস্টার্ন ট্রান্সমিউটেশন একবার পূর্ণতা পেয়ে গেলে, এর স্বতন্ত্র সমান্তরাল গড়ে তোলা সম্ভব নয়, আবার পুরোটা ধার নিয়ে নেওয়াও সম্ভব নয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ থেকে পলায়নেরও কোনো পথ নেই। সহস্রাব্দের সামাজিক শক্তির সাম্য ভেঙে পড়েছে, সর্বত্র ধ্বংসাত্মক পরিণতিসমেত।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

রচনাকাল ইন্টারেনেটের ধারণা আবির্ভাবের অনেক পূর্বেকার, ইন্টারনেটের আত্মপ্রকাশের সাথে সাথে রাষ্ট্রের এই ক্ষমতা ইতিহাসের সর্বোচ্চ ও অকল্পনীয় পর্যায়ে পৌঁছে গেছে—অনুবাদক)। অধিকাংশ কৃষিভিত্তিক সমাজে ব্যক্তি ও সরকারের মাঝে মধ্যস্থতাকারী গ্রুপগুলো ছিল ব্যক্তিগত যোগাযোগের ওপর নির্ভরশীল। সেগুলো তুলনামূলক অকার্যকর হয়ে যায় কিংবা ব্যক্তিগত যোগাযোগের পরিবর্তে প্রযুক্তিগত দক্ষতার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা নতুন দলের নিকট অবস্থান হারায়। ফলে রাষ্ট্র অভূতপূর্ব বিস্তৃত ভূমিজুড়ে সরাসরি ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলে। পরস্পর যুক্ত, প্রযুক্তিগতভাবে দক্ষ গণসমাজের সাথে বোঝাপড়ার জন্য রাষ্ট্র বাদে আর কোনো শক্তি অবশ্য পর্যাপ্তও ছিল না, যা এই বৃহৎ সমাজের আনুগত্য নিশ্চিত করতে সক্ষম।

সবশেষে, টেকনিক্যালাইজেশন সাথে করে নিজস্ব নৈতিক মানদণ্ডও নিয়ে আসে, যা আমাদের উল্লিখিত 'জেন্টলিং অব ম্যানার্সের' সাথে নির্মিলিত হয় এবং একে পুনর্নবায়নও করে। এর জন্য যেমন দরকার হয় একটি গণসমাজ, তদ্রূপ আনুষঙ্গিক হিসেবে 'এমন ব্যক্তিও দরকার, যিনি একই সাথে ব্যক্তিগতভাবে বিচ্ছিন্ন, তবে উচ্চ মাত্রার রুচিশীল এবং সহযোগিতামূলক মনোভাবসম্পন্ন'। শুধু স্বাধীন, স্বনির্ভর ব্যক্তিই—যিনি কোনো সমবায়, গোত্র, সম্প্রদায় বা ধর্মের অনুশাসনের প্রতি অনুগত নন— প্রযুক্তিগত দক্ষতার জন্য প্রয়োজনীয় স্বাধীনতা চর্চা করতে পারেন, স্বাধীনভাবে উদ্ভাবন করতে পারেন, যার ফলে ব্যক্তির কর্তৃত্ব থেকে ব্যক্তির মুক্তির অপরিসীম মূল্য তৈরি হয়। রাষ্ট্র ও ব্যক্তির মধ্যকার সমস্ত মাধ্যম বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার ফলে অজ্ঞাতনাম ও নৈর্ব্যক্তিকতার ঝোঁক তৈরি হয়। স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত বিচ্ছিন্নতার মতোই ব্যক্তিগত সমন্বয় এবং ব্যক্তিগত সমৃদ্ধিও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, যা দলবদ্ধ কাজ ও সহযোগিতার মাধ্যমে অর্জিত হয়। ফলে টেকনিক্যালিজমের অর্থ দাঁড়ায় উচ্চাঙ্গের ব্যক্তিগত নৈতিক অবস্থান এবং ব্যক্তিদের বিশেষ গুণের কদর।

ব্রিটিশ শিল্পবিপ্লব নিজেই একটা নৈতিক বিপ্লব ছিল, যার মাধ্যমে বুর্জোয়া নৈতিকতার রীতিনীতিসমূহ প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। পরবর্তী প্রজন্মে গিয়ে এটি ব্যক্তিগত অপচয় এবং প্রদর্শনেচ্ছা বিদূরিত করে এবং এমনকি রাজনীতি থেকেও দুর্নীতি ও ঘুষনীতি উচ্ছেদ করে। এভাবে অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে—এমনকি ইসলামি ভূখণ্ডগুলোর চেয়েও—বেশি অধিকারের সাম্যের চাহিদা তৈরি হয়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অর্থনৈতিক উন্নতির অবারিত দুয়ার খুলে যায়। এটি ঘটছিল বিশ্ব ইতিহাসের এমন যুগসন্ধিক্ষণে, যখন পূর্বে অসম্ভব—যদি ইয়োরোপিয়ানরা পূর্বেই তাদের বন উজাড় করে দিত—অনেক কিছুই সম্ভব হয়ে উঠছিল। দক্ষিণ চীনেও চাষাবাদের নতুন পদ্ধতি প্রবর্তনের ফলে সাং অর্থনীতিতে নবপ্রাণের ছোঁয়া লেগেছিল, যা উত্তর ইয়োরোপের বিস্তৃত অঞ্চলের চেয়ে অনেক ক্ষুদ্র অঞ্চলকে প্রভাবিত করেছিল এবং তাদের চাষাবাদ পদ্ধতি স্থানীয় প্রতিকূলতার সামনে তুলনামূলক বেশি অরক্ষিত ছিল। আরও দুটি বিষয় বেশ গুরত্বপূর্ণ। প্রথমত, অপরাপর শহর-বন্দরে আসা-যাওয়ার ফলে সৃষ্ট স্বপ্ন ও কর্মস্পৃহা (ইয়োরোপে হিমালয় বা এই ধরনের কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই)। দ্বিতীয়ত আটলান্টিক পাড়ি দেওয়া (মাঝ রুটে কলম্বাস দীর্ঘ পাল্লার যাত্রাপথ আবিষ্কার না করলেও উত্তরের দ্বীপপথ কিংবা ব্রাজিল হয়ে তা আবিষ্কৃত হতোই। পক্ষান্তরে প্রশান্ত মহাসাগরে চীনের এ রকম কোনো উদ্যোগ এত সফলতা পেত না।) সাথে আরও একটি কারণ অবশ্যই যুক্ত করা উচিত (যদিও এর প্রভাব কম স্পষ্ট)—বিশ্বজুড়ে যে ধ্বংসযজ্ঞ চলছিল (বিশেষত মোঙ্গল অভিযান), তুলনামূলক দীর্ঘ সময় ধরে তেমন কোনো বিদেশি আগ্রাসন থেকে মুক্ত থাকা।

যদি সময় দেওয়া হতো, তবে অন্যান্য কৃষি সমাজেও অবশ্যই 'ট্রান্সমিউটেশন' ঘটত। কোথাও আগে, কোথাও পরে। তাদের নিজস্ব ধারায়, নিজস্ব প্রেক্ষাপট অনুযায়ী। এই সম্ভাবনা খারিজ করে দেওয়া যায় না যে—চীন সাং যুগের অর্জনগুলোর ওপর ভিত্তি করে অধিকতর সফলতার মুখ দেখত। কারণ, এখানে লোহা ও স্টিল উৎপাদনে সহসা ব্যাপক প্রবৃদ্ধি ঘটেছিল, নতুন প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল। কিন্তু এতে বাধা পড়ে। মোঙ্গল আগ্রাসন চীনকে পুনরায় চাষাবাদ যুগে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। এ রকম দুর্বিপাক সাংস্কৃতিক সমস্যাগুলো নিরসন করতে পারে না। ইসলামি শাসনাধীন ভারতের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। সেখানেও অনেক কিছুই ঘটতে পারত। তবে এ-জাতীয় ট্রান্সমিউটেশনের প্রকৃতি হচ্ছে একবার কোনো স্থানে তা সাধিত হয়ে গেলে অপরাপর স্থানেও তা অর্জিত হওয়ার অপেক্ষায় থাকে না। বরং এখান থেকেই বিশ্বজুড়ে বিস্তৃত হয়। কোথাও ঘটে গেলে অন্যত্র ঘটার সম্ভাবনা তিরোহিত হয়ে যায়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অর্থা
ইতি
পূর্বে
দক্ষি
নবপ্র
অনে
স্থানী
বিষয়
ফলে
প্রতিব
কলম্বা
কিংবা
চীনের
একটি
বিশ্বজু
দীর্ঘ স
যা
'ট্রান্সমি
ধারায়,
না যে-
সফলতা
ব্যাপক
এতে বা
নিয়ে যা
পারে না
সেখানেও
প্রকৃতি
স্থানেও
বিশ্বজুড়ে
বিরোহিত

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সমাজে, সর্বদাই আইন পরিবর্তিত হয়েছে। এমনকি এই উদ্দেশ্যে কিছু ধারাই রাখা হয়েছিল। উদাহরণত ওসমানি সাম্রাজ্যের 'কানুন' ডিক্রির কথা উল্লেখ করা যায়। সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর উদ্দেশ্যই হচ্ছে এরূপ পরিবর্তন রোধ করা কিংবা অন্তত হ্রাস করা। অপর দিকে খোদ লেজিসলেচার বা আইনসভা শব্দের অর্থটাই বিপরীত ধারণা প্রকাশ করে।

এটিই সেই প্রেক্ষাপট, যেখানে এসে 'প্রগতি' প্রথমবারের মতো ইতিহাসের পটপরিবর্তনকেন্দ্রিক চিন্তার প্রধান থিম হয়ে উঠেছে। নিরন্তর বৈচিত্র্যই শুধু নয়, বরং সর্বক্ষেত্রে নিরবচ্ছিন্ন 'উন্নতি'ও প্রত্যাশায় পরিণত হয়েছে। প্রবীণদের প্রাচীন প্রবাদ—যুবকরা উচ্ছন্নে যাচ্ছে, পরিবর্তিত হয়ে 'প্রতিটি নতুন প্রজন্ম বৃহত্তর ও অধিকতর উত্তম কিছু করতে যাচ্ছে'তে পরিণত হয়।

যদিও কিছুটা ধীরগতিতে, কিন্তু টেকনিক্যালিজমের পাশাপাশি আরও একটি শব্দবন্ধের আত্মপ্রকাশ ঘটে—ম্যাস পার্টিসিপ্যান্ট সোসাইটি বা গণ-অংশিদারত্বমূলক সমাজ। যদ্বারা এমন সমাজ বোঝানো হচ্ছে, যেখানে সর্বক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত বিশেষায়ণে যথাসম্ভব অধিকতর মানুষকে সংশ্লিষ্ট করা। নতুন অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে ওঠে—দক্ষ শ্রমের বৃহৎ ও তড়িত সরবরাহের ওপর ভিত্তি করে এবং অতি-উৎপাদন (ম্যাস প্রোডাকশন) সাবাড় করার জন্য জীবন ধারণতুল্য স্তরের উর্ধ্বে থাকা একটি গণবাজার দরকার। অতি-উৎপাদন এবং অতি-ভোগের সাথে সাথে সমাজের নিম্ন শ্রেণি, এমনকি চাষাভুষারাও জীবনের এমন অনুষঙ্গে জড়িয়ে পড়ে, যা পূর্বে শুধু শহুরে অভিজাতদের জন্যই সংরক্ষিত ছিল; শিক্ষা। ক্রমে সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে প্রযুক্তায়িত সমাজ যথাযথভাবে সচল থাকার জন্য গণসাক্ষরতা অপরিহার্য। স্বভাবতই এই 'গণ' (জনতা) আবির্ভূত হয় রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে। (অবশ্য দিন শেষে প্রমাণিত হয় যে এমনকি টেকনিক্যালাইজড সমাজেও যদি ক্ষমতা গুটি কতকের হাতে সীমিত করে দেওয়া হয়, তবে তা 'গণ'-এর রাজনৈতিক ভূমিকা সহ্য করতে পারে না। সে ক্ষেত্রে গণ-এর কাজ হচ্ছে 'টোটালিটারিয়ান' বা সর্বনিয়ন্তা রাজনৈতিক কাঠামোর প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য; যেন রাষ্ট্রযন্ত্র স্মুদলি চলতে পারে।)

বস্তুত, 'প্রগতি'র মতো রাষ্ট্রের অকল্পনীয় বিস্তৃত ভূমিকা, ঘরে ঘরে অভূতপূর্ব চুলচেরা অনুসন্ধান এবং অপ্রতিহত দক্ষতায় ঢুকে যাওয়াটাও টেকনিক্যালাইজড সমাজের কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয় (লেখকের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

AI CAMERA Shot by narzo 50

বিষয়টি আরও ভালো করে বুঝতে হলে কৃষি সমাজগুলোতে দীর্ঘ সময় ধরে যে সাম্যাবস্থা বিরাজ করছিল, তা মনে রাখতে হবে। আফ্রো-ইয়োরেশিয়ান ঐতিহাসিক বৈচিত্র্যে সামাজিক ক্ষমতার যে প্রবৃদ্ধি ঘটেছে, তা সর্বত্র প্রায় একই রকম ছিল। ষোলো শতকে স্প্যানিশ, ওসমানি, ইন্ডিয়ান ও চায়নিজ—সবারই এমন ক্ষমতা ছিল যে যে কেউ প্রাচীন সুমেরিয়ান বলয় ভেঙে দিতে পারত। বরং তাদের একজন এজটেকদের ক্ষেত্রে তা করেছেও বটে; জাস্ট গুঁড়িয়ে দিয়েছে। তাদের উত্থানও ছিল খুবই ধীরগতির। ইতিহাসের যেকোনো সময়ই ওইকিউমেনে সমাজগুলো একে অপরের সমশক্তিমান ছিল, যদিও ক্ষেত্রবিশেষে কেউ কেউ বেশি শক্তিশালী হয়ে যেত। তবে তা ছিল অত্যন্ত সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী। যেমন অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে পর্তুগিজদের ওপর আরবদের শ্রেষ্ঠত্ব, আবার ষোলো শতকে আরবদের ওপর খুবই সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য আরবদের ওপর পর্তুগিজদের শ্রেষ্ঠত্ব। এর সবগুলোই ছিল কৃত্রিম সাময়িক সুবিধা। দুই সমাজের কোনোটিই কৃষি স্তরের সীমাবদ্ধতাগুলো কাটিয়ে উঠতে পারেনি। ফলে উভয় ক্ষেত্রেই শ্রেষ্ঠত্বের প্রবাহ দ্রুতই বিপরীত দিকে বইতে শুরু করে; সংশ্লিষ্ট জনতার আপাদমস্তক পরিবর্তনের ফলে নয়, বরং ক্ষমতা স্বাভাবিক পালাবদলচক্রে। ইতিহাসের ক্ষণে ক্ষণে গ্রিক, ইন্ডিয়ান এবং মুসলিম—সবারই স্বর্ণযুগ ছিল। কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদে সবার মাঝে শক্তিসাম্য বজায় ছিল। যেকোনো স্থানে মৌলিক কোনো উন্নয়ন ঘটলে চার থেকে পাঁচ শতাব্দীর ভেতর অন্যত্রও তা ছড়িয়ে পড়ত। ক্ষেত্রবিশেষে আরও দ্রুত। যেমন ঘটেছে গানপাউডারের ক্ষেত্রে।

কিন্তু নতুন 'ট্রান্সমিউটেশনাল' পরিবর্তন আফ্রো-ইয়োরেশিয়ান ইতিহাসের ক্রমবিস্তৃতি ও শক্তিসাম্যের এই ধারা ভেঙে দেয়। ইতিহাসের পরিবর্তন নতুন গতি পায়, যা পূর্বে কয়েক শতাব্দীতে ঘটত, এখন কয়েক দশকে ঘটতে শুরু করে। ফলে শক্তির দৌড়ে তাল মেলানোর জন্য চার কিংবা পাঁচ শতাব্দী সময় নেই। অতীতের কচ্ছপগতির বিস্তৃতি আর সামঞ্জস্য অসম্ভব হয়ে ওঠে। ফলে সতেরো শতকের শেষ ভাগে সহসাই গোটা অ-পশ্চিমা জনগোষ্ঠী আবিষ্কার করে অক্সিডেন্টে উদীয়মান সভ্যতা 'সংকটের' সাথে কেউই তাল মেলাতে পারছে না। যদি বিরল দুর্বিপাকে, অক্সিডেন্টের ঠিক সাথে সাথেই তাদের নিজস্ব ট্রান্সমিউটেশন শুরু হয়েও

2023/12/16 09:45

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

স্কলারদের বুদ্ধিবৃত্তিক আনুগত্য

ইতিহাসচর্চায় মানুষের আনুগত্য এবং বুদ্ধিবৃত্তিক শিকড় কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে থাকে, যার ফলে অন্যান্য শাস্ত্রের তুলনায় স্কলারদের ব্যক্তিগত ঝোঁক-প্রবণতার সবচেয়ে উৎকট প্রকাশ ঘটে ইতিহাস অধ্যয়নে। ইসলামি ইতিহাস অধ্যয়নে যা আরও গুরুত্ববহ।

ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুতর স্তরগুলোতে ঐতিহাসিক মূল্যায়ন গবেষকের মৌলিক ঝোঁক ও পূর্বানুগত্যমুক্ত নয়। বিশেষত যেসব ক্ষেত্রে প্রধান সাংস্কৃতিক ধারাসমূহে মানুষের প্রভাব বেশি। যেমন ধর্ম, শিল্প, আইন, সরকার এবং এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে গোটা সভ্যতা। সমস্যাটি বেশি দেখা দেয় যখন আমরা অধিকতর মানবিক চরিত্রের প্রকাশ ঘটাই। যদিও তা হওয়া উচিত নয়। সুনিপুণ বিশেষজ্ঞ কর্তৃক পরিচালিত বৃহত্তর অনুসন্ধানগুলোও একই দোষে দুষ্ট; যেসব ক্ষেত্রে তাঁরা মানবিকভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। ফলে তাঁদের গবেষণা থেকে এটা-সেটা নিয়ে সবিস্তার তথ্য মিলেছে বটে, কিন্তু মূল পয়েন্টই হারিয়ে ফেলেছে। পূর্বানুগত্য পক্ষপাতদুষ্ট বিচারে প্রলুব্ধ করে; এমনকি সবচেয়ে ঝানু ইতিহাসবিদদেরও। গবেষক যেসব প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করতে চান, গবেষণা ইউনিট হিসেবে যে ক্যাটাগরি ব্যবহার করতে চান, পক্ষপাত সেগুলোতেই ঘাপটি মেরে থাকে। ফলে তা ধরতে পারা খুবই কষ্টকর। কারণ, আপাতদৃষ্টে নিরীহ ও নিরপেক্ষ পরিভাষাসমূহকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা মুশকিল। তবে পূর্বানুগত্যের ফলে সৃষ্ট পক্ষপাত থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব। তবে এ ক্ষেত্রে তাদের ভুলগুলো এড়িয়ে, তাদের মঞ্জুরিত উপলব্ধি ও জ্ঞান থেকে উপকৃত হওয়া শিখতে হবে।

এ ধরনের পূর্বানুগত্য সিরিয়াস স্কলারদের বৈশিষ্ট্য। বরং তারা যত গভীর, কোনো না কোনো সাংস্কৃতিক ধারার প্রতি আনুগত্যের সম্ভাবনা তত বেশি। বিশেষত, এসব ধারার কয়েকটি ইসলাম অধ্যয়নের প্রধানতম গুরুদের দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে দিয়েছে, যাঁরা সমস্যা নির্ণয় এবং অপরাপর স্কলারদের কর্মপন্থা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আমি পাঁচটি ধারার কথা উল্লেখ করব। তিনটি প্রাচীন, দুটি নতুন। খৃষ্টীয় ধারা—চাই ক্যাথলিক হোক বা প্রোটেস্ট্যান্ট। এটি বহু পশ্চিমা স্কলারের চিন্তার কাঠামো গড়ে দিয়েছে। যেমন দিয়েছে জুডাইজম; অপরাপর স্কলারদের। অতিসাম্প্রতিক সময়ে ইসলামি ধারার প্রতি অনুগত স্কলারদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সভ্যতা অধ্যয়নের পদ্ধতিসমূহ

পাঁচ

ঐতিহাসিক মানববাদ (historical humanism)

কোনো স্কলার যদি বর্তমান বিভাজনকে স্বতঃসিদ্ধ ধরে না নেন (যদি স্বতঃসিদ্ধ ধরে নেন, তবে তাঁর কৃত প্রশ্ন এবং যে উত্তরে উপনীত হতে চান, সেগুলো হবে পূর্বনির্ধারিত), তবে গবেষণা ইউনিট বাছাইয়ের পক্ষে যৌক্তিকতা উপস্থাপনে তিনি বাধ্য। অর্থাৎ তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির যৌক্তিকতা এবং এ-জাতীয় যৌক্তিকতা উপস্থাপন স্কলার হিসেবে তাঁর ভূমিকায় অবশ্যই কোনো না কোনো ছাপ ফেলবে। এসব বিষয়ে যদি ঐকমত্য থাকত, অবশ্যই সুস্পষ্টভাবে বিবৃত থাকত—অন্তত যদি স্কলার সেই দলভুক্ত হতেন। কিন্তু সৌভাগ্যবশত এখানে ভিন্নদৃষ্টিও আছে, যা বর্তমান বিশ্বের ইতিহাসকেন্দ্রিক গবেষণাসমূহকে প্রভাবিত করে থাকে। বিশেষত ইসলামি গবেষণা।

ইতিহাস অধ্যয়নকে সাধারণত 'ইডিওগ্রাফিক' এবং 'নোমোথেটিক' দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। ইডিওগ্রাফি স্থান ও কালকেন্দ্রিক সুনির্দিষ্ট ঘটনা ব্যাখ্যা করে। যেমন ভূতত্ত্ববিদ্যা কিংবা জ্যোতির্বিদ্যা। পক্ষান্তরে নোমোথেটিক অধ্যয়ন করে ফিজিকস বা কেমিস্ট্রির মতো বিষয়গুলো, যেখানে স্থান-কালনির্বিশেষে সাধারণ নীতি উদ্ভাবন করা যায়। সচরাচর বিস্মৃতির আড়ালে থেকে যায়, এমন কিছু বিষয় আছে। সেগুলো বিবেচনায় রাখলে উপরিউক্ত বিভাজন ফলপ্রদ প্রমাণিত হবে।

প্রথমত, প্রশ্নের বিষয়গুলো তারিখযুক্ত নাকি তারিখহীন, সীমিত সময়ের নাকি অসীম। প্রশ্নগুলো তারিখহীন হতে হবে এবং মানবজাতির

AI CAMERA
2023
আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মনোযোগের প্রধান অংশজুড়ে আছে সর্বজনীন বিষয়গুলো। দ্বিতীয় ধাপে ভিন্নমাত্রিক বিষয়গুলোর প্রতি মনোনিবেশ করেন। তবে অতটুকু মাত্রায়, যতটুকু সর্বজনীন বিষয়গুলোকে অধিকতর সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে সহায়তা করবে। তারা কোনো দেশ বা জাতিকে অধ্যয়ন করলে প্রথমেই রাজনীতি, নন্দনতত্ত্ব বা ধর্মের সাধারণ প্যাটার্ন দাঁড় করাতে চেষ্টা করেন। অন্তত সেই সময়ের প্যাটার্ন এবং এর মাধ্যমে চিরন্তন প্যাটার্ন।

অপর দিকে মানববাদী (হিউম্যানিস্টিক) ধারায় সর্বজনীন (টিপিক্যাল) বিষয়গুলো অধ্যয়ন করা হয় ভিন্নমাত্রিক (এক্সেপশনাল) বিষয়গুলো আরও ভালোভাবে বোঝার উদ্দেশ্যে। ঠিক কোন পথে এটি ভিন্নমাত্রিক হয়ে উঠল, তা পুরোপুরি বোঝার জন্য। যেমন ইতিহাসের কোনো সময়কালের শিল্পী, রাষ্ট্রনায়কদের প্রচলিত ধারাগুলো বোঝার চেষ্টা করা হয় যেন ভিন্নমাত্রিক, বিশেষ ও অসাধারণের যথাযথ মূল্য উপলব্ধি করা যায়। আমরা ইসলামি বিশ্বকে 'সমগ্র' হিসেবে অধ্যয়ন করি; ইতিহাসের জটিলতম অধ্যায় হিসেবে। আবার এই 'সমগ্রের' অভ্যন্তরস্থ তুলনামূলক কম গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলোও উদ্‌ঘাটন করি, সর্বজনীন সাধারণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে নয়, বরং অ-পৌনঃপুনিক এবং অপুনরাবৃত্ত ঘটনা হিসেবেই এবং এই দিক থেকে এদের সুনির্দিষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। ফলে আমরা যেমন বৃহত্তর সফলতাকে গুরুত্ব দিই, শোচনীয় ব্যর্থতাকেও দিতে হবে। সম্ভাব্য নৈতিক কর্ম এবং এর প্রত্যক্ষ ফলাফলকেও।

এ ধরনের মানববাদী অনুসন্ধান বৈধ গণ-অনুসন্ধান, বিশেষ পুরাতাত্ত্বিক অনুসন্ধান নয়। অর্থাৎ ভিন্নমাত্রিক ঘটনাগুলো গোটা মানবজাতির জন্যই অসাধারণ, নিছক সুনির্দিষ্ট ব্যক্তি বা গ্রুপের জন্য নয়। যেসব ঘটনা তৎকালীন মানুষের প্রচলিত জীবনধারায় পরিবর্তন বয়ে এনেছিল, সেগুলো এই ধারার অনুসন্ধানের ভেতর দিয়ে যায়। কারণ, দীর্ঘ মেয়াদে কোনো অঞ্চল বা যুগই এতটা বিচ্ছিন্ন ছিল না যে তা অবশিষ্ট মানবগোষ্ঠীকে প্রভাবিত করেনি। এ ক্ষেত্রে এক্সেপশনালাইজার্স এবং টিপিক্যালাইজার্সরা একাকাতারে। কিন্তু প্রথমোক্তরা আরও নানা দিক উল্টেপাল্টে দেখতে চায়।

যেসব ঘটনা মানুষের প্রাকৃতিক কিংবা আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তন করে দিয়েছে, সেগুলোই শুধু ভিন্নমাত্রিক গুরুত্ববহ নয়, বরং যেগুলো মানুষের নৈতিক মূল্যবোধ পরিবর্তনে ভূমিকা রেখেছে, সেগুলোই প্রকৃত অর্থে 'এক্সেপশনাল'। মানবজাতির মধ্যে ইতিহাসের সর্বসময়েই

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পরস্পরের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বুঝতে পারাটা অধিকতর সহজ, বিপরীতমুখী বোধ-বিশ্বাস লালনকারীদের তুলনায়; চাই তারা একই আকিদা ও মতবাদের অনুসারীই হোক না কেন। শুধু স্কলারদের সাংস্কৃতিক পরিবেশই নয়, বরং তাদের স্বঘোষিত পূর্বানুগত্যও—যা মহান স্কলারদের গবেষণায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার প্রধান কারণও বটে—গবেষণার ক্যাটাগরি নির্ধারণ করে দিয়েছে। শুধু তাদের পূর্বানুগত্যসমূহের সমস্যাবলির সচেতন ও সুপরীক্ষিত বোঝাপড়াই পারে এগুলোর সীমাবদ্ধতা উন্মোচন করতে, এগুলোর ভেতরে-বাইরে কী কী সম্ভাবনা রয়েছে, তা উদ্‌ঘাটন করতে। ফলে যে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের সাথে পরিচিত নয়, তার পূর্ণ ফায়দা আমরা গ্রহণ করতে সক্ষম হব এবং সম্ভবত যে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সাথে পরিচিত, সেগুলোরও।

যখন আমরা অক্সিডেন্ট ও ইসলামি ভূখণ্ড, বিশেষত খ্রিষ্টবাদ এবং ইসলামের মাঝে তুলনা করতে যাব, সচেতনতা অপরিহার্য। যেসব খ্রিষ্টানের মাঝে ইসলামের আধ্যাত্মিক সত্যতা মেনে নেওয়ার প্রবণতা রয়েছে, তাঁরাও কোনো না কোনোভাবে ইসলামকে খ্রিষ্টবাদের খণ্ডাংশ মনে করেন। ইসলামে যত 'সত্য' রয়েছে, সবগুলো খ্রিষ্টবাদ থেকে ধার করা, তবে বৃহত্তম সত্যটিই মুসলিমদের হাত ফসকে গিয়েছে; এই শ্রেষ্ঠতর সত্যের দিশা দেয় খ্রিষ্টবাদ। অনুরূপ মুসলিমরাও খ্রিষ্টবাদকে দেখে থাকে খণ্ডিত বা বিকৃত ইসলাম হিসেবে। তবে ইতিহাস অধ্যয়নের ক্ষেত্রে এ-জাতীয় তুলনা নিষ্ফল।

তবে দক্ষ হাতে পড়লে এ ধরনের অ্যাপ্রোচ থেকেও কিছু চিন্তাসঞ্চারক ফলাফল আসতে পারে। খ্রিষ্টান শিবির থেকে এই ধারায় ইসলামের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ব্যাখ্যা দিয়েছেন লুই মাসিনিও (Louis Massignon) তাঁর অসাধারণ কিছু প্রবন্ধে। যেমন Salman Pak et les premices spirituelles de l'Islam iranien এবং সেভেন স্লিপার্স (আসহাবে কাহফ বা সাতজন গুহাবাসী যুবক) সম্পর্কিত রচনাবলিতে। তিনি ইসলামকে দেখেন আধ্যাত্মিকতা থেকে নির্বাসিত জনগোষ্ঠী হিসেবে, যারা ঐশ্বরিক উপস্থিতি থেকে বিচ্ছিন্ন। জুলিও বাসেত্তিসানি (Giulio Basetti-Sani) মাসিনিওর মতাদর্শের একাংশকে আরও এগিয়ে নেন। তাঁর চমৎকার জ্ঞানগরিমাপূর্ণ—যদিও স্কলারলি মানদণ্ডে অত আহামরি নয়—বই Mohammed et Saint François-তে। আধুনিক মিথোলজিতে বইটির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। খৃষ্টীয় দৃষ্টিতে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জন্য অসীম কাল ধরে গুরুত্ববহ হতে হবে। ক্ষেত্রবিশেষে এগুলো যদিও কারসাজি করার সুযোগ এনে দেয়; তবে মানবজাতির জন্য কল্যাণকর বিষয়ে সর্বদাই অধিকতর ভালো বোঝাপড়া তৈরি করে এবং কোনো ডিসিপ্লিনের সংজ্ঞায়নই অধীতব্য বস্তুসমূহের বিভাজন অনুযায়ী হওয়া উচিত নয়, যেসব মেথড ব্যবহার করে সেগুলো অনুযায়ীও নয়, এর চেয়েও বেশি নয়—ফলাফলের আলোকে সংজ্ঞায়ন। যদিও বাস্তব প্রায়োগিকতার বিচারে এই মানদণ্ড ক্ষেত্রবিশেষে উপকারী; বিশেষত সেসব একাডেমিক ফিল্ডে গবেষণার ক্ষেত্রে যেগুলো মোটাদাগে ঐতিহাসিক 'দুর্বিপাকে' সৃষ্ট। আদর্শ মানদণ্ড অনুযায়ী যেকোনো ডিসিপ্লিনের জন্য দরকার একগুচ্ছ পরস্পরসম্পৃক্ত প্রশ্ন, যেগুলো অপরাপর প্রশ্নগুচ্ছ থেকে স্বাধীনভাবে আলোচিত ও অধীত হবে। অন্তত একটা দৃষ্টিকোণ থেকে হলেও স্বাধীন। এ রকম ডিসিপ্লিনে কোন ধরনের প্রশ্নমালার দরকার হবে, সেগুলোর জবাব অন্বেষণে কী মেথড অনুসৃত হবে—তা পূর্ব থেকে নির্ধারণ করা যায় না। এই বিবেচনায় যদি 'হিস্ট্রিক্যাল স্টাডিজ' বা ইতিহাস অধ্যয়ন নামে কোনো আলাদা জ্ঞানক্ষেত্র থেকে থাকে (আমার বিশ্বাস আছে), তবে সেটিও নিশ্চয়ই একগুচ্ছ প্রশ্নের সমন্বয়; মানুষের সাংস্কৃতিক উন্নয়ন, সময়ের পথ ধরে সংস্কৃতির অবিরত যাত্রা। পাশাপাশি মানবসংস্কৃতির যুগোত্তীর্ণ কিছু 'সর্বজনীনীকরণ' (generalizations) করতে হবে। যেমন সাংস্কৃতিক পরিবর্তনে কী কী ঘটা সম্ভব? এমন সর্বজনীন প্রশ্নের উত্তর অন্য কোনো ডিসিপ্লিন থেকে আসা সম্ভব নয়, যদিও স্থান-কালনির্বিশেষে মানবসংস্কৃতির চিরায়ত বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ে এ রকম প্রশ্নগুলো গুরুত্বপূর্ণ।

বিষয়টি বুঝে থাকলে আমরা বলতে পারি, হিস্ট্রিক্যাল স্টাডিজ অব হিউম্যান কালচার বা মানবসংস্কৃতির ইতিহাস অধ্যয়ন মূলত ইডিওগ্রাফিক। কারণ, এর ব্যাপকতর সাধারণ সিদ্ধান্তগুলোও ন্যাচারাল সায়েন্স বা মানব ইতিহাসের সামাজিক অধ্যয়নের (সোশ্যাল স্টাডিজ) কিছু শাখার মতো 'কালোত্তীর্ণ' নয়। উপরন্তু, সর্বক্ষেত্রে ঐতিহাসিকদের প্রশ্নসমূহ স্থান ও সময়কেন্দ্রিক বোঝাপড়াকে কেন্দ্র করেই। যদি কখনো তাঁরা এমন প্রশ্ন করেন—বাস্তবে করেও থাকেন—যা বাহ্যত স্থান ও সময়ের শৃঙ্খলমুক্ত, কালোত্তীর্ণ; সে ক্ষেত্রেও তাঁদের উদ্দেশ্য থাকে 'স্থান ও সময়'কেন্দ্রিক সুনির্দিষ্ট ঘটনায় আলো ফেলা। স্থান ও সময়শৃঙ্খলিত

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

AI CAMERA
Shot by narzo 50

ঘটনাগুলো কালোত্তীর্ণ সার্বজনীনতা নির্ধারণে উদাহরণ এবং কাঠামো হিসেবে ব্যবহারযোগ্য নয়।

এখানে আমি ভিন্ন আরেকটি পার্থক্যের ওপর বেশি গুরুত্ব দেব। যখন কেউ ইতিহসের গতিপথ অধ্যয়ন করে, স্থান-কালযুক্ত ঘটনাবলি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও মৌলিক ও আনুষঙ্গিক প্রশ্নাবলির মাঝে পার্থক্য করতে হবে। মৌলিক প্রশ্নগুলো খতিয়ে দেখবে ঘটনাটি স্থান-কালের সাথে কোন মাত্রায় সম্পৃক্ত। আর আনুষঙ্গিক প্রশ্নগুলো মৌলিক প্রশ্নের উত্তর পেতে সহায়তা করবে। এখানে আমরা দুধরনের ইতিহাসবিদের মাঝে পার্থক্য করতে পারি; টিপিক্যালাইজার্স এবং এক্সেপশনালাইজার্স (Typicalizers and Exceptionalizers) বা চিরন্তনবাদী ও ভিন্নমাত্রিক ইতিহাসবিদ। বস্তুত দুই ধারার মাঝে ব্যবধান হচ্ছে 'জোর' প্রদানের ক্ষেত্রে। চিরন্তনবাদীরা যেসব বিষয় নিয়ে কাজ করে, ভিন্নমাত্রিকেরাও সেগুলো নিয়েই নাড়াচাড়া করে। তবে একটা ক্ষেত্রে গিয়ে চিরন্তনবাদীরা থেমে যায়, পরবর্তী অংশ শুধু ভিন্নমাত্রিকদের জন্য। অধ্যয়নক্ষেত্র নির্ধারণে ভিন্ন ভিন্ন ইউনিট ও ক্যাটাগরি ব্যবহারের ক্ষেত্রে দুই ধারার মধ্যে কিছু মতভিন্নতা আছে। আমি বিশ্বাস করি, প্রাক্-আধুনিক সভ্যতা অধ্যয়ন করতে চাইলে অধিকতর 'অন্তর্ভুক্তিমূলক' ধারা—যেটাকে আমরা বলি এক্সেপশনালিজম—বাদ দেওয়া যাবে না। যদি মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেসব প্রশ্ন, সেগুলোর উত্তর পেতে চাই এবং এই মূলনীতির ওপরই আমি আমার রচনা গড়ে তুলেছি।

কিছু ইতিহাসবিদ—বিশেষত টিপিক্যালাইজার্সরা—এই দৃষ্টিভঙ্গি লালন করেন যে তাঁদের অধীত সংস্কৃতির অংশটুকু (কালচারাল এনভায়রনমেন্ট বা সাংস্কৃতিক প্রতিবেশ) বর্তমান মানব ইতিহাস-অন্বেষীদের জন্যও সমানভাবে প্রযোজ্য। এই প্রতিবেশকে তাঁরা সময় ও কালের অপরিবর্তনীয় কাঠামো হিসেবে উপস্থাপন করতে চান (বুঝতে চান—এই কাঠামো বা স্ট্রাকচার কীভাবে গড়ে উঠল)। ফলে তাঁরা মনোনিবেশ করেন স্ট্রাকচারের ওপর। যেমন জ্যোতির্বিদেরা সময় ও কালের, সৌরজগতের সুনির্দিষ্ট কাঠামোকে বুঝতে চান। তাঁদের কেউ কেউ এই আশাও করেন যে তাঁদের কর্মসমূহ ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের এমন সুনিয়ন্ত্রিত বিধিমালা উদ্‌ঘাটন করবে, যা সর্বজনীন; কোনো স্থান-কালের সাথে সম্পৃক্ত নয় (অন্তত ইতিহাসের সুনির্দিষ্ট একটা সময়কালে, সুনির্দিষ্ট কিছু অঞ্চলজুড়ে)। এই ধারার ইতিহাসবিদদের

2022/12/16 13:05

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

AI CAMERA
Shot by narzo 50i

শারীরিক সংঘাত সত্ত্বেও নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সংহতি ছিল; মানবজাতির সদস্য হিসেবে প্রত্যেকের ভাগ্য প্রত্যেকের সাথে জড়িত ছিল। তাই এর বাহ্যিক প্রভাব থাকুক বা না থাকুক। ফলে বলা চলে সেসব ঘটনার বৈশ্বিক প্রভাব সবচেয়ে বেশি, যেগুলো মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন পরিবর্তন করে দিয়েছে। কারণ, এগুলো অপরিবর্তনযোগ্য নৈতিক মানদণ্ড এবং নীতি প্রতিষ্ঠা করে, মানবজাতি কখনোই যা উপেক্ষা করার দুঃসাহস দেখায় না। গ্রিক এবং পারসিয়ানদের সুমহান অবদানসমূহের কথা বলতে গিয়ে হেরোডটাস লেখেন, পুনরাবৃত্তি অযোগ্য কর্মসমূহ, আমাদের চিরস্থায়ী শ্রদ্ধার দাবিদার। এগুলোর পুনরাবৃত্তি সম্ভব নয়; যদিও এর সমতুল কিংবা বিবেচনাবিশেষে এর চেয়েও শ্রেষ্ঠতর অবদান সম্ভব এবং এখন পর্যন্ত আমরা এমন কাউকেই মহান অভিধায় অভিষিক্ত করি না, যার অবদান তাদেরগুলোর সমমর্যাদার নয়। সেসব অবদান গোচরে আসার পর পৃথিবী কখনোই পূর্বের মতো রয়নি। এ জন্য নয় যে এগুলো আমাদের বলে আমরা 'কী', হোমিনিড প্রজাতির সম্ভাবনা কতটুকু। বরং এগুলো আমরা 'কারা', সেই বোঝাপড়া তৈরি করে দেয়, সে জন্য। মানব প্রজাতি হিসেবে আমরা কিসের প্রতি প্রতিশ্রুতিশীল, কিসে আমাদের অর্ঘ্য আর অশ্রুর দাবিদার।

আমরা এখানে সেসব ঘটনা ও কার্যক্রম নিয়ে কথা বলছি যেগুলো গণপরিসরে মানুষের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়ে দিয়েছে। আমরা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে স্বাধীন নারী-পুরুষের যূথ নিয়ে কথা বলছি। ব্যক্তিগত কীর্তিসমূহও এই পর্যায়ের হতে পারে, কিন্তু সেগুলোর গুরুত্ব ভিন্ন মাত্রায় এবং পাঠকও ভিন্ন—জীবনীকারেরা, ইতিহাসবিদেরা নয়। এখানে এসেই এক্সেপশনালাইজিং দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যক্তি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে; ব্যক্তির নৈতিকতা, ব্যক্তির লক্ষ্য এবং প্রত্যাশা—সব। কারণ যখন সময়ের চিরচেনা গতিতে ছেদ পড়ে, নতুন কিছু খুঁজে পাওয়া গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, সেখানে এসব স্বপ্নচারী ব্যক্তিরাই মুখ্য হয়ে ওঠেন। এই জংশনে এসে টিপিক্যালাইজাররা এক্সেপশনালাইজারদের প্রাসঙ্গিকতা উপলব্ধি করেন। আদতে এক্সেপশনালাইজাররা সেই সবই বুঝতে চান, যেসব 'সমাজ-বৈজ্ঞানিক' বিষয় টিপিক্যালাইজাররাও অধ্যয়ন করতে আগ্রহী।

স্বপ্ন ও আদর্শ সব সময় মতাদর্শের প্রতি উন্নাসিক মানুষদের বস্তুগত ও কাল্পনিক প্রয়োজনীয়তার ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। চূড়ান্ত বিচারে ইতিহাসের সমস্ত 'কেন'র উত্তর খুঁজতে হবে মানুষের প্রাকৃতিক

2025/12/16 13:05

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইসলাম অধ্যয়নে এরিক বেথম্যানের Bridge to Islam বইতে উদ্ভাবিত অ্যাপ্রোচটি তুলনামূলক কম কাব্যিক, তবে বেশ স্পর্শকাতর। অনুরূপ আরেকটি কাজ হচ্ছে কেনেথ ক্র্যাগের। সবকিছুর পর এটিই সত্য যে এ-জাতীয় কাজের ফলাফল সর্বদাই সংশয়পূর্ণ। কোনো একটি ধর্মীয় ঐতিহ্যের সমস্ত দিক উদ্‌ঘাটন করতে সারা জীবন লেগে যায়, একাধিকের কথা তো বলাই বাহুল্য। এখানে এ-ও উল্লেখ্য যে কৈফিয়তবাদীরা ধর্মসমূহের সত্যের সন্ধান যেভাবে পান, বহু ধীমান পণ্ডিত ব্যক্তিরাও সেভাবে পান না। কেন পান না, তা বুঝতে সহায়তা করবে উপরিউক্ত বাস্তবতা। অনুরূপ কৈফিয়তবাদীদের এই চিন্তাও ছলনাপূর্ণ যে তারা বিপরীত মতাদর্শের বিচার করতে সক্ষম। ফলে, খ্রিষ্টবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলাম বিচার কিংবা উল্টোটা, যত প্রাণান্তকরই হোক না কেন, প্রচণ্ড সংশয় নিয়ে দেখতে হবে।

বিপরীতমুখী দুই ধারার মধ্যে সত্যানুসন্ধানের অন্য যেসব বিকল্প অ্যাপ্রোচ আছে, সেগুলোও সন্তোষজনক তুলনা করতে সক্ষম নয়। এ ক্ষেত্রে কারও পছন্দ হয়তো 'সিনক্রেটিস্টিক অ্যাসিমিলেশন' (পরস্পর বিপরীতধর্মী মতবাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন প্রচেষ্টা) বা সমন্বয়কারী উপাদান অনুসন্ধান পদ্ধতি, যা মূলত দুই ধারার মাঝে কৃত্রিম যৌথ উপাদান খুঁজে বেড়ায়। কিন্তু যেকোনো একটি বা উভয়টিকেই ভুল প্রমাণ করতে হয়; কেননা, উভয় মতবাদের কেন্দ্রীয় দাবিই থাকে নিজের সত্যতা, অথচ একই সাথে দুটি সত্য হওয়া সম্ভব নয়—এ কারণে। যেমন ইসলাম ও খ্রিষ্টবাদ—উভয় ধর্মেই মানবীয় রীতিনীতির পরিবর্তে নৈতিকতার ভিত্তি রাখা হয়েছে ঐশী প্রত্যাদেশের ওপর এবং প্রত্যাদেশে বিবৃত নৈতিক নীতিমালাগুলো বেশ সাদৃশ্যপূর্ণ। কিন্তু খ্রিষ্টানদের জন্য ঐশীবাণীভিত্তিক হওয়ার অর্থ— নৈতিকতার ভিত্তি হতে হবে পরিত্রাতা ভালোবাসা, যার প্রকাশ ঘটে স্বর্গীয় মানবাত্মা এবং তার অনুসরণের মধ্য দিয়ে। মুসলিমদের দৃষ্টিতে ঐশীবাণীভিত্তিক হওয়ার মর্ম হলো সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত বার্তায় যা বলা আছে, তার অনুরূপ হওয়া। যে বার্তা প্রেরিত হয়েছে অনুগত 'মানুষের' মধ্য দিয়ে। ফলে দেখা যাচ্ছে ওহির বোঝাপড়া দুই ধারায় যে শুধু বিপরীতমুখী, তা-ই নয়। বরং একটি আরেকটিকে খারিজ করে দিচ্ছে। ফলে উভয়ের সারমর্ম সংকলন করতে গেলে মানবীয় রীতির পরিবর্তে ওহির ওপর নৈতিকতার ভিত্তি রাখার যে মূল সুর, সেটিই ভিত্তিহীন হয়ে যাবে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ও সাংস্কৃতিক পারিপার্শ্বিকতায়। পারিপার্শ্বিকতাবলেই ব্যক্তিগত যেসব ঘটনা নিছক দুর্ঘটনা হিসেবে ইতিহাসে ঠাঁই পাওয়ার কথা, সেগুলো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, সম্মিলিতভাবে একই গন্তব্যপানে ধাবিত হয়েছে। মানুষ যদি যুক্তিহীন হয়েও থাকে, তবে তা অত্যন্ত সাময়িক। দীর্ঘ মেয়াদে মানুষ যুক্তিবোধ দ্বারাই তাড়িত হয়, যেগুলো মানবসমাজের টিকে থাকা ও উন্নয়নে অবদান রাখে। 'গ্রুপ ইন্টারেস্ট' বা দলস্বার্থ প্রকাশের নিজস্ব ধারা আছে। দলস্বার্থ মোটাদাগে বাস্তুতান্ত্রিক পারিপার্শ্বিকতার ওপর নির্ভর করে এবং বিশেষত করে সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহের ক্রম-উন্নয়নের ওপর, যে ক্রম-উন্নয়ন ঘটে অভ্যন্তরীণ সাংস্কৃতিক অস্থিরতার কারণে সৃষ্ট সাংস্কৃতিক ক্রমবিস্তার এবং নিত্যনতুন সমন্বয়ের মাধ্যমে।

কিন্তু বাস্তুতান্ত্রিক পারিপার্শ্বিকতার অনেক সীমাবদ্ধতা থাকে, যা মানুষের ব্যক্তিগত স্বপ্ন ও সুযোগ সীমিত করে ফেলে। তাই যখন প্রচলিত, রীতিসিদ্ধ চিন্তা আর কাজে আসে না, সীমাবদ্ধতাগুলো কাটিয়ে উঠতে পারে না, কোনো সমাধান দিতে পারে না, তখনই উচ্চতর কল্পনাশক্তির অধিকারী নারী ও পুরুষেরা প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠেন। তাঁরা নতুন বিকল্প নিয়ে হাজির হন। এই বিন্দুতে এসেই চিন্তাশীল 'মনন' সক্রিয় হয়। সীমাবদ্ধতা মোকাবিলায় তা যথেষ্ট হতেও পারে, না-ও পারে। তবে উভয় ক্ষেত্রেই মানব ইতিহাসের সর্বাধিক 'মানবীয়' অংশ হয়ে ওঠে ব্যক্তিগত স্বপ্ন।

ফলে মানববাদী ইতিহাসবিদ সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হয় মানবজাতির আজন্ম লক্ষ্য ও আনুগত্যসমূহের ওপর, যেখানে এসে সব ধরনের নীতি ও আদর্শ প্রকটিত হয়। অনুরূপ যে মিথস্ক্রিয়া ও সংলাপের (Dialogue) মধ্য দিয়ে আনুগত্যসমূহের প্রকাশ ঘটে, সেগুলোতেও তাকে গুরুত্ব দিতে হয়। সুতরাং এ-জাতীয় চিন্তা লালনকারী ইতিহাসবিদের নিকট ইসলাম গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, ইসলামই পারে তার গবেষণার নৈতিক ও মানবিক জটিল ইতিহাসের—যা একই সাথে নতুন ও অপরিবর্তনীয়—যথাযথ ক্যানভাস গড়ে দিতে। ইসলাম আধুনিক সময়ের কোনো অবদান রেখেছে কি রাখেনি, এর চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো এটি ছিল অসাধারণ এক মানব প্রতিক্রিয়া, অপরিবর্তনীয় মানব উদ্যম। ইসলাম ইতিহাসের সুনির্দিষ্ট সময় ও কালে মানুষের সাংস্কৃতিক প্রকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, আজকের পৃথিবীকে আমরা যেভাবে পাই, সেই পৃথিবী বিনির্মাণে অবদান রেখেছে এবং এই কারণেই এটি আমাদের মানবীয় সম্মান ও স্বীকৃতির দাবিদার।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এঁদের মাঝে রয়েছেন শরিয়াহ্ মনোভাবসম্পন্ন এবং সুফিধারা প্রভাবিত— উভয় শ্রেণি। এসব ধারার যেকোনোটির প্রতি অনুগত স্কলারদের ত্রুটিবিচ্যুতিগুলো তাদের রচনাবলিতে পরিষ্কার, অন্তত বিরোধী ধারার প্রতি অনুগত স্কলারদের ভুলত্রুটিগুলো। মুসলিম বা অমুসলিম হওয়াটা ভারসাম্যপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি কিংবা পক্ষপাতহীনতা—কোনোটারই নিশ্চয়তা দেয় না। খ্রিষ্টবাদ, জুডাইজম এবং ইসলাম—এই তিন প্রাচীন ধারার সাথে নতুন দুটি ধারার উদ্ভব ঘটেছে, যেগুলো এদের মতোই ত্রুটিপূর্ণ এবং পূর্বানুগত। একটি হচ্ছে মার্ক্সিস্ট ধারা, অপরটিকে আমি বলি নিবেদিতপ্রাণ 'ওয়েস্টার্নিস্ট'। ওয়েস্টার্নিস্ট বলতে তাদের বোঝানো হচ্ছে, যাদের সর্বোচ্চ আনুগত্য তথাকথিত 'পশ্চিমা সংস্কৃতির' প্রতি। সত্য ও স্বাধীনতার মতো ঐশ্বরিক আদর্শের একমাত্র মজুতদার। ইসলাম প্রশ্নে তারা খ্রিষ্টবাদের অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গি রাখে। বরং বস্তবতা হচ্ছে খ্রিষ্টবাদী দৃষ্টিভঙ্গি পশ্চিমা সংস্কৃতির কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য। এমনকি যারা ব্যক্তিগতভাবে খ্রিষ্টধর্মের প্রতি সব ধরনের আনুগত্য প্রত্যাখ্যান করে, তাদেরও। আবার সব ইসলামিস্টও সচেতনভাবে কোনো একটি ধারার প্রতি অনুগত নয়। কিন্তু তাদের বিকল্প ধারাও প্রকৃত অর্থে স্বাধীন ও বস্তুনিষ্ঠ নয়। সাধারণত বিকল্প ধারাগুলোর দিগন্ত অনেক বেশি সীমিত এবং সংকীর্ণ। পাশাপাশি পূর্বানুগতরা গবেষণার ক্ষেত্রে 'সচেতনভাবে' যে আনুগত্য লালন করে, তারাও সেগুলো লালন করে। তবে অবচেতনভাবে।

এক ধারার ভেতর থেকে আরেকটা বৃহৎ ঐতিহ্যকে অধ্যয়নের সমস্যা—ভিন্ন ভাষায় বললে পশ্চিমা পূর্বানুগত্য নিয়ে ইসলাম অধ্যয়ন—শুধু ধর্মপ্রাণ স্কলারদের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং গোটা পাণ্ডিত্যধারার কেন্দ্রীয় সমস্যা। জ্যাঁ জ্যাকস ওয়ার্ডেনবার্গ তাঁর রচিত L'Islam dans le miroir de l'Occident গ্রন্থে দেখিয়েছেন ইসলামি ধারার গাঠনিক পর্যায়ে যাঁরা কাজ করেছেন, তাঁদের প্রত্যেকে ইগনাজ গোল্ডজিয়া, ক্রিস্টিয়ান স্নাউক হার্গোনিয়ে, কার্ল বেকার, ডানকান ম্যাকডোনাল্ড এবং লুই মাসিনিওদের পূর্বানুগত্য দ্বারা কত নিবিড় ও ব্যাপকভাবে প্রভাবিত ছিলেন (যদিও তিনি ওয়েস্টার্নিস্ট শব্দটা ব্যবহার করেননি)। তাঁর কাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশজুড়ে আছে গুরুভার পণ্ডিতদের সাংস্কৃতিক পূর্বানুগত্য। এর অর্থ এই নয় যে এক ধারার ভেতর থেকে ভিন্নধর্মীয় ঐতিহ্য অধ্যয়ন করা অসম্ভব, যেমনটা কেউ কেউ বলার চেষ্টা করে থাকেন। বরং সমস্ত বিশ্বাসই ব্যক্তিগত। ফলে একই রকম বোধ-বিশ্বাস লালনকারীদের জন্য

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

AI CAMERA Shot by narzo 50i

প্রাক্-আধুনিক নগর সমাজগুলোর সংস্কৃতি অধ্যয়নে আমাদের এখনো পর্যাপ্ত গবেষণাপদ্ধতি গড়ে তোলা বাকি। নৃতাত্ত্বিকেরা অ-নগর সমাজগুলো অধ্যয়নের ক্ষেত্রে জটিলতার শিকার হচ্ছেন, কেউ কেউ গবেষণা সীমিত করে ফেলছেন নগর সমাজগুলোতে। অপর দিকে সমাজবিজ্ঞানীরা আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর সমাজ অধ্যয়ন করতে শিখেছেন। ফলে প্রযুক্তির আলোকে প্রযুক্তি যুগের সমাজগুলো নিয়ে গবেষণা করেন। কিন্তু ম্যাক্স ওয়েবারের পর থেকে খুব কমসংখ্যকই মাঝে সময়টুকু নিয়ে গবেষণা করেছেন—সুমেরিয়ান সভ্যতা থেকে ফরাসি বিপ্লব পর্যন্ত। এর জন্য অংশত দায়ী বিশ্ব ইতিহাস অধ্যয়নে নির্ভরযোগ্য ফ্রেমওয়ার্কের অনুপস্থিতি, যা ক্ষেত্রগুলোর আন্তসম্পর্ক এবং অনুপাত নির্ণয়ে মৌলিক দিশা দেবে। যার ফলে কোনো সামগ্রিক অধ্যয়ন হয়নি। চাইলে যেকোনো কিছুকেই যেকোনো কিছুর সাথে তুলনা করা যায়। কিন্তু অর্থবহ তুলনার জন্য দরকার প্রাসঙ্গিক তুলনাযোগ্য ইউনিট, যার জন্য সামগ্রিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে শক্তিশালী বোঝাপড়া দরকার। সামগ্রিক ফ্রেমওয়ার্কের অনুপস্থিতির ফলে প্রাক্-আধুনিক সভ্যতাগুলোর সম্পর্কে উত্থাপিত প্রশ্নগুলো—বিশেষত ইসলামি বিশ্ব সম্পর্কে—হয় অপ্রাসঙ্গিক কিংবা বিভ্রান্তিকর এবং অনিবার্যভাবেই 'উৎপাদিত' জবাবগুলোও 'ভ্রান্তির' প্রতিবেশী।

উল্লেখ্য, বিশ্ব ইতিহাস অধ্যয়নে যথাযথ ফ্রেমওয়ার্কের সংকট স্কলারদের মাঝে সহযোগিতার আকাঙ্ক্ষা থেকে উদ্ভূত, যাকে এখন 'ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ' বলা হয়, তা মূলত বৃহত্তর 'সিভিলাইজেশন স্টাডিজের' অংশবিশেষ। এতে ইয়োরোপিয়ান উত্তরাধিকারের সাথে অপরাপর সভ্যতাও অন্তর্ভুক্ত। কারণ, মনে করা হয়, ঐতিহাসিক সমস্যাগুলো পারস্পরিক সম্পর্কিত বিধায় সব ক্ষেত্রে মৌলিকভাবে একই পদ্ধতি ব্যবহারযোগ্য। কিন্তু বাস্তবে ইসলামি স্টাডিজের পণ্ডিতেরা মধ্যযুগের ইয়োরোপিয়ান স্টাডিজ পণ্ডিতদের সাথে বসে কনফারেন্স করাটা চায়নিজ স্টাডিজের পণ্ডিতদের সাথে আলাপচারিতার চেয়ে কোনো অংশেই কম উদ্ভট নয়।

বর্তমানে আমাদের ব্যবহৃত 'সভ্যতাসমূহের' বিভাজনগুলো মূলত ভাষাবিদদের উদ্ভাবিত; সভ্যতা হলো যা একটিমাত্র ভাষা-সাহিত্য দ্বারা পরিবাহিত, কিংবা সাংস্কৃতিকভাবে পরস্পরসংযুক্ত একটি ভাষাশ্রেণি দ্বারা। কার্ল বেকার, গুস্তাভ ভন গ্রুনেবাম এবং খোরহে ক্রায়েমার এই ধারণা

2023/12/16 18:06

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

AI CAMERA
Shot by narzo 50i

সিনক্রিসিজমের অতিসরলীকরণ এড়াতে কেউ হয়তো উভয় ধর্মকে সর্বনিম্ন পর্যায়ের যৌথ সামঞ্জস্যে নামিয়ে আনতে পারে, যা বিমূর্ত অতীন্দ্রিয়বাদ কিংবা মানবজাতির সামগ্রিক কল্যাণার্থে অস্পষ্ট কিছু নিবেদন বৈ কিছু নয়।

ফলে দেখা যাচ্ছে ইসলাম এবং খ্রিষ্টবাদ পরস্পরের বিসদৃশ, ঐতিহ্য দুটির মৌলিক চাহিদায় ভিন্নতা রয়েছে। দুয়ের মাঝে সংশ্লেষণের কোনো কার্যকর পথ এখনো আমাদের জন্য সহজলভ্য নয়। দুয়ের মধ্যকার এই দ্বন্দ্বের ব্যাপারে আমাদের সচেতন থাকতে হবে এবং একটির মানদণ্ডে অপরটিকে বিচার করা থেকে বিরত থাকতে হবে। উভয় কাঠামোর প্রধান উপাদান কোনগুলো এবং কোনগুলো অপ্রধান উপাদান, সেগুলোর তুলনামূলক পর্যালোচনার মাধ্যমে আমরা কিছুমাত্রায় উভয়ের মধ্যকার তুলনা নির্ণয় করতে পারি। এই উপলব্ধি নিয়ে যাদের পূর্বানুগত্য আছে এবং যাদের নেই—উভয়ে অংশগ্রহণ করতে পারে। তবে উভয় ধারাতেই মানবীয় কোন দিকগুলো হুমকির সম্মুখীন, সে ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে। তা শুধু তখনই সম্ভব, যখন পর্যালোচনার জন্য নির্বাচিত উপাদানগুলোকে স্বাধীন নিক্তিতে পরিমাপ করা হবে এবং এটিই সর্বোচ্চ সম্ভাব্য আদর্শ মানদণ্ড। ফলে সর্বশ্রেষ্ঠ পর্যালোচনাকেও উভয় ঐতিহ্যের মধ্যকার বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না। তবে এর মাধ্যমেই সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে ইসলামের শক্তি ও দুর্বলতার সর্বোত্তম পাঠ সম্ভব।

যেকোনো দুটি বিপরীতমুখী ধারার মাঝে অমোচনীয় বৈসাদৃশ্য নিয়ে আমি আরেকটু বিস্তারিত আলোচনা করেছি আমার A Comparison of Islam and Christianity as Frameworks for Religious Life প্রবন্ধে। তবে যে বিষয়টি ধর্মীয় ঐতিহ্যসমূহের মধ্যকার সামগ্রিক পর্যালোচনার ভিত্তি হতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করি, তা এতে আলোচনা করিনি; দ্বন্দ্ব নিয়েই বেড়ে ওঠা, নিরবচ্ছিন্ন আলোচনা ও মতবিনিময়ের কোল বেয়ে।

2023/12/16 15:06

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নিঃসন্দেহে অক্সিডেন্টের বিশেষ বৈশিষ্ট্যাবলির প্রতি দায়বদ্ধ। বিশ্ব ইতিহাসের পর্যাপ্ত অনুসন্ধান ছাড়া অক্সিডেন্টের আধুনিকতার সূচনায় কোনটা মৌলিক ছিল আর কোনটা দুর্বিপাক, তা নির্ণয় অসম্ভব। কিন্তু পর্যাপ্ত অনুসন্ধান বাদেই মনে করা হচ্ছে যথেষ্ট পরিমাণ ব্যাখ্যা পাওয়া হয়ে গেছে; কোথায় কেন এর উদ্ভব হলো। অনুরূপ, আধুনিকতার উদ্ভবের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে প্রাক্-আধুনিক কালে অক্সিডেন্টে 'অনুকূল' ঐতিহ্য কিংবা ঐতিহ্যসমগ্রের নীতিনির্ধারণী ভূমিকার কথা বলেছেন। পাশাপাশি ইসলামি সভ্যতাসহ অপরাপর সভ্যতার 'ব্যর্থতা' নির্ণয়ে 'ঐতিহ্যের মৃত হস্ত'র কথা উল্লেখ করেছেন এবং সেখানকার প্রাক্-আধুনিক 'প্রতিকূলতাসমূহকে' অক্সিডেন্টের 'আনুকূল্যের' সাথে তুলনা করেন। এই প্রক্রিয়ায় প্রাক্-আধুনিক কালের অক্সিডেন্ট, ওরিয়েন্ট তো বিবেচনায় এসেছে বটে, কিন্তু আধুনিকতার উদ্ভবকালীন পরিবেশ উপেক্ষিত রয়ে গেছে।

এখন অব্দি আমার দেখামতে অক্সিডেন্টের প্রাক্-আধুনিক বিশেষত্ব প্রমাণার্থে যত প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে, নিবিড় ঐতিহাসিক গবেষণায় সবগুলোকে ভুল প্রমাণ করা সম্ভব, যদি অ-অক্সিডেন্টাল সমাজগুলোকেও অক্সিডেন্টের মতো সুনিবিড় অধ্যয়নের আওতায় আনা হয়। মহান গুরু ম্যাক্স ওয়েবারের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য, যিনি প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে অক্সিডেন্ট যুক্তিবোধ ও কর্মোদ্যমের মিশ্রণে স্বতন্ত্র এক উত্তরাধিকার লাভ করেছেন। এই বইয়ে ঘুরেফিরে যে বিষয়টি আসবে—অক্সিডেন্টের যেসব বৈশিষ্ট্য দেখানোর চেষ্টা করা হয়, চাই তা যুক্তিবোধ হোক বা কর্মোদ্যম, এর প্রায় সবগুলোই হয়তো অন্যত্রও বিদ্যমান ছিল; অথবা এগুলোকে যুক্তিবোধের (Rationality) মোড়কে যতটা স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত করে উপস্থাপন করা হয়, বাস্তবে তা অতটা গুরুত্বের যোগ্য নয়। অক্সিডেন্টাল ল এবং অক্সিডেন্টাল ধর্মতত্ত্ব—উভয়ের ক্ষেত্রেই এ কথা প্রযোজ্য। ওয়েবার অক্সিডেন্টের যুক্তিবোধস্পৃহাকে অংশত ভুল বুঝেছেন, আর বাকিটা তাঁর অজ্ঞতা; মুসলিমদের ভেতরকার যুক্তিবোধের সাথে তিনি পরিচিত ছিলেন না। যেসব স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যাবলির কথা তিনি বলেছেন, সেগুলোর বেশ কিছু যখন অত স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত নয় বলে প্রমাণিত হয়; তখন এসব বৈশিষ্ট্যাবলির সমন্বয়ে গঠিত বিশেষ প্রতিবেশ প্রমাণের চেষ্টাও গুরুত্ব হারায়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সমর্থন করেছেন। বর্ণভিত্তিক ঐতিহ্যের ওপর ভিত্তি করে আমি সভ্যতার যে সংজ্ঞায়ন করি, সেই আলোকে ধারণাটি খুব একটা খারাপ নয়। তবে আমি যা বাতলাই, এটি তার সাথে পুরোপুরি যায়ও না। এর পরিশোধন দরকার। কারণ, সভ্যতার এই সংজ্ঞা আমাদের যে বিন্দুতে নিয়ে দাঁড় করায়, তা এমন—ইসলামপূর্ব মূর্তিপূজক বেদুইন সংস্কৃতিসহ যা কিছু আরবিতে প্রকাশিত, তার সবকিছুই অনুজ (ইসলাম-পরবর্তী যুগে) আরবি সভ্যতার অভিভাবক ও পূর্বপুরুষ। ফলে সিরিয়ান সংস্কৃতির উপাদানসমূহে প্রথম দিককার মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় সাধিত মৌলিক সাংস্কৃতিক উন্নয়নসমূহ--যেগুলো সরাসরি নগরসভ্যতার মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলোর স্রষ্টা—একই সাথে সিরিয়ান সাংস্কৃতির জন্য 'পরদেশি' হিসেবে বিবেচিত এবং এর 'প্রভাবক' হিসেবেও বিবেচিত। আমার দৃষ্টিতে এর ফলে সংস্কৃতির যে রূপ দাঁড়ায়, তা ভ্রান্তিপূর্ণ। কারণ, অধ্যয়নক্ষেত্র হিসেবে 'সাংস্কৃতিক যা কিছু ঘটে, তা-ই আরবিতে নথিভুক্ত হতে হবে'—ন্যায্য হতে পারে বটে, তবে এর প্রাসঙ্গিকতা নিতান্ত সীমিত। যদি ইসলামের পরিবর্তে আমরা আমাদের পয়েন্ট অব ডিপার্চার বা মতভিন্নতাবিন্দু হিসেবে আরবিকে গ্রহণ করি, তবে ইরানিদের বহিরাগত বিবেচনা করতে হবে, যেহেতু তারা আরবিভাষী নয়। আবার পরবর্তী সংস্কৃতিগুলো বহিরাগত ইরান প্রভাবিত, যেখানে খোদ প্রাচীন-মৌলিক-আরবি বেদুইন সংস্কৃতিকে বিবেচনা করতে হচ্ছে 'সার্ভাইভার' হিসেবে। অধিকন্তু, এর ফলে ইসলামি খিলাফতের পূর্ণ যৌবনকালীন আরবি সংস্কৃতির মৌলিক দুটি বৈশিষ্ট্য দাঁড়ায়; (১) আকস্মিকতা বা ক্ষণস্থায়িত্ব, (২) বিচ্যুত সংস্কৃতি, যা মোটাদাগে ধার করা। একই মানদণ্ডে ইরানি ও সিরিয়াক সংস্কৃতিকে বিবেচনা করতে গেলে দৃশ্যপট পুরোপুরি উল্টে যায়! সে ক্ষেত্রে খোদ আরবি ধার করা ইরানি ও সিরিয়াক সংস্কৃতিই হয়ে যায় 'সার্ভাইভার'!

অনুরূপ টয়েনবির মতো লোকদের সভ্যতার সংজ্ঞা থেকে সৃষ্ট সমস্যার প্রতিও 'শ্রদ্ধাশীল' থাকতে হবে। তিনি সভ্যতার সংজ্ঞায়ন করেছেন অভ্যন্তরীণ সাংস্কৃতিক উন্নয়নের ভিত্তিতে। তিনি যখন 'ইসলামি' সভ্যতাকে তিন ভাগে বিভক্ত করেন, আমি মনে করি তিনি ভুলে নিমজ্জিত। তবে এ ক্ষেত্রে তিনি আমাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন—যদি আমরা 'ইসলামি' সভ্যতাকে একক সভ্যতা হিসেবে বিবেচনা করি, তাহলে অবশ্যই এর কারণ দর্শাতে হবে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সভ্যতার সংজ্ঞায়ন

সভ্যতা অধ্যয়নের ক্ষেত্রে (civilizational studies)—সুবৃহৎ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অধ্যয়ন, বিশেষত প্রাক্-আধুনিক নগর যুগের সুবৃহৎ সংস্কৃতিসমূহ—যাকে আমরা 'সভ্যতা' বলি, সেটিই গবেষণার প্রধান ইউনিট। এ ধরনের ইউনিটের বৈশিষ্ট্যাবলির আংশিক ধারণা মেলে লভ্য তথ্য থেকে। বাদবাকি অংশ উদ্‌ঘাটন খোদ অনুসন্ধানকারীর কাজ।

যখন সমাজ যথেষ্ট পরিমাণ বৈচিত্র্যময় হয়ে ওঠে, একটা মাত্রায় সাংস্কৃতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে সক্ষম হয়। শুধু তা-ই নয়, বরং প্রতিটা 'জনগোষ্ঠী', এমনকি যাকে জনগোষ্ঠী বলা চলে, এর প্রতিটা অংশও স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে। একই সাথে সর্ববৃহৎ জনগোষ্ঠীর পক্ষেও কখনোই 'পূর্ণাঙ্গ' স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন সম্ভব নয়। কারণ, এ রকম সুবৃহৎ জনগোষ্ঠীর ভেতরেও সুদূরে অবস্থিত জনগোষ্ঠীর সাথে সাংস্কৃতিক আন্তসংযোগ এবং সাদৃশ্য দেখা যায়। ইসলাম যুগের বহু পূর্ব থেকেই পুরো পূর্ব গোলার্ধজুড়ে সামাজিক দলগুলোর মাঝে সামঞ্জস্য এবং যৌথ উপাদান দৃশ্যমান ছিল। যদি সমাজগুলোকে আমরা সাংস্কৃতিক ধ্যানধারণা, প্রতিষ্ঠান এবং প্রযুক্তির আলোকে বিভাজিত করতে চাই, তবে প্রাক্-আধুনিক সভ্য সমাজগুলোতে অনেক 'আপাত'-বিভাজনরেখা পাওয়া যাবে। কিন্তু একই সময়ে গোটা পূর্ব গোলার্ধে কোনো 'চূড়ান্ত' বিভাজনরেখার দেখা মেলা ভার। প্রাপ্ত সাংস্কৃতিক রীতিনীতি এবং প্রাচুর্যের ওপর ভিত্তি করে খুব দৃঢ়তার সাথে এই আলাপ তোলা হয় যে প্রাচীন ধ্রুপদীকাল থেকে ইরান টু গল—গোটা অঞ্চল মিলে একটি একক সাংস্কৃতিক বিশ্ব গড়ে তুলেছিল। একই আলাপ আমাদের ইন্দো-মেডিটেরেনিয়ান বৃহত্তর ঐক্যের ধারণার দিকে নিয়ে যায়, কিংবা কিছুটা স্বল্প মাত্রায় গোটা আফ্রো-ইয়োরেশিয়ান নগরসভ্যতাকে একটি একক হিসেবে বিবেচনা করতে শেখায়। এই প্রেক্ষাপটে কোনো সভ্যতাকে 'তুলনামূলক' অনুন্নত বলতে হলে অবশ্যই এমন বেদি দেখাতে হবে, যার ওপর ভিত্তি করে সভ্যতাগুলো ভিন্ন হয়েছিল, একটি জনগোষ্ঠী আরেকটি জনগোষ্ঠী থেকে কোন ক্ষেত্রে ভিন্ন ছিল। কিন্তু অধিকাংশ সময়ই এ রকম বিভাজনকে 'স্বতঃসিদ্ধ' ধরে নেওয়া হয়, কোনো ভিত্তি ছাড়াই। কিসের ওপর আলাদা আলাদা মানবযূথ গড়ে উঠেছিল, তা নির্ণয় প্রচেষ্টা অনুপস্থিত।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হবে—তা মূলত গবেষকের ব্যক্তিগত পছন্দের বিষয়, তিনি যে ধারায় তাঁর অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করতে ইচ্ছুক।

অন ডিটারমিন্যান্সি ইন ট্র্যাডিশন

সভ্যতাকে যেভাবেই সংজ্ঞায়িত করা হোক না কেন, একে এর মানববাহকদের জীবন থেকে কখনোই আলাদা বিবেচনা করা যাবে না। ইতিহাসের যেকোনো সময়কালের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার, সংশ্লিষ্ট সমাজের সদস্যদের নিত্যদিনের বাস্তবতার অংশ এবং সংস্কৃতি সমাজের এমনকি সবচেয়ে দূরদর্শী সদস্যেরও দৃষ্টিসীমা নির্ধারণ করে দেয়; সেই পরিবেশে বসে সে দিগন্তের ঠিক কত দূর পর্যন্ত দেখতে পাবে। কিন্তু সংশ্লিষ্টদের প্রত্যক্ষ স্বার্থ ও বাস্তব ক্ষেত্রে মিথস্ক্রিয়ায় জড়িত হতে না পারলে এর কোনো ভূমিকা নেই। ফলে ঐতিহ্যের নির্ধারণী ক্ষমতা সীমিত—কারণ, একে প্রতিনিয়ত সমকালীন পরিবেশে প্রাসঙ্গিক হয়ে থাকতে হয়।

আন্তসাংস্কৃতিক তুলনামূলক পর্যালোচনাকালে নিরবচ্ছিন্ন প্রাসঙ্গিকতা গুরুত্বপূর্ণ। যেমন অক্সিডেন্টেই কেন টেকনিক্যালাইজড সমাজের উদ্ভব ঘটল, তা বুঝতে গেলে স্কলারদের টেকনিক্যালাইজড সমাজ উদ্ভবের পূর্ববর্তী কয়েক শতাব্দীতে মনোনিবেশ করতে হবে। দুইভাবে তা সাধিত হতে পারে। প্রথমত, যখন পরিবর্তন ঘটছিল, সে সময়কার বিশেষ পরিবেশ এবং সৃষ্ট নতুন সুযোগগুলো অধ্যয়ন। দ্বিতীয়ত, অক্সিডেন্ট এবং অপরাপর সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত ব্যবধানগুলো অধ্যয়ন। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পূর্ণ মধ্যযুগীয় অক্সিডেন্টের সাথে এর সমসাময়িক সভ্যতাগুলোর তুলনা বাধ্যতামূলক।

অতীতে দ্বিতীয় পদ্ধতিটি সহজ প্রতীয়মান হতো। কারণ, পরিবর্তনের সময়কার বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো অধ্যয়নযোগ্য বিশ্ব ইতিহাসের পর্যাপ্ত ফ্রেমওয়ার্ক ছিল না। পাশাপাশি অপরাপর বৃহৎ সভ্যতাগুলোকে যথেষ্ট পরিমাণ বিচ্ছিন্ন উপাদান জ্ঞান করা হতো, যার বৈশিষ্ট্যাবলি আদৌ অক্সিডেন্টেরগুলোর সাথে তুলনীয় নয়, এদের বৈশিষ্ট্যের বিশ্বজনীনীকরণ সম্ভব নয়। অক্সিডেন্টের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যাবলির অধ্যয়ন এতৎসংশ্লিষ্ট প্রশ্নাবলির সাথে প্রাসঙ্গিক। আধুনিক টেকনিক্যালাইজেশনের উত্থান

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এটিও উল্লেখ্য যে তাঁর মেথড খুব একটা সুদূরপ্রসারী নয়। তিনি যেসব মনোজাগতিক অবস্থার (attitude) কথা উল্লেখ করেছেন, মনে হয় সেগুলো যেন স্থির বাস্তবতা। কখনো পরিবর্তন প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে যায়নি, কখনো পুনর্নবায়িত হয়নি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে তিনি ইতিহাসের মৌলিক প্রশ্নটা এড়িয়ে গেছেন—এই মনোজাগতিক অবস্থার সূচনার পর কিসে তা টিকিয়ে রাখল? এই প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়ার ফলে তিনি অপরাপর অবস্থাসমূহের সাথে এর মিথক্রিয়ার পূর্ণাঙ্গ চিত্র অনুধাবন করতে পারেননি এবং খোদ মনোজাগতিক অবস্থার ফলাফলও বুঝতে পারেননি।

প্রাক্-আধুনিক অক্সিডেন্টাল সংস্কৃতির আধুনিকতার সাথে সম্পর্কের প্রশ্নটি আদতে অনেক ব্যাপকতর আরেকটি সমস্যার মূর্ত বহিঃপ্রকাশ; ধ্রুপদী সংস্কৃতির উত্থানে এবং বর্তমান সংস্কৃতিতে স্বার্থের ভূমিকা। যখন এটি সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে দীর্ঘমেয়াদি সাংস্কৃতিক পরিবর্তনগুলো মহাপুরুষদের উদ্যোগ, ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য কিংবা বর্ণপ্রথা দিয়ে যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়; অনুরূপ সমাজের অভিজাত শ্রেণির নৈতিকতার আলোকে কিংবা সরাসরি অর্থনৈতিক স্বার্থের আলোকে ব্যাখ্যা করতে গেলেও এই প্রশ্ন উঠে আসে যে নৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের এই রূপ কীভাবে এই পর্যায়ে এল; তখন সম্পদ ব্যাখ্যার হাতিয়ার হয়ে ওঠে প্রধানতম সাংস্কৃতিক প্রবণতাগুলো (seminal traits)। এই প্রধানতম সাংস্কৃতিক প্রবণতাগুলোর প্রচ্ছন্ন প্রভাব রয়েছে, যা সামাজিক বিবর্তনের প্রথম দিকে দৃশ্যমান হয় না। কিন্তু ক্রমে সমাজ যত উন্নত হয়, এর ফলাফল প্রকাশিত হতে শুরু করে—যদি ধরে নিই যে সমাজের একটি সুনির্দিষ্ট উন্নয়নপ্রক্রিয়া রয়েছে। নানা ধরনের প্রধানতম প্রবণতা রয়েছে। তন্মধ্যে সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত হচ্ছে মনোজাগতিক প্রবণতার (attitudes of mind) এবং ভালো ও মন্দের ধারণার উত্তরাধিকার। ফলে পশ্চিমের র‍্যাশনালাইজিং এবং সম্পদের পুনর্বিনিয়োগ প্রবণতার বিপরীতে চীনের চিরন্তন প্রবণতা ছিল তাওয়িজম[১৮] এবং ভদ্রলোক হয়ে ওঠার প্রচেষ্টা। চীনের নিজস্ব শিল্পবিপ্লব ব্যর্থ হওয়ার কারণ সেখানকার

---

১৮ তাওয়িজমের মূল কথা হচ্ছে মানুষ এবং প্রাণিজগৎ 'তাও'-এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে জীবন ধারণ করতে হবে। 'তাও', অর্থাৎ মহাবিশ্ব।

–রাকিবুল হাসান

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যেহেতু 'সভ্যতাকে' বিভাজনের পেছনের যুক্তি সর্বত্র একই নয়, বৈশ্বিক নয়। বরং প্রায় প্রতিটি ঘটনাভেদে বিশেষ কারণ থাকে। তবে এ ক্ষেত্রে ভাষার চেয়ে ব্যাপকতর এমন কোনো মানদণ্ড নেই, যার আলোকে সুবৃহৎ সংস্কৃতি অধ্যয়ন করা যায়। সংস্কৃতি বাহ্যত পরস্পরস্বীকৃত পারিবারিক যূথসমূহের গৃহীত জীবনধারা। সময়ের পরিক্রমায় এটি এভাবে সংজ্ঞায়িত হতে পারে—তুলনামূলক স্বাধীন পারস্পরিক নির্ভরশীল ক্রমসঞ্চিত ঐতিহ্য, যাতে অসংখ্য পারিবারিক যূথ অংশগ্রহণ করতে পারে। এটি এমন একটি সামগ্রিক কাঠামো তৈরি করে, যেখানে প্রতিটি স্বতন্ত্র ঐতিহ্য বিকাশ লাভ করতে পারে। তবে মনে রাখতে হবে, এমনকি স্থানীয় সংস্কৃতিতেও কিছু ঐতিহ্য—যেমন চিত্রকলার সুনির্দিষ্ট কোনো ধারা, অথবা কোনো বিশ্বাসবিশেষ—বিলীন হয়ে যেতে পারে, এর স্থান দখল করতে পারে নতুন ঐতিহ্য। কোনো সংস্কৃতির কোনটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য, কোনটি অমৌলিক, কোনটি খাঁটি, কোনটি ভেজাল—তা নির্ণয়ের চূড়ান্ত কোনো মানদণ্ড নেই। এমনকি মৌলিক-অমৌলিক ঐতিহ্য নির্ণয়ও সম্ভব নয়। তবে সংস্কৃতিতে সুনির্দিষ্ট মাত্রায় অখণ্ডতা রয়েছে। সংস্কৃতির কোনো বৈশিষ্ট্যের—চাই চিরন্তন হোক বা নবীন—ফলাফল ও অর্থ কী হবে, তা ইতিহাসের সুনির্দিষ্ট সময়ে চলমান মিথস্ক্রিয়ায় এর প্রভাবের ওপর নির্ভরশীল। অনুরূপ কোনো সুনির্দিষ্ট ঐতিহ্যের ফলাফল ও চূড়ান্ত অর্থ নির্ণীত হবে 'সামগ্রিক সাংস্কৃতিক কাঠামোতে' এর প্রভাবের ভিত্তিতে। সংস্কৃতির যত ব্যাপক ও সুদৃঢ় শাখাসমূহকে ছুঁয়ে যাবে, ঐতিহ্যের প্রভাব তত বেশি শক্তিশালী হবে। সময়ের ব্যবধানে যে উপাদান সংস্কৃতির স্থায়িত্ব নিশ্চিত করে, তা-ই সংস্কৃতিকে একক সংহত ইউনিটে পরিণত করে।

আরও ব্যাপক পরিসরে গেলে 'সভ্যতায়' সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয় নির্ধারণ অধিকতর সমস্যাপূর্ণ এবং কিসে সংস্কৃতিকে দীর্ঘমেয়াদি করবে, তার সূত্র নির্ধারণ তুলনামূলক অসম্ভব। তবে আমরা সাধারণ অবস্থা বিবেচনায় নিতে পারি, যা বাহ্যত সমস্যাটির সমাধান দিতে সক্ষম। যদি সংস্কৃতির বিস্তৃততর পরিসরকে—যা ক্রমসঞ্চিত স্বাধীন ঐতিহ্যের সমাহার— আমরা 'সভ্যতা' হিসেবে চিহ্নিত করি, তবে সংস্কৃতির ভরা যৌবনে 'যৌথ ঐতিহ্যগুলো' সভ্যতার মূল চরিত্র হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে। বর্ণমালাবাহিত যেকোনো সাক্ষর, দর্শন, রাজনৈতিক ও আইনি মূল্যবোধের ক্ষেত্রে এটি ঘটতে পারে; সুনির্দিষ্ট কোনো ধর্মের প্রতি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আনুগত্য ছাড়াই। (সাধারণত, বর্ণমালাভিত্তিক ঐতিহ্যকে লিখিত ভাষার নিরবচ্ছিন্নতা থেকে বিযুক্ত করা যায় না। একই ভাষা ব্যবহারকারী দুটি যূথের মাঝে ভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিচয় থাকার অত্যাবশ্যকতা নেই, বিশেষত দুই সময়কালে। অনেকেই গ্রিক এবং প্রাচীন অ্যাটিকাদের নিছক গ্রিক বর্ণমালা আর হোমার পাঠের ফলে একই সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত করতে রাজি হবেন না। যে বিষয়টা সবচেয়ে বেশি বিবেচ্য তা হলো প্রভাবশালী বর্ণমালাভিত্তিক ঐতিহ্য এবং এতৎসংযুক্ত আনুগত্যসমূহ, চাই ভাষা যা-ই হোক না কেন।) যখন এ রকম প্রধান বর্ণমালাভিত্তিক ঐতিহ্যগুলো সংহতভাবে পরিবাহিত হয়, সাধারণত এতৎসংযুক্ত সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোও বয়ে চলে। সমস্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য পরস্পর নিবিড়ভাবে সংযুক্ত। ফলে ক্ষেত্রবিশেষে কোনো একটি ক্ষেত্রে একাধিক ঐতিহ্যের মধ্যে অত্যন্ত গভীর মিলন ঘটে এবং এই মিলিত ক্ষেত্র ও অপরাপর ক্ষেত্রের মধ্যকার পার্থক্য এত প্রকটভাবে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে যে তা সুস্পষ্ট বিভাজনরেখায় পরিণত হয়। বিভাজনরেখার মধ্যে চিরন্তন হয়ে ওঠার প্রবণতা রয়েছে। ফলে বিভাজনরেখাটি স্থায়ী হয়ে যায় এবং এর ভিত্তিতে এক সভ্যতাকে আরেক সভ্যতা থেকে পৃথক করা হয়। এভাবেই পূর্ব গোলার্ধের সভ্যতাগুলো একে অপর থেকে আলাদা হয়েছে।

কিন্তু এই আপাত-সুস্পষ্টতা একে স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে ধরে নিতে ইতিহাসবিদদের প্রলুব্ধ করতে পারেনি। সর্বদাই সভ্যতার 'সীমান্তরেখা' এবং 'ব্যতিক্রমী' ঘটনাবলি ছিল, যা খুবই স্বাভাবিক। ফলে এক সভ্যতা যেখানে আরেক সভ্যতায় লীন হয়েছে, সেখানে 'সীমান্তরেখা' সুস্পষ্ট নয়। যেমন জর্জিয়ান এবং আর্মেনিয়ান জনগোষ্ঠীকে সুস্পষ্টভাবে কোনো সুনির্দিষ্ট বৃহৎ সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত করা বেশ জটিল এবং এর পূর্বাভাস দেওয়াও সম্ভব নয় যে একই সভ্যতা গড়ে তোলা জনগোষ্ঠীর মাঝে ঠিক কোন ধরনের জীবনধারা প্রভাবশালী হয়ে উঠবে এবং তা তাদের সভ্যতার প্রধান চরিত্র হয়ে উঠবে। প্রতিটি অঞ্চলের মতো সভ্যতাগুলোও তাদের নিজস্ব বলয় নিজেরাই ঠিক করে নেয়। আবার একাধিক চরিত্রও থাকতে পারে, যেগুলোর একটি অপরটিকে আচ্ছাদিত করে রাখে। সুতরাং দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতার ফলে বাইজেন্টাইন সংস্কৃতি প্রাচীন হেলেনিক ঐতিহ্যের অংশ হিসেবেও পরিগণিত হতে পারে, আবার খ্রিষ্টবাদের অংশও হতে পারে; যার সময়কাল সংক্ষিপ্ত হলেও ভৌগোলিক ব্যাপ্তি অনেক। ফলে একাধিক সীমানাপ্রাচীরের মধ্য থেকে কোনটি গৃহীত

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অভিজাত পরিবারগুলোর ওপর বর্তায়, তারা শিল্প খাতে লেগে থাকেনি। বরং অন্যান্য অধিকতর সম্মানজক ক্যারিয়ার অন্বেষণ করেছে। (যদি চীনের শিল্পবিপ্লব সফল হতো, সেই সফলতার কৃতিত্বও যেত সম্পদশালী পরিবারগুলোর অভিজাত হয়ে ওঠার প্রবণতায়)।

আমি নিশ্চিত যে প্রধানতম কিছু প্রবণতা অবশ্যই ছিল। কিন্তু সেগুলো কী কী, তা নির্ণয় করা ভারি মুশকিল। তবে যেকোনো বিবর্তনের ঐতিহাসিক প্রভাব নিরূপণ করতে হলে অবশ্যই সেই প্রজন্মের পূর্ণাঙ্গ 'বাস্তুসংস্থানকে' বিবেচনায় নিতে হবে। অর্থাৎ ভৌগোলিক, সামাজিক লভ্য সম্পদরাজি এবং অপরাপর যূথসমূহের সাথে তৎকালীন আন্তসম্পর্কসহ সমস্ত শর্তকে বিবেচনায় নিতে হবে, যা সম্ভাব্য কার্যক্রমের গতিপথ নির্ধারণ করে দেবে এবং এভাবে ভবিষ্যতে কোন মনোজাগতিক প্রবণতা গৃহীত হবে, তা-ও ঠিক করে দেবে। আদর্শ মানদণ্ড অনুযায়ী প্রতিটি প্রজন্ম পূর্বেই নির্ধারণ করতে হবে ঠিক কোন বিন্দুতে গিয়ে, কোন পরিস্থিতিতে, তাদের অতিরিক্ত অর্থ, সময় ও বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রম ক্রমহ্রাসমান উপযোগ দিতে শুরু করবে। এই হিসাবনিকাশে অন্তর্ভুক্ত থাকবে-- প্রাকৃতিক, মানবসৃষ্ট এবং জনতাত্ত্বিক সম্পদরাজি; প্রযুক্তিগত ও বৈজ্ঞানিক বিকল্পসমূহ; সেই প্রজন্মের সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ; তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার গতিপ্রকৃতি এবং কোন কোন বিষয়ের ওপর আশা-আকাঙ্ক্ষা নির্ভরশীল। অর্থাৎ যেসব বিষয়ের পরিবর্তন তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষায় পরিবর্তন আনবে। হিসাবনিকাশের আওতায় আরও আসতে হবে—পূর্বপুরুষদের মনোজাগতিক ধারার (attidute) 'প্রভাব', কিন্তু সুনির্দিষ্ট প্রজন্মের পরিবেশ-প্রতিবেশ পরিবর্তনের ফলে সেসব মনোজাগতিক ধারার 'প্রভাব' খোদ মনোজাগতিক 'ধারার' চেয়ে ভিন্ন হতে পারে। এমনকি পরিস্থিতির ভিন্নতার ফলে শিশু প্রতিপালন পদ্ধতিতেও—এই ক্ষেত্রটিতে অবচেতন অতীত সবচেয়ে ভারী প্রভাব ফেলে—ব্যাপক পরিবর্তন আসতে পারে। এ ক্ষেত্রে 'ব্যক্তিতন্ত্র' (indivisualism), 'ব্যক্তিগত অবকাশচিন্তা' এবং 'দুনিয়া-নাস্তি'র (world-negation) মতো মনোজাগতিক ধারার প্রভাব ঠিক কতটুকু, তা পরিমাপ মোটামুটি দুঃসাধ্য। তবে মনোজাগতিক ধারার 'আলামত' চিহ্নিত করা তুলনামূলক সহজ এবং নতুন প্রজন্মের প্রেক্ষাপটে এগুলো পুরোপুরি ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হতে পারে। যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি লনবেষ্টিত একটি বাড়ি থাকার 'মনোজাগতিক' নিউক্লিয়ার পরিবারের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নয়। ইতিহাসকে টেনেহিঁচড়ে ত্রিমুখী বিভাজনের সাথে খাপ খাওয়ানোর যারপরনাই কোশেশ করা হয়েছে। অরফিক উপাদানগুলোকে প্রতি যুগের 'মাজদিয়ান'দের সাথে তুলনা করা হয়েছে এবং মাজদিয়ান ঐতিহ্যে 'সময়'কে সবকিছুর উর্ধ্বে স্থান দেওয়ার প্রবণতাকে কোনো দার্শনিক ধারণার পরিবর্তে 'ওরিয়েন্টাল' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। মাজদিয়ান বিমূর্ত ধারণাগুলো সুনির্দিষ্ট সময়ে এবং সম্ভবত গ্রিসের অনুরূপ প্রক্রিয়ায় স্বাধীনভাবে উত্থিত হয়েছে—এই সম্ভাবনা বিবেচনায় নেওয়া হয়নি। বরং ধরেই নেওয়া হয়েছে—যা কিছু পারসিয়ান, তার সবটাই নিশ্চল, প্রাক্-গ্রিক, এমনকি প্রাক্-অরফিক। যদিও কিছু ক্ষেত্রে বর্তমানে বিশ্ব ইতিহাসের এই চিত্রের সমস্যাগুলো সারিয়ে তোলা হচ্ছে, কিন্তু এটিই এখন অব্দি সবচেয়ে প্রভাবশালী চিত্র এবং ইসলামিক স্টাডিজের অধিকাংশ কাজে ব্যবহৃত। প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা ও বৈধতা, নিখাদ নৈতিকতা, স্বাধীনতা, শিল্প—সবকিছু কোনো না কোনোভাবে 'ওয়েস্টার্ন'-এর অংশ এবং এর আলোকেই অবশিষ্ট পৃথিবীর অভিজ্ঞতা বিচার করা হয়েছে। অধিকন্তু, সবকিছুর ঐতিহাসিক প্রাসঙ্গিকতা বিচার করা হয়েছে পশ্চিম ইয়োরোপে এর প্রভাবের আলোকে। ফলে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল থেকে ইসলাম অপসারণের সাথে সাথে এর ঐতিহাসিক প্রাসঙ্গিকতাও অবলুপ্ত!

অবশেষে, এখন আমরা বিশ্ব ইতিহাসে নতুন প্রচেষ্টা দেখতে পাচ্ছি, যাকে বলা চলে 'চার-অঞ্চল' (four-region) ধারা। বিশ্ব ইতিহাসের লিখিত ধারায় এর প্রথম আবির্ভাব ঘটে বিল ম্যাকনেইলের 'রাইজ অব দ্য ওয়েস্ট'-এর মাধ্যমে। এই ধারার উন্মেষ ঘটেছে মোটাদাগে নৃতত্ত্ববিদদের মাঝে, আরও সুনির্দিষ্টভাবে বললে প্রাক্-ইতিহাসবিদদের (pre-historians) মধ্যে। কিছু ক্ষেত্রে এটি ওয়েস্টার্নিস্ট পদ্ধতির ভিত নাড়িয়ে দেয়, বিশেষত টয়েনবি ধারাকে। টয়েনবি বিশ্ব ইতিহাসের সম্পূর্ণ নতুন এক ধারার প্রতিনিধি, যা স্পেংলারের ধারা থেকে পুরোপুরি আলাদা। স্পেংলার বিশ্বাসী হেগেলিয়ান ধারায়। অবশ্য চার-অঞ্চল ধারা এখনো পূর্ণাঙ্গ হয়ে সারেনি এবং এর নৃতাত্ত্বিক পূর্বসূরি থেকে বিকিরণবাদের (diffusionism) ওপর জোর আরোপের উত্তরাধিকার পেয়ে এসেছে। এর প্রধান দার্শনিক চিন্তাগুলো ক্রিশ্চিয়ান, মার্ক্সিস্ট এবং ওয়েস্টার্ন চিত্রের চিন্তা থেকে আলাদা। যার শিকড় শুধুই ব্যবহারিক পর্যবেক্ষণে প্রোথিত। ঐতিহাসিক ঘটনাবলির আলোকে পরিচালিত নয়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নিয়মতান্ত্রিকতায় নিয়ে আসা, ছাঁচে ফেলা। আমি এই আশা করি না যে এসব আনুগত্য অবদমিত হয়ে যাবে, ধ্বংস হয়ে যাবে—সে আশা তো নয়ই। যদি অধিকতর সমৃদ্ধ কোনো দৃষ্টিভঙ্গি কর্তৃক বিশ্ব ইতিহাসের পশ্চিমা চিত্র সুনিয়ন্ত্রিত ও সুনির্ণীত না হয়, তবে তা অনির্বচনীয় ক্ষতি বয়ে আনবে; বরং এখনো তা করে চলেছে এবং এই কারণেই—আঠারো শতকের পূর্বে ইসলামি সমাজে 'অবক্ষয়' ছিল, পর্যাপ্ত প্রমাণ বাদে কারও এই দাবি বিশ্বাস না করতে আমি খুব জোর দিই। আরবি থেকে লাতিনে ভাষান্তর বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর ইসলামি বিশ্বে উৎপন্ন প্রাকৃতিক বিজ্ঞান অধ্যয়নের পূর্বে কারও এ কথা বলার অধিকার নেই যে ইসলামি সভ্যতার পতন হয়েছে সামান্য ও সাময়িক কিছু ঘটনার ভিত্তিতে। তথাকথিত পতন যুগ শুরু হওয়ার পর প্রতি দশকেই ইসলামি বিশ্ব আধুনিকতাপানে অগ্রসর হয়েছে। যেহেতু স্কলাররা সাধারণত প্রাচীন উৎসসমূহের ওপর নির্ভর করেন এবং এমনটাই হওয়া উচিত—এটি মোটেও বিস্ময়ের কিছু নয় যে অতিসাম্প্রতিক কাজগুলোর সাথে তাঁরা পরিচিত নন; তবে ভবিষ্যতেও হবেন না, এই ধারণা করি না এবং এ-ও স্মর্তব্য যে নিছক প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ভিত্তিতে কোনো সভ্যতার র‍্যাশনালিটি যাচাই করা সম্ভব নয়। এ কারণেই হেনরি করবিনের মতো ব্যক্তিরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যিনি আমাদের ষোলো ও সতেরো শতকের মহান দার্শনিকদের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়েছেন।

বস্তুত, ক্রমান্বয়ে আমি এ কথা উপলব্ধি করতে শিখেছি—পরবর্তী যুগের দার্শনিক ধারা অধ্যয়ন বাদে, বিশেষত ইসলামের প্রধান অঞ্চলগুলোর দার্শনিক ধারা (ভিন্ন ভাষায় বললে মিসরে নয়; কারণ, তা কখনোই ইসলামি দর্শনের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল না, বরং ইরাক ও ইরানের), উনিশ শতকে ইসলামি বিশ্বে আধুনিকতার উত্থান অনুধাবন অকল্পনীয়। উদাহরণ, আমার মনে হয় তথ্যটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে জামালুদ্দিন আফগানির প্রশিক্ষণ হয়েছিল নাজাফে এবং তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাগুলো বিকশিত হয়েছিল ইরানে, মিসরে নয় এবং ঠিক এই কারণেই আমাদের চিন্তায় ইসলামি ভূখণ্ডের সীমানা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন 'ব্রিটিশ মিডল ইস্ট কমান্ড'ভুক্ত অঞ্চলে সীমিত করে ফেলা ভয়ংকর। বিশেষত মধ্যপ্রাচ্যে ব্রিটিশ ক্ষমতা পাকাপোক্ত করতে গিয়ে ইরানের মাঝবরাবর বিভাজিত করে ফেলা, যা ইসলামি চিন্তার প্রাণকেন্দ্র খোরাসানকে দ্বিভক্ত করে ফেলেছে। ঐতিহাসিক ঘটনাবলির আলাপকালে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আকাঙ্ক্ষা—যা নিঃসন্দেহে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার রক্ষাকবচ—ক্রমান্বয়ে সামাজিক কর্মকাণ্ড এবং সামাজিক সাদৃশ্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে 'সংঘ-মানব' (organization-man) উপশহর গড়ে তোলার দিকে নিয়ে যেতে পারে। অনুরূপ, কোরআনুল কারিমের 'অ-অন্তর্ভুক্তকরণ' (exclusivitiy)—উদাহরণত ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় সাক্ষ্য বাতিলকরণ—ক্রমান্বয়ে বিশেষ ধারার বৈশ্বিকতাবাদ, বহুমাত্রিক ঐতিহ্যের প্রতি সহনশীলতা এবং 'অন্তর্ভুক্তকরণের' দিকে নিয়ে যেতে পারে। শুধু আহলে কিতাবই নয়। অন্যদেরও অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। যেমনটা কিছু সুফিধারার বৈশিষ্ট্য।

বস্তুত, অ-সাক্ষর সমাজের অবস্থা যা-ই হোক না কেন, প্রতিটি জটিল সমাজেই সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক মনোজাগতিক ধারাগুলো হয়তো বহুমাত্রিক পাঠ, নয়তো ফলিত ঐতিহ্যে পাওয়া যায়; কিংবা সর্বোচ্চ সম্মানধারী সাক্ষর ঐতিহ্যে এবং যেকোনো ঐতিহ্যে প্রাপ্ত মনোভাবগুলো অপরাপর প্রধান ঐতিহ্যসমূহেও দৃশ্যমান। পাশাপাশি একটি প্রজন্মের সবকিছুর ব্যাখ্যাই লুকিয়ে আছে তাদের ঐতিহ্যে। একসময় মনে করা হতো চীনের পরিবারকেন্দ্রিক মনোভাব চীনাদের কমিউনিজম থেকে ফিরিয়ে রাখবে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে চৈনিক আমলাতন্ত্র চীনের স্বাতন্ত্রকে কমিউনিজমে লীন করে দিতে সক্ষম হয়েছে।

'প্রতিটি প্রজন্ম নিজের সিদ্ধান্ত নিজেরাই নেয়'—একে মৌলিক নীতিমালার জায়গায় রাখা এবং এতদ্ভিন্ন যেকোনো দাবির সপক্ষে প্রমাণ তলব করাটাই প্রজ্ঞাপূর্ণ (এটি মূলত র‍্যাঙ্কের মূলনীতির আংশিক প্রয়োগ—প্রতিটি প্রজন্মই ঈশ্বর থেকে সমদূরত্বে অবস্থান করে)। কোনো প্রজন্ম তাদের পূর্বসূরিদের মনোজাগতিক ধারা মানতে বাধ্য নয়। যদিও তারা এর প্রভাব ভোগ করতে হয় এবং সেই প্রজন্ম যে বিকল্পসমূহের মধ্য থেকে সিদ্ধান্ত বাছাই করতে হয়, সেগুলোর মাঝে পূর্বসূরিদের মনোজাগতিক ধারার প্রভাব খুবই সীমিত।

প্রধানতম ঐতিহ্যগুলোর মধ্যকার পার্থক্য সেগুলোর স্বতন্ত্র উপাদানে নয়, বরং উপাদানগুলোর তুলনামূলক ভার এবং গোটা প্রেক্ষাপটের সাথে এগুলোর পারস্পরিক ক্রিয়ার কাঠামোতে। যদি কোনো কাঠামো অপরিবর্তিত ও স্থির থাকে, বুঝতে হবে তা মূলত এর পূর্বশর্তগুলোর স্থিরতা এবং এই কাঠামোকে বহাল রাখে, এমন মনোজাগতিক ধারাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ পুনর্নবায়নের কারণে। পূর্বশর্তগুলোকে পুরোপুরি কার্যকর করার ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পালন করে থাকে। ভিন্ন ভাষায়; ইরানো-সেমেটিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মার্কেন্টাইল (বাণিজ্যিক) প্রবণতা—একেশ্বরবাদের উত্থানের ভেতর দিয়ে যা প্রকটিত—ইসলামের পৃষ্ঠপোষকতায় পুরোপুরি স্বাধীনভাবে বিকশিত হতে পেরেছে। এই পক্ষপাতের বিশেষ সংশ্লেষণের ফলে ইসলামের বিজয় সম্ভব হয়েছিল এবং বিনিময়ে এই বিজয় মার্কেন্টাইল প্রবণতাকে ইরানো-সেমেটিক ইতিহাসের গতিপথ নিয়ন্তায় পরিণত করেছে। তবে এ রকম প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের প্রভাব একাকী খুব বেশি দূর এগোতে পারবে না অনুকূল পরিস্থিতির (predisposing conditions) অনুপস্থিতিতে, যে পরিস্থিতি ইতিমধ্যেই সবচেয়ে শক্তিশালী হয়ে ওঠা প্রবণতাগুলোকে পুরোপুরি কার্যকর করে তুলবে, উত্থান-পতন প্রতিরোধ করবে; যেন সাধারণ নৈতিকতা থেকে সাময়িক কিংবা স্থানীয় বিচ্যুতি গোটা সংস্কৃতির পতন বয়ে না আনে। কিন্তু যদি পরিবর্তিত পরিস্থিতি দীর্ঘায়িত হয়, তাহলে সংশ্লিষ্ট মনোজাগতিক ধারা এবং এগুলোর প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের রকমসকমও খুব দ্রুতই পরিবর্তন হয়ে যাবে।

ঐতিহাসিক পরিবর্তন চিরন্তন এবং সমস্ত ঐতিহ্যই মুক্ত ও গতিশীল; সর্বদা অভ্যন্তরীণ ভারসাম্যহীনতার কারণে। মানবমনন সর্বদা বর্তমানে সম্ভব, এমন সবকিছু খুঁড়ে দেখতে উৎসুক। এ ছাড়া মানুষ হিসেবে আমরা প্রধানত ব্যক্তিগত স্বার্থসন্ধান দ্বারা পরিচালিত হই, ঐতিহ্যে অবদান দ্বিতীয় পর্যায়ের। প্রতিটা ঐতিহ্যই সমকালীন পরিস্থিতির অনুকূলে পুনর্নবায়িত হতে হবে, যেন বর্তমানের চাহিদা ও স্বার্থোদ্ধার করতে সক্ষম হয়। নয়তো তা হারিয়ে যাবে কিংবা প্রাসঙ্গিকতা বজায় রেখে নতুন রূপে পরিবর্তিত হবে। পুনরাবৃত্তির কাঠামোতে যে ধরনের ঐক্যই আবিষ্কার করি না কেন, সংস্কৃতিতে আমরা যে সাধারণ স্টাইলই খুঁজে পাই না কেন, তা একই সাথে প্রভাবশালী, সুদৃঢ় এবং ভঙ্গুর। নতুন ইতিবাচক সুযোগ আসামাত্রই পুনরাবৃত্তির কাঠামো অরক্ষিত হয়ে পড়ে। সমরূপী এবং বাধ্যকারী যে স্টাইলই তৈরি হোক না কেন, একে ফাঁপা ছিপি জ্ঞান করা যাবে না। বরং সুকুমার পুষ্প ভাবতে হবে, যা সৃষ্টিশীল প্রচেষ্টার ফসল।

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে বাস্তবে রূপদান সম্পর্কে একটি কথা না বললেই নয়। তা হলো 'সহস্রাব্দের নিষ্ক্রিয়তা' কাটিয়ে 'প্রাচ্য' এখন আড়মোড়া ভেঙে জেগে উঠছে, এই ভুল উপস্থাপন এখনো ব্যাপক। এটি বিশ্ব ইতিহাস সম্পর্কে ঘোরতর অজ্ঞতা থেকে উৎসারিত, যা শুধু

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ছয়

বিশ্ব ইতিহাসচর্চা[১৯]

বিশ্ব ইতিহাস নিয়ে আমার একাধিক ভাবনা রয়েছে। যেসব ক্ষেত্রে আমি বিশ্ব ইতিহাসকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করি, তার কয়েকটি উল্লেখ করব। অন্য যেকোনো কিছুর চেয়ে এটি বেশি ফলদায়ক। কারণ, এটি 'অন্য সবকিছুর' বোঝাপড়া তৈরি করে। প্রথমত, ইতিহাসের সমস্ত গবেষণা এই চিন্তা থেকে উৎসারিত যে মানুষের মনে ইতিহাসের একটা কল্পরূপ ইতিমধ্যেই তৈরি হয়ে আছে, যার কিছু বিষয় সংশোধন বা পরিমার্জন প্রয়োজন। এ কথা বিশ্ব ইতিহাসের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। 'সমগ্র' (Whole) হিসেবে বিশ্বের যে শারীরিক ও সাময়িক চিত্র আমাদের স্মৃতিপটে রাখি, তা আমরা কারা—সেই বোধের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। খাঁটি হোক বা ভেজাল, আমরা সবাই-ই এ রকম কোনো না কোনো চিত্র ধারণ করি। যিনি ইতিহাস শিক্ষা দেবেন, তাঁর সামনে চ্যালেঞ্জ হচ্ছে শিক্ষার্থীদের হৃদয়ে যে চিত্র আঁকা, এ থেকে তাদের অধিকতর সন্তোষজনক চিত্রকল্পে নিয়ে যাওয়া। এর অর্থ এই নয় যে তিনি প্রথমে একে একে গুনে দেখবেন শিক্ষার্থীরা কী কী চিত্র ধারণ করে, তারপর সেগুলো সংশোধন করবেন। শিক্ষায়তনিকভাবে এটি হবে রীতিমতো দুঃস্বপ্ন। তবে তাঁর বাস্তব কাজ কিন্তু অনেকটা এ রকমই।

আমেরিকানদের মাঝে পৃথিবীর বেশ কিছু চিত্রকল্প প্রচলিত। একটি হচ্ছে খৃষ্টীয় বা 'জুডিও-ক্রিশ্চিয়ান' চিত্র। সানডে-স্কুল শিক্ষার্থীদের তুলনায় কলেজশিক্ষার্থীদের মাঝে এই চিত্র বেশ পরিশোধিত। তবে বিশ্ব

---

১৯ ১৯ ডিসেম্বর ১৯৬৬, জন ভলের প্রতি প্রেরিত মার্শাল হডসনের চিঠির অংশবিশেষ। অনুমতি সাপেক্ষে ব্যবহৃত হয়েছে।

AI CAMERA Shot by narzo 30
আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ফলে দেখা যাচ্ছে, 'প্রাচ্য' হোক বা 'প্রাক্-আধুনিক'—উভয়টিই ভুল প্রচারণার শিকার। পরিবর্তনহীনতার এই মৌলিক স্বীকার্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন অস্পষ্ট করে ফেলে—একই অবস্থানে থাকা নানা ধরনের মানুষের ভাগ্য-গন্তব্য ট্রান্সমিউটেশনের ফলে কীভাবে পরিবর্তিত ও প্রভাবিত হয়েছিল। বহু সংস্কারপ্রচেষ্টা ঠিক কেন ব্যর্থ হয়েছিল, এই প্রশ্নের একটাই ধন্বন্তরি মহাজওয়াব—'ঐতিহ্যবদ্ধ' (tradition-bound) অঞ্চলগুলো রক্ষণশীলদের শাসনে ছিল এবং এর মাধ্যমে আক্ষরিক অর্থেই ঐতিহ্যবদ্ধ অঞ্চলের শাসকেরা কেমন ছিল, তারা কী ভাবছিল, সেসব জটিল প্রশ্নের জবাব অন্বেষণের আপদ থেকে নিজেদের রেহাই দিতে পেরেছেন। ব্যতিক্রম শুধু জাপান। বিনে পয়সায় তাঁরা জাপানকে 'উপযুক্ত নকলনবিশ' অভিধায় সার্থক করে তুলেছেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ফলে, মূলত ওয়েস্টার্নিস্ট এমন কোনো ধারায় লীন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থেকে সুরক্ষিত নয়। ম্যাকনেইলের বইয়ে ডিফিউশনিজম এবং ওয়েস্টার্নিজম—উভয়েরই বিকট প্রকাশ ঘটেছে।

তাঁর বইটা অবশ্য আমার মুখে তত রোচেনি। কারণ, তিনি সুনির্দিষ্ট যেসব সভ্যতার গবেষণা উপস্থাপন করেছেন, তার অধিকাংশের সাথেই আমার দ্বিমত। যেমন হেলেনিক এবং ইসলামি সভ্যতা। শুধু তা-ই নয়, বইয়ের অদার্শনিকসুলভ গড়নও পছন্দ হয়নি। কোনো সংস্কৃতির বিকিরণই পুরোপুরি উপলব্ধি করা সম্ভব নয়, যদি না যে কাঠামোতে বিকিরণ ঘটছে, সেই 'সমগ্র কাঠামোর' বোঝাপড়া পূর্ণাঙ্গ হয়। বিশ্ব ইতিহাসে কোনো বিশেষ ঘটনার সামগ্রিক প্রেক্ষাপট—যা ঘটনাটিকে সম্ভব করে তুলেছে— অনুসন্ধানে ম্যাকনেইলের কোশেশ পর্যাপ্ত নয়। ওয়েস্টার্ন বায়াস থেকে মুক্তির প্রাণান্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তিনি ক্রমাগত এর প্রকাশ ঘটিয়েছেন, যা মূলত ওয়েস্টার্নিস্ট মতাদর্শ এবং এর দার্শনিক পূর্বশর্তগুলো থেকে উৎসারিত। ম্যাকনেইল এগুলোর যথেষ্ট গবেষণা করেননি, এসব থেকে মুক্তির আশায় এবং এই সংকট শুধু গ্রিক বিজ্ঞানের উদ্ভট ব্যাখ্যা আর চিরন্তন ইয়োরোপিয়ান যুধ্যমানতায়ই প্রকটিত নয়, বরং আধুনিক ও প্রাক্-আধুনিক যুগের সীমানা নির্ধারণেও প্রকাশিত। আধুনিক যুগের সূচনাবিন্দু হিসেবে তিনি ১৬০০-এর পরিবর্তে ১৫০০ সাল নির্ধারণ করেছেন। কারণ, এটি রাউন্ড ফিগার। ফলাফল ছিল ধ্বংসাত্মক। যেমন ১৫০০ সালকে আধুনিক যুগের সূচনাবিন্দু ধরার ফলে পর্তুগিজ নৌ-অভিযানসমূহকে তিনি কৃষি যুগের বর্ধিত অভিযান বিবেচনা করার পরিবর্তে আধুনিক টেকনিক্যালিস্টিক অগ্রযাত্রার অংশ বিবেচনা করেছেন। অথচ দেখা গেল, পরবর্তী শতকেই ভারত মহাসাগরে অপরাপর জনগোষ্ঠী পর্তুগিজ অভিযানের অগ্রযাত্রা রোধ করে দিয়েছে। এই ব্যাখ্যার আলোকে আধুনিক অগ্রযাত্রার চরিত্র অস্পষ্ট, রেনেসাঁ-উত্তর যুগ থেকে নিরবচ্ছিন্ন এবং পশ্চিম ও যে বৃহত্তর ঐতিহাসিক বৈচিত্র্যের অংশ হিসেবে পশ্চিমের বেঁচে থাকা—উভয়ের সাথে রেনেসাঁর যোগসূত্র অবগুণ্ঠিত করে দিয়েছে। এককথায়, কতিপয় মতাদর্শিক পূর্বানুগত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত সেকেলে ধারার বাইরে বিশ্ব ইতিহাসচর্চার নতুন কোনো ভিত্তি তাঁর রচনায় অনুপস্থিত, অনাবিষ্কৃত।

আমার দৃষ্টিতে বিশ্ব ইতিহাসচর্চার উদ্দেশ্য হচ্ছে জুডিও-খ্রিশ্চিয়ান এবং ওয়েস্টার্নিস্টদের মতো সাম্প্রদায়িক আনুগত্যসমূহকে একটা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বর্তমান রাজনৈতিক সীমানার ব্যবহার—যা প্রতিনিয়তই ঘটে চলেছে—ওয়েস্টার্নিস্ট বায়াস শক্তিশালী করার আরেকটি হাতিয়ার। আমি মনে করি বিশ্ব ইতিহাসচর্চায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ হচ্ছে মানুষকে সুনির্দিষ্ট সময়কাল ও সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলসমূহের ধারণা দেওয়া, যা বহুবিধ ওয়েস্টার্নিস্ট পূর্বধারণামুক্ত।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইতিহাসের চিত্র নির্মাণে এটি অনেক বেশি প্রভাবশালী। নিছক ইতিহাসকে খ্রিষ্টপূর্বাব্দ আর খ্রিষ্টাব্দে বিভাজনেই এর প্রভাব সীমাবদ্ধ নয়। দ্বিতীয় চিত্রটি হঠাৎ হঠাৎ দেখা দেয় এবং 'সহসা উদিত' হওয়া চিত্রের যতটুকু প্রভাব থাকার কথা, তার চেয়ে অনেক বেশি প্রভাবশালী—বিশ্ব ইতিহাসের মার্ক্সিস্ট চিত্র। এই চিত্রটি নানা রূপে হাজির হয়। আমাদের মাঝে সবচেয়ে প্রভাবশালী চিত্র হচ্ছে বিশ্ব ইতিহাসের 'ওয়েস্টার্নিস্ট ইমেজ' বা পশ্চিমপন্থি চিত্র। এটি খুবই সূক্ষ্ম এবং প্রলুব্ধকর, যার সূচনা হয়েছে হেগেল থেকে। এই চিত্রে পৃথিবীর ইতিহাসকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে; দ্য প্রিমিটিভ বা আদিম পর্ব, দ্য ওরিয়েন্টাল এবং দ্য ওয়েস্টার্ন। আদিম পর্বকে আসলে ঐতিহাসিক কালপর্ব হিসেবে বিবেচনা করা যায় না এবং সেখানে 'মানব' অংশ অত্যন্ত ক্ষীণ। ওরিয়েন্টাল পর্বও মূলত প্রাথমিক প্রস্তুতিপর্ব এবং নানা ক্ষেত্রে ওয়েস্টার্ন কালপর্বের পরিপূরক এবং সর্ববিচারেই যুক্তিবোধ (rationality), স্বাধীনতা (liberty) ও প্রগতি (progress) ওয়েস্টার্ন যুগের একক সম্পত্তি। কখনো 'ওরিয়েন্টালকে' দেখা হয় 'একদেশদর্শী' আধ্যাত্মিক, কখনো একে বেশ গুরুত্ব দেওয়া হয়। তবে মূলত এটি 'আদিমতারই' একটি রূপ এবং ক্রমাগত অবনতিশীল।

প্রচলিত ভূচিত্রাবলির মাধ্যমে বিশ্ব ইতিহাসের ওয়েস্টার্ন চিত্রটাকেই শক্তিশালী করা হচ্ছে। এতে পশ্চিমা দেশগুলোকে অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বড় আকারে দেখানো হয়েছে এবং ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়, ইতিহাসের পণ্ডিতদের মাধ্যমে হাজারো পন্থায়, অতি সূক্ষ্মভাবে এটিই দৃঢ়তর হচ্ছে। যদি কেউ 'প্রযুক্তির ইতিহাস' জানতে চায়, যা পাবে তা মূলত 'পশ্চিমা প্রযুক্তির' ইতিহাস। পশ্চিম ও পশ্চিমের বাইরে উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহকে একই মাত্রার 'প্রগতি' হিসেবে দেখানোর চেষ্টা হয়েছে। 'পশ্চিম যুগ'-এর বাইরে ভিন্ন কোনো সময় বা স্থানকে আলাদাভাবে বিশেষায়িত করার কোনোরূপ প্রচেষ্টা নেই। হিউম্যানিটি কী—এই প্রশ্নের উত্তরে বিশ্ব ইতিহাসের ওয়েস্টার্ন ইমেজের ফলাফল খুবই পরিষ্কার। আমি প্রাচীন গ্রিসের ধর্মসমূহের ইতিহাস নিয়ে একটু ঘাঁটাঘাঁটি করছিলাম, বিশেষত অরফিজম নিয়ে। সেখানে যে বিষয়টা খুবই অদ্ভুত এবং স্থির ঠেকল—বিশ্ব ইতিহাসের ত্রিমুখী চিত্র; আদিম, ওরিয়েন্টাল এবং ওয়েস্টার্ন। মজার বিষয় হচ্ছে, এখানে গ্রিস আদিম নয়, ওরিয়েন্টালও নয়; গ্রিস বরং ওয়েস্টার্নের অংশ! গ্রিক পুরোদস্তুর র‍্যাশনাল, অগ্রিকরা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

AI CAMERA
Shot by ndrzo 50

মূল্যায়নের ভিত্তি হতো মুসলিমদের কৌশলগত ও রাজনৈতিক সুবিধা, পাশাপাশি মুসলিমদের সাধারণ সংস্কৃতির প্রাণবন্ততাও।

মুসলিমদের সামাজিক ও রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব ছিল চোখে পড়ার মতো। পূর্ব গোলার্ধে, যেখানে গোটা মানবজাতির নয়-দশমাংশের বাস, ইসলামের প্রতি আনুগত্য অন্য যেকোনো কিছুর আনুগত্যের চেয়ে ব্যাপকতর ছিল। যারা, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দেখানো পথে, তাঁর ওপর অবতীর্ণ কোরআনুল কারিম অনুযায়ী এক আল্লাহর ইবাদাত করে—তারাই মুসলিম। এদের বিস্তৃতি ছিল মরক্কো থেকে সুদূর সুমাত্রা, পূর্ব আফ্রিকার সাওয়াহিলি বন্দরনগরীসমূহ, ভলগার তীরে কাজান উপত্যকার পার্শ্ববর্তী সমভূমি এবং এমনকি মস্কোর বিস্তীর্ণ অঞ্চলজুড়েও। এর মধ্যকার বহু অঞ্চলে, যেখানে মুসলিমরা সংখ্যাগুরু ছিল না, সেখানেও তারা সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী ছিল। পূর্বাঞ্চলীয় খ্রিষ্টান, হিন্দু এবং দক্ষিণাঞ্চলীয় বৌদ্ধ ভূমিগুলো যখন সরাসরি মুসলিম শাসনাধীনে ছিল না, যেমন ভারতের অধিকাংশ অঞ্চল এবং দক্ষিণ-পূর্ব ইয়োরোপ; তখনো এগুলো পার্শ্ববর্তী মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর সংস্কৃতি এবং এমনকি রাজনীতির প্রতিও আকর্ষিত ছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মুসলিম ব্যবসায়ী অথবা মুসলিম শাসিত অঞ্চলসমূহের অমুসলিম ব্যবসায়ীরা ছিল বহির্বিশ্বের সাথে যোগাযোগের সবচেয়ে সক্রিয় এবং নিরবচ্ছিন্ন মাধ্যম। বিশেষত গোলার্ধের নগরসংস্কৃতির ঐতিহাসিক ও প্রধান কেন্দ্রগুলোর বৃহত্তর অংশ, যা এথেন্স থেকে শুরু করে বেনারস পর্যন্ত বিস্তৃত, মুসলিম শাসনাধীন ছিল। গোটা আফ্রো-ইয়োরেশিয়ান স্থলভাগ এবং এর ওপর নির্ভরশীল দ্বীপসমূহের মধ্যে দুটিমাত্র সংস্কৃতি মুসলিম প্রভাব রোধ করার সক্ষমতা রাখত—চায়নিজ ও জাপানিজদের দূরপ্রাচ্যের সংস্কৃতি এবং সুদূর উত্তর-পশ্চিমে খৃষ্টীয় সংস্কৃতি।

কিছু ওয়েস্টার্নরা ভাবত মুসলিমরা ক্ষমতার শীর্ষচূড়ায় ছিল ৭৩২ খ্রিষ্টাব্দে। যখন ফ্র্যাঙ্করা স্পেন থেকে আসা মুসলিমদের ক্ষুদ্র এক যোদ্ধাদলকে উত্তর গল থেকে ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল। এটি উগ্র জাতীয়তাবাদী বিভ্রম বৈ কিছুই নয়। বৈশ্বিক বিবেচনায় মুসলিমদের রাজনৈতিক ক্ষমতার শীর্ষস্থানে ছিল ষোলো শতকে। সে সময় মুসলিম বিশ্ব তিনটি বৃহৎ সাম্রাজ্যের অধীনে শাসিত হচ্ছিল, যেগুলোর নির্ভুল প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং সমৃদ্ধি অক্সিডেন্টালদেরও প্রলুব্ধ করেছিল।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অধিকতর সৃষ্টিশীল প্রাণকেন্দ্রগুলো ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল থেকে পুব দিকে ছিল—সিরিয়া থেকে অক্সাস অববাহিকা পর্যন্ত, যা প্রধানত অনারব ভূমি। এই অঞ্চলগুলোতেই সর্বকালের শ্রেষ্ঠতম প্রভাবশালী মুসলিম ব্যক্তিত্বদের জন্ম। অত্যন্ত ক্ষুদ্র একটা অংশের জন্ম মিসরে এবং বহু মৌলিক প্রতিষ্ঠানের জন্ম অধিকতর পুবে—খোরাসানে; ইরানের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় উচ্চ ভূমিতে। যেমন মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থা, সুফি তরিকা, ইলমুল কালামভিত্তিক আকিদাশাস্ত্র এবং আরও অন্যান্য। ভুল উপলব্ধির আরেকটি উৎস খোদ মুসলিমদের একটি প্রবণতা—উনিশ শতক থেকে মুসলিমরা তাদের অতিসাম্প্রতিক ব্যর্থতাসমূহকে অস্বীকার করতে শুরু করে, বিপরীতে অধিকতর প্রাচীন ধ্রুপদী ধারায় নিজেদের ঐতিহ্য হাতড়ে বেড়াতে শুরু করে, যেখান থেকে আধুনিক পশ্চিমের সীমা লঙ্ঘনগুলো প্রতিহত করার রসদ পাওয়া যাবে বলে প্রতীয়মান হতো। ওয়েস্টার্নাররা ক্ষেত্রবিশেষে এই প্রবণতাকে উসকানি দিয়েছে, নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্তে। এভাবে পশ্চিমা স্কলাররা ইসলামের সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের আলাপ তোলে; শিল্প, ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে অবক্ষয়ের সময় ও রকমসকম চিহ্নিত করার কোশেশ করে; আদৌ অবক্ষয়ের অস্তিত্ব ছিল কি না, তা প্রমাণ করা ছাড়াই। পরবর্তী যুগের মহান কর্মগুলোর মূল্যায়ন বাদেই। এই ভাসা-ভাসা মূল্যায়নের মানদণ্ড অতীব ব্যক্তিক। নন্দনতত্ত্ব ও দর্শনের যে মানদণ্ডগুলোর কথা উল্লেখ করা হয়, পশ্চিমের রুচি পরিবর্তনের ফলে সেগুলো এখন খোদ পশ্চিম থেকেই হুমকির সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

ইসলামি অর্থনীতি এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই সবচেয়ে যৌক্তিক ও পক্ষপাতহীন গবেষণা-অনুসন্ধানের আশা করতে পারি। বাহ্যত মনে হয় এটি পরিষ্কার যে নবম থেকে সপ্তদশ শতক পর্যন্ত অধিকাংশ কেন্দ্রীয় মুসলিম ভূখণ্ডের অর্থনীতিতে মন্দাভাব ছিল, যদিও সামগ্রিক অবস্থার বাস্তব চিত্র আমাদের জানা নেই। কিছু ঘটনায় আমরা জানি—মন্দাভাব ছিল মানবক্ষমতা-বহির্ভূত বিষয়ের প্রভাব। যেমন ইরাকে ব্যাপক ইঞ্জিনিয়ারিং উদ্যোগ গৃহীত হয়েছিল। এতৎসত্ত্বেও চাষাবাদ ও সেচ খাতে অবনতি রোধ করতে ব্যর্থ হয়েছিল, যার অন্যতম কারণ ছিল ভূতাত্ত্বিক পরিবর্তন, যেখানে মানুষের কোনো দখল ছিল না। ফলে, সাংস্কৃতিক উদ্যমহীনতার কারণে অবনতি ঘটেছিল, এ কথা বলা যায় না এবং যেসব অঞ্চলে অর্থনৈতিক মন্দাভাব দেখা দিয়েছিল, সেখানে মন্দার

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

AI CAMERA Shot by narzo 50i

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মোল্লা সদরা। তাঁর বিখ্যাত 'মিউটাবিলিটি অব এসেন্সেস' তত্ত্ব সুবিশাল দার্শনিক আন্দোলনকে অনুপ্রাণিত করে, যার সুদূরপ্রসারী প্রভাব এখনো বিশ শতকের মুসলিমদের মাঝে বিদ্যমান।[২২]

প্রথাগত আধুনিক স্কলারদের কল্পনা হলো—প্রথম যুগের খিলাফত পতনের পর, কিংবা অতিসাম্প্রতিক চিন্তা অনুযায়ী তেরো শতকে মোঙ্গল আগ্রাসনের পর থেকে ইসলামি সংস্কৃতি হয়তো পতন, নয়তো অবক্ষয়ের শিকার হয়েছে। ফলে পরবর্তী যেকোনো যুগে, বিশেষত ষোলো শতকে, ইসলামি ভূখণ্ডসমূহের গৌরব ব্যতিক্রমী ঘটনা। যে গৌরব ইসলামি সংস্কৃতির মৌলিক অংশ নয়, বরং অনাকাঙ্ক্ষিত 'দুর্ঘটনা'। আমি বিশ্বাস করি, এটি নিছক ভুল উপলব্ধি, যার জন্ম ইসলামি সংস্কৃতিকে 'সমগ্র' হিসেবে আন্তরিক অধ্যয়নের অনীহা থেকে। মুসলিম অবক্ষয়ের ধারণাকে গুরুতরভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না, যতক্ষণ না অনুসন্ধান পদ্ধতি 'পূর্বানুগত্য' এবং ভারসাম্যহীন প্রক্রিয়ামুক্ত হচ্ছে, যে প্রক্রিয়ায় ধরে নেওয়া হয় মুসলিম সভ্যতা তুলনামূলক অবক্ষয়ের শিকার হয়েছে পূর্বেই; চাই বাস্তবে অবক্ষয় ঘটুক বা না ঘটুক। এখানে গুটি কয়েক উদাহরণের বেশি কিছু উল্লেখ করা সম্ভব নয়।

যে স্বাভাবিক কিন্তু দুঃখজনক প্রবণতাগুলো ইসলামি বিশ্ব সম্পর্কে আমাদের চিন্তাভাবনা গড়ে দিয়েছে, সেগুলোর একটি হলো অক্সিডেন্টের নিকটবর্তী বিধায় ভূমধ্যসাগরীয় মুসলিম ভূখণ্ডসমূহের ওপর আমাদের অত্যধিক মনোনিবেশ। একসময় মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু ছিল ওসমানীয়রা, যখন তারা ইয়োরোপের কূটনৈতিক জগতে আত্মপ্রকাশ করেছে। সাম্প্রতিক সময়ে আরবিভাষী জনগোষ্ঠীর ওপর মনোনিবেশ ঘটেছে; আরবির ভাষাতাত্ত্বিক বোঝাপড়া এবং এর ধ্রুপদী 'উৎসের' প্রতি আগ্রহের কারণে। মুসলিম ও আরব জনগোষ্ঠীকে গুলিয়ে ফেলার কারণ একঝাঁক ভুল উপলব্ধি। অথচ বাস্তবতা হচ্ছে, সর্বযুগেই ইসলামি বিশ্বের

২২ ষোলো এবং সতেরো শতকে ইসলামি দর্শনের প্রভাব সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো বর্ণনা Henry Corbin-এর। ফরাসি ভাষায় প্রকাশিত Histoire de la philosophie Islamiqu-এর প্রথম ভলিউমে সরাসরি মোল্লা সদরার বিষয়াবলি আলোচিত হয়েছে। পাকিস্তান আন্দোলনের পথিকৃৎ কবি আল্লামা ইকবাল স্বীয় গ্রন্থ The Development of Metaphysics in Persia গ্রন্থেও দেখিয়েছেন মোল্লা সদরা কী সুবিশাল মস্তিষ্কের বীজই না বপন করে গেছেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সাম্রাজ্য তিনটি—বলকান ও আনাতোলিয়াকেন্দ্রিক ওসমানি সাম্রাজ্য; ফার্টাইল ক্রিসেন্ট এবং ইরানের উচ্চ ভূমিজুড়ে বিস্তৃত সাফাভি সাম্রাজ্য এবং ভারতের মোগল সাম্রাজ্য। পশ্চিমাদের চোখ সর্বপ্রথম পড়ে তাদের নিকটতম ওসমানি সাম্রাজ্যে। কিন্তু শিগগিরই টের পেয়ে যায় যে তিন সাম্রাজ্যের মধ্যে এটি সামরিক দিক থেকে সবচেয়ে দুর্ধর্ষ এবং ইসলামি বিশ্বের প্রাণকেন্দ্রও নয়। সাংস্কৃতিক দিক থেকেও সাফাভি সাম্রাজ্য, এমনকি ভারতীয় মোগল সাম্রাজ্যেরও প্রাণকেন্দ্র নয়। তিন সাম্রাজ্যের প্রতিটিই পরস্পরকে কূটনৈতিক দিক থেকে সমানরূপে বিবেচনা করত। তন্মধ্যে ওসমানি সালতানাত একাই ইয়োরোপের খ্রিষ্টানদের সম্মিলিত শক্তিকে পরাজিত করার সামর্থ্য রাখত এবং পুরো ষোলো শতকজুড়ে ধীরগতিতে উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসরমাণ ছিল। তবে মুসলিমদের শক্তি বৃহৎ তিন সাম্রাজ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না।

ভারত মহাসাগরে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুসলিম রাজ্য ষোলো শতকের প্রারম্ভে গুরুতর হুমকির সম্মুখীন হয়। পর্তুগিজদের গৌরবের কথা সবাই জানি। তারা যখন দক্ষিণ আফ্রিকার ক্যাপ হোপ পাড়ি দিয়ে চলে আসে, পূর্ব আফ্রিকায় এমন একজন মুসলিম নাবিকের সন্ধান পায়, যিনি কোনো বিবেচনায়ই সাধারণ সমুদ্রচারী ছিলেন না। তিনি মুসলিমদের মাঝে ভারত মহাসাগরে নৌবাণিজ্যের গোপন ভেদ প্রসারে ব্রতী ছিলেন, এই বিষয়ে তাঁর রচিত বইও ছিল। স্বীয় মূলনীতির শ্রদ্ধা বজায় রেখে তিনি খ্রিষ্টানদের সাগর পাড়ি দিয়ে ভারতে নিয়ে আসেন। তবে তাঁর মুক্তবাণিজ্যের মূলনীতি অন্যরা রক্ষা করেনি। উত্তাল আটলান্টিক চষে বেড়ানো পর্তুগিজরা মুসলিমদের ওপর কিছুটা প্রযুক্তিগত শ্রেষ্ঠত্ব দেখতে পায়। শুধু প্রশান্ত মহাসাগরীয় চায়নিজ নৌবহর ছিল শক্তিশালী এবং বৃহত্তর। পশ্চিম আফ্রিকায় পর্তুগিজদের কিছু ঘাঁটি ছিল মুসলিমদের অধরা, যা তাদের রাজনৈতিক সুবিধা দিয়েছে। ভারত মহাসাগরের নানা প্রান্তে পর্তুগিজরা মসলা বাণিজ্যে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা শুরু করে। বিশেষত লোহিত সাগর ও পারসিয়ান গালফ হয়ে ভূমধ্যসাগরগামী বাণিজ্য বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করে, যা তাদের স্বজাতি ইয়োরোপিয়ান প্রতিদ্বন্দ্বীদের আয়ের উৎস ছিল—ভেনিশিয়ানদের।

এখন আমরা দেখতে চেষ্টা করব পর্তুগিজরা ইয়োরোপিয়ান আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সূচনায় ঠিক কতটা সফল হয়েছিল। প্রথম দিকে তারা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ষোলো শতকে একাধিক ধারায় অধিকতর সমৃদ্ধি লাভ করে; গতানুগতিক অঙ্কনে শুধু নয়, বরং 'কলম ও কালি' জনরার দৃশ্যাবলি এবং প্রতিকৃতিতেও। একই সময়ে স্থাপত্যশিল্পেও নতুন ধারা গড়ে উঠছিল, যার চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১৬৫৩ সালে নির্মাণ সম্পন্ন হওয়া তাজমহলে। সাক্ষরতার ক্ষেত্রে তিন সাম্রাজ্যে ফারসি, আরবি এবং তুর্কি ভাষা ব্যবহৃত হচ্ছিল। বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাষায়ও সাহিত্যকর্ম চলমান ছিল। ভাব প্রকাশের প্রধান মাধ্যম ছিল কাব্যসাহিত্য। ষোলো শতক ছিল 'ভারতীয় শৈলী' যুগ, যা পরবর্তী সময়ে ফারসি সমালোচকদের কর্তৃক 'দুর্বোধ্য' বলে পরিত্যক্ত হয়, আঠারো শতকের অকাব্যিক যুগে। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে বিগত পাঁচ শতাব্দীতে ফারসি কাব্যরীতি যত মুক্তো আহরণ করেছে, তার সবগুলোর ওপর ভারতীয় শৈলীর সূক্ষ্ম এবং সৃষ্টিশীল আধিপত্যের ফলে পুনরায় এর স্বীকৃতি মিলছে। তুর্কি ও পারসিয়ান গদ্যশৈলী; বিশেষত নিখাদ ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ও জীবনী সাহিত্যের জায়গা দখল করে নেয় নতুন ধারার জনপ্রিয় আত্মজৈবনিক সাহিত্য; ব্যক্তিগত ও একান্ত বিষয়ে আগ্রহের দিক থেকে যা সে যুগের প্রতিকৃতিচর্চার সাথে খাপ খেয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য—তুর্কি ভাষায় রচিত বাবুরের আত্মজীবনী এবং উত্তর ভারত 'বিজয়ী' তৈমুর লংয়ের আত্মজীবনী।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কী ঘটছিল, সে ব্যাপারে আমাদের জানাশোনা সামান্যই। তবে পনেরো শতকে সমরকন্দের বিখ্যাত পর্যবেক্ষণকেন্দ্র যুগে মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা নিঃসন্দেহে চীন ও অক্সিডেন্টের বিজ্ঞানীদের সমকক্ষ ছিলেন, এমনকি সম্ভবত তাঁদের চেয়ে অগ্রগামী ছিলেন। মুসলিমদের পৃষ্ঠপোষকতায় তেরো শতকে সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছার পর চৌদ্দ শতকে বৈজ্ঞানিক গবেষণা তুলনামূলক নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। তবে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে ফারসি ও আরবিতে সম্পাদিত সব ধরনের গাদা গাদা বৈজ্ঞানিক গবেষণার খুব অল্পসংখ্যকই টিকে আছে এবং যেগুলোও-বা টিকে আছে, সেগুলোর নির্ঘণ্ট কদাচিৎ তৈরি হয়েছে, আর আঠারো শতকের শেষ নাগাদ থেকে সেগুলোর পঠন আরও দুর্লভ। ষোলো ও সতেরো শতকের প্রারম্ভে দর্শন নতুন উদ্যম ও গবেষণা প্রত্যক্ষ করেছে। তন্মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

AI CAMERA
Shot by narzo 50

সাত

বিশ্ব ইতিহাসে ইসলামের ভূমিকা

সপ্তদশ শতক পর্যন্ত ইসলাম ধর্মাচারী ইসলামি সমাজগুলো ছিল আফ্রো-ইয়োরেশিয়ান গোলার্ধে সর্বাধিক বর্ধনশীল এবং অপরাপর সমাজের সবচেয়ে বেশি প্রভাববিস্তারকারী। অংশত এর কারণ ছিল ভৌগোলিকভাবে ইসলামের কেন্দ্রীয় অবস্থান এবং অংশত অত্যন্ত কার্যকরভাবে কিছু সাংস্কৃতিক চাপ তৈরিতে সক্ষম হওয়া। যেমন ইসলামের বহুজাতিক, সাম্যবাদী ও প্রথাবিরোধী চরিত্র, যা এর অধিকতর প্রাচীন ও কেন্দ্রীয় সমাজগুলোতে বিকশিত হয়েছিল। যত বেশি মানুষ গোলার্ধীয় বাণিজ্যবন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছিল, ইসলামি বিশ্বের সংস্কৃতি তাদের জন্য বৈচিত্র্যময় পরিবেশ তৈরি করে দিচ্ছিল। সুদীর্ঘকালের সভ্য জনগোষ্ঠীর জন্য ইসলাম একটি নমনীয় রাজনৈতিক ফ্রেমওয়ার্কও দিয়েছিল। এই বিশ্ব ভূমিকায় ইসলামি সমাজ ও সংস্কৃতি ক্রমাগত সৃষ্টিশীলতা ও সমৃদ্ধির বিকাশ ঘটিয়েছে, যদিও কিছু যুগ অন্য যুগের চেয়ে শ্রেয়তর ছিল; আধুনিক যুগ অব্দি এই ধারা চলমান ছিল। তারপর এতে ব্যাঘাত ঘটে, অভ্যন্তরীণ অধঃপতনের ফলে নয়, বরং বাইরের অকল্পনীয় ঘটনাবলির কারণে। এটিই সেই দৃষ্টিভঙ্গি, যা আমি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছি—ইসলামি সভ্যতার একটি সামগ্রিক কাঠামো দাঁড় করাতে গিয়ে ইসলামি সভ্যতার নানা ক্ষেত্রে পরিচালিত অতিসাম্প্রতিক গবেষণাকর্মগুলোর কারণে এবং বিশেষত আমার গৃহীত সিনোপটিক অ্যাপ্রোচের কারণে। আমি বিশ্বাস করি, বিষয়টির উপলব্ধি ইতিহাসবিদদের জন্য অত্যাবশ্যক, এমনকি যাঁরা ইসলামিক স্টাডিজ নিয়ে কাজ করেন না, তাঁদের জন্যও। এতে তাঁদের সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে।

ষোলো শতকে মঙ্গল গ্রহ থেকে কোনো দর্শনার্থী পৃথিবীতে এলে নিঃসন্দেহে ভাবত মানব-পৃথিবী মুসলিম হওয়ার দ্বারপ্রান্তে। তার

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দ্বিতীয় অধ্যায়

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে ইসলাম

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মুসলিম খানাতগুলোকে সহায়তা করতে চেয়েছিল, যেগুলো রাশিয়ানদের উত্তরোত্তর ক্রমবর্ধনের মোকাবিলায় বিচ্ছিন্ন জনপদভিত্তিক ছিল।[২১]

রেনেসাঁ যুগের ইয়োরোপ বৃহৎ মুসলিম শক্তির তুলনায় গর্তজীবীর চেয়ে বেশি কিছু ছিল না এবং খ্রিষ্টান ইয়োরোপ সর্বদাই তটস্থ থাকত কখন না আবার তুর্করা তাদের পদদলিত করে ফেলে। ফরাসিরা যখন ওসমানীয়দের ফ্রান্সের দক্ষিণ উপকূলে অস্থায়ী নৌঘাটি স্থাপনের অনুমতি দেয়, অপরাপর ইয়োরোপিয়ানরা তাদের যৌথ ইয়োরোপিয়ান স্বার্থের বিশ্বাসঘাতক হিসেবে দেখত। তবে শতাব্দীর শেষ নাগাদ মঙ্গল থেকে আসা দর্শনার্থী পরিবর্তনের পূর্বাভাস দেখতে পেত। কারণ, ষোলো শতকের শেষ ভাগ থেকেই অক্সিডেন্টের অর্থনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক জীবনে মৌলিক পরিবর্তনের বাতাস বইতে শুরু করে। যে পরিবর্তন পরবর্তী দুই শতাব্দীর ভেতর বিশ্বজুড়ে খ্রিষ্টান ইয়োরোপিয়ান শক্তির প্রশ্নাতীত শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছিল। এই দুই শতাব্দীজুড়ে, মূলত অক্সিডেন্ট থেকে আসা পরিবর্তনের হাওয়ার তোড়ে মুসলিম জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন বিস্বাদ ও অবদমিত হতে শুরু করে।

একই সময়ে, ষোলো ও সতেরো শতকে মুসলিমরা শুধু রাজনৈতিকই নয়, বরং সাংস্কৃতিক সৃষ্টিশীলতার ক্ষেত্রেও সর্বোচ্চ চূড়ায় পৌঁছায়। মুসলিম সংস্কৃতির প্রাচীন প্রাণকেন্দ্রসমূহ, ফার্টাইল ক্রিসেন্ট, ইরানি উচ্চ ভূমির ক্ষেত্রে এ কথা বিশেষভাবে সত্য। এমনকি ভারতীয় মুসলিম এবং কিছু মাত্রায় ওসমানি সালতানাতের ক্ষেত্রেও। পরবর্তী পতন যুগ মুসলিম গৌরবে আবছা ছায়াপাত করে, যা অবশ্য দৃষ্টিগোচর হয়নি। তখন পর্যন্ত মুসলিমদের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক গৌরব মঙ্গলের দর্শনার্থীকে এই উপসংহারে প্রলুব্ধ করত যে মানবজাতির মধ্যে ইসলাম টিকে থাকবে। হারানো গৌরবের স্মৃতিচিহ্নগুলো এমনকি তুলনামূলক গড়পড়তা ওয়েস্টার্নারদের মাঝেও সুখ্যাত।

চৌদ্দ শতকের সূচনালগ্নে ভিজ্যুয়াল আর্টসে নতুন ধারার উদ্ভব ঘটে, যাকে 'পারসিয়ান মিনিয়েচার' বলতে পারি। পনেরো শতকের শেষ নাগাদ প্রথমবারের মতো বেহজাদের হাত ধরে তা উন্নতির শিখরে পৌঁছে যায়।

---

২১ ষোলো শতকে ওসমানি এবং অন্য মুসলিমদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সবচেয়ে ভালো প্রকাশ ঘটেছে W. E. D. Allen-এর অতিসাম্প্রতিক সার্ভে Problems of Turkish Power in the Sixteenth Century-তে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ফলে সংস্কৃতিতে ঠিক কতটুকু প্রভাব পড়েছিল আর মন্দার পর সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে পৃষ্ঠপোষকতার জন্যই বা কী রকম সম্পদ লভ্য ছিল—দুইয়ের মধ্যকার সম্পর্ক নির্ণীত হয়নি। অ-অর্থকরী সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অর্থায়নের ক্ষেত্রে সম্পদের সীমাবদ্ধতা—যার কারণে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে ভাটা পড়েছিল—উদ্‌ঘাটিত হয়নি। অনুরূপ অর্থনৈতিক প্রযুক্তি ও বৈচিত্র্যে আসলেই কোনো প্রভাব পড়েছিল কি না, সেটাও যাচাই করা হয়নি; অবশ্য তা যাচাই করা দুঃসাধ্যও বটে। অর্থাৎ কিছু মাত্রায় যদি অর্থনৈতিক মন্দাভাবের কথা বলিও, এর সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও অন্য অনুষঙ্গগুলো কী, আমরা তা কখনোই নিশ্চিতরূপে বলতে পারব না।

ওয়েস্টার্নারেরা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান নিয়েও আলাপ তুলে থাকে, যার সারমর্ম হচ্ছে, যদিও শ্রেষ্ঠতম বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলো পনেরো শতক, এমনকি ষোলো শতকেও অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল, কিন্তু ১৩০০ সালের পর গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের ধারা কমে যায় এবং ১৫০০-এর পর গণ-ব্যবহারও হ্রাস পায়। কিন্তু একটু অনুসন্ধান করলে বাস্তবতা খোলাসা হবে। দেখা যায়, এসব গবেষণায় ব্যবহৃত উপাত্তগুলো প্রধানত ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল থেকে সংগৃহীত, ইসলামি ভূখণ্ডের কেন্দ্রীয় অঞ্চলসমূহ থেকে নয়। অর্থাৎ উপাত্তগুলো তুলনামূলক প্রান্তিক অঞ্চলগুলোর প্রতিনিধিত্ব করছে, কেন্দ্রের নয়। কারও মনে হতে পারে যে ইসলামি বিশ্বে ১৩০০ থেকে ১৪৫০ সময়টুকু ছিল তুলনামূলক কম সৃষ্টিশীল যুগ (যেমনটা পৃথিবীর অপরাপর অংশেও বিরাজমান ছিল এবং কিছু ক্ষেত্রে পশ্চিম ইয়োরোপেও)। সৃষ্টিশীলতার নবজোয়ার আসে ১৬৫০ কিংবা ১৭০০ সালের পর; সদ্যোত্থিত পশ্চিমের সাথে পাল্লা দিতে গিয়ে। এ ক্ষেত্রে তার ভাবনা হবে—১৭০০ সালের অব্যবহিত পূর্বের ব্যক্তিত্বরা আহামরি কিছু নয়; কারণ, আধুনিক অনুসন্ধানে বলা হচ্ছে এ সময়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজগুলোও আদতে দ্বিতীয় সারির অনুকরণ। পূর্বেকার মহান নামগুলোর সাথে এ-জাতীয় ব্যক্তিদের পরিচয় থাকতে পারে বটে, কিন্তু বর্তমান ব্যক্তিত্বদের সাথে তাদের তুলনা করতে অক্ষম। এই চিত্র তুলনামূলক কম গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে এবং সেটা উপরিউক্ত হাইপোথিসিস বা পূর্বানুমানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিশেষ ক্ষেত্রগুলোতে আদৌ কোনো অবক্ষয় ঘটেছিল কি না, সে সিদ্ধান্ত নিতে আমাদের আরও কিছু সময় অপেক্ষা করতে হবে; অধিকতর অনুসন্ধান চালাতে হবে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কিছুটা সফলতা পায়, বিশেষত মুসলিম শক্তিগুলোর অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের কারণে। ওসমানি সাম্রাজ্য কিংবা দক্ষিণ সাগরবিমুখ মোগল; কেউই পর্তুগিজদের বিরুদ্ধে কার্যকর প্রমাণিত হয়নি। তবে ওসমানীয়রা সুদূর সুমাত্রায় অন্তত একটি নৌ-অভিযান পাঠিয়েছিল এবং একসময় লোহিত সাগর ও ভূমধ্যসাগরের মাঝে জাহাজ চলাচলযোগ্য খাল খননের পরিকল্পনাও করেছিল। আর শতাব্দীর শেষ নাগাদ ভারত মহাসাগরের মুসলিম নাবিকেরা পর্তুগিজদের প্রযুক্তি রপ্ত করে ফেলতে সক্ষম হয়, তাদের প্রযুক্তি উন্নত হয় এবং পর্তুগিজদের হম্বিতম্বি রোধ করতে সক্ষম হয়। বহুজাতিক বাণিজ্যের একটি শাখায় তাদের বেঁধে ফেলা হয়। মুসলিমদের রাজনৈতিক শক্তি মালয় দ্বীপপুঞ্জে ছড়িয়ে পড়ে। লোহিত সাগর এবং পারসিয়ান গালফে মসলা বাণিজ্য অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে উচ্চতর মাত্রায় পৌঁছায়।[২০]

সুদূর উত্তরেও মুসলিমরা খ্রিষ্টান ইয়োরোপ থেকে হুমকির সম্মুখীন হচ্ছিল। পূর্ববর্তী শতাব্দীতে মুসলিম শাসন থেকে স্বাধীনতা পাওয়া মস্কোভাইটরা বৃহৎ ও শক্তিশালী রাজ্য গড়ে তুলছিল। বস্তুত, শক্তির ভারসাম্যে পার্শ্ববর্তী ভলগান মুসলিম রাজ্যগুলোকে ছাড়িয়ে যেতেও সক্ষম হয়। ওসমানীয়রা দোন ও ভলগার মাঝে এক জাহাজখাল খনন করে ক্ষমতার প্রবাহে ভারসাম্য আনতে চেয়েছিল। এই খালের মাধ্যমে ব্লাক সি এবং কাস্পিয়ান সাগরের মাঝে যোগাযোগ নিরবচ্ছিন্ন হবে (পরবর্তী সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন স্টালিনগ্রাদে খাল খনন করেছিল)। উত্তরের অন্যান্য মুসলিম শক্তির কারণে ওসমানীয়দের প্রকল্প ব্যর্থ হয়েছিল। তবে কিছু সময়ের জন্য উত্তরাঞ্চলীয় মুসলিম শক্তিগুলো রাশিয়ানদের অগ্রযাত্রা থামিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল। বুখারার উজবেকরা কৃষক উপনিবেশ প্রেরণের মাধ্যমে ইরতিশ অববাহিকার উত্তরাংশে (সাইবেরিয়া) অবস্থিত

---

২০ ভারত মহাসাগরের ষোলো শতকের প্রাচীন ইতিহাস পুনর্বিবেচনায় সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছেন Jacob C. van Leur তাঁর রচিত Indonesian Trade and Society গ্রন্থে। তাঁর থিসিসের পরিমার্জন করেছেন M. A. P. Meilink-Roelofsz, তাঁর বই Asian Trade and European Influence in the Indonesian Archipelago between 1500 and about 1630 এ। তিনি তার উপসংহারে একমত, সেটি পরিবর্তন করেননি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বিজয়ে সক্ষম হয়েছিল। যদ্বারা বিজিত অঞ্চলের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর আনুগত্য আদায় করে নিতে পেরেছিল।

এক শতাব্দীর ভেতরেই দেখা গেল এই সাম্রাজ্য পুরোদস্তুর 'আরব', যা ছিল ধর্মান্তরিত মুসলিমদের কর্তৃত্বাধীন। বিশ্বজনীন ইসলামের নামে শাসিত হতো এবং অন্তত কিছু সময়ের জন্য হলেও সর্বজনীন সাংস্কৃতিক ভাষা ছিল আরবি। নীল নদ আর অক্সাস অঞ্চলের বহু জাতি, বহু জনগোষ্ঠীর অবদানে ধর্মটি সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর হয়ে উঠতে শুরু করে। শরিয়াহ আইনের পূর্বানুমানগুলো—যা ক্ষেত্রবিশেষে ইসলামের প্রাণ হিসেবে বিবেচিত— প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করে, যা কোরআনুল কারিমের সাথে অঙ্গাঙ্গি জড়িত। এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য একজন প্রতিভা—ইমাম শাফেয়ি (মৃত্যু ৮২০ খ্রিষ্টাব্দ)।[২৩] আরব শাসকেরা যেসব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছিল, সেগুলো প্রাচীন ইরানো-সেমেটিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণ নতুন এবং অধিকতর সংহত ধারায় প্রবাহিত করেছে। ফলে স্বতন্ত্র শিল্পধারা ও বর্ণমালা, বিজ্ঞান ও ঐতিহ্য, কেতা ও কায়দাসমেত একটি পারসিক-আরবীয় সভ্যতা গড়ে ওঠে, যাকে বলা চলে 'ইসলামিকৃত' (Islamicate) সংস্কৃতি। পরবর্তী সময়ে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি এই সভ্যতা এবং এর ধর্মীয় মূল্যবোধ উভয়টিই নীল নদ-অক্সাস অববাহিকায় তাদের উৎসভূমির বাইরেও বহুদূর ছড়িয়েছে এবং এত শক্তিশালী আবেদন তৈরি করেছে যে এমনকি হেলেনিক ও সংস্কৃত সভ্যতার প্রাণকেন্দ্রেও সমাদৃত ও বরিত হয়েছে। মুসলিম ব্যবসায়ী ও মিশনারিদের হাত ধরে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। যেমন আধুনিক যুগে এসে পশ্চিমা মূল্যবোধ খ্রিষ্টান মিশনারিদের হাত ধরে ছড়িয়েছে।

ইরানো-সেমেটিক উত্তরাধিকারে ইসলাম এমন কী উপাদান যুক্ত করেছে যে এর সম্ভাবনা এত প্রবল-অদম্য হয়ে উঠল? নিঃসন্দেহে এটি একটি ধর্ম ছিল, যা স্রষ্টার সাথে মানবমিলনের চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেছে। তবে ধর্মের পাশাপাশি এতে ছিল অসম্ভব নমনীয় এক সামাজিক

---

২৩ Joseph Schacht-এর রচনা The Origins of Muhammadan Jurisprudance ইমাম শাফেয়ির উল্লেখযোগ্য ভূমিকা মূল্যায়ন করেছে। কিন্তু আমাদের এখনো উদ্ভাবনের বাকি যে কীভাবে শরিয়াহ আইন ইহুদিদের হালাকা আইনের সাথে এত বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ। শরিয়াহ ও হালাকা আইনের তুলনামূলক গবেষণাগুলো গভীর এই প্রশ্নের ওপর কমই আলোকপাত করে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এসে যেগুলোর ওপর জোরারোপ করা হয়েছে। ভূমধ্যসাগরীয় উপদ্বীপসমূহ এবং উত্তর ভারতীয় সমভূমির তুলনায় নীল-অক্সাস অববাহিকা অঞ্চল সময়ের সাথে সাথে যেকোনো কৃষিভিত্তিক সমাজে অনিশ্চয়তা তৈরির মতো যথেষ্ট পরিমাণ অনুর্বর ছিল। প্রান্তিক ভূমিগুলো খুব সহজেই চাষাবাদের আওতায় আনা যেত, আবার বাতিলও করা যেত এবং এখানকার কৃষক-জনতা অধিকতর সুবিধাজনক কাজের অন্বেষণে আশপাশে ছড়িয়ে পড়তে পারত। ফলে নীল ও অক্সাস অববাহিকার অধিকাংশ অঞ্চলে মানুষকে ভূমি চাষে বেঁধে ফেলা সহজ ছিল না, যতটা সহজ ছিল ইয়োরোপ এবং ভারতের বেশির ভাগ অংশে। ফলে, ইরানো-সেমেটিক (এবং পরবর্তী সময়ে ইসলামি) সমাজগুলো গড়ে উঠেছিল তুলনামূলক মুক্ত প্রজার ওপর ভিত্তি করে, ভূমিভিত্তিক জমিদারি কিংবা বর্ণপ্রথার ওপর নয়। যার কারণে এই অঞ্চলের রাজনৈতিক রচনাবলি সতর্কবার্তায় ভরপুর—প্রজাদের এমনভাবে শোষণ করা যাবে না যে তারা ভূমি ছেড়ে চলে যেতে উদ্বুদ্ধ হয়। পাশাপাশি কৃষিপ্রজাদের অবস্থান নিয়ে শুরু হয় দুশ্চিন্তা। গোটা সহস্রাব্দজুড়ে এই পরিস্থিতি ক্রমবর্ধমান ছিল। কারণ, স্বাধীন যাযাবর-জীবনের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাচ্ছিল; প্রথমে উত্তরের অশ্বারোহী যাযাবরদের মাঝে, তারপর দক্ষিণের উষ্ট্রারোহী যাযাবরদের ভেতর। শস্যক্ষেত্রগুলো কৃষিজমি হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার পরিবর্তে চারণক্ষেত্র হয়ে ওঠে এবং বাস্তবেও কৃষকদের একটা অংশ পশুচারী হয়ে উঠেছিল এবং যাযাবর-জীবনের সাথে সম্পর্ক বহাল রেখেছিল, যেন প্রয়োজন হলে পুনরায় এতে ফিরে যাওয়া যায়। ক্রমান্বয়ে কৃষিভিত্তিক অভিজাত শ্রেণির মোকাবিলায় উচ্চ শ্রেণির পশুচারী আরেকটা শ্রেণি গড়ে ওঠে।

দ্বিতীয়ত, একদিকে যখন কৃষিপ্রজাদের জীবন অন্যান্য কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলোর তুলনায় অনিশ্চয়তার চাদরে ঢাকা পড়ে যাচ্ছিল, তখন ব্যবসায়ীদের অবস্থান তুলনামূলক নিশ্চিত ছিল। কারণ, তাদের হাতে ছিল শক্তির বিশেষ উৎস। অন্য কোনো অঞ্চলে জিরাফের গলার মতো এত বিস্তৃত বাণিজ্য রুট ছিল না; পূর্বে, পশ্চিমে, উত্তরে, দক্ষিণে—সর্বত্র সুবিস্তৃত দীর্ঘ বাণিজ্যপথ। উত্তর-পূর্ব ইরানে অবস্থিত খোরাসানের নিশাপুর এবং বলখের মতো শহরের ভায়া হয়ে ইন্ডিক অঞ্চলের বহিঃস্থ সমস্ত বাণিজ্যক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়েছিল; খাইবার পাস থেকে পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর, উত্তরে ভলগা ও ইরতিশ সমভূমি এবং পূর্বে চীন পর্যন্ত। এর

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নির্ধারণে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেছিল একেশ্বরবাদী ঝোঁক। ক্রমান্বয়ে অঞ্চলগুলোর সাংস্কৃতিক জীবন স্বাধীন ধর্মীয় সংঘরূপে আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করে, যা ছিল ভূমিভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনপ্রক্রিয়া থেকে আলাদা এবং সংঘসমূহের অনেকগুলোই ছিল কৃষিভিত্তিক অভিজাততন্ত্রের পরিবর্তে সাধারণ নগর জনগোষ্ঠীকেন্দ্রিক। উদাহরণত, প্রসিদ্ধ খ্রিষ্টান সম্প্রদায়গুলো। আমরা লক্ষ করেছি, ইসলাম এই সংঘভিত্তিক প্রকাশ বহাল রেখেছে, কিন্তু একই সময়ে এর বিভক্তি কাটিয়ে উঠেছে।

সম্প্রদায়কেন্দ্রিক গঠন এই অঞ্চলের সমস্ত বর্ণমালাভিত্তিক ঐতিহ্যকে প্রভাবিত করেছে। ইয়োরোপ উপদ্বীপে আনাতোলিয়া থেকে ইতালি পর্যন্ত গ্রিক বর্ণমালা অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত লাতিন ধারা সাংস্কৃতিক দিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে ছিল এবং প্রধানত অনুকরণমূলক ভূমিকা পালন করেছে। উত্তর ভারতের সমভূমি দাপিয়ে বেড়িয়েছে সংস্কৃত। এর প্রতিদ্বন্দ্বীগুলোর মধ্যে শুধু পালি—বৌদ্ধদের ব্যবহৃত—কিছুটা স্বাধীন জীবন লাভ করেছিল। গোটা হান সাম্রাজ্যে চায়নিজ ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু নীল-অক্সাসের মধ্যবর্তী অববাহিকায় কোনো ভাষাই একক প্রাধান্য বিস্তার করতে পারেনি, এমনকি গ্রিকও না। ফার্টাইল ক্রিসেন্টের সেমেটিক ভাষা আরামাইক—জ্যাকোবাইট (ইয়াকুবীয়) খ্রিষ্টান, নেস্তোরিয়ান খ্রিষ্টান এবং ইহুদিদের মাঝে একাধিক সাক্ষর ভাষার রূপে আত্মপ্রকাশ করে। পার্থিয়ান ও পারসিয়ানরা[২৪] ব্যবহার করত মধ্য ইরানি ভাষার নানা রূপ। আমাদের সময়ের প্রাথমিক শতাব্দীগুলোতে অত্র অঞ্চলের সাংস্কৃতির সমস্ত দিক শুধু ভিন্ন ভিন্ন ভাষার চাদরে আবৃত ছিল, যেগুলো শুধু ধর্মের দিক থেকেই নয়, বরং সাধারণ সাংস্কৃতিক প্রবণতার দিক থেকেও আলাদা ছিল। ফলে আরামাইকের নেস্তোরিয়ান শাখা দার্শনিক ও জ্যোতির্বিদ্যার স্বতন্ত্র ঐতিহ্য গড়ে তোলে, আরামাইকের জ্যাকোবাইট ভার্সন গড়ে তোলে আলাদা শাখা। আবার মধ্যপারস্যে জরথুস্ত্রবাদের মিশেলে স্বতন্ত্র দার্শনিক সংশ্লেষণ গড়ে তোলার প্রচেষ্টা

---

২৪ ইরানের দুটি প্রভাবশালী রাজবংশ। পার্থিয়ানদের রাজত্ব ছিল খ্রিষ্টপূর্বাব্দ তৃতীয় শতকের দিকে।

—রাকিবুল হাসান

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জরথুস্ত্র এবং মসিহের যুগ। এই যুগেই একেশ্বরবাদী ধর্মসমূহের নবুয়্যাতি ধারা গড়ে ওঠে, ইসলাম যার চূড়ান্ত শিখর।

তখন থেকে আধুনিক শিল্পায়নের পূর্বপর্যন্ত পূর্ব গোলার্ধের নগরাঞ্চলগুলো চারটি বৃহত্তর সাক্ষর ঐতিহ্যের যেকোনো একটির সাথে সংযুক্ত ছিল। তবে এই চার ঐতিহ্যের মাঝে ছিল প্রভূত ভিন্নতা। কিউনিফর্ম-উত্তরকালে কিছু সময়ের জন্য ইরানো-সেমেটিক ঐতিহ্য ছিল বাকি তিনটির তুলনায় দুর্বল। বরং গ্রিক ঐতিহ্যে এটি প্রায় হারিয়েই গিয়েছিল, এমনকি ইন্ডিক ঐতিহ্যেও। এটি বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া আবহ ছিল না। এ ছিল খোদ ইরানো-সেমেটিক ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে ঘটে চলা পরিবর্তনসমূহের আংশিক ফলাফল। অ্যাক্সিয়াল যুগের শেষ দিকে এই পরিবর্তন সূচিত হয়। এ সময় নীল ও অক্সাস অববাহিকায় কিউনিফর্ম প্রতিস্থাপিত হচ্ছিল এবং লিপিভিত্তিক সংস্কৃতির নানা দিক ইরানো-সেমেটিক ভাষাগোত্রে প্রতিস্থাপিত হওয়ার পরিবর্তে গ্রিক ভাষায় পরিস্থাপিত হচ্ছিল। যেমন আরামাইক ভাষা। কারণ ছিল গ্রিক ভাষার ওপর কিউনিফর্মের প্রভাব পড়েছিল সবচেয়ে কম। ফলে বহু স্থানীয়, অ-গ্রিক সংস্কৃতিধারী লোকজনের মাঝে বহুজাতিক কার্যক্রমে এর ব্যবহার বাড়তে শুরু করে। পরিবর্তন সবচেয়ে প্রকট হয়ে ধরা দিয়েছিল প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রগুলোতে, যা অ্যাক্সিয়াল যুগে কিউনিফর্ম ঐতিহ্যের ভেতর দিয়েই অগ্রসর হতে শুরু করে দিয়েছিল। এমনকি ইরানের রাজসভায়ও সাংস্কৃতিক ভাষা হিসেবে গ্রিক ভাষা জায়গা করে নেয়। পরবর্তী সময়ে বৌদ্ধধর্ম কর্তৃক পরিবাহিত হয়ে ইন্ডিক ঐতিহ্য ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে, পুরো গোলার্ধজুড়ে প্রবল প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় এবং নীল ও অক্সাস অববাহিকার অধিকাংশ অঞ্চলে গ্রিকের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে সংস্কৃতের আবির্ভাব ঘটে।

গ্রিক প্রভাবাধীনে থেকেও অ্যাক্সিয়াস যুগের একেশ্বরবাদী নবিদের অবদানের ওপর ভিত্তি করে ইরানো-সেমেটিক ঐতিহ্যের স্বতন্ত্র উন্নয়ন ঘটছিল। গ্রিক বর্ণমালাভিত্তিক ঐতিহ্য যদিও নীল নদ থেকে অক্সাস পর্যন্ত সংস্কৃতির বহু দিকের বাহন হয়ে উঠেছিল, নবিদের বৈচিত্র্যময় ধারায় প্রবাহিত হয়ে ইরানো-সেমেটিক ঐতিহ্যও নগর অভিজাতদের চেতনে জায়গা করে নিচ্ছিল। গ্রিক ঐতিহ্য খ্রিষ্টবাদের আদলে ইয়োরোপ অঞ্চলের ধর্মীয় জীবনের গতিপথ নির্ণয়ে শক্তিশালী ভূমিকা পালন করেছিল। কিন্তু ইরানি এবং সেমেটিক ভূখণ্ডগুলোতে সামাজিক ভূমিকা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রবল ছিল।[২৫] এই সব ঐতিহ্যের সাংস্কৃতিক শিকড় ছিল এক, কিন্তু তারা 'একই ভাষায় কথা বলত না'। একেশ্বরবাদী ধর্মীয় আনুগত্য—যার প্রতিটির নিজস্ব সাংস্কৃতিক ধারা ছিল—তাদের দুর্লঙ্ঘভাবে বিভাজিত করে রেখেছিল; এমনকি একই রাজনৈতিক সংঘের ভেতরেও। গ্রিক এবং লাতিন উপদ্বীপগুলোতে এ রকম বিভাজন দেখা যায়নি। যদিও তারা আরেকটি একেশ্বরবাদী ধর্মই আত্মস্থ করছিল—খ্রিষ্টবাদ।

অনুরূপ একই সময়ে, অর্থাৎ আমাদের সময়ের প্রাথমিক শতাব্দীগুলোতে বাণিজ্যিকভাবে ইরানি এবং সেমেটিক জনগোষ্ঠীর প্রভাব বাড়ছিল, এমনই রাজনৈতিকভাবেও। শুধু নীল আর অক্সাস অববাহিকায়ই গ্রিক ভাষা (এমনকি বিজ্ঞানের ভাষা হিসেবেও) একাধিক সামাজিক গোষ্ঠীর ভাষায় লীন হয়ে যাচ্ছিল না, বরং ভারত থেকে শুরু করে ভূমধ্যসাগরীয় অববাহিকা পর্যন্ত বৃহত্তর ব্যবসায়ীক নেটওয়ার্কে বাণিজ্যিক ভাষা হিসেবেও গ্রিক অবস্থান হারাচ্ছিল। কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসছিল ইরানি জনগোষ্ঠীগুলো, বিশেষত সেমেটিকরা। ঠিক এই সময়েই গ্রিকরা পশ্চিম ভারতে তাদের ঐতিহাসিক ইহুদি ও খ্রিষ্টান কলোনিগুলো স্থাপন করতে শুরু করে। পরবর্তী সময়ে তাদের সাথে যোগ দেয় মুসলিমরা, যার মাধ্যমে দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের উপকূল আবাদ হয়। বিপরীত চিত্র দেখা যাচ্ছিল গ্রিকদের নিজ ভূমিতে। ভূমধ্যসাগরীয় অববাহিকা থেকে গ্রিকদের যদিও উৎখাত করা হয়নি, কিন্তু ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিতি পেতে শুরু করে 'সিরিয়ান' আর ইহুদিরা। মধ্য ইয়োরেশিয়াতেও ইন্ডিক প্রভাব রুদ্ধ করে দিচ্ছিল আরামাইক গ্রুপগুলো। পূর্ব আফ্রিকান বাণিজ্যে প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিল সিরিয়ার সাথে যুক্ত সেমাইটরা। এভাবেই মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আগমনের কিছু পূর্বে ইরানো-সেমেটিক সংস্কৃতির বিস্তৃতি শুরু হয়।

ইরানো-সেমেটিক সংস্কৃতির সামাজিক সম্প্রদায়কেন্দ্রিক গঠন এবং ভারত-ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলেও এর বিস্তৃতির পেছনে আমি মনে করি নীল-অক্সাস অববাহিকার দুটি বৈশিষ্ট্যের প্রভাব রয়েছে; ইসলাম যুগে

---

২৫ সবগুলো ধারা কীভাবে আরবিতে একত্র হলো, এ বিষয়ে চমৎকার সামারি দিয়েছেন R. Walzer, Sarvepalli Radhakrishnan-এর সম্পাদিত History of Philosophy East and West বইয়ের Islamic Philosophy শীর্ষক প্রবন্ধে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

AI CAMERA
Shot by narzo 50

মাধ্যমে চীন ও ভূমধ্যসাগরের মধ্যবর্তী স্থলবাণিজ্যের সমস্ত রুট অতিক্রম করেছে। পশ্চিম ইরানের কেন্দ্রীয় শহরগুলোও এক দিকে ভূমধ্যসাগর এবং অপর দিকে ভারত কিংবা চীন পর্যন্ত স্থলবাণিজ্য বজায় রাখছিল। সাথে ছিল দক্ষিণ সাগর এবং কাস্পিয়ান ভূখণ্ডের মধ্যবর্তী অধিকাংশ অঞ্চল, উত্তরে ভলগা-ইরতিশ পর্যন্ত বিস্তৃত সমস্ত নৌরুট। উল্লিখিত অধিকাংশ স্থলবাণিজ্য রুট ফার্টাইল ক্রিসেন্ট কিংবা মিসরে গিয়ে মিলিত হয়েছে; সুদূরযাত্রার দক্ষিণ সাগর এবং ভূমধ্যসাগরীয় রুটগুলোও; যার উত্তরে ছিল ইয়োরোপ এবং দক্ষিণে সুদানিক ভূখণ্ডসমূহ। শুধু ইরানো-সেমেটিক অঞ্চলই এমন ছিল, যার সাথে বাদবাকি সমস্ত সাংস্কৃতিক প্রাণকেন্দ্রসমূহ এবং ফ্রন্টিয়ারগুলোর সরাসরি যোগাযোগ ছিল—পলিবিধৌত ইয়োরেশিয়ান সমভূমি থেকে শুরু করে সুদানিক ভূমি এবং সুদূর দক্ষিণ-পূর্ব পর্যন্ত।

দূরপাল্লার বাণিজ্য কখনোই নগর আয়ের প্রধান উৎস ছিল না এবং সবগুলো রুটও সব সময় সমান গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। কিন্তু সামগ্রিকভাবে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এগুলো প্রধান নগরগুলোর শীর্ষস্থানীয় কারবারি শ্রেণির ভেতর তীব্র কসমোপলিটন মনোভাব তৈরি করেছে; সব সময়ই স্থানীয় কৃষির বাইরে নির্ভরযোগ্য একটি সম্পদের উৎস জারি রেখেছে। পাশাপাশি রাজনৈতিক দিক থেকে তারা স্বাধীন ছিল না। কারণ, প্রাক্-আধুনিক কৃষিভিত্তিক সমাজসমূহে যে শ্রেণির হাতে জমির দখল ছিল, সামগ্রিক বিচারে তারাই সব সময় প্রভাবশালী ছিল। তবে ভূমধ্যসাগর ও ভারত মহাসাগরের উপকূলজুড়ে ছড়ানো-ছিটানো কিছু বাণিজ্যনগরী স্বায়ত্তশাসিত ছিল। কৃষিনির্ভর অভ্যন্তরীণ ভূমি থেকে বৃহত্তর সামরিক অভিযানের সহজ লক্ষ্যবস্তু এবং তুলনামূলক সহজসাধ্য 'প্রবেশাধিকার' বাণিজ্যনগরীগুলোকে স্বাধীন নগররাষ্ট্র গড়ে তোলা থেকে বিরত রেখেছে; পরিবর্তে বরং চতুর্দিকের বৃহত্তর ভূখণ্ডসমূহের সাথে নিবিড় সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ধরে রাখতে বাধ্য করেছে।

সময়ের সাথে সাথে কৃষিজীবী শ্রেণির অনিশ্চয়তা এবং কারবারি শ্রেণির ওপর নির্ভরশীলতার প্রবণতা ক্রমান্বয়ে বেড়েছে। পুরো সহস্রাব্দ ধরে আফ্রো-ইয়োরেশিয়ার নগরাঞ্চলগুলোতে বাণিজ্যিক নেটওয়ার্ক ধীরগতিতে বিস্তৃত হয়েছে। একদিকে যেমন সরাসরি সংযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে, ব্যবসার বৈচিত্র্য ও সম্ভাবনাও বেড়েছে। ব্যাবিলনিয়ান সময়ে ফার্টাইল ক্রিসেন্ট হয়ে দূরপাল্লার বাণিজ্য ইরাক-সিরিয়া অতিক্রম করেনি।

2023/12/16 13:10

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মুসলিম ভূখণ্ডসমূহে প্রাক্-আধুনিক ঘোরতর অবক্ষয়ের ধারণা শক্তিশালী হওয়ার একটি কারণ হচ্ছে আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে উত্থাপিত প্রশ্নাবলি। ওয়েস্টার্নাররা প্রায়শই যে প্রশ্নগুলো তোলে—একদা শক্তিশালী মুসলিম ভূখণ্ডগুলো কেন সতেরো ও আঠারো শতকে ঘটা পশ্চিমা রূপান্তর প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারল না? কেন অক্সিডেন্টের সমানুপাতে আধুনিক সময়ে প্রবেশে সক্ষম হলো না? পরে সংক্ষেপে আমরা এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে চেষ্টা করব। তবে এটুকু নিশ্চিত যে এর কারণ মুসলিম সমাজগুলোর প্রাক্-অধঃপতনে নিহিত নয়; যেমন নয় মুসলিমদের কোনোরূপ ধর্মীয় obscurantism-এ। পশ্চিমের সাথে পাল্লা দিয়ে মুসলিমরা কেন আধুনিক হতে পারল না—প্রশ্নটা বরং উল্টে দিতে হবে। আঠারো শতকে কী ঘটেছিল, তা বুঝতে হলে আমাদের আগে বুঝতে হবে কীভাবে বিগত এক হাজার বছর ধরে ইসলাম এমন চোখধাঁধানো সফলতা পেল। সে জন্য আমাদের ফিরে যেতে হবে ইসলামের সূচনালগ্নে, সে সময়ের ইতিহাসে; এর জন্য আবার আমাদের যেতে হবে আরও পূর্বে—ইরানো-সেমেটিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অলিগলিতে। ইসলাম যার 'যুবরাজ'। শুধু তখনই আমরা ষোলো শতকের পথঘাট চিনতে সক্ষম হব।

ইসলামের জন্য হিজাজের তৎকালীন প্রেক্ষাপট ঠিক ততটাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল, যতটা ছিল খ্রিষ্টধর্মের জন্য ফিলিস্তিনের আবহ। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই ধর্মের প্রকৃত গঠন গড়ে উঠেছে একটি বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে, যা ধর্মপ্রচারকদের স্থানীয় পরিবেশের মতোই গুরুত্বপূর্ণ। ইসলাম সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ইরান ও সেমেটিক ভূখণ্ডের ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলসমূহে, নীল নদ ও অক্সাস নদীর মধ্যবর্তী অববাহিকায়। প্রধানত ইসলামকে বিবেচনা করা হয় এর 'আরব পরিবেশের' আলোকে, ফলে অনারব উপাদানগুলো দেখা হয় আরবের বাইরে থেকে 'সংগৃহীত' হিসেবে। সত্য বটে। তবে এর চেয়েও বড় সত্য হলো—একদম সূচনালগ্ন থেকেই ইসলামের উত্থান ঘটেছে বৃহত্তর আঞ্চলিক 'সমগ্র'র সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহের ওপর ভিত্তি করে।

ফার্টাইল ক্রিসেন্টের সাথে বাণিজ্যিক যোগাযোগের ওপর নির্ভর করত মক্কার অস্তিত্ব। তারা গোটা অঞ্চলজুড়ে রাজনৈতিক ক্ষমতার পালাবদল সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিল। মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর রাজনৈতিক পলিসি ক্রমান্বয়ে আঞ্চলিক শক্তির

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পরবর্তী সময়ে বৃহত্তর বাণিজ্যিক নেটওয়ার্ক গড়ে ওঠার পর এই রুটটিও বিস্তৃত হয়েছে। উদাহরণত মালয়েশিয়ান দ্বীপগুলোর কথা বলা যায়। আমাদের সময়ের সূচনালগ্নে যখন সবেমাত্র দক্ষিণ সাগর হয়ে নতুন রুট উন্মোচিত হয়েছে, দ্বীপগুলো ছিল নিছক যাত্রাবিরতির স্থান। ক্রমান্বয়ে এটি গুরুত্বপূর্ণ পণ্যসমূহের উৎসে পরিণত হয়, সাথে নগরজীবনেরও যাত্রা শুরু হয়। এগুলো পথমধ্যকার স্টেশন থেকে বৈচিত্র্যপূর্ণ বৃহৎ বাজারে পরিণত হয় এবং সময়ের বিবর্তনে দূরপাল্লার বাণিজ্যযোগ্য পণ্যের পরিধি বাড়ে, যার ফলে সামগ্রিকভাবে কোনো একটি অঞ্চল বা সুনির্দিষ্ট কোনো রুটের ওপর দূরপাল্লার বাণিজ্যের নির্ভরশীলতা হ্রাস পায়।

অন্যান্য অঞ্চলের মতো নীল নদ-অক্সাস অববাহিকায়ও প্রধানত কৃষি সমাজের ওপরই গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছিল এবং ইতিহাসে এর যত সীমাবদ্ধতা রয়েছে, সবই সেখানে হাজির ছিল এবং ক্রমান্বয়ে কৃষি সমাজের ওপর কারবারি শ্রেণিকে প্রাধান্য দানপ্রবণতার প্রভাবগুলো সমাজে পড়েছিল। গোলার্ধজুড়ে নগরাঞ্চল বৃদ্ধির সাথে সাথে সেক্যুলারদের মাঝে বাণিজ্যপ্রবণতা বাড়ছিল। সেসব অঞ্চলে প্রাচীন ভূমধ্যসাগরীয় বাণিজ্যিক ভাষা—গ্রিক অধিকতর অভ্যন্তরীণ জনগোষ্ঠীর ভাষার জন্য জায়গা ছেড়ে দিতে হচ্ছিল।

ইরানো-সেমেটিক একেশ্বরবাদে কারবারি প্রবণতার নিদর্শনগুলো আরও সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়। সময়ের বিবর্তনে এখানে অধিকতর সাম্যবাদী এবং বহুজাতিক ঐতিহ্য শক্তিশালী হয়ে ওঠে; প্রাচীন ক্রমবিন্যস্ত ও অভিজাততান্ত্রিক শ্রেণিসম্পর্ক প্রত্যাখ্যানপ্রবণতা বৃদ্ধি পায়; স্থানীয় প্রকৃতিনির্ভর বাস্তুতন্ত্রের গুরুত্ব হ্রাস পাচ্ছিল; আন্তব্যক্তিক ও নৈতিক নীতিমালার ওপর জোরারোপ করা হচ্ছিল এবং যেকোনো সামাজিক কাঠামো বিনির্মাণের পরিবর্তে বর্তমান কাঠামোয় আস্থাশীলদের রক্ষার প্রবণতা।

পরিবর্তনের ধারাবাহিকতার সবচেয়ে স্পর্শকাতর প্রকাশ ঘটেছে শিল্পে; যেখানে প্রতিমূর্তিবিদ্বেষের উত্থান হয়। শুধু ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের মাঝেই নয়—বিশেষত মনোফিজাইটদের মধ্যে (Monophysites)—বরং মাজদিয়ানদের ভেতরেও আগুন বা এ-জাতীয় প্রাণহীন প্রতীকের ব্যবহার দেখা যায়। প্রতিমূর্তি ও চিত্রের ব্যবহার—যা প্রকৃতিপূজারিদের সাথে সম্পৃক্ত ছিল—অভিজাতদের মধ্যে সীমিত হয়ে যায় এবং এই

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কাঠামো, যেখানে মুসলিমমাত্রই স্বীয় প্রতিভা বিকাশের এত অফুরন্ত সুযোগ পেয়েছে, যা প্রাক্-আধুনিক যুগে অত্যন্ত বিরল। ধর্মান্তরিত মুসলিমরাও এই সুবিধা উপভোগ করেছে। আমি বিশ্বাস করি, এই সামাজিক কাঠামোর শিকড় প্রোথিত নীল-অক্সাসের বিশেষ ভৌগোলিক এবং সাংস্কৃতিক প্রতিবেশে। তবে ইসলামের পৃষ্ঠপোষকতায় তা নতুন জীবন লাভ করেছে এবং প্রস্ফুটিত হতে পেরেছে। ইসলামের ধর্মীয় আবেদন আমি অন্যত্র আলোচনা করেছি। এখানে আমি শুধু এর সামাজিক শক্তিগুলো নিয়ে কথা বলব।

এ ক্ষেত্রে আমি প্রথমেই উল্লেখ করব কারবারি উপাদানের কথা। তবে এর অর্থ এই নয় যে ইসলাম ব্যবসায়ীদের ধর্ম। অপরাপর শ্রেণিও সমান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এমনকি কারবারি স্বার্থের সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তি জুগিয়েছে—কখনো পরোক্ষ, কখনো প্রত্যক্ষভাবে—যাযাবর যূথগুলো এবং শুধু তাদের ভূমিকার ফলেই প্রতিষ্ঠানগুলোর অস্তিত্ব সম্ভব হয়েছে। সুফিধারা এবং এসব ধারার সাথে সম্পৃক্তরাও গুরুত্বপূর্ণ। অন্য যেকোনো বিষয়ের চেয়ে শিল্পকর্মের সাথেই তাদের সংযুক্তি ছিল বেশি। তবে শ্রেণিভেদে তারতম্য দেখা যেত। তবে আমি বিশ্বাস করি, ব্যবসায়ী শ্রেণির কেন্দ্রীয় অবস্থান এবং এর সদস্যদের কার্যক্রমই ইসলামি বিশ্বের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকে বল দিয়েছে। সাথে আমি অবশ্যই এটিও যোগ করব—যুগ ও অঞ্চলভেদে এর প্রকৃত সামাজিক কাঠামো সম্পর্কে আমরা খুব কমই জানি। ফলে সামাজিক চাপের সুনির্দিষ্ট কিছু দিকের প্রতি ইঙ্গিত বৈ নিশ্চিত করে কিছু বলা সম্ভব নয়।

খ্রিষ্টপূর্বাব্দ ৮০০ থেকে ২০০ পর্যন্ত সময়কালটাকে কার্ল জেসপার একটা নাম দিয়েছেন—অ্যাক্সিয়াল যুগ (Axial Age)। এটিই সেই যুগ, যখন প্রাক্-আধুনিক সমস্ত সাক্ষর সংস্কৃতির মৌলিক খামিরা প্রস্তুত হয়েছে, যা প্রাচীন গোলার্ধের প্রায় সমস্ত সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলোকে পরিচালিত করেছে—দূরপ্রাচ্যের চায়নিজ সংস্কৃতি থেকে শুরু করে হিমালয়ের দক্ষিণস্থ ভারতীয় সংস্কৃতি; আনাতোলিয়ান, গ্রিক এবং ইতালিয়ান উপদ্বীপের ইয়োরোপিয়ান বা হেলেনিক সংস্কৃতি এবং নীল নদ ও অক্সাসের অববাহিকা, সিরিয়া থেকে খোরাসান পর্যন্ত কিউনিফর্ম-উত্তর ইরানো-সেমেটিক ঐতিহ্য। এই যুগ ছিল কনফুসিয়াস, বুদ্ধ, সক্রেটিস,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ভারসাম্য বিবেচনায় নিতে শুরু করে। যদিও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ ছিল মূর্তিপূজক, কিছু আরব গোত্র ইহুদি কিংবা খ্রিষ্টধর্মও গ্রহণ করেছিল। মক্কায় মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ধর্ম প্রচার একেশ্বরবাদী ঐতিহ্যের অনুসরণ করেছিল; যার প্রচার ও সংশোধনের জন্য তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন। ইহুদিদের তুলনামূলক শক্তিকেন্দ্র ছিল মদিনা; ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেখানে চলে যান, এমন একটি স্বাধীন সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন নিয়ে, যা তাঁর আদর্শগুলোকে বাস্তবে চর্চা করবে। বৃহত্তর আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটে ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের মাঝে চলমান বিতর্কগুলো মক্কা ও মদিনায়ও শোনা যেত। সে ক্ষেত্রে কোরআনুল কারিমের অনেক বিষয় বিবদমান বিশ্বাসগুলোর মাঝে কিছু আকরচিন্তায় ঐক্য সাধনের প্রচেষ্টা হিসেবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, ইবরাহিম (আ.)-এর বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে, যিনি খ্রিষ্টান ও ইহুদিদের পূর্বপুরুষ। ৬৩২ সালে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মৃত্যুর পরপরই তাঁর প্রতিষ্ঠিত সমাজ গোটা নীল-অক্সাস অঞ্চলের অধিপতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং এই প্রক্রিয়ায় ইসলামকে সম্পূর্ণ 'অজ্ঞাত' ভূমিতে অনুপ্রবেশ করতে হয়নি। কারণ, অঞ্চলগুলোতে যখন ইসলামের বাণী ঘোষিত হয়েছে, ইসলামের নীতি তাদের নিকট অপরিচিত মনে হয়নি। বরং বেশ বড় একটা অংশ উপলব্ধি করেছে যে এটি খোদ তাদের নিজ ধর্মেরই অধিকতর যৌক্তিক ও পরবর্তী ধাপ।

বিজিত অঞ্চলগুলোর জনগোষ্ঠীসমূহকে তাদের প্রাচীন প্রথা ধরে রাখার অনুমোদন দেওয়া হয়, পূর্বের ধর্মে বহাল থাকার সুযোগ দেওয়া হয়। তবে শহুরে জনগোষ্ঠীর নিজ ধর্ম পরিত্যাগ এবং ইসলাম গ্রহণের মাঝে অনেক প্রজন্মের ব্যবধান ছিল না। এমনকি যারা ধর্ম হিসেবে ইসলাম মেনে নেয়নি, তারাও সর্বজনীন সাংস্কৃতিক মাধ্যম হিসেবে আরবি ব্যবহার করত। মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সমরশক্তি ছিল যাযাবরবৃত্তীয়, যা পরিচালিত হয়েছিল শহুরে অভিজাত ব্যবসায়ী কর্তৃক। ফলে বিজিত অঞ্চলসমূহের কারবারি উদ্দীপনার সাথে তাদের চিন্তাভাবনা বৈসাদৃশ্য ছিল না। এই ক্ষেত্রে অপরাপর যাযাবর সাম্রাজ্যের সাথে আরব সাম্রাজ্যের ঘোরতর বৈপরীত্য। তাদের সাম্রাজ্য ছিল দীর্ঘস্থায়ী, সুদৃঢ় এবং ঐক্যবদ্ধ। আরবরা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে মিশে গেলেও স্থানীয় ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতি গ্রহণ করেনি। বরং স্থানীয়দের ওপর নিজস্ব ভাষার

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অপরাপর কৃষি সমাজসমূহের মতো মুসলিম সমাজও স্তরবিন্যস্ত ছিল। কিন্তু তুলনামূলক পর্যালোচনা করতে গেলে বলতেই হবে—তাদের মধ্যে সামাজিক গতিশীলতা ছিল অত্যন্ত উচ্চ মাত্রার, বিশেষত ষোলো শতকের পূর্বে। ছিল ভৌগোলিক গতিশীলতাও। মুসলিম ইতিহাসে প্রসিদ্ধ প্রায় প্রত্যেকটা ব্যক্তিত্বই বিপুল ভ্রমণ করেছেন। এমনকি সামরিক কমান্ডাররাও এক স্থানে পরাজিত হলে সৈন্যদের নিয়ে সুদূর কোনো অঞ্চলে চলে যেতেন, সেখানে গ্যারিসন স্থাপন করতেন এবং যেখানেই মুসলিমরা বসতি স্থাপন করত, সেখানেই মুসলিম সমাজের কর্মচারীবৃন্দের স্তরবিন্যাস (cadres) ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেত। অংশত অভিবাসী মুসলিমদের আগমনের ফলে, অংশত স্থানীয় জনতার ইসলাম গ্রহণের ফলে। কারণ, ইসলাম গ্রহণ করলে তাদের সামনে সমস্ত অফিসের দুয়ার উন্মুক্ত। অমুসলিম ভূখণ্ডসমূহে 'মুসলিম ক্যাডার' প্রতিষ্ঠা হওয়ামাত্রই স্বয়ংক্রিয়ভাবে তা 'শরিয়াহ' আইনবলে শাসিত হতে শুরু করত, অভ্যন্তরীণ বন্ধন তৈরি হতো সুফিজমের মাধ্যমে। অতঃপর রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাসীন করে তুলতে শুধু সঠিক সময়ের অপেক্ষা। অতঃপর যখন মুসলিমরা সেখানকার অধিকতর প্রভাবশালী অভিজাত শ্রেণিতে পরিণত হতো, তথাকার উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও দুঃসাহসীদের মাঝে স্বাভাবিকভাবেই অধিকতর ধর্মান্তর ঘটত। সহিংস ধর্মান্তরকরণ ঘটেছে বটে, তবে তা খোদ ইসলামি মূলনীতির বাইরে গিয়ে এবং জোরপূর্বক ধর্মান্তরকরণ ইসলামের বিস্তৃতিতে অতি নগণ্য ভূমিকা পালন করেছে; বাস্তবে এর প্রয়োজনই হয়নি।

এখন আমরা বৃহত্তর আফ্রো-ইয়োরেশিয়ান ইতিহাসের কাঠামোতে ইসলাম কী ভূমিকা পালন করেছে, সেদিকে নজর দেব, যেখানে ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বেই ইরানো-সেমেটিক জনগোষ্ঠী নিজেদের উপস্থিতির জানান দিচ্ছিল। ইসলাম স্বীয় ধর্মীয় আদর্শ এবং পরবর্তী সময়ে সামাজিক কাঠামোর প্রভাববলে ইরানো-সেমেটিক বৈশিষ্ট্যসমূহকে এগিয়ে নিচ্ছিল, যা চুক্তিবাদী সাম্যবাদ এবং সামাজিক গতিশীলতাকে উৎসাহ দিয়েছিল। এ কাজ সমাধা করা হয়েছিল আন্তভৌগোলিক ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলোকে পূর্ণাঙ্গ নৈতিক সমাজ হিসেবে স্বায়ত্তশাসন প্রদানের মাধ্যমে। বিকল্প সামাজিক মূল্যবোধসমূহকে বৈধতা প্রদানে অস্বীকৃতির মাধ্যমে ইসলাম এমন প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্মেষ ঘটিয়েছিল, যেগুলো পুরো গোলার্ধের সুদূর ও সুবিস্তৃত অঞ্চলে ইরানো-সেমেটিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কৌশল; মোটাদাগে উভয়ের বিজয় সাধিত হয়েছিল বহুজাতিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী কারবারিদের অবদানে। ইসলামের অভ্যুদয়ও ঘটেছিল একজন ব্যবসায়ীর মাধ্যমে, একটি স্বাধীন ব্যবসায়ীক নগরে, যা দীর্ঘ সময় ধরে দূরপাল্লার বাণিজ্যে নিরত। ফলে তা খুব সহজেই একটি জটিল রাজনৈতিক আন্দোলনের ভরসাবিন্দুতে পরিণত হয়। যে আন্দোলনের একটি সুতো ছিল ইতিমধ্যেই মক্কাবাসীর প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সিস্টেমের বিস্তৃতি, সিরিয়া ও ইয়েমেনের মধ্যকার বাণিজ্যপথের নিয়ন্ত্রণ নিতে। বাহ্যত মক্কাবাসীর সমৃদ্ধি সম্ভব হয়েছিল সিরিয়াগামী পথপার্শ্বস্থ গোত্রগুলোর সহায়তায়; মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সময়ে যারা রোমানদের প্রভাবাধীন ছিল। কিন্তু মক্কার উত্থান ঘটেছিল বেদুইন আরবকে বেষ্টন করে রাখা তিনটি বৃহৎ কৃষিশক্তির মাঝে সুনিপুণ নিরপেক্ষতা বজায় রাখার মাধ্যমে—ইরাক, সিরিয়া ও ইয়েমেন। মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন মক্কার গোত্রীয় যোগাযোগ পদ্ধতির নিয়ন্ত্রণ নেন, পশ্চিম আরবীয় বাণিজ্য রুটের সিরিয়ান সীমান্তে থাকা গোত্রগুলোকে—যারা প্রায়শই রোমানদের সামরিক শক্তির আধার হিসেবে কাজ করত— অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বিশেষ ধারা সংযোজন করেন। পরবর্তী সময়ে সাহাবিরা যখন এসব অঞ্চল জয় করেন, সমস্ত সিরিয়ান ইসলাম গ্রহণ করে নেয় এবং আন্তরিকভাবে ইসলামের সেবায় আত্মনিয়োগ করে এবং এর মাধ্যমেই অপরাপর বিজয়গুলো সম্ভব হয়েছিল এবং সিরিয়া বিজয়ের একটি ফলাফল ছিল—প্রথম দিককার মুসলিম সাম্রাজ্যগুলো সিরিয়া থেকে শাসিত হয়েছে; মক্কার একটি প্রভাবশালী ব্যবসায়ী পরিবারের মাধ্যমে—উমাইয়া বংশ। যে পরিবার দীর্ঘ সময় ধরে সিরিয়ান বাণিজ্যে ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত ছিল।

আমি এই পয়েন্টগুলো উল্লেখ করেছি মূলত এ কথা স্মরণ করিয়ে দিতে যে কৃষ্ণ অক্ষিবিশিষ্ট হুরদের লোভে লোভাতুর কর্মহীন ও যাযাবর জনগোষ্ঠীর মাধ্যমে ইসলামের প্রতিষ্ঠা ঘটেনি, একদমই না। বাস্তুতান্ত্রিক এবং মানসিক—উভয় দিক থেকেই এটি অসম্ভব। বস্তুত, বিজয়ের প্রাক্কালে চরিত্র যা-ই হয়ে থাকুক না কেন, মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রথম শতাব্দীর ইতিহাস আদতে ইরানো-সেমেটিক কৃষিভিত্তিক সমাজেরই ধীরলয় পুনর্গঠন, সাসানিদের মতো। কিন্তু ইসলামের আবির্ভাবে বেশ কিছু দীর্ঘস্থায়ী পার্থক্য ছিল। মুসলিম বিজয়ের বিশেষ পারিপার্শ্বিকতার

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পুরোপুরি কৃষিভিত্তিক কর্তৃত্ববাদী সাম্রাজ্যের আদলে গড়ে তোলার যে আকাঙ্ক্ষা, তার বিরুদ্ধে সংগ্রামরত পেলেন। ৭৪৯-৫০ খ্রিষ্টাব্দে বাহ্যত সফল বিপ্লব সত্ত্বেও ইসলামি আদর্শের ধারকেরা বুঝতে পারলেন ইসলামি ক্ষমতাচর্চার প্রতিনিধদের তাঁদের নিজস্ব পথে পরিচালনা সম্ভব নয়, তবে অন্তত তাঁদের 'নির্বিষ' করে ফেলতে সক্ষম। ইসলামি শরিয়াহ আইন নিছক ব্যক্তিগত জীবন পরিচালনার দিকনির্দেশক ছিল না, বরং গোটা সমাজ গড়ার হাতিয়ার ছিল। ফলে সরকারি কর্তৃত্বপরায়ণ অফিস বাতিল করে দেওয়া হয়। পরিবর্তে সবকিছু সমাজের দায়িত্বভুক্ত হয়ে ওঠে, সেই সুবাদে সমাজের প্রতিটা সদস্যেরও, যাদের নিয়ে সমাজ গঠিত। খলিফার দায়িত্ব ছিল বটে, কিন্তু অন্তত নীতিগতভাবে তা ছিল সীমিত। যেখানেই উল্লেখযোগ্যসংখ্যক মুসলিমের উপস্থিতি, সেখানেই শরিয়াহ আইনের আলোকে নিজেদের স্বতন্ত্র সমাজ গঠনের বৈধতা। শরিয়াহ আইনের মান এ পর্যায়ে ছিল (যদিও এর পাশাপাশি আরও কিছু আইনও ব্যবহৃত হয়েছিল), যে প্রতিষ্ঠানই শরিয়াহ আইনের বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করবে, তা নিজের বৈধতাই হারিয়ে ফেলবে। ফলে শরিয়াহ আইনের স্থায়িত্ব হয়েছিল দীর্ঘমেয়াদি।

যেহেতু শরিয়াহ আইন সরকারি দখলদারত্বের বাইরে ব্যক্তিগত উদ্যোগে গঠিত হচ্ছিল, তাই সামঞ্জস্য ও অনুমানযোগ্যতা আনয়নের জন্য কিছু বিশেষ নীতিমালার দরকার হয়েছিল। ব্যাপকভাবে এই বিশ্বাস লালিত হতো যে আইনজ্ঞ বা ফকিহকে অবশ্যই কোনো না কোনো প্রতিষ্ঠিত মাজহাবের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে হবে এবং তার অনুসৃত মাজহাবে যদি কোনো বিষয়ে পূর্বেকার অধিকাংশ ফকিহ একমত (ইজমা) পোষণ করে থাকেন, তবে তাকে সেটাই অনুসরণ করতে হবে। এ থেকে বাহ্যত মনে হয় মাজহাবগুলো হয়তো অত্যন্ত কঠোর ও অনমনীয় ছিল। কিন্তু কেউ প্রাথমিক পাঠ্যবইগুলোর পরিবর্তে যেসব গ্রন্থে আইনি সিদ্ধান্তসমূহ গ্রন্থিবদ্ধ হয়েছে (ফাতাওয়ার গ্রন্থ), সেগুলোতে চোখ বোলালে দেখতে পাবে প্রতিটি মাজহাবেই পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার পর্যাপ্ত সুযোগ রাখা হয়েছে, যা আধুনিকতা-পূর্ব পরিবর্তনের গতির সাথে তাল মেলানোর জন্য যথেষ্ট ছিল।

স্বাধীন ও স্বতন্ত্র শরিয়াহ আইনের সবচেয়ে বড় সুফল ছিল কৃষিভিত্তিক যেকোনো কর্তৃত্ববাদী কর্তৃপক্ষের বৈধতা খারিজ করে দেওয়া; এমনকি খোদ খলিফারও। এর চেয়েও বড় আরেকটি ফলাফল হচ্ছে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অভিজাততন্ত্রের পতনের সাথে সাথে তাদের উপাদানসমূহেরও বিলুপ্তি ঘটে। ফলে জরথুস্ত্রিয়ানদের ভেতর এসব উপাদান বেঁচে থাকতে পারেনি। পূজনীয় চিত্রকলা অভিজাত বিলাসিতার অনুষঙ্গে পরিণত হয়, কখনোবা প্রকৃতিপূজার অনুষঙ্গ; একক স্রষ্টার উপাসনায় নয়। মাজদিয়ানরাসহ অপরাপর ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলোর মাঝে এগুলোর প্রত্যাখ্যান ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়। ঐশ্বরিকতার বিমূর্ত প্রতীকায়নের পাশাপাশি মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টার একক কর্তৃত্ব চলে যায় ধর্মীয় সম্প্রদায়ের হাতে। ফলে ধর্মীয় সম্প্রদায় এবং তাদের ব্যবহৃত ভাষাগুলো (উল্লিখিত) সমুদয় সংস্কৃতির মোহনায় পরিণত হয়।

আমাদের সময়ের প্রথম সহস্রাব্দে নীল নদ ও অক্সাস অববাহিকার মধ্যবর্তী ইরানো-সেমেটিক জনগোষ্ঠী আফ্রো-ইয়োরেশিয়ান নগরসভ্যতার বাণিজ্যজীবনে ক্রমবর্ধমান প্রভাবশালী হয়ে উঠছিল এবং তাদের ভেতরেও অপরাপর কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলোর সাথে প্রাসঙ্গিক এমন ধর্মীয় চেতনা উজ্জীবিত হতে শুরু করে। ক্রমবর্ধমান সাম্প্রদায়িক শাখাগুলোতে অ্যাক্সিয়াল যুগের নবুয়াতি প্রেরণা গড়ে উঠতে শুরু করে অধিকতর সাম্যবাদী এবং বহুজাতিক চরিত্রসহ, যেগুলো তুলনামূলক 'শিকড়হীন' বণিকশ্রেণির সাথে—প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক স্রষ্টাদের সাথে যাদের সম্পর্ক ছিল নাজুক—বেশ ভালোভাবে খাপ খেয়ে যায়। অভিজাততান্ত্রিক উৎকর্ষ আর রংঢঙের প্রতি যাদের ছিল অগাধ 'অবিশ্বাস', প্রজাকুলের বাগড়ামুক্ত স্বাধীন সামাজিক সংগঠনের প্রবক্তা এবং সাম্যবাদী বাজার নৈতিকতার ঘোরতর সমর্থক। ফার্টাইল ক্রিসেন্টের সিরিয়ান অংশ বাদে ইরানো-সেমেটিক প্রাণকেন্দ্রগুলোর প্রধান সাম্রাজ্য ছিল সাসানি সাম্রাজ্য। এটি মূলত একেশ্বরবাদী ঐতিহ্যের কৃষিভিত্তিক ও জমিদারতান্ত্রিক কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। সর্বোচ্চ অভিজাত ছিল জরথুস্ত্রিয়ান ধর্মযাজকেরা। কিন্তু টিকে থাকার জন্য ক্ষেত্রবিশেষে তুলনামূলক কম অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রাধান্য মেনে নিতে হয়েছে, বিশেষত শহরগুলোতে এবং শেষ শতাব্দীতে এসে সাম্রাজ্য গুরুতর রাজনৈতিক ও ধর্মীয় গণ-অসন্তোষের শিকার হয়, যা সাম্রাজ্যের ভিত্তি—কৃষি প্রজাদের অবস্থানকে নিদারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

ইতিহাসের এই বিন্দুতে এসে ইসলামের আত্মপ্রকাশ ঘটে। শুধু নতুন ধর্মীয় বিধানই প্রদান করেনি, বরং সাসানিরা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, তার ওপর ভিত্তি করে নতুন পলিসি প্রণয়ন করে। নতুন ধর্ম এবং নতুন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ফলে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি পরিমাণ সামাজিক গতিশীলতা তৈরি হয়েছিল। অনুরূপ সাসানি সাম্রাজ্যের কাঠামোতেও বৃদ্ধি ঘটেছিল। অংশত এই কারণে এবং অংশত অন্যান্য সামাজিক উপাদানের চাপের ফলে সাবেক সাসানি প্রজাকুল ইসলামে দীক্ষিত হলেও তাদের সামাজিক শ্রেষ্ঠত্ব হারিয়ে ফেলেছিল। কৃষি যুগের আদলে একটি কার্যকর আমলাতন্ত্র গড়ে তোলা অসম্ভব প্রমাণিত হয়। কারণ, আরবদের বিজয় যে সামাজিক গতিশীলতা নিয়ে এসেছিল, তার সাথে পাল্লা দিতে সক্ষম ছিল না। ফলে প্রশাসন থেকে বহুজাতিক কারবারি উপাদান অপসারণ করার প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। পরবর্তী সময়ে ৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে ইরানো-সেমেটিক সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহ্য ভেঙে পড়ে।

কিন্তু এতে ইসলামের অধিকতর ইতিবাচক প্রভাব বয়ে আনার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়নি। ধর্মীয় বিধান হিসেবে ইসলাম রাজনৈতিক গতিশীলতায় ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল। ইরানো-সেমেটিক একেশ্বরবাদে যে নৈতিক, সাম্যবাদী এবং সাম্প্রদায়িক মনোভাব গড়ে উঠছিল, ইসলাম তা আরও যথাযথভাবে পূর্ণ করতে পেরেছে। নীল নদ থেকে অক্সাস অববাহিকা পর্যন্ত অঞ্চলগুলোকে যে সাম্প্রদায়িক বৈচিত্র্য নানাবিধ লিপিভিত্তিক ঐতিহ্যে বিভক্ত করে ফেলছিল, একেশ্বরবাদী ঐতিহ্যগুলোর এই সংকটকে বেদুইন আরবরা তীব্রভাবে উন্মোচিত করে দিচ্ছিল। নানাবিধ নবুয়াতি ধারা কীভাবে একে অপরের বিরুদ্ধে যাচ্ছিল—যেকোনো সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষক খুব দ্রুতই তা ধরে ফেলতে পারবে। কিন্তু কোরআনুল কারিমে দেখা যাচ্ছে বিভাজিত সাম্প্রদায়িক ঐতিহ্যসমূহকে প্রত্যাখ্যানে উৎসাহ দিতে; এক প্রভুর সমীপে নতজানু হতে; ইবরাহিমের প্রভু, যিনি বিভক্ত সম্প্রদায়গুলোর উত্থানের পূর্বেকার একজন প্রকৃত বিশ্বাসী। হ্যাঁ, তবে ইসলামের নিজস্ব সাম্প্রদায়িকতা ছিল, খুবই কার্যকর। মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পূর্বেই আবির্ভূত সাম্প্রদায়িকতাকে ইসলাম দারুণভাবে পূর্ণ করেছে—ঐশ্বরিক নৈতিক নীতিমালার প্রতি সমর্পিত পুরোদস্তুর সাম্যবাদী সমাজের ধারণা।

বিজয়কালীন বিশেষ প্রেক্ষাপটবলে ইসলাম স্বায়ত্তশাসিত একটি পূর্ণাঙ্গ সমাজ গড়তে সক্ষম হয়েছিল, যাঁরা ইসলামের সামাজিক আদর্শগুলোর পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন চাচ্ছিলেন (ওলামারা), শিগগিরই তাঁরা নিজেদের রাজনৈতিক ক্ষমতাসীনদের সাথে তীব্র মতানৈক্যে নিরত দেখতে পেলেন। আরও সুনির্দিষ্ট করে বলতে গেলে ইসলামি সমাজকে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

AI CAMERA
Shot by ...

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কতক লোকদের হাতে থাকত—ভূমির দখল যাদের হাতে। কিন্তু ইসলামে এই দ্বিতীয় শ্রেণি শরিয়াহ আইনের প্রাধান্য মেনে নিতে বাধ্য হয় একমাত্র বৈধ আইন হিসেবে। তাদের নিজেদের সামরিক আইন ছিল দ্বিতীয় পর্যায়ের কিংবা নিছক সাময়িক আইন। অধিকাংশ অঞ্চলেই কারবারি শ্রেণি স্থানীয় স্বাধীনতা অর্জন করতে পারেনি, তবে সামগ্রিকভাবে সমাজে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভেটোক্ষমতা ছিল।

মুসলিম যুগের বৃহৎ অংশজুড়ে ইরানো-সেমেটিক সমাজে একধরনের অর্গানিক ঐক্য বজায় ছিল, যা সমস্ত 'রাজনৈতিক' সীমানা অতিক্রম করে গিয়েছে। ষোলো শতক নাগাদ মুসলিম সমাজের সীমানা যখন মূল ইরানো-সেমেটিক অঞ্চলের বাইরে বহুদূরে ছড়িয়ে পড়ে, নতুন ধারার প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব শুরু হয় এবং সে সময় পর্যন্ত কোনো উগ্র জাতীয়তাবাদী উপাদানকে সমাজে স্থায়ী হতে দেওয়া হয়নি। ভারতের বর্ণপ্রথাও না, অক্সিডেন্টের জমিদারি কিংবা পৌরসংঘকেও না। এমনকি ব্যবসায়ীদের সমবায় সংঘগুলোও তুলনামূলক দুর্বল ছিল। রাষ্ট্রীয় কোনো আমলাতন্ত্রকেও অস্বাভাবিক ক্ষমতাধর হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়নি; যেমনটা ঘটেছিল বাইজেন্টাইন ও চীনে। পৃথিবীর যেখানেই মুসলিম প্রজা পাওয়া যাবে, সেখানেই তারা শাসিত হবে পারস্পরিক সম্মতি ও পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে, বিশ্বজনীন আইনের অধীনে, যার প্রতি তারা সবাই সমানভাবে অনুগত। নগর সমাজগুলো নিজ নিজ শহরে এগিয়ে যাচ্ছিল, গ্যারিসনের ওপর অত্যন্ত স্বল্পনির্ভরতা নিয়ে; যেখানে ছিল শক্তির প্রধান উৎস। তবে সেই শক্তির প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে শহরের প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিগুলোর মাঝে রক্তপাত রোধ করা, শাসনক্ষমতা পরিচালনা করা নয়। শরিয়াহ আইনের 'বাহ্যিক' বন্ধনের পাশাপাশি—যা প্রতিটা মুসলিমকে উন্নততর আইনি সুরক্ষা দিয়েছিল, পৃথিবীর যেখানেই সে যাক—অধিকতর সংহত আত্মিক আরেকটি বন্ধন ছিল; সুফিজম, চেতন ও আত্মার সম্পর্কশাস্ত্র। এই ধারার প্রচারকেরা বিশ্বজোড়া শুধু সম্মানীতই ছিলেন না, বরং নিজস্ব সুফি 'তরিকাও' গড়ে তুলেছিলেন, যেখানে তাঁরা সমরূপ আত্মিক চেতনাবলে পরস্পরের সাথে ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ। সুফি তরিকাগুলো শরিয়াহ আইনের সাথে চমৎকার খাপ খেয়ে যায়। কোনো চার্চের তত্ত্বাবধান ছাড়া, এমনকি একেশ্বরবাদী শক্তিশালী কোনো সংগঠনের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াই তাঁরা বিশ্বজুড়ে ধর্মপ্রাণ মুসলিমদের মাঝে আধ্যাত্মিক আবহ ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ধর্মীয় সম্প্রদায়ের হাতে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব—যা সমাজের ভিত্তি প্রদান। এটি ইরানো-সেমেটিক জনগোষ্ঠীর নিজ ঐতিহ্য প্রকাশের সর্বজনীন বাহন হয়ে ওঠে, যা কৃষিভিত্তিক কর্তৃত্ববাদী সরকার ধারণার বিপরীতে জনমুখী নগর মতাদর্শের প্রতিনিধি। ইরানো-সেমেটিক উত্তরাধিকারের অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ উপাদান আরবি ভাষায়, ইসলামি ফ্রেমওয়ার্কে রূপান্তরিত হয়ে আসে, কখনো সরাসরি ভাষান্তরিত। এই তালিকায় আছে একেশ্বরবাদী ধর্মসমূহের উপাদান (প্রাচীন ও জনপ্রিয় লোকবিদ্যা, অভিজাতদের জ্ঞান; ইসলামি পোশাকে), শিল্প-সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান ও দর্শন। নেস্তোরিয়ান ও মনোফিজাইটরা চিকিৎসাসংক্রান্ত গ্রন্থাবলি রচনার উদ্দেশ্যে ইসলাম গ্রহণের পূর্বেই আরবি ভাষা রপ্ত করে নেয়। ফলে অপরাপর বৃহৎ অঞ্চলের মতো এবার নীল থেকে অক্সাস পর্যন্ত ভূখণ্ডেও সর্বজনীন ভাষার উত্থান হয়। যে ভাষা অত্যন্ত সযতনে নবুয়াতি উত্তরাধিকারের ওপর গড়ে উঠেছে। সাম্প্রদায়িকতার জন্ম হয়েছে; তবে পূর্বে যে সাম্প্রদায়িকতা ছিল বিভেদের কারণ, এখন তা-ই সমাজ ঐক্যের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে।

মুসলিম শরিয়াহ আইন অতি প্রাচীন এক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ছিল; এটি ছিল প্রচণ্ড সাম্যবাদী। এতটাই সাম্যবাদী যে একে সম্ভবত 'কন্ট্রাকচুয়ালিস্টিক' বা চুক্তিবাদী বলা চলে। পারস্পরিক সম্পর্কের (মুআমালাত) সুবিশাল এক জগৎ ছেড়ে দেওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ওপর, যার আওতায় রয়েছে—অন্তত তাত্ত্বিক দিক থেকে—গোটা রাজনীতি। মূলনীতি অনুযায়ী কোনো ব্যক্তিই শাসক হিসেবে বৈধতা পাবে না, যতক্ষণ না মুসলিম সমাজের নেতৃবৃন্দ তার শাসন মেনে নিচ্ছে (ইসলামি পরিভাষায় একে বাইআত বলা হয়) এবং ইসলামি নীতিমালা অনুযায়ী সরকারি দায়িত্ব যদি কেউ পালন না করে, তবে তা সমাধা করা প্রতিটি মুসলিমের ব্যক্তিগত দায়িত্বে বর্তায় (একে বলা হয় ফরজে কিফায়া)। কর্তৃত্বপূর্ণ পদবি ও অফিসের দায়িত্ব কখনোই ঔরস বা উত্তরাধিকারসূত্রে দেওয়া যাবে না, দিতে হবে যথাযথ নিয়োগ কিংবা পরামর্শের ভিত্তিতে। চাই সুনির্দিষ্ট পরিবার থেকেই আসুক না কেন। শরিয়াহ আইনে বলতে গেলে প্রায় কোনো কিছুকেই 'ঔরসজাত' মর্যাদা দেওয়া হয়নি, যা নীল থেকে অক্সাস অঞ্চলের সন্নিহিত দুই মূর্তিপূজক অঞ্চল—ইয়োরোপ এবং ভারতে খুবই প্রচলিত ছিল।

ঔরসজাত মর্যাদা সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলে বিয়ের ক্ষেত্রে। ইসলামে এতেও সাম্যবাদী 'কন্ট্রাকচুয়ালিজমের' চুক্তিবাদের প্রকাশ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

AI CAMERA
Shot by narzo 50i

ছড়িয়ে পড়তে সহায়তা করেছে। সুনির্দিষ্ট কোনো রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের সহায়তা বাদেই স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সংহতি রক্ষায় সক্ষম ছিল, একই সাথে নীল ও অক্সাস ভূমিসমূহের দক্ষতা ও কার্যক্ষমতা এবং অপরাপর অঞ্চলসমূহের ধর্মান্তরিতদের বুদ্ধিমত্তা ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে সক্ষম। দশম শতাব্দীতে যখন ইসলামি ভূখণ্ডসমূহের উদরে জন্মানো নতুন সামাজিক ধারার ফলে খিলাফত ভেঙে পড়তে শুরু করে, ঠিক সে সময় মুসলিমরা নিজেদের সর্ববৃহৎ সম্প্রসারণের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। সে সম্প্রসারণ প্রায় গোটা গোলার্ধজুড়ে বিস্তৃত ছিল, প্রকৃত খিলাফতের সীমানার বাইরে সুদূর দিগন্তবিস্তৃত, যা মুসলিম ভূখণ্ডের আয়তন তিন গুণ বাড়িয়েছে।

বৈচিত্র্যময় ও বহুজাতিক উচ্চ সংস্কৃতির ফলে মুসলিমদের সামাজিক নমনীয়তা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। ইরানো-সেমেটিক সংস্কৃতির ঐতিহ্য প্রথমে আরবি, তারপর ফারসিতে স্থানান্তরিত হওয়ার সময় নতুন সৃষ্টিশীলতার আলোকে পুনর্গঠিত ও সমৃদ্ধ হয়, শিল্প ও বিজ্ঞানের সুবৃহৎ সংকলন উপহার দেয়। এটি শুধু ইরানো-সেমেটিক এবং উভয়ের মৌলিক উৎস গ্রিক সংস্কৃতির উপাদানসমূহকে নিয়েই গড়ে ওঠেনি, বরং ইন্ডিক ও চায়নিজ ঐতিহ্যের 'রপ্তানিযোগ্য' উপাদানসমূহকেও আত্মস্থ করেছে। এভাবে মুসলিম জ্যোতির্বিদেরা—যাঁদের জ্ঞানজগৎ শুধু নিজস্ব গ্রিক ও ব্যাবিলনিয়ান ঐতিহ্যের ওপরই নয়, বরং সংস্কৃতের ওপর নির্মিত—দুনিয়াজোড়া জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের শিক্ষকে পরিণত হয়; পশ্চিমে লাতিন থেকে শুরু করে পূর্বে চীন পর্যন্ত—সবার। মুসলিম সুফিরাই সম্ভবত মহাবিশ্বে মানবচেতন অনুসন্ধানে সর্বাধিক বিশ্বজনীন ও সর্বাধিক বৈচিত্র্যময় মানসিকতার স্ফুরণ ঘটিয়েছেন। অনুরূপ পারসিয়ান কাব্য ও বিমূর্ত শিল্পকলাও বিশ্বজোড়া আবেদন তৈরিতে সক্ষম হয়েছিল।

জ্ঞান স্থানান্তরের এই ধারা ধর্মীয় অভিজাত শ্রেণি কিংবা অন্য কোনো বিশেষ অবস্থানধারী গ্রুপে সীমাবদ্ধ ছিল না। কোনো চার্চ বা জাত কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ছিল না এবং এই জ্ঞানের বাহকেরা নিজেদের এমনভাবে সুসংগঠিত করেছিলেন যে সমাজের সর্বস্তরে তাঁদের প্রবেশযোগ্যতা বুদ্ধিবৃত্তিক নৈরাজ্যে পর্যবসিত হয়নি। শরিয়াহ আইনের অভিভাবকেরা সর্বজনীন গ্রহণযোগ্য বুদ্ধিবৃত্তিক ধারা উপস্থাপন করেছেন, যাতে সাধারণ পরিবার থেকে আসা শিক্ষার্থীরাও অংশগ্রহণ করতে পারত, সুনির্দিষ্ট কোনো প্রস্তুতিমূলক পারিবারিক শিক্ষাধারা বাদেই। এগুলো ছিল বাস্তব

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জ্ঞান, নীরস। আবার যত সূক্ষ্ম বা জটিলই হোক না কেন, জ্ঞানগুলো ছিল গুপ্ত এবং গণদৃষ্টির অন্তরালে; যেকোনো ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসা শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত। কিন্তু শুধু তখনই, যখন ওস্তাদ তাকে যোগ্য শাগরেদ বিবেচনা করবেন এবং এই বৈশিষ্ট্য সংস্কৃতির আধুনিকতম অনুসন্ধানে ব্যাঘাত সৃষ্টি করেনি।

ইসলাম, ইসলামসংশ্লিষ্ট সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ধারা শুধু ইরানো-সেমেটিক জনগোষ্ঠীর ভেতরই বহুমাত্রিক ও গতিশীলতা তৈরি করেনি, বরং সরাসরি ও সুনির্দিষ্টভাবে আরও কিছু সমরূপ সংস্কৃতিতে আবেদন সৃষ্টি করেছিল; যেগুলো খোদ তাদের নিজ অবস্থানেই তুলনামূলক দুর্বল হয়ে পড়েছিল। বৌদ্ধধর্ম প্রথম দিকে ইন্ডিক ঐতিহ্যে গণমুখী, সাম্যবাদী এবং কারবারি আবেদন তৈরি করেছিল, যা ইরানো-সেমেটিক একেশ্বরবাদী, অ-অভিজাততান্ত্রিক ঐতিহ্যের সাথে বেশ সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। সিন্ধ, বাঙ্গাল এবং অক্সাস থেকে জাভা অববাহিকা পর্যন্ত অপরাপর স্থানসমূহে ইসলাম মানুষের মাঝে বৌদ্ধধর্মের প্রবণতাগুলো দেখতে পেয়েছে এবং তাদের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক প্রয়োজনগুলো পূর্ণ করতে সক্ষম হয়েছে; সম্ভবত বৌদ্ধ ঐতিহ্যের—যা তখন অধিকতর অভিজাততান্ত্রিক সংস্কৃত দেবদেবী ও সামাজিক রীতিনীতির সাথে আপস করে চলছিল— চেয়েও সুচারুভাবে।

ইসলামের বিস্তৃতি তিন ধরনের অঞ্চলে পৌঁছেছিল, যার অধিকাংশই ঘটেছিল দূরপাল্লার বাণিজ্য রুটগুলো অনুসরণ করে—ভারত মহাসাগরীয় অববাহিকায়, মধ্য ইয়োরেশিয়ায় এবং সাহারা অঞ্চলে। এই রুটগুলোতে কারবারিরা বিশেষ সাংস্কৃতিক প্রভাব রাখত এবং তাদের বেশির ভাগই ছিল মুসলিম। অঞ্চলগুলোতে সবচেয়ে কার্যকর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রমাণিত হয়েছিল পশ্চিম ইয়োরোপিয়ান এবং চীনারা; তবে খুবই সীমিত অঞ্চলে। নগরজীবনের সদ্য সূচনা হয়েছে, এমন ফ্রন্টিয়ার অঞ্চলগুলোতেও ইসলাম সাদরে গৃহীত হয়েছিল। এসব অঞ্চলে তীব্র জাতীয়তাবাদ, গোত্রীয় প্রথা প্রভাবশালী ছিল এবং এমন ধর্মীয় চেতনা দরকার ছিল, যা বিস্তৃত দিগন্ত উন্মোচনে সহায়ক। ফ্রন্টিয়ার অঞ্চলগুলোর বেশির ভাগই ছিল বাণিজ্য রুটগুলোর অভ্যন্তরস্থ ভূখণ্ড বা পশ্চাদ্ভূমি (hinterlands)। যেমন সাব-সাহারান আফ্রিকায়, ভলগা ও ইরতিশ নদীর অববাহিকায়, মালয়েশিয়া দ্বীপপুঞ্জে এবং বাঙ্গাল ও চীনের ইউনানের মতো প্রান্তিক অঞ্চলগুলোতে। অবশেষে ইসলাম অধিকাংশ প্রাচীন সভ্যতার ভূমিগুলোতে রাজনৈতিক ও

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ঘটেছে। ইসলামে বিয়েকে কোনো অমোঘ অলঙ্ঘনীয় বিধান হিসেবে দেখা হয়নি, বরং স্বাভাবিক চুক্তি হিসেবেই দেখা হয়। এ ক্ষেত্রে মুসলিম আইন এবং অক্সিডেন্টাল আইনে ঘোরতর তফাত রয়েছে, যাকে বলা চলে 'ভিন্নমুখী যৌথ নীতি'। আধুনিকতা-পূর্ব সমাজগুলোতে ধনাঢ্য পুরুষেরা একাধিক স্ত্রী রাখত, যাদের মধ্যে একজন থাকত বিশেষ মর্যাদার অধিকারী—প্রধান বেগম। বাকিরা দ্বিতীয় সারির। অক্সিডেন্টালদের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় সারির স্ত্রীরা (মিস্ট্রেস) বাজারি পতিতাদের চেয়ে তেমন ভিন্ন ছিল না। আইনত—যদিও বাস্তব চর্চায় নয়—তাদের এবং তাদের সন্তানদের কোনোরূপ অধিকার লাভ ছিল না। সমস্ত অধিকারের একচ্ছত্র অধিপতি ছিল তালাক-অযোগ্য প্রধান বেগম এবং তার সন্তানসন্ততিরা; বিশেষত বড় সন্তানরা। ইসলামে প্রধান বেগমের ধারণা তিরোহিত করে দেওয়া হয়। তার বিশেষ মর্যাদাও। আইনত কোনো স্ত্রীই আরেক স্ত্রীর অধীন নয়। তারা এবং তাদের সন্তানসন্ততিরা সমান অধিকার ভোগ করত। তাদের সাথে আচরণে শুধু এটুকু তফাত ঘটতে পারবে, যেটুকু বৈবাহিক চুক্তিনামায় শর্তারোপ করা হবে।

এই সাম্যবাদী মনোভাবের ফলে ভূমিভিত্তিক জমিদারির ঔরসজাত গৌরব বলে আর কিছু অবশিষ্ট থাকেনি। বরং জমিদারির মতো সাবেক সরকারি দায়িত্বগুলো সামরিক বাহিনীর দায়িত্বে ছেড়ে দেওয়া হয়, তবে পূর্বেকার মতো কোনো একক কমান্ডারের হাতে নয়। সামগ্রিকভাবে সেনাবাহিনীর হাতে ন্যস্ত। মুসলিমদের মাঝে একটি প্রবাদ প্রচলিত ছিল—'ভূমির মালিক সেনাবাহিনী', 'সেনাবাহিনীর জমিদাররা নয়'। তবে এ ক্ষেত্রেও অনেক বেশি নমনীয়তা ছিল। মোটাদাগে এই দায়িত্ব মুসলিম সম্প্রদায়ের কাঁধেই বর্তেছিল; বিশেষত ব্যবসায়ী শ্রেণির কাঁধে। মূলত প্রথম শতাব্দীর মুসলিমদের মাঝে ব্যবসায়ী শ্রেণির হাত ধরেই শরিয়াহ আইনের উদ্ভব ঘটেছিল। ইসলামি আইনজ্ঞ ওলামারা (ফকিহ) অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী পরিবার থেকে এসেছেন, ক্ষেত্রবিশেষে খোদ নিজেরাই ব্যবসায়ী এবং শরিয়াহ আইনের প্রতি সবচেয়ে বেশি অনুগতও ছিল কারবারিরাই (বরং এমন সময়ও ছিল, যখন শুধু ব্যবসায়ীরাই শরিয়াহ আইন অনুসরণ করেছে, অন্য কেউ নয়)। ফলে সামগ্রিকভাবে মুসলিম ভূখণ্ডে শরিয়াহ আইনের অপ্রতিহত বৈধতা আদতে ব্যবসায়ী শ্রেণির বিজয় ছিল। কৃষি যুগে চূড়ান্ত ক্ষমতা সব সময় নগররাজ্যগুলোর গুটি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তারা আবিষ্কার করে—পশ্চিমা চিকিৎসাশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা এবং বিজ্ঞান ইতিমধ্যেই ইসলামি ভূখণ্ডগুলোর নাগালের বাইরে চলে গেছে। তারা আরও আবিষ্কার করে যে নতুন ধারার এই অগ্রগতি নির্ভর করে একাধিক বিশেষায়িত খাতে—'যন্ত্রাংশ প্রস্তুতকারীরা' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—বৃহৎ মাত্রার বিনিয়োগের ওপর, যা অ-পশ্চিমা সমাজে সহজলভ্য নয়। সাবেক ঐতিহ্যে অগ্রগতি সাধনের চেষ্টা নিষ্ফল এবং নতুন ঐতিহ্য আত্মস্থকরণ অসম্ভব। ফলে বুদ্ধিবৃত্তিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সৃজনশীলতা নিদারুণভাবে খর্ব হয়।

এই বিন্দুতে এসে—ষোলো শতকের শেষাংশে, ইসলামি ভূখণ্ডসমূহে সুদীর্ঘকাল ধরে বিরাজমান ইরানো-সেমেটিক সংস্কৃতির বাস্তবতান্ত্রিক ও ঐতিহাসিক ভিত্তি ধসে পড়ে। বাণিজ্যের ওপর ভিত্তি করে ক্রমবর্ধমান বহুজাতিক হয়ে বিশ্বের সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রয়োজনগুলো এ দিয়ে আর পূরণ হচ্ছিল না। পরিবর্তিত এক বিশ্বের উত্থান ঘটে, যার বহুজাতিকতার ভিত্তি ছিল সম্পূর্ণ নতুন।

তাল মেলানো কিংবা নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে রাখা; অ-পশ্চিমা সমাজগুলো দুইটার কোনোটাই করতে সক্ষম হয়নি। পরিবর্তে বরং অবদমিত ও বিহ্বল হয়েছে। ষোলো শতকে সামগ্রিকভাবে মুসলিম জনগোষ্ঠী ক্ষমতার শীর্ষচূড়ায় ছিল, আঠারো শতকে একদম তলানিতে গিয়ে ঠেকে। ইরানের সাফাভি সাম্রাজ্য এবং ভারতের মোগল সাম্রাজ্য বস্তুত ধসিয়ে দেওয়া হয়। ওসমানি সাম্রাজ্যকে নিদারুণভাবে পঙ্গু করে দেওয়া হয়, যে পঙ্গুত্ব পূর্বের গতিতে অভ্যন্তরীণ উন্নতির মাধ্যমে সারিয়ে তোলা সম্ভব নয়। বরং অক্সিডেন্টের হস্তক্ষেপ কামনা করে, উনিশ শতকের প্রারম্ভে যা গুরুতরভাবে ঘটেছিল, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে। সান্ত্বনার বিষয় হলো—চীনের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতা, সম্পদ ও সংস্কৃতিরও একই পরিণতি ঘটেছিল।

ইসলামি সভ্যতার দুর্ভাগ্য, কোনো বায়োলজিক্যাল বিধি নয় যে সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গই উত্থান-পতনের ভেতর দিয়ে যেতে হবে। কারণ, সভ্যতা অঙ্গ নয়। এ বরং অর্থনৈতিক নীতির সাথে অধিকতর তুলনীয়—একটি সফল সামাজিক প্রতিষ্ঠান সুনির্দিষ্ট কোনো দক্ষতায় অত্যধিক পরিমাণ গুরুত্বারোপ করতে পারে, সুনির্দিষ্ট সুযোগ তৈরি করতে পারে; যা অপর আরেকটি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বয়ে আনা নতুন সুযোগের—হতে পারে প্রথম প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সৃষ্ট দক্ষতা ব্যবহার করেই আনীত—সামনে মুখ থুবড়ে পড়তে পারে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আট

ইসলামি অঞ্চল ও অক্সিডেন্টের সাংস্কৃতিক ধারা

পশ্চিমা পাঠকদের জন্য ইসলামি প্রতিষ্ঠানসমূহের সবচেয়ে ভালো বোঝাপড়ার পদ্ধতি হচ্ছে তৎকালীন অক্সিডেন্টাল প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে এগুলোর তুলনা করা। যাচাই করে দেখা—অক্সিডেন্ট মুসলিমদের থেকে শেখার মতো, গ্রহণ করার মতো কী আছে। এ-জাতীয় তুলনামূলক পর্যালোচনা থেকে উভয় সাংস্কৃতিক সেটের সম্ভাবনা, তাদের ভেতরকার দীর্ঘমেয়াদি নড়াচড়া উপলব্ধি করা সম্ভব, যা আমাদের বুঝতে সহায়তা করবে কেন সুনির্দিষ্ট সন্ধিক্ষণে সুনির্দিষ্ট একটি সম্ভাবনা বিবেচনায় নেওয়া হয়নি। কিন্তু আমাদের গবেষণার এই পর্যায়ে তৎকালীন বাস্তুতন্ত্রের যথাযথ পরিবেশ—যা থেকে বিবেচ্য সাংস্কৃতিক উপাদানগুলো উৎসারিত—নির্ণয় করা দুষ্কর এবং সম্ভবত অধিকতর দুষ্কর হলো সেসব সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহ খুঁজে বের করা, যেগুলো সুনির্দিষ্ট নৃতাত্ত্বিক গ্রুপ, মিসরের মতো তুলনামূলক অখণ্ড জাতিসমূহ কিংবা ইরানিয়ান ভাষাগোত্রের মতো কোনো ভাষাগোত্রের সামগ্রিক সামাজিক কাঠামো প্রভাবিত করেছে। তবে স্কলাররা উপাদানগুলোকে নির্ণয় করার বহু প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। এ-জাতীয় তুলনামূলক পর্যালোচনাগুলো সম্পর্কে এখন আমরা সবচেয়ে ভালো যে কাজটা করতে পারি—বর্তমান ভাসা-ভাসা ও ক্ষেত্রবিশেষে কাল্পনিক পর্যালোচনাগুলোর কোনো বিকল্প প্রস্তাব করা, যা এগুলোর পরিপূরক কিংবা সংশোধক হিসেবে কাজ করবে।

মুসলিমদের মধ্যসময়ের সূচনাকাল, অর্থাৎ বারো ও তেরো শতক অক্সিডেন্টের ভরা মধ্যযুগের সমকালীন এবং এই সময়কাল থেকেই অক্সিডেন্ট ও ইসলামি ভূখণ্ডসমূহের মধ্যকার পর্যালোচনা শুরু করা সম্ভব। কারণ, এর পূর্বে অক্সিডেন্ট সামগ্রিকভাবে এত বেশি পশ্চাৎপদ ছিল যে শুধু ইসলাম নয়, বরং সভ্যতার কোনো প্রাণকেন্দ্রের সাথেই

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বিনিয়োগ বাণিজ্যের মতোই গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক উপাদানে পরিণত হয়। চীন এবং অক্সিডেন্ট—উভয়েই অভূতপূর্বভাবে ইন্দো-মেডিটেরেনিয়ান অঞ্চলসমূহে ঢুকে পড়ে। অক্সিডেন্টের এই কাজের বিশেষ প্রভাব পড়েছিল; কারণ, এগুলো ছিল তুলনামূলক নতুন ভূমি। আলমাফি এবং ফ্লোরেন্সের মাঝামাঝি কোথাও এর সূচনা হয়েছিল। পূর্বে কখনো এমন বিপুল প্রভাব দেখা যায়নি। ফ্র্যাঙ্করা ভূমধ্যসাগরে মুসলিমদের বাণিজ্য ও নৌশক্তি সীমিত করে ফেলেছিল, যখন অন্যত্র তা অত্যন্ত শক্তিশালীভাবে বিস্তৃত হচ্ছিল।

তবে সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর প্রভাব ছিল নগণ্য। কারণ, ষোলো শতকের শেষ ভাগে এসেও মুসলিম জনগোষ্ঠী সামগ্রিকভাবে সম্প্রসারমাণ ছিল। নতুন উদীয়মান ভারসাম্যের কিছু প্রাথমিক প্রভাব অনুমান করতে চেষ্টা করব; যখন ১৫০০ সালের দিকে ইসলামি ভূখণ্ডসমূহে বিকেন্দ্রীকরণ প্রবণতার বিপরীত ঢেউ দেখতে শুরু করি। এ সময় সমৃদ্ধতর কেন্দ্রীভূত আমলাতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটছিল। শুধু দক্ষিণ-পশ্চিম ইয়োরোপ (যেমন গ্রিক-আনাতোলিয়া এবং বলকান অঞ্চলে ওসমানি সালতানাত) এবং উত্তর ভারতে (মোগল সাম্রাজ্য) নয়, বরং ইরানো-সেমেটিক (সাফাভি সাম্রাজ্য, সূচনালগ্ন এবং পরবর্তী সময়ে কিছু সময়ের জন্য ইরাকও যার অন্তর্ভুক্ত ছিল) প্রাণকেন্দ্রসমূহেও। তবে এসব সাম্রাজ্যের শক্তি ও সংহতির অন্যান্য কারণও ছিল। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো গানপাউডার অস্ত্রশস্ত্র, যার জন্য অত্যন্ত ব্যয়বহুল বিশেষ সেনাদল এবং নিরবচ্ছিন্ন প্রযুক্তিগত উন্নয়ন প্রয়োজন। বাহ্যত তেরো শতকে ইসলামি ভূখণ্ড এবং খ্রিষ্টান ভূখণ্ডসমূহে একই সাথে এই অস্ত্রের উন্নয়ন ঘটেছে (কিছু অক্সিডেন্টাল নথিতে অক্সিডেন্টের কিছু জায়গায় মুসলিম বিশ্বের কয়েক দশক পূর্বেই এই অস্ত্র উদ্ভাবনের কতিপয় উদাহরণ পেশ করা হয়েছে, কিন্তু সামগ্রিক উন্নয়নের বিস্তারিত মুসলিমদের রচনাবলিতেই পাওয়া যায়)।[২৬]

কোনো বিচারেই সাম্রাজ্যগুলো পতনের প্রতিনিধিত্ব করে না। বরং এগুলো পূর্ববর্তী কয়েক শতাব্দীর ইতিবাচক সাংস্কৃতিক উন্নয়নসমূহকে

---

২৬ ইসলামি বিশ্বের তুলনামূলক পশ্চাৎপদ মিসরের উন্নয়নের জন্য দেখা যেতে পারে David Ayalon-এর Gunpowder and Firearms in the Matnluk Kingdom

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

বিকেন্দ্রীভূত কাঠামোর আলোকে দেখলে ইসলামের প্রথম যুগের খিলাফতকে মধ্যবর্তী বিরতিকাল বিবেচনা করা যায়; সাসানিদের কৃষিযুগীয় রাজতন্ত্র থেকে অধিকতর বিকেন্দ্রীভূত সামাজিক কাঠামোর পথে যাত্রা, যা এই অঞ্চলের ক্রমবর্ধমান ও সম্প্রসারণশীল শক্তি এবং সৃষ্টিশীলতার অনুকূল ছিল।

অনুরূপ, সাংস্কৃতিক দিক থেকে—ইসলামি শিল্প ও সাহিত্যের পরবর্তী রূপগুলোকে (বিশেষত পারসিয়ান সাহিত্য, যা সে সময় আরবি সাহিত্যের চেয়ে অধিকতর প্রভাবশালী ছিল), অথবা ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচরণগুলোকে অবক্ষয়িত হিসেবে চিহ্নিত করতে দ্বিধান্বিত হওয়া উচিত; শুধু এই যুক্তিতে যে আমরা যেসব প্রয়োজনপূরণকে সমীহের দৃষ্টিতে দেখি, ইসলামি সংস্কৃতি তার চেয়ে ভিন্নতর প্রয়োজন পূরণ করছে। প্রাথমিক যুগের তুলনায় শেষ যুগের সংস্কৃতি কম উদ্ভাবনী হলেও এ সময়ের ইসলামি সংস্কৃতি অধিকতর বাস্তব, পরিণত এবং সম্ভবত মূল্যবানও ছিল—এই তর্ক তোলা যায়।

খিলাফত থেকে যে উৎসারিত মুসলিম সামাজিক কাঠামো কারবারি সমাজের জন্য অসম্ভব রকম উপযোগী ছিল। তবে অন্য সব শক্তিশালী সিস্টেমের মতোই এই সামাজিক কাঠামোরও দুর্বলতা ছিল; যেকোনো প্রতিষ্ঠিত স্থানীয় সংঘ, বিশেষত সরকারের ক্ষমতা শরিয়াহ-অনুগত মুসলিমদের দৃষ্টিতে অবৈধ ছিল। চীন, বাইজেন্টাইন কিংবা এমনকি পশ্চিম ইয়োরোপের তুলনায় মুসলিম সামরিক সরকারগুলো সাধারণত সাময়িক এবং অনিশ্চিত ছিল। এ পরিস্থিতিতে ব্যবসায়ীদের কৃত বিনিয়োগ শুধু তখনই নিরাপদ থাকত, যখন এগুলো ছড়ানো-ছিটানো থাকত এবং স্থানান্তরযোগ্য হতো। কোনো স্থানে স্থায়ী শিল্প খাতে বিনিয়োগ—যার জন্য নিরবচ্ছিন্ন সরকারি নিরাপত্তা অপরিহার্য—তুলনামূলক কম সুবিধাজনক ছিল। কৃষি যুগের শেষ ভাগে সূচিত পরিবর্তনসমূহের কারণে এই দুর্বলতা বেশি করে অনুভূত হতে শুরু করে। যখন আফ্রো-ইয়োরেশিয়ান বাণিজ্যজগৎ বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্যের চূড়ান্ত শিখরে পৌঁছায়, যখন পুরো গোলার্ধে প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান উন্নয়ন ঘটে এবং সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে; সুমেরিয়ান যুগের তুলনায় গোটা অঞ্চলের প্রযুক্তিগত উপাদানে পরিবর্তন আসে। তারপর শিল্প-বিনিয়োগের ভূমিকা পরিবর্তিত হতে শুরু করে। প্রথমে সাং চীনে, তারপর পশ্চিম ইয়োরোপে। সীমিত কিছু অঞ্চল ও ক্ষেত্রে সামাজিক ধারা নির্ধারণে শিল্প-

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সামাজিকভাবে প্রবল হয়ে ওঠে। সংস্কৃত সংস্কৃতির প্রাচীন প্রাণকেন্দ্র উত্তর ভারতে; প্রাচীন হেলেনিক সংস্কৃতির কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলোতে—আনাতোলিয়া এবং বলকান পেনিনসুলায়। অঞ্চলগুলোতে প্রথমে এসেছে বিজয়, তারপর এসেছে মুসলিম কর্মচারীবৃন্দ; যারা বিজয়কে শুধু অপরিবর্তনীয়ই করে তুলেছে। ষোলো শতক নাগাদ অধিকাংশ পূর্বাঞ্চলীয় খ্রিষ্টান, হীনযান বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী নিজেদের কমবেশি মুসলিম ভূখণ্ডসমূহে আবিষ্কার করে, যেখানে মুসলিম মানদণ্ড ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এমনকি স্বাধীন রাজ্যগুলোতেও; যেমন হিন্দু বিজয়নগর কিংবা নরম্যান সিসিলি।

মোটাদাগে সুনির্দিষ্ট কিছু অবদান উল্লেখ করতে গেলে আমরা বলতে পারি, আফ্রো-ইয়োরেশিয়ান অঞ্চলে ইসলামের ভূমিকা ছিল—ইরানো-সেমেটিক সংস্কৃতিতে সাম্যবাদ ও বহুজাতিক প্রবণতার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ, নগর ও সাম্প্রদায়িক জীবনে ব্যবসায়ী শ্রেণিকে প্রধান ভূমিকায় আনয়ন (তবে তাদের প্রধান ভূমিকা দেওয়া হয়েছিল, 'প্রভুর' ভূমিকা নয়), যার ফলে গোলার্ধজুড়ে ইরানো-সেমেটিক ঐতিহ্যের বিস্তার সম্ভব হয়েছিল, এমন একক কাঠামোর অধীনে যা একটি সর্বজনীন আনুগত্যের (শরিয়াহ আইন) বন্ধনে আবদ্ধ। এই সামাজিক কাঠামো পৃথিবীর বৃহত্তর অংশজুড়ে এমন প্রেক্ষাপট তৈরি করেছে, যা গোলার্ধের অপরাপর সমাজগুলোর ওপর প্রভাবশালী ছিল। যে সমাজগুলো ইসলামের বিকল্প প্রদানে সক্ষম ছিল বটে, তবে তা শুধু আফ্রো-ইয়োরেশিয়ান বিস্তৃত ভূখণ্ডের একদম উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে ইসলামি বিশ্বের মধ্যসময়ের ইতিহাসকে—যা ৯৪৫ সালের খিলাফত পতনকাল থেকে ১৫০০ সালে আমলাতান্ত্রিক বৃহৎ সাম্রাজ্যগুলোর উত্থান পর্যন্ত বিস্তৃত—অবক্ষয়িত হিসেবে চিহ্নিত করা দুষ্কর। যদিও এ সময় মুসলিম ভূখণ্ডগুলোর বিকেন্দ্রীকরণ এবং সামরিকীকরণ ঘটেছে। এ সময়ে মুসলিম সমাজসমূহের অসম্ভব সম্প্রসারণ-শক্তি প্রমাণ করে যে রাজনৈতিকভাবেও বিকেন্দ্রীকৃত কাঠামো অস্বাভাবিক রকম সফল ছিল। কারণ, তা ক্রমবর্ধমাণ বহুজাতিক বিশ্বের প্রয়োজনগুলো পূরণ করতে পেরেছিল। এ ছিল সাংস্কৃতিক প্রবণতার কার্যকর উন্নয়ন, যা ইসলাম ও ইসলামি খিলাফতের পুনরুত্থান ঘটিয়েছিল। নীল ও অক্সাসের মধ্যবর্তী অঞ্চলসমূহে ইসলামপূর্ব সাম্প্রদায়িক কাঠামোর উত্থান এবং পরবর্তী

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জনগোষ্ঠীকে অপরাপর সাংস্কৃতিক ব্লকসমূহের চেয়ে উচ্চতর সামাজিক ক্ষমতা প্রদান করেনি। তবে এখানে-সেখানে অক্সিডেন্টালরা কিছু সুবিধা ভোগ করেছে বটে, ইতিপূর্বে যেমন মুসলিমরা করেছিল।

কিন্তু ষোলো শতকের শেষ ও সতেরো শতকের সূচনালগ্নে নানাবিধ, স্বাধীন, বৃহৎ মাত্রার টেকনিক্যালাইজেশনে (অর্থ ও সময়) বিনিয়োগের নতুন ধারা গড়ে ওঠে। শুরুতে বিজ্ঞান ও শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলোতে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু শিগরিরই গোটা অক্সিডেন্টাল সমাজে ছড়িয়ে পড়ে; সমগ্র হিসেবে। প্রতিষ্ঠানসমূহের টেকনিক্যালাইজেশন পূর্বে বিক্ষিপ্ত ছিল, এখন তা স্বচালিত হয়ে উঠেছে এবং স্বাধীন ও বৃহদাকার বিনিয়োগের মাধ্যমে মুনাফা করা সম্ভব, এমন সমস্ত সেক্টরে আকস্মিক তীব্র গতির সামাজিক পরিবর্তন বয়ে আনে। টেকনিক্যালাইজেশন একবার শিকড় গেড়ে বসে যাওয়ার পর তা পশ্চিমের জন্য লভ্য সামাজিক শক্তিতে প্রভূত ও যুগান্তকারী বৃদ্ধি ঘটায় এবং ক্রমাগত অধিকতর দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি ঘটতে শুরু করে।

এই অবস্থার সূচনা ১৫০০ সালে নয়, বরং ১৬০০ সালের দিকে হয়েছে। তা অক্সিডেন্টকে অবশিষ্ট মানবজাতি থেকে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত করে তোলে, যেমন নগরসমাজের উত্থান প্রাক্-সাক্ষরগোত্রীয় জনগোষ্ঠী থেকে নগরবাসীকে আলাদা করেছিল। অক্সিডেন্টে তা কার্যকর হওয়ার সাথে সাথেই, অক্সিডেন্ট যে বৃহত্তর আফ্রো-ইয়োরেশিয়ান নগর অঞ্চলের অবিচ্ছেদ্য অংশ, তার বাণিজ্যিক ও ঐতিহাসিক বৈচিত্র্যকে প্রভাবিত করতে শুরু করে। প্রথম দিকে এই প্রভাবের স্বরূপ ছিল তুলনামূলক ক্ষমতার ভারসাম্য; যতক্ষণ না অপরাপর ব্লকগুলোও অনুরূপ পরিস্থাপনের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে, একই সময়ে, তারা আবশ্যিকভাবেই পশ্চাতে রয়ে যাবে। কারণ, পরিস্থাপিত হওয়ার পূর্বে উদ্ভাবনের কাঙ্ক্ষিত গতি অর্জন করতে পারবে না। তবে তারা চিরকালই পশ্চাতে ছিল না।

পশ্চিমে প্রযুক্তিগতভাবে তৈরি পণ্যের সাথে প্রতিযোগিতা করা স্থানীয় হস্তশিল্পীদের জন্য ক্রমাগত কঠিন হয়ে উঠছিল। এটি স্বভাবতই সেই সমাজের জন্য ক্ষতিকর, যেখানে বাণিজ্যিক স্বার্থ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সাবেক সমাজের বুর্জোয়া শ্রেণিগুলো ধ্বংস হয়েছে সর্বপ্রথম। সাথে ভেঙে পড়েছে সমাজের ভারসাম্যপূর্ণ কাঠামো। বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে আরও সূক্ষ্ম কিন্তু অমোঘ প্রভাব পড়েছিল। আঠারো শতকে এসে যে অল্প কিছু আলোকিত হৃদয়ের ওপর সমাজের মৌলিক উন্নয়ন নির্ভরশীল ছিল,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তুলনা করা সম্ভব না এবং এই সময়টুকু শুধু প্রথমই নয়, বরং এ-জাতীয় তুলনার শ্রেষ্ঠ যুগও বটে। পরবর্তী যুগের যে তুলনা করা হয়, অর্থাৎ ষোলো শতক, তা আধুনিকতার প্রেক্ষাপট বুঝতে বেশ সহায়ক। কিন্তু দুই সংস্কৃতির মধ্যকার তুলনামূলক পর্যালোচনার জন্য উপকারী নয়। কারণ, তত দিনে অক্সিডেন্ট সেসব 'প্রস্ফুটনকালের' একটিতে প্রবেশ করে ফেলেছে, যেগুলো কৃষি যুগে ছিল বিরল। ওদিকে ইসলামি ভূখণ্ডসমূহ তখনো স্বাভাবিক কৃষি যুগের জীবনই যাপন করছিল। ১৬০০ সালের পর অক্সিডেন্টে কৃষি যুগের সমস্ত পূর্বশর্ত পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। ফলে এই সময়কালের উপাদানগুলোকে অন্য কোনো সংস্কৃতির সাথে সরাসরি তুলনা করা সম্ভব নয়; কারণ, অন্য কোথাও উপাদানগুলো উপস্থিতই ছিল না।

তেরো শতকের পৃথিবীতে অক্সিডেন্ট এবং ইসলামি অঞ্চলসমূহ

রোমান ও সাসানি যুগের শেষ লগ্নে কনফেশন প্রথার উদ্ভবের পর থেকে আফ্রো-ইয়োরেশিয়ান ওইকিউমেনে সামাজিক জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতিগুলো পরিবর্তন হয়নি। প্রায় সর্বত্রই সভ্য সংস্কৃতির প্রধান বাহন ছিল শহুরে সুবিধাভোগী শ্রেণি, যাদের জীবন ধারণের প্রধান উৎস ছিল প্রান্তিক অঞ্চলে খেটে চলা নিরক্ষর চাষাভুষা শ্রেণির শ্রম। সর্বত্রই সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নয়ন গৌণ ছিল। বরং প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধান দায়িত্ব ছিল প্রাপ্ত ও ইতিমধ্যেই অর্জিত বিষয়গুলোর সংরক্ষণ, নতুন কিছুর উদ্ভাবন বা উন্নয়ন নয়। শুধু শিল্প ও হস্তশিল্পই নয়, বরং জীবনভিত্তিক ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানসমূহও প্রধানত অতি ক্ষুদ্র একটা অংশে সীমাবদ্ধ ছিল, যা ব্যক্তিগত আগ্রহ ও শিষ্যত্ববরণের মাধ্যমে চর্চিত হতো। এভাবেই প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে পৌঁছাত সীমিত কিছু ধ্রুপদী রচনার ভেতর দিয়ে। নগরজীবনের সূচনার পূর্বে এগুলো চর্চিত হতো গোত্রীয় পুরুষানুক্রমিক জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে, আর অ্যাক্সিয়াল যুগ উদ্ভবের পূর্বেকার নগররাজ্যগুলোতে চর্চা হতো বিশেষ ধর্মযাজক শ্রেণির ভেতর। এসব

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ক্ষেত্রের যেকোনোটিতে গৃহীত উদ্যোগ কৃষি স্তর সমাজের পারিপার্শ্বিকতাগুলো কাটিয়ে উঠতে পারত না।

এই সীমাবদ্ধতার আগল ভেঙে তেরো শতকে গুরুতর কিছু পরিবর্তন ঘটে, পূর্বে যেগুলো ছিল অতি নগণ্য, যেগুলোই বৃহদাকার ধারণ করে। পরিবর্তনগুলোতে মৌলিক ভূমিকা পালন করেছে মুসলিমরা। অধিকাংশই ছিল ইসলামের শক্তির সরাসরি প্রভাব, যা শুধু নীল নদ থেকে অক্সাস অববাহিকায় নয়, বরং বৃহত্তর ইন্দো-মেডিটেরেনিয়ান অঞ্চলজুড়ে গুরুতর প্রভাব ফেলে। অনেক পরিবর্তনই ছিল দীর্ঘকালের ক্রমসঞ্চিত প্রক্রিয়ার ফলাফল, ইসলাম ও ইসলামি সংস্কৃতি যার একটি অংশমাত্র। কিন্তু মুসলিমদের উপস্থিতিই অধিকাংশ ক্ষেত্রে নীতিনির্ধারণী ভূমিকা পালন করেছে। সবচেয়ে বড় পরিবর্তন এসেছিল ওইকিউমেনে নগরজীবনে। পূর্বেকার হাজার হাজার বছরের তুলনায় ১৩০০ সালে এসে সভ্য অঞ্চলগুলোর মিথস্ক্রিয়া সবদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সুদানিক ভূমি, উত্তর ইয়োরোপ, চীনের দক্ষিণের ভূখণ্ড এবং মালয়েশিয়া—সর্বত্র শহর গড়ে ওঠে এবং নগরগুলো শুধু দূরপাল্লার বাণিজ্যের স্টেশন হিসেবেই ব্যবহৃত হতো না, বরং বাণিজ্যে নিজস্ব প্রোডাক্টও সংযুক্ত করেছিল; ক্ষেত্রবিশেষে নিজস্ব আদর্শ ও মতাদর্শও। স্তেপ অঞ্চলের প্রাণকেন্দ্রে মোঙ্গলরা বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হচ্ছিল এবং চায়নিজ ব্যবসায়ী ও রাজকুমারদের ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। পরবর্তী কয়েক শতাব্দী তারা এতে নিমজ্জিত ছিল। ভারত মহাসাগরীয় অববাহিকায় বাণিজ্য উত্তরাঞ্চলীয় গুটি কতক বাজারেই বাণিজ্য সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং সমস্ত উপকূলীয় অঞ্চলেই সক্রিয় হয়ে ওঠে।

একই সহস্রাব্দে আফ্রো-ইয়োরেশিয়ান সভ্যতা অঞ্চলজুড়ে মানবজাতির প্রযুক্তিগত দক্ষতা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। প্রথমে 'গ্রিক ফায়ার' উদ্ভাবিত হয়, তারপর গানপাউডার। সব সাগরে কম্পাসের ব্যবহার শুরু হয়। চীন থেকে সমস্ত অঞ্চলে কাগজ ছড়িয়ে পড়ে। দূরপ্রাচ্যে প্রিন্টিং ব্যবহৃত হতে শুরু করে। অন্যান্য জায়গায় এর অন্তত কিছু কিছু উপাদান পরিচিত হয়ে ওঠে। বাস্তব ও শিল্পচর্চায় আরও অসংখ্য ছোট ছোট উদ্ভাবন ঘটে; চাষাবাদ, পশুপালন, বিমূর্ত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান; কিছু ছিল স্থানীয় ব্যবহারোপযোগী, আর কিছু সর্বজনীন। সবচেয়ে দর্শনীয় উদ্ভাবনগুলো ঘটেছে চীনে, কিন্তু অপরাপর অঞ্চলগুলোও কিছু না কিছু কৃতিত্বের স্রষ্টা এবং সবগুলোর সমন্বয়ে, চাই স্থানীয় ব্যবহারের জন্য

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

গ্রহণ করে সেগুলোকে সামনে এগিয়ে নিয়েছে। এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য শাহ আব্বাস দ্য গ্রেটের ইসফাহান এবং সম্রাট আকবরের আগ্রা। আকবরের জীবনসায়াহ্নে পশ্চিমে দ্য গ্রেট ট্রান্সফরমেশন বা মহাপরিস্থাপন শুরু হয়ে গিয়েছিল। এতৎসত্ত্বেও আকবরের গৌরবান্বিত সাম্রাজ্য পশ্চিমা পর্যটকদের বিমোহিত করে ফেলেছিল; এর সমৃদ্ধি ও শহুরেপনায় বিমুগ্ধ হয়েছিল। তবে এই গৌরবের কৃতিত্ব আকবরের খামখেয়ালিপনা আর উদ্ভট চিন্তাচেতনার নয়, বরং পূর্বসূরিদের যেসব মহৎ মতাদর্শের ওপর ভিত্তি করে সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল এবং উত্তরসূরিরা যেগুলোর সুনিবিড় পরিচর্যা করেছিল—সেগুলোর। যেমন সুলহে কুল বা 'সবার-কল্যাণ' মতাদর্শ, যা বিগত দুইশত বছর ধরে মুসলিমদের মাঝে চর্চিত হয়ে আসছিল। তবে ইতিপূর্বে কেউ ফয়জি ও আবুল ফজলের মতো এত বিশদ ব্যাখ্যা দেয়নি। অক্সিডেন্টে শিল্প সমাজের যত বৃদ্ধি ঘটছিল, তত বেশি অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন ঘটছিল এবং আঠারো শতকের শেষ নাগাদ আফ্রো-ইয়োরেশিয়ান ঐতিহাসিক জীবনের প্রায় সমস্ত প্রাচীন ভিত্তিই ধ্বংস হয়ে যায়। তখন পর্যন্ত পুরো গোলার্ধজুড়ে আফ্রো-ইয়োরেশিয়ান নগরভূমিগুলোতে সামাজিক শক্তির সুষম ও সমান বৃদ্ধি ঘটছিল। ষোলো শতক নাগাদ স্পেনিয়ার্ড, ওসমানীয় এবং চায়নিজ—সবারই প্রযুক্তিগত উপাদান এবং সামাজিক গঠন প্রাচীন সুমেরিয়ান কিংবা এজটেকদের থেকে পুরোপুরি ভিন্ন হয়ে যায়। কৃষি যুগে উন্নয়ন সব সময়ই অসম ছিল। কিন্তু যেকোনো সাংস্কৃতিক ব্লক চার কিংবা পাঁচ শতাব্দীর ভেতর শক্তিসাম্য অর্জন করে ফেলতে পারত, ফলে মোটাদাগে শক্তির ভারসাম্য বজায় থাকত। কিন্তু সতেরো ও আঠারো শতকে একটি সাংস্কৃতিক ব্লকে—পশ্চিম ইয়োরোপে—পরিবর্তনের গতি ভীষণ তীব্র হয়ে যায়। সতেরো ও আঠারো শতকে খ্রিষ্টান ইয়োরোপে যা ঘটছিল, তা এখানে সূচিত পূর্বেকার বর্ধিত শিল্পবিনিয়োগের ফল এবং আরও পূর্বেকার রেনেসাঁ ও রিফরমেশন যুগের প্রস্ফুটনের ফলাফল। তবে সে সময়ের প্রস্ফুটন কৃষিভিত্তিক সমাজের সীমাবদ্ধতাগুলো কাটিয়ে উঠতে পারেনি, যা অ্যাক্সিয়াল যুগ থেকে বিদ্যমান। বরং বলা চলে সুমারদের সময় থেকেই। রেনেসাঁর প্রস্ফুটন পূর্বেকার প্রস্ফুটনগুলোর—যেমন অ্যাক্সিয়াল যুগে, গুপ্ত যুগে ভারতে, খিলাফতকালে মুসলিম ভূখণ্ডে এবং ট্যাং-সাং চীনের—চেয়ে কোনো দিক থেকেই অধিকতর উদ্ভাবনী ক্ষমতাসম্পন্ন ছিল না। ফলে রেনেসাঁ যুগের প্রস্ফুটন অক্সিডেন্টের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হোক বা সর্বজনীন, ওইকিউমেনের সর্বত্র মানবসম্পদের সহজলভ্যতা বৃদ্ধি পায়। নতুন আবিষ্কারগুলো সভ্যতা অঞ্চলের মিথস্ক্রিয়া বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এবং এই প্রবৃদ্ধি বিনিময়ে আবার নতুন উদ্ভাবনের সম্ভাবনা তৈরি করেছে, রসদ জুগিয়েছে। পূর্বেকার সমস্ত সহস্রাব্দে যেমন ক্রমসঞ্চয় ঘটেছে, অনুরূপ এই সহস্রাব্দেও ইতিহাসের গতি দ্রুততর হয়ে ওঠে। তবে তা মানবজাতির 'প্রগতি' ছিল কি না, তা ভিন্ন তর্ক। এ ক্ষেত্রেও ইসলামি ভূখণ্ড অপরাপর সমাজের মতো সামগ্রিক উন্নয়নের ভেতর দিয়ে গেছে।

পূর্ববর্তী সহস্রাব্দে তৃতীয় আরেকটি ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটেছে, যা ভৌগোলিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ের তুলনায় কম অনুভবযোগ্য। তা হচ্ছে—ধর্মীয় ও দার্শনিক জীবনের গভীরতর এবং ব্যাপকতর অভিজ্ঞতা। শুধু নীল আর অক্সাস অববাহিকায়ই নয়, বরং প্রায় সমস্ত নগর অঞ্চলে ধ্রুপদী অ্যাক্সিয়াল যুগের সৃষ্টিগুলো সংশ্লেষিত হয়। এর শতসহস্র সম্ভাব্য প্রয়োগক্ষেত্র উদ্ভাবিত হয়। তখন পর্যন্ত ইরানো-সেমেটিক জীবনঘনিষ্ঠ যেসব ঐতিহ্যধারা গড়ে উঠেছিল, গাজালি-আরাবির কর্মে সেগুলোর মাঝে সমন্বয়সাধন অপরাপর অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বদের কর্মের অনুরূপ ছিল; যেমন ভারতের শঙ্কর ও রামানুজ, চীনের চু সি, ইয়োরোপে মাইকেল সেলুস এবং থমাস একুইনাস। এঁদের সবাই প্রায় সমসাময়িক। অতীন্দ্রিয় জীবনের বহুবিধ দিকগুলোতে একই রকম ব্যক্তিগত উপলব্ধির ধারা, এসব অতীন্দ্রিয় ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং বৃহত্তর ওইকিউমেনে অঞ্চলে সৃষ্ট পরিপক্কতা—কোনোটিই অন্যান্য বুদ্ধিবৃত্তিক ধারার চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না।

ব্যাপকতর এবং বৈচিত্র্যময় এই জগতের চাবিকাঠি ছিল ইসলামি ভূখণ্ডসমূহের হাতে, ইতিমধ্যেই প্রভাবশালী অবস্থান দখল করে নেওয়া মুসলিম বিশ্ব ক্রমান্বয়ে কেন্দ্রীয় চরিত্রে আবির্ভূত হয়। তবে প্রাধান্যের প্রকৃতি বুঝতে ভুল হয়েছে। কিছু আধুনিক পশ্চিমা লেখকের উদ্ভট চিন্তা হলো—ষোলো শতকের পূর্বে ইসলামি বিশ্বসহ অপরাপর সমাজগুলো ছিল 'বিচ্ছিন্ন', এগুলো ইতিহাসের 'মূলধারা'য় এসেছে ভারত মহাসাগরে পর্তুগিজদের অভিযানের মতো অন্যান্য ঘটনার মাধ্যমে, যা খুবই হাস্যকর। কারণ, যদি তখন 'মূলধারা' বলে কিছু থেকে থাকে, পর্তুজিগরা এতে প্রবেশ করছিল, মুসলিমরা নয়; কারণ, মুসলিমরা ইতিমধ্যেই সেখানে ছিল। পশ্চিমা লেখকদের ভেতর বিপরীত চিন্তা থাকলেও তা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মানবীয় রীতিনীতি বিশ্বজনীন ইনসাফের জন্য নিবেদিত। আল্লাহর বাণীর মাধ্যমে মানবজাতিকে তাদের অতিশয় অজ্ঞতা থেকে (জাহিলিয়াত) মুক্তি দেওয়া হয়েছে, গোটা সৃষ্টিজগতে আল্লাহর প্রতিনিধি (খলিফা) হিসেবে কার্য পরিচালনার উদ্দেশ্যে। জিহাদ—সামাজিক ইনসাফ নিশ্চিত করার সংগ্রাম— হচ্ছে প্রকৃত জীবনের সোপান। খ্রিষ্টানদের চোখে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মীয় কাজ হচ্ছে ঐশ্বরিক ক্ষমা গ্রহণ করে নেওয়া অভ্যন্তরীণ পুনর্জন্মের মাধ্যমে। মুসলিমদের চোখে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মীয় কাজ হচ্ছে নবুয়াতি লক্ষ্য-উদ্দেশ্য গ্রহণ করে নেওয়া, যার সারমর্ম হচ্ছে অভ্যন্তরীণ মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু পুনর্নির্ণয় করা। খ্রিষ্টানরা 'পরিত্রাতা' সাহচর্যের ভেতর দিয়ে তাদের সামাজিক বন্ধন তৈরি করে, যে সমাজ বিশেষ পরম মুক্তির বন্ধনে আবদ্ধ, যেখানে চার্চ পৃথিবীতে অবস্থিত, জগতের মুক্তি নিশ্চিত করার জন্য, কিন্তু ইহজগতের অংশ নয়। এখানে কাউকে কাউকে ঈশ্বরের ভালোবাসা বিলির ঠিকা দেওয়া হয়েছে, অবশিষ্ট মানবজাতির ওপর খ্রিষ্টের আত্মোৎসর্গ পুনঃপুন বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে মুসলিমরা একটি সামগ্রিক সমাজে নিজেদের অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি করে নেয়, যা গোটা মানবজগৎকে ধারণ করে। উম্মাহ গড়ে উঠেছে নবুয়াতি স্বপ্ন ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের ওপর ভিত্তি করে, যা প্রতিদিনকার সালাতের ভেতর দিয়ে সৃষ্ট ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ এবং প্রতিবছর মক্কাপানে সমস্ত মুসলিমের হজব্রত পালনের ভেতর দিয়ে পরিস্ফুট।

জীবনের এই ভিন্নমুখী ব্যাখ্যা মানবচেতনের ঠিক কোন অংশটাকে সরাসরি গুরুত্ববহ করে তুলেছে, তা নির্ণয় করা দুষ্কর। প্রতিটি দৃষ্টিভঙ্গি নিজস্ব উপলব্ধিজগৎ সক্রিয় করেছে। খ্রিষ্টান লেখকেরা শয়তানের ধারণার উপস্থিতির ফলে ক্লেশ ও মৃত্যুর ভেতর স্তরে স্তরে নতুন নতুন উপলব্ধি আবিষ্কার করেছেন। এটি খুবই উদ্ভট বিষয় যে খ্রিষ্টানরা ক্লেশের যৌক্তিক সমাধান দিতে পারেনি। তাদের স্বতঃসিদ্ধ ফর্মুলায়ও এর কোনো সমাধান নেই। পরম আনন্দ পরিণত খ্রিষ্টানের নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত হয়। পক্ষান্তরে মুসলিম লেখকেরা সৃষ্টিকুলের (মাখলুক) অর্থবহতার দৃষ্টিভঙ্গি লালনের ফলে ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে কথা বলেছেন, যার রয়েছে অসংখ্য দায়দায়িত্ব—পিতা হিসেবে, বিচারক হিসেবে, কিংবা বৃহৎ সমাজের অভিভাবক হিসেবে। পরিণত মুসলিমের নিদর্শন সর্বদা তার মানবীয় মহত্ত্বেই অন্বেষিত হয়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অন্যান্য অতি-জাতীয়তাবাদী সীমিত ব্যবস্থাগুলোকে 'সরল' বলা চলে), বরং সম্ভাবনাময় ও সামগ্রিক অল্প কিছু ধারণার মাধ্যমে বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতার একক-মননশীল সুসংহত প্রকাশ; অপ্রাসঙ্গিক ও পুনরাবৃত্ত সবকিছু বাতিল করে দিয়ে; যেগুলো দৃষ্টিভঙ্গির সাধারণীকৃত ব্যবহারের পূর্বকাল থেকেই ঝুলে আছে। ইসলামের এই আপেক্ষিক শহুরেপনাকে আপেক্ষিক 'বন্ধনহীনতা' দিয়েও ব্যাখ্যা করা সম্ভব, যেখানে কোনো সুনির্দিষ্ট স্থানীয় সমাজ এবং প্রকৃতির সাথে স্থানীয় সমাজের মেলবন্ধন থেকে মুক্ত। ইসলামের মার্কেন্টাইল প্রবণতায়ও এটি লক্ষণীয়, যা ইসলামি সমাজের বহুজাতিকতা বৃদ্ধি করেছে, বিনিময়ে সেটা আবার মার্কেন্টাইল প্রবণতাকে শক্তি জুগিয়েছে। তবে ইসলামের গঠনে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক শক্তি জোগানোর পাশাপাশি এটি কিছু অসুবিধাও বয়ে এনেছে বৈকি। উচ্চ স্তরের কৃষিভিত্তিক সামাজিক উন্নয়নের সাথে সুবিধা-অসুবিধা, শক্তি ও দুর্বলতার চমৎকার ভারসাম্য বজায় ছিল।

প্রারম্ভিক সময়ে ইসলামের প্রোজ্জ্বল আড়ম্বরহীনতা (simplicity) এর সামগ্রিক শহুরেপনার প্রকাশ। এই ঐতিহ্যের কোনো একটি বৈশিষ্ট্যে যা সুপ্ত নয়, বরং গোটা কাঠামোজুড়ে বিস্তৃত; অর্থাৎ বহু ঐতিহ্যের উপ-ঐতিহ্যগুলোর—যেগুলোর সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে ইসলামের 'সমগ্র'—আন্তসংযোগস্থলের বৈশিষ্ট্য। যদি কোনো ঐতিহ্যে কোনো একটি বৈশিষ্ট্যের দেখা মেলে, তবে অবশ্যই অন্য কোনো ঐতিহ্যে এর অস্তিত্ব পাওয়া যাবে; মূলধারায় না হোক, অন্তত দীর্ঘমেয়াদি কোনো উপধারায় হলেও। বিশেষত যেখানে সেই ঐতিহ্য বৃহৎ জনসংখ্যার ভেতর গিয়ে সমৃদ্ধতর হয়ে উঠেছে। এর ফলে সামাজিক চেতন, অন্তর্মুখী উন্নয়ন, নৈতিক আড়ম্বরহীনতা, দীপ্তিমান ধর্মীয় বিশ্বাস, ঐশ্বরিকতা এবং সার্বজনীনতার যুগপৎ সহাবস্থান সম্ভব। নানামুখী অভিজ্ঞতার ভেতর থেকে কোনটাকে প্রাধান্য দেওয়া হবে, কোনটাকে অধিকতর সম্মানজনক স্বীকৃতি দেওয়া হবে, সমাজের নিরপেক্ষ অংশ কোনটাকে বাছাই করবে এবং কোন রূপটা সহ্য করা হবে—তার ভিত্তিতে ঐতিহ্যসমূহের মাঝে পার্থক্য সূচিত হয়। নানামুখী ঐতিহ্যের আন্তসম্পর্ক এবং বৈচিত্র্যময় উপাদানসমূহকে অনুবর্তীকরণের মাধ্যমেই ধর্মীয় ঐতিহ্যের স্বতন্ত্র কাঠামো গড়ে ওঠে, যা একে আলাদা অস্তিত্ব দান করে। যদিও এই আন্তসম্পর্ক ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে পরিবর্তিত হবে; আন্তসংলাপ নিত্যনতুন উপলব্ধি এবং সূচিত উন্নয়নের ফলে; কিন্তু প্রাথমিক মৌলিক প্রতিশ্রুতিগুলো

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

[illegible] (গ্রিক) থেকে অনূদিত, পরবর্তী সময়ে আরবিও অন্তর্ভুক্ত হয়। পূর্ণ মধ্যযুগে অক্সিডেন্টের সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক জীবনে ব্যাপক স্ফুরণ ঘটে, যা মধ্যসময়ের প্রাক্কালে ইসলামি অঞ্চলসমূহের স্ফুরণের সাথে তুলনীয়। তবে এটা অধিকতর বিস্ময়কর। কারণ, অক্সিডেন্টের সাংস্কৃতিক উন্নয়নের যাত্রা শুরু হয়েছিল অনেক কাঁচা স্তর থেকে। ওইকিউমেনে ইতিহাসে প্রথমবারের মতো নতুন কোনো বৃহদাঞ্চল, যা সংস্কৃতির প্রাচীন কেন্দ্রগুলোর নিছক সম্প্রসারণ নয়, বরং সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন সাংস্কৃতিক পূর্ণতা ও বৈচিত্র্যে ওইকিউমেনের সমকক্ষ হয়ে উঠেছে।

এতৎসত্ত্বেও অক্সিডেন্টাল সংস্কৃতি ইসলামি সংস্কৃতির তুলনায় ভৌগোলিকভাবে অনেক সীমিত ছিল। ক্রুসেডে চূড়ান্ত পরাজয়ের পর যদিও প্রায়শই বণিক ও মিশনারি কাফেলা সুবিস্তৃত অঞ্চল পাড়ি দিত, বিশেষত মোঙ্গল যুগে, অক্সিডেন্টের সংস্কৃতি নিজস্ব ক্ষুদ্র উপদ্বীপেই সীমাবদ্ধ ছিল। থমাস একুইনাস স্পেন থেকে হাঙ্গেরি এবং সিসিলি থেকে নরওয়ের ভেতরেই পঠিত হতো। পক্ষান্তরে ইবনুর আরাবি পঠিত হতো স্পেন থেকে সুমাত্রা এবং সাহেলি উপকূল থেকে নিয়ে ভলগাতীরবর্তী কাজান তক। ফলে ষোলো শতকের শেষাংশে এসেও ১৩০০ সালে সূচিত ইসলামি ভূখণ্ডের বৃহৎ বিস্তৃতি বাহ্যত প্রাধান্য ধরে রেখেছিল। বাকি সবগুলো সাংস্কৃতিক প্রাণকেন্দ্রের বিপরীতে শুধু ইসলামি প্রাণকেন্দ্রেরই অপরাপর ওইকিউমেনে অঞ্চলসমূহের সাথে সক্রিয় এবং কার্যকর যোগাযোগ ছিল। শুধু পার্শ্ববর্তী প্রধান কেন্দ্রগুলোতে নয়, বরং সুদূর প্রান্তিক অঞ্চলসমূহেও ইসলাম রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠছিল, এমনকি সাংস্কৃতিকভাবেও। শিল্পক্ষেত্রে চীনের চেয়ে স্বল্পোন্নত হলেও সমগ্র ওইকিউমেনের রাজনৈতিক জীবন এবং সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করার ক্ষমতা ইসলামি অঞ্চলেরই ছিল। নিছক কেন্দ্রীয় অবস্থানবলে নয়, বরং কেন্দ্রীয় অবস্থানের সুযোগের সদ্ব্যবহার করার মতো সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক গতিশীলতাই ইসলামি অঞ্চলের প্রাধান্যের মূল রহস্য। ওইকিউমেনের কৃষি স্তর সমাজে ইসলামি সংস্কৃতি সর্বোচ্চ গৃহীত ছিল; সর্বাধিক প্রভাবশালী এবং কর্তৃত্বপূর্ণ ভূমিকায় ছিল এবং এই ভূমিকা বজায় ছিল, বরং ক্রমবর্ধমান ছিল, যত দিন না গোটা ওইকিউমেনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট পুরোপুরি পরিবর্তিত হয়ে যায়—অক্সিডেন্টের উত্থানে।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সমশক্তিসম্পন্ন সাংস্কৃতিক প্রাণকেন্দ্র সহাবস্থান করত, তা পরিবর্তন হয়ে গেছে। এখন তিনটি সর্বাধিক সক্রিয় সংস্কৃতির মধ্যে ত্রিমুখী সংঘাতের সূচনা হচ্ছে; গোটা ভারত-ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলজুড়ে ইসলামি অঞ্চল, সদ্যোত্থিত দূরপ্রাচ্য এবং হেলেনিক ঐতিহ্যের নতুন অক্সিডেন্টাল ভার্সন। সংঘাত কদাচিৎ প্রত্যক্ষ হয়ে উঠত। অক্সিডেন্টে বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টা চলছিল বহিরাগতদের বিরুদ্ধে একক রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে কাজ করার (যেমন ক্রুসেডে)। চায়নিজ সাম্রাজ্যকে প্রতিহত করছিল জাপানি এবং আনামিরা। মাঝখানের সুবিস্তৃত অংশে মুসলিমরা আত্মিক ঐক্য সত্ত্বেও অধিকতর অসংহতভাবে কাজ করছিল। এই তিন সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের পরোক্ষ সংঘাতের পাশাপাশি প্রত্যক্ষ সংঘাতও ছিল। মঙ্গোলিয়ার রাজধানী কারাকোরামে তিনো ব্লকের প্রতিনিধিরাই উপস্থিত হচ্ছিল আর একে অপরের বিরুদ্ধে ঘোঁট পাকাচ্ছিল। কিছু সময়ের জন্য মনে হয়েছিল তিব্বতিয়ান এবং রাশিয়ানরা আরেকটি স্বাধীন—তবে দ্বিতীয় মাত্রার—সামাজিক শক্তি ও সাংস্কৃতিক প্রভাববলয় গড়ে তুলছিল। শিগগিরই প্রমাণিত হয় এটি ছিল ক্ষণস্থায়ী এবং ক্ষেত্রও সীমিত। প্রারম্ভিককালে অক্সিডেন্টের সাংস্কৃতিক কাঠামো নিঃসন্দেহে তিনটির মধ্যে সবচেয়ে দুর্বল ছিল। তবে ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং ষোলো শতক নাগাদ বাকি দুটির সাথে পূর্ণ সমতা নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়।

১৩০০ সাল নাগাদ অক্সিডেন্ট বাজির ঘোড়ায় পরিণত হয়—যদি এটি না থাকে, তবে রেসই হবে না, কিংবা অন্তত জমজমাট হবে না। বিশ্ব কর্তৃত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে এ-জাতীয় রেস সুপরিকল্পিতভাবে আয়োজিত হয়নি, এমনকি ধর্মীয় কর্তৃত্বও নয়। এটিও সুস্পষ্ট নয় যে বিশ্ব কর্তৃত্ব আমাদের উল্লিখিত সাংস্কৃতিক সংঘাতের অনিবার্য ফলাফল, কিংবা অনাকাঙ্ক্ষিত ফলাফল; নাকি সতেরো-আঠারো শতকের পরিবর্তনের পূর্ব থেকে সক্রিয় কোনো ঐতিহাসিক শক্তির প্রভাব। অক্সিডেন্ট গঠিত ইয়োরোপ উপদ্বীপের পশ্চিমাংশ নিয়ে, লাতিনভাষী ভূখণ্ডগুলোও এর অন্তর্ভুক্ত। অক্সিডেন্টের ভূমি অত্যন্ত সীমিত এবং প্রত্যন্ত; ফলে অপরাপর সংস্কৃতির সাথে এর যোগাযোগও ছিল অতি ক্ষীণ। সবচেয়ে শক্তিশালী সংযোগ ছিল সাবেক 'গুরু' পূর্বাঞ্চলীয় খ্রিষ্টবাদ এবং মুসলিমদের সাথে। তবে এর ক্ষুদ্র পরিসরের ভেতর বেশ ভালো কাজ করছিল। নগরজীবনের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এর অধিকাংশ ভূমি ছিল সদ্যোন্মুক্ত প্রান্তভূমি। বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের অধিকাংশই ছিল সংগৃহীত কিংবা গ্রিক

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ভাবধারা গড়ে উঠেছে। তন্মধ্যে যেগুলোতে কোরআনুল কারিম মৌলিক গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত, সবগুলোর একটি কেন্দ্রীয় প্রবণতা বা চরিত্র রয়েছে—*প্রাকৃতিক জগতের সুশৃঙ্খলায়নে ব্যক্তিগত নৈতিক দায়বদ্ধতা।*

চরিত্রগুলোর বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে বিপরীতমুখী সৃষ্টিতত্ত্বে। খ্রিষ্টানরা পৃথিবীকে দেখে থাকে দূষিত স্থান হিসেবে, যা সর্বপ্রথম আদম (আ.) কর্তৃক দূষিত হয়েছে। ফলে দয়াময় ঈশ্বর কর্তৃক ক্ষমাপ্রাপ্তির চেষ্টা করতে হবে, যিনি অক্লান্তভাবে স্বীয় 'সন্তানদের' ক্ষমা করে থাকেন—যখনই তারা তাঁর অনুকম্পা প্রার্থনা করে। দূষণ থেকে মুক্তির জন্য তাদের সর্বোচ্চ যা করতে হবে—তাঁর ভালোবাসার ডাকে সাড়া দিতে হবে। পক্ষান্তরে মুসলিমরা পৃথিবীকে দেখে থাকে আদমের প্রতিনিধিত্বের (খিলাফত) যথার্থ স্থানরূপে। আদম (আ.) ভুলের শিকার হওয়ার সাথে সাথে হেদায়েত বা দিকনির্দেশনার জন্য আল্লাহর মুখাপেক্ষী হয়েছেন এবং হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়েছেন। ফলে তাঁর উত্তরসূরিদের দৃষ্টিতে তিনি ভিলেনের পরিবর্তে প্রকৃত আদর্শরূপে উপস্থিত। অতঃপর আল্লাহ নবিদের মাধ্যমে সামগ্রিক জীবনবিধান হিসেবে দিকনির্দেশনা প্রদান বহাল রাখেন। এই ধারার সর্বশেষ, সুস্পষ্ট ও চূড়ান্ত দিকনির্দেশনা হলো কোরআনুল কারিম। যদি মানুষ কোরআনুল কারিমকে স্বীয় জীবনের পথপ্রদর্শকরূপে গ্রহণ করে নেয়, তবে এটি তাদের আল্লাহ ও আল্লাহ প্রদত্ত হিদায়াতের আলোয় আলোকিত করবে, তাদের সঠিক পথে জীবন পরিচালনা এবং ইনসাফের সাথে বিশ্ব পরিচালনায় সক্ষম করে তুলবে। খ্রিষ্টানদের জন্য ইতিহাসের প্রধান ঘটনা হচ্ছে খ্রিষ্টের ক্রুশবিদ্ধ হওয়া এবং পুনরুত্থান, যা তাঁকে ঈশ্বরের ভালোভাসায় সিক্ত করেছে এবং অন্যদের প্রতিও অনুরূপ ভালোবসা প্রদর্শনে তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছে। বিপরীতে মুসলিমদের জন্য ইতিহাসের সবচেয়ে প্রধান ঘটনা হচ্ছে কোরআনুল কারিমের প্রত্যাদেশ এবং প্রচার, যা আল্লাহর মহত্ত্ব ও শর্তাবলি বিবৃত করেছে, তাদের জন্য যারা নিজেদের আল্লাহর শর্তাবলির অনুগত করে দেয় এবং কোরআনের নীতিমালাসমূহের আনুগত্য করে।

খ্রিষ্টানদের দৃষ্টিতে আইন, সামাজিক জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় অনুষঙ্গ—সবকিছু ঐশ্বরিক। কারণ, মানুষকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে ঈশ্বরের ভালোবাসাপূর্ণ প্রতিক্রিয়ায় অবগাহন করে, ঈশ্বরের অন্তর্নিহিত শক্তিতে বলীয়ান হয়ে কাজ করার; প্রকৃত জীবনের দিকনির্দেশনা 'মাউন্টেইন' ভাষণে দেওয়া হয়ে গেছে। মুসলিমদের দৃষ্টিতে আইন এবং

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মুহাম্মদ কোণঠাসা—খিলাফতের পূর্ণ যৌবনে আরব এবং মুসলিম সংস্কৃতি ছিল পৃথিবীর সর্ববৃহৎ, বাগদাদ ও কর্ডোভা জ্ঞানে-গুণে-সম্পদে অতুলনীয় ছিল। ভিন্ন কোনো কেন্দ্র এগুলোর সাথে তুলনাযোগ্যই হয়ে উঠতে পারেনি। তাদের ভুল চিন্তা এই কুসংস্কার থেকে উৎসারিত যে পৃথিবীর ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে 'মূলধারা' হচ্ছে অক্সিডেন্ট। অথচ খিলাফতের পূর্ণ যৌবনকালে অক্সিডেন্টের সাথে তুলনা করলে অক্সিডেন্ট ছিল পশ্চাৎপদ, ইসলামি বিশ্ব ছিল সুমহান। কিন্তু এই তুলনা থেকেও বিশ্ব ইতিহাসে ইসলামি অঞ্চলগুলোর তুলনামূলক গুরুত্ব পুরোপুরি ফুটে উঠছে না। খিলাফতের রাজধানী বাগদাদের সাথে কিছুটা তুল্য ছিল পূর্ব ইয়োরোপিয়ান কনস্ট্যান্টিনোপল এবং ভারত-চীনের প্রধান নগরীগুলো। মধ্যযুগের প্রথমাংশে অক্সিডেন্টের কিছুটা উন্নয়ন ঘটে এবং ইসলামি বিশ্বকে পূর্বের মতো অত বেশি সুমহান মনে হচ্ছিল না। মুসলিম বিশ্বের চিরচেনা সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্ব চূড়ান্ত ছিল না, বরং তা ছিল 'অক্সিডেন্টের তুলনায়' উন্নত। কারণ, মধ্যযুগে চীনেও সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি বিরাজমান ছিল।

সুনির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে ওইকিউমেনে মুসলিম অঞ্চলসমূহের প্রাধান্য ছিল। অ্যাক্সিয়াল যুগে ইন্দো-মেডিটেরেনিয়ান অঞ্চলে তিনটি বৃহৎ সাক্ষর ঐতিহ্য গড়ে ওঠে; সংস্কৃত, ইরানো-সেমেটিক এবং হেলেনিক। এদের পারস্পরিক তুলনামূলক নিবিড় সম্পর্ক ছিল। কিন্তু চতুর্থ আরেকটি সাক্ষর ঐতিহ্যের সাথে সম্পর্ক ছিল ভঙ্গুর; চায়নিজ ঐতিহ্য। চারটি ঐতিহ্যই সমরূপ উচ্চ সংস্কৃতির চতুর্ভুজ গড়ে তুলেছিল। কিন্তু এখন তিন ক্ষেত্রে এগুলোর ধারা পরিবর্তিত হয়ে গেছে। প্রথমত, ইসলামের অধীনে ইরানো-সেমেটিক ঐতিহ্য অনেক সুবৃহৎ হয়ে ওঠে। অথচ অ্যাক্সিয়াল-পরবর্তী যুগের সূচনালগ্নে মনে হচ্ছিল ইরানো-সেমেটিক ঐতিহ্য হেলেনিক ঐতিহ্যের পেটে হজম হয়ে যাবে, এমনকি ভারতীয় সংস্কৃতিরও। সাসানি যুগের শেষ প্রান্তে এসব ঐতিহ্য দোর্দণ্ড প্রতাপে ছড়ি ঘোরাচ্ছিল। কিন্তু ইসলামের আগমনে ইরানো-সেমেটিক ঐতিহ্য অন্যগুলোর সমস্তরে চলে আসে; বরং সমতার চেয়েও বেশি কিছু। কারণ, ১৩০০ সাল নাগাদ অপর দুটি ঐতিহ্য ইসলামিকৃত ইরানো-সেমেটিক ঐতিহ্যে লীন হয়ে যাচ্ছিল, খোদ তাদের প্রাণকেন্দ্রগুলোতেই। সংস্কৃত ঐতিহ্যের প্রায় সবগুলো প্রাণকেন্দ্র মুসলিমদের শাসনাধীনে চলে আসে। পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে, এমনকি হিন্দু স্বাধীন রাজ্যগুলোও মুসলিম

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অপরিবর্তিত থাকে, জারি থাকে। এমনকি ব্যাপকতর ভিন্ন পারিপার্শ্বিকতায় গিয়েও অপরিবর্তিতই থাকে।

যদিও ইসলাম এবং খ্রিষ্টবাদের শিকড় এক, প্রতীকসমূহও এক; কিন্তু দুই ঐতিহ্যে যে ধারায় যৌথ উপাদানগুলোকে বিন্যস্ত করা হয়েছে, তা থেকে এদের ভিন্নতা বোঝা যায়। ইসলামে ব্যক্তিগত নৈতিক দায়বদ্ধতার ওপর গুরুত্বারোপের মূলনীতি থেকে ইসলামের কাঠামো ও খ্রিষ্টবাদের কাঠামোর পার্থক্য নির্ণয় করা সম্ভব। তবে এ-জাতীয় তুলনা বহু খানাখন্দে ভরপুর। কারণ, কোনো পরম ভাবধারাকে (আমাদের ক্ষেত্রে ধর্মীয় ঐতিহ্যকে) বিচার করা, আদতে একটি চূড়ান্ত মানদণ্ডের আলোকে (খ্রিষ্টবাদের মাধ্যমে) আরেকটি চূড়ান্ত মানদণ্ডকে (ইসলামকে) বিচারের নামান্তর। যেমন আমাদের ইসলাম বনাম খ্রিষ্টবাদ প্রশ্নে এর সারমর্ম দাঁড়ায়—একটি ধর্মীয় ঐতিহ্যকে আরেকটি ধর্মীয় ঐতিহ্যের আলোকে বিচার করা, একটির দুর্বল পয়েন্টকে অপরটির শক্তিশালী পয়েন্টের বিপরীতে তুলনা করা। ক্ষেত্রবিশেষে একটিকে আরেকটির আলোকে বিচার করার পরিবর্তে উভয় ঐতিহ্যের বাইরে তৃতীয় আরেকটি মানদণ্ডে বিচারের প্রচেষ্টা করা হয়, কিন্তু এর ফলাফল হলো সবচেয়ে স্বতন্ত্র যে উপাদানগুলো, সেগুলোই মিস করে যাওয়া; যেগুলোর বলে একটি ঐতিহ্য অন্য যেকোনো সর্বজনীন ঐতিহ্যের তুলনায় স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। তবে সুখের বিষয় হলো মানবজীবনকে অভেদ্য খণ্ডে খণ্ডে বিভাজিত করা সম্ভব নয়। এক মানবগোষ্ঠীর আস্বাদিত অভিজ্ঞতা অপর মানবগোষ্ঠীও আস্বাদন করে, অন্তত আংশিক হলেও। ফলে ভিন্ন সাংস্কৃতিক কাঠামোগুলোর যৌথ বোঝাপড়ায় কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই। এ ক্ষেত্রে ফেনোমেনোলজিক্যাল অ্যাপ্রোচ—দুই ঐতিহ্যের তুলনীয় উপাদানগুলোর গাঠনিক পর্যালোচনা—আমাদের উভয় ঐতিহ্য মূল্যায়নের সুবর্ণ সুযোগ এনে দেয় এবং অনুসন্ধানকারীর নিজস্ব পূর্বানুগত্যগুলো দ্বারা প্রভাবিত হওয়া থেকে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

খ্রিষ্টবাদের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও তরিকার মাঝে গড়ে ওঠা অগুনতি ধর্মীয় ভাবধারা (Orientation) সত্ত্বেও সবগুলোর মধ্যে খ্রিষ্টবাদের একটি মৌলিক চরিত্র বজায় ছিল; সর্বদা, সমস্ত প্রেক্ষাপটে। যে চরিত্র, বিশেষত পল ও জনের রচনায় উপস্থাপিত হয়েছে—*দূষিত পৃথিবীতে মুক্তির অন্বেষায় পরিত্রাণ দানকারী ভালোবাসার প্রতি ব্যক্তিগত সাড়াদান।* অনুরূপ ইসলামের ভেতরও মতাদর্শ ও তরিকার ভিত্তিতে বহু ধর্মীয়

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বিশ্বের অধীনে চলতে অভ্যস্ত হয়ে যায় এবং ভাসা-ভাসাভাবে হলেও কিছু ইসলামি রীতিনীতি গ্রহণ করে নেয়। অনুরূপ, ১৩০০ সাল নাগাদ আনাতোলিয়া উপদ্বীপও মুসলিমদের কর্তৃত্বাধীন হয়ে যায়, পরবর্তী এক শতাব্দীর ভেতর বলকান পেনিনসুলাও। হেলেনিক সংস্কৃতির মাতৃভূমিগুলোর মধ্যে শুধু দক্ষিণ ইতালি ও সিসিলিই পুনরায় ইসলামীকরণের শিকার হয়নি। এ পর্যায়ে এসে সিসিলি এর উত্তরাঞ্চলীয় (হিয়েরোপিয়ান) বিজেতাদের অধীনে থেকেও এখনো সাবেক মুসলিম শাসন ও পার্শ্ববর্তী মুসলিম অঞ্চলসমূহের স্মৃতি বহন করে চলেছে। সংক্ষেপে—ইসলামের কারণে অ্যাক্সিয়াল যুগের প্রায় গোটা ইন্দো-মেডিটেরেনিয়ান নগর অঞ্চলগুলো—এদের পশ্চাদ্ভূমিসহ—হয়তো ইতিমধ্যেই একটি (মুসলিম) সমাজের পৃষ্ঠপোষকতায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেছে, কিংবা হওয়ার পথে ছিল। যদিও স্থানীয়ভাবে হেলেনিক ও সংস্কৃতের কিছু ব্যবহার অবশিষ্ট ছিল বটে—বিশেষত ধর্মীয় ক্ষেত্রে। এদের ঠিক সেই দশা হয়েছিল, হেলেনিক প্রভাবের স্বর্ণযুগে ইরানো-সেমেটিক ঐতিহ্যের যে অবস্থা ছিল।

পাশাপাশি আরও দুটি বিষয় ইরানো-সেমেটিক ঐতিহ্যের উত্থানে সম্পূরক হিসেবে কাজ করছিল; চীনের সম্ভাব্য স্ফুরণ এবং অক্সিডেন্টের স্বাধীন পরিপক্বতা। ষোলো শতকে মুসলিম বিশ্বের ক্ষমতার শীর্ষবিন্দুতে যখন ওইকিউমেনের অধিকাংশ অঞ্চল মুসলিম না হলেও অন্তত মুসলিম শাসিত পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহের ছিটমহলে পরিণত হয়েছে, তখনো দুটি নগর সমাজ ইসলামের প্রভাবের বাইরে তুলনামূলক স্বাধীনভাবে দাঁড়িয়ে ছিল। একটি হচ্ছে দূরপ্রাচ্যের চীন। অপরটি অক্সিডেন্ট; হেলেনিক সংস্কৃতি ধরে রাখা অঞ্চলগুলোর অংশবিশেষ। কিন্তু দুই অঞ্চলের কোনোটিই অ্যাক্সিয়াল যুগের মতো অবদান রাখছিল না। তবে দূরপ্রাচ্য অবশ্য অপরাপর সমাজগুলোর মতো নিজস্ব ধারায় বিস্তৃত হচ্ছিল। হোয়াং হো এবং ইয়াংসি নদীর ক্ষুদ্র অঞ্চল থেকে এর সাক্ষর ঐতিহ্য সুবৃহৎ অংশে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়; জাপান থেকে আনাম পর্যন্ত। এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে—সতেরো শতকে তাং-সাং যুগে দূরপ্রাচীয় অঞ্চলগুলোতে ওইকিউমেনের অপরাপর অঞ্চলসমূহেও বিস্তৃতির প্রবণতা শুরু হয়। আমরা ইতিমধ্যেই উল্লেখ করেছি যে ইসলামের অভ্যুদয়ের পর থেকে মোঙ্গল আগ্রাসন পর্যন্ত নীল-অক্সাস অববাহিকায় চৈনিক শিল্প ও বাণিজ্য তুলনামূলক উত্থানের ভেতর দিয়ে গেছে (যা পরবর্তী সময়ে ঈষৎ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অক্সিডেন্টের শক্তি ও সমৃদ্ধির উৎস কী—এটি বিশ্ব ইতিহাসের সবচেয়ে ছলনাময়ী প্রশ্নগুলোর একটি এবং ইসলামি অঞ্চলের শক্তি ও দীর্ঘস্থায়ী শ্রেষ্ঠত্বের উৎস সন্ধান বিশ্ব ইতিহাসের সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, সম্ভবত সবচেয়ে ছলনাময়ীগুলোরও একটি। দুই সংস্কৃতির সর্বাধিক নিকটতম স্তরে উভয়ের মাঝে তুলনা তাদের শক্তির পরিমাপে সহায়তা করবে, উভয়ের সুনির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক গঠন বোঝাপড়ায় এবং উভয় জনগোষ্ঠী যে পারিপার্শ্বিকতায় নিজেদের আবিষ্কার করেছে, তার পর্যালোচনা।

ধর্মীয় জীবনের পরিকাঠামো (framework) হিসেবে ইসলাম ও খ্রিষ্টবাদ

ইসলামি সংস্কৃতির চিত্তাকর্ষণ এবং এ থেকে উৎসারিত প্রতিষ্ঠানগুলোর অমিত সম্ভাবনার বড়সড় উৎস হলো ইসলাম ধর্মের স্বতন্ত্র গঠন, যা মধ্যসময়ের প্রারম্ভে গড়ে উঠেছিল। এত দিনে এটি সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে—কিছু মহলে ইসলামের উত্থানসম্পর্কিত যে রোমান্টিকতা বিরাজ করে, তা ভুল। তাদের ধারণামতে ইসলাম হচ্ছে 'মরুভূমির একেশ্বরবাদিতা'; উন্মুক্ত আকাশ, দিগন্তবিস্তৃত ভূমি এবং অস্বাভাবিক রকমের অনিশ্চিত জীবনযাপনের প্রতিক্রিয়ায় বেদুইনদের ভেতর সৃষ্ট। এই চিন্তা ইতিহাসবিরুদ্ধ। মরুভূমিতে নয়, ইসলামের উত্থান ঘটেছে নগর ধর্মজীবনের দীর্ঘ ক্রমধারায়, যা অপরাপর ঐতিহ্যের মতোই নগরপ্রবণ। ইসলাম চর্চিত হয়েছে জটিলতামুক্ত জনগোষ্ঠীর মাঝে, ফলে এটিও একদম জটিলতাহীন। যদিও অপরাপর প্রাক্-আধুনিক ধর্মের মতো এরও কিছু জটিল দিক রয়েছে বটে। কিন্তু সেসব ঐতিহ্যের তুলনায় এর জটিলতা ও মান্ধাতা আমলের মারপ্যাঁচ কম।

যদি কোনো ধর্মীয় কাঠামোকে 'সিম্পল' বলা যায়, তবে ইসলাম নিঃসন্দেহে এর অন্তর্ভুক্ত। এর মৌলিক গঠন অত্যন্ত সরল, প্রত্যক্ষ এবং এর আকর ধর্মবিশ্বাসগুলো এত বেশি সাদামাটা যা কৃচ্ছ্রতা ও সংযমের পর্যায়ে পড়ে। এর আধ্যাত্মিক অনুভবগুলোর অধিকাংশই খুব অনাড়ম্বর। অবশ্যই এটি 'আদিম সরলতা' নয় (যদি আদৌ সাক্ষরতাপূর্ব এবং

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

রীতিনীতির মাধ্যমে নয়। তবে ইসলামের এই বৈশিষ্ট্য কৃষিভিত্তিক সমাজসমূহের স্তর অতিক্রম করতে পারেনি। ফলে বর্তমান প্রযুক্তায়িত সমাজে যে মাত্রার নৈর্ব্যক্তিকতার চর্চা হয়, ইসলামি সমঝোতাবাদ সেখানে পৌঁছাতে পারেনি। উত্তরাধিকারবলে প্রাপ্তি বনাম অর্জন, রীতির আলোকে সিদ্ধান্ত বনাম যৌক্তিক হিসাবনিকাশের আলোকে সিদ্ধান্ত—এগুলোর মধ্যকার পার্থক্য সর্বদাই ছিল 'মাত্রার' প্রশ্ন। ফলে দেখা যায় চূড়ান্ত মাত্রার পরিবর্তন সত্ত্বেও ব্যক্তিগত সম্প্রদায়, উত্তরাধিকার এবং রীতিনীতির কিছু না কিছু উপাদান রয়েই যায় এবং পরিবর্তিত কাঠামোতে এগুলোকে 'র‍্যাশনাল'-এর পরিবর্তে 'ট্র্যাডিশনাল' বা প্রথাগত হিসেবে ব্যক্ত করা হয়। এ ক্ষেত্রে র‍্যাশনালিটির স্বতন্ত্র কার্যক্রমের তুলনায় বরং র‍্যাশনালিটির মাত্রা প্রধান বিবেচ্য।

অক্সিডেন্টে সামাজিক বৈধতা ও কর্তৃত্ব ব্যক্তিগত সম্পর্ক কিংবা চলে আসা ক্ষমতাকাঠামো দিয়ে নির্ণীত হতো না। বরং 'স্বায়ত্তশাসিত সংঘ কার্যালয়' (outonumous corporative office) এর অধীনে ছিল। অর্থাৎ প্রধানত কর্তৃত্বের উৎস ছিল জ্ঞাতিত্ব (kinship), নৌবন্ধন (vasalship), যাজকত্ব, নগরবন্ধন, নির্বাচকমণ্ডলী কিংবা বণিক সমিতি। এসব কার্যালয় ছিল স্বায়ত্তশাসিত, বৈধ; তাদের অধিকার এবং দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট ছিল, যা উত্তরাধিকারক্রমে চলে আসা কিংবা চুক্তিবলে প্রাপ্ত। নীতিগতভাবে কোনো কার্যালয় অন্য কার্যালয়ের কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ করত না, প্রতিটি কার্যালয় নিজ কার্যক্রম পরিচালনায় অন্য কারও বৈধতা প্রদানের মুখাপেক্ষী ছিল না। এবং এগুলো ছিল সংঘমূলক; অর্থাৎ এগুলোর জন্য সুনির্দিষ্ট কিছু সামাজিক অঙ্গসংস্থানের প্রয়োজন হতো, সদস্য পদ এবং কার্যক্ষেত্র সীমিত, স্বায়ত্তশাসিত, কার্যালয়ের তত্ত্বাবধায়কেরা তাদের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনে ব্রতী। যেমন রাজ্য, পৌরসভা, বিশপের অধীন এলাকা এবং জমিদারি। এ রকম স্বায়ত্তশাসিত গণকার্যালয় সর্বক্ষেত্রেই গড়ে উঠছিল, বিশেষত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পরিচালনায়। সাধারণত তারা বিশেষায়িত দায়িত্ব পালন করত। যেমন মুসলিমদের কাজি, গ্রামপ্রধান, প্রধান উজির। এসব ক্ষেত্রে ইসলামের সাথে অক্সিডেন্টের পার্থক্য হচ্ছে—এ-জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলো সামাজিক বৈধতার প্রধান উৎসে পরিণত হয়েছিল। প্রতিষ্ঠানগুলো তত দিন কর্তৃত্ব চাপিয়ে যেতে পারত, যত দিন পর্যন্ত এগুলো *সুস্থির ও সামগ্রিক একটি সমাজকাঠামোর পারস্পরিক ক্রমবিন্যস্ত সম্পর্কের সাথে চলনসই থাকত।*

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কাঠামোর বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করব সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে এবং এতক্ষণ যে চিত্র আঁকা হলো, তার সাথে ইসলামি বিশ্বের তুলনা করব।

ইসলামি বিশ্বের উপাদানগুলো উত্তর ফ্রান্সের 'হাই গথিক' যুগের মতো দৃষ্টিগোচর পূর্বে হয়নি। তবে এখানেও পূর্বে সৃষ্ট এবং পরবর্তী দীর্ঘ যুগ ধরে টিকে থাকা স্বতন্ত্র ধারা লক্ষণীয়, যা গড়ে উঠেছিল মধ্যসময়ের প্রারম্ভিক যুগে। তবে তা শুধু এই যুগেই সীমাবদ্ধ ছিল না, যেমন ছিল হাই গথিক স্টাইল। ইসলামি বিশ্বের সামাজিক জীবন কন্ট্রাকচুয়ালিজম-ভিত্তিক ছিল, শিল্পকলায় এর প্রকৃত তুলনা ছিল আরবীয় কারুশিল্প; জ্যামিতিক এবং ফুলেল জটিল কারুকার্য এবং পরবর্তী যুগের আরবীয় শোভাবর্ধন শিল্প, যা সেলজুক যুগে পূর্ণরূপে বিকশিত হয়েছিল। মোটামুটি গথিক ক্যাথেড্রালের সমসাময়িককালে। অক্সিডেন্টের বিপরীতে ইসলামি বিশ্বের সাধারণ ফর্মুলা হিসেবে আমরা বলতে পারি—'ইসলামের সুশৃঙ্খলাবোধের চাহিদা হচ্ছে সমান ও স্থানান্তরযোগ্য ইউনিটগুলোকে একটি কার্যকর একক সেটে স্থাপন, যা এক ক্ষেত্র থেকে অপরাপর ক্ষেত্রসমূহে অনুপ্রবেশযোগ্য এবং বৈশ্বিক পর্যায়ে বিস্তারযোগ্য' (ইসলামি জ্ঞানধারায় একে বলা হয় উসুল, ইসলামের মৌলিক উসুলগুলো ইসলামের সমস্ত জ্ঞানকাণ্ডে বাস্তবায়নযোগ্য—অনুবাদক)। এই সমরূপ বোধের প্রথম সুচারু প্রকাশ ঘটে আরবি ভাষার সূক্ষ্ম অন্ত্যমিলে, যা আরবীয় ধারায় ব্যাপক প্রচলিত ছিল। যেমন গদ্যে মাকামাত (আরবি গদ্যশিল্পে অন্ত্যমিলসম্পন্ন একধরনের কৌতুকপূর্ণ ছোটগল্প—অনুবাদক) এবং পদ্যে একাধিক জনরায় এটি প্রকটিত; সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও কিংবদন্তিতুল্য হলো মসনবিয়ে রুমি। আরবি তুরাসচর্চা (প্রাচীন জ্ঞান), হাদিসের ইসনাদ বা পরম্পরা বর্ণনা এবং সুফিদের সিলসিলায়ও এর প্রকাশ ঘটেছে। জ্যামিতিতেও—যা অক্সিডেন্টে তুমুল জনপ্রিয় ছিল—একসেট পূর্বানুমান ছিল, যার সূচনা অবরোহ (Deductions) পদ্ধতির সিদ্ধান্তসূচক উপসংহারসমূহ থেকে, ফলে জ্যামিতিতে autonomous self-sufficiency বিতর্কের সমাপ্তি ঘটে। বিপরীতে ঐতিহাসিক নথিপত্রের অসীম বিস্তৃত রচনাসমগ্রকেও—যেগুলো অপরাপর জ্ঞানের মতো নথিবদ্ধ এবং সত্যায়িত—নিয়ন্ত্রণযোগ্য সুশৃঙ্খল ধারায় নিয়ে আসা হয়, যার ফলে বাস্তব জীবনের বিশৃঙ্খল বাস্তবতা সুশৃঙ্খল রচনারূপ পায়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আমাদের তুলনামূলক পর্যালোচনার উদ্দেশ্য হলো 'অপরিণত' মূল্যায়নগুলোকে প্রতিহত করা, যদি পুরোপুরি বাতিল করতে না-ও পারি। এই উদ্দেশ্য সাধনে, উভয় সমাজ সম্পর্কে কিছু পূর্বধারণা মনে গেঁথে নিতে হবে। আমাদের তুলনা অবশ্যই সর্বজনীন প্রেক্ষাপটের আলোকে হতে হবে, যা একই রকম ধারা ও একই রকম দায়দায়িত্বের প্রয়োজনীয়তা তৈরি করে, কিন্তু অঞ্চলগুলো ভিন্ন ভিন্ন ধারা গড়ে তুলেছে এবং সর্বজনীন প্রেক্ষাপট বলতে অবশ্যই শুধু 'কৃষি' অথবা কৃষিভিত্তিক সমাজে কৃষিকেন্দ্রিক যে ধরনের সার্বজনীনতা থাকে, তা বোঝাচ্ছি না, বরং সর্বজনীন পরিবর্তনশীল পরিস্থিতি এবং সক্রিয় ঐতিহাসিক ডাইমেনশন বোঝাচ্ছি।

কৃষিভূমি এবং নগর সরকারগুলোর মধ্যকার নগণ্য পার্থক্য বাদে, কৃষি স্তর সমাজগুলোতে সামাজিক সংগঠনের এমন কোনো নীতি ছিল না, যা সব সমাজে দৃশ্যমান। হ্যাঁ, তবে একটি প্রবণতা ছিল, যা পুরোপুরি অনুসৃত হলে তা বৈধতা-অবৈধতার মাপকাঠি হয়ে ওঠা সম্ভব ছিল—সবকিছুকে বৃহত্তর আমলাতন্ত্রের অধীনে নিয়ে আসা। অ্যাক্সিয়াল যুগের সমাপ্তির পর বা কিছু সময় পর কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলোতে উদিত দুই সাম্রাজ্যের উভয়টিতেই এই প্রবণতা দেখা যায়। সেখানে সাম্রাজ্যের কেন্দ্র থেকে আমলাতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে কৃষিভিত্তিক সম্পর্কগুলো নিয়ন্ত্রিত হতো; শহরগুলোর প্রশাসনও পরিচালিত হতো সেখান থেকেই। এমনকি হস্তশিল্পীদের সংঘ আর মঠগুলোর পরিচালনানীতি, ক্ষেত্রবিশেষে পরিচালকও ওপর থেকেই চাপিয়ে দেওয়া হতো। এই হচ্ছে অ্যাবসোলিউটিস্ট মতদর্শের পরিচালনাগত তত্ত্ব, যা শান্তি, শক্তিমানের কবল থেকে রক্ষা এবং সবার জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিন্তের দাবি নিয়ে গড়ে উঠেছিল। অ্যাক্সিয়াল যুগের পতনকালের বহু পরে বাইজেন্টাইন ও চায়নিজ সাম্রাজ্যেও এই নীতি সচল ছিল, সামাজিক সংগঠনের বহু দিক নিয়ন্ত্রণ করত।

তবে রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্র যদিও কিছুমাত্রায় বৈশ্বিক ছিল, কিন্তু এর সামগ্রিক সামাজিক প্রভাব ছিল সীমিত সমাজের অপরাপর প্রবণতাগুলোর কারণে। যেমন অক্সিডেন্ট ও হিন্দু ভারতে স্বাতন্ত্র্যবাদের (Particularism) সুগভীর শিকড়ের কারণে রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্রের সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়েছে। ইসলামি অঞ্চলের দুই পাশে অবস্থিত সমৃদ্ধ এই অঞ্চল দুটোর কিছু যৌথ বৈশিষ্ট্য ছিল;

AI CAMERA
Shot by ... 2023/A2
আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বস্তুগত জগতের নৈতিক মানদণ্ড ধরে রাখার ক্ষেত্রে সকল ব্যক্তির দায়িত্ব সমান ও সমন্বিত—ইসলাম ধর্মের এই বোধ সম্ভবত ইসলামি রীতিবোধের (sense of style) সাথে অপ্রাসঙ্গিক বা সম্পর্কহীন নয়। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মধ্যে এই 'আণবিক' (ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধ) প্রবণতা অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে খিলাফতে রাশেদার (রাসুলুল্লাহর পর উমাইয়া খিলাফতের পূর্বের যুগ) পতনের পর। ইলমুল কালাম বিতর্কেও একে ন্যায্যতা দেওয়া হয়েছে এবং সুফি তরিকাসমূহের বিস্তৃতির সাথে সাথে এটি অধিকতর গভীরতা লাভ করেছে; নিজ নিজ সামর্থ্য অনুপাতে আধ্যাত্মিক সত্য উদ্‌ঘাটনে সচেষ্ট সুফি তরিকাগুলোর আলাদা আলাদা সিলসিলার মধ্য দিয়ে।

এ সময়ে এই নীতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা শরিয়াহ ও সুফিজমের মধ্যকার শক্তিশালী ভারসাম্যপূর্ণ পন্থার ফলেই ইসলাম সব মনোভাবের মানুষের নিকট আবেদন তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল এর নৈতিকতা ও সাম্যবাদে কোনোরূপ ছাড় দেওয়া ছাড়াই। কেউ চাইলে এই দাবি করতেই পারে যে চার্চের কর্তৃত্ব ও হায়ারার্কি ধরে রাখার জন্য খ্রিষ্টবাদে নবুয়াতি লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং ধর্মপ্রদত্ত সুপ্ত স্বাধীনতা—উভয়কেই কিছু মাত্রায় বিসর্জন দিতে হয়েছে। অর্থাৎ অপরাপর নবিদের নিছক খ্রিষ্টের অগ্রদূত হিসেবে ব্যক্ত করা হয়েছে এবং আধ্যাত্মিক উপলব্ধিকে চার্চে সীমাবদ্ধ করে ফেলা হয়েছে; এই দুই পন্থায় খ্রিষ্টধর্মের উপরিউক্ত বৈশিষ্টসমূহের বিসর্জন সম্পন্ন হয়েছে। বিপরীতে মুসলিমদের ধর্মীয় বিষয়াদিতে কোনো একক সাংগঠনিক কর্তৃপক্ষ ছিল না, এমনকি সুনির্দিষ্ট জ্ঞানক্ষেত্র এবং স্থানীয় মুসলিম সমাজগুলোর ওপরও না, যদি না কৃত্রিমভাবে সাময়িক কোনো কর্তৃপক্ষ নির্বাচিত হতো। তারা চার্চের অনুরূপ 'নির্দেশিত বৈচিত্র্যে' বিশ্বাসী ছিল না, বরং ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে সরাসরি গভীর সংযুক্ততার মাধ্যমে পরিবাহিত হতো; যেন ব্যক্তিই এর যোগ্য, কোনো প্রতিষ্ঠান নয়। ওলামা ও সুফিদের পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সহনশীলতা এখানে সুস্পষ্ট। একক ও সুনির্ধারিত মানদণ্ড নির্মাণে (উসুল) পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর বেশ কার্যকর গুরুত্ব প্রদান করা হয়, ফলে বৌদ্ধ ভিক্ষু কিংবা হিন্দু ব্রাহ্মণদের ব্যক্তিকেন্দ্রিক আলাদা আলাদা ধারার মতো ওলামারা নিজের খেয়ালখুশিমতো মানদণ্ড বা উসুল নির্ধারণ করতে পারতেন না, বরং তা করতে হয়েছে সাম্প্রদায়িক সংহতি রক্ষার সর্বোচ্চ প্রয়াসে। এ সময় সামাজিক ক্ষেত্রে কন্ট্রাকচুয়ালিজমের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তবে এই সম্পর্কের ধরনটাই দুই সমাজে (ইসলামি ও খৃষ্টীয়) বৈপরীত্যের কেন্দ্রবিন্দু। অর্থাৎ সামাজিক ও ধর্মীয় বিষয়ের মধ্যকার সম্পর্ক কেমন হবে, তার ওপর ভিত্তি করে দুই সমাজের মাঝে পার্থক্য সূচিত হয়েছে।

ইসলামের কথা বললে, জীবনধারা এবং সামাজিক নীতিমালা সরাসরি আমাদের যুগের অনুরূপ। সামাজিক নীতিমালা এবং ধর্মীয় নীতিমালা উভয়ই ইরানো-সেমেটিক কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলোর দীর্ঘস্থায়ী পরিবেশের ফলাফল এবং ইসলামের ধর্মীয় উন্নয়নের ধারা সামাজিক চাহিদাসমূহকে পুনরায় শক্তি জুগিয়েছে। তবে ইরানো-সেমেটিক একেশ্বরবাদী সম্প্রদায়গুলোর প্রবণতা সমাজকে ধর্মীয় ছাঁচে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা তৈরি করেছিল, যত দিন না ধর্মকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন ও 'নিরপেক্ষ' করে ফেলা হয়। যদিও ইসলাম মধ্যযুগের ইরানো-সেমেটিক সামাজিক ধারা ও মানদণ্ডের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্নতর সামাজিক ধারার অনুকূল ছিল। অনুরূপ ইসলামের কন্ট্রাকচুয়ালিজমকে সরাসরি ইসলামের ফলাফল হিসেবে নয়, বরং ইসলামি নৈতিকতা থেকে সৃষ্ট আচরণ হিসেবে দেখতে হবে। যদিও ইসলামের সমর্থন ছাড়া তা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।

পক্ষান্তরে খ্রিষ্টবাদ প্রশ্নে সামাজিক ধারা ও ধর্মীয় মৌলিক আদর্শগুলো সুনিবিড়ভাবে পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল নয়। যেসব অঞ্চলে খ্রিষ্টীয় ঐতিহ্যের আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তি গড়ে উঠেছে, অক্সিডেন্ট তার একটিমাত্র। অপরাপর সমাজগুলো অক্সিডেন্টের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাঁচে গড়ে উঠেছিল। প্রারম্ভিককালে খ্রিষ্টবাদ ইসলামের মতো সামাজিক বিবেচনাগুলোকে প্রাধান্য দেয়নি। ফলে এটি ধর্মীয় বিবেচনায়ও অধিকতর গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছিল। কারণ, প্রতিটি অঞ্চলেই সেই অঞ্চলের অনুকূল 'খ্রিষ্টান' সম্প্রদায় সৃষ্টির সুযোগ ছিল। অনুরূপ, অক্সিডেন্টের সামাজিক ধারা খ্রিষ্টবাদের বৈশ্বিক ধারার—যা গোটা বিশ্বের সাধারণ খ্রিষ্টবাদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, শুধু অক্সিডেন্টে সীমিত খ্রিষ্টবাদের সাথে নয়—অনুকূল ছিল। আমরা আরও অগ্রসর হয়ে বলতে পারি যে ইতিমধ্যেই আমরা খ্রিষ্টবাদের যেসব সমস্যা চিহ্নিত করেছি, সেগুলোর বোঝাপড়া ব্যতীত অক্সিডেন্টের সামাজিক রীতিনীতি বোঝা সম্ভব নয়। আমরা ইসলাম ও খ্রিষ্টবাদ উভয়ের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করে সেগুলোর আলোকে দুই ঐতিহ্যের মধ্যকার ভিন্নতাগুলো বুঝতে পারি এবং বৈশিষ্ট্যগুলোর অনেকেই সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের বাইরে চলে যেতে পারে, উচ্চাঙ্গের বিমূর্ত ধারণা হিসেবে উপস্থিত হতে পারে।

AI CAMERA
আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

খ্রিষ্টবাদ ও ইসলামি ঐতিহ্যের মধ্যকার তুলনায় দেখা যায় ইসলামই ইরানো-সেমেটিক নবুয়াতি ধারার মৌলিক রেখার অধিকতর নিকটবর্তী, বিশেষত হিব্রুভাষী নবিরা মানুষের সরাসরি নৈতিক দায়দায়িত্বের ওপর জোরারোপ করেছেন। পক্ষান্তরে যাদের দৃষ্টিতে প্রাচীন গ্রিক ধারণা, যা অদম্য শয়তানের উপস্থিতিকে জীবনের প্রধান চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখে, তাদের প্রশ্নের উত্তর খ্রিষ্টবাদে লভ্য; ইসলামে নয় (যেহেতু শয়তানকে বশীভূত করা সম্ভব নয়, যেহেতু সৃষ্টির আদিতেই রয়েছে ভ্রান্তি ও অমোচনীয় পাপ, তাই নিরঙ্কুশ পরিত্রাণ বা মুক্তিই একমাত্র সমাধান)। অনেকেই খ্রিষ্টবাদ মানুষের উপস্থিত জগৎ-জীবনকে অস্পষ্ট ও উপেক্ষিত করে দেওয়ার প্রবণতাকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে দেখেন। ফলে ইসলামি ঐতিহ্যকে অধিকতর শক্তিশালী, অধিকতর সুসমন্বিত অনুভব করেন। তাঁরা কোরআনের এই বর্ণনার সাথে একমত হতে পারেন—মুসলিমরা মধ্যপন্থি জাতি, চরমপন্থামুক্ত।

দুই সাংস্কৃতিক ধারায় দীর্ঘস্থায়ী ধর্মীয় দায়দায়িত্বসমূহ

কোনো সমাজের প্রধান নীতিগুলোকে অবশ্যই সেই সমাজের সাংস্কৃতিক জীবনে সক্রিয় বহুবিধ বাস্তবতা, মানদণ্ড ও সামাজিক চাহিদার সাথে গুলিয়ে ফেলা যাবে না। মানুষের বাস্তব চর্চায় বাহ্যত যত মনে হয় অতটা ভিন্নতা থাকে না; যদি না কেউ দৈনন্দিন জীবনের চাহিদাপূরণের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রতীকী ভিন্নতার আলোকে কিংবা উচ্চবর্গীয় সংস্কৃতিতে প্রাধান্যপ্রাপ্ত মানদণ্ডের আলোকে বিচার করে। দীর্ঘস্থায়ী যেকোনো সাংস্কৃতিক ধারা বুঝতে হবে তা চর্চাকারী জনগোষ্ঠীর লাভালাভের আলোকে। সুতরাং কেউ যদি কোনো বৃহৎ সমাজ সম্পর্কে বলে যে অমুক অমুক বাস্তব বিকল্প অনুশীলনের উপায় ছিল না, কারণ, সেখানে ওইসেই সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল—এতে সন্দেহ করতে হবে। আমাদের দৃষ্টিতে লাভজনক, এমন কোনো বিষয় যদি কোনো সংস্কৃতিতে উদ্ভাবিত না হয়, তবে একে তৎকালীন সমাজের জনগোষ্ঠীর সামনে থাকা বাস্তব বিকল্পগুলোর আলোকে বিচার করতে হবে, আমাদের চিন্তার আলোকে নয়। বরং তৎকালীন বিদ্যমান পরিস্থিতি ও সামগ্রিক সমাজের দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে হয়তো দেখতে পাবে যে সমাজের যথেষ্টসংখ্যক

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
Shot by narzo60
AI CAMERA

সদস্যের জন্য তা হয়তো যথেষ্ট পরিমাণ লাভজনক ছিল না। এসব ক্ষেত্রে সাধারণত সুনির্দিষ্ট গ্রুপের স্বার্থ কিংবা সুনির্দিষ্ট যুগের সমস্যাগুলোকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়।

যা-ই হোক, সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণির ভেতর যে নীতিগুলোকে সাংস্কৃতিক ভরা যৌবনে প্রাধান্য দেওয়া হয়, সেগুলোর দীর্ঘমেয়াদি কার্যকারিতা রয়েছে। সংকটকালে এই নীতিগুলোই ধীমান ও সৃষ্টিশীল ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক নতুন উপায় উদ্ভাবনের সম্ভাবনা তৈরি করে, তারা এমন বিকল্প পেশ করে, যা সমাজের উচ্চাকাঙ্ক্ষী দলগুলোকে—যারা বর্তমান সুবিধাভোগী শ্রেণির সমকক্ষ হতে ইচ্ছুক—দিকনির্দেশনা দেয়, সর্বোপরি এই নীতিমালাগুলোই বৈধতা-অবৈধতার নির্ণায়ক। বাকি সব স্থিতিশীল থাকলে—এসব নীতিমালা, চর্চা, শক্তির ভারসাম্য এবং বৈধ হিসেবে স্বীকৃত কর্তৃত্ব দীর্ঘকালজুড়ে টিকে থাকতে পারে; এমনকি যখন এগুলোর সমকালীন প্রভাব ও প্রয়োগ দুর্বলতর হয়ে যায়, তখনো। কারণ, প্রত্যেকেই আশা করে যে অন্যরা তাকে সমর্থন করবে, ফলে ক্ষণস্থায়ী দুর্বলতা কাটিয়ে দীর্ঘমেয়াদি শক্তিমত্তার পুনরুত্থান ঘটবে। ফলে সাংস্কৃতিক প্রাধান্যপ্রাপ্ত এবং বৈধতাপ্রদানকারী নীতিমালাসমূহের প্রবল প্রভাব থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত এগুলোকে সমর্থনকারী ঐতিহ্যের প্রাসঙ্গিকতা বজায় থাকে।

দায়দায়িত্ব ও প্রতিশ্রুতি শুধু নীতিমালার আলোকেই নির্ধারিত হয় না। এখানে শৈল্পিক, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং সামাজিক-আইনি বিষয়গুলো সম্মিলিতভাবে সমাজের পরিবেশ গড়ে তোলে। ইসলামের ধর্মীয় ঐতিহ্যের সাদাসিধা নৈতিকতার পাশাপাশি আরও যে বিষয়গুলো ইসলামি অঞ্চলসমূহে মধ্যসময়ে সামাজিক আবেদন তৈরি করেছে, তন্মধ্যে রয়েছে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বৈধতা প্রদানের ক্ষেত্রে 'কন্ট্রাকচুয়ালিস্টিক' বা পারস্পরিক সম্মতিবাদী ধারা। সামাজিক ক্ষমতার বৈধতা প্রদানের এই পদ্ধতিকে আমরা 'আমির' কনসেপ্টের মাধ্যমে বুঝতে পারি। এটি অবশ্য অক্সিডেন্টের 'করপোরেটিভিস্ট' বা চার্চীয় সংঘ থেকে উৎসারিত বৈধতা প্রদান পদ্ধতির পুরো বিপরীত, যেমন খোদ ইসলামও খ্রিষ্টবাদের বিপরীত। উভয় ধর্মের ক্ষেত্রেই সামাজিক সংগঠনসমূহের নীতিমালাগুলো সরাসরি ধর্মীয় ভাবধারা থেকে উৎসারিত হতে পারে না, অনুরূপ ধর্মীয় ভাবধারাও সরাসরি সামাজিক সংগঠন থেকে নয়। তবে দুটি পুরোপুরি সম্পর্কহীন নয়। সামাজিক সংগঠন ও ধর্মীয় ভাবধারা পরস্পর সম্পৃক্ত।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

চিত্রপূজা (যাকে মুসলিমরা বলত মূর্তিপূজা) এবং কমবেশি একই রকম সামাজিক গঠন। উভয় সমাজে রাজপুত ও সামন্তদের সময়ে অসংখ্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান (যেমন বর্ণ, সংঘ, এস্টেট) নিজস্ব আইন ও নীতিমালা ধরে রেখেছে বা উদ্ভাবন করেছে। এগুলো সর্বজনীন বৃহত্তর কর্তৃপক্ষের পরিবর্তে জটিলভাবে ক্রমবিন্যস্ত পারস্পরিক বোঝাপড়ার আলোকে পরিচালিত হতো, যেখানে প্রতিটা সামাজিক ইউনিট ভোগ করত অলঙ্ঘনীয় স্বায়ত্তশাসন।

অক্সিডেন্টের সংঘবাদ, ইসলামি সমঝোতাবাদ

প্রথম যুগের খিলাফত পতনের সাথে সাথে ইসলামি অঞ্চলে এ-জাতীয় আমলাতন্ত্রের বিলোপ ঘটে। কিন্তু ভিন্নতর আরেকটি বৈধতা প্রদান পদ্ধতির উত্থান ঘটে, যা ইসলামি সমাজগুলোকে অপরাপর প্রধান সমাজসমূহ থেকে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত করেছিল, যাকে আমরা বলতে পারি 'ইউনিটারি কন্ট্রাকচুয়ালিজম' বা সামগ্রিক সমঝোতাবাদ। এই শিরোনামের অধীনে আমরা ইসলামি সমাজসমূহের অধিকতর উন্মুক্ত চরিত্র বিচার করব। অক্সিডেন্টাল 'করপোরেটিভিজম' বা সংঘবাদের বিপরীতে রেখে তুলনা করলে একে খুব ভালো বোঝা যাবে। প্রারম্ভিক মধ্যযুগে ইসলামি কিংবা অক্সিডেন্টাল—কোনো ধারাই পূর্ণ বিকশিত হয়নি, বরং গাঠনিক পর্যায়ে ছিল। সামাজিক গঠন এই ধারায় বইতে শুরু করেছিল।

কন্ট্রাকচুয়ালিজম (পারস্পরিক সমঝোতাবাদ) আর করপোরেটিভিজমের (সংঘবাদ) মধ্যকার পার্থক্য সমাজ (Society) ও সম্প্রদায়ের (Community) মধ্যকার পার্থক্যের মতো। কন্ট্রাকচুয়ালিজম জন্মসূত্রে প্রাপ্তি নয়, বরং অর্জনের কথা বলে। সাক্ষরতাপূর্ব সমাজ, এমনকি কৃষক সমাজের সাথে তুলনা করলে আমরা বলতে পারি সমঝোতাবাদ এবং সংঘবাদ উভয়ই হলো নৈর্ব্যক্তিকভাবে ও আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত সমাজে নৈর্ব্যক্তিক ও আনুষ্ঠানিক নিয়মনীতি, উভয়টিতেই সমঝোতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তবে ইসলামি সমঝোতাবাদের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যা ব্যক্তিগত অর্জনকে অধিকতর গুরুত্ব দেয়, যেখানে সম্পর্ক স্থির হয় সমঝোতার মাধ্যমে,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অর্থাৎ জমিদারি, যাজকীয় আনুগত্য কিংবা এস্টেটের নিয়ম অনুযায়ী সামাজিক কর্তৃত্ব গঠিত ও চর্চিত হতো। শাসক ও শাসিত উভয়ের জন্য এগুলো বাধ্যতামূলক ছিল। এটি একটি বদ্ধ ক্ষমতাকাঠামো তৈরি করেছিল, যেখানে ব্যক্তিগত অধিকার ও দায়িত্ব পারস্পরিক স্বীকৃতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ও বদ্ধ। পোপকেন্দ্রিক খ্রিষ্টবাদকে এই কাঠামোই একত্রে জুড়ে রেখেছিল পোপ এবং সম্রাটের নেতৃত্বে।

অক্সিডেন্টাল সংঘপদ্ধতির প্রাণভোমরা ছিল 'বৈধতা প্রদান পদ্ধতি'। প্রতিটি কার্যালয়ের একজন 'বৈধ' অধিকারী ছিল, বাকিরা বৈধতাদানকারীদের দৃষ্টিতে 'অবৈধ'; যত দৃঢ় ও সুদীর্ঘ প্রতিষ্ঠিতই হোক না কেন। একজন সম্রাট বৈধ, যদি তিনি সেসব সুনির্দিষ্ট নীতি মেনে ক্ষমতায় এসে থাকেন, যেগুলো সম্রাটের কার্যালয়ের জন্য প্রযোজ্য। তারপর তিনি যত অযোগ্যই হোন না কেন—শিশু, এমনকি পাগল হলেও সমস্যা নেই। সম্রাট হওয়ার সুনির্দিষ্ট রীতি না মেনে ক্ষমতায় এলে তিনি 'দখলদার' হিসেবে বিবেচিত; চাই যত শক্তিমান, জনপ্রিয় কিংবা অজনপ্রিয় শাসকই হোক না কেন। এমনকি একই ব্যক্তির সন্তানদের মধ্যেও 'বৈধ' শাসক আর 'অবৈধ' শাসক বিভাজন সম্ভব ছিল। সন্তান হিসেবে তাদের প্রতি তার যত্ন ও আদর-সোহাগে যদিও পার্থক্য হতো না, কিন্তু তাদের 'উৎস' শাসক নির্বাচন পদ্ধতিতে প্রভাব ফেলত। বাস্তবেও এমন বহু বিতর্ক তৈরি হয়েছিল—কে বৈধ শাসক। প্রথম দৃষ্টিতে এগুলোকে অক্সিডেন্টের অযৌক্তিক বিকার মনে হতে পারে, কিন্তু এ-জাতীয় অনেক উপাদান, যদিও আরও লঘু আকারে, অপরাপর সমাজসমূহেও ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। পার্থক্য হলো অক্সিডেন্টালরা একে চূড়ান্ত মাত্রায় নিয়ে গেছে; পক্ষান্তরে মুসলিমরা একে পুরোপুরি খারিজ করে দিয়েছে।

সংঘবাদ সামাজিক সম্পর্কগুলো বাস্তবায়নের প্রশংসার্হ উপায় ছিল, বাস্তবেও চমৎকার কাজ করেছে এবং উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। একে গোলিথ ক্যাথেড্রালের সাথে তুলনা করা হতো, যা পূর্ণ মধ্যযুগে বেশ ভালো কাজ করেছিল। সরকারগুলোর সংঘ-মনোভাব এবং গোলিথ ক্যাথেড্রালগুলোর শিল্প, উভয়ই; অনুরূপ তৎকালীন শিল্পকলা ও বুদ্ধিবৃত্তিক অনেক কাজও জায়মান ধারার প্রতিচ্ছবি বহন করত। হায়ারার্কিক্যাল সংঘবাদকে কিঞ্চিৎ সরলীকরণ করলে আমরা বলতে পারি—যাঁরা সে সময়ের রীতিনীতি নির্ধারণ করেছেন, তাঁরা 'বদ্ধ ও

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

স্থায়ী কাঠামোবদ্ধ সমগ্রতে স্বতন্ত্র স্বাধীন ইউনিটগুলোর পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে হায়ারার্কিক্যালি বিন্যস্ত ব্যবস্থাপনার' মধ্যেই কার্যকর শৃঙ্খলা খুঁজে পেয়েছেন। কবি-সাহিত্যিক-লেখকেরা রূপকধর্মী কবিতা এবং এমনকি প্রাতিষ্ঠানিক (পাঠ্য) রচনাবলিতেও একই ধারা ব্যবহার করেছেন। জ্যামিতিতেও এই ধারার হদিস মেলে। যুক্তিবিদ্যার দুই পূর্বানুমান থেকে গৃহীত অনুসিদ্ধান্তসমূহ (syllogism)—যেগুলোর মাধ্যমে চিন্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটত—একই ধারায় রচিত।

খ্রিষ্টীয় চিন্তায় আধ্যাত্মিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনাগুলোকে দৈবঘটনা হিসেবে বিবেচনা করা হতো, যেগুলো প্রকৃতির নিয়মে বিশেষ অবস্থান ও মর্যাদার অধিকারী ছিল, ব্যতিক্রম ছিল। সাধারণ ইতিহাসের চেয়ে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত ছিল। চার্চের পারবাস্তব, মুক্তিদাতা এবং ধর্মীয় সংগঠনের উৎস এখানেই নিহিত। তখন অক্সিডেন্টালরা চার্চের হায়ারার্কিক্যাল গঠন ও স্বতন্ত্র সংঘবদ্ধতাকে অন্যান্য খ্রিষ্টানের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে শুরু করে, এর ইতিহাসকে আদমের সময় থেকে শুরু করে যেকোনো সময়ের চেয়ে অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করতে শুরু করে।

যেখানেই যথার্থতার প্রশ্ন এসেছে, বিশেষত যেসব ক্ষেত্রে বৈধতা ও ন্যায্যতার প্রশ্ন ছিল, সেখানেই এ-জাতীয় (হায়ারার্কিক্যাল) ধারা গড়ে উঠেছে; শিল্পকলায়, ধর্মতত্ত্বে, সরকারব্যবস্থায়, আদবকেতায় এবং এমনকি বিজ্ঞানেও। বাস্তবে খুব বড় প্রভাব না ফেললেও যেখানে বৈধতার প্রশ্ন ছিল, সেখানে এটি বৈধতার কাঠামো কী—তা গড়ে দিয়েছে। আর যেসব ক্ষেত্রে বৈধতার সচেতন চাহিদা অত জোরদার ছিল না, সেসব ক্ষেত্রে এই রীতিবোধ (sense of style) বাস্তব চর্চায় পর্যাপ্ত প্রভাব ফেলেছে। এভাবে দক্ষিণ-পশ্চিম ইয়োরোপের কিছু অংশে অন্তত কয়েক দশকের জন্য হলেও বহু কর্মকাণ্ডে একটি তুলনামূলক সামঞ্জস্যপূর্ণ ধারা (হাই গথিক) গড়ে উঠেছিল। কয়েক শতাব্দী ধরে এই ধারা প্রস্তুত ও গঠিত হয়েছিল এবং এর কিছু উপাদান দীর্ঘ সময় পরও অক্সিডেন্টাল সংস্কৃতির বৃহৎ অংশকে রং দিয়েছে, ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে। কিন্তু বাস্তবে একে পূর্ণ মধ্যযুগীয় অক্সিডেন্টের স্বাতন্ত্র্য হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

এখন আমরা 'হাই গথিক' স্টাইলের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র আঁকার চেষ্টা করব, যা অক্সিডেন্টের সর্বোচ্চ চূড়া। তারপর আমরা ধর্মীয় ও সামাজিক

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মাধ্যমে গণদায়িত্ব আদায়ের ব্যক্তিগত দায় ইসলামের অপরাপর বিধানের মতোই হয়ে ওঠে এবং গণদায়িত্ব আদায়কালে তারা যদি কোনো চুক্তিতে আবদ্ধ হয়, সেটি সরকারি ক্ষমতার চুক্তি (বা শরিয়াহর অংশ) বিবেচিত হবে না, তাদের ব্যক্তিগত চুক্তি হিসেবেই বিবেচিত হবে; শরিয়াহ আইনে। উদাহরণত, উত্তরসূরিদের মাঝে হারুনুর রশিদ কর্তৃক খিলাফতের অঞ্চল ভাগজোগ।

মুসলিম বিশ্বের এই চরম ব্যক্তিগত সম্মতিবাদী নীতি অক্সিডেন্টের পাবলিক করপোরেট বা গণসংঘনীতির পুরোপুরি বিপরীত। সাধারণত বৃহৎ সংস্কৃতিগুলোতে কিছু দায়িত্ব ও সম্পত্তিকে বিশেষ মর্যাদা প্রদান করা হয়, যেমন সামাজিক অঙ্গসমূহ বা রাষ্ট্র। কিন্তু এ-জাতীয় 'বিশেষ' অবস্থা একটি বৃহত্তর নৈতিক মানদণ্ডের আলোকে সৃষ্ট, যা মূলত ব্যক্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যেমন সাসানিদের ভেতর রাজকীয় খবারনাহ (ফারসিতে খুওরাহ) বা ঐশ্বরিক আধ্যাত্মিক আবহ সম্রাটকে সাধারণ মানুষের থেকে আলাদা করে তুলত। কিন্তু তাঁর মাঝে এই ঐশ্বরিকতা ততক্ষণই থাকত, যতক্ষণ তিনি শাসনের যোগ্য। কিন্তু অক্সিডেন্টে পাবলিক দায়দায়িত্বের স্পেশাল স্ট্যাটাসকে চূড়ান্ত মাত্রায় নিয়ে যাওয়া হয়। গণকার্যালয়গুলোর স্বায়ত্তশাসন ছিল স্থায়ী; ফলে গণপরিসর ও ব্যক্তিগত পরিসরের মাঝে, পাবলিক আইন ও প্রাইভেট আইনের মাঝে সৃষ্টি হয় এক দুর্লঙ্ঘ্য দেয়াল, যে দেয়াল এতই শক্তিশালী যে এখান থেকে উপসংহার টানা যায়—রাষ্ট্রের রয়েছে স্বকীয় নৈতিকতা, যা ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রযোজ্য নৈতিকতার অধীন নয়। পক্ষান্তরে ইসলামি নীতিমালা অনুযায়ী গণদায়িত্বের এ রকম কোনো বিশেষ মর্যাদার অস্বীকৃতি জানানো হয়েছে, সাম্যবাদী এবং নৈতিক বিবেচনার ওপর অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করা হয়েছে; এমন মাত্রায় যে সংঘ বা করপোরেটের পদমর্যাদা এবং সমস্ত কর্মকাণ্ড ব্যক্তিগত দায়দায়িত্বের অধীন।

আবার এগুলোকে 'ব্যক্তিগত কার্যাদি' হিসেবে উল্লেখ করারও সুযোগ নেই। কারণ, মুসলিমরা পাবলিক-প্রাইভেট জোড়বন্ধকেই অস্বীকার করে, অক্সিডেন্টালরা যেটাকে চরম শিখরে নিয়ে গেছে। এখানে আমি যা বলছি, তা অবশ্য বৌধিক দৃষ্টিভঙ্গি। মধ্যযুগের প্রারম্ভিককালে অক্সিডেন্ট বা মুসলিম বিশ্ব—কোনোটাতেই এই পার্থক্য এত তীব্র ছিল না। অধিকন্তু, কিছু কিছু ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যকার ব্যবধান ছিল 'দৈবক্রম'।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

একই প্রক্রিয়া, একই মডেল, যা সর্বদাই চুক্তি-ধাঁচের ছিল। কর্তৃপক্ষ পরিবর্তনের সাথে সাথে 'চুক্তিও' পুনর্নবায়ন করতে হয় এবং শুধু তাদের জন্যই আনুগত্য বাধ্যতামূলক, যারা ব্যক্তিগতভাবে তা গ্রহণ করে নেয় (খলিফার মৃত্যু হলে নতুন খলিফার হাতে পুনরায় বাইয়াত নিতে হয়। অনুরূপ পীরের মৃত্যু হলেও নতুন পীরের নিকট পুনরায় বাইয়াত নিতে হয়)। পশ্চিমা স্কলাররা প্রায়ই ইসলামি বিশ্বের এ-জাতীয় বিনিময়গুলোকে অক্সিডেন্টের লেজিটিমিস্টিক ধারার সাথে খাপ খাওয়ানোর ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন। বলাই বাহুল্য, তাদের শ্রম পণ্ডশ্রমে পর্যবসিত হয়েছে। আদতে অক্সিডেন্টের আনুগত্যের শপথের সাথে বাইয়াতের বাহ্যিক সামঞ্জস্য থাকলেও প্রকৃত রূপ ও কার্যকারিতার বিচারে দুটি সমান নয়।

ব্যক্তিগত দায়দায়িত্ব আরোপিত হয়েছে একটি 'সুনির্দিষ্ট স্থির আইনি কাঠামোর অধীনে, যা বৈশ্বিকভাবে বাস্তবায়নযোগ্য'। সর্বনিম্নসংখ্যক মুসলিমের উপস্থিতি নিশ্চিত হলেই এই গণদায়িত্ব চর্চা শুরু হতো, সুফিরা এতে যুক্ত করেছেন অর্থবহতা, আধ্যাত্মিকতা; অধিকতর গভীর মাত্রায়, ব্যক্তির আধ্যাত্মিকতার পরিমাপ অনুসারে। যদিও শরিয়াহ আইন মাজহাবে মাজহাবে ভিন্ন, কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গির ক্রমাগত লেনদেন মাজহাবগুলোকে অধিক থেকে অধিকতর নিকটবর্তী করেছে, তীব্র অসামঞ্জস্য ও বৈপরীত্য পরিহারে সচেতন সামাজিক চাপ ছিল (যা খ্রিষ্টবাদে ঘটেনি), ফলে ক্রমান্বয়ে উদ্ভূত আইনি মানদণ্ড ইসলামি বিশ্বের সর্বত্র কমবেশি একই রকম ছিল। প্রাক্-আধুনিক যুগে সম্ভাব্য সবচেয়ে বেশি আইনি সামঞ্জস্য ইসলামি আইনেই ছিল, অন্তত কিছু ক্ষেত্রে; ইসলামি আইনের বিশ্বব্যাপী অকল্পনীয় বিস্তার সত্ত্বেও। যেখানেই মুসলিমদের উপস্থিতি, সেখানেই শরিয়াহ আইনের প্রয়োগ ছিল। কোনো ভূখণ্ডকেন্দ্রিক কর্তৃপক্ষ, অফিশিয়াল কর্মকর্তার প্রয়োজন হয়নি। শরিয়াহ আইন মানতে ইচ্ছুক, এমন কিছু মুসলিমের অস্তিত্বই যথেষ্ট। আর আইনের প্রয়োগ পর্যবেক্ষণ করার জন্য ন্যূনতম কিছু জ্ঞানী লোকের উপস্থিতি। সদ্য প্রতিষ্ঠিত কোনো মুসলিম সমাজে প্রথম দিকে শরিয়াহ আইন যথাযথভাবে বাস্তবায়িত না হলেও মুসলিম ভূখণ্ডসমূহের যেকোনো স্থান থেকে পরিব্রাজনে আসা প্রতিজন মুসলিম স্কলার এ ক্ষেত্রে অবদান রাখতেন, একে অধিকতর বিশুদ্ধ করার প্রয়াস চালাতেন এবং নিশ্চিত করতেন শরিয়াহর ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ যেন কখনোই স্থানীয় আইন ও রীতিনীতির পর্যায়ে নেমে না যায়। বৈশ্বিক ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অগ্রগামী। যেমন চুক্তিসমূহে শরিয়াহ আইন অনুযায়ী মৌখিক কথার চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যুক্ত পক্ষগুলোর প্রকৃত 'উদ্দেশ্যের' ওপর। মারওয়ানি যুগে লিখিত চুক্তির গ্যারান্টর হিসেবে জীবিত সাক্ষীর শর্তারোপিত ছিল, এটি সম্ভবত এ জন্যই রাখা হয়েছিল যেন পক্ষগুলোর উদ্দেশ্য জানা যায়। এমনকি যখন কোনো পক্ষ নিজ দাবি বা অধিকার পরিত্যাগ করে, তখনো শরিয়াহ আইনে সমতার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

উভয় অঞ্চলের আইনি প্রতিষ্ঠানসমূহও তথাকার আইনি ধারার ছাঁচে গঠিত হয়েছিল। অক্সিডেন্টে অ্যাডভোকেটরা এক 'পক্ষের' বিপরীতে অপর 'পক্ষের' জন্য লড়ে। ফলে আইনের খুঁটিনাটি বিষয়ে জ্ঞান থাকার সুবাদে নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে চরম ধোঁয়াশাপূর্ণ মামলায়ও লড়ে। নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটি অনুচিত। তবে প্রতিটি কেসের বিশেষ দিকগুলো উপেক্ষা করা হচ্ছে না—তা এই পদ্ধতির মাধ্যমে নিশ্চিত হয়েছে। অক্সিডেন্টের অ্যাডভোকেটদের মতো মুসলিম মুফতিরাও প্রতিটি পরিস্থিতির বিশেষত্ব ও দুর্বোধ্যতার ব্যাপারে সচেতন ছিলেন। কিন্তু উদ্ভূত সমস্যা নৈর্ব্যক্তিকভাবে সমাধান করতে বলা হয়েছে তাঁকে—বিবদমান পক্ষসমূহের পরিবর্তে তিনি বিচারককে পরামর্শ প্রদান করেন, পরিস্থিতির নৈতিক দিক ব্যাখ্যা করেন এবং ফাতাওয়ার মূলনীতি অনুযায়ী মুফতি মামলার পক্ষ-বিপক্ষ জানতে পারবেন না। অক্সিডেন্টে কাল্পনিক আইনি সত্তাসমূহের বেশ বিকাশ ঘটেছে, বিশেষত করপোরেটিভ আইনে, যেখানে ব্যক্তির পাশাপাশি সংঘ বা করপোরেশনকেও একটি আইনি সত্তা হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। ফলে পদবিকে (offices) প্রদত্ত স্বাধীন অধিকারগুলো চর্চা করতে পারবে। শরিয়াহ আইনে এ রকম কাল্পনিক বিষয় যদিও রয়েছে—যেমন হিলা—কিন্তু তা আইনের অপরিহার্য অনুষঙ্গ নয়, বরং আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে ঘটা দৈবচক্র এবং এগুলোর ভূমিকাও ছিল নৈতিকতাপ্রসূত; এমন একটি অবস্থান সুনিশ্চিত করা, সুযোগ থাকলে বাস্তবতা যেদিকে ধাবিত হওয়া উচিত ছিল।[২৭]

---

২৭ ইসলামে হিলাগুলো মৌলিকভাবে এমন ক্ষেত্রে অনুমোদিত, যেখানে ইসলামবিরোধী উপাদান রয়েছে, বাস্তবতার কারণে তা এড়ানো যাচ্ছে না, কিন্তু তা এড়ানো উচিত। ফলে ইসলামে নিষিদ্ধ বিষয় থেকে বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যে হিলা বা কৌশলের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ক্ষেত্রেই এর ব্যতিক্রম ছিল। যেমন মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বংশধরদের বিশেষ কিছু বিধান মেনে চলতে হতো। তারা সাদাকা গ্রহণ করতে পারে না, তবে সমস্ত মুসলিমের হৃদ্যতা ও অন্যান্য উদারতার হকদার। তাদের বিবাহবন্ধন হতে হবে নিজেদের ভেতর। অনুরূপ, ক্ষেত্রবিশেষে অনেক সেনাদল নিজেদের অতি ক্ষুদ্র বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত সেনাদলে সীমাবদ্ধ করে ফেলত। কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদে সামাজিক চাপে এগুলো ভেঙে পড়তে কিংবা উন্মুক্ত হতে বাধ্য হয়েছে, কারণ, তাদের সীমাবদ্ধ বিশেষ সুবিধাদির কোনো সামাজিক স্বীকৃতি ছিল না বা স্বীকৃতির ভিত্তি ছিল না।

ব্যক্তিগত সম্পর্কগুলো যদিও নিখাদ চুক্তি (contract) ছিল না, তবে চুক্তিবাদী (contractual) ছিল। শরিয়াহ আইন অনেক সম্পর্ককেই চুক্তিবাদী রূপ দিয়েছে, কিন্তু সময়ে সময়ে সাময়িক রূপ শরিয়াহর বাইরেও গিয়েছে। কোনো স্বাধীন পদবি ব্যক্তিগত ক্যারিশমা, সুনির্দিষ্ট আইন কিংবা রীতিবলে অর্জিত হলে ধরে নেওয়া হতো তা পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে হয়েছে এবং একে ব্যক্তিদের মধ্যকার সম্পর্ক ও সম্মতি হিসেবেই বিবেচনা করা হতো। ক্ষেত্রবিশেষে এটি ঘটত ব্যক্তিগত পৃষ্ঠপোষকতার আদলে, যা এ ধরনের সমাজে বহুল প্রচলিত। ক্ষেত্রবিশেষে ঘটত পুরোপুরি আইনি চুক্তির মাধ্যমে। যেমন বিবাহ; যা স্থায়ী প্রতিশ্রুতি হিসেবে নয়, বরং চুক্তি হিসেবে বিবেচিত; কাঙ্ক্ষিত ফলাফল লাভে ব্যর্থ হলে রদযোগ্য। গণপরিসরেও অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গি বিরাজমান ছিল।

যার উদাহরণ খিলাফত। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের নীতি অনুযায়ী পরবর্তী খলিফা নির্বাচিত হবে উম্মাহর উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে কিংবা বাইয়াতের (আনুগত্যের শপথ) মাধ্যমে। অভিজাতদের আনুগত্য নিছক তাদের ব্যক্তিগত আনুগত্য হিসেবে নয়, বরং নিজ নিজ সম্প্রদায়ের আনুগত্য বলে বিবেচিত। অর্থাৎ শুধু বর্তমান খলিফার স্বীকৃতিই যথেষ্ট নয়, বরং ব্যক্তিগতভাবে প্রতিজন মুসলিমের সম্মতি প্রয়োজন। শিয়া তত্ত্ব অনুযায়ী প্রতিটা শিয়ার ধর্মীয় দায়িত্ব ইমাম মানা। এ ক্ষেত্রে তারা সেই হাদিসটি ব্যবহার করে, যাতে বলা হয়েছে 'যে ইমাম না চিনে মৃত্যুবরণ করল, সে অবিশ্বাসীর মৃত্যু পেল'। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতও এই হাদিসটি গ্রহণ করেছে। সেনাবাহিনী কর্তৃক, অভিজাত কর্তৃক আমির গ্রহণ আর সংশোধনকামী কর্তৃক পীর গ্রহণ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সামগ্রিক উন্নয়ন, ধর্মে অনুরূপ কিছু উন্নয়নের ফলে সম্ভব হয়ে উঠেছিল। তাই ধর্মের মতো সামাজিক ক্ষেত্রগুলোতেও বাহ্যিক সরলীকরণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সামাজিক বৈচিত্র্যকে অতীব কার্যকর করে তোলে; সুতরাং এই সরলীকরণ কোনোভাবেই আদিমতার নিদর্শন নয়।

অক্সিডেন্টের লেজিটিমিজমের (বৈধতাবাদ) মোকাবিলায় ইসলামি বিশ্বের সামাজিক বিন্যাসের কেন্দ্রীয় পরিচয়—আমির বা নেতার আনুগত্যের ব্যবস্থাকে বলা চলে ক্ষণস্থায়িত্ববাদ (occasionalism), যেখানে প্রেক্ষাপট বিবেচনায় সবকিছুতে সাময়িক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে, কিন্তু সেই প্রেক্ষাপটে সৃষ্ট বিন্যাস ও শক্তিকে স্থায়ী রূপ দেওয়া হয়নি, পবিত্রতা আরোপ করা হয়নি, যা তাৎক্ষণিক প্রয়োজনীয়তা চলে যাওয়ার পরও বহাল থাকবে। এটি ছিল যেকোনো ফিক্সড স্ট্যাটাসের পরিবর্তে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সমুন্নত রাখার যে প্রবণতা—তার প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়াস ও প্রকাশ। চিত্রকলাও বৃহত্তর ধারার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। যদি অক্সিডেন্টাল লেজিটিমিজম ক্ষেত্রবিশেষে স্বতঃসিদ্ধ উদ্ভটতার দিকে নিয়ে গিয়ে থাকে, তবে ইসলামি বিশ্বের অকেশনালিজমকে বলা চলে শক্তি প্রয়োগের (violence) সাময়িক ফল। যদিও মুসলিমদের মাঝে সব সময়ই কোনো পদের জন্য মনোনয়ন প্রার্থী ব্যক্তি অবশ্যই সে পদের যোগ্য হবে—এর ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, অন্তত তাত্ত্বিক দিক থেকে। খলিফা পুরোপুরি অযোগ্য এবং পদচ্যুত হতে পারে, অন্ধত্বের কারণে; অক্সিডেন্টে রাজার বিপরীত। ইসলামের সুবিশাল বিস্তৃতি যুগে এই নীতি মুসলিম বিশ্বকে বিজয়েই শুধু সুবিধা দেয়নি, বরং বিজিত অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতেও সহায়তা করেছে।

অক্সিডেন্টের হায়ারার্কিক্যাল করপোরেটিভিজম বা ক্রমবিন্যস্ত সংঘবাদের মোকাবিলায় ইসলামি বিশ্বে যেটা প্রচলিত ছিল, তাকে আমি বলি ইউনিটারি কন্ট্রাকচুয়ালিজম বা বৃহত্তর চুক্তিবাদ; যেখানে চূড়ান্ত বৈধতা স্বায়ত্তশাসিত সংঘসমূহ থেকে উৎসারিত নয়, বরং 'সর্বজনীন সম্মতিভিত্তিক দায়িত্বপ্রাপ্তি' থেকে। অর্থাৎ বৈধ কর্তৃত্ব এমন কিছু কাজের মাধ্যমে প্রকাশিত হতো, যেগুলো তার ব্যক্তিগত দায়দায়িত্বের ফলাফল। যেমন শহরের আমির, নামাজের ইমাম, যুদ্ধক্ষেত্রের গাজি থেকে শুরু করে পরিবারের স্বামী। পাবলিক ডিউটি আদায়ের ব্যক্তিগত দায়ের এই মূলনীতি শরিয়তে দুটি ধারণার ভেতর অত্যন্ত চমৎকারভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। একটি হচ্ছে ফরজে আইন, অপরটি ফরজে কিফায়া। এই দুই

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

স্থানীয় স্বতন্ত্র ধারা গড়ে না ওঠে। নতুন কোনো প্রবিধান জারি করা বাদেই এই সিস্টেম বিস্তারযোগ্য ছিল—গোটা মানবজাতিতে।

আইনের ক্ষেত্রে কন্ট্রাকচুয়ালিজম বনাম ফর্মালিজম

অনুমান করা যায়—ইসলামের মধ্যসময়ের কন্ট্রাকচুয়ালিজম (চুক্তিবাদ/সমঝোতাবাদ) নীল-অক্সাস অববাহিকার বণিকবান্ধব সাম্প্রদায়িক ঐতিহ্য থেকে উদ্ভূত, আমাদের অনুকূল অবস্থান থেকে যার সর্বোচ্চ শিখর প্রত্যক্ষ করা সম্ভব। ব্যবসায়ী প্রবণতা বুদ্ধিবৃত্তিক পর্যায়ে নৈতিক, জনকেন্দ্রিক, বাস্তববাদী ঝোঁক তৈরিতে সহায়তা করেছে, যার প্রকাশ আমরা শরিয়াহভাবাপন্ন ধর্মবেত্তাদের মাঝে দেখতে পাই। অনুরূপ প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে তা, একইভাবে, বৃহত্তর কন্ট্রাকচুয়ালিজম তৈরিতে সহায়তা করেছে। সংক্ষেপে—যা ঘটেছে—শরিয়াহবান্ধব ইসলামি ধারার জনকেন্দ্রিক এবং নৈতিক প্রবণতায় এটি সুস্পষ্ট যে একেশ্বরবাদী ধর্মীয় সম্প্রদায় শুধুই সামাজিক কাঠামোর অনুগত এবং (সম্প্রদায়) সামাজিক বৈধতা পরিচলনের সর্ববৃহৎ মাধ্যমে পরিণত হয়। ফলে ধর্মীয় 'সম্প্রদায়ের' সম্প্রদায়ভিত্তিক আইন তাদের সাম্প্রদায়িক পূর্বানুমানসমূহের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, কোনো ভূমিভিত্তিক রাষ্ট্রের ওপর নয়; যদিও ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলো কৃষি স্তর রাষ্ট্রসমূহের ভূমিনির্ভরতা থেকে পুরোপুরি মুক্ত ছিল না। সম্প্রদায়ভিত্তিক আইনেরই প্রাবল্য ছিল, যা নিখাদ বৈধতার একমাত্র উৎস। যদিও এটি পুরোপুরি মুক্ত ছিল না; শক্তির ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, যা রাষ্ট্রের হাতে ন্যস্ত ছিল। তবে রাষ্ট্রের ভূমিকা ছিল সংকুচিত, বিশেষত আইনের ক্ষেত্রে।

এটি সম্ভব হয়েছিল, কারণ, একেশ্বরবাদী ধর্মগুলো অন্তত সমাজের গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরগুলোতে একক সাম্প্রদায়িক আনুগত্য গড়ে তুলতে পেরেছিল। ইসলামি বিশ্বের কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলোর ভেতরে থাকা অপরাপর একেশ্বরবাদী সম্প্রদায়গুলোও—যারা ইতিমধ্যেই সূচিত হওয়া ইসলামি ধারা অনুসরণ করছিল—বিচারিক ক্ষেত্রে ইসলামি সমাজগুলোর মতো স্বনির্ভর হয়ে উঠেছিল। গোটা অঞ্চলজুড়ে ইসলামি সম্প্রদায়সমূহের প্রভাবশালী অবস্থান ছাড়া এখানকার বিশপ ও রাবাইদের বিচারিক স্বায়ত্তশাসন সম্ভব ছিল না। তা দ্বিতীয় পর্যায়ে থাকত। প্রথম পর্যায়ে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আমলাতান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্র বিলীন হয়ে যাওয়ার পর উভয় অঞ্চলেই গণপদবিগুলো কমবেশি ব্যক্তিগত অর্জন হয়ে ওঠে। মুসলিমদের মধ্যে কিছুটা 'পাবলিক' সেন্স—নিজস্ব নীতিনৈতিকতাসমেত—পুরোপুরি অনুপস্থিত ছিল না। যেমন খলিফা অপরাপর শাসকদের বৈধতাদানের ক্ষমতা রাখতেন, এভাবে খিলাফতে রাশেদার যুগে আমলাতান্ত্রিক গণশৃঙ্খলা রক্ষার যে ধারা, তা কিছুটা হলেও বহাল ছিল। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে আমির বা ইকতার অধিকার মূলত পাবলিক রাইটসের ওপর ব্যক্তিগত কর্তৃত্ব, যা অক্সিডেন্টের চর্চার সাথে যায়। যা-ই হোক, উভয়ের মাঝে ব্যবধান যথাস্থানে বহাল ছিল। অক্সিডেন্টে এটি সর্বস্বীকৃত ছিল যে রাজা নিজ নিরাপত্তার জন্য—জনগণের নিরাপত্তার জন্যই রাজার নিরাপত্তা দরকার—এমন সব কাজ করতে পারবেন, যা পূর্ণাঙ্গ নৈতিকতার সাথে যায় না। অপর দিকে আমির এবং ইকতা অধিকারীকে ব্যক্তি হিসেবেই বিবেচনা করা হতো অন্যান্য মানুষের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে, যা তাদের কর সংগ্রহের পদ্ধতি, অন্যান্য কর্তৃপক্ষের সাথে তাদের সম্পর্ক এবং এমনকি তাদের নিজ পদের উত্তরাধিকারকেও প্রভাবিত করেছে।

অক্সিডেন্টে অসংখ্য কর্তৃপক্ষের হাতে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ একসময় এখানকার প্রাচীন চর্চা পাবলিক-প্রাইভেট ব্যবধানকে—উৎসাহী আইনজ্ঞরা নতুন ব্যবস্থায় যার ব্যাপক ভূমিকা দেখতে চাচ্ছিল—হুমকির মুখে ফেলে দেয়। যেমন কিছু সময়ের জন্য মনে হচ্ছিল সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কগুলোকে কন্ট্রাকচুয়ালিস্টিক (মুসলিম বিশ্বে প্রচলিত সম্মতিভিত্তিক) দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু সামন্তবাদের অধিকাংশ বৈশিষ্ট্য এই পদটাকে, বরং গোটা সামন্ত ব্যবস্থাটাকেই করপোরেটিভ দৃষ্টিকোণ থেকে পুনর্ব্যাখ্যার ঝোঁকপ্রবণ ছিল। যে ব্যাখ্যায়—ব্যক্তি নয়, বরং অফিস বা পদবিটা স্বাধীন। ফলে এই নীতিমালা অনুযায়ী এমনকি 'জেরুজালেমের সম্রাট' পদবিও বিক্রিযোগ্য! যা মুসলিমদের নিকট পুরোপুরি উদ্ভট রীতি। যা-ই হোক, বাস্তবে এই নীতি যত উদ্ভটই হোক, উভয় অঞ্চলের বৈপরীত্য সে সময়ের সমাজগুলোতে স্বতন্ত্র রীতিনীতি গড়ে তুলছিল।

ইসলামি বিশ্বে গণপদবি বা পাবলিক অফিসের ব্যক্তিগত দায়দায়িত্বের ধারণা সাম্যবাদী ছিল। নীতিগতভাবে যোগ্য যে কেউ তা পেতে পারত। একবার মুসলিম হয়ে গেলে তার পূর্বপুরুষ কী ছিল তা বিবেচ্য নয়। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে শরিয়াহ ও প্রচলিত রীতি—উভয়

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

থাকত সাম্রাজ্যের আমলাতান্ত্রিক আইন ও বিচার। মুসলিম সম্প্রদায়ের সার্বজনীনতা ও বৈশ্বিকতাই সাম্রাজ্যের আমলাতন্ত্রের উর্ধ্বে উঠতে সক্ষম হয়েছে। ইসলামের ব্যক্তিগত দায়দায়িত্বের নীতি বাদ দিয়ে ইসলামি কন্ট্রাকচুয়ালিজমের সফলতার সম্ভাবনা খুবই কম ছিল, নীল-অক্সাস অববাহিকার অনুকূল পরিবেশ সত্ত্বেও।

বৈধতাপ্রাপ্তির দুই ধারা—অক্সিডেন্টের হায়ারার্কিক্যাল করপোরেটিভিজম (ক্রমবিন্যস্ত সংঘবাদ) এবং ইসলামি বিশ্বের ইউনিটারি কন্ট্রাকচুয়ালিজমের (বৃহত্তর চুক্তিবাদ) ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব রয়েছে, যা তাৎক্ষণিকভাবে দৃষ্টিগোচর হয়নি। ক্ষেত্রবিশেষে ইসলামি বিশ্ব ও অক্সিডেন্টের চর্চা অনুরূপ ছিল, যা উপরিউক্ত বৈপরীত্যের বিপরীত এবং তাদের মধ্যকার সমস্ত ভিন্নতাই এই বৈপরীত্য থেকে উৎসারিত ছিল না। বরং বৈচিত্র্যের অন্যান্য উৎসও ছিল। উভয় ধারা সুনির্দিষ্ট কিছু সামাজিক সম্পর্ককে শুধু সহজতরই করেনি, অপর কিছু সম্পর্কের উদ্ভব বাধাগ্রস্ত ও সীমিতও করেছে। প্রভাবগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রতিটি সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্রের ইকোলজিক্যাল গঠন থেকে উৎসারিত প্রবণতাগুলো এবং বৈধতাদানের উপায়সমূহ। দ্বিতীয় পর্যায়ে এসে খোদ বৈধতাদানের উপায়গুলোর নিজস্ব প্রভাব সৃষ্টি হয়েছে, যা হয়তো এদের বাদে অপ্রয়োজনীয় ছিল।

ইসলামি বিশ্বে সাময়িক শাসনের পরিবর্তে আইনের শাসনের চাহিদা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে, যা একটি নৈতিকতার দিকে মোড় নেয়; অক্সিডেন্টে জায়মান ফর্মালিস্টিক (পূর্বেকার সংস্কৃতির অনুবর্তিতা/প্রথানুবর্তিতা) প্রবণতার বিপরীতে। প্রায়শই উভয় ধারা অধিকতর বৈপরীত্যের দিকে গিয়েছে। সব সংস্কৃতিতেই কিছু না কিছু ফর্মালিজমের উপস্থিতি পাওয়া যায়, বিশেষত যেগুলো প্রচলিত ধর্মীয় রীতিনীতি ও বিশ্বাসনির্ভর। কিন্তু অক্সিডেন্টে একে এমন মাত্রায় নিয়ে যাওয়া হয়, যা ক্ষেত্রবিশেষে সেসব বিচারের বৈধতা প্রদানেও উদ্বুদ্ধ করেছে, যেগুলো অজনপ্রিয় কোনো অবস্থানকে সুরক্ষা দিয়েছে কিংবা এমনকি লজ্জাজনক বিষয়ে পরিণত হয়েছে; আইনি দৃষ্টিকোণ থেকে এগুলোকে কোর্টের 'বিজয়' হিসেবে দেখা হয়! শরিয়াহ আইন প্রবাহিত হয়েছে ভিন্ন স্রোতে। আইন একটি প্রাকৃতিক ক্ষেত্র, যেখানে নৈতিক মূল্যবোধকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করতে হয়, অন্য সবকিছুর মোকাবিলায়। এ ক্ষেত্রে শরিয়াহ আইন অপরাপর সমস্ত সিস্টেমের চেয়ে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আধুনিক ওয়েস্টার্নাররা ইসলামি আইনের নৈতিকতাবাদকে দেখে গুরুতর 'ত্রুটি' হিসেবে। তাদের ভাষ্যমতে—ব্যক্তিগত দায়দায়িত্বের ওপর গুরুত্বারোপ করতে গিয়ে শরিয়াহ আইনে পাবলিক ল-এর যেকোনো স্বাধীন ক্ষেত্রের অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়েছে, ফলে এতে পাবলিক রিয়েলিটির বৈধতাদান এবং নিয়ন্ত্রণের কোনো উপায় নেই। প্রাক্-আধুনিক যুগে নৈতিকতাবাদী আইনগুলোর প্রশ্নাতীত সর্বজনীন নৈতিকতার ফলে সেগুলো তুলনামূলক অনমনীয় হতো এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতি বা স্থানের সাথে খাপ খাওয়াতে অক্ষম ছিল। সবশেষে শরিয়াহ আইন ফর্মালিজম পরিত্যাগ করতে গিয়ে এমন কিছু কৌশল হারিয়ে ফেলেছে, যেগুলো অক্সিডেন্টে সরকারি চাহিদা কিংবা রাষ্ট্রক্ষমতার হাত থেকে ব্যক্তির অধিকার রক্ষায় কার্যকর ছিল।

সামাজিক প্রেক্ষাপট, ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক সীমানাজুড়ে মুসলিমদের অত্যধিক সামাজিক গতিশীলতা সম্ভব হয়েছিল শরিয়াহ আইনের বলেই, যা তার নিজস্ব পন্থায় ব্যাপক মাত্রায় ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছে এবং উচ্চ মাত্রার আইনি স্থিরতা বাদে কোনো আইনই এই গতিশীলতা নিশ্চিত করতে সক্ষম ছিল না। তবে এই স্থিরতা তীব্র হুমকিগ্রস্ত হচ্ছিল এই কারণে যে সমস্ত মুসলিম ল শরিয়াহ ল ছিল না, তবে শরিয়াহ খুব সফলভাবে কেন্দ্রীয় অবস্থান ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছিল এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে সংহতি ধরে রাখতে পেরেছিল—মুফতিদের ফাতাওয়ার মাধ্যমে, গোটা দারুল ইসলামজুড়ে। শরিয়াহ আইনের তুলনামূলক স্থিরতা আইনের ব্যাখ্যাতাদের স্বাধীন অবস্থান নিশ্চিত করেছিল, ফলে ওলামা এবং সুফি—উভয়েই এমন অবস্থানে ছিলেন, যেখান থেকে তাঁরা রাজনৈতিক ক্ষমতাকে নিজ সীমারেখায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন; যদিও তা কখনোই তাঁদের কাঙ্ক্ষিত পরিবেশে ছিল না এবং এটি এর গুরুতর প্রভাবমুক্তও ছিল না।

আধুনিক সময়ে উভয় আইনকেই পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছে। অক্সিডেন্টাল ফর্মালিজম শেষমেশ সামাজিক বিবেচনার পথ উন্মুক্ত করে দিতে বাধ্য হয়েছে, কোন আইনি ধারণা সামাজিক বাস্তবতার

অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। হারাম বিষয়কে লিগালাইজ করা কিংবা শরিয়তের বিধানকে পাশ কাটিয়ে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করার উদ্দেশ্যে নয়।

—রফিকুল হাসান

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ, তা বিবেচনায় নিতে হয়েছে। অনুরূপ মুসলিম মোরালিজমও রাষ্ট্রের সুসংগঠিত শক্তির মোকাবিলায় পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের চাহিদানুযায়ী নৈর্ব্যক্তিক বিষয়াদির অনুমোদন প্রদান করতে হয়েছে।

অক্সিডেন্টের ফর্মালিস্টিক ল সেখানকার করপোরেটিভ ন্যাচার বা সংঘবাদী চরিত্রের সাথে সংগতিপূর্ণ ছিল। সেখানে একজন ব্যক্তির মর্যাদা নির্ণীত হতো সেসব অসংখ্য সংঘে তার সদস্য পদের ভিত্তিতে, যেগুলো ব্যক্তি ও বৃহত্তর সমাজের মধ্যকার যোগসূত্র হিসেবে কাজ করত। পৌরসভা, এস্টেট কিংবা চার্চের মতো সংঘসমূহের সদস্য হিসেবে তারা 'বিশেষ কিছু স্বাধীনতা' ভোগ করত, যা সেই সংঘের অবস্থা অনুপাতে ঐতিহাসিক বাস্তবতার আলোকে নির্ধারিত। লন্ডনের নাগরিক হিসেবে যেসব অধিকার ভোগ করত, শুধু একজন মানুষ হিসেবে সেসব অধিকার ভোগ করত না, এমনকি একজন ইংলিশম্যান হিসেবেও নয়। বৈশ্বিকভাবে প্রযোজ্য আইনি ধারা হিসেবে প্রাচীন রোমান আইনসমূহকে পুনঃপ্রবর্তন প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এ-জাতীয় সুনির্দিষ্ট অধিকারসমূহকে বৈশ্বিক চর্চার মূলনীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা যায় না, বরং এগুলো তথাকার সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ঘটনাবলির সাথে সম্পৃক্ত। অধিকারগুলো ব্যাখ্যায় ফর্মালিজমের সহায়তা যত বেশি নেওয়া হয়েছে, পরবর্তী সময়ের পরিবেশ-পরিস্থিতির 'হস্তক্ষেপ' থেকে সেগুলো তত বেশি সুরক্ষিত হয়েছে, যখন হয়তো পূর্বেকার ক্ষমতা-সম্পর্ক পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। মুসলিম মোরালিস্টিক ল, অনুরূপ, ইসলামি বিশ্বের কন্ট্রাকচুয়ালিজমের সাথে সংগতিপূর্ণ ছিল, যেখানে ব্যাখ্যামূলক প্রবণতা যথাসম্ভব সংকুচিত করা হয়েছে, অন্তত নীতিগতভাবে। মুসলিমদের নিকট যা গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তা 'বিশেষ কিছু স্বাধীনতা' নয়, বরং স্বাধীনতা; তার স্বাধীন মুসলিম স্ট্যাটাসের ভিত্তিতে প্রাপ্ত। এর সুরক্ষায় ছিল সর্বত্র এবং সর্বযুগে প্রযোজ্য মূলনীতিসমূহ; যা কোনো সুনির্দিষ্ট আইন বা ঐতিহাসিক সংযোগ বলে প্রাপ্ত নয়।[২৮]

---

২৮ শরিয়াহ আইন এই মূলনীতির ওপর ভিত্তিশীল ছিল যে স্বাধীনতা (liberty) মানুষের প্রাকৃতিক অবস্থা, যা বৈধ কারণ ছাড়া বাতিল করা যায় না। বিষয়টি দুর্দান্তভাবে উঠে এসেছে Thomas Arnold এবং Alfred Guillaume-এর সম্পাদিত The Legacy of Islam গ্রন্থে David de Santillana-এর রচিত Law and Society শীর্ষক প্রবন্ধে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রথমে সেসব বিষয়ে জোর দিত, যেগুলো সবার জন্য জরুরি—ইবাদত, আইন, ধর্মতত্ত্ব এবং মৌলিক ইতিহাসের সমস্ত বিষয়। ভাষাগত বিষয়গুলো দ্বিতীয় পর্যায়ের গুরুত্ব পেত, আর সবশেষে মনোযোগ পেত গণিত ও যুক্তিবিদ্যা। মেডিসিন এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চিত হতো মাদরাসার বাইরে আলাদা কেন্দ্রে, আমিরদের পৃষ্ঠপোষকতায়। দর্শন ও সুফি সাইকোলজিও আলাদা কেন্দ্রে চর্চিত হতো, সাধারণত খানকায়। এলিট এসব শিক্ষাকেন্দ্র সাধারণত ইজোটেরিক ধারায় (বিশেষায়িত জ্ঞান, যা সবাইকে প্রদান করা হয় না) পরিচালিত হতো।

অনেক পরে একজন ফরাসি কূটনীতিবিদ এবং স্কলার ওসমানি সালতানাত ভ্রমণ করতে গিয়ে অক্সিডেন্টের তুলনায় মুসলিমদের ব্যক্তিগত সজ্জনতা এবং রুচিশীলতায় মুগ্ধ হয়ে গিয়েছেন। এমনকি প্রাণিকুলের সাথেও অধিকতর 'মানবিক' আচরণ করা হতো। সেই স্কলার সম্ভবত তাঁর স্বদেশবাসীর সংস্কারচিন্তায় প্রভাবিত ছিলেন। যা-ই হোক, যেকোনো মানদণ্ড অনুযায়ীই মধ্যযুগের প্রারম্ভিক সময়ে অক্সিডেন্টের তুলনায় মুসলিম বিশ্ব অধিকতর শহুরে এবং মননশীল ছিল; বুদ্ধিবৃত্তিক এবং দৈনন্দিন নিরাপত্তা—উভয় ক্ষেত্রেই। তবে এটি বহিরাগত হস্তক্ষেপ এবং ক্ষেত্রবিশেষে ধ্বংসযজ্ঞের আশঙ্কায় ছিল।

ঐতিহাসিক অবদানসমূহের উৎসসন্ধান

মানব উৎকর্ষের শিকড় প্রোথিত একদিকে—অনুধাবন, বাস্তবতার সর্বোচ্চ উপলব্ধি এবং মহাবিশ্ব ও নিজের এর ওপর এর অর্থ কী—তার ওপর। অপর দিকে কার্যক্ষেত্রে মানব উৎকর্ষের মূল নিহিত নতুন ধারার কর্মযজ্ঞের সূচনা, এগুলোর যৌক্তিক পরিণতি অনুভবের ভিত্তিতে, নিছক অভ্যাস কিংবা রীতিতাড়িত হয়ে নয়। আমরা বুঝতে শিখেছি যে আমাদের পৃথিবী এত বৃহৎ পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে, যা একইসাথে অসাধারণ স্বাধীন কর্মোদ্যোগ এবং উচ্চাঙ্গের চিন্তাশক্তি ছাড়া সম্ভব নয়। কারণ, প্রকৃত উপলব্ধি যুগান্তকারী কর্মের আবরণেই প্রকাশিত হয়। বিষয়টি যদি এমনই হয়ে থাকে, তবে কর্ম ও চিন্তার মধ্যকার বিভেদ কৃত্রিম। ওয়েস্টার্নাররা অক্সিডেন্টের উৎকর্ষের উৎস ভেবে থাকে মানব উদ্যোগ ও কর্মযজ্ঞের সর্বোচ্চ সুযোগ প্রদানকে, একই সাথে অন্যদের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উত্তরাধিকারে অনেক ক্ষেত্রেই জ্যেষ্ঠতাকে প্রাধান্য দিয়েছেন, পিতার পর বড় ছেলে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবে—এটিই যথোচিত। জ্যেষ্ঠতার কিছু দিক সম্ভবত সর্বজনীন ও বৈশ্বিক। কিন্তু অক্সিডেন্টে একে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে ইসলামি বিশ্বে যদিও জ্যেষ্ঠতার গুরুত্ব ছিল, কিন্তু একে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। অধিকন্তু, কিছু ওয়েস্টার্নার জ্যেষ্ঠতার বিকল্পও অন্বেষণ করেছেন, যা উত্তরাধিকার নির্ধারণের স্থায়ী সমাধান বাতলাবে, যেমন সিনিয়রিটি, যা হয়তো বাস্তবতার সাথে জ্যেষ্ঠতার চেয়ে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ। যারা বিদ্রোহের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসেছে, তাদের ওয়েস্টার্নাররা অনেক ক্ষেত্রেই 'দখলদার' হিসেবে আখ্যায়িত করেন এবং মুসলিম উত্তরাধিকারকে তারা অনিয়মতান্ত্রিকতার অভিযোগে অভিযুক্ত করেন। কারণ, তাঁদের মতে এটি স্থায়ী কোনো মানদণ্ড অনুসরণে ব্যর্থ হয়েছে, যা হয়তো উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাত। যদিও বাস্তবতা হচ্ছে ইসলামি বিশ্বে পৈতৃকসূত্রে প্রাপ্ত উত্তরাধিকার এবং সমন্বিত ভোটের মাধ্যমে উত্তরাধিকার নির্ণয়ের চর্চাকে সর্বোচ্চ 'বিরল' বলা চলে, অনুপস্থিত বলা যায় না এবং এর কারণ এই নয় যে মুসলিমরা তাদের সামাজিক ব্যবস্থাপনাকে সুশৃঙ্খল করতে কম আগ্রহী ছিল, বরং এ জন্য যে মুসলিমদের মধ্যে প্রচলিত কন্ট্রাকচুয়াল (চুক্তিবাদী) মনোভাব বৈধতা নিরূপণের ভিন্ন পদ্ধতি দাবি করছিল। উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে একাধিক চয়েস উন্মুক্ত ছিল, ক্ষেত্রবিশেষে আলোচনার দরজাও। অক্সিডেন্টের স্থায়ী উত্তরাধিকার নির্ণয়ের ফর্মালিস্টিক ধারার বিপরীতে আমরা ইসলামি বিশ্বের প্রতিযোগিতামূলক উত্তরাধিকার দেখতে পাই; যেখানে ব্যক্তিগত দায়দায়িত্ব (যেহেতু পাবলিক দায়িত্বও ব্যক্তিগত দায় হিসেবেই বিবেচিত) সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক গৃহীত হতো।

এই নীতি পূর্বসূরি কর্তৃক উত্তরসূরি ঠিক করে দিয়ে যাওয়ার প্রচলনের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। কারণ, যিনি ক্ষমতায় ছিলেন, যোগ্য উত্তরসূরি নির্বাচন করে দিয়ে যাওয়াও তাঁর 'দায়িত্বের' অন্তর্ভুক্ত। অন্যথায় প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসান ঘটত সমাজের অভিজাতদের—সামাজিক পরিবর্তন যাদের প্রভাবিত করত সলাপরামর্শ ও আলোচনার মাধ্যমে। প্রতিযোগিতার মাধ্যমে উত্তরাধিকার (succession by contest) নির্বাচনের সারকথা এটিই; বাস্তবতার চাহিদা অনুপাতে বহুমুখী দলস্বার্থের সমন্বয়, যা শুধু নির্দিষ্ট মাত্রার দর-কষাকষির মাধ্যমেই সম্ভব। প্রাতিষ্ঠানিক

AI CAMERA
Shot by narzo 50i
2023
আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উপলব্ধির উৎকর্ষের স্বীকৃতি দিতে বেজায় নারাজ। অথচ প্রাক্-আধুনিক যুগের সবচেয়ে কর্মবহুল ঐতিহ্যের অধিকারী ইসলামি বিশ্ব। যেসব অগভীর পর্যবেক্ষক মনে করেন ইসলাম সবকিছুকে তাকদির আর আল্লাহর ইচ্ছা হিসেবে মেনে নেওয়ার গোঁড়ামি তৈরি করেছে, তাঁরাও মুসলিমদের 'গোঁড়ামি' আর গৌরবের স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছেন, বিশেষত অকল্পনীয় শৌর্যে জিহাদ পরিচালনার ক্ষেত্রে। উভয় সমাজেরই কর্মবান্ধবতার সুখ্যাতি রয়েছে। কিন্তু উভয় সমাজের সেই চ্যানেলগুলো কী—যার ভায়ায় মানবকর্মস্পৃহা বাস্তব রূপ লাভ করেছে?

বেশ কিছু ক্ষেত্রে ইসলামি বিশ্বে অক্সিডেন্টের চেয়ে বেশি স্বাধীনতা ছিল। ইসলাম তুলনামূলক সহনশীল ছিল, তবে এতটা নয় যে অপরাপর ধর্মীয় 'অঙ্গগুলো' সহ্য করবে। স্বাধীনতার ক্ষেত্রে ইসলাম অবশ্যই খ্রিষ্টবাদের চেয়ে অনেক এগিয়ে ছিল, কিন্তু অ-একেশ্বরবাদী ধর্মগুলোর তুলনায় অসহনশীল। কিন্তু ব্যক্তিগত পর্যায়ে ইসলাম অনেক বেশি সহনশীল। গ্রিক দার্শনিক ডায়োজিনিস আর তাঁর গামলা (চিন্তা ও রচনাকার্য তিনি একটি গামলায় বসে সারতেন) অক্সিডেন্টের তুলনায় মুসলিম বিশ্বে অনেক বেশি সহনীয় হতো। যদি তিনি অক্সিডেন্টে হতেন, হয়তো তিনি অধিকতর মর্যাদাকর অবস্থান পেতেন, তবে সেটা অবশ্যই ব্যক্তি হিসেবে নয়, বরং কোনো সংঘ বা সিলসিলার সদস্য হিসেবে; যদি তিনি কোনো নৈতিক মিশনের দাবিদার হতেন, সে ক্ষেত্রে তাঁকে যাজকীয় হায়ারার্কির বিচারের মুখোমুখি হতে হতো; মানুষের সামনে নগ্ন হয়ে ঘুরলে চার্চ অবশ্যই তাকে 'শিক্ষা' দিয়ে ছাড়ত। যদি তার বাস হতো ইসলামি ভূখণ্ডে এবং যদি তিনি ইসলাম গ্রহণ করতে রাজি না-ও হতেন, জিম্মি হিসেবে থাকতেন, তাঁর একটি লিগ্যাল স্ট্যাটাস থাকত, একজন মুসলিমের যে আইনি পদমর্যাদা সেটাই। তিনি হয়তো বাজার পরিদর্শক 'মুহতাসিব'-এর পর্যবেক্ষণের শিকার হতেন। কিন্তু তিনি যদি কোনো নৈতিক মিশনের দাবিদার হতেন, তাহলে খুব বেশি সম্ভাবনা ছিল তাঁকে কেউ ঘাঁটাত না, পাগল দরবেশ হিসেবে নির্বিঘ্নে চলাফেরা করতে পারতেন। কোনো কর্তৃপক্ষই তাঁকে বিরক্ত করত না, করার মধ্যে একমাত্র করত তাঁর নিজের পীর। পক্ষান্তরে, অক্সিডেন্টে জিম্মি হিসেবে তাঁকে তাঁর সামাজিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বহু ঝামেলা পোহাতে হতো। অক্সিডেন্টের কাঠামোটা সামগ্রিকভাবে সামাজিক স্থায়িত্বের জন্য ডিজাইন করা, কিন্তু তা গতিশীলতার বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত—ভৌগোলিক গতিশীলতা।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উত্তরাধিকার ক্রয়ও প্রচলিত ছিল; সামরিক ও রাজনৈতিক দক্ষতার মতো এগুলোও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কোনো শাসকই পৈতৃকসূত্রে প্রাপ্ত ভূমির বাইরে অনেক দূরে ক্ষমতা বিস্তৃত করত না, সর্বোচ্চ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কিছু জমি থাকত। পনেরো শতকে ডিউক অব বারগেন্ডি (Burgundy) যখন বৃহৎ সামরিক শক্তি সঞ্চয় করতে শুরু করেন, তা নতুন যুগের সূচনা করে। তাঁর জড়ো করা বিশাল ভাড়াটে বাহিনীর মাধ্যমে লিয়েজের গোটা জনপদ ধ্বংস করে দিতে সক্ষম হন। কিছু মানুষ বনে পালিয়ে শহরের অগ্নিকাণ্ড থেকে জীবন বাঁচানোর চেষ্টা করেছিল। ডিউক তাদের পদচিহ্ন অনুসরণ করেছেন, যতক্ষণ না তাদের সবাইকে মেরে নিশ্চিহ্ন করতে পেরেছেন। অবশেষে তিনি রাজা উপাধি ধারণ করে প্রথার প্রতি তাঁর আনুগত্যের ষোলোকলা পূর্ণ করেন।

পক্ষান্তরে মুসলিম বিশ্বে সেনাবাহিনী ছিল শহুরেদের নিয়ে গঠিত, যারা ধর্মীয় কুসংস্কারে আচ্ছন্ন নয়। সৈনিকবৃত্তির চেয়ে বেশি সামাজিক গতিশীল কোনো পেশা ছিল না। সেনাবাহিনীর সদস্যরা সমাজের সর্বোচ্চ চূড়া পর্যন্ত পৌঁছাতে পারত, অসম্ভব দূরবর্তী স্থানে অভিযান পরিচালনা করতে পারত, যা অক্সিডেন্টে ছিল অকল্পনীয়। সব পক্ষের যুদ্ধক্ষমতার কারণে স্থানীয় ক্যাপ্টেনরা কিছুটা নিয়ন্ত্রিত থাকত। এভাবে সেনাবাহিনীর মধ্যকার দ্বন্দ্ব তাৎক্ষণিকভাবে লড়াইয়ে পর্যবসিত হতো না। স্থানীয় পর্যায়ে অস্বাভাবিক রকম শান্তি বিরাজ করত। অশান্তির দাবানল জ্বলত যখন বহিরাগত লুটেরা দল হানা দিত। প্রান্তিক অঞ্চলগুলোতে গোত্রনেতারা এই দায়িত্বটা পালন করত বটে। ডিউক অব বারগেন্ডির মতো অতিকায় সমরশক্তির সন্নিবেশ খুবই প্রচলিত ছিল। যার ফলে চাইলে শহর লুটপাট আর গণহত্যা চালানো যেত খুব সহজেই, মধ্যযুগের শেষ ভাগে মোঙ্গল আক্রমণের পর থেকে যা বেশ পুনঃপুন ঘটতে শুরু করে।

উভয় সমাজেই ধর্মীয় ও বুদ্ধিবৃত্তিক জীবন রাজনৈতিক জীবনের পার্থক্যগুলোর সম্পূরক ছিল। অক্সিডেন্টে অভিজাতরা একই সাথে রাজনৈতিক শাসক এবং সামাজিক জীবনের সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দু ছিল। ধর্মযাজকেরা ছিল এদের ভাই কিংবা মাসতুতো ভাই। স্কলারদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল চার্চ; যা পার্থিব ক্ষমতাসীনদের সমান্তরাল কিংবা তাদের সাথে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত অত্যন্ত সুগঠিত সংগঠনের অধিকারী। এই হায়ারার্কিক্যাল প্রেক্ষাপটে যেকোনো বুদ্ধিবৃত্তিক প্রশ্ন ধর্মদ্রোহে পর্যবসিত হওয়ার আশঙ্কা ছিল, ভিন্ন শব্দে—চার্চ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে দ্রোহ এবং

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

চুক্তি সম্ভব হলে সেটিই চূড়ান্ত ধাপ হিসেবে বিবেচিত হতো, যাবার স্ট্যাম্প বসত কাগজে। সলাপরামর্শ সশস্ত্র 'প্রতিযোগিতা' রোধ করার নিমিত্তেই হতো, কিন্তু কোনো কারণে তা না হলে সশস্ত্র প্রতিযোগিতা দুর্ভাগ্যের বিষয় হিসেবে দেখা হতো, সামাজিক প্রক্রিয়ার আমূল পতন হিসেবে নয়।

এই প্রক্রিয়ার একটি দৈব কিন্তু অনিবার্য ফলাফল হচ্ছে—প্রতিযোগিতা থেকে চরম অযোগ্য প্রার্থীদের ছাঁটাই। এমনকি প্রার্থীদের ন্যূনতম যোগ্যতা নিশ্চিত করাটা ছিল আইনি বাধ্যবাধকতা। অভিজাতদের সলাপরামর্শকালে প্রায়শই এতে জোর দেওয়া হতো, অন্তত ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে। শিশু, নারী এবং শারীরিকভাবে অক্ষম কাউকে শক্তিশালী অভিভাবক ছাড়া দীর্ঘ মেয়াদে শাসক নিযুক্ত করা দুর্লভ ছিল, যদিও একেবারেই ছিল না তা নয়। যেহেতু রাজনৈতিক নেতাই আমির ও সামরিক কমান্ডার, কোনো নারী এই পদের জন্য অযোগ্য; কারণ, সে তো সাধারণ সৈন্য হিসেবেই যথার্থ নয়। অন্যান্য ক্ষেত্রেও অনুরূপ বিবেচনা কার্যকর ছিল।

ইসলামি সর্বজনীন নীতিমালায় সলাপরামর্শের প্রক্রিয়াও নির্ধারিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিজাত হিসেবে স্বীকৃত হতে হলে—উচ্চাঙ্গের দায়িত্বশীল পদে থাকতে হতো, বৃহৎসংখ্যক জনতার সাথে পারস্পরিক আনুগত্যের বন্ধনে আবদ্ধ হতে হতো। ফলে ইসলামি বিশ্ব এবং যেসব জায়গায় ইসলাম অনুপ্রবেশ করত, সর্বত্রই বিবেচনার একটি সুনির্দিষ্ট সেট দাঁড়িয়ে যেত এবং যেহেতু সিদ্ধান্ত গ্রহণে গাণিতিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা দরকার ছিল না, বরং বোঝাপড়া ও সম্মতিটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ, তাই অভিজাত তালিকায় অন্তর্ভুক্তি ও বহিষ্কারের চাঁছাছোলা কোনো মানদণ্ড ছিল না এবং কোনো ভোটও গৃহীত হতো না। যেহেতু নির্বাচক নির্ধারণের সুনির্দিষ্ট কোনো মানদণ্ড ছিল না, তাই অনেক বহিরাগতের নিকট মুসলিম বিশ্বের প্রেস্টিজ কন্টেস্ট (ভাবমূর্তিযুদ্ধ) এক রহস্যময় বিষয়। কিন্তু এর প্রধান পদ্ধতি ব্যান্ডওয়াগনিং, যা অনেক দ্বন্দ্ব নিরসনে ব্যবহৃত হয়েছে।[২৯] ইসলামি বিশ্বে স্বাভাবিক গন্তব্যে পৌঁছার পূর্বে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বন্ধের ক্লিয়ারকাট কোনো পথ ছিল না। ফলে অবশ্যই প্রতিযোগিতা নিরসনে

---

২৯ ব্যান্ডওয়াগনিং বলা হয় ভারী দল বা দেশের সাথে ক্ষুদ্র দল-দেশের একতাবদ্ধ হওয়া। —রাকিবুল হাসান

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কারণ, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক কার্যভার সুনির্দিষ্ট ভূমির সাথে বাধা ছিল। গিল্ড বা ব্যবসায়ী সংঘগুলো অত্যন্ত সিস্টেম্যাটিক্যালি ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিরুৎসাহিত করত। পক্ষান্তরে ইসলামি বিশ্বে উন্নয়ন ঘটেছে, সিস্টেমের বাইরে যেমন, তেমনই সিস্টেমের মাধ্যমেও।

ব্যক্তি হিসেবে মানবজাতি এবং সমাজ উভয়ের অস্তিত্বের টানে গুরুত্বপূর্ণ স্বাধীনতাগুলোর উদ্ভব। কিন্তু এগুলোর ফলে মানুষ সুনির্দিষ্ট কিছু হুমকির সম্মুখীন হয়েছে, অক্সিডেন্টে সংঘের প্রাপ্ত অধিকারগুলো এ ক্ষেত্রে বাফার জোন হিসেবে কাজ করে। অর্থাৎ ব্যক্তি ও হুমকির মাঝে দেয়াল—সংঘগুলো এবং এগুলোর প্রাপ্ত অধিকার। ইসলামি বিশ্বে ব্যক্তিগতভাবে উদ্ভাবকেরা তুলনামূলক অধিকতর স্বাধীন, তবে প্রজ্ঞাবশত তারা সাধারণত কোনো না কোনো গ্রুপের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত রাখে; যেমন সুফি তরিকা, কোনো মাদরাসার ওলামা শ্রেণি, কোনো বণিকশ্রেণি। কিংবা নিদেনপক্ষে—যদিও এটি সবচেয়ে কম সম্মানজনক কিন্তু সদস্যদের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে একই রকম গুরুত্বপূর্ণ—কোনো ফুতওয়া সিলসিলা (সুফিদের বিশেষ ধারা), ফকির-সন্ন্যাসী গ্রুপ, অথবা শহরের কোনো বসতির চোর-ডাকাত দলের সাথে। দলগুলোর সদস্য পদ স্বীয় ইচ্ছাধীন ছিল এবং নিয়মনীতিও ছিল বেশ শিথিল। দলগুলোর কার্যক্রমে আমিরের হস্তক্ষেপ রোধের ক্ষমতা ছিল নগণ্য। যারা নতুন কোনো উদ্যোগ নিতে আগ্রহী—যেমন নতুন ধারার কোনো প্রজেক্টে বিনিয়োগ—স্বেচ্ছাচারী হস্তক্ষেপ রোধ করার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী কোনো সংহত দল খুঁজে বের করা কষ্টসাধ্য ছিল। তবে গিল্ডের কঠোর নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই এ রকম উদ্যোগ সূচিত হতে পারত এবং বাস্তবে হতোও। কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে করের চাপে, এমনকি নির্বোধ আমিরদের লুটপাটের ফলেও হারিয়ে যেত; যদি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো যথেষ্ট পরিমাণ সমৃদ্ধ হয়ে উঠত।

তবে মোটাদাগে ইসলামি বিশ্বে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সমুন্নত ছিল। ফলে কৃষি যুগের বাস্তবতা বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য একটা পরিসরে—যা তুলনামূলক বেশ বিস্তৃত—স্বাধীনভাবে স্বীয় সিদ্ধান্ত নিতে পারত। এমনকি অধিকাংশ মানুষের চেয়ে ব্যাপক মাত্রায় ভিন্ন কোনো সিদ্ধান্তও নিতে পারত। অধিকতর কার্যক্রমের স্বাধীনতার জন্য প্রাথমিক এই স্বাধীনতাটুকু প্রয়োজন ছিল। অধিকতর কার্যক্রমের স্বাধীনতার মধ্যে রয়েছে ঐতিহাসিক কার্যক্রম, নতুন ধারণা উদ্ভাবন এবং সেগুলোর প্রচার,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কিছু সময় দরকার হতো, যদি না তা শরণাপন্ন হতো আমিরের দরবারে কিংবা অস্ত্রের।

অক্সিডেন্টে এমনকি পারিবারিক আইনেও আমরা স্থায়ী, স্বাধীন পদমর্যাদা দেখতে পাই, যা প্রথানুযায়ী নির্ধারিত। যেসব পরিবারে পৈতৃকসূত্রে কোনো কার্যভার (অফিস) পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল, সেখানে পরিবারের সদস্যদের মাঝে সাধারণত জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পদমর্যাদা বণ্টিত থাকত। যার ফলে পুরুষের প্রথম যৌনসঙ্গী, তার উদরজাত সন্তানরা সবকিছুর উত্তরাধিকার লাভ করত; বাকিদের বঞ্চনার মধ্য দিয়ে। পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি, শরিয়াহ আইন পুরোপুরি বিপরীত দিকে প্রবাহিত হয়েছে; পুরুষের স্বাধীন স্ত্রীদের একই পদমর্যাদা প্রদান করেছে, তাদের সন্তানদেরও। তাদের অবস্থান রক্ষিত হবে চুক্তির ভিত্তিতে, তাদের কাউকেই ডিভোর্স-অযোগ্য পরিবারের মতো অবাস্তব মর্যাদা প্রদান করা হয়নি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সমন্বিত ভোটিং সিস্টেম এবং মনোগামাস বিবাহে প্রাচীন অক্সিডেন্ট আধুনিক আন্তর্জাতিক ধারার চেয়েও কট্টর ছিল।

অক্সিডেন্ট ও ইসলামি বিশ্বের বৈবাহিক রীতির পার্থক্য নিছক শরিয়াহ আইন ও রাষ্ট্রীয় বিধিবদ্ধ আইনে স্ত্রীদের পদমর্যাদায় সীমাবদ্ধ নয়। অক্সিডেন্ট ও মুসলিম বিশ্বে অভিজাত পরিবারগুলোর যে পার্থক্য চোখে ধরা দেয়—এক দিকে ছিল আলাদা দাসভিত্তিক হারেম সিস্টেম, অপর দিকে অক্সিডেন্টের স্ত্রী ও সেবিকাসমেত পরিবার। উভয় সমাজেই তাত্ত্বিক বিবেচনায় স্বামী সবচেয়ে প্রভাবশালী এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বামী-পিতা সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী। কিন্তু উভয় সমাজেই কার্যত স্ত্রী স্বামীকে নিয়ন্ত্রণ করত। তবে রীতিনীতির পার্থক্যের কারণে বাস্তব প্রয়োগ ও প্রত্যাশায় পার্থক্য ছিল।

অক্সিডেন্টে 'বৈধ' স্ত্রী সর্বেসর্বা, তিনি স্বামীর অতিথিদের আতিথেয়তাকারী, স্বামীর আরও যৌনসঙ্গী থাকলে তারা মিসট্রেস নামে আলাদাভাবে পরিচিত হবে। কারণ, প্রধান স্ত্রী তার নিজস্ব বলয়ে অন্য কাউকে সহ্য করবে না। গৃহসেবকেরা ছিল স্বাধীন মানুষ, অন্তত সামন্ত প্রভুর দরবারের অনুচরেরা। কখনো তারা নিজেরাও হতেন উচ্চবংশীয়। কৃষকেরা জমির সাথে বাধা ছিল, প্রায় দাসের মতোই। জমির আইনি মালিকের নির্মম অবজ্ঞার শিকার হতে হতো। তবে গৃহদাস প্রথা ছিল না। ফলে পারিবারিক জীবনেও হায়ারার্কি ছিল; যত ওপরের দিকে অবস্থান,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তত বেশি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। নিচুতলার 'হীন' জনসাধারণ তাদের নিজেদেরই ঠিক করা ফিক্সড নীতি অনুযায়ী শাসিত হতো।

ইসলামি বিশ্বে সাম্যবাদী নীতি ঠিক বিপরীত দিকে বইছিল। বিত্তশালী ব্যক্তিরা—জন্মগতভাবেই হতে হবে তেমন নয়—তাদের চারপাশ ঘিরে রাখতেন এমন ব্যক্তিদের মাধ্যমে, যারা তাঁর ওপর নির্ভরশীল, যাদের নির্ভরতা তার ওপর; দাস। যেখানে সব শ্রেণির মানুষের সামাজিক মিশ্রণ ঘটত, যেখানে হায়ারার্কিক্যাল অবস্থানের মাধ্যমে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করত না, বরং নারীদের পৃথক অবস্থানের মাধ্যমে প্রকাশ করা হতো। পুরুষের একাধিক যৌনসঙ্গী থাকলে তাদের সবাই একই বাড়ি শেয়ার করত, নিজ সখী ছাড়া আর কারও আতিথেয়তায় তারা নিবেদিত ছিল না। সখীদের নিজ রুচি অনুযায়ী পছন্দ করতে পারত। কৃষকশ্রেণি আইনত এবং বাস্তবেও ছিল স্বাধীন। ধনাঢ্যদের ঘরোয়া কাজে স্বাধীন অনুচরের চেয়ে দাসদের বেশি প্রাধান্য দেওয়া হতো, তবে তাদের সাথে কোনো বিচারেই মন্দ আচরণ করা হতো না, বরং ক্রমান্বয়ে মুক্ত করে দেওয়া হতো। ইসলামি বিশ্বে স্বদেশীয় কৃষক সার্ফের (ইয়োরোপে যার প্রচলন ছিল) চেয়ে আমদানিকৃত দাসব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। এর আংশিক কারণ, আমাদের মতে, ওইকিউমেনের ফ্রন্টিয়ারগুলোতে—যেখানে যুদ্ধবন্দী দাস সহজলভ্য ছিল—সমৃদ্ধ মুসলিম নগরগুলোর তুলনামূলক সহজ প্রবেশযোগ্যতা; কিন্তু প্রকৃত কারণ হচ্ছে কৃষি যুগে সাম্যবাদী ও সামাজিক গতিশীল সমাজের জন্য এমন একটা শ্রেণি রাখা গুরুত্বপূর্ণ ছিল, যারা ক্রমান্বয়ে সমাজের শীর্ষবিন্দুতে চড়বে।

অক্সিডেন্ট এবং মুসলিম বিশ্ব—উভয় অঞ্চলের সামাজিক কাঠামোয় সামরিক বাহিনীর যথেচ্ছাচার এবং বিধ্বংসী ক্ষমতায় সাদৃশ্য ছিল। তবে দুই সমাজে সামরিক বাহিনীর ক্ষমতার সীমিত প্রভাব পড়েছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন দুই আঙ্গিকে। অক্সিডেন্টে সামরিক বাহিনীর শিকড় প্রোথিত ছিল ভূমিতে, তাদের কার্যক্রম ক্রমান্বয়ে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ হয়েছে, এমনকি মতাদর্শিক দিক থেকেও মহান হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। ফলে ব্যারনরা দীর্ঘমেয়াদি ছোট ছোট অনিয়ন্ত্রিত যুদ্ধে মত্ত হয়ে যেতে পারত, কৃষক ও শহুরেদের লাগাতার সংঘাতের মাধ্যমে ত্যক্ত করতে পারত। তবে সাধারণ গণহত্যা চালানোর মতো বৃহৎ সেনাবাহিনী একক নেতৃত্বের অধীনে জড়ো করা তাদের জন্য বেশ দুঃসাধ্য ছিল। ক্ষমতা এক হাতে কুক্ষিগত করার জন্য—যেহেতু উত্তরাধিকার ছিল ফিক্সড—বিয়ে, এমনকি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নাগরিক ও ব্যক্তিগত কার্যে সমঝোতাবাদ বনাম প্রথানুবর্তিতার ভূমিকা

যেহেতু অক্সিডেন্টের সমাজকাঠামোতে স্বায়ত্তশাসিত সংঘগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তাই এগুলোর উত্তরাধিকার ছিল ফিক্সড অ্যান্ড ফর্মালিস্টিক বা সুনিশ্চিত ও প্রথানুবর্তী। স্বায়ত্তশাসিত (অর্থাৎ যেগুলোতে নিয়োগ প্রদান করা হয় না) পদবিগুলোর উত্তরাধিকারী কে হবে, তা সেই পদবির সুনির্দিষ্ট আইনবলে নির্ণীত হতো এবং প্রথানুবর্তী সাধারণ আইনবলেও। কিছু পদ ছিল পৈতৃকসূত্রে প্রাপ্ত; যেখানে অসরলরৈখিক উত্তরাধিকার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। প্রার্থী পরিবারগুলোতে কোনো শিশু জন্ম নেওয়ামাত্রই তার উত্তরাধিকারক্রম গণনা করা সম্ভব ছিল—ঠিক কখন সে এই পদের অধিকারী হবে। পৈতৃক উত্তরাধিকার সাধারণত জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নির্ধারিত হতো। পূর্ণ মধ্যযুগে শুধু সন্তানদের উত্তরাধিকারেই এই পদ্ধতি ব্যবহৃত হতো তা নয়, গোষ্ঠীর সমস্ত কিছুই জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে হতো। অন্য পদগুলো ছিল ভোটভিত্তিক। সমন্বিত ভোটপদ্ধতিতে, যেখানে সবাই ভোটাধিকার লাভ করত না। বরং সুনির্দিষ্ট একটা শ্রেণি নির্বাচক হিসেবে মনোনীত হতো। তারা সুনির্দিষ্ট বৈধ পদ্ধতিতে তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতেন। ফলে উত্তরাধিকার পৈতৃকসূত্রে না হলেও এর প্রাতিষ্ঠানিক ও স্থায়ী উপায়-উপাদান ছিল। এখানে এটি অবশ্যই স্মর্তব্য যে কলেজিয়াল বা সমন্বতি ভোটিং বর্তমান গণভোট ব্যবস্থার চেয়ে পুরোপুরি ভিন্ন। পূর্ণ মধ্যযুগে শাসনব্যবস্থা নিখুঁত করার প্রচেষ্টা চলমান ছিল তখনো এবং উত্তরাধিকার লাভের উভয় পদ্ধতিতেই বিবাদ চলমান ছিল। কিন্তু সাধারণত উভয় পক্ষের দাবিই হতো লেজিটিমেস্টিক বা বৈধতাকাঙ্ক্ষী; অর্থাৎ উভয় পক্ষই দাবি করত তাদের প্রার্থী হয়তো সর্বোৎকৃষ্ট নয়, কিন্তু বৈধতার বিচারে অগ্রগণ্য এবং অপর পক্ষ যত দক্ষ শাসকই হোক বা না হোক, তা বিবেচ্য নয়। বিবেচ্য হলো তিনি বৈধ নন, বরং ক্ষমতা কুক্ষিগতকারী।

ওয়েস্টার্নাররা এই ধাঁচের নিয়োগে এতই অভ্যস্ত ছিল যে অক্সিডেন্টের বাইরেও সর্বত্র স্বায়ত্তশাসিত (নিয়োগহীন) পদগুলোতে অনুরূপ উত্তরাধিকার পদ্ধতি অন্বেষণ করে বেড়াত। স্কলাররা পৈতৃক

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ধর্মদ্রোহ ছিল জীবন-মরণ সমস্যা; ইসলামি বিশ্বের পুরোপুরি বিপরীত, এমনকি প্রশ্নগুলো সেখানে আনুষ্ঠানিকভাবে উত্থাপিত হলেও। অনুরূপ, সে সময়ের দার্শনিক ধারা হায়ারার্কিক্যাল কাঠামো ধরে রাখতে সহায়তা করেছে। এর বিমূর্ত নৈতিক ধারা ধর্মযাজকদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মূল অংশ গড়ে দিয়েছিল। এর আংশিক কারণ—লাতিন ভূমিগুলো তাদের উচ্চাঙ্গ সংস্কৃতির অনুপ্রেরণার জন্য হেলেনিক ঐতিহ্যের দিকে তাকিয়ে থাকত; কিন্তু মূলত এই শিক্ষাধারা স্থায়ী হয়েছিল; কারণ, এটি চার্চের বদ্ধ কাঠামোর সাথে সংগতিপূর্ণ, যদ্বারা সমাজের হায়ারার্কিক্যাল কাঠামোর বৈধতা দেওয়া যায় এবং এমনকি সৃষ্টিজগতের হায়ারার্কিক্যাল ব্যাখ্যাও সেই শিক্ষা থেকে সম্ভব; ইসমাইলি শিয়াদের মতো। গুপ্তজ্ঞানের চর্চা ছিল বটে, তবে এর ভূমিকা ছিল ক্ষীণ। যখন তান্ত্রিক ইকহার্ট সমালোচনার মুখোমুখি হয়েছিল, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ে আমজনতার সামনে খোলামেলা কথা বলার জন্য, তার অপরাধ ছিল সর্বজনীন প্রজ্ঞার লঙ্ঘন, গুপ্তজ্ঞানের গোপনীয়তা লঙ্ঘন মূল অপরাধ ছিল না। আলকেমির মতো সাবজেক্টগুলো গুপ্তজ্ঞানের মতোই চর্চিত হতো।

মুসলিম বিশ্বে ওলামা এবং আমির—পরস্পরের থেকে দূরত্ব বজায় রাখতেন। এমনকি যখন মাদরাসায় শিক্ষাব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ঘটে, তখনো ওলামারা ব্যাপক স্বাধীনতা রাখতেন। অক্সিডেন্ট এবং মুসলিম বিশ্ব উভয় অঞ্চলে মোটাদাগে শিক্ষাদীক্ষা প্রায়োগিকের চেয়ে বেশি নৈতিক বিষয়াদিতে নিবেদিত ছিল। মুসলিমদের সবচেয়ে সম্মানজনক শিক্ষাগুলো তাদের সাংস্কৃতিক রীতিনীতিপ্রবণ ছিল, যা আব্রাহামিক ধর্মগুলোর ঐতিহাসিক এবং সম্প্রদায়ভিত্তিক চরিত্রের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং এটিই সেই শিকড়, যার ওপর ভিত্তি করে ওলামারা তাদের সর্বজনীন বিষয়গুলো নিয়ন্ত্রণ করেছেন—সর্বজনীন আইনি নীতিমালার মাধ্যমে, কমান্ডের মাধ্যমে নয়। অক্সিডেন্টে শিক্ষা শুরু হতো ব্যাকরণ, যুক্তিবিদ্যা ও অলংকারশাস্ত্র দিয়ে (trivium), যেখানে ভাষার ওপর গুরুত্বারোপ করা হতো। তারপর সরাসরি quadrivium-এ চলে যেত, যেখানে জোর দেওয়া হতো গণিতের ওপর। এর পাঠগুলো ইতিহাসের পরিবর্তে ন্যাচারাল সায়েন্সের বিষয়গুলো, যেমন জ্যোতির্বিদ্যা এবং সংগীতকেন্দ্রিক হতো। সবশেষে বিশেষায়িত পেশাজ্ঞান হিসেবে আসত আইন ও ধর্মতত্ত্ব। মূল শিক্ষাব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে থাকত চিকিৎসাশাস্ত্র। মুসলিম বিশ্বে মাদরাসাশিক্ষা ছিল পুরোপুরি বিপরীত।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সামাজিক জীবনে নতুন নীতি ও ধারার উদ্ভাবন, জীবন যে চক্রে আবর্তিত হচ্ছিল, তার সচেতন পরিবর্তন এবং এগুলোর জন্য নিছক ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পাশাপাশি সামাজিক পর্যায়েও ব্যক্তিগত উদ্যোগ বাস্তবায়নের 'চ্যানেল' দরকার ছিল। বৈধতাদানের ধারার ভিত্তিতে চ্যানেলগুলোর চরিত্রে ভিন্নতা থাকত।

মানুষের স্বচেতন (self awareness) এবং স্বশাসনের (self determination) দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে পূর্ণ মধ্যযুগের অক্সিডেন্টে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল—ক্রুসেডের ব্যর্থতার পর ইসলামের পথরোধের উপায় নির্ধারণে খোদ পোপ কর্তৃক পশ্চিমা খ্রিষ্টবিশ্বের পরামর্শ কামনা করা। চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এই আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল, যেখানে গতানুগতিক পরামর্শের বাইরে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন কিছু প্রজেক্টের প্রস্তাবনা এসেছিল। তন্মধ্যে এই পরিকল্পনাও ছিল—ইসলামের বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তোলার লক্ষ্যে খোদ চার্চেই সংস্কার আনা। যদিও এসব পরিকল্পনার খুব কমই বাস্তবায়িত হয়েছিল, কিন্তু গৃহীত হয়েছিল সাদরে। ঐতিহাসিক সমস্যাবলি সমাধানে সলাপরামর্শের ঘটনা বিরল ছিল না, অক্সিডেন্টের ভেতরে এর শিকড় ইতিমধ্যেই সুপ্ত ছিল। এরূপ পরামর্শ কামনার উদাহরণ হিসেবে দ্য গ্রেট চার্চ কাউন্সিলের কথা উল্লেখ করা যায়। কলহ নিরসনে কাউন্সিল একত্র হতো এবং ভোটের মাধ্যমে তা সমাধা করত। দ্য গ্রেট কাউন্সিলের সদস্য পদ বিশেষ কার্যভারপ্রাপ্ত খুবই অল্পসংখ্যক স্বায়ত্তশাসিত অধিকারীর ভেতর সীমাবদ্ধ ছিল। সদস্য পদ সীমিত হলেও চেতনাটা ছিল তুলনামূলক অধিকতর সর্বজনীন। যদি কোনো কর্তৃপক্ষ স্বায়ত্তশাসনের ক্ষমতা ভোগ করে থাকে, তবে অবশ্যই কখনো না কখনো তাদের এই ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছিল এবং প্রয়োজনে তা সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে পুনর্গঠনও সম্ভব। নিজ নিজ ক্ষমতাসীমায় সবকিছু ঠিকঠাক চলছে, তা নিশ্চিতকরণের দায়িত্ব ছিল বিশপ, পোপ, রাজা ও সম্রাট পদবিধারীদের। উৎকণ্ঠিত জনতা আশা করত নতুন গৃহীত উপায়গুলোও তাদের পক্ষেই যাবে।

গণসমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে নির্মিত ব্যক্তিগত স্মৃতিস্মারকের প্রচলন অক্সিডেন্টের চেয়ে চীনে অনেক বেশি উন্নত এবং কার্যকর ছিল; সেখানকার সরকারব্যবস্থার বিবেচনায়, যা তৎকালীন বিশ্বের সবচেয়ে বেশি যুক্তিবোধতাড়িত আমলাতান্ত্রিক সরকার হিসেবে বিবেচিত। মুসলিম বিশ্বে উদ্যোগ গ্রহণ এবং সংস্কার সাধনের এ রকম চ্যানেল খুব

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অক্সিডেন্টে শুধু মেশিনের মৌলিক ধারণাটাই গিয়েছিল, বাস্তবে তৈরি ও ব্যবহারের পূর্ণাঙ্গ জটিল জ্ঞান যায়নি। অক্সিডেন্টের ওপর মুসলিম বিশ্বের অনেক প্রভাবই এ রকম পরোক্ষ ছিল।

তবে সংস্কৃতির বিস্তারে নানামুখী সীমাবদ্ধতা ছিল। যেসব আইটেম নতুন সমাজে (অক্সিডেন্টে) যথাযথ প্রয়োগক্ষেত্র খুঁজে পেত না, প্রাচীন সমাজে (মুসলিম বিশ্বে) যতই সুদক্ষ আর কার্যকরী হয়ে থাকুক না কেন, গৃহীত হতো না। যেমন উষ্ট্রচালনা। যদিও আরব ভূমিতে অত্যন্ত কার্যকর ছিল, কিন্তু অক্সিডেন্টে গৃহীত হয়নি; অংশত জলবায়ুর কারণে, অনুরূপ অংশত এই কারণেও যে—অধিকাংশ দখিনা অঞ্চলে ষাঁড় বেশ ভালোভাবেই উটের কার্যক্ষেত্র সামাল দিচ্ছিল এবং ষাঁড়ের পরিবর্তে উটের ব্যবহার খুব বেশি সুবিধা দিত না, যা 'গৃহীত হতো', সেগুলোও কিছুটা পরিবর্তিত হতো। যখন সরাসরি সংযোগ স্থাপিত হয়েছে এবং মুসলিম বিশ্বের চর্চাগুলো তাৎক্ষণিকভাবে অনুসৃত হয়েছে, তখনো উপরিউক্ত ধারা বজায় ছিল। প্রযুক্তিগত বিষয়াদি গৃহীত হওয়ার পর সেগুলো পুনর্চিন্তা এবং সমন্বয়ের ভেতর দিয়ে যেত, যেন নতুন সমাজের প্রেক্ষাপটে যথাযথ খাপ খায়। যদি বলি—বাহ্যত এমনই পরিস্ফুট হয়—গথিক খিলানগুলো মূলত মুসলিম বিশ্বের খিলানের প্রতিবিম্ব, তবু ক্যাথেড্রালে নির্মিত খিলানগুলোর পূর্ণাঙ্গ নির্মাণশৈলী মসজিদেরগুলোর থেকে অনেক ভিন্ন ছিল। খিলানের প্রভাব ও মর্ম সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে হাজির হয়েছিল।

নান্দনিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয়াদিতে এসে সচেতন নির্বাচন ও পুনর্চিন্তা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এ ক্ষেত্রে অক্সিডেন্ট ইসলামি বিশ্বের সেসব উপাদান গ্রহণ ও অনুসরণে সীমাবদ্ধ ছিল, যেগুলোর শিকড় ইতিমধ্যেই অক্সিডেন্টে প্রচলিত ধারাসমূহে সুপ্ত ছিল, অন্তত জায়মান পর্যায়ে হলেও। এভাবে—প্রেমমূলক গীতিকাব্যের রোমান্টিক ধারার শিকড় আমরা তৎকালীন মুসলিম স্পেনে খুঁজে পাই। যার আদি শিকড় প্রাচীন হেলেনিক ঐতিহ্যে প্রোথিত। পরবর্তী সময়ে লাতিনে প্রতিধ্বনিত হয়েছে এবং অতিসাম্প্রতিক ধারার উদ্ভব হয়েছিল স্পেন ও গলের স্থানীয় রোমান্টিক ধারা থেকে। যদিও এই ধারার অনেক উপাদান অ্যারাবিয়ান মোটিফে, কিংবা অন্তত স্থানীয় আরব মুসলিমদের ভেতর দৃশ্যমান, এর বৃহৎ অংশ সুস্পষ্টতই অক্সিডেন্টের ধারা ও রূপের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বৈদেশিক উৎস থেকে আধা গ্রহণ—সংস্কৃতির এই প্রবণতার

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ফলে এটি নির্ণয় করা সত্যিই দুরূহ যে কতটুকু ইসলামি বিশ্বের প্রভাব আর কতটুকু অক্সিডেন্টের স্থানীয় সমৃদ্ধি। সংস্কৃতির এই প্রবক্তার আরেকটি অবদান—পশ্চিমে এই ধারণা তৈরি যে মুসলিম বিশ্বের বুদ্ধিবৃত্তিক ধারা নতুন কিছুই প্রদান করেনি, যা দিয়েছে নিছক গ্রিক আইডিয়া, কিছুটা উন্নততর রূপে।

ইসলামি বিশ্ব থেকে পশ্চিমের শেখা প্রযুক্তির প্রকৃত সংখ্যার মধ্যে—অক্সিডেন্ট মুসলিমদের (কিংবা মুসলিম বিশ্বে বসবাসকারী ইহুদিদের) থেকে শেখা তথ্য ও বইয়ের পরিমাণও ইসলামি বিশ্ব-অক্সিডেন্ট দ্বন্দ্বের ঐতিহাসিক উপাদান। মুসলিম বিশ্ব থেকে প্রাপ্ত গ্রন্থরাজি অক্সিডেন্টালরা সরাসরি গ্রিকদের থেকে পেতে পারত, বাস্তবে পেয়েছেও বটে; কিন্তু মুসলিমরা গ্রিক জ্ঞানে যে অন্তর্দৃষ্টি সৃষ্টি করেছে, যে উপলব্ধি তৈরি করেছে, তা গ্রিক ধারা থেকে প্রাপ্তিযোগ্য নয়—এই বাস্তবতাটা অক্সিডেন্টে উপেক্ষিত। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল অক্সিডেন্টালদের ভেতর উদ্ভাবনী কল্পনাশক্তি ও উদ্ভাবনক্ষমতা জাগিয়ে তোলা, যারা নিজেদের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং এর সাথে আসা সাংস্কৃতিক স্তরের ভরা যৌবনেও নিজেদের এমন এক সমাজ কর্তৃক (মুসলিম) পরিবেষ্টিত পেয়েছে, যারা অক্সিডেন্টের প্রায় কোনো পূর্বানুমানেই বিশ্বাসী নয়, অধিকন্তু সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়েও শ্রেষ্ঠ। মুসলিমরা অক্সিডেন্টের সামনে এমন চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছিল, যা গ্রিক ও বাইজেন্টাইনরা পারেনি; দীর্ঘ শ্রদ্ধাই, পরবর্তী সময়ে বশীভূত, সরশেষে অবজ্ঞাপূর্ণ।

ক্রুসেডের মাধ্যমে সুদূর সিরিয়ার সাথে সংযোগ অক্সিডেন্টে খুব বেশি প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলেনি। কিন্তু ক্রুসেড উদ্যোগের ফলে অক্সিডেন্টালদের সাথে মুসলিমদের উপস্থিতি প্রচণ্ড চাপ তৈরি করে এবং খোদ ক্রুসেড বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া—যা তাদের বৃহত্তর সম্মিলিত উদ্যোগ—অক্সিডেন্টকে বাধ্যতামূলক অধিকতর নৈপুণ্য শেখায়; যা সম্ভবত অনাগ্রহী সিরিয়ান 'মেজবানি' থেকে কখনোই শিখতে পারত না। পোপতন্ত্রের রাজনৈতিক মহিমা বৃহদাংশে ক্রুসেড যুদ্ধের নেতাদের নিকট দায়বদ্ধ। সিসিলিতে অক্সিডেন্টাল শাসকদের প্রজা ছিল উন্নততর সংস্কৃতির অধিকারী মুসলিম এবং গ্রিকরা, শাসকগোষ্ঠী হাতে-কলমে তাদের থেকে অনেক কিছু শিখেছে। তবে সম্ভবত অক্সিডেন্টের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছে দ্বীপটির লাতিন শাসক দ্বিতীয় ফ্রেডরিকের শাসনামল। লাতিনদের আমলাতান্ত্রিক সংহত

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বিষয় অপরাপর সংস্কৃতির সাথে মিশে যায়, সংযুক্ত হয়। ফলে সংস্কৃতিগুলোর মাঝে সামঞ্জস্য তৈরি হয়। কোনো না কোনো মুহূর্তে নানা প্রবণতা এবং সাংস্কৃতিক ধারাসমূহের মধ্যে—যেমন শিল্প, বিজ্ঞান কিংবা রাজনীতি—স্থিতাবস্থা তৈরি হয়ই; সাময়িকভাবে হলেও। এই সামঞ্জস্যপ্রবণতা মানবধারণাসমূহের কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য, যা উচ্চ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে ব্যাপক। এই চিত্রগুলোকে সুনির্দিষ্ট কোনো সংস্কৃতির 'দৈবাৎ' ও 'অন্তর্নিহিত' কারণ বলে বিবেচনা করার প্রয়োজন নেই, সেই সংস্কৃতি বিনির্মাণে এগুলো ভূমিকা রেখে থাকলেও।

সাংস্কৃতিক ছাঁচের 'বিমূর্তায়নের' কিছু উপকারিতা থাকলেও তা ইতিহাসের ঘটনাবলিকে সুনির্দিষ্ট কিছু চিন্তার অনিবার্য ফলাফল হিসেবে দেখার প্রবণতা তৈরি করে। যার ফলে গোটা মানবজাতির সামগ্রিক সভ্যতা নির্দিষ্ট নৃতাত্ত্বিক গ্রুপের তুল্য হয়ে পড়ে, যার যৌথ ছাঁচ রয়েছে, যদিও নৃতাত্ত্বিক গ্রুপের ভেতর ছাঁচ অনুসন্ধান সাধারণত অপরিপক্ব কর্ম। ইতিহাসের এ রকম বিমূর্ত ধারণাগত ব্যাখ্যা কিছু দার্শনিক ও ধর্মতাত্ত্বিকের আদরনীয়, কারণ, এটি তাদেরকে তাদের হাতে থাকা ইতিহাসের ধারণাসমূহকে শক্তপোক্ত করার সুযোগ এনে দেয়। কিন্তু তাঁরা ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া নির্মাণ ও বাস্তবায়নে সমাজের সর্বস্তরে চলমান স্বার্থের খেলা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হন। তাঁরা মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেন— অক্সিডেন্টের অতীত আইন, বিজ্ঞান ও নন্দনতত্ত্বের প্রবণতাসমূহে আধুনিকতার প্রশংসনীয় উপাদানগুলো খুঁজে পেতে। এভাবে কিছু লেখক অক্সিডেন্টাল জিনিয়াসের অতিরঞ্জিত ধারণা গড়ে তুলেছেন এবং আধুনিকতার উদ্ভবে অক্সিডেন্ট ও অপরাপর ঐতিহ্যের মধ্যকার সম্পর্ককে অবমূল্যায়ন করেছেন।[৩০]

[৩০] ইসলামি বিশ্বের সংস্কৃতিগুলো নিবিড়ভাবে সংযুক্ত কিছু মূলনীতি থেকে উৎসারিত। বিষয়টির সবচেয়ে চমকপ্রদ বর্ণনা উঠে এসেছে Gustave von Grunebaum-এর প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও গ্রন্থাবলিতে। সবগুলোই পাঠ করা উচিত।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নিয়েছেন, তাঁদের সামর্থ্যের সর্বোচ্চটা দিয়ে। ফলে বারবার বিদ্রোহ সূচিত হয়েছে।

মুসলিম ও পশ্চিম—দুই সমাজ থেকে তুলনাযোগ্য দুজন সংস্কারক খুঁজে বের করা মুশকিল বটে। কারণ, দুই সমাজের সংস্কারকদের কার্যক্রম, প্রভাবকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার ধাপগুলো সম্পূর্ণ আলাদা। তবে ওমর সোহরাওয়ার্দি এবং বার্নার্ড অব ক্লেইরভ্যো (Clairvaux) উভয়েই ছিলেন আধ্যাত্মিক জগতের লোক, রক্ষণশীলতা ও সাধুতার অনুরক্ত। উভয়েই তাঁদের আধ্যাত্মিক জগৎ ছাপিয়ে তৎকালীন রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহে নীত হন, যেখানে তাঁরা প্রভাবশালী—যদিও সর্বদা সফল হননি—ভূমিকা রাখেন। দুজনেই কৃষি সমাজের দীর্ঘস্থায়ী অবিচারের বিরুদ্ধে লড়েছেন, বিশেষত কেন্দ্রীয় শাসনের অনুপস্থিতির ফলে অগুনতি সশস্ত্র দল-উপদলের উপদ্রবের বিরুদ্ধে। অক্সিডেন্টে বিস্তৃত নিয়ন্ত্রণ এবং বিশেষ বিচারিক ক্ষমতাসমেত 'দ্য ট্রুস অব গড' (মধ্যযুগের সশস্ত্র সংঘাতরোধে চার্চের সর্ববৃহৎ শান্তি উদ্যোগ) বাস্তবায়নে বার্নার্ড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। যদিও এটি তাঁর উদ্ভাবন নয়, তবে একে কার্যকর করে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান ব্যাপক। একে সোহরাওয়ার্দির ফুতওয়া সিলসিলার সাথে তুলনা করা যায়, যেখানে আমিরদের ব্যক্তিগতভাবে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা হতো। উভয় ধারাই সংযুক্ত ব্যক্তিদের সমুন্নত লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে তাড়িত, তবে দুই সমাজের আলাদা সামাজিক শৃঙ্খলাবোধ ও গঠন অনুযায়ী। দ্য ট্রুস অব গড বা ঈশ্বরপ্রদত্ত শান্তিচুক্তির মাধ্যমে চার্চের ক্ষমতাবৃদ্ধি ঘটে, বিশেষ দিন ও বিশেষ পদবি-পদমর্যাদার আবির্ভাব ঘটে। অনুরূপ ফুতওয়া আন্দোলনের মাধ্যমে মুসলিমদের শরিয়াহ দায়দায়িত্বের প্রেরণা জাগরিত হয়, বাইআতের মাধ্যমে ব্যক্তিগত সম্পর্কের জাল তৈরি হয়। উভয় ধারাই কিছু সফলতা পেয়েছে, তবে চূড়ান্ত সমাধান দিতে পারেনি।

যেহেতু আমি এখানে দুটি সমাজকে উচ্চ সংস্কৃতির আলোকে তুলনা করছি এবং উভয়ের সর্বোচ্চ বিমূর্ত ছাঁচ নির্মাণে ব্রতী হয়েছি, আমাদের অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে ইতিহাসের বাস্তব গতিপথে কাল্পনিক ছাঁচের প্রাসঙ্গিকতা অত্যন্ত ক্ষীণ। কেউ হয়তো ইতিহাসের ধাপগুলো আলাদা করতে পারে, যেখানে বাহ্যত মনে হবে যে কিছু পূর্বানুমান সেই 'সুনির্দিষ্ট সংস্কৃতির' নানা দিককে প্রভাবিত করেছে, কিন্তু বাস্তবে তা অতটা গুরুত্ব না-ও রাখতে পারে। প্রতিটি সাংস্কৃতিক ধারা থেকেই কিছু

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

শাসনব্যবস্থা অক্সিডেন্টের জন্য সম্পূর্ণ নতুন অভিজ্ঞতা ছিল। লাতিনদের জন্য আমলাতান্ত্রিক সংহতি অপরিহার্য ছিল স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অসাধারণ সাংস্কৃতিক উন্নতি এবং মুসলিম ও গ্রিকদের সাথে তাদের অন্তরঙ্গ সম্পর্কের কারণে। ফলে দ্বিতীয় ফ্রেডরিকের অনন্য শাসনামল অপরাপর লাতিন প্রিন্সদের জন্য উপদ্রব ও উদ্দীপক—দুই-ই ছিল। মুসলিম-অক্সিডেন্টাল সংমিশ্রণের তৃতীয় জ্বালামুখ ছিল স্প্যানিশ পেনিনসুলা, যেখানে ইসলামি ভাবধারার অনুসরণ ও আত্তীকরণ সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছিল এবং ক্রমাগত গোটা ইয়োরোপজুড়ে ছড়িয়ে পড়ছিল। অন্য যেকোনো জায়গার চেয়ে এখানে অক্সিডেন্টালদের জন্য মুসলিম শিক্ষা সবচেয়ে সম্মানজনক বিষয় ছিল। মুসলিম রচনাবলি আরবিতে অধ্যয়ন করা যেত, সরাসরি গ্রিক থেকে পড়তেও কোনো সমস্যা ছিল না। ১২০৪ সাল নাগাদ লাতিনরা গ্রিকভাষী দেশসমূহে বেশ জাঁকিয়ে এবং আয়েশ গেড়ে বসে, যেখানে গ্রিক বইপুস্তক সহজলভ্য ছিল।

অক্সিডেন্টে মুসলিমদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান সম্ভবত—কল্পনাশক্তির বিকাশ, মুসলিমরা যা উৎসাহিত করত। তবে সময়ের নানা বাঁকে সুনির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক আত্তীকরণও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এমনকি খোদ গ্রিকরা আরবি ও ফারসি থেকে রচনাবলি ভাষান্তরে মনোনিবেশ করে। কারণ, চীনা ভাষা বাদ দিলে এ দুটিই ছিল যুগের গুরুত্বপূর্ণ ভাষা। প্রযুক্তি গ্রহণ আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। হস্তশিল্প, উৎপাদন, অর্গানাইজেশনের কমার্শিয়াল পদ্ধতি, সিসিলির রাজনৈতিক ধারা এবং কৃষি প্রযুক্তি সরাসরি গৃহীত হয়েছিল। মধ্যযুগের সূচনাকালে ইসলামি বিশ্ব অক্সিডেন্টের অধিকাংশ অঞ্চলের চেয়ে প্রযুক্তিগত দিক থেকে উন্নত ছিল। বারো ও তেরো শতকে উভয় অঞ্চল একই মাত্রায় উন্নত হচ্ছিল। এরপর দুই সমাজের ঠিক কোনটাতে প্রথম উন্নয়ন ঘটেছে, তা নির্ণয় দুরূহ। কিছু কিছু ক্ষেত্রে—যেমন গানপাউডারের ব্যবহার—দুই সমাজে একই সময়ে উন্নয়ন ঘটছিল, তবে স্বাধীনভাবে। কারণ, উভয় অঞ্চলের প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ সহসাই পরিণত হয়ে ওঠে। তবে এ সময় অক্সিডেন্টের ইতিহাস কিছুটা অধিকতর সুসংহতরূপে নথিবদ্ধ এবং কিছু নতুন আবিষ্কার তুলনামূলক অল্প সময় পূর্বে উদ্ভাবিত হয়েছে। যেমন কম্পাসের ব্যবহার এবং আরও কিছু সুনির্দিষ্ট দক্ষতা। কিন্তু অপরাপর অনেক ক্ষেত্রে, যেমন পণ্য উৎপাদন এবং অ্যালকোহলের মতো আরও বহু পণ্যের ব্যবহার, যেগুলো এখনো আরবি নাম বহন করে চলছে—

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কোন অঞ্চলের পাল্লা ভারী, তা যথেষ্ট পরিষ্কার। অক্সিডেন্টের মুসলিমনির্ভরতার প্রমাণ হিসেবে সামান্য কিছু ইংরেজি শব্দের তালিকা দেখা যেতে পারে, যেগুলো আরবি থেকে উৎসারিত, যদিও এগুলোর কিছু আবার আরবিতে এসেছে ফারসি কিংবা গ্রিক থেকে; অরেঞ্জ, লেমন, আলফালফা (তৃণবিশেষ), স্যাফ্রোন (জাফরান), সুগার, সিরাপ, মাস্ক, মসলিন, অ্যালকভ (alcove), গিটার, লুট (বাদ্যযন্ত্রবিশেষ), এমালগাম (একজাতীয় পারদ), এলেমবিক, আলকেমি, আলকালি, সোডা, আলজেব্রা, আলমানাক, জেনিদ (চূড়া), ট্যারিফ, অ্যাডমিরাল এবং চেক মেট।

ন্যাচারাল সায়েন্সের সব শাখায়, বিশেষত গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং কেমিস্ট্রিসহ সেকালে চর্চিত বিজ্ঞানের সমস্ত ক্ষেত্রে অক্সিডেন্টালরা আরবি রচনাবলির প্রতি তাদের কৃতজ্ঞতা নিঃসংকোচে প্রকাশ করত। পূর্ণ মধ্যযুগের পুরোটাজুড়ে অত্যন্ত আগ্রহ ভরে তারা সেগুলো ভাষান্তর করেছে। এই প্রক্রিয়ায় এমনকি ক্ল্যাসিক্যাল গ্রিক রচনাবলিও আরবির পোশাকে অনূদিত হয়েছে। যেমন টলেমির আলমাজেস্ট (Almagest)। এর লাতিন অনুবাদেও আরবি ভাষার নির্দেশক শব্দ 'আল' বহাল রয়েছে। মুসলিম লেখকদের মধ্যে শুধু ইবনে সিনা, আল রাজির মতো প্রভাবশালীরা নয়, বরং তুলনামূলক কম পরিচিত অনেক মুসলিম মনীষী লাতিন বিদ্বানদের নিকট সুবিদিত ছিলেন। মুসলিমদের পর্যবেক্ষণকেন্দ্রে ব্যবহৃত অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল টেবিলগুলো অপরাপর পর্যবেক্ষকেরা অনুসরণ করত এবং এখন পর্যন্ত অনেক নক্ষত্রের আরবি নাম ব্যবহার করি। বারো শতকের প্রারম্ভিক রচনাবলিগুলোই শুধু লাতিনে অনূদিত হয়েছিল। কারণ, যখন আরবি থেকে লাতিনে ভাষান্তর যুগ সমাপ্ত হয়, তখনকার অতিসাম্প্রতিক আরবি রচনাগুলো অনুবাদকদের দৃষ্টিগোচর হয়নি। এই সময়ের পর ইসলামি বিশ্বের আবিষ্কারসমূহ পরবর্তী সময়ে অক্সিডেন্টে পুনরায় স্বাধীনভাবে আবিষ্কৃত হয়েছিল।

এই প্রক্রিয়া অবশ্যই 'পশ্চিমের গৃহপ্রত্যাবর্তন' নয়, যা আদতে 'টিকে' ছিল আরবদের হাত ধরে। কারণ, হেলেনিক বিজ্ঞানসমগ্র গড়ে তোলার ক্ষেত্রে 'লাতিনভাষী অক্সিডেন্ট'-এর কোনো ভূমিকাই ছিল না প্রায়, এমনকি রোমান সাম্রাজ্যের পূর্ণ উত্থানকালেও এবং অক্সিডেন্টালরা এর উত্তরাধিকারের যতটা দাবিদার, মুসলিমরা তার চেয়ে বেশি। কারণ, তাদের ভূমিতেই সেই বিজ্ঞানের অধিকাংশের উৎপত্তি। প্রকৃত মাতৃভূমি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সহজলভ্য ছিল না। খিলাফত পতনের পর সংস্কার উদ্যোগ সূচনা ও বাস্তবায়ন করার মতো শক্তিশালী কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের শূন্যতা দেখা দেয়। গুরুত্বপূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগসমূহের দায়িত্ব স্থানীয় আমিরদের কাঁধে চলে আসে, যা কন্ট্রাকচুয়ালিজমের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা মুসলিম বিশ্বের একক ধারাকে ব্যাহত করে। মালিকশাহ তাঁর সভাসদদের পরামর্শ চেয়েছিলেন। তাঁকে যে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল, সেটি সুনির্দিষ্ট কোনো প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যা নিরসনের নিমিত্তে নয়, বরং তাঁকে পরিচালনার সামগ্রিক দিকনির্দেশনা, যা সামান্য পরিমার্জনে যেকোনো শাসক অনুসরণ করতে পারবে। বাহ্যত মনে হচ্ছে যাঁরা আত্মসংযত (self conteined) শরিয়াহ শাসনের রূপরেখা উদ্ভাবন করেছেন, তাঁদের দৃষ্টিতে যেকোনো অভিজাততন্ত্রের অ্যাডভেঞ্চারাস কার্যক্রমের পরিবর্তে বাণিজ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাটা প্রাধান্য পেয়েছে, ফলে স্বাধীন রাজনৈতিক কার্যক্রমের ক্ষমতা সম্ভাব্য সর্বনিম্ন পর্যায়ে সীমিত ছিল। যা-ই হোক, দরবারে সভাসদদের মর্যাদা উত্তরাধিকারভিত্তিক নয়, বরং শাসকের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্কের ভিত্তিতে প্রাপ্ত। ফলে গুরুতর কোনো সংস্কার আন্দোলন—যা সর্বদাই কোনো না কোনো শ্রেণির স্বার্থহানি করে—শাসকের ব্যক্তিগত অনুমোদন ছাড়া আলোচিত হতে পারত না। অনুমোদন দিতে অনিচ্ছুক হলে সংস্কারপন্থিদের সরিয়ে দিতেন। নির্ঝঞ্ঝাটে সংস্কার 'সমস্যা' মিটে যেত। ইসলামের অনুপ্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে মধ্যযুগে যেসব সামাজিক কার্যক্রম সাধিত হয়েছে, তার শীর্ষ স্থানে রয়েছে পৌনঃপুনিক এবং বহুমাত্রিক শরিয়াহবান্ধব সংস্কার প্রচেষ্টা। এই তালিকায় রয়েছে ধর্মপ্রচারকদের পুনর্জাগরণী খুতবা থেকে শুরু করে—যেখানে দুঃসাহসিক ইসলাম প্রচারকেরা আমিরদেরও নীতিনৈতিকতার সবক দিতে ছাড়েননি—পুরোদস্তুর সশস্ত্র বিদ্রোহ, যাঁরা ইমাম মাহদির পথ মসৃণ করার আশায় বিপ্লবে ব্রতী হয়েছেন। ইবনে তুমার্তের জীবনী উভয় ধারার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সংস্কার আন্দোলনগুলো ক্রমে শরিয়াহর স্বাতন্ত্র্য ও কার্যকারিতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং শরিয়াহর অধীন প্রতিষ্ঠানগুলোর সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। প্রথম সহস্রাব্দ-পরবর্তী কয়েক শতকে ইসলামি বিশ্বে সংস্কার প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট কিছু ধারা গড়ে উঠেছিল। কিন্তু পুরো মাত্রার সামরিক বিদ্রোহ সব সময়ই সংস্কারকদের পছন্দের তালিকায় ছিল। দুঃসাহসী সংস্কারকেরা প্রায়ই যার শরণ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অক্সিডেন্টের ওপর ইসলামি বিশ্বের প্রভাব

পূর্ণ মধ্যযুগে ইসলামি বিশ্ব ও অক্সিডেন্টের মধ্যকার সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান ছিল ঘোরতর একপক্ষীয়। হাতে গোনা অল্প কিছু ক্ষেত্রে মুসলিমরা অক্সিডেন্ট থেকে শিখেছিল; যেমন ক্রুসেড আক্রান্ত সিরিয়ায় দুর্গ নির্মাণশিল্প। যদিও হুবহু এই শিল্পে ক্রুসেডররাও মুসলিমদের থেকে ঢের শিখেছিল। মোটাদাগে বলতে গেলে অক্সিডেন্ট থেকে শেখার মতো মুসলিমদের কিছুই ছিল না। যদিও সুদূর চীন থেকে মধ্যযুগের প্রারম্ভিককালেই মুসলিমরা শুধু প্রযুক্তিই নয়, বরং বিমূর্ত ধারণাসমূহও আত্মস্থ করেছিল। উল্টো অক্সিডেন্টালরা মুসলিমদের থেকে নানামুখী সাংস্কৃতিক চর্চা ও ধারণাসমূহ আত্তীকরণ করছিল, যা তাদের সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধিতে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রেখেছিল। এর কারণ—ইসলামি বিশ্বের শ্রেষ্ঠত্ব ও সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ; অন্তত মধ্যযুগের প্রারম্ভিককালে। সাংস্কৃতিক লেনদেনের এই 'বৈষম্য' তীব্রতর হয়েছিল ওইকিউমেনে পরিমণ্ডলে মুসলিম বিশ্ব নেতৃত্বের আসন অর্জনের ফলে। অক্সিডেন্টের (পশ্চিম ইয়োরোপ) সাথে মুসলিম বিশ্বের সম্পর্ক ছিল সবচেয়ে নগণ্য; পূর্ব ইয়োরোপ, হিন্দু ভারত এবং অন্য যেসব অঞ্চলের সাথে মুসলিমদের নিবিড় সম্পর্ক ছিল—সেগুলোর চেয়ে কোনো অংশেই বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল না, বরং ঢের কম। অক্সিডেন্টালদের জন্য পূর্ব ইয়োরোপ এবং ইসলামি বিশ্ব ছিল অজ্ঞাত সমাজ। মুসলিম বিশ্বের তুলনামূলক ক্ষুদ্র ও গুরুত্বহীন সীমান্ত অঞ্চল সিসিলি এবং স্পেনই অক্সিডেন্টের সবচেয়ে নিকটবর্তী ছিল, এগুলোই তাদের জন্য ছিল 'বৃহৎ'।

অক্সিডেন্টের ওপর মুসলিম উপস্থিতির দ্বিমুখী প্রভাব পড়েছিল: জ্ঞানের উৎস এবং উপস্থিত হুমকি। প্রথমত, মুসলিমদের সুনির্দিষ্ট কিছু চর্চা কমবেশি গৃহীত হয়েছিল। কখনো প্রত্যক্ষভাবে। যেমন আবু বকর রাজির রচনাবলি লাতিন ভাষায় অনূদিত হয়ে চিকিৎসাক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতো। কখনো পরোক্ষভাবে, যাকে বলা হয় 'স্টিমুলাস ডিফিউশন' বা অনুপ্রেরণাদায়ী বিকিরণ। ভূমধ্যসাগরীয় মুসলিম অঞ্চলসমূহে দূরপ্রাচ্য থেকে মধ্যযুগের সূচনাকালেই উইন্ডমিল বা বায়ুচালিত মেশিনের আবির্ভাব ঘটে, যা অক্সিডেন্টে পৌঁছেছিল মধ্যযুগের শেষ লগ্নে। তবে মুসলিম ভূখণ্ডে মেশিনের ডানাগুলো আড়াআড়ি (horizontal) ছিল, যা অক্সিডেন্টে ছিল খাড়াখাড়ি (vertical)। সুস্পষ্টতই বোঝা যায়

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

থেকে বিজ্ঞানকে উত্তর-পশ্চিমের নতুন ভূমিতে (ইয়োরোপে) নিয়ে যাওয়ার পর নীল-অক্সাসের মধ্যবর্তী ভূমধ্যসাগরীয় মাতৃভূমিতে বিজ্ঞান মরে সাফ হয়ে যায়নি, ওয়েস্টার্নাররা যেমন বলতে চায়। অন্তত প্রথম দিকে অক্সিডেন্টের বিজ্ঞানচর্চা ইসলামি বিশ্বের সমমাত্রায় পৌঁছাতে সক্ষম হয়নি এবং পূর্ণ মধ্যযুগের পরও কিছু সময়ের জন্য তা ইসলামি বিশ্বের চেয়ে নিম্ন স্তরে নেমে এসেছিল। পূর্ণ মধ্যযুগের শেষ ভাগে এসে অক্সিডেন্ট দক্ষ স্কলার গড়ে তুলতে পেরেছিল, যারা আরবি-ফারসিতে সম্পাদিত রচনাবলির রেফারেন্স ছাড়াই নিজস্ব বিজ্ঞানচর্চা এগিয়ে নিতে সক্ষম হয়ে ওঠে। তারপর লাতিন বিজ্ঞানচর্চা একটু থিতিয়ে যায়, কিন্তু ধারাটা বেঁচে ছিল, যা সতেরো শতকে এসে পূর্ণ জোয়ারে প্রবাহিত হয়ে সুবৃহৎ বৈজ্ঞানিক রূপান্তর (scientific transformations) হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

ইসলামি বিশ্বের মতো অক্সিডেন্টেও ফিলোসোফিক্যাল মেটাফিজিকস (মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, এমন বিষয়ের দর্শন; জন্ম, মৃত্যু, জীবন, জগৎ, পরজগৎ, জান্নাত, জাহান্নাম) অধিকতর সুসংহত এবং দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক মনোযোগ লাভ করে এবং এগুলোও প্রথমে এসেছিল আরবি ভাষার মাধ্যমে। আরবিতে ভাষান্তরিত রচনাসম্ভার অ্যারিস্টটলিয়ান ধারাকে পুনরুজ্জীবিত করে। তবে অ্যারিস্টটল এবং প্লেটোর চিন্তাদর্শন রোমান সাম্রাজ্যের সময় লাতিন ভাষায় লভ্য ছিল, যদিও দ্বিতীয় উৎস থেকে। ফলে আরবি অনূদিত গ্রন্থগুলো আপাদমস্তক অজ্ঞাত কোনো জ্ঞান বয়ে আনেনি, বরং পুনর্জীবন দান করেছে। নতুন রচনাবলিগুলো আলোচনার ধারাকে গতিশীলতা দিয়েছে, যা ইতিমধ্যেই গড়ে উঠতে শুরু করেছিল রচনাবলির পূর্বেই। ইসলামি বিশ্বে ইবনে রুশদের (ইংরেজিতে Averroes) মাধ্যমে 'ফাইলাসুফ'দের (দার্শনিক) বিশেষ জ্ঞান এবং শরিয়াহজ্ঞানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে, উভয়ে সামাজিক শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন হয়। অনুরূপ খ্রিষ্টানবিশ্বে তাঁর তত্ত্ব আভেরোইজম (Averroism) নামে চর্চা পায়, যা সেখানে কট্টর যুক্তিবাদী দর্শন এবং খোদ খ্রিষ্টান ধর্মতত্ত্বের মাঝে সমন্বয় সাধন করে। আরবি থেকে ভাষান্তরের সবচেয়ে বড় প্রভাব পড়েছে অক্সিডেন্টের চিন্তার জগতে—এটি তাদের চিন্তাকে অধিকতর উন্নত স্তরে নিয়ে গিয়েছে। অধিকন্তু, সুনির্দিষ্ট রচনার বাইরেও একটি বৃহৎ প্রভাবক ছিল—মুসলিম বিশ্বের অস্তিত্ব। পূর্বে যেমন মুসলিমদের সাংস্কৃতিক বিকিরণ অক্সিডেন্টের ওপর প্রচুর চাপ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ভেতর থেকে, শিকড় থেকে। বিশেষজ্ঞরা আর্কিটেকচারে ইসলামি ছাপযুক্ত অনেক মোটিফ খুঁজে পেয়েছেন, যাকে অক্সিডেন্টে মাইনর আর্টস বলা হয়। বাদ্যযন্ত্রের বিস্তারে ইসলামি মডেলের ব্যাপক প্রভাব দেখা যায় এবং এমনকি মধ্যযুগের চূড়ান্ত উৎকর্ষকালে গীতিকাব্যে প্রাচীন আরবি ধারার ব্যবহার লক্ষ করা যায়। জনশ্রুতি ও ধর্মীয় কিংবদন্তি, যা গদ্যসাহিত্যের সর্বোৎকৃষ্ট উপধারা সৃষ্টি করেছিল, অংশত ইসলামি সোর্সগুলো থেকে আহরিত হয়েছিল। দান্তের কিছু উপাদান ইসলামি কিছু উপাদানের সাথে বিস্ময়কর সাদৃশ্যপূর্ণ। যেমন মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মিরাজ গমন, যা সে সময় স্প্যানিশ থেকে অনূদিত হয়ে ইতালিতে সহজলভ্য ছিল। তবে দান্তে বা অক্সিডেন্টের শিল্পচর্চার মূল প্রাণ বিদেশি (ইসলামি) উপাদানের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনায় ঠাসা ছিল না। সম্ভবত এ ক্ষেত্রেও ইসলামের সবচেয়ে বড় অবদান ছিল কল্পনাশক্তির উর্বরতায়।

প্রাক্-মধ্যযুগের শেষ ভাগে ইসলামি বিশ্বের জীবনে অক্সিডেন্ট গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গে পরিণত হয়। অক্সিডেন্টের ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল জয়ের প্রচেষ্টা তত দিনে পিছিয়ে এসেছে, পশ্চিম ভূমধ্যসাগরে জিব্রাল্টার প্রণালির কিছুটা উত্তর পর্যন্ত সীমিত হয়ে পড়েছিল। সাগর পাড়ি দেওয়ার স্বপ্ন দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছে। পরবর্তী দুই শতাব্দীতে অক্সিডেন্ট আর এগোতে পারেনি। তবে অক্সিডেন্টের সংস্কৃতি ইসলামি উপাদানের ওপর নির্ভরতা কাটিয়ে ওঠে, নৈপুণ্যে ইসলামি সংস্কৃতির সমমান হয়ে যায়। ইতালি ও স্পেনের অক্সিডেন্টালরা ভূমধ্যসাগরীয় নৌপথ এবং এগুলো দিয়ে পরিচালিত প্রাক্-মধ্যযুগের নৌবাণিজ্যে প্রভাব ধরে রাখে। এভাবে সর্বত্র জয়জয়কার চলতে থাকা ইসলামি বিশ্বের বিস্তৃতিকে পশ্চিম ভূমধ্যসাগরে ঠেকিয়ে দিতে সক্ষম হয়, যা অন্যত্র এর সামাজিক বিন্যাসের উৎকর্ষের প্রকাশ ঘটায় এবং সম্ভবত পুনঃশক্তিও জুগিয়েছে।[৩১]

---

৩১ অক্সিডেন্টের ওপর ইসলামি বিশ্বের প্রভাব সম্পর্কে সর্বাধিক সহজলভ্য গবেষণা হলো Thomas Arnold and Arthur Guillaume সম্পাদিত The Legacy of Islam.

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ধারায় পরিবর্তন বিবেচনায় নিলেই হবে না, গবেষণা-উপাদানসমূহের প্রাপ্তিযোগ্যতাও মাথায় রাখতে হবে, যেমন ব্যবহৃত ভাষা কিংবা নথিপত্রের ধরন ইত্যাদি। যা-ই হোক, এ কথা সত্য যে সাধারণ ক্ষেত্রে আমাদের বিভাজিত টাইমফ্রেম যথাযথ, বিশ্ব ইতিহাসে ইসলামি বিস্তৃতির প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায়।

উপরিউক্ত যুগবিভাজনে ১০০০ সাল পূর্বেকার সময় থেকে ব্যাপক আলাদা। কারণ, বলা চলে এ সময় ইসলাম একক সভ্যতা গঠন করতে সমর্থ হয়েছিল। পরবর্তী যুগের ঐতিহাসিক সংহতি (historical unity) বুঝতে হলে আমাদের এই পার্থক্যটা মাথায় রাখতে হবে।

নতুন সভ্যতা উদ্ভবের একদম সুনির্দিষ্ট দিন-তারিখ নির্ণয়ের চেষ্টা আদতে ব্যর্থ চেষ্টা। ফলে, ইসলাম ধর্মের লালনকেন্দ্রগুলোতে ঠিক কখন ইসলামি আকিদা-বিশ্বাসনির্ভর সাংস্কৃতিক ধারার সূচনা হয়েছিল, তা বলা যায় না। তবে একটি সম্ভাব্য সময়সূচি আঁকা যায়। মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেদিন তাঁর সাথে ইবাদতে অংশগ্রহণের জন্য প্রথম ব্যক্তিকে ইসলামে দীক্ষিত করেছেন, সেদিনের পূর্বে কিংবা হিজরতের পর পুরোদস্তুর ইসলামি রাজনৈতিক কাঠামো প্রতিষ্ঠার পূর্বে নতুন সাংস্কৃতিক ধারার জন্ম হয়নি, তা নিশ্চিতরূপেই বলা যায়। তবে এই সময়টিও বেশ আগে হয়ে যায়। কারণ, প্রতিটি সভ্যতার ভেতর অসংখ্য স্থানীয় উপসংস্কৃতি থাকে, নতুন স্বতন্ত্র সভ্যতা উদ্ভবের দাবি করতে হলে মধ্যপ্রাচ্যের প্রধান সাংস্কৃতিক ধারাগুলো ইসলামের ছাঁচে পুনর্গঠিত হতে হবে। এই সময়টা এসেছিল উমাইয়া যুগের শেষ লগ্নে, সম্ভবত আবদুল মালিকের প্রজন্মেই তা উপস্থিত ছিল। এ ক্ষেত্রে রাউন্ড ফিগার হিসেবে আমরা ৭০০ খ্রিষ্টাব্দকে ধরতে পারি (এক প্রজন্ম আগপিছ হতে পারে)। এই সময় প্রকৃত অর্থে ইসলামি সভ্যতার প্রথম যুগের সূচনা হয়।

চাইলে আরও পেছনে গিয়ে ইসলামপূর্ব আরব ও মধ্যপ্রাচ্যের সাধারণ সংস্কৃতির জন্মলগ্ন নির্ধারণ করা যায়, যে যুগটা নানা কারণে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে ৭০০ থেকে ১০০০ পর্যন্ত তিন শতাব্দীই পূর্ণমাত্রার ইসলামি সভ্যতার প্রথম ধাপ, পরবর্তী যুগগুলোর সাথে যার তুলনা করতে হবে। প্রথম যুগকে ক্ল্যাসিক্যাল আব্বাসি সভ্যতা যুগ হিসেবে নামকরণ করা যায়। যদিও এই তিন শতাব্দীর প্রথম ও শেষ ভাগে (৯৪৫ সালের পর) আব্বাসিরা ক্ষমতায় ছিল না। আব্বসি যুগ হিসেবে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বলকান, ভারতের কিছু হিন্দু-অধ্যুষিত অঞ্চল, ইন্দোনেশিয়ার বৌদ্ধ ও হিন্দুদের মাঝে এবং এমনকি ইন্দোচীনেও প্রভাব বিস্তার করেছে। উনিশ শতকে কল্পনাতীত নতুন সাংস্কৃতিক শক্তি নিয়ে খ্রিষ্টবাদের পুনরুত্থানের পূর্বপর্যন্ত ইসলামি সভ্যতা 'আদিম' মানুষের মধ্যে ব্যাপক ছিল। এমনকি এর পরও ইসলাম প্রভাবশালী প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে টিকে আছে, যার ফলে খ্রিষ্টীয় সভ্যতা এখনো অনুগত নয়, এমন মানুষদের আনুগত্য আদায়ে হিমশিম খাচ্ছে; চাই তা হোক সার্বিয়া, আফ্রিকা কিংবা মালয়েশিয়ায়।

বিশ্ব ইতিহাসে ইসলামের বিস্তৃতির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—ইয়োরোপ, আফ্রিকা, ভারত, চিন, মধ্য-ইয়োরেশিয়া এবং সুদূর দক্ষিণ-পূর্বসহ গোটা পূর্ব গোলার্ধজুড়ে ইসলামের কল্পনাতীত বিস্তৃতি সত্ত্বেও ইসলাম শুধু ধর্মীয় নয়, বরং ইতস্তত বিচ্ছিন্ন মুসলিম সমাজগুলোর মধ্যে কিছু সামাজিক বন্ধনও ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছিল, যার মাধ্যমে একটি সর্বজনীন বিশ্বব্যবস্থা এবং সাংস্কৃতিক মানদণ্ড নির্ধারণে ইসলাম মধ্যযুগের যেকোনো সমাজের চেয়ে বেশি সফল হয়েছিল। এমনকি কিছু কিছু ক্ষেত্রে উনিশ শতকে ইয়োরোপিয়ান বিশ্বমোড়লিপনার উত্থানের পরও। যদিও বৈশ্বিক পর্যায়ে ইসলাম ইয়োরোপিয়ান ধাঁচের মোড়লিপনা নির্মাণে ব্যর্থ হয়েছিল, কিন্তু পৃথিবীর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু অংশে সফল হয়েছিল; যেমন ভারত মহাসাগরের গোটা অববাহিকাজুড়ে, ভারতীয় উপমহাদেশও যার অন্তর্ভুক্ত। এখানে হিন্দুরা মুসলিম শাসন মেনে নিয়েছিল এবং মারাঠারা তাদের হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠার পরও মুসলিম মোগল সাম্রাজ্যের কর্তৃত্ব স্বীকার করত, যেমন স্বীকার করত মোগল রাজদরবারকেন্দ্রিক ইন্দো-মুসলিম সাংস্কৃতিক উৎকর্ষকে।

এ জন্যই ইয়োরোপিয়ানরা যখন 'ইন্ডিজ বাণিজ্য' এবং ক্রমান্বয়ে 'ওল্ড ওয়ার্ল্ডের' নিয়ন্ত্রণ নেয়, তাদের প্রধানত ইসলামি শক্তিগুলোর সাথে যুঝতে হয়েছিল। এই বাস্তবতার ছাপ আধুনিক বিশ্বরাজনীতির সর্বত্র পরিস্ফুট, কোথাও স্পষ্ট, কোথাও অস্পষ্ট। যেমন মুসলিম শাসন উৎখাত করে ক্ষমতায় বসা ব্রিটিশ-মুসলিম ভঙ্গুর সম্পর্ক ক্রমে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ভিত্তি রচনা করেছে। অনুরূপ, সোভিয়েত সাম্রাজ্যে ইসলামের আনপ্রেডিকটেবল ভূমিকা, বিশ্বদরবারে নিগ্রো আফ্রিকার আগমনের ক্ষেত্রে পশ্চিমের বিকল্প হিসেবে মুসলিম বিশ্বের দীর্ঘমেয়াদি উপস্থিতি এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। সর্বোপরি অ-পশ্চিমা এবং অ-কমিউনিস্ট অঞ্চলজুড়ে অস্পষ্ট কিন্তু সম্ভাব্য প্যান-ইসলামি মনোভাব ছিল। আফ্রিকা-এশিয়ার 'নিরপেক্ষ'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

islamischen Volker-এর তথ্যাবলি এই অ্যাপ্রোচ অনুসারে সাজানো। রাশিয়ান দৃষ্টিভঙ্গি আবার ভিন্ন, যা ফুটে উঠেছে ইসলামি সংস্কৃতির ওপর রচিত বার্থোল্ডের ছোট্ট রচনা থেকে, যেখানে বিবর্তনের ধারাটা আরবি, ফারসি থেকে তুর্কিমুখী; এখানে মধ্য ইয়োরেশিয়ান তুর্করা গুরুত্বপূর্ণ, শুধু ওসমানীয়রা নয়। তৃতীয় আরেকটি দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছে ইন্ডিয়ান স্কলারদের মাঝে—মুসলিম কিংবা ব্রিটিশ। এখানে ধাপগুলো হচ্ছে আরবি, ফারসি এবং ইন্দো-মুসলিম। অ্যারাবিস্টিক বায়াস উপরিউক্ত তিন দৃষ্টিভঙ্গির অনুরূপ। আরব স্কলার এবং পশ্চিমা স্কলাররা—যাঁরা হয়তো সেমেটিস্ট হিসেবে কিংবা অন্য কোনো কারণে ইসলামের আদি কেন্দ্রগুলোর ওপর মনোনিবেশ করেন। কখনো ইসলামের ইতিহাস শুধু আরব ধাপেই ক্ষান্ত দিয়ে দেন। ফলে তাঁদের প্রবণতা হলো—প্রথম কয়েক শতাব্দীর আরব শৌর্যের পর গোটা ইসলামি সভ্যতা রাহুগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, যা পুনরুজ্জীবিত হয়েছে আধুনিক সময়ে এসে আরবদের স্বাধীনতার মাধ্যমে! ইসলাম অধ্যয়নে এই ধরনের খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাপক। প্রত্যেকেই কোনো না কোনো দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে ইসলামকে অধ্যয়ন করতে চায়, যার ফলে এখানে একটা দুষ্টচক্র গড়ে উঠেছে—'সামগ্রিক একটি দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার প্রয়োজনে ইসলামের ঐতিহাসিক অবস্থান অস্পষ্ট করে তোলা হয়েছে; আবার ইসলামের ঐতিহাসিক অবস্থান নির্ণয়ের প্রয়োজন দৃষ্টিভঙ্গিগুলোকে সংকীর্ণ করে তুলেছে।'

ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিগুলো অবচেতনভাবে এতই স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নেওয়া হয়েছে যে এগুলো বেশ কৌতূহলোদ্দীপক ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত করেছে। ভারতীয় কোনো এক রচনায় আমি পড়েছি—মোঙ্গলদের ইরান দখলের পর ইসলামি সভ্যতার একমাত্র আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠে দিল্লি, যেখানে মুসলিম স্কলাররা জড়ো হয়েছিল। অপর দিকে আরববাদীদের লেখায় পাওয়া যায় একই অভিযানের পর মুসলিমদের আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছিল মিসর।

কিছু বিকৃতি নিঃসন্দেহে পরিহার-অযোগ্য। তবে আরববাদীদের পূর্বাঞ্চলের মুসলিমদের উপেক্ষা করার যে প্রবণতা, তা ধ্বংসাত্মক। এর ফলে সৃষ্ট বাস্তব সমস্যার সংখ্যা অনেক। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো এটি উৎসারিত হয়েছে অত্যন্ত গভীরভাবে প্রোথিত মনোভাব থেকে, ফলে সহজেই নিরাময়যোগ্য নয়, স্বনিরাময়যোগ্যও নয়। অপর দিকে বিশ্ব ওয়েস্টার্নার হিসেবে আমরা ইসলামকে শুধু সেসব ক্ষেত্রেই

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

AI CAMERA
Shot by narzo 50

ক্রান্তিকালীন ইসলামি ইতিহাসের অভিন্নতা নয়

পাঠ্যবস্তু হিসেবে ইসলামি সভ্যতা

'মানবজাতির' ইতিহাসচর্চায় ইসলামি সভ্যতা শুধু সেসব অঞ্চলের প্রেক্ষিতেই অধীত হওয়া উচিত নয়, যেখানে এর স্ফুরণ ঘটেছে। বরং একটি ঐতিহাসিক 'সমগ্র' হিসেবে, গোটা মানবজাতির গন্তব্য নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে পঠিত হওয়া উচিত। ইসলামি সমাজসমূহের সুবিস্তৃত ইতিহাস আদতে এমনই। শুধু প্রথম দিকে নয়, বরং ক্রান্তিলগ্নেও ইসলামের গতিপ্রকৃতি বিশ্বজোড়া গুরুত্বের দাবিদার। কারণ, এর স্রষ্টাকেন্দ্রিক সুশৃঙ্খল বিশ্বব্যবস্থা ইতিহাসের মূল্যবান অভিযাত্রা এবং এর তুলনামূলক কম আত্মসচেতন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য (cultural heritage) মানবীয় গুণাবলিতে টইটম্বুর। অধিকন্তু, বর্তমান বিশ্ববাস্তবতার উদ্ভব কীভাবে হলো—তা বুঝতেও ক্রান্তিকালীন ইসলামি ইতিহাস গুরুত্বপূর্ণ। যখন পশ্চিমে নতুন জীবনের ছোঁয়ায় সবকিছু বদলে যাচ্ছিল, তখন ইসলাম মানবজাতির অর্ধেকাংশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করত। ফলে 'নতুন পশ্চিমের' প্রতি তাদের প্রতিক্রিয়া কেমন হবে—সেই সম্ভাবনাও। আঞ্চলিক ইসলামি সমাজসমূহের—যেমন নিকটপ্রাচ্য ও ভারত—ভূমিকা সামগ্রিকভাবে ইসলামের গতিপ্রকৃতি নির্ধারণে অবদান রেখেছে। শেষ যুগের ইসলামি সভ্যতার ইতিহাস অত্যন্ত জটিল এবং বহুমাত্রিক। এই বহুমাত্রিকতা বা ভিন্নতার ভেতর থেকে একটি 'সর্বজনীন' ধারা খুঁজে বের করাটাই আমাদের একমাত্র সমস্যা নয়, যদিও তা গুরুত্বপূর্ণ বটে, বরং আমাদের সমস্যা হলো—সেসব উপায়-অবলম্বন খুঁজে বের করা, যেগুলোর মাধ্যমে অভিন্নতা (unity) কিংবা ভিন্নতার (diversity) উপাদানগুলো

2025/12/16 15:07

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হিসেবে ইসলামের বিস্তৃতি যতটুকুই ঘটে থাকুক না কেন, 'ইসলামি সভ্যতার' দিক থেকে বিবেচনা করলে একে পূর্ণ মাত্রার বিস্তার বলা চলে না, নিশ্চিতভাবেই। আরব সাম্রাজ্যের প্রারম্ভিক বছরগুলোয় বিজিত অঞ্চলগুলোতে হেলেনিস্টিক-খ্রিশ্চিয়ান এবং সাসানিয়ান সভ্যতাই শক্তিশালী ছিল। তবে আরব শাসকশ্রেণির ভেতর প্রাক্-ইসলামি সংস্কৃতির ক্রম-ইসলামীকরণ ঘটেছে, আরব এবং আরবের বাইরে—সর্বত্রই। দুই-তিন প্রজন্মের ভেতর ইসলামের প্রকৃত সীমানা মোটামুটি স্থির হয়ে যায়। পরবর্তী দুই-তিন শতাব্দী বাস্তবে আর কোনো বিস্তার ঘটেনি। এ সময়টুকুতে ইসলামি অঞ্চলগুলো সম্মিলিতভাবে ইসলাম ধর্ম ও ইসলামি সভ্যতার ইতিহাস গড়ে তোলায় মনোনিবেশ করে। ইসলাম শাসকশ্রেণির জীবনবিধানে পরিণত হয়। জনসাধারণের জীবনের অনুষঙ্গে পরিণত হয় এবং নতুন-স্বতন্ত্র একটি সভ্যতার প্রাণবিন্দুতে পরিণত হয়।

পরবর্তী সময়ে একটা সময় এসেছে, যখন 'ইসলামের বিস্তৃতিকে' কেউ চাইলে ইসলামি সভ্যতার পূর্ণ মাত্রার বিস্তৃতি হিসেবে চিহ্নিত করতে পারে। ১০০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ইসলামি বিশ্বাস ও সভ্যতা ধারণকারী ভূখণ্ডগুলোর অবিরাম চতুর্মুখী বিস্তৃতি ঘটতে শুরু করে। ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ দারুল ইসলামের সীমানা তিন গুণ বর্ধিত হয়। পরবর্তী যুগের ইসলামি সমাজের ক্ষেত্রে এটিই এককভাবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়; অন্তত বিশ্ব ইতিহাসে ইসলামের সংযোগের দৃষ্টিকোণ থেকে।

এই বিস্তৃতি, বিশেষত ১৮০০ সালের পূর্বপর্যন্ত, বিশ্ব ইতিহাসের দুটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ ধারণ করেছে। প্রথমত, এগারো থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত যেসব অঞ্চলে মানুষ 'প্রাচীন পৃথিবী' (ওল্ড ওয়ার্ল্ড) থেকে নতুন নগরসভ্যতায় স্থানান্তরিত হচ্ছিল, সেগুলোর মাঝে ইসলামি অঞ্চলগুলো ছিল সর্বোৎকৃষ্ট। চাই হোক তা সাব-সাহারান আফ্রিকা, মালয়েশিয়া, সেন্ট্রাল ইয়োরেশিয়া কিংবা চীন-ভারতের কোনো পশ্চাৎপদ সীমান্ত অঞ্চল। খুবই হাতে গোনা কিছু অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম, খ্রিষ্টবাদ কিংবা হিন্দুত্ববাদ ইসলামি সভ্যতার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিল। ইসলামি সভ্যতা—অপরাপর সভ্যতার বিপরীতে—এতই শক্তিশালী ছিল যে যেসব অঞ্চলে ভিন্নধর্ম প্রভাবশালী ছিল, সেখানেও ইসলামি সভ্যতা দোর্দণ্ড প্রতাপে অগ্রসর হয়েছে। প্রথম দিকে ইসলামি সভ্যতাভুক্ত অঞ্চলগুলো খ্রিষ্টধর্ম, ইহুদি ধর্ম কিংবা জরথুস্ত্রবাদ থেকে ধর্মান্তরিত হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী যুগে এসেও ইসলাম ইয়োরোপের অভ্যন্তরে খ্রিষ্টান আনাতোলিয়া এবং

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অঞ্চলগুলোতে একসময় ইসলাম একদা প্রভূত কর্তৃত্ব (Near Hegemony) রাখত। এমনকি এই অঞ্চলের সর্ববৃহৎ অমুসলিম রাষ্ট্র ভারতেও 'উল্লেখযোগ্য এবং সুপ্রতিষ্ঠিত' মুসলিম সংখ্যালঘুদের মনোভাব বিবেচনায় নিতে হতো।

ফলে গোটা গোলার্ধের ইতিহাসে ইসলামের বিস্তার প্রথম সারির গুরুত্ব রাখে। অনুরূপ, গোটা মানবজাতির ইতিহাসে বিশেষ মনোযোগের দাবিদার এবং নিখাদ ইসলামি ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকেও এটি অসম্ভব কার্যকারিতা দেখিয়েছে এবং গভীর মতাদর্শিক প্রভাব ফেলেছে। ইসলামের বিস্তৃতি ও কেন্দ্রাতিগ প্রবণতার ফলে সৃষ্ট সমস্যাবলি অধ্যয়নে তাই আমাদের প্রধান চিন্তা—ইসলামি ইতিহাসকে একটি 'সমগ্র' হিসেবে দেখা। গিব দেখিয়েছেন যে ইসলামের বিস্তৃতি সামাজিক অবকাঠামো সংহতকরণে এবং বুদ্ধিবৃত্তিক জগতে সমন্বয় আনয়নে সুফিবাদের ভূমিকা বর্ধিত করেছে। অনুরূপ কিছুটা লঘু মাত্রায় এটি 'পারসিয়ান অনুপ্রেরণার' ফলাফলকে প্রভাবিত করেছে, যা তখনকার নান্দনিক ও ক্ষেত্রবিশেষে রাজনৈতিক মানদণ্ড নির্ণয়ে প্রভাবশালী ছিল। তবে শেষমেশ এটি ইসলামি ক্ষমতার কেন্দ্রগুলোতে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলতে পারেনি।

প্রাচীন ও পরবর্তী যুগের ঐতিহাসিক চরিত্রের ভিন্নতা

পরবর্তী যুগের ইসলামি সভ্যতার চরিত্র নির্ণয়ের পূর্বে আমাদের অবশ্যই 'যুগ' চিহ্নিত করতে হবে, যা আমাদের নানা ক্ষেত্র এবং যুগভেদের সেগুলোর মধ্যকার ভিন্নতা নির্ণয়ে সহায়তা করবে। ইসলামি বিস্তৃতির ধাপ পরিবর্তনে আমরা যে সূত্রগুলো ব্যবহার করতে পারি—১০০০ খ্রিষ্টাব্দ, যখন বিস্তৃতির সূচনা হয়; ১২৫০ সালের মোঙ্গল আগ্রাসন, এ সময় মুসলিম বিশ্ব অমুসলিম কর্তৃক শাসিত হওয়ার অভিজ্ঞতা অর্জন করে; ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দ, যখন ভারত মহাসাগরের বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ মুসলিমদের হাত থেকে পশ্চিমাদের হাতে স্থানান্তরিত হয় এবং পশ্চিমা মোড়লিপনার প্রতিষ্ঠাকাল হিসেবে ১৮০০ সাল। যুগের এই সীমানা অবশ্যই একজাই নয়, বলাই বাহুল্য। এ ক্ষেত্রে এক প্রজন্মের মতো কমবেশি হতে পারে এবং তা দৈববাণীও নয়। প্রতিটি গবেষণার জন্য আলাদা আলাদা যুগ বিভাজন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে শুধু প্রাসঙ্গিক

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইতিহাসের' অংশ হিসেবে বিবেচনা করি, যেখানে তারা পশ্চিমের ঘটনাপ্রবাহে বাগড়া দিয়েছে। যেমন গল ও পরবর্তী সময়ে স্পেনে আরবদের আগমন। আরবকেন্দ্রিকতার প্রধান উৎস হলো প্রকৃত মুসলিমদের ভেতর 'নিখাদ' ইসলামের চাহিদা। পাশাপাশি গৌরবোজ্জ্বল প্রথম তিন-চার শতাব্দীকে প্রকৃত ইসলামি যুগ হিসেবে বিবেচনা করার প্রবণতা, যে সময়টুকুতে সাংস্কৃতিক ভাষা হিসেবে আরবির অবস্থান ছিল প্রশ্নাতীত। ফলে 'আরবি' ও 'ইসলামি' শব্দদ্বয় অঘোষিতভাবে সমার্থক হয়ে ওঠে, যা খ্রিষ্টান ও ইহুদি আরবদের সাথে অবিচার, যেমন অবিচার বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ অ-আরব মুসলিমদের প্রতি। ফলে এতে অবাক হওয়ার কিছুই নেই, যদি এনসাইক্লোপিডিয়া অব ইসলামের প্রবন্ধ এমনভাবে লেখা হয় যেন সুনির্দিষ্ট রীতিনীতি, উৎসব, স্থাপত্যশিল্প কিংবা এমনকি শিল্পসম্পর্কিত কোনো বইও আরব শতাব্দীতে সীমাবদ্ধ, এমনকি পরবর্তী শতাব্দীর ইতিহাস রচনায়ও। অপর দিকে আরবের ইসলামপূর্ব এক হাজার বছরের ইতিহাস শব্দতত্ত্বের দুর্বিপাকের দরুণ ইসলামের ব্যানারে লীন হয়ে গেছে, ইসলামি ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। ফলে পরবর্তী বিকৃতিগুলো অনিচ্ছাকৃত হলেও বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

ইসলামের বিশ্ব ঐতিহাসিক ফেনোমেনা হয়ে ওঠা

অধুনা ইসলামি ইতিহাসচর্চায় যে সমস্যাগুলো তৈরি হয়েছে, সেগুলোর দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে অ্যারাবিস্টিক ধারা দুর্ভাগ্যজনক একটি ধারণা সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে। 'ইসলামের বিস্তৃতি' শব্দবন্ধটি মূলত আরব উপদ্বীপের বাইরে আরবদের বিস্তৃতি, অর্থাৎ আমাদের সময়ের সপ্তম ও অষ্টম শতকে আরব সাম্রাজ্য গড়ে তোলার বিষয়টি বুঝিয়ে থাকে। শব্দবন্ধটি ইসলামের পৃষ্ঠপোষকতাধীনে—যেসব অঞ্চল ইতিপূর্বে রোমান কিংবা পারসিয়ান সাম্রাজ্যের করতলগত ছিল এবং সাংস্কৃতিকভাবেও এদের ভেতর লীন হয়ে গিয়েছিল—সেসব অঞ্চলে আরবদের পরিচালিত অত্যন্ত দ্রুতগতির বিজয়যাত্রাকে বোঝায়। রোমান ও পারসিয়ান সাম্রাজ্যের ক্ষয়িষ্ণুতা আরবদের সামনে অবারিত সুযোগ বয়ে আনে। সভ্যতার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে একে 'প্রাথমিক ঘাঁটির' বাইরে ইসলামের বিস্তৃতি হিসেবে খুব বেশি বিবেচনা করা যায় না। ধর্ম

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

AI CAMERA
Shot by narzo 50

তৈরি করেছিল, অনুরূপ অক্সিডেন্টের দোরগোড়ায় অধিকতর নৈপুণ্যের অধিকারী মুসলিম বিশ্বের উপস্থিতিই তার চেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। কারণ, সুনির্দিষ্ট রচনাবলি তাদের নিকট খুব বেশি অজ্ঞাত ছিল না, যেহেতু ইসলামি ঐতিহ্য আর অক্সিডেন্টাল ঐতিহ্যের শিকড় একই জায়গায় প্রোথিত। তাদের ওপর সবচেয়ে বেশি ইমোশনাল প্রেশার তৈরি করেছে—পাশেই এমন এক সমাজের অস্তিত্ব যেখানে অধিকতর নিপুণ রচনাবলি ব্যাপকভাবে প্রচলিত।

অক্সিডেন্টের আব্রাহামিক ঐতিহ্য ও আধ্যাত্মিকতা (সুফিবাদ বা ইয়োরোপিয়ান প্রেক্ষাপটে বৈরাগ্যবাদ) চর্চায় সাদা দৃষ্টিতে ইসলামি বিশ্বের কোনো প্রভাব চোখে পড়ে না। গাজালি পরিচিত ছিলেন। কিন্তু তা ইসলামের আলোকে দর্শনের অপনোদনের জন্য নয়, বরং দর্শনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্য। সম্ভবত এ ক্ষেত্রে দুই অঞ্চলের ধর্মীয় অভিজ্ঞতার আদান-প্রদান হয়নি। এসব ক্ষেত্রে ইসলামের অবদান উপলব্ধি করতে সক্ষম, এমন ইসলামসচেতন কেউ অক্সিডেন্টে বিরল। এখানে ইসলাম নিয়ে যারা লেখালেখি করেছে, তাদের অধিকাংশই ক্রমাগত ভুল তথ্যের জাবর কেটে গেছে, যেগুলোর উদ্ভব ঘটেছিল 'বিশ্বাসীদের' মোকাবিলায় অবিশ্বাসী শত্রু বিনাশে অনুপ্রেরণা জোগাতে। তবে মেটাফিজিকসের ক্ষেত্রে দুই অঞ্চলের মাঝে গুটি কতক সংযোগ ছিল। বলা হয়ে থাকে—কিছু খ্রিষ্টান বৈরাগী সরাসরি মুসলিমদের থেকে শিক্ষা অর্জন করেছিল, ইবনে রুশদ-পরবর্তী সুফিদের কারও কারও থেকে সুফিবাদের দীক্ষা নিয়েছিল। এই তালিকায় স্পেনের রেমন্ড লুলের (Raymond Lull ১২৩৫-১৩১৫) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইসলাম সম্পর্কে প্রকৃতই জানতেন, সেসব বিরল ব্যক্তিত্বের তিনি একজন। ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান-দৈন্যের এই বাস্তবতা তাঁরা খুব কমই স্বীকার করেছেন, যদি আদৌ নিজেরা অনুভব করে থাকেন, তবে। লুলের চিন্তার তীক্ষ্ণতা এবং ব্রতের ব্যাপকতা ইবনুল আরাবির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল, যার ব্যাপারে তিনি অবশ্যই জানতেন। জর্দানো ব্রুনোর ভায়া হয়ে আধুনিক সময়ে যে উদ্ভাবনী কল্পনাশক্তি পরিবাহিত হয়েছে, লুল সেখানে অনুপ্রেরণার অন্যতম উৎস।

প্রযুক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রের তুলনায় নান্দনিক শিল্পচর্চায় ইসলামি থিম ও মেথডের অনুপ্রবেশ নির্ণয় তুলনামূলক দুরূহ। আরবি থেকে কিছু গদ্যসাহিত্য অনূদিত হয়েছিল বটে। কিন্তু শিল্প মূলত রূপান্তরিত হয়

2022/12/16 14:07

 আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বিশ্ব ইতিহাসে 'সমগ্র' হিসেবে ইসলামি সভ্যতার ভূমিকা নির্ধারণে সহায়তা করেছে।

ইসলামি সভ্যতার প্রারম্ভিক সময়ে একে একটি 'সমগ্র' হিসেবে বিবেচনা করা যায়, কিন্তু সময়ের সাথে সাথে তা তুলনামূলক কঠিন হয়ে ওঠে। এমনকি পুরোদস্তুর ধর্মীয় বিষয়েও; যেমন ফিকহ ও তাসাওউফ। ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মাজহাব ও সিলসিলাগুলোর ভিন্নতা বাস্তব। যেমন ইসলামচর্চার আরব, ইন্ডিয়ান কিংবা তুর্কি ধারার ভিন্নতা। আর গণমানুষের সংস্কৃতি, প্রতিষ্ঠান, শিল্প ও লিপিপদ্ধতির বৈচিত্র্যের কথা তো প্রকটভাবে গোচরীভূত। তবে একটি সর্বজনীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, আরবির সর্বজনীন চর্চা, অধিকাংশ অঞ্চলে ফারসি ভাষার ব্যবহার, সমাজ ও ধর্মের মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে একই রকম মনোভাবের ফলে ইসলামি অঞ্চলসমূহে ন্যূনতম আন্তসংযোগ এবং ধারাবাহিকতা নিশ্চিত হয়েছিল। অবশ্য সবগুলো ক্ষেত্রেই পরিবর্তন ঘটেছে, কখনো অনুরূপ, কখনো বেশ ভিন্নরূপ। ইসলামকে একটি আকিদা হিসেবে চিহ্নিত করতে চাইলে—বিশ্বগোলকের নানা অংশে ক্রমবর্ধমান—এটিও মেনে নিতে হবে যে এই আকিদার সাথে বহুমুখী সাংস্কৃতিক চর্চা জড়িত, যা শুধু অঞ্চল থেকে অঞ্চলই নয়, বরং যুগ থেকে যুগান্তরেও ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে। এতৎসত্ত্বেও—সমস্ত বৈচিত্র্য, সমস্ত ভিন্নতার মাধ্যমে এটি একটি সভ্যতা গড়ে তুলেছে; সুনির্দিষ্ট মাত্রায় যার গল্পটা একই।

আমার দৃষ্টিতে এই সভ্যতাকে একটি 'সমগ্র' হিসেবে বিবেচনা করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে অ্যারাবিস্টিক বায়াস বা আরববাদী পক্ষপাতিত্ব। এটি সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক পক্ষপাতদুষ্টতা, যা ইসলাম অধ্যয়নকে ব্যাহত করেছে। ইসলামিস্টরা সব সময়ই ইসলামকে কোনো না কোনো সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছে এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সংগতিপূর্ণ ধারায় ইসলামের ইতিহাস পঠিত হয়েছে; যদিও দৃষ্টিভঙ্গিগুলো পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রতিটি দৃষ্টিভঙ্গির নিজস্ব কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যেমন যাঁরা ইসলাম ও পশ্চিম ইয়োরোপের সম্পর্কের দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলাম ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পেয়েছেন, তাঁরা একে দুটো বিজয়াভিযান ধাপে বিভক্ত করেন—আরব যুগ এবং তুর্কি যুগ। অথবা ওসমানি সংস্কৃতির অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের সাথে পরিচিতির আলোকে ব্যাখ্যা করলে তিন ধাপে বিভক্ত করা হয়; আরব, পারসিয়ান এবং ওসমানি যুগ। ব্রোকেলম্যানের Geschichte der

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উৎসর্গকারী সুফিরা ঘুরে বেড়াবে, নাকি খানকায় সাধনা করবে ইত্যাদি। তুরস্কের খালওয়াতিয়া তরিকার সদস্যরা প্রতিবছর একবার দীর্ঘ সময় সাধনার জন্য বরাদ্দ রাখতে হতো। কিছু তরিকা আবার সব ধরনের শরিয়াহ আইন পরিত্যাগের স্বাধীনতা প্রদান করেছিল! কালান্দাররাও তরিকা হিসেবে স্বীকৃত ছিল। তারা ছিল নৈরাজ্যবাদী সাধক, যারা সব ধরনের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রত্যাখ্যান করত, এমনকি সুফিজমের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণও। অধিকাংশ তরিকাজীবনই ছিল পুরুষদের জন্য। তবে নারীদের জন্যও কিছু খানকাহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

ইসলাম প্রসারের ক্ষেত্রে তরিকাগুলো সামাজিক শিথিলতা আনয়নে বড়সড় ভূমিকা পালন করেছে। অধিকাংশ তরিকাই কোনো না কোনো ভূখণ্ডের সাথে সংযুক্ত ছিল। যেমন শাজিলিয়া তরিকা পশ্চিম আফ্রিকা এবং মিসরভিত্তিক। রিফাইয়া তরিকা ইরাক ও পূর্ব আরব অঞ্চলভিত্তিক। কুবরাভিয়ার ঘাঁটি ইরান। আহমাদিয়া তরিকার মতো কিছু তরিকা ছিল আরও ক্ষুদ্র এলাকায় সীমিত। এটি ছিল পুরোপুরি মিসরকেন্দ্রিক তরিকা এবং বেশ প্রভাবশালীও বটে। খানকাহগুলো অবশ্যই লোকালয়-বসতবাড়ি থেকে দূরে স্থাপিত হতো, অনুচরদের ব্যাপক ভ্রমণ করতে হতো। নকশাবন্দিয়া তরিকা ইরান ও তুরস্কজুড়ে বিস্তৃত ছিল। কাদিরিয়া তরিকা ছিল সবচেয়ে বেশি বিস্তৃত, যদিও কেন্দ্র ছিল বাগদাদ, এর প্রতিষ্ঠাতার দরগাহে। পূর্ণ মধ্যযুগের শেষ নাগাদ যেসব তরিকা গোটা দারুল ইসলামজুড়ে বিস্তৃত হতে পেরেছে, সেগুলো সুবিশাল নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছিল—সাহচর্য, আতিথেয়তা থেকে শুরু করে ইসলামি সংস্কৃতির নানা শাখায়। কিছু সুফি তরিকার ভিন্ন বিশ্বাসের প্রতি অসম্ভব সহনশীলতা ধর্ম, বর্ণ, তরিকানির্বিশেষে সর্বক্ষেত্রে মুসলিম শাসনের প্রতি আনুগত্যই বৃদ্ধি করেছে।

এই তর্ক তোলা যেতেই পারে যে তরিকাগুলো আন্তধর্মীয় ঐক্যের চেয়ে খোদ ইসলামি সমাজের সংহতি বৃদ্ধিতে বেশি অবদান রেখেছে। ইসলাম সর্বোৎকৃষ্ট সামাজিক এবং এমনকি রাজনৈতিক ধর্ম। মদিনার খিলাফতের পর থেকে ইসলাম এর সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসমূহ একই সাথে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হচ্ছিল না। ওলামারা খলিফার—মানুষের শাসক—অধীনে মুসলিমদের সর্বাত্মক ঐক্যচিন্তা কখনোই ছেড়ে দেননি। সুফিরা খলিফার সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থ গড়ে তোলে—সৃষ্টিজগতের এমন নিখুঁত মানবসত্তা, যা একই সাথে প্রাকৃতিক জগৎ ও

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কিন্তু উমাইয়া ও আব্বাসি খিলাফতের প্রেক্ষাপটে শরিয়াহ আইন অধিকাংশ মানুষকেই যথেষ্ট পরিমাণ আধ্যাত্মিক শক্তি জোগাতে পারেনি। তরিকাভুক্ত সুফিরা এই প্রয়োজন মিটিয়েছিল। ব্যক্তিগত সাধুতা অর্জনের একটি সর্বজনীন রূপরেখা প্রদান করেছিল। মুরিদরা শক্তি ও দিকনির্দেশনা পেত খানকাহ থেকে। সুনির্দিষ্ট তরিকার অনুসারীরা আধ্যাত্মিকতা চর্চার উদ্দেশ্যে একজন শায়খের তত্ত্বাবধানে খানকায় সমবেত হতো, কিংবা সর্বক্ষণ অবস্থান করত। সুফিরা তরিকাগুলো থেকে কিছু সুবিধা পেত। বিশেষত যারা জ্যোতির্বিজ্ঞানচর্চায় আগ্রহী ছিল, কোনো তরিকার সাথে নিজ নামের সংযুক্তি তাদের উগ্র ধর্মীয় বৈরিতা থেকে সুরক্ষা দিত। যারা উচ্চাঙ্গের সাধনার মাধ্যমে আল্লাহকে পেতে চাইত, তারা কোনো জীবিত শায়খ কিংবা মৃত শায়খের দরগাহর শরণাপন্ন হতো। কারণ, খানকাহগুলো সাধারণত মাজারের পাশে অবস্থিত হতো। গ্রামের সাধারণ মুসলিম, ধর্মচর্চায় যাদের আগ্রহ গড়পড়তা, তারা হয়তো পৈতৃকসূত্রে কোনো জীবিত শায়খ কিংবা মৃত পীরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করত।

সব পরিস্থিতিতে তরিকাগুলোর উপস্থিতি ছিল। শহরে কারিগরদের সামাজিক জীবন সংহত করত, পর্যায়ক্রমে গিল্ড গড়ে ওঠে। তারা যেমন কোনো না কোনো সুফির শিষ্যত্ব গ্রহণ করত, তেমনই গিল্ডে যুক্ত হতো। শহরবাসী ও কৃষক—সকলের প্রচারণা ও তীর্থযাত্রার কেন্দ্র ছিল মাজার কিংবা দরগাহ। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হলো—সদ্যবিজিত অঞ্চলগুলোতে সুফিরাই ছিল সবচেয়ে কার্যকর মিশনারি। মধ্যযুগের শেষ লগ্নে সুফি তরিকাগুলো অত্যন্ত সমৃদ্ধ, বৈচিত্র্যময় এবং উদার আধ্যাত্মিক আবহ সৃষ্টি করে, যা ছিল খোদ শরিয়াহ আইনের মতোই শিথিল। সুদূর বিস্তৃত ইসলামি সমাজগুলোকে একতাবদ্ধ রাখতে তরিকাগুলো কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে।

অনুরূপ, এই যুগের প্রধান ইস্যুগুলোও উমাইয়া-আব্বাসি যুগের চেয়ে ভিন্নতর ছিল। ইজতিহাদ সমাপ্তির সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতার ফলে শরিয়াহর নতুন মাজহাব গড়ে ওঠা এবং বিদ্যমান মাজহাবসমূহে মৌলিক পরিবর্তনের পরিসমাপ্তি ঘটে। যার ফলে ভিন্ন ভিন্ন মাজহাবের ওলামাদের মধ্যে সম্মানজনক সৌহার্দ্য গড়ে ওঠে। একই ছাদের নিচে একাধিক মাজহাবের পাঠদান ছিল নিত্যনৈমিত্তিক বিষয়। পূর্ণ মধ্যযুগে এই রীতি গড়ে উঠেছিল। এটি ছিল 'দ্য গ্রেট অ্যাজ অব মাদরাসা', অর্থাৎ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পনেরো শতকজুড়ে। বিস্ময়কর হলো—সুবিশাল ব্যাপ্তি সত্ত্বেও ইসলামের সামাজিক সংহতি ক্ষয় হয়নি। চীন থেকে মরক্কো—সর্বত্রই একজন মুসলিম সেখানকার নাগরিক হিসেবে বিবেচিত হতো, যার প্রকৃষ্ট নজির ইবনে বতুতার সফর।

বিজয়ী হোক বা বিজিত, প্রকৃত আব্বাসি অঞ্চল থেকে যত দূরেই অবস্থিত হোক না কেন, বাহ্যত 'বিরাজনৈতিক' এই যুগের পুরোটাজুড়ে ইসলাম ক্রমবর্ধমান উন্নতির ভেতর দিয়ে গেছে। উত্তর আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য থেকে শুরু করে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব ইয়োরেশিয়ায় ইসলাম নিজেকে সর্বাধিক গতিশীল সামাজিক ব্যবস্থা হিসেবে প্রমাণ করতে পেরেছে, এমনকি যেসব অঞ্চলে অমুসলিমরা সংখ্যাগুরু—সেখানেও। আমরা জানি না ঠিক কেন এমনটা ঘটেছিল। প্রফেসর মুহাম্মদ হাবিবের ভাষ্যমতে অন্তত ভারতে সামাজিক গতিশীলতার উৎস ইসলামি নীতিমালাসমূহ। নিঃসন্দেহে ইসলামে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক শিথিলতা রয়েছে, যা মধ্যযুগের বাণিজ্য ও রাজনৈতিক কাঠামোর উপযোগী ছিল। ইসলামীকরণের সূচনা ঘটত শহরে, সবচেয়ে বেশি কসমোপলিটন মনোভাবাপন্ন লোকদের ভেতর থেকে—এর কোনো ব্যতিক্রম ঘটেনি। তারপর ক্রমান্বয়ে আশপাশের অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ত।[৩৩]

পড়ন্ত মধ্যযুগের কেন্দ্রবিন্দুরূপে সুফি তরিকা

আনুষ্ঠানিকভাবে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপমুক্ত ধর্মীয় সংঘগুলো সমাজের সংহতিতে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে, যার শীর্ষে আছে সুফি তরিকাসমূহ। যদিও মোঙ্গলদের আগ্রাসনের পূর্বেই তরিকাগুলোর জন্ম হয়েছিল, কিন্তু মধ্যযুগের শেষাংশে এসে এগুলো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানরূপে গৃহীত হতে শুরু করে এবং ধর্মীয় দৃশ্যপটে কর্তৃত্বশালী হয়ে ওঠে। গাজালি ও ইবনে তাইমিয়ার মাঝে দুস্তর ব্যবধান। গাজালি সুফিধারার একজন প্রাণপুরুষ, এমনকি তরিকাগুলোর জন্মেরও আগের। অপর দিকে ইবনে তাইমিয়ার

৩৩ উদাহরণত সুদান এবং মূর্তিপূজক ঘানায় সভ্যতার উল্লেখযোগ্য একটা পরিমাণ ক্রমান্বয়ে ইসলামাইজেশনের দিকে যায় এবং ইসলামাইজড অঞ্চলগুলোতে শাসক ও শহরগুলোই প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রান্তিক যুগের ইসলামি সভ্যতাগুলোকে নতুন সৃষ্ট সভ্যতা হিসেবে পাঠ করা যায় না, যেমন যায় না সভ্যতার একমুখী স্রোত হিসেবে অধ্যয়ন। ইতিহাসের অপরাপর বৃহত্তর ক্ষেত্রগুলোর মতো এগুলোও উপযুক্ত সুপরিসর দৃষ্টিভঙ্গিতে পঠিত হওয়া উচিত এবং আবশ্যক।[৩২]

পড়ন্ত মধ্যযুগের বিরাজনৈতিক (apolitical) চরিত্র

বিশ্বরাজনীতিতে ইসলামের ভূমিকা বিশেষত দুটি পয়েন্ট থেকে নিরিখ করা যায়। একদিকে এমন একটি প্যাটার্ন গড়ে উঠছিল, যা বিশ্বের সভ্য অঞ্চলগুলোর সুবিশাল অংশকে ক্রমান্বয়ে ইসলামিক ওয়ার্ল্ড অর্ডারের দিকে টেনে নিচ্ছিল। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল ইসলামের ক্রমবিস্তার। পূর্ণ মধ্যযুগে এই প্রবণতা অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বেড়ে উঠছিল। পড়ন্ত মধ্যযুগে এসে তুঙ্গে ওঠে এবং বিশ্ব কর্তৃত্ব অর্জন করে, যা অন্তত ১৫০০ সাল পর্যন্ত বহাল ছিল এবং এরপরও চলমান ছিল। অপর দিকে ইসলামি সংস্কৃতির নানা দিকে ক্রমবৈচিত্র্য আসছিল, ফলে একক আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্বব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্য হারিয়ে ফেলছিল। দ্বিতীয় প্রবণতাটি ১৫০০ সালের পর তিন সাম্রাজ্য যুগের দুটিতে খুব শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল।

দারুল ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলোতে পড়ন্ত মধ্যযুগের সূচনা হয়েছিল প্যাগান শাসনাধীনে এবং এই যুগের পুরোটা সময়জুড়ে এটি দারুল ইসলামের বৈশিষ্ট্যরূপে বহাল ছিল। পূর্বে ইসলামি খিলাফত

---

৩২ ইতিহাসের কালনির্ণয়গুলো নিম্নরূপ;
৭০০ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে; জেনেসিস (জন্মকালীন) যুগ
৭০০-১০০০; ক্ল্যাসিক্যাল আব্বাসি যুগ
১০০০-১২৫০; পূর্ণ মধ্যযুগ
১২৫০-১৫০০; পড়ন্ত মধ্যযুগ
১৫০০-১৮০০; তিন সাম্রাজ্যের যুগ
১৮০০ থেকে; আধুনিক যুগ
অবশ্য মদিনা যুগ, উমাইয়া যুগ, আব্বাসি যুগ এবং মোঙ্গল যুগ হিসেবে বিভাজিত করলে সূচনা-সমাপ্তিগুলো নিঃসন্দেহে ভিন্ন হবে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বাস্তবে বিকেন্দ্রীভূতই ছিল, কিন্তু বাগদাদ খিলাফতের পতন ঘোষণার সাথে সাথে তাত্ত্বিকভাবেও ইসলামের বিকেন্দ্রীকরণ ঘটে এবং বিচ্ছিন্ন মুসলিম সমাজগুলো অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে এমনকি তথাকার স্থানীয় সরকারগুলোর ওপরও ভরসা করতে পারত না, বরং নিজেদের টিকে থাকা নিজেদেরই নিশ্চিত করতে হতো।

পূর্ণ মধ্যযুগের রাজনৈতিক ক্ষমতাকেন্দ্রগুলো—যেমন সুদূর পশ্চিমে মুরাবিতুন ও মুওয়াহহিদুন, সুন্নি সেলজুক এবং আইয়ুবি শাসকবর্গ, তুর্কি-ইসলামি ধারাপন্থি—আলবেরুনি যাদের চমৎকার চিত্রায়ণ করেছেন—দিল্লি সালতানাত এবং এমনকি মুহাম্মদ খাওয়ারিজম শাহের মতো খামখেয়ালি শাসকও কোনো না কোনো রাজনৈতিক ধারণা লালন করতেন। নাগরিক ও সামরিক জীবনে পার্থক্য সূচিত হতে শুরু করে। তবে রাজনীতি মরে যায়নি। মোঙ্গলরা খুব দ্রুতই ইসলামে দীক্ষিত হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তাদের রাজ্যগুলোর পৌত্তলিক 'অতীতের' ছায়া সঙ্গ ছাড়েনি। অপরাপর রাজবংশগুলোও রাজনৈতিক মতবাদ প্রচার করেছে, তবে তা লঘু মাত্রায়। মাগরেবের (বর্তমান মরক্কো) মারিনিদ (আরবিতে মারিনিয়ুন) ও হাফসিড (আরবিতে হাফসিয়ুন) শাসক বংশ—যাদের সাথে ইবনে খালদুনের ঝামেলা বেধেছিল, রাজনৈতিকভাবে তারা ছিল নির্জীব। মিসরে মামলুকরা শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন বজায় রেখেছিল। কারণ, মিসরের কাঠামোতে অন্যথা করার জো নেই। কারাকুনলো (যারা কৃষ্ণভেড়া তুর্কমান হিসেবে পরিচিত) এবং আককুনলো (শ্বেতভেড়া তুর্কমান হিসেবে পরিচিত) তুর্কমানরা যাযাবর থেকে সামরিক শাসক বনে যাওয়ার জাজ্বল্যমান উদাহরণ, শাসক পরিচালনার জন্য যাদের কোনো নিজাম উল মুলকও ছিল না। উন্নাসিক মুসলিম শাসকের প্রকৃষ্ট উদাহরণ তৈমুর লং। তুঘলক শাসনের পর ভারতও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাসকদের ভাগাড়ে পরিণত হয়, যাদের খুব অল্পসংখ্যকই নিজেদের স্বাতন্ত্র্য তৈরি করতে পেরেছিল। এসব রাজ্যসমূহের অনেকগুলোর কাঠামো বেশ আগ্রহোদ্দীপক হতে পারে বটে, যেমন মামলুক মিসর ও সিরিয়া, কিন্তু ইতিবাচক ঐতিহাসিক উন্নতির দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে ইরানের সারবাদার অব সাবজাওয়ার (সবুজের শিরোমণিরা) অত্যন্ত ব্যতিক্রমী উদাহরণ। এটি শিয়া সুফি শায়েখদের শাসনাধীন রাজ্য ছিল। এই যুগে রাজনৈতিক সীমানা—দারুল ইসলামে যা কখনোই আহামরি গুরুত্ব বহন করত না—পূর্ব ও পরবর্তী যুগের চেয়ে অনেক কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ভবিষ্যৎ গবেষণায় নতুন কিছু

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হিসেবে পরিচিত। এর বৈশিষ্ট্যাবলি ক্ল্যাসিক্যাল আব্বাসি যুগের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ সময়ে ইসলামের বিস্তৃতি সর্বজনবিদিত। বাইজেন্টাইন এবং উত্তর ভারত—উভয় অঞ্চলে ইসলাম বিস্তৃত হয়। অনুরূপ সাহারা অঞ্চলের মতো তুলনামূলক কম গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলসমূহেও। একই সময়ে অসংখ্য সৃষ্টিশীল সাংস্কৃতিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। স্পেন এবং খোরাসান তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য। সংস্কৃতির দ্বিতীয় আরেকটি ভাষা—ফারসি—পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে। এ সময়ে ইসলামের গতিপথ একক কোনো রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক কেন্দ্রে অন্বেষণ পুরোপুরি অসম্ভব। খুবই স্বল্প মেয়াদে সেলজুকরা প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিল, সামরিক বাহিনী ও ওলামাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র তৈরির জন্য যারা বিখ্যাত। এতৎসত্ত্বেও দূরপ্রাচ্য, মিসর এবং দূরপাশ্চাত্যে তাদের প্রভাব ছিল নগণ্য। ১১০০ সালের পর সংস্কৃতির প্রতিটি দিক বহু-কেন্দ্রভিত্তিক। এ যুগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক উন্নয়নগুলো সুনির্দিষ্ট একটি জীবনচক্র প্রয়োজনীয় করে তোলে। উদাহরণত, সুফি তরিকাগুলোর উদ্ভব। এই বৈপ্লবিক উদ্ভাবন গোটা সংস্কৃতিকে আধ্যাত্মিক আবহ দান করে। পাশাপাশি শরিয়াহ-নির্দেশিত সামাজিক সংহতি কামনা করে। অনুরূপ, ইসলামের সমস্ত ক্ষেত্রে পরিচিত—এমন নান্দনিক ধারার ওপর ভিত্তি করে ফারসি কাব্যসাহিত্য গড়ে ওঠে। এই যুগের হিস্ট্রিক্যাল ইউনিটি বা 'ইতিহাসের সংহতি' আব্বাসি যুগের পুরোপুরি বিপরীত। অর্থাৎ বহুমাত্রিক ঐতিহ্যের মাঝে সমন্বয় সাধনের পরিবর্তে একক ঐতিহ্য ও আন্তসংযুক্ত সমস্যাবলি এ যুগের বৈশিষ্ট্য।

পরবর্তী ইসলামি যুগসমূহের ক্ষেত্রেও এটিই প্রযোজ্য। ১০০০-১২৫০ পর্যন্ত সময়কালকে High Middle Ages বা পূর্ণ মধ্যযুগ বলা হলে, ১২৫০ থেকে ১৫০০ পর্যন্ত সময়টুকুকে বলা যায় Late Middle Ages বা পড়ন্ত মধ্যযুগ। পড়ন্ত মধ্যযুগে পূর্বেকার যুগগুলোতে সৃষ্ট সাংস্কৃতিক ধারাই তুলনামূলক কম দীপ্তিতে দীপ্যমান ছিল। এরপর অনুরূপ বৈশিষ্ট্য নিয়েই সূচিত হয় 'তিন বৃহৎ সাম্রাজ্যের' যুগ; ওসমানি, সাফাভি এবং মোগল, যার ব্যাপ্তি মোটামুটি ১৫০০ থেকে ১৮০০ সাল। পূর্ণ মধ্যযুগের মতো শেষোক্ত দুই যুগেও ইসলামিক উন্নয়নগুলো পূর্বেকার প্রতিষ্ঠিত সাংস্কৃতিক ধারার ওপর ভিত্তিশীল, যার ওপর ভর করে অসংখ্য কেন্দ্র নানারূপ সংস্কৃতি গড়ে তুলছিল। তবে এদের ভেতর আন্তসংযোগ ছিল এবং ইসলামি সমাজসমূহের সংহতি পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়নি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সুফিবাদবিরোধী তীক্ষ্ণ সমালোচনাগুলো দুই শতাব্দী পর অরণ্যে রোদন বলে প্রতীয়মান হয়। তবে সর্বত্রই তরিকাগুলো বিজয়ী শক্তি ছিল না। চতুর্থ শতকজুড়ে দিল্লিতে এমনকি প্রধান প্রধান তরিকাগুলোও মাথা উঁচানোর দুঃসাহস করেনি।[৩৪] কিন্তু এরপর প্রাদেশিক অঞ্চলগুলোতে শক্তি সঞ্চয় করতে শুরু করে। তৎকালীন সবচেয়ে শক্তিশালী রাজনৈতিক কাঠামোতে—ওসমানি সালতানাত—তরিকাগুলোর প্রভাব থেকেই সামাজিক এই প্রতিষ্ঠানগুলোর অপরিসীম শক্তিমত্তা অনুমান করা যায়। গাজি কিংবা আখির (আরবি শব্দ, যার অর্থ আমার ভাই) মতো সংঘগুলো ওসমানি সাম্রাজ্যের প্রথম দিককার সামাজিক ভিত্তি স্থাপন করে দিয়েছে। যদিও এগুলোকে পুরো মাত্রায় তরিকা বলা চলে না। তবে বৈশিষ্ট্যাবলি তরিকাগুলোর মতোই ছিল। রাষ্ট্রক্ষমতা ও ওলামাদের হস্তক্ষেপমুক্ত স্বাধীন ধর্মীয় গ্রুপ, যাদের নিজস্ব ব্যাপক সংযোগব্যবস্থা রয়েছে। ক্রমান্বয়ে এগুলো তরিকাগুলোর ভেতর লীন হয়ে যায়। আজারবাইজানের সাফাভিয়াহ তরিকাও গাজিদের মতো বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ছিল। পরবর্তী সময়ে এরাও নিজস্ব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে।

সমাজের বাহ্য অংশে সুবৃহৎ ইসলামি সমাজগুলো শরিয়াহ আইনের বন্ধনে ঐক্যবদ্ধ ছিল, যেখানে প্রতিজন মুসলিমের অবস্থান সুনির্ধারিত। প্রত্যেকেই আইনের সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ এবং বৃহত্তর সামাজিক সম্পর্কের দৃষ্টিকোণ থেকে অপরের কাছ থেকে কী আশা করতে পারে, তা জানত। আদবকেতাও বৃহত্তর সামাজিক সম্পর্কের অন্তর্ভুক্ত। আইন ও নৈতিকতার এই পদ্ধতি আব্বাসি খিলাফতের শেষ দিকে সুবিন্যস্ত হয় এবং পৃথিবীজুড়ে প্রতিটা মুসলিমের জন্য অত্যাবশ্যকীয়রূপে বিবেচিত হতে শুরু করে। শরিয়াহ পদ্ধতি আত্মস্থায়ী (self-perpetuating) ছিল। এর বিশেষজ্ঞ ওলামাদের রাজনৈতিক নিয়োগের প্রয়োজন হতো না। যদিও প্রতিটি স্থানের সুনির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটভেদের শরিয়াহর প্রয়োগে ভিন্নতা থাকত, কিন্তু এর মাধ্যমে ব্যাপক গতিশীলতা নিশ্চিতকরণে এটি বেশ কার্যকর ছিল, মুসলিম বিশ্বের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ ঐক্য সৃষ্টি এবং গোটা দারুল ইসলামজুড়ে সামাজিক মেলামেশা নিশ্চিত করেছিল।

৩৪ বিষয়গুলো সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে সাইয়্যেদ নজরুল হাসানের Chishti and Suhrawardi Movements in Medieval India শীর্ষক অপ্রকাশিত থিসিসে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মাদরাসাসমূহের সুমহান যুগ, যেগুলোর গ্রহণযোগ্যতা তাদের প্রদত্ত শিক্ষার তর্কাতীত গ্রহণযোগ্যতার নিদর্শন।

শিয়া-সুন্নিদের মধ্যকার পার্থক্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। প্রায় সর্বত্রই শিয়ারা ছিল সংখ্যালঘু, গুটি কতক অঞ্চলে সংখ্যাগুরু। সুফি ধারার মাঝে শিয়া মতবাদ মোটামুটি ব্যাপকভাবেই অনুপ্রবেশ করেছিল। উদাহরণত–কিছু তরিকা তাদের সিলসিলা আলী (রা.) পর্যন্ত পৌঁছানোর চেষ্টা করেছে। আবার কিছু শিয়া দল তরিকারূপে আত্মপ্রকাশকে সুবিধাজনক বিবেচনা করেছিল। যদিও ইসনা আশারিয়া শিয়া আলেমরা সাধারণত সুন্নি আলেমদের মতো সুফিবাদকে এত গুরুত্বের দৃষ্টিতে দেখেনি। ওসমানি সালতানাতে প্রভাবশালী বেকতাশি তরিকা শিয়াদের এমনই একটি তরিকা ছিল। মোঙ্গল আক্রমণে ইসমাইলি শিয়াদের রাজ্যপতনের পর তারাও বিনাশ এড়াতে সুফি তরিকার বেশ ধরে। ইমাম ধরে শায়খের ছদ্মবেশ। শুধু বাহ্যবরণেই সীমাবদ্ধ ছিল না, পড়ন্ত মধ্যযুগের অপরাপর সুফিবাদের প্রতি তাদের আত্মিক সহমর্মিতাও ছিল।

তরিকাগুলোর মধ্যে এবং প্রতিটি তরিকার ভেতর যে বিষয়টা বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে—তরিকাগুলোর সংখ্যাধিক্য এবং বৈচিত্র্য। যদিও তেরো শতকের শেষ নাগাদ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ তরিকাগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। কিন্তু মধ্যযুগের পুরোটাজুড়েই এই সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নতুন স্বতন্ত্র তরিকা প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে নতুন 'শাখা'র উদ্ভব হয়েছে। তরিকাগুলো পরস্পর থেকে ব্যাপক ভিন্ন ছিল। সমকালীন সমস্যা নিরসনে প্রায়শই ভিন্ন ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করত। শুধু 'শহুরে' আর 'গ্রামীণ' তরিকাগুলোর মধ্যেই পার্থক্য ছিল না—সাধারণত শহুরে তরিকাগুলো শরিয়াহর তুলনামূলক বেশি অনুসরণ করত, বরং খোদ শহুরে তরিকাগুলোর মধ্যেও ব্যবধান ছিল। ফলে এ সময় হিন্দুস্তানের দুটি বৃহৎ তরিকার একটি– সোহরাওয়ার্দিয়া তরিকা, চিশতিয়া তরিকার তুলনায় শরিয়াহ অনুসরণে অধিকতর নিবিষ্ট ছিল, সরকার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণে বেশি আগ্রহী ছিল। কিছু তরিকা, বিশেষত বেকতাশিয়া, নওমুসলিমদের সমর্থন লাভের আশায় অনৈসলামিক অনেক রীতিনীতি অন্তর্ভুক্ত করেছিল। কিছু তরিকা আবার উৎসাহী জনতার গণচাহিদা পূরণে আগ্রহী ছিল, যেমন মিসরের সাদিয়াহ তরিকা। অনুরূপ তরিকাগুলোর মধ্যে মতভিন্নতা ছিল—সুফিচিন্তা নিয়ে, সদস্যদের জীবনধারা নিয়ে; যেমন বৈরাগ্যবাদ জরুরি কি না, জীবন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উদ্ভাবিত হওয়ার পূর্ব অব্দি আমরা বলতে পারি প্রান্তিক মধ্যযুগে রাজনীতি এতটাই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে, যা ইতিপূর্বে কোনো সভ্য সমাজে দেখা যায়নি। যাযাবর মেষপালক থেকে শুরু করে সবাই শাসক বনে যেতে শুরু করে। রাজনীতির এই হালচাল তৎকালীন রাজনৈতিক চিন্তায়ও প্রতিবিম্বিত হয়েছে। নীতিমালানির্ভর রাজনৈতিক জীবন গড়ার প্রায় সমস্ত আশা উবে গিয়েছিল।

তবে সামাজিক শক্তি হিসেবে ইসলাম বিস্তৃত হচ্ছিল, অধিক থেকে অধিকতর ভূখণ্ড করায়ত্ত হচ্ছিল। বিজিত ভূমিগুলোতে পূর্ণ আনুগত্য ইতিমধ্যেই অর্জিত হয়েছিল। বিশ্বাস ও বিশ্বাসজাত সংস্কৃতি বহু উপায়ে নিজেকে ছড়িয়ে দিতে পারছিল। কখনো বিস্তৃতি ঘটত শাসকদের ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে। যেমন ইরান ও ট্রান্স অক্সিয়ানার মোঙ্গলরা ইসলাম গ্রহণ করেছিল, যা তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রজার ধর্ম। আবার গোল্ডেন হর্ডের মোঙ্গলদের প্রজাদের অত্যন্ত ক্ষুদ্র অংশ ছিল মুসলিম, এতৎসত্ত্বেও সেখানকার শাসকেরা ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিল। কখনো ইসলাম ও ইসলামি সংস্কৃতির বিস্তার ঘটছিল শক্তিশালী সীমান্ত রাজ্যগুলোর ক্ষমতাবৃদ্ধির মাধ্যমে। চৌদ্দ শতকের সূচনালগ্ন থেকে যখন দক্ষিণ ভারতের অধিকাংশ অঞ্চল দিল্লি সালতানাতের অধীনে চলে আসছিল, ঢাকায়ও মুসলিম শাসকেরা শাসন পরিচালনা করছিল। একই সময়ে ওসমানীয়দের হাতে এসেছিল বলকান অঞ্চল—ইয়োরোপের সীমান্ত। প্রতিটি অঞ্চলেই ইসলামে দীক্ষিতেরা নতুন বিশ্বাসের শৌর্য ও সুবিধাদি দেখে চমৎকৃত হয়েছিল। কখনো আবার বিস্তার ঘটেছে ব্যবসায়ী ও সুফি সাধকদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায়, গণমানুষের ভেতর মিশে গিয়ে তারা দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনা করছিলেন। কখনো আবার মুসলিম অ্যাডভেঞ্চারারদের ক্ষমতারোহণের মাধ্যমে ইসলাম ছড়িয়েছে। যেমন কাশ্মীর। এখানে জনসাধারণের পূর্বে শাসক পরিবারই ইসলাম গ্রহণ করেছে। কোনো না কোনোভাবে সুদানে ইসলাম পৌঁছায়, সেখান থেকে তা পূর্ব আফ্রিকান উপকূল এবং মালয়েশিয়াতে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে ভারত মহাসাগর হয়ে মধ্যপ্রাচ্য ও ইয়োরোপমুখী বাণিজ্যের দখল চলে আসে মুসলিমদের হাতে। সুনিশ্চিত—এ সময়েই ইসলাম ইউনান ও চীনের অন্যান্য অংশে শক্তিশালী অবস্থান ঘোষণা করে। শুধু সুদূর দক্ষিণ ভারত এবং ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের একদম পশ্চিম প্রান্তে ইসলাম গুরুতরভাবে ব্যাহত হয়েছিল। এ ছাড়া সর্বত্রই ইসলামি শক্তি ক্রমবর্ধিষ্ণু ছিল, গোটা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নামকরণের হেতু হলো এই যুগের সাংস্কৃতিক জগৎ আব্বাসি রাজধানীকেন্দ্রিক ছিল। পরবর্তী সমস্ত যুগের চেয়ে দুই ক্ষেত্রে এটি ভিন্ন ছিল। প্রথমত, সাংস্কৃতিক দিক থেকে এটি একটি একক রাষ্ট্র ছিল, খিলাফত; একমাত্র ভাষা ছিল আরবি; ভৌগোলিকভাবেও অত্যন্ত সীমিত ছিল; অর্থাৎ এর বিস্তৃতি শুধু মধ্যপ্রাচ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সংস্কৃতি বিনির্মাণের প্রভাবশালী কেন্দ্র ছিল, আর তা ছিল ইরাক, যা সৃষ্টিশীলতার দিক থেকে ইতিমধ্যেই সাবেক উমাইয়া-শাসিত সিরিয়ার সমান ছিল এবং শুধু সাংস্কৃতিক দিক থেকেই নয়, বরং রাজনৈতিক দিক থেকেও দশম শতাব্দী পর্যন্ত মধ্যাকর্ষের কেন্দ্র হিসেবে টিকে ছিল। অংশত এই কারণেই সমস্ত অঞ্চলে এ সময়ের সভ্যতা তুলনামূলক একই রকম ছিল। নিগূঢ় সংহতি ছিল, যা সোজাসাপটা বয়ান তৈরিতে সহায়তা করেছে।

দ্বিতীয়ত, ক্ল্যাসিক্যাল আব্বাসি যুগের ব্যাকগ্রাউন্ড কোনো দিক থেকেই সংহতিপূর্ণ নয়। সেই যুগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ছিল বহুমুখী ঐতিহ্যের সমন্বয় সাধন—হেলেনিক, খ্রিষ্টীয়, ইহুদি, ইরানি এবং জাহেলি যুগের আরব ঐতিহ্য। এটি ছিল জটিল সাংস্কৃতিক গঠনের নানা ধারা অধ্যয়ন এবং সেগুলোর মাঝে কার্যকর সমন্বয় সাধনের যুগ। ফলে আব্বাসি সংস্কৃতির পূর্বসূরি হিসেবে কোনো একক সংস্কৃতি ছিল না। কিন্তু পরবর্তী যুগের সংস্কৃতিগুলো ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত একটি 'একক' ঐতিহ্য পেয়ে গেছে, যেখানে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মূল লক্ষ্য বর্ধিতকরণ ও বৈচিত্র্যায়ণ, সংহতি ও সমন্বয় সাধন নয়। ক্ল্যাসিক্যাল আব্বাসি যুগ থেকে যে একক সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট—অধ্যয়নকালে শিক্ষার্থীদের অবশ্যই এই বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে এবং পরিস্থিতিভেদে এর যে প্রভাব, সে বিষয়েও।

তৃতীয় আরেকটি পার্থক্য সংযোজন করা যেতে পারে। সে যুগের ঐতিহাসিক উপাদানের চেয়ে এর মানবিক গুরুত্ব বেশি এবং গবেষণাসমূহকে প্রভাবিত করে থাকে। তা হলো আব্বাসি যুগ নতুন চিন্তা ও সাংস্কৃতিক এক্সপেরিমেন্টের যুগ। কিন্তু পরবর্তী যুগের বৃহৎ সাংস্কৃতিক কর্মগুলো আদতে ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃতির সমৃদ্ধিকরণ।

দশম শতকে আব্বাসি শাসনের পতন এবং তেরো শতকে মোঙ্গলদের উত্থান পর্যন্ত সময়টুকুকে ইয়োরোপে পূর্ণ মধ্যযুগ (High Middle Ages) বলা হয়। ইসলামি বিশ্বেও এই নামই কাম্য; যা ফিরদাউসি, গাজালি, সালাউদ্দিন, ইবনে আরাবি এবং শেখ সাদির যুগ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

AI CAMERA
Shot by narzo 50

করেছে, যদিও এর ধরন অতীতের ইসলামি সরকারসমূহের চেয়ে ভিন্নতর ছিল। অধিকাংশ ইসলামি ভূখণ্ডে শাসকশ্রেণি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ভাবাদর্শ (political ideas) উপস্থাপনে ব্রতী হয়। বিশেষত ইসলামের কেন্দ্রীয় ভূমিগুলো তিনটি সুবৃহৎ ও তুলনামূলক স্থিতিশীল সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল, যাদের প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র সামাজিক জীবন গড়ে তোলে, প্রতিটিই কিছু মাত্রায় সাংস্কৃতিক নিজস্বতা প্রকাশ করে এবং এমন মাত্রায় বলিষ্ঠতা প্রকাশ করে ইসলামে অদৃষ্টপূর্ব। সর্বাধিক ভালো পরিস্থিতিতে—সমাজগুলো পরস্পরের সাথে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখেছে। সম্ভাব্য সর্বাধিক মন্দ পরিস্থিতিতে—যেমন ওসমানি ও সাফাভি সাম্রাজ্যের মধ্যকার সম্পর্ক—তীব্র শত্রুতা ও বিদ্বেষ প্রকাশিত হতো, উদাহরণত নাদির শাহ। শত্রুতার উৎস শুধু শাসক পরিবারের বিসম্বাদই নয়, জনগণের অনুভূতিও। বৃহত্তর ইসলামি সমাজ ক্রমান্বয়ে বিকেন্দ্রীভূত হয়ে চলা নেটওয়ার্কের পরিবর্তে সুফি ভ্রাতৃত্ব ও সর্বজনীন শরিয়াহর অধীনে ইসলামি সংঘবদ্ধতায় পরিণত হচ্ছিল, যা অভ্যন্তরীণভাবে ভিন্ন ভিন্ন ব্লকে বিভাজিত বৃহত্তর ফেডারেশনের মতো একটা কাঠামো গড়ে তুলছিল।

রাজনৈতিক পরিবর্তনের সর্বপ্রথম ধাক্কা লেগেছিল ইসলামের ধর্মীয় বিবর্তন প্রক্রিয়ায়। মোঙ্গল আগ্রাসনের পর ইসলাম অধিকাংশ মুসলিমের প্রধান বন্ধনসূত্র হয়ে উঠেছিল। স্থানীয় সামরিক রাষ্ট্রগুলোর উত্থান-পতন সাময়িক প্রয়োজন হিসেবেই বিবেচিত হতো, যা আসবে-যাবে। ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গ তাদের সাথে যতটা সম্ভব কম লাগতে যেতেন, বিনিময়ে সরকারগুলোও ধর্মীয় বিষয়াবলিতে হস্তক্ষেপ করত না, করলেও তা কদাচিৎ এবং ব্যক্তিগতভাবে, রাষ্ট্রীয়ভাবে নয়। তিন সাম্রাজ্যের যুগে ধর্ম পুনরায় বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রের সাথে জড়িয়ে যায়, ধর্মের ভাগ্যও রাষ্ট্রের ভাগ্যের সাথে একাকার হয়ে যায়। ষোলো শতকের মাঝামাঝি নাগাদ কেন্দ্রীয় ভূখণ্ডগুলোতে ইসলামি আকিদা-বিশ্বাস বৃহৎ সাম্রাজ্যগুলোর এঁকে দেওয়া ছকে ভিন্ন ভিন্ন দিকে প্রবাহিত হচ্ছিল। আর প্রান্তিক অঞ্চলগুলো সাংস্কৃতিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার হুমকিতে ছিল।

শিয়া সাফাভিয়া তরিকাসমূহের—যেগুলোর ক্ষমতার শিকড় প্রোথিত ছিল পড়ন্ত মধ্যযুগের বিকেন্দ্রীভূত কাঠামোয় এবং সামরিক শক্তির উৎস ছিল তৎকালীন প্রচলন অনুযায়ী গোত্রীয় তুর্করা—শীর্ষ গুরু ইসমাইল

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পারসিয়ান কাব্যসাহিত্যের বিশ্বায়ন ঘটেছে সুফিবাদের পৃষ্ঠপোষকতায়, যা হওয়ারই কথা ছিল। বিশ্বের প্রায় সর্বত্র সব ধরনের কবিতায় সুফিবাদ ও আধ্যাত্মিকতার প্রকাশ ঘটেছে। আওহাদি মারগাইর কবিতায় সুফিনৈতিকতা চিত্রিত হয়েছে, ইবনে ইয়ামিনের চরণগুলো দর্শন-নৈতিকতা শিক্ষামূলক হলেও সুফিবাদের ছোঁয়া রয়েছে। কাব্যধারায় সূক্ষ্ম রুচি পরিচর্যার জন্য বিখ্যাত খাজা কিরমানি, যিনি প্রেমমূলক-সুফিবাদী মহাকাব্যের রচয়িতা (দিওয়ানে খাজা)। স্তাবক কাতিবি পর্যায়ক্রমে সুফিবাদের দিকে ঝুঁকে পড়েন। মাগরিবি তো সরাসরিই তাওহিদের মহিমা গেয়েছেন। সুফি নিয়ামাতুল্লাহ কিয়ামতপূর্ব ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য জগদ্বিখ্যাত, যা সুফিবাদী কবিতার ভেতর দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। আরেকজন প্যারোডিস্ট সুফিবাদ চর্চার প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছেন খাদ্যদ্রব্যের স্তুতি। সর্বোপরি হাফিজের আধা জাগতিক আধা পারলৌকিক গজলগুলো সুফিকণ্ঠে জগৎ-সংসারের পরিপুষ্টির নিদর্শন। যে যুগে প্রতিটি ব্যঞ্জনায় ভিন্ন অর্থ নিহিত থাকত, সে যুগে ফিরদাউসির মতো চাঁছাছোলা কবিতা তালাশ বৃথা।

ভিজ্যুয়াল আর্টসে এসে আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে পড়ন্ত মধ্যযুগে ইসলামের বিস্তৃতির সাথে সংযুক্ত তরিকা-শরিয়াহ ধারার বাইরেও উচ্চাঙ্গের সৃষ্টিশীল উপাদান উপস্থিত ছিল এবং শিল্পচর্চার এই শাখাটি রাজদরবারনির্ভর ছিল, এমনকি কাব্যসাহিত্যের চেয়েও বেশি। কারণ, ভিজ্যুয়াল আর্টসে হাত আনার জন্য শুধু যে সময় দরকার ছিল তা-ই নয়, বরং অত্যন্ত মূল্যবান উপায়-উপাদানেরও প্রয়োজন হতো। সবচেয়ে বড় কথা, ভিজ্যুয়াল আর্টসের সমৃদ্ধি আমাদের পরবর্তী তিন সাম্রাজ্যযুগের পূর্বাভাস দেয়। যদিও ভিজ্যুয়াল আর্টস বহুলাংশে ইসলামি চাদরাবৃত এবং শৈল্পিক চিন্তা মোটাদাগে ইসলামি ভূখণ্ডগুলোতেই বিকশিত, পূর্বের যেকোনো সময়ের চেয়ে এখন স্থানীয় ধারাগুলো অধিকতর বৈচিত্র্যময়।

অ্যারাবিক জোনে স্থাপত্যশৈলীর নিজস্বতার উদ্ভব হয়। এ সময়টি মাদরাসা প্রতিষ্ঠার মহান যুগ হিসেবে বিবেচিত। চৌকো আকৃতিতে নির্মাণের ধারা বেশ ব্যাপক ছিল। সাথে থাকত প্রতিষ্ঠাতার সমাধি। যুগের শেষ লগ্নে সামাজিক চাহিদা পরিবর্তনের সাথে সাথে এই ধারাও ভেঙে পড়ে। কায়রোতে এটি ছিল ফোকরবিশিষ্ট সুসজ্জিত মামলুক মিনার যুগ। আরও পশ্চিমে ভবন নির্মাণশৈলী মোটামুটি সাদামাটা ছিল, যেখানে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মানুষের ওপর প্রভূত ক্ষমতা রাখে। খলিফা হবেন একজন মুসলিম, যিনি মানুষের ওপর অপর কিছু মানুষের মাধ্যমে (আবদাল) তাঁর ক্ষমতা চর্চা করেন। তাঁর অধীনে শুধু আহলে কিতাব (ইহুদি-খ্রিষ্টান) নয়, বরং মূর্তিপূজকদেরও নির্ধারিত স্থান রয়েছে। সিংহাসনে যেসব রাজরাজড়ার উত্থান-পতন ঘটে, তারা আবদালদের দাস বৈ কিছু নয়। এসব নিয়ে বহু ঘটনা রয়েছে। কোনো খলিফাই তার গভর্নরদের ওপর তদ্রূপ ক্ষমতা রাখে না, যেরূপ রাখে সুফি শায়খ। সর্বোচ্চ শায়খ—যাঁকে বলা হয় কুতুব—পৃথিবীর শাসকদের ওপরও ক্ষমতা রাখেন। নিজ সময়ের কুতুব কে—তা কেউই জানে না। যার ফলে কুতুবের ক্ষমতাচর্চার ধারণাটা আরও মজাদার হয়ে উঠেছে।

কুতুব স্বীয় অধীন শায়খদের নিয়ে বিশ্বে শৃঙ্খলা বজায় রাখেন—এটি লোকজ কুসংস্কার। তবে এর গুরুতর সামাজিক প্রভাব রয়েছে। সব শায়খের গর্দানে আবদুল কাদির জিলানির পা থাকার গল্প নিঃসন্দেহে কাদেরিয়া তরিকায় শায়খদের প্রতি কট্টর আনুগত্যের উপমা। অনুরূপ ভারতে সোহরাওয়ার্দিয়া তরিকার প্রধানকে বলা হয় মাখদুমে কুল বা গোটা সৃষ্টিজগৎ যার সেবায় নিরত। এর দ্বারা তাঁর অত্যুচ্চ ব্যক্তিত্বের কথাই প্রকাশ করা হয়। কোমলপ্রাণ সাধু নিজামউদ্দিন আউলিয়া যখন শিষ্যদের আরেক সুফির ঘটনা শোনান যিনি তাঁর চেয়েও বড় শায়খের খানকার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তাঁকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন না করার দরুন মাটিতে নামিয়ে আনা হয়—এর দ্বারা মূলত তাঁদের বিনয় শিক্ষা দিচ্ছেন। অপর দিকে তাঁদের সমস্ত গল্প—যেখানে শায়খরা একজন আরেকজনের ওপর ক্ষমতাসীন, একজন আরেকজনের অধীন এবং এভাবে গোটা পৃথিবীর শাসনক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত হয়—উঁচু মাত্রার রাজনৈতিক প্রতীকী গল্প। যখন প্রচলিত কোনো সরকারের পক্ষেই সমগ্র ইসলামে ঐক্য ধরে রাখা সম্ভবপর ছিল না, তখন সুফি তরিকাগুলো শুধু সামাজিক সংহতি ও শৃঙ্খলার নমনীয় উপাদানই সরবরাহ করেনি, বরং সর্ব-ইসলামি রাজনৈতিক ঐক্যের ধারণাও প্রোথিত করে দিয়েছে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আরব ও পারস্য অঞ্চল; মধ্যযুগের শেষ লগ্নে বুদ্ধিবৃত্তিক জীবন

পড়ন্ত মধ্যযুগের সামাজিক বিস্তৃতির সাথে সাংস্কৃতিক জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে আরও দুটি প্রবণতা ছিল। এক, আইনীকরণ (codification)। দুই, প্রথাসিদ্ধকরণ (conventionalization) এবং এ ক্ষেত্রেও আমরা এর পেছনের কারণ জানি না (কোডিফিকেশন এবং কনভেনশনালাইজেশনের দায় পুরোপুরি মাদরাসার ওপর চাপিয়ে দেওয়া যায় না, যেগুলো বহুমুখী প্রশিক্ষণ দিতে সক্ষম ছিল এবং দিত)।[৩৫] তবে তা তরিকাগুলোর কাজ সহজ করে দিয়েছে, ইসলামি সমাজগুলোকে সংহতকরণ ও সমন্বয় সাধনে সহায়ক হয়েছে। অপর দিকে—গিব যেটা চিহ্নিত করেছেন—ধর্মীয় ক্ষেত্রে কট্টর অর্থোডক্সি বজায় রাখার প্রয়োজন ছিল। কারণ, একে তো সুফিদের নমনীয়তা, সাথে ছিল বহু নওমুসলিমের ভেতর রয়ে যাওয়া পৌত্তলিকতা। সর্বোপরি তরিকাগুলো অর্থোডক্স শরিয়াহর পূর্বশর্ত এবং পরিপূরক ছিল (ব্যাপক বিস্তৃত সর্বজনীন সামাজিক রীতিনীতি ছাড়া নৈরাজ্যবাদী কালান্দরদের কল্পনা করা সম্ভব নয়; কারণ, প্রাতিষ্ঠানিক শরিয়াহ না থাকলে তারা বিদ্রোহ করবে কিসের বিরুদ্ধে?)। অধিকন্তু, সমাজে সৃষ্টিশীলতার কিছু শাখার তুলনামূলক মন্দার কারণে সুফি তরিকাগুলোর সামনে সুযোগ তৈরি হয় সর্বাধিক সৃষ্টিশীল মেধা ও মননগুলোকে আকৃষ্ট করার।

পূর্ণ মধ্যযুগে ইসলামি সাংস্কৃতিক জীবন মোটাদাগে দুটি ভৌগোলিক এরিয়ায় বিভক্ত হয়ে যায়। বিভক্তি প্রকটভাবে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে মোঙ্গল আগ্রাসনের পর। আরব, ফার্টাইল ক্রিসেন্ট, মিসর, উত্তর আফ্রিকা এবং সুদানে আরবি প্রভাবশালী সাহিত্যভাষা হয়ে ওঠে, যদিও এসব অঞ্চলের কথ্য ভাষা আরবি ছিল না। এই অঞ্চলের বুদ্ধিবৃত্তিক রাজধানী ছিল কায়রো। তবে ছোট ছোট আরও কিছু কেন্দ্র ছিল; যেমন দক্ষিণ আরব ও স্পেন। বলকান থেকে শুরু করে পুব দিকে তুর্কিস্তান এবং চীন পর্যন্ত,

---

৩৫ কারও কারও বক্তব্যমতে ইসলামি আইন সংকলন এবং ইসলামি জ্ঞানশাস্ত্রের ক্যানোনাইজেশন ঘটেছে মাদরাসাগুলোর কারণে। যেহেতু সিলেবাস প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা ছিল। লেখক সেদিকে ইঙ্গিত দিচ্ছেন।

—রাকিবুল হাসান

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

প্রথাগত স্কয়ার শেপ মিনার নির্মাণের চল বজায় ছিল। তবে মনে রাখতে হবে, এটিই ছিল চৌদ্দ শতকের রাজপ্রাসাদ আল হামরার (স্পেন) নির্মাণকাল। পারসিয়ান জোনেও স্থাপত্যবিদ্যা চর্চিত হয়েছে, তবে অধিকতর বৈচিত্র্যময় ধারায়। ইরান ও তুর্কমেনিস্তানে মোঙ্গল শাসকেরা প্রাচীন ইসলামি আদলে ভবন নির্মাণ ধরে রাখে, তবে অধিকতর বৃহদায়তনবিশিষ্ট। বিশেষত শাসকদের সমাধিসৌধগুলো অত্যন্ত জমকালোভাবে নির্মিত হতো, যার চূড়ায় সাধারণত একটি সুউচ্চ গম্বুজ থাকত। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ইরানের সুলতানিয়ায় অবস্থিত গুনবাদে উলজাইতু (সাফাভি বংশের শাসক মুহাম্মদ খোদাবন্দ) বা উলজাইতুর গম্বুজের কথা কিংবা সমরকন্দে এক শতাব্দী পর নির্মিত তৈমুর লংয়ের নীলাভ ও স্বর্ণালি সমাধিসৌধ। ভারতেও স্থাপত্যশিল্প জনপ্রিয়তা লাভ করে। তবে দিল্লি ও অন্যান্য প্রদেশ—উভয় স্থানের স্থাপত্যবিদ্যা হিন্দু উপাদান ও কৌশল আত্তীকরণের ফলে বিশেষ সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। উদাহরণ কুতুব মিনারের কথা উল্লেখ্য। আজারবাইজান ও ওসমানি তুর্কিতে মসজিদ নির্মাণের বিশেষ ধারা সূচিত হয়, সম্ভবত বাইজেন্টাইন ধারা থেকে গৃহীত। উন্মুক্ত জায়গার পরিবর্তে মূল মসজিদ থাকত গম্বুজের নিচে, যেমন তাবরিজের ব্লু মস্ক। এ সময়কার সুবৃহৎ স্থাপনাগুলোর গুটি কতক উল্লেখ করলাম মাত্র।

সবচেয়ে নান্দনিক উন্নতি ঘটেছিল ডেকোরেটিভ আর্টস বা অলংকরণশিল্পে, যার সূচনা এবং চূড়ান্ত শিখর উভয়ই সীমিত ছিল পারসিয়ান জোনে। যদিও আরব অঞ্চলে এর মূল সুরটা বিস্তৃত হয়েছিল। মোঙ্গলদের সাথে ইরানে চীনের ব্যাপক প্রভাব পড়েছিল, যার সবচেয়ে বেশি প্রভাব দৃশ্যমান অলংকরণশিল্পে। ফলে ম্যুরাল ও মিনিয়েচারের বিকাশ ঘটে। পূর্ণ মধ্যযুগে আরব ও পারসিয়ান উভয় জোনে অঙ্কনশিল্প আবির্ভূত হয়, কিন্তু পড়ন্ত মধ্যযুগের ব্যাপক পরিবর্তন ও বিকাশ পারসিয়ান জোনেই ঘটে। চৌদ্দ শতকে বেশ কিছু চৈনিক শিল্প ও ধারার সরাসরি অনুকরণ বেশ প্রচলন পায়। পনেরো শতকজুড়ে শাসনকেন্দ্রগুলোতে, যেমন সমরকন্দ ও হেরাতে চৈনিক ধারার আত্তীকরণ ঘটে এবং নতুন স্বতন্ত্র ধারাসমূহের উদ্ভব ঘটে এবং পনেরো শতকের শেষ নাগাদ হেরাত ও তিবরিজ রাজপ্রাসাদের অঙ্কনশিল্পী কামাল উদ্দিন বেহজাদের হাত ধরে সম্পূর্ণ স্বাধীন ধারার জন্ম হয়।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অনেক ঘটনা ত্বরান্বিত করেছিল। ষোলো শতকের সূচনালগ্নে সে দারুল ইসলামের যত বেশি সম্ভব ভূমি দখল করে নিতে শুরু করে এবং সুন্নি জনগোষ্ঠীকে শিয়া মতবাদ গ্রহণে বাধ্য করে। গোটা ইসলামি জগৎকে সে শিয়া মতবাদে পরিবর্তন করতে ব্যর্থ হয়, তবে ইরানে দীর্ঘমেয়াদি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়—সাফাভি সাম্রাজ্য। সেখানে আবু বকর-ওমরের মতো ইসলামের প্রথম যুগের হিরোদের জনসমক্ষে অভিসম্পাত করতে এবং শিয়া শরিয়াহ মানতে সবাইকে বাধ্য করে। সুন্নি তরিকাগুলোর বিনাশ ঘটে, প্রচুর রক্তপাত ঘটে। পৃথিবীর যে প্রান্তেই পাওয়া গেছে, সেখান থেকেই শিয়া রচনাসম্ভার এবং শিক্ষকদের তাড়াহুড়ো করে আনা হয়েছে, বিশেষত আরব অঞ্চল থেকে; এখানে শিয়ারা শক্তিশালী ছিল। শিয়া মুজতাহিদদের (শরিয়াহর স্বাধীন ব্যাখ্যাদাতা কর্তৃপক্ষ) অপ্রতিহত উত্থান ঘটে। শিয়াদের মূল আন্দোলন যদিও একটি তুর্কি তরিকায় লুক্কায়িত বিশ্বাস রাখত, কিন্তু ক্রমান্বয়ে শিয়া মুজতাহিদরা ইসনা আশারিয়া শিয়া বা বারো ইমামপন্থি শিয়া মতাদর্শ চাপিয়ে দিতে সক্ষম হয়। এ ক্ষেত্রে সুফি রীতিনীতি চর্চার পরিবর্তে কারবালা ও অন্য ইমামদের মার্সিয়া দিবসগুলোর আবেগ ব্যবহার করেছে এবং সাম্রাজ্যের সীমানার মাধ্যমে 'অবন্ধুসুলভ' বহির্বিশ্ব থেকে নিজেদের পৃথক করে ফেলে। সতেরো শতকে মুহাম্মদ বাকির আল মাজলিসি রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের সহায়তায় শিয়া মতবাদকে অত্যন্ত কার্যকরভাবে প্রামাণ্যরূপ দিতে সক্ষম হয়। তার পর থেকেই মূলত সাফাভি সাম্রাজ্যের পারসিয়ান, তুর্কি এবং আরবিভাষী জনগোষ্ঠী শিয়া বিশ্বাসধারী এবং আধুনিক ইরানি রাজতন্ত্রের জনগণ (অধিকাংশ ইরাকিও) এখন পর্যন্ত পশ্চিম, উত্তর ও পূর্বের সুন্নি জনগোষ্ঠী থেকে অবিশ্বাসের অভেদ্য দেয়াল দিয়ে বিভাজিত। উভয় পক্ষই অপর পক্ষকে অবিশ্বাসী বিবেচনা করে।

এভাবে পৃথিবীর সর্বত্র শিয়াদের ভাগ্য সাফাভি সাম্রাজ্যের সাথে সংযুক্ত হয়ে পড়ে। ইরানি শিয়াদের বিজয়ের মূল্য ওসমানি ভূখণ্ডের শিয়ারা চোকাতে হয়েছে—গণহত্যার মাধ্যমে, শিয়ারা আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যেতে হয়েছে, অধিকাংশই অফিশিয়ালি শিয়াইজম ত্যাগ করে স্বচেতনে সুন্নি মতাদর্শ গ্রহণ করতে হয়েছে। এমনকি ভারতেও দক্ষিণাঞ্চলের অনেক শিয়া রাজা, পরবর্তী সময়ে উত্তর ভারতেও যাদের উদ্ভব হয়, ইরান থেকে গুরুত্বপূর্ণ 'দিশা' এবং এমনকি সহায়তাও লাভ করে। শিয়া-সুন্নি দ্বন্দ্ব আন্তর্জাতিক রাজনীতির মহামারিতে পরিণত হয়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দক্ষিণ দিকে দক্ষিণ ভারত এবং মালয়েশিয়া পর্যন্ত মুসলিমদের ভেতর ফারসি ভাষা সাহিত্যচর্চার মানদণ্ড হয়ে ওঠে। ফারসি ভাষার সাথে গোটা একটা ঐতিহ্য ও শিল্পকলাও চলে আসে। এই অঞ্চলে সাংস্কৃতিক জীবনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল সামরিক বাহিনী ও তাদের ঘাঁটি, বিশেষত ইরানে। আঞ্চলিক এই বিভেদই টয়েনবিকে পড়ন্ত মধ্যযুগের ইসলামি সভ্যতাকে দুই ভাগে বিভাজিত করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। একটি ইরানিক, অপরটি অ্যারাবিক। বিভাজনটা কখনোই পূর্ণাঙ্গ ছিল না। কারণ, কিছু কিছু স্থানে, যেমন মালয়েশিয়াতে আরবি এবং ফারসি উভয়টির প্রভাব ছিল। আবার গোটা দারুল ইসলামেই ধর্মীয় ক্ষেত্রে আরবি ভাষা ব্যবহৃত হতো এবং এ ক্ষেত্রে এক অঞ্চলের লেখকেরা অন্য অঞ্চলে পঠিত হতো। পারসিক জোনে সংখ্যার বিচারে বেশির ভাগ মুসলিমের অবস্থান ছিল। ইরাক, মিসর এবং অপরাপর আরব অঞ্চলগুলোকে প্রভাবিত করার পারসিক প্রচেষ্টা সুপ্রাচীন, যা চলমান ছিল পড়ন্ত মধ্যযুগের শেষ ভাগ পর্যন্ত। 'আলিফ লায়লা'য় প্রদর্শিত আরব—আরবের একটি দিক। এর বাইরে রয়েছে আরও একটি আরব বিশ্ব।

পারসিয়ান জোনটি শুধু অধিকতর জনবহুল ছিল তা-ই নয়, বরং সাংস্কৃতিক দিক থেকেও ছিল অধিকতর সৃষ্টিশীল। কিন্তু অনেক সৃষ্টিশীলতাই উভয় জোনে সমান্তরাল চলছিল। এই যুগে ধর্ম ও আইন বিষয়ে প্রামাণ্য রচনাবলি এবং পাঠ্যবই রচিত হয়। উদাহরণত চতুর্দশ শতাব্দীর পারসিয়ানরা আরবি ভাষার সর্বপ্রথম প্রামাণ্য অভিধান রচনা করে—আল কামুস। অনুরূপ নানা ক্ষেত্রে দ্বিতীয় সারির সমস্যাবলি চিহ্নিত হয়, যেগুলো পূর্বেকার স্কলারদের দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছিল। ফলে সেসব বিষয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা কিংবা পূর্বেকার গ্রন্থাদির ওপর ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচিত হয়। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান অর্থোডক্স ধর্মীয় জ্ঞানচর্চার চেয়ে কম গুরুত্ব পেয়েছিল। পারসিয়ান জোনে বুদ্ধিবৃত্তিক ধারা হিসেবে 'আরাবাইজড হেলেনিস্টিক' বা 'আরবায়িত' গ্রিক ধারা চলমান ছিল, ১৩০০ সালের প্রজন্মের সৃষ্টিশীল মননগুলোকে যা তীব্রভাবে আকৃষ্ট করেছিল। এটি ছিল কুতুবুদ্দিন আশ শিরাজির সময়কাল, যিনি সর্বপ্রথম পৃথিবী ঘূর্ণনের সম্ভাবনার কথা বলেছিলেন। তবে মনে রাখতে হবে—এ সময় নাগাদ ইসলামি বিজ্ঞান নিজেই বহির্বিশ্বে সক্রিয় ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল, চাই তা চীন হোক কিংবা পশ্চিম। ফলে ইসলামি বিজ্ঞানের বহির্বিশ্ব থেকে আলো ধার করতে হতো না। ইসলামি বিশ্বে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের স্বতন্ত্র সংস্কৃতি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

১৫০০ সাল-পরবর্তী পুনর্নবায়িত রাজনৈতিক ঝোঁক: তিন সাম্রাজ্য

আমরা এখন তিন সাম্রাজ্যের যুগে প্রবেশ করতে যাচ্ছি, অনিবার্যভাবেই। পনেরো শতকের পর যে শক্তি—একক, বিকেন্দ্রীকৃত ইসলামি রাজনৈতিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় প্রেরণা জুগিয়েছিল এবং পূর্ব গোলার্ধজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল, মুসলিম সমাজগুলোকে শরিয়াহ ও তরিকার বন্ধনে একতাবদ্ধ করে রেখেছিল—তা নানা বিরুদ্ধ শক্তির মুখোমুখি হতে শুরু করে। মোটাদাগে ইসলামের বিস্তৃতি চলমান ছিল, তবে অবশ্যই তা গুরুতর প্রতিবন্ধকতামুক্ত ছিল না এবং সুনির্দিষ্ট একটা মাত্রায় একটি সুবৃহৎ একক সমাজ গঠন প্রক্রিয়াও চলমান ছিল। ইসলামি সমাজের যৌথ উত্তরাধিকার পরিব্রাজক সুফি ও ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে পুনর্নবায়িত হয়ে চলছিল, সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্তসম্পর্কের মাধ্যমেও—যার উদাহরণ হিসেবে ইরানের শাসক নাদির শাহের কর্মকাণ্ডসমূহকে উপস্থাপন করা হয়। এক দিকে সে দিল্লি ধ্বংস করে দিয়েছিল, অপর দিকে ওসমানি সালতানাতের সাথে ধর্মীয় সমঝোতায় এসেছিল। (মুসলিম জনগোষ্ঠীর ঐতিহাসিক ঐক্য উনিশ শতকের ইয়োরোপিয়ান উপনিবেশ যুগেও টিকে ছিল, বরং ক্ষেত্রবিশেষে নবায়িতও হয়েছিল। যার ফলে আমরা দেখতে পাই বোম্বের একজন প্রকাশকের সুদীর্ঘ প্রকাশনা ওমান থেকে বিলি পরিবেশিত হচ্ছে, যার অনুরূপ আমরা দিল্লিতেও দেখতে পাই। তবে একটা ব্যতিক্রম ছিল—লক্ষ্ণৌতে গুটি কতক পুনর্মুদ্রণ আর মিসরীয় আইনজ্ঞদের অনেক অনেক রচনাবলি।) পড়ন্ত মধ্যযুগে মুসলিম বিশ্বজুড়ে গড়ে ওঠা ঐক্যের বিপরীতে বেশ কিছু শক্তি সম্মিলিতভাবে কাজ করছিল। শক্তিসমূহের একটির উদ্ভব পশ্চিমে, কিন্তু তুলনামূলক গুরুত্বপূর্ণ শক্তিগুলো ইসলামি সভ্যতার ভেতর থেকেই জন্ম নিয়েছে—নতুন সাংস্কৃতিক রুচিবোধ, যার প্রকাশ ঘটেছে অঙ্কনশিল্পের সমৃদ্ধির ভেতর দিয়ে। এটি আন্তর্জাতিক সামাজিক বিন্যাসের সাথে বাঁধা নয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল—নতুন রাজনৈতিক ইউনিটগুলোর তুলনামূলক সাংস্কৃতিক স্বনির্ভরতা।

ষোলো শতকের প্রারম্ভে এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটেছে, যা সমাজে সরকারের সংহত ভূমিকা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সহায়তা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

চর্চিত হতো, কিন্তু এ সময় একে উন্নততর করার প্রচেষ্টা কমই হয়েছিল। এভাবে ইসলামি বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা সেই দুর্ভাগ্যজনক নিঃসঙ্গতার শিকার হয়, যা পশ্চিমা বিজ্ঞানের বিস্ফোরণের পথ উন্মুক্ত করেছিল।

এই যুগের চোখে পড়ার মতো একটি বৈশিষ্ট্য—যা এ সময়ের বুদ্ধিবৃত্তিক নির্জীবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ—হলো গদ্য সাহিত্যচর্চা, যা দ্যুতিময় তো ছিল বটে, কিন্তু অনুপযুক্ত অলংকার'সজ্জিত'। বিশেষত পারসিয়ান প্রভাবিত জোনে এই প্রবণতা বেশি ছিল, যা পরবর্তী সময়েও খুব একটা পরিত্যক্ত হয়নি। যেমন ইতিহাসের ক্ষেত্রে অত্যন্ত নিরপেক্ষ ইতিহাসবিদ রশিদুদ্দিন তাবিব চৌদ্দ শতকের প্রারম্ভে বিশ্ব ইতিহাসের বিশ্বকোষ রচনায় হাত দেন, যাতে ইয়োরোপ থেকে শুরু করে চীন পর্যন্ত—পুরো অঞ্চল থেকে ইতিহাসের মালমসলা সংগ্রহ করেন এবং পাণ্ডিত্যসুলভ রচনার অতি উচ্চ মানদণ্ড স্থাপন করে যান। কিন্তু তাঁর রচনাধারা তাঁর সমকালীন ওয়াসসাফের—যিনি বিপুল পরিমাণ প্রাসঙ্গিক তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করেছেন বটে, কিন্তু অত্যধিক বাগাড়ম্বরে সেগুলোর শ্বাস রোধ করে ফেলেছেন—আলংকারিক রচনার চেয়ে কম অনুসৃত হয়েছে। ইতিহাস ও জীবনীচর্চা অত্যন্ত যত্নের সাথে রোপিত হয়েছে। ন্যায়শাস্ত্রও চর্চিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে অ্যারিস্টটলিয়ান ধারা পনেরো শতকের শেষ নাগাদ ইরানে মুসলিম বিজ্ঞানী ইবনে সিনা কর্তৃক ব্যাখ্যাত হয়ে প্রামাণ্য ইসলামি রূপ পরিগ্রহ করেছিল। সুয়ুতি এবং মাকরিজির মতো ব্যক্তিদের হাত ধরে মিসরে তথ্য প্রক্রিয়াজাত করণের তুলনামূলক নতুন ধারা উদ্ভাবিত হয়েছিল এবং অতীতের শিক্ষা বিশ্বকোষতুল্য রচনাবলিতে গ্রন্থিবদ্ধ হয়েছিল, যা ছিল বেশ অভিনব। এই তালিকার শীর্ষে আছেন তিউনিসিয়ান ইবনে খালদুন; চৌদ্দ শতকের শেষ দিককার স্কলার। তাঁর অমূল্য ইতিহাস অধ্যয়নের ভূমিকাস্বরূপ তিনি যে নাতিদীর্ঘ রচনা লিখেছেন (মুকাদ্দিমা ইবনে খালদুন), তাতে বিশ্বকোষীয় পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, দর্শন ও ধর্ম উভয় উৎস ব্যবহার করেছেন। এর মাধ্যমে মোটাদাগে বিশ্ব ইতিহাস এবং বিশেষত তাঁর সমকালীন ইসলামি ইতিহাসের—তাঁর দৃষ্টিতে যার পতন যুগ চলছিল— গতিপ্রকৃতি নির্ণয় করেছেন। তার ধারা অবশ্য অনুসৃত হয়নি।[৩৬] সম্ভবত এই যুগের

[৩৬] পূর্বসূরিদের থেকে ইবনে খালদুনের বিশেষত্ব কোথায়, তা আলোচিত হয়েছে মুহসিন মাহদির Ibn Khaldun's Philosophy of History গ্রন্থে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বুদ্ধিবৃত্তিক উদ্ভাবন ছিল সুফি ধর্মদর্শনের সমালোচনা। এই যুগের সূচনালগ্নে সিরিয়ান ইবনে তাইমিয়ান ধারা সুফি দর্শনের পুরোপুরি বিপরীত মেরুতে অবস্থান নিয়েছিল। অধিকাংশ ইতিবাচক কর্ম সাধিত হয়েছিল ইরানে, যেখানে সোহরাওয়ার্দির 'ইশরাকি' (আলোর নতুন মেটাফিজিকস) ধারা এবং ইবনুল আরাবির 'ওয়াহদাতুল ওজুদ' (অস্তিত্বের ঐক্য) তত্ত্বের উন্নয়ন ঘটছিল।

পারসিয়ান ধারার প্রাধান্য; শিল্পকলা

সুফিবাদী একেশ্বরবাদিতার (ওয়াহদাতুল ওজুদ) সবচেয়ে প্রভাবশালী প্রকাশ ঘটেছে কাব্যসাহিত্যে, কবিদের রচনাবলির মাধ্যমে। যেমন চৌদ্দ শতকের কবি জামি, যাঁর সুফি রচনাবলির ওপর কৃত ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহের পাশাপাশি চরণসমূহেও একেশ্বরবাদের প্রকাশ ঘটেছে। ওয়াহদাতুল ওজুদ ধারার সবচেয়ে শক্তিমান ভাষ্যকার আবদুল করিম জিলিও নিজেকে কবি হিসেবে বিবেচনা করতেন। ভিজ্যুয়াল আর্টস বাদ দিলে নিঃসন্দেহে এই যুগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক মাধ্যম ছিল কাব্যসাহিত্য এবং এ ক্ষেত্রে আরবি অঞ্চল খুব স্পষ্টতই পারসিয়ান জোনের পেছনে। আরবি কাব্যসাহিত্য—রচনার প্রাচুর্য সত্ত্বেও—অভিনবত্ব ও স্বাতন্ত্র্যের সেই মাত্রায় পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়েছে, অন্তত চৌদ্দ শতকের পর। পারসিয়ান কাব্যসাহিত্য পূর্ণ মধ্যযুগে অপ্রতিদ্বন্দ্বী মহিমায় বিরাজমান, যা পড়ন্ত মধ্যযুগেও ক্রমাগত প্রস্ফুটিত হয়ে চলছিল। কিন্তু বিশেষ যে ঘটনাটা ঘটেছে তা হলো, এ সময় এর আন্তর্জাতিকীকরণ হয়েছিল, মুসলিম বিশ্বের দূরদূরান্ত পর্যন্ত তা ছড়িয়ে পড়েছিল। চৌদ্দ শতকের ইরান—শিরাজ নগরীর হাফিজের ইরান; সব পারসিক কবিদের গুরু। তাঁর সাথে ছিল একঝাঁক নক্ষত্রপুঞ্জ—কবিদের, ব্যঙ্গাত্মক রচয়িতাদের, সুফিদের। একই সময়ে দিল্লির আমির খসরু চৌদ্দ শতকের সূচনালগ্নে ভারতীয় ধারার প্রাণভোমরা হিসেবে আবির্ভূত হন, গড়ে তোলেন 'ইন্ডিয়ান স্কুল'। চৌদ্দ শতক ইরানের জামির শতক, তুর্কি কাব্যসাহিত্যের স্বর্ণশতক—যা মূলত পারসিয়ান ধারার ওপরই গড়ে উঠেছিল। তা ঘটেছিল তিনটি ধারায়; সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তুর্কমেনিস্তানের তুর্কিদের চাগতাই ও নাওয়াই ধারা, আজারবাইজানি তুর্কিদের ধারা এবং ওসমানি তুর্কি ধারা।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নিজেই যাঁর প্রধান। আকবরের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। কিন্তু ভারতীয় ইসলাম এর নিজ ভুবনেই থেকে গিয়েছিল, যেখানে অমুসলিমরা এমনকি জিজিয়াও (অমুসলিমদের জন্য নির্ধারিত কর) প্রদান করতে হতো না, যা ওসমানি সাম্রাজ্যের চর্চা থেকে ভিন্ন, সেখানেও বিশালসংখ্যক অমুসলিম প্রজা ছিল বটে, কিন্তু রাজনৈতিক সুবিধাদি থেকে বঞ্চিত। ভারতীয় ইসলাম শুধু হিন্দুইজমের সাথে সম্পর্কের দিক থেকে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত ছিল তা নয়, বরং এর নিজস্ব ভাবপ্রবণতা ছিল; হাসান-হোসেইনের স্মরণে সুন্নি কর্তৃক শিয়া অনুষ্ঠান আয়োজনের মধ্য দিয়ে যা পরিস্ফুট। আওরঙ্গজেবের ভারতীয় মুসলিমদের অধিকতর অর্থোডক্স মুসলিম হিসেবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা—মোগল সাম্রাজ্যের ভাঙন ত্বরান্বিত করেছিল।

তিন সাম্রাজ্যের প্রতিটিই তাদের ভূখণ্ডের সামাজিক প্যাটার্ন পরিবর্তন করেছে, স্বাভাবিকভাবেই, যা পরবর্তী সময়ে সাম্রাজ্যের পরিবর্তনের সাথে সাথে জটিল পরিবর্তন প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে গিয়েছে। সাম্রাজ্যকাঠামোর অপরিসীম প্রভাব চিত্রায়ণে আমি শুধু দুটি পয়েন্ট উল্লেখ করব। ভারতে স্বতন্ত্র ব্লক হিসেবে মুসলিমদের উপস্থিতি হিন্দুদের বর্ণপ্রথা ও এর প্রভাবসমূহের—শুধু হিন্দুদের মধ্যে নয়, মুসলিমদের ভেতরও—সম্পূর্ণ বিপরীত প্রভাব ফেলেছিল। কিছু নিম্নবর্ণ হিন্দু তো সরাসরি ইসলাম গ্রহণ করে ফেলেছিল। কিন্তু মুসলিম গ্রামগুলোতে যেসব জাত-বর্ণ পাওয়া যেত, সেগুলোর উচ্চবর্ণ মুসলিম শাসনের অনুকূলে ঢেলে সাজানো হয়েছিল—সহনশীল শাসক, মধ্যস্থতাকারী এবং মুসলিমদের সাথে সহযোগিতাকারী রূপে; বাঙালি কায়স্থ ব্রাহ্মণদের প্রায় ইসলামি বৈশিষ্ট্যাবলি থেকে যা প্রমাণিত। আবার মুসলিম অভিজাত সম্প্রদায় স্থানীয় উদীয়মান ধারা থেকে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে নিজেদের পদমর্যাদা পুনর্বিন্যস্ত করেছিল, বংশীয় কৌলীন্য কিংবা বিদেশি ঔরসের মাধ্যমে; যেমন শেখ, সাইয়েদ, মোগল, আফগান কিংবা তুর্কি। অপর দিকে ওসমানি সাম্রাজ্যের কাঠামো বিবেচনা করলে—তা প্রায় ছয় শতাব্দী টিকে থাকতে সক্ষম হয়েছিল। ফলে এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই যে এটি সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে নিশ্চয়ই কিছু স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী হবে। গিল্ডের মতো পুরো সমাজ কার্যত সামাজিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা সংঘে বিভক্ত ছিল, যাদের কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রিত হতো সরকার কর্তৃক। সচেতনভাবে সংগৃহীত পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে বলা যায় দেশের একাংশ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পশ্চিম ও মধ্য সুদানি সালতানাতগুলো মরক্কোর ধর্মীয় নেতৃত্বের অবস্থানকে চ্যালেঞ্জ করতে শুরু করে। অবশিষ্ট ইসলামি বিশ্ব গোল্লায় গেছে—পূর্বেকার এই প্রবণতা শুধু শক্তিশালীই হয়েছে; দূর পশ্চিম প্রায় স্বনির্ভর হয়ে ওঠে। সাংস্কৃতিক দিক থেকে মরক্কো স্থবির হয়ে যায় এবং মরোক্কান অভিযানের পূর্বেই তিমবাকতু (মালিতে ইসলামি জ্ঞানচর্চার সোনালি শহর) যেসব অর্জনে সমৃদ্ধ হয়েছিল, তা আরও উচ্চ মার্গে পৌঁছে যায়।

এই বিচ্ছিন্ন সমাজগুলোর সর্বত্র তরিকার চর্চা ছিল (যদিও সাফাভিদের দখলকৃত অঞ্চলে অত্যন্ত জরাজীর্ণ অবস্থায়) এবং স্থানীয় জীবনে পূর্বের চেয়েও বেশি প্রাসঙ্গিক ছিল। কিন্তু পূর্বের মতো স্বাধীন ভূমিকা রাখতে পারছিল না। ওসমানি ভূখণ্ডসমূহে তুর্কদের কাঙ্ক্ষিত তরিকাগুলো বিশেষ রাষ্ট্রীয় মর্যাদা এবং ব্যাপক জাঁকজমক লাভ করে। এমনকি বেকতাশিয়া তরিকাও এই ধোঁয়াশাপূর্ণ অবস্থার সুবিধা ভোগ করেছিল—তাদের ব্যাপক উল্লম্ফন ঘটে। উত্তর আফ্রিকান তরিকাপ্রধানও অনুরূপ ভূমিকা পালন করেছেন, তবে কিছুটা ভিন্ন আঙ্গিকে। তাদের নেতাও শরিফের মতো জনসাধারণের প্রায় দেবতাতুল্য শ্রদ্ধা ভোগ করেছেন। কাদিরিয়া তরিকার মতো বাইরে থেকে আসা তরিকাগুলো ভারতে প্রবর্তিত হয় এবং স্থানীয় তরিকাগুলোর পরিপূরক হিসেবে কাজ করে; সম্ভবত প্রচলিত তরিকাগুলোর প্রভাব খর্বকারী হিসেবেও। অধিকাংশ বৃহৎ তরিকার ক্রমবিস্তৃতি ঘটে, ভৌগোলিক আয়তন বাড়ে। ইসলামি অঞ্চলের আনাচকানাচে একটা না একটা তরিকার প্রচলন ঘটেই। এভাবে, নওমুসলিম মালয়েশিয়াতে সুফি আবদুর রউফের হাত ধরে সতেরো শতকে শাত্তিরিয়া তরিকা পরিচিত হয়, সুফিজম আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে।

চিরায়ত তরিকাগুলোর স্বকীয়তা তুলনামূলক কম ছিল। অনেক তরিকাই স্থানীয় কুসংস্কার বহন করছিল। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে—তরিকার নতুন শাখাগুলো সংস্কারে ব্রতী ছিল। আর অধিকাংশ সংস্কারই সাধিত হচ্ছিল সুফিজমে দীক্ষিত অর্থোডক্স ওলামাদের মাধ্যমে। যেমন সতেরো শতকের সূচনালগ্নে ভারতে শায়খ আহমদ সরহিন্দি। তাঁর প্রধান আপত্তির জায়গাটা ছিল সুফিদের যথেচ্ছ ধ্যানের ধারা সংশোধন, যা মধ্যযুগের শেষ লগ্নে তরিকাগুলোর মাঝে ব্যাপক ছিল। প্রতিদ্বন্দ্বিদের চেয়ে অধিকতর ও সমৃদ্ধতর আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে তিনি তা সম্পন্ন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রতীকে পরিণত হয়। উত্তর হিন্দুস্তানে মোগল সাম্রাজ্যে ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যশিল্পের চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটেছিল সুবৃহৎ ফাতেহপুর সিক্রি আর অত্যুজ্জ্বল তাজমহলে। সাথে ছিল আরও অসংখ্য ছোট-বড় কীর্তি।

স্থাপত্যশিল্প সর্বদাই ইসলামি ভিজ্যুয়াল আর্টসে সর্বোচ্চ গুরুত্ব পেয়েছে, তিন সাম্রাজ্য যুগেও যা চলমান ছিল। ম্যুরাল ও মিনিয়েচার—উভয় ক্ষেত্রে অঙ্কনশিল্পের চর্চা ছিল, তবে উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছেছিল মোগল ও সাফাভি সাম্রাজ্যে। সাফাভি সাম্রাজ্যের প্রথম রাজধানী তাবরিজি স্টাইল বিহ্‌জাদের ধারা অনুসরণ করেছে। সতেরো শতকে ইসফাহানি ধারা—পরবর্তী রাজধানী—অনুসরণ করেছে অসাধারণ কুশলী রেজা আব্বাসির, পোর্ট্রেটে যিনি নিজের জাত চিনিয়েছেন। সাধারণ জীবনের দৈনন্দিন চিত্রাবলি সূক্ষ্ম রসবোধে সমৃদ্ধ করেছেন। তবে তিনি পশ্চিমা প্রভাবের বাইরে ছিলেন না। ওসমানি সাম্রাজ্যের মিনিয়েচারিস্টরা ইরানি ধারার অনুসরণের চেষ্টা করেছে বটে, কিন্তু তেমন সফলতার দেখা পায়নি। এর একটা কারণ হতে পারে চিত্রশিল্পে ওলামাদের বিরাগ, যারা ওসমানি সাম্রাজ্য বিনির্মাণের গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক। বিপরীতে মোগল সাম্রাজ্যে চিত্রশিল্পের—যা সূচনালগ্নে ইরান থেকে আহরিত হয়েছিল—সম্পূর্ণ স্বাধীন ধারা গড়ে ওঠে। পোর্ট্রেট, সব ধরনের হিন্দুস্তানি চিত্র ও কিংবদন্তিদের চিত্রাঙ্কন নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছিল। শিল্পচর্চা শুধু মুসলিমদের মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল না, হিন্দু, বিশেষত রাজপুতদের ভেতরও ব্যাপকভাবে চর্চিত হতো।

অবশ্যই উল্লেখ্য যে বৃহৎ তিন সাম্রাজ্যের সব কটাতেই সব ধরনের নন্দনশিল্প ও হস্তশিল্পের সুনিপুণ চর্চা হয়েছে। পূর্বেকার মতোই ক্যালিগ্রাফি শিল্পচর্চার অন্যতম প্রধান উপায় হিসেবে বিবেচিত ছিল। ক্যালিগ্রাফাররা ছিলেন অসীম শ্রদ্ধার পাত্র। উত্তর ভারতে ভোকাল ও ইন্সট্রুমেন্টাল সংগীতধারা (নৃত্যধারাও) হিন্দু রুচির সাথে মিশ্রিত হয়ে সূক্ষ্ম নর্দার্ন স্কুল বা উত্তরাঞ্চলীয় ধারার উদ্ভব ঘটায়, যা হিন্দু-মুসলিম উভয়ের অবদানে ঋদ্ধ।

আর্নল্ডের মতে, ভিজ্যুয়াল আর্টস, বিশেষত পেইন্টিং সে যুগে অত জটিল ছিল না। কিন্তু পরবর্তী সময়ে ইতিহাসবিদ ও জীবনীকারেরা একে অকল্পনীয় সম্মানজনক পর্যায়ে নিয়ে যায়। শিল্পী, বিশেষত স্থাপত্যশিল্পীরা, অন্যত্র না হোক, অন্তত ওসমানি সাম্রাজ্যে কোনো না কোনো ওলামার সমর্থন রাখতে হতো, নয়তো তারা কবি-গায়কদের সমতুল্য বিবেচিত

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দক্ষিণ আরবের ওমান এবং হাজরামাউত পর্তুগিজদের বিরুদ্ধে নিজ উদ্যোগে অত্যন্ত সফল প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল, কিন্তু সামগ্রিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তন করতে পারেনি—সমুদ্রবাণিজ্য পশ্চিমাদের নিয়ন্ত্রণেই রয়ে যায়। আরব, পূর্ব আফ্রিকা এবং মালয়েশিয়াতে মুসলিমরা প্রতিরক্ষামূলক অবস্থানে চলে যায়। ইন্দোনেশিয়ান অঞ্চলে পর্তুগিজ বন্দরগুলো বাদে মুসলিমরা শক্তি বৃদ্ধি করছিল। এ সময় আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে তারা কেন্দ্রীয় ভূমিগুলো থেকে অধিকতর স্বাধীনতা লাভ করে। পূর্ব আরব, পারসিয়ান অঞ্চল, দক্ষিণ ভারত এবং মালয়েশিয়াতে শাফেয়ি মাজহাব প্রভাবশালী ছিল। পক্ষান্তরে ওসমানি সালতানাতে হানাফি মাজহাবকে রাষ্ট্রীয় মাজহাব হিসেবে গ্রহণের ফলে ঐতিহাসিকভাবে শাফেয়ি প্রভাবিত অঞ্চলগুলোতেও হানাফি মাজহাবের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। একই সময়ে ইরানে শাফেয়ি মাজহাব অনুসারীরা নিপীড়নের শিকার হয়। কায়রো যদিও গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল, কিন্তু শাফেয়ি মাজহাবের প্রাণকেন্দ্র কায়রো থেকে ভারত মহাসাগরীয় উপকূলগুলোতে স্থানান্তরিত হয়ে যায়।

এ সময় উত্তরের মুসলিমরাও ভয়ংকর বিপর্যয়ের শিকার হয়, তারা তুলনামূলক বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ভলগার মুসলিমরা রুশ শাসনাধীনে চলে যায়, পর্যায়ক্রমে ক্রিমিয়ার মুসলিমরাও, যদিও তারা তুর্কির মিত্র ছিল। তুর্কিস্তান দুই দলে বিভক্ত ছিল; একটি দীর্ঘ মূর্তিপূজক কাজাক শাসক, অপরটি সাংস্কৃতিকভাবে অতটা উন্নতি করতে না পারা উজবেক শাসক। উভয়েই আবার শিয়া ইরানের সাথে ঘোরতর সংঘাতে লিপ্ত ছিল। মধ্য-ইয়োরেশিয়ান মালভূমির মুসলিমরা মাঞ্চু সাম্রাজ্যের দখলদারত্বের শিকার হয় এবং চীনের মুসলিমদের মতো ইসলামি শক্তিগুলোর গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রের সাথে সংযোগ স্থাপনের সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল।

পশ্চিমে ওসমানি সালতানাত আলজেরিয়া পর্যন্ত পৌঁছে যায়। কিন্তু মরক্কোর শরিফিয়ান বংশ—যারা নিজেদের মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উত্তরসূরি দাবি করত এবং তত দিনে পড়ন্ত মধ্যযুগের শক্তিশালী বারবার বংশকে হটিয়ে ক্ষমতা হাতে নিয়েছিল—শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখতে সক্ষম হয়েছিল তা-ই নয়, বরং ধর্মীয় স্বাধীনতাও। শরিফ পুণ্যাত্মা ব্যক্তি হিসেবে শ্রদ্ধার্হ ছিলেন, তাঁর প্রতি আনুগত্য ইমানের পরশপাথরে পরিণত হয়েছিল। ষোলো শতকের শেষ নাগাদ পশ্চিম আফ্রিকার মুসলিমরাও এই আনুগত্য বরণ করে নেয় এবং মরক্কোকে ধর্মীয় মডেল বিবেচনা করতে শুরু করে। যদিও ক্রমান্বয়ে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

করেছেন। কিছু ক্ষেত্রে সাধারণ সুফিদের মাধ্যমেও সংস্কার সাধিত হয়েছিল। কিন্তু আঠারো শতকের শেষ নাগাদ আরবে এমন এক সংস্কার আন্দোলন দানা বাঁধে, যা ছিল ঘোরতর সুফিবিরোধী—ওয়াহাবি আন্দোলন। পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে যার প্রভাব অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী।

বিভিন্ন আঞ্চলিক সংস্কৃতির পরস্পরসংযুক্ত সমৃদ্ধি

বৃহৎ তিনটি সাম্রাজ্যে ভিজ্যুয়াল আর্ট সমৃদ্ধির শীর্ষচূড়ায় ছিল এবং ছিল অসাধারণ অর্থবহ। চরিত্রে অবশ্যই ইসলামি ছাপ পরিস্ফুট। কিন্তু চর্চায় জায়মান 'বৈশ্বিক ইসলামি ধারার' প্রভাব ছিল না। ফলে এই শিল্প দ্বিতীয় সারির গুরুত্ব রাখত। যেমন কেরালার কোনো গ্রামের মসজিদের নিজস্ব ভাবগাম্ভীর্য ছিল, কিন্তু এর ঢালাই করা ছাদ—ঢাকা, উত্তর ভারত কিংবা তুর্কি মসজিদের সাথে মিলত না। বরং এর অঙ্কন ও অলংকরণ আঞ্চলিক কিছু বৃহৎ সমাজের গৌরব-মহিমা ঘোষণা করত।

সাফাভি সাম্রাজ্যের জাঁকজমক সবচেয়ে বেশি প্রতিভাত হয়েছে রাজনগরী ইসফাহানের স্থাপত্যশিল্পে; উন্মুক্ত ছায়াবীথি, মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যবহুল প্যালেস এবং থামের মনোমুগ্ধকর ব্যবহার। ফুলেল সাজসজ্জা সব 'ধারায়' সমৃদ্ধ ছিল, ইয়োরোপ থেকে শুরু করে চীন—সব জায়গা থেকে আহরিত মোটিফে। উচ্চ মাত্রার এই রুচিশীলতার চর্চা সতেরো শতকের শেষ নাগাদ প্রবহমান ছিল। এরপর রাজনৈতিক ধ্বংসযজ্ঞে সুবৃহৎ ভবনসমূহের বিলুপ্তি ঘটে, সাথে রাজপরিবার ও রাজধানীর ভাগ্যেরও। তবে ওসমানি সাম্রাজ্যে ইরানি উপাদানের চল ছিল, যেমন নীল টাইলসের ব্যবহার। তবে ষোলো শতকে মসজিদের স্থাপত্যশৈলীতে তুর্করা সম্পূর্ণ নতুন ধারার উদ্ভব ঘটায়। পশ্চিম তুর্কিতে ইতিমধ্যেই গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদের প্রচলন ছিল, সম্পূর্ণ ভিন্নমাত্রিক বাইজেন্টাইন উপাদানসমেত আয়া সোফিয়ায় যার নিখুঁত প্রকাশ ঘটে। তুর্কি ধারা সূচিত হয় সামরিক ইঞ্জিনিয়ার সিনানের হাত ধরে, যিনি মনোযোগ নিবদ্ধ করেছিলেন—হাম্মাম, রাজপ্রাসাদ, ঝরনা, গম্বুজসহ সব ধরনের ভবনে। যেখানেই তাঁর হাতের ছোঁয়া লেগেছে, সেখানেই রচিত হয়েছে ইতিহাস। আরব ভূমি, তুর্কি ইয়োরোপিয়ান ভূখণ্ডসহ সাম্রাজ্যের সর্বত্র এই নতুন ধারার মসজিদ ছড়িয়ে পড়ে। স্বাতন্ত্র্যসূচক সুচালো মিনার সাম্রাজ্যের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

থেকে আরেকাংশে অত্যন্ত সুসংগঠিতভাবে জনগণকে স্থানান্তর করা হয়েছে, অর্থনৈতিক কিংবা রাজনৈতিক কারণে। সাম্রাজ্যের পূর্ণ উত্থানকালে অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণও ছিল অতি সুচারু। ওসমানি রাষ্ট্রকাঠামোতে দেশিরমা (Devshirme) বা শিশুসংগ্রহই ছিল একমাত্র উপায়, যার মাধ্যমে সম্ভাবনাময় অমুসলিম যুবকেরা সামরিক ও প্রশাসনিক সেবাদানের সুযোগ পেত (অর্ধস্বপ্রণোদিত ইসলামীকরণ এবং কঠোর প্রশিক্ষণের পর), জন্মসূত্রে মুসলিমরা এই সেক্টরগুলোতে সুযোগ পেত না। পরবর্তী সময়ে ক্রমান্বয়ে উচ্চ শ্রেণির মুসলিমরা এই প্রতিবন্ধক অতিক্রম করার পদ্ধতি শিখে যায়, রাষ্ট্রের ব্যাপক বারোটা বাজিয়ে তারা সিভিল সার্ভিসে যোগদানের পথ খুঁজে পায়।

আন্তর্জাতিক সংহতির পতন

ঠিক পূর্ব যুগের সাথে এত তীব্র বৈপরীত্য নিয়ে কীভাবে সুবৃহৎ ও তুলনামূলক স্থিতিশীল সাম্রাজ্যগুলো প্রতিষ্ঠিত হলো, তা স্পষ্ট নয়। তবে সম্ভবত গানপাউডার আবিষ্কার এবং কামানের গোলায় গানপাউডার ব্যবহার—যা চীনে আবিষ্কৃত হয়েছিল এবং ইয়োরোপে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলছিল—সম্পদশালী কেন্দ্রীয় শক্তিগুলোকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্তৃপক্ষের বিপরীতে ব্যাপক সুবিধা দিয়েছে। যা-ই হোক, সাম্রাজ্যগুলোর অস্তিত্ব অবশিষ্ট দারুল ইসলামের ওপর প্রভাব ফেলেছিল। কারণ, সাম্রাজ্যগুলোর সবগুলোই ভারত মহাসাগরবিমুখ হয়ে গিয়েছিল। মিসর ও গুজরাটের ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্যে সরাসরি স্বার্থ ছিল, যাদের একটি ওসমানি সালতানাত এবং অপরটি মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হয়ে যায়, পশ্চিম থেকে খ্রিষ্টান ও পর্তুগিজরা সাগরে পা রাখার পরপরই। পর্তুগিজদের প্রাথমিক জয়ের কারণ যা-ই হোক না কেন, অবশিষ্ট সাম্রাজ্যগুলো স্থল সাম্রাজ্য হওয়ার কারণে পর্তুগিজদের দীর্ঘমেয়াদি নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখা সহজ হয়েছে। ওসমানীয়রা মুসলিমদের অবস্থান পুনরুদ্ধারে বেশ প্রচেষ্টা চালিয়েছিল, কিন্তু সেগুলো ভূমধ্যসাগর নিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টার মতো সফল হয়নি। ফলে পর্যায়ক্রমে তারা এখান থেকে অভিযান প্রত্যাহার করে নেয়। মোগলরা বলতে গেলে কিছুই করেনি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হতো। তবে শিল্পগুলোর চর্চা ছিল দরবারকেন্দ্রিক কিংবা নিদেনপক্ষে বড় ঘরের সাথে সম্পৃক্ত। আরব জোন হোক বা পারসিয়ান, বৃহৎ তিন সাম্রাজ্যের বাইরে এগুলো ছিল স্বল্পচর্চিত।

কবিতা আঞ্চলিক সংস্কৃতির বাহনে পরিণত হয়েছিল, যেমন সুফিজম ছিল আন্তর্জাতিক ধারার বাহক। খোদ ইরানে অসাধারণ সব কাব্য মুষলধারায় বর্ষিত হচ্ছিল বটে, কিন্তু কোনোটাই অতীতের মহান কর্মগুলোর সমতুল্য হতে পারেনি। অনেক ফারসিভাষী কবি ইরানের তুলনায় হিন্দুস্তান ও তুর্কিতে বেশি চর্চিত হয়েছেন, যাঁদের অনেকেই এমনকি মোগল রাজদরবারে চলে গিয়েছেন। উত্তর ভারতে ইসলামি বাণীসমূহের দীর্ঘকালীন বাহক ছিল ফারসি। কিন্তু ষোলো শতকে ঢাকায় উর্দুভাষী সুফিকাব্যের ধারা গড়ে ওঠে, যা ছিল উত্তর ও মধ্যভারতীয় মুসলিমদের সর্বজনীন ভাষা। নিছক চিরায়ত পারসিয়ান থিমকে কেন্দ্র করেই কাব্যধারা গড়ে ওঠেনি, বরং হিন্দু ভাবধারা থেকে গৃহীত থিমও ছিল। আঠারো শতক নাগাদ উত্তর ভারতে উর্দু ভাষার চল শুরু হয় এবং অসাধারণ সব কর্ম সাধিত হয়, যা হিন্দু-মুসলিম উভয়ের প্রশংসা কুড়িয়েছে। ওসমানি সাম্রাজ্যে তুর্কি ভাষা সর্বাধিক চর্চিত ছিল। সাম্রাজ্যের বহু স্থানে কথ্য ভাষা হিসেবে আরবি ব্যবহৃত হলেও শিল্পচর্চায় দ্বিতীয় শ্রেণির ভূমিকা পালন করেছে এবং মৃত ধ্রুপদী ভাষা হিসেবেই বিবেচিত হতো। নাভেইয়ের সময় চাঘতাই তুর্কি ভাষা নেতৃত্বের আসনে ছিল, কিন্তু তুর্কিস্তানে উজবেকদের উত্থানের সাথে সাথে তা নিস্তেজ হয়ে পড়ে। যদিও উত্তরাঞ্চলে এর প্রচলন বজায় ছিল। ষোলো শতকে ফুজুলি বাগদাদি ফারসি ও আরবি উভয় ভাষায়ই রচনা করেছেন, কিন্তু তার শ্রেষ্ঠ কর্মটা আজারবাইজানি তুর্কি ভাষায়, যার মাধ্যমে তিনি সর্বকালের শ্রেষ্ঠ তুর্কি কবির স্বীকৃতি লাভ করেছেন। পশ্চিম তুর্কি বা ওসমানীয় সাহিত্যধারা গড়ে উঠেছে ষোলো শতকের তুখোড় কবি বাকির কাব্যমালার ওপর এবং এটি তুর্কি তিন ধারার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। প্রতিটি 'তরিকার' নিজস্ব কাব্যধারা ছিল এবং এ সময়ের তুর্কি রচনাবলি সাধারণত ফারসি কাব্যধারার চেয়ে অধিকতর মূল্যবান বিবেচিত হয়।

বৃহৎ সাম্রাজ্যগুলোর বাইরে নতুন ইসলামি সাহিত্যভাষা বিকশিত হয়েছে। যেমন পশ্চিম আফ্রিকান উপকূলীয় অঞ্চলে সাহেলি ভাষা—যার

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ধারা গড়ে ওঠে, যারা ব্যক্তিগত চেতন ও সৃষ্টিজগতের মধ্যকার অত্যন্ত নিগূঢ় সম্পর্ক উদ্‌ঘাটনে সচেষ্ট ছিল। অনেক দার্শনিক চিন্তা শিয়াদের বিশেষ সমস্যাবলিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। এ ক্ষেত্রে শায়খ আহমদের শায়খি ধারা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যা শিয়া ইরানের সাথে সংগতিপূর্ণ ছিল। বস্তুত, শিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রেক্ষাপটে ধর্মের গোটা কাঠামোটাই শিয়া দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে পুনর্চিন্তার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ক্রমান্বয়ে মুজতাহিদদের একটি দল গড়ে ওঠে, যারা অর্থোডক্স সীমানার ভেতর থেকে অত্যন্ত স্বাধীন বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা করেছে।

মোগল ভারতে চিন্তকদের আরেকটি শ্রেণি গড়ে ওঠে, যারা হিন্দুধর্মের সাথে সহাবস্থান সমস্যা নিরসনে নিবেদিত ছিল। ক্ষেত্রবিশেষে হিন্দুধর্মের প্রতি আনুকূল্যও প্রদর্শন করেছে—যেমন মোগল রাজপুত্র দারা শিকোহ। ক্ষেত্রবিশেষে উচ্চতর ইসলামি সামাজিক মূল্যবোধের পুনঃপ্রকাশ ঘটেছে ঐতিহাসিক ও মনস্তাত্ত্বিক পরিভাষার ভেতর দিয়ে—শাহ ওয়ালি উল্লাহর ধারায় যা দৃশ্যমান। এগুলোর মাধ্যমে এমন একটি সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ধারা গড়ে তুলেছেন, যা ভারত উপমহাদেশে মুসলিমদের স্বতন্ত্র 'ইসলামি সম্প্রদায়' বন্ধনে আবদ্ধ করেছে, যা বাদে উর্দুভাষী পাকিস্তানি নেতাদের সুপরিসর ভৌগোলিক পাকিস্তানের স্বপ্ন ছিল অচিন্ত্য, উর্দুকেও মুসলিম ভাষা হিসেবে চিত্রায়ণ অযৌক্তিক বিবেচিত হতো।[৩৯]

এটি অবশ্যই উল্লেখ্য যে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান নিছক চর্চার জন্যই চর্চিত হতো, বাস্তবে সর্বত্রই এর মান-অবনতি ঘটেছিল। এই ধারায় বিরল ব্যতিক্রম ছিল পনেরো শতকের ওসমানি জিওগ্রাফাররা, যারা ভারত মহাসাগরে আরবদের কৃত প্রায়োগিক গবেষণাগুলো কাজে লাগিয়েছেন,

৩৯ বাস্তবে উর্দু প্রধানত ভারতীয় অঞ্চলগুলোর মাতৃভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হতো। সেই হিসেবে পাকিস্তানে উর্দুর ব্যবহার 'ইউপিওয়ালা'দের চাপিয়ে দেওয়া ব্যতিক্রম হিসেবেই দেখতে হবে। বাংলা অঞ্চলে উর্দু ছিল পুরোপুরি অজ্ঞাত। কিন্তু পাকিস্তান আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতারা অল ইন্ডিয়ান ইসলামি সংস্কৃতির বাহন হিসেবে উর্দুর ওপরই আস্থা রেখেছেন যে তাঁদের অল ইসলামি মনোভাব নিছক বুলিতে পরিণত না হয়। অল ইন্ডিয়ান সংস্কৃতির সবচেয়ে বিকাশমান অঞ্চল ছিল ভারতের উত্তর ও দক্ষিণের উর্দুভাষী অঞ্চল (লাহোর নয়)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

AI CAMERA Shot by narzo 50i

বলকান ও আনাতোলিয়ার গতিশীল সীমান্ত সাম্রাজ্য ছিল ওসমানি সালতানাত। কিন্তু ইসমাইলি শিয়াদের শুরু করা যুদ্ধের দামামায় শিয়া সাম্রাজ্যকে প্রতিহত করতে গিয়ে ওসমানি সালতানাত অত্যন্ত সচেতনভাবে বৃহত্তর সুন্নি সাম্রাজ্যে পরিণত হয়, তাদের শাসন সম্প্রসারিত হয় অধিকাংশ আরব ভূখণ্ডে। ওসমানি সংবিধানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল—শরিয়াহ ও ওলামাদের রাষ্ট্রযন্ত্রের অংশে পরিণত করার প্রক্রিয়াটা। রাষ্ট্রে শরিয়াহকে অত্যন্ত কার্যকর ও সম্মানজনক অবস্থানে সমাসীন করা হয়, যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জাগতিক আইনসভার সম্পূরক হিসেবে কাজ করতে হয়েছে। জাগতিক কর্তৃপক্ষ ও ওলামাদের মধ্যকার পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ধরে রাখতে ওলামাদের পদমর্যাদা বিন্যস্ত করা হয়। মুফতিরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তায় পরিণত হয়, শাইখুল ইসলাম ছিলেন ওলামাদের শিরোমণি। ষোলো শতকে শাইখুল ইসলামের সাংবিধানিক পদমর্যাদা প্রায় সুলতানের সমতুল্য হয়ে যায়, যদিও সুলতানই শাইখুল ইসলাম নিয়োগ দিত। সুলতান নিজেকে গোটা মুসলিম জাতির অভিভাবক এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে তাঁদের প্রতিনিধি হিসেবে প্রতিষ্ঠায় জোর দিতেন। ফলে আমাদের সময়ের শেষ লগ্নে ওসমানি সালতানাতের বিস্তার ইসলামের বিস্তার হিসেবেই বিবেচিত হতো।

উত্তর ভারতে আরেকটি সুবৃহৎ সাম্রাজ্যের উত্থান ঘটে—মোগল সাম্রাজ্য, যা বিভায় ও দ্যুতিতে সাফাভি-ওসমানি সাম্রাজ্যের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না।[৩৭] অনেকাংশে দিল্লি সালতানাতের ঐতিহ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হলেও একটি কার্যকর ও টেকসই কেন্দ্রীয় প্রশাসন গড়ে তোলার মাধ্যমে মোগল সাম্রাজ্য এমন সমাজ গড়ে তুলতে ব্রতী হয়, যেখানে মুসলিমদের নেতৃত্বে হিন্দু-মুসলিম যৌথ রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন যাপন করবে, যেখানে গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরগুলো সমন্বিতভাবে পরিচালিত হবে। সাম্রাজ্যের সর্বপ্রথম দীর্ঘমেয়াদি সম্রাট আকবর—ইসলামের একটি স্বতন্ত্র শাখা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন,

৩৭ বাবরের অভিযান ইসমাইল সাফাভির অভিযানের সাথে নিবিড়ভাবে যুক্ত হলেও মোগল সাম্রাজ্যের পূর্ণ উত্থান ঘটে আরও অন্তত অর্ধশতাব্দী পর। কিন্তু হুমায়ুনের নির্বাসনের পর আফগান ব্যবস্থা একই প্রশাসনিক ধারায় গড়ে উঠেছিল, যা আমাদের আলোচনায় একই ঘটনাপ্রবাহের অংশ হিসেবে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উদ্ভব হয়েছিল মূলত বান্তু (Bantu)[৩৮] মুসলিমদের কথ্য ভাষা হিসেবে—সমৃদ্ধ এক কাব্যধারা গড়ে তোলে, যা অত্র অঞ্চলে আরবির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সক্ষম। ভারত মহাসাগরের অপর প্রান্তে ফারসির প্রভাবাধীনে মালয় সাহিত্যধারা গড়ে উঠেছিল, যা ফারসি এবং উর্দু উভয় ভাষা থেকে আহরিত মুক্তোয় সজ্জিত ছিল। মালয়েশিয়ান প্রাচীন ঐতিহ্যেও সমৃদ্ধ ছিল, বিশেষত কাব্যের ক্ষেত্রে; ফারসির প্রভাব ছিল আংশিক। সমস্ত আঞ্চলিক ভাষা—আরবি, ফারসি, তুর্কি (তিনটি ধারা), উর্দু, সাহেলি, মালয় এবং এ সময় চর্চিত অন্য মুসলিম ভাষাগুলো আরবি বর্ণমালা ব্যবহার করত; প্রচুর আরবি ও (অধিকাংশ ক্ষেত্রে) ফারসি শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। কাব্যধারায় আরবি-ফারসি থিমগুলো ব্যবহৃত হতো। এ সময় সৃষ্ট সাহিত্যকর্মগুলোর মধ্যে শুধু ফারসিই ছিল এমন—অপরাপর সমস্ত ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর ভেতর যার সমঝদার ছিল। এমনকি আরবি অঞ্চলেও যৎকিঞ্চিৎ ছিল, তুর্কি শাসনের হাত ধরে ফারসির আমদানি হওয়ার পূর্বেই।

অনুরূপ তিন সাম্রাজ্যের বুদ্ধিবৃত্তিক ধারাও সমন্বিত ঐতিহ্যের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল, কিন্তু প্রতিটি সাম্রাজ্যের সুনির্দিষ্ট প্রয়োজনকে সামনে রেখে। পুরো দারুল ইসলামজুড়ে স্থানীয় ও আঞ্চলিক মুসলিম জনগোষ্ঠীর লিখিত ইতিহাসের চল ছিল, বিদ্বান ও শাসকেরা তা রচনা করত। ওসমানি যুগের তুর্কি ইতিহাসবিদেরা এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তন্মধ্যে ষোলো শতকের মুহাম্মদ আলী চেলেবি সর্বাধিক স্মরণীয়। তিনি ও অপরাপর অনেক স্কলারই পড়ন্ত মধ্যযুগ থেকে চলে আসা ইতিহাস রচনার বাগাড়ম্বরপূর্ণ ধারা সত্ত্বেও অত্যন্ত নির্মোহ ইতিহাস-গদ্য রচনা করেছেন। ভ্রমণসাহিত্য এবং অন্যান্য বর্ণনানির্ভর সাহিত্য চরম শিখরে পৌঁছায়।

দার্শনিক চিন্তার প্রভাবশালী কেন্দ্র ছিল ইরান। পূর্বে চর্চিত হয়নি, এমন থিম গড়ে ওঠে এখানে, বিশেষত সুফিদের মাঝে। সতেরো শতকে মোল্লা সদরার দীক্ষানির্ভর সুফি ধর্মতাত্ত্বিক, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের একটি

---

৩৮ বর্তমান সোমালিয়ায় বসবাসকারী প্রাচীন আফ্রিকান জনগোষ্ঠী। তবে বানতু নামটি ১৯৯১ সালে ত্রাণকর্মীদের দেওয়া। সোমালিয়ায় তারা নৃতাত্ত্বিক সংখ্যালঘু হিশেবে বিবেচিত।

—রাকিবুল হাসান।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পতনকালের ইসলামি সমাজ ও পশ্চিমের উত্থান

সাম্রাজ্য যুগের ইসলামি ইতিহাস যেন বিশ্ব ইতিহাসের প্রতিচ্ছবি। পৃথিবীর উত্তর-পশ্চিমে তুলনামূলক আবদ্ধ খ্রিষ্টান ইয়োরোপিয়ান ভূখণ্ড, যার আলোচনায় আমরা আবার ফিরে যাব। উত্তর-পূর্বে প্রায় বিচ্ছিন্ন কনফুসিয়ান সাম্রাজ্য। দুই সাম্রাজ্যের মধ্যকার জনবহুল কিংবা উচ্চ সংস্কৃতসম্পন্ন অধিকাংশ অঞ্চল ইসলামি বলয়ের অন্তর্ভুক্ত। এর বাইরে দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা এবং আর্কটিক সাইবেরিয়া স্বল্প জনমানবসম্পন্ন এবং কম গুরুত্ববহ। ইসলাম সুবিশাল ভূখণ্ড আত্তীকরণ করে নিয়েছিল এবং অবশিষ্টটুকুও আত্তীকরণ করে নেবে বলে মনে হচ্ছিল। কারণ, এটিই ছিল ইসলামের সচেতন পরিকল্পনা। এই বিশাল ভূখণ্ডজুড়ে ইসলাম আঞ্চলিক সমাজসমূহে নিজেকে এমন প্যাটার্নে জাহির করছিল, যা গোটা বিশ্বে প্রয়োগোপযোগী, যাতে মুসলিমদের সংহতি ও সর্বজনীন ঐতিহ্য পারস্পরিক বোঝাপড়া তৈরি করবে, নিবিড় রাজনৈতিক সংযুক্ততা ছাড়াই। ইসলামি সমাজগুলোর যৌথ ঐতিহ্য যা-ই হয়ে থাকুক না কেন, এটি সত্য যে ঐতিহাসিকভাবে মুসলিম সমাজগুলোতে পূর্ব গোলার্ধের অন্যান্য ধর্মাবলম্বী সমাজের সাথে সম্পর্ক রাখার চেয়ে নিজেদের ভেতর আন্তসম্পর্ক রাখার প্রবণতা বেশি। প্রতিটি সাম্রাজ্যই চীনা কামান ব্যবহার করেছে, ইয়োরোপ কিংবা তুর্কি সংযোজনসহ। ভারতীয় ধনাঢ্য মোগলরা শুধু পারসিয়ান বিলাসদ্রব্য আমদানি করেই ক্ষান্ত হয়নি, ইয়োরোপ ও চীনা পণ্যও করেছে। ইসলামি বিশ্ব এবং এর সাথে দূরপ্রাচ্যের অনেক ভূখণ্ড (দুটি মিলে মানববিশ্বের অধিকাংশ গঠন করেছে) ইতিহাসের এমন গতিবেগে বসবাস করছিল, যা বিগত পাঁচ হাজার বছরের সভ্যতার ইতিহাসের গতিবেগের সমান। যে গতিবেগে সভ্যতা ক্রমান্বয়ে বিকশিত হচ্ছিল, এর সংস্কৃতিতে নতুন নতুন উপাদান সংযোজন করে চলছিল এবং শিথিলভাবে পরস্পরসংযুক্ত জটিল সমাজ গড়ে তুলছিল।

এই পরস্পরসংযুক্তি তীব্রতর হয়েছিল ইয়োরোপিয়ান বণিকদের বিশ্বজোড়া কর্মকাণ্ডের ফলে। এ সময় ইয়োরোপিয়ানদের ভূমিকা প্রধানত মহাসাগরীয় বাণিজ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। আঠারো শতক নাগাদ ইয়োরোপিয়ানদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব দৃশ্যমান হয়ে উঠতে শুরু করে। পশ্চিম ইয়োরোপিয়ানরা দীর্ঘ সময় দুর্বল স্থলশক্তি ছিল, যা আঠারো

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উপসংহারে নয়, বরং শ্রেণিবিন্যাস ও পরিভাষা—সর্বত্রই নৃকেন্দ্রিক (ethnocentric), মুসলিমরা এর কুপ্রভাব এড়াতে পারেনি।

ইতিহাসের গতিবৃদ্ধিকে পুরোদস্তুর অক্সিডেন্টাল দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে আমাদের সময়ের ঐতিহাসিক পরিবর্তনসমূহের গতিশীলতার শিকড় আবিষ্কৃত হয়—কোনোরূপ বিরতি ছাড়াই—মধ্যযুগের সূচনালগ্নে এবং অবশ্যই পশ্চিম ইয়োরোপে। শালেমেনের সময় থেকে—যখন স্বতন্ত্র পশ্চিম ইয়োরোপিয়ান সমাজের সূচনা—সাংস্কৃতিক পরিবর্তন, উদ্ভাবনের গতি, বিশেষত প্রযুক্তিদক্ষতা ও কগনিটিভ ক্ষমতা বৃদ্ধি ক্রমে দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়ে ওঠে; সাম্প্রতিক শতাব্দীগুলোতে এসে যা প্রচণ্ড গতিশীল হয়ে উঠেছে, কিংবা প্রচণ্ড ভীতিকর। উনিশ শতকে, এক শতকেই পূর্বেকার কয়েক শতাব্দীর চেয়ে বেশি উদ্ভাবন ঘটেছে। আর বিশ শতকে এসে একেক দশকে গোটা উনিশ শতকের চেয়ে বেশি 'প্রযুক্তিজ্ঞান' অর্জিত হয়েছে, যা এখন পর্যন্ত পশ্চিম ইয়োরোপিয়ান সভ্যতার আকরবৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচিত। প্রযুক্তিজ্ঞানকে ভাবা হয় এমন মৌলিক অনুষঙ্গ, যা পশ্চিমা সমাজকে অপরাপর সমস্ত সমাজ থেকে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত করেছে এবং করে রেখেছে, যে সমাজ শালেমন, রিচার্ড লিওন হার্ট, পঞ্চম চার্লস, নেপোলিয়ন এবং চার্চিলের মতো ব্যক্তিত্বদের সৃষ্টি করেছে, অন্য কোনো সমাজ পারেনি। চিরস্থায়ী, অপরিবর্তনীয় বৈশিষ্ট্য।

ইতিহাসের গতিশীলতায় সৃষ্ট অর্থনৈতিক, সামাজিক, সবচেয়ে বড় কথা—নৈতিক সমস্যাগুলোকে একান্তই পশ্চিমা সভ্যতার সংকট হিসেবে বিবেচনা করা হয়, ভবিষ্যৎ অন্ধকার শুধু 'পশ্চিমা সভ্যতারই' ভাবা হয়। অপরাপর সমাজের সংকট পশ্চিমের চেয়ে ভিন্ন ভাবা হয়—যেগুলো তাদের নিজ 'অতীত' ঐতিহ্য থেকে সৃষ্ট, হতে পারে তা অত্যধিক স্থবির কিংবা মাত্রাতিরিক্ত সাধু। অথবা ভাবা হয়—তারা যে মাত্রায় 'আধুনিক' চর্চা আয়ত্ত করছে (যদিও বলা উচিত পশ্চিমা চর্চা), সে মাত্রায় ভাসা-ভাসা 'পশ্চিমায়িত' হচ্ছে, অক্সিডেন্টের সুদীর্ঘ লালিত প্রযুক্তিবান্ধব সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত হচ্ছে। ফলে ইতিহাসের গতিপথ পরিবর্তনের এই সময়টাতে খোদ অক্সিডেন্ট যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে, অপরাপর সমাজগুলোও একই সংকটের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে; যদিও সময়ের বিচারে পরে এবং স্থানীয় কিছু সংযোজন-বিয়োজনসহ। এই সংকট যত বেশি কাটিয়ে উঠতে পারবে, ঠিক ততটাই তারা অক্সিডেন্টের 'এক্সটেনশন' বা বারান্দা হয়ে উঠবে। এ ধরনের বিশ্লেষণ গ্রহণ এবং পশ্চিমের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

স্ফুরণ বাদ দিলেও সময়ে সময়ে গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক সংস্কার ঘটেছে। যেমন গুপ্ত ভারত, ইসলামের প্রথম যুগ—যা অর্ধেক মানবজাতির চেহারা চিরতরে বদলে দিয়েছে। ষোলো শতকে সমুদ্রবাণিজ্যে মুসলিম আধিপত্য হটিয়ে পশ্চিম ইয়োরোপিয়ানদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা কোনোভাবেই মধ্যযুগের শেষ লগ্নে অর্ধেক ইয়োরোপ, ভারতের অধিকাংশ অঞ্চল এবং দক্ষিণ সাগরজুড়ে দারুল ইসলামের বিস্তৃতির চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। ষোলো শতকেও পশ্চিম ইয়োরোপিয়ানরা আফ্রো-ইয়োরেশিয়ান ঐতিহাসিক কাঠামোর অপরাপর জনগোষ্ঠীর সমান ছিল। পশ্চিম ইয়োরোপের ইতিহাসে পূর্বোক্ত ব্যতক্রমী বৈশিষ্ট্যগুলো বস্তুত পশ্চিম ইয়োরোপে সংগঠিত গ্রেট ট্রান্সফরমেশনের সাথে সম্পৃক্ত। ফলে প্রাক্-আধুনিক ইতিহাসের গতিপথে এগুলোকে পশ্চিম ইয়োরোপ কিংবা অক্সিডেন্টের স্বাতন্ত্র্য হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না। অধিকন্তু, আধুনিক কালে পশ্চিম ইয়োরোপে ইতিহাসের গতিশীলতা একটি বৃহত্তর প্রেক্ষাপটের সাথে নিবিড়ভাবে যুক্ত, যে প্রেক্ষাপট বাদ দিয়ে কখনোই পূর্ণাঙ্গ চিত্র অঙ্কন সম্ভব নয়।

মূলত সতেরো ও আঠারো শতকে—অর্থাৎ ১৬০০ থেকে ১৮০০ সাল নাগাদ—পশ্চিম ইয়োরোপে পরিবর্তন সাধিত হয়, যা অক্সিডেন্টাল জনগোষ্ঠীকে ইতিহাসের সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি ধারায় নিয়ে যায়; তাদের প্রতিবেশীদের থেকে, যাদের সাথে তারা এত দিন আফ্রো-ইয়োরেশিয়ান ঘটনাপ্রবাহের ধীর ও বিস্তৃত পরিবর্তনের অংশীদার ছিল। ১৮০০ সাল নাগাদ ইয়োরোপিয়ান এবং তাদের মধ্যকার দখলদাররা নিজেদের এমন প্রভাবশালী অবস্থানে আবিষ্কার করে, যেখান থেকে বিনা প্রশ্নে বাকি পৃথিবীকে শাসন করার অধিকার রাখে। এর মাত্র দুই শতাব্দী আগেও—তারা ছিল পুরোপুরি এক কাতারে, বরং ক্ষেত্রবিশেষে সম্ভাব্য সর্বনিকৃষ্ট পরিস্থিতিতে; যখন ওসমানি তুর্কিদের মোকাবিলা করতে হতো। ক্ষেত্রবিশেষে কিছুটা ভালো অবস্থানেও থাকত, তবে তা কোনো বিবেচনায়ই আফ্রো-ইয়োরেশিয়ান সংস্কৃতিসমূহের চেয়ে বেশি সামাজিক ক্ষমতাসম্পন্ন নয়। ১৮০০ সাল নাগাদ পশ্চিম ইয়োরোপে যা ঘটেছে, তাকে দ্য গ্রেট ট্রান্সফরমেশন হিসেবে অভিহিত করা যায়। একই সময় নাগাদ পৃথিবীর অন্যত্রও তা সাধিত হয়। কারণ, ইয়োরোপে গ্রেট ট্রান্সফরমেশন পূর্ণতায় পৌঁছার পর বিশ্বব্যাপী এর প্রভাব পড়তে শুরু করে। শুধু ইয়োরোপে নয়, বরং সমস্ত সভ্য ভূখণ্ডে এর উত্তাপ অনুভূত

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পড়ে। শুধু মুসলিমরা নয়, নামমাত্র শাসকের মৌখিক আনুগত্য সত্ত্বেও হিন্দুরাও যার যার ভগ্নাংশ রক্ষায় সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। আঠারো শতকে পশ্চিম ইয়োরোপিয়ানদের ক্রমবর্ধমান সক্রিয়তা এবং প্রতিষ্ঠিত আন্ত-আঞ্চলিক বাণিজ্যে বিঘ্ন ঘটানোর মাধ্যমে কিছু অঞ্চলের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ব্যাহত করতে সমর্থ হয়। এ ক্ষেত্রে ইসলামের অন্তর্ঘাতও নির্দোষ নয়।

ধ্বংসের এই শতাব্দীতে স্থানীয় স্বাধীনতাপ্রবণতা দৃশ্যমান হয়ে ওঠে, যদিও মোটামুটি সব ইসলামি জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক শৌর্যে পতনের মড়ক লেগেছিল। এটিই সেই সময়, যখন উর্দু ফারসির জায়গা দখল করে নিয়েছিল, ওসমানি তুর্কিরা ফারসি ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল, যা তুলিপ যুগ (Tulip Age, আরবিতে দৌরি যুগ) নামে পরিচিত। এই শতকের শেষ লগ্নে কিংবা পরবর্তী (উনিশ) শতকের সূচনালগ্নে তুর্কি এবং উর্দু—উভয় কাব্যধারা পতনের সর্বনিম্ন স্তরে ছিল। খোদ ইরানেও এই শতাব্দীর পুরোটাই ছিল মরা খালতুল্য। আঠারো শতকে ইরানি মিনিয়েচারে শিল্পের পতন ঘটে, পশ্চিমা শিল্প কিংবা ইন্দো-মুসলিম শিল্পের অনুকরণ যার পুনরুজ্জীবন ঘটাতে সক্ষম হয়নি। আফগানরা ইসফাহান দখলে নেওয়ার পর ইরানি স্থাপত্যশিল্পের পুনর্নবায়ন ঘটেনি। এ সময় ইয়োরোপিয়ান ও আনাতোলিয়ান তুর্কিতে প্যালেস ও বাসাবাড়ি নির্মাণে একটি ইতালিয়ান ধারা—যা পশ্চিম ইয়োরোপিয়ান রেনেসাঁ কর্তৃক খুব বেশি প্রভাবিত ছিল না—হাওয়া পায়। কিছু কাব্যচর্চা সত্ত্বেও সম্ভবত এটিই ইসলামের ইতিহাসে সবচেয়ে কম সৃষ্টিশীল শতাব্দী। ঠিক এই সময়েই নিখাদ ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, যা আরবের কেন্দ্রে ওয়াহাবিদের ভেতর কট্টর রূপ লাভ করে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এর মাধ্যমে নিজেদের জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন করেছেন। ষোলো শতকে ইয়োরোপিয়ানদের অভিযাত্রাগুলোও অনুরূপ কাজে লাগিয়েছেন।

তিন সাম্রাজ্যের প্রতিটিতেই পণ্ডিতজীবন ছিল বহুমাত্রিক ও অত্যন্ত সমৃদ্ধ, যদিও সর্বক্ষেত্রে উচ্চাঙ্গের সৃষ্টিশীল ছিল না। এগুলোর বাইরে ইসলামি বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা ক্ষেত্রবিশেষে অপরিণত ছিল। উত্তর তুর্কি বাবরের আত্মজীবনী গদ্যরচনাধারায় বিশেষ মুহূর্তের প্রতীক—যদিও তা অর্থোডক্স ইসলামি শিক্ষা মেনেই রচিত হয়েছে। উত্তর থেকে তিনি দক্ষিণে এসেছিলেন, মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন নিয়ে। ওসমানি সাম্রাজ্যে কিছু আরব প্রতিভাকে ওসমানি জীবনধারায় লীন করা হয়েছিল, তারা, কিংবা ওসমানি সাম্রাজ্যের বহির্ভূত আরব ভূখণ্ডসমূহ—সর্বত্রই আরব ধারার অর্জন ছিল গতানুগতিক। এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছিলেন ইমাম শা'রানি; ষোলো শতকের একজন সুফি চিন্তক, যিনি প্রাচীন ধারায় নিজস্বতার ছোঁয়া লাগিয়েছিলেন। সুদান অঞ্চলের দেশগুলোতে এ সময় ধর্মীয় আইন ও ইতিহাসের শিক্ষা ও রচনা আরবিতে হতো। স্থানীয় কোনো ভাষা তা প্রতিস্থাপনের উপযোগী ছিল না। মালয়েশিয়াতে সুফিদের একেশ্বরবাদ (তাওহিদ) নিয়ে বিতর্ক ছিল। যদিও এর উৎস অন্যত্র, কিন্তু স্থানীয় মানস থেকে উৎসারিত প্রেক্ষাপটে প্রযোজ্য। বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলামি ধারায় সংযুক্ত সবার মাঝে বুদ্ধিবৃত্তিক সংকট থাকলেও 'সর্ব-ইসলামি' বুদ্ধিবৃত্তিক কোনো আন্দোলন দেখা যায়নি।

১৭০০-পরবর্তী অধঃপতন

১৫০০ থেকে ১৭০০—দুই শ বছর ছিল মোটাদাগে তুলনামূলক শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান, আত্মবিশ্বাসী বুদ্ধিবৃত্তিক জীবন এবং নান্দনিক সৃষ্টিশীলতার সময়। ১৭০০ সাল নাগাদ তিন সাম্রাজ্যের প্রতিটিরই সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ১৭০০-পরবর্তী সময়ে পতনের আভাস সুস্পষ্ট হতে শুরু করে। ওসমানি সাম্রাজ্য স্বীয় ভৌগোলিক ঐক্য ধরে রাখার জন্য ইয়োরোপিয়ান শত্রুদের 'অনৈক্যের' ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। আফগান গোত্রগুলোর উত্থানে সাফাভি সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যায়। যদিও পরবর্তী সময়ে অপরিণত শাসকদের মাধ্যমে যেনতেনভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। মোগল সাম্রাজ্য পুরোপুরি ভেঙে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মধ্যযুগের বাইজেন্টাইন সভ্যতা প্রাচীন সুমেরিয়ান সভ্যতা থেকে সমান দূরত্বে অবস্থান করছে। এ ক্ষেত্রে পশ্চিম ইয়োরোপের অবস্থান বৃহত্তর ঐতিহাসিক অবকাঠামোর অংশমাত্র এবং এর সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলোর ধারক।

১৬০০ সালের পূর্বে দুটো দিক থেকে পশ্চিম ইয়োরোপ বাহ্যত বৈসাদৃশ ছিল; এর সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিক বিস্তৃতি ইয়োরোপের কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলোর তুলনায় দ্রুততর ছিল। বিশেষত ইতালিয়ান রেনেসাঁর পর এখানে উচ্চাঙ্গের সাংস্কৃতিক সৃষ্টিশীলতার রীতিমতো বিস্ফোরণ ঘটে, যা আফ্রো-ইয়োরেশিয়ান অঞ্চলের ইতিহাসে বিরল উৎকর্ষ হিসেবে বিবেচিত। কিন্তু খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে এই দুটি বৈশিষ্ট্য পশ্চিম ইয়োরোপকে অবশিষ্ট আফ্রো-ইয়োরেশিয়ান সভ্যতা অঞ্চলের ঐতিহাসিক পরিক্রমা থেকে স্বতন্ত্র করে তোলেনি। কারণ, এ সময়ের তুলনামূলক দ্রুত সমৃদ্ধি ফ্রন্টিয়ার বা সীমান্ত অঞ্চলগুলোর বৈশিষ্ট্য ছিল; পশ্চিম ইয়োরোপ আফ্রো-ইয়োরেশিয়ান অঞ্চলের একটি ফ্রন্টিয়ারমাত্র। ফলে এখানকার সমৃদ্ধি গোটা আফ্রো-ইয়োরেশিয়ান ফ্রন্টিয়ারগুলোর সমৃদ্ধির অংশ। এ সময় সুদানিক ভূখণ্ড কিংবা মালয় অঞ্চলে সাধিত সভ্য সংস্কৃতির সমৃদ্ধির সাথে একে তুলনা করা যেতে পারে। কিংবা জাপান-কোরিয়ার সাথে—যা আরও ইন্টারেস্টিং। এসব ফ্রন্টিয়ারের প্রত্যেকটিতেই তুলনামূলক পশ্চাদ্বর্তী এবং তুলনামূলক দ্রুততর নগরায়ণ সূচিত হয়। সাথে ছিল সাংস্কৃতিক কর্মযজ্ঞে তুলনামূলক দ্রুতলয়ের বৈচিত্র্যময়তা। প্রতিটি ক্ষেত্রেই নতুন সাংস্কৃতিক ভাবাদর্শ পূর্বেকার কেন্দ্রগুলো থেকে ধার করা। সৃষ্টিশীলতা বলতে অনেকাংশেই মনে করা হতো পূর্বেকার প্রাচীন ধারার সাথে নতুন ধারার সমন্বয় ও সংমিশ্রণ, মানবজীবনে সম্পূর্ণ নতুন সুবিশাল কোনো অবদান নয়। মধ্যযুগীয় পশ্চিম ইয়োরোপের সমৃদ্ধি কতটা আরব ও গ্রিক কেন্দ্রগুলো থেকে ধার করা ছিল এবং এ ক্ষেত্রেও তারা চীনাদের তুলনায় কত বাজেভাবে ব্যর্থ হয়েছিল, তা সাম্প্রতিক গবেষণাসমূহের কূটিল ক্ষেত্র। দুর্ভাগ্যবশত, এ বিষয়ে প্রমাণাদি পেশ করা বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের আওতাভুক্ত নয়।

অপর দিকে মধ্যযুগের ক্রান্তিলগ্নে এবং রেনেসাঁ যুগে পশ্চিম ইয়োরোপিয়ান সাংস্কৃতিক স্ফুরণ যদিও অস্বাভাবিক ছিল, কিন্তু আফ্রো-ইয়োরেশিয়ান অঞ্চলের ইতিহাসে তা আনপ্যারালাল ছিল না। কনফুসিয়াস, বৌদ্ধ, ইসা (আ.), সক্রেটিসের সময়কার মহান সাংস্কৃতিক

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নিদারুণ ভ্রান্তি বাদে কিছুই ঘটত না। অনুরূপ, ঐতিহাসিক পটপরিবর্তনে তাদের অবস্থান সিদ্ধান্ত-নির্ণায়কের ভূমিকা পালন করতে পারে। তাদের আত্মিক ও সাংস্কৃতিক সংকট, সুসংহত ঐতিহ্যে শিকড় প্রোথিতকরণে তাদের প্রচেষ্টা, নিজ সময়ের বহুমুখী চাহিদার আদর্শিক রূপ দাঁড় করানোর প্রচেষ্টা—বাস্তব ঘটনাপ্রবাহে গুরুতর ভূমিকা রাখে, যা কখনো বিষাদময়, কখনো আনন্দময়।

বিশ্বজুড়ে ইতিহাসের অধুনালব্ধ গতিশীলতা

সৃষ্ট নৈতিক সমস্যাবলির আলোচনায় ঢোকার পূর্বে, বৈশ্বিক পর্যায়ে ইতিহাসের অধুনালব্ধ গতিময়তার (Modern acceleration of history) প্রকৃতি নির্ণয় জরুরি। কারণ, বিশ্ব ইতিহাসের মাত্রা থেকে বিচার করলে এই গতিশীলতা, ঘটনাবলির এই দ্রুতবেগ—যা আমরা সবাই অত্যন্ত আগ্রহভরে কিংবা অতিশয় উৎকণ্ঠা নিয়ে পর্যবেক্ষণ করছি—প্রায়শই অপব্যাখ্যার শিকার হয়। কখনো আবার একে সময়ের স্বাভাবিক পরিক্রমা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, যার ভেতর দিয়ে সব মানুষকেই যেতে হয়, নিজ নিজ সময়ে। এটি অতি সাদামাটা ব্যাখ্যা। ক্ষেত্রবিশেষে একে দেখা হয় নিছক অক্সিডেন্টের ইতিহাসের অনুষঙ্গ হিসেবে, অক্সিডেন্টের বাইরে যার প্রভাব নগণ্য। প্রথম দৃষ্টিভঙ্গির তুলনায় এটি যথেষ্ট জটিল, তাই বিশেষ মনোযোগের দাবিদার। কিন্তু পরিণতির বিচারে এটি সম্ভবত অধিকতর বিভ্রান্তিকর। আমাদের উদ্দেশ্য সাধনে এটি জরুরি যে পাঠকেরা দেখবে—ইতিহাসের আধুনিক ঘাত ঠিক কতটা স্বতন্ত্র, কতটা আনপ্যারালাল এবং কতটা বিশ্বজোড়া।

দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে যে ভুল ধারণাসমূহের প্রতি আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, সেগুলো পশ্চিম থেকে উৎসারিত হলেও এখন নিছক ওয়েস্টার্নারদের ভেতর সীমাবদ্ধ নেই। 'আধুনিক' মুসলিমরা তাদের ভৌগোলিক ও ইতিহাস বোঝাপড়ার ফ্রেমওয়ার্ক—উভয়টিই মোটাদাগে পশ্চিমা লেখকদের থেকে ধার করেছে। সামগ্রিক বিচারে তারা ইতিহাসের পশ্চিমা চিত্রে ভাসা-ভাসা কিছু তুলির আঁচড় দিয়েছে মাত্র, যার মাধ্যমে হিরোইক ভূমিকার কিয়দংশ ইসলামের কপালে জুটেছে, অন্যথায় যা হয়তো পশ্চিমের ভাগেই জুটত। ওদিকে পশ্চিমা ইতিহাস যেহেতু নিছক

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

শতক নাগাদ বজায় ছিল; শুধু ভারত মহাসাগরে নয়, যেখানে তাদের নিয়ন্ত্রিত দ্বীপের সংখ্যা ছিল নগণ্য; বরং ইয়োরোপেও, যেখানে ওসমানীয়রা সতেরো শতকের শেষ নাগাদ আক্রমণাত্মক শক্তি হিসেবে টিকে ছিল। পড়ন্ত মধ্যযুগে ইসলামের অবস্থান এবং তিন সাম্রাজ্য যুগে এর প্রভাবশালী ভূমিকা—এই উভয় ক্ষেত্রে সংগঠিত পরিবর্তনগুলো অনুধাবনে পশ্চিম ইয়োরোপিয়ানরা পরোক্ষ ভূমিকা পালন করেছে। বিপরীত দিকে—ইসলামি বিশ্বে সাধিত পরিবর্তনগুলো পশ্চিমাদের বিস্তৃতির পথ উন্মোচনে তেমন গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেনি। মুসলিম ব্যবসায়ীদের সুবিস্তৃত কর্মযজ্ঞ বাণিজ্যিক পথগুলো উন্মুক্ত করেছিল, ইয়োরোপিয়ানরা এসে যার রেডিমেড দখল পেয়ে যায়। মুসলিম ব্যবসায়ীদের কর্মতৎপরতা সুমাত্রা ও জাভার মতো স্থানগুলোতে চিরায়ত হিন্দু ও বৌদ্ধদের ক্ষমতা খর্বকরণেও ব্যাপক ভূমিকা রেখেছিল। সবকিছু সত্ত্বেও যে বিষয়টা পশ্চিমের অনুপ্রবেশের সবচেয়ে বেশি সুযোগ করে দিয়েছে, তা হলো—ইসলামের অভ্যন্তরীণ সংকট, যা সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক শূন্যতা তৈরি করেছিল।

পশ্চিমাদের আপাতদৃষ্টে গুরুত্বহীন কর্মযজ্ঞই ইয়োরোপে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ট্রান্সফরমেশন ঘটাচ্ছিল, যা এখানকার ঐতিহাসিক ঘটনাবলির প্রবাহ অত্যন্ত তীব্র করে তুলছিল। পশ্চিমের সামাজিক ও অর্থনৈতিক গঠনে অত্যাবশ্যকীয় পরিবর্তন বয়ে আনছিল, যা আজ হোক বা কাল—বিস্ফোরিত হবেই। ১৮০০ সালের প্রজন্ম ফরাসি বিপ্লব ও ইংল্যান্ডে সাধিত শিল্পবিপ্লবের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সাক্ষী হয়েছে। এই প্রজন্মেই ইংল্যান্ড ভারত দখল করেছে (আঠারো শতকের শেষ নাগাদ সেখানকার শুধু একটি প্রদেশ নিয়ন্ত্রণ করত), ফরাসিরা মিসরে অবতরণ করার মাধ্যমে আরবদের জাগিয়ে তুলেছে, ব্রিটিশ ও ডাচরা মিলে ইন্দোনেশিয়াকে ভেঙেচুরে পুনরায় গড়েছে, তুর্কিরা পশ্চিমা ধারার সংস্কার শিখে গেছে এবং প্রায় সমস্ত মুসলিম জনগোষ্ঠী বুঝে গেছে যে তাদের রাজনৈতিক না হোক অন্তত পশ্চিমের—যারা তত দিনে আর নিছক শক্তিশালী বেনিয়াগোষ্ঠী নয়, বরং অনাস্বাদিত নতুন জীবনধারার বাহক—অর্থনৈতিক মোড়লিপনার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হবে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আকরবৈশিষ্ট্যগুলোকে নেতিবাচকভাবে ব্যাখ্যার ফলে কিছু মুসলিম মনে করেন, যদি তাঁরা পশ্চিমায়ন এবং পশ্চিমা নিয়ন্ত্রণ—উভয়ই এড়াতে পারেন, তাহলে আধুনিক 'পশ্চিমের' সৃষ্ট সংকট থেকে বেঁচে যাবেন।

এই দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছে পশ্চিমের মাধ্যমিক স্কুলের ইতিহাসের পাঠ্যবইয়ের ওপর ভিত্তি করে, যেখানে গোটা মানব ইতিহাসের বর্ণনা শুরু হয় ব্যাবিলন আর মিসর থেকে, তারপর ক্ল্যাসিক্যাল গ্রিক ও রোম হয়ে তা থিতু হয়েছে মধ্যযুগীয় পশ্চিম ইয়োরোপে, এখন আছে আধুনিক অক্সিডেন্টে, যেখানে পৃথিবীর বাদবাকি অঞ্চল হিসাবের বাইরে, যতক্ষণ না পশ্চিম ইয়োরোপের ছোঁয়া পাচ্ছে। সভ্য পৃথিবীকে নৃতত্ত্বের ভিত্তিতে বিভাজিত করার প্রাচীন পশ্চিমা পূর্বানুমানগুলো এর ভিত্তি, যেখানে পৃথিবী বিভাজিত 'পশ্চিম' ও 'পুবে' (পশ্চিম বাদে সব)। পশ্চিম এখানে আকারে ক্ষুদ্র, কিন্তু গুরুত্বের বিচারে অবশিষ্ট গোটা পুবের অন্তত সমান, বেশি না হোক। কিছু মুসলিম পশ্চিমা কনসেপচুয়াল ফ্রেমওয়ার্ক কত অন্ধভাবে গ্রহণ করে নিয়েছে, এটি তার প্রকাশমাত্র। তারা এই দ্বিভাজনও গ্রহণ করে নিয়েছে।

বৃহত্তর প্রেক্ষাপট থেকে দেখলে পশ্চিম ইয়োরোপিয়ানদের ঐতিহাসিক ধারাপ্রবাহ ছিল খাপছাড়া ও দলছুট, শুধু আধুনিক সময়ে এসেই তারা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পেরেছে। বাস্তবে এটি আফ্রো-ইয়োরেশিয়ান ইতিহাসের বৃহত্তর 'সমগ্রের' অংশবিশেষমাত্র, যেখানে কয়েক সহস্রাব্দ ধরে জ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্রমাগত সঞ্চয় ঘটেছে, নগরসমূহের সাক্ষর সমাজের ক্রমাগত ভৌগোলিক বিস্তার ঘটেছে, গোটা আফ্রো-ইয়োরেশিয়ান সভ্যতা অঞ্চলজুড়ে। এই প্রক্রিয়া পশ্চিম ইয়োরোপের নিজ সম্পত্তি ছিল না, বরং অতিসাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত সমৃদ্ধির মূলকেন্দ্র অন্য কোথাও ছিল; চীনে, ভারতে, মধ্যপ্রাচ্যে এবং পূর্ব ইয়োরোপে। তবে সামগ্রিক বিচারে গোটা অঞ্চলেই ক্রমসঞ্চিত সমৃদ্ধির গতিবৃদ্ধি হচ্ছিল। পরবর্তী সহস্রাব্দগুলোতে আফ্রো-ইয়োরেশিয়ান সভ্যতা অঞ্চলে ইতিহাসের পরিবর্তনের গতি তীব্রতর হয়েছে, বিশেষত প্রযুক্তি ও জ্ঞান আহরণের গতি পূর্বেকার সহস্রাব্দগুলোর তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। অবশ্যই উল্লেখ্য যে—লাগাতার আন্তবিনিময় এবং মিথস্ক্রিয়ার ফলে গোটা সভ্যতা অঞ্চলের প্রবৃদ্ধি মোটামুটি সমান স্তরেই ছিল। বিগত পাঁচশত বছরের ইতিহাস ধরা যাক, যদি ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতাগুলোকে পাশাপাশি রাখি; তবে দেখতে পাব মধ্যযুগের চীনা সভ্যতা এবং

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দশ

আধুনিকতা বনাম ইসলামি ঐতিহ্যসম্ভার[৪০]

নৈতিকতাবোধসম্পন্ন একজন ব্যক্তির জন্য ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া কী অর্থ বহন করে? বিশেষত, আধুনিক সময়ে এসে ইতিহাসের পটপরিবর্তনে গতিবৃদ্ধির নৈতিক প্রভাব কী? এ-জাতীয় প্রশ্নসমূহের অল্প কয়েকটি নিয়ে আমি এখানে কথা বলব। ইতিহাসের পটপরিবর্তনের গতিবৃদ্ধির সাথে মুসলিমদের বোঝাপড়া কী রকম—বিশেষত তা দেখার চেষ্টা করব। মুসলিম বলতে আমি শুধু সুনির্দিষ্ট বিশ্বাসে বিশ্বাসীদের বোঝাচ্ছি না, বরং আধুনিক পৃথিবীর বিস্তৃত অংশজুড়ে সুবৃহৎ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যধারীদের বোঝাচ্ছি। মুসলিমদের ব্যাপারে আমি যা বলতে যাচ্ছি, আমার ধারণা, তা আমাদের সময়ের সমস্ত নৈতিক মানুষের জন্যই প্রাসঙ্গিক।

আমি 'কনসার্নড ইন্ডিভিজ্যুয়াল' বা চিন্তাশীল ব্যক্তিদের কথা বলতে যাচ্ছি—যারা উচ্চাঙ্গ সাংস্কৃতিক ধারণাসমূহ প্রবর্তনের সচেতন প্রচেষ্টা চালায়, নিছক ব্যক্তিজীবনে নয়, বরং যেই সমাজের অংশ, সে সমাজেও। সময়ে সময়ে এসব ব্যক্তির আশা-নিরাশার বাইরে গিয়ে ইতিহাস স্বাধীনভাবে এগিয়ে চলে। ইতিহাসের গুরুতর আলোচনা শুধু এসব ব্যক্তির সাথেই সম্ভব। কারণ, নৈতিক দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে একমাত্র তাঁরাই এর প্রতি মনোনিবেশ করেন। এ কারণে তাঁদের দুর্দশা ও পরিণতি ইতিহাসবিদদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বাস্তবে এ ধরনের ব্যক্তিবর্গ নমনীয় অনুভব ও প্রাণশক্তির প্রাচুর্যে এত বেশি সমৃদ্ধ যে তা সংকটকালেও ইতিবাচক পরিবর্তন বয়ে আনে; যা না থাকলে হয়তো

---

৪০ প্রবন্ধটি ২০ এপ্রিল ১৯৬০ সালে ইউনিভার্সিটি অব শিকাগোর কমিটি অন দা সোশ্যাল থটের এক সেমিনারে উপস্থাপিত হয়েছিল। প্রকাশের স্বার্থে তা ঈষৎ পরিমার্জিত হয়েছে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হয়। ঐতিহাসিক ঘটনাবলির অত্যন্ত দ্রুত পরিবর্তন—দ্য গ্রেট ট্রান্সফরমেশনের একটি বৈশিষ্ট্য, যা প্রাক্-আধুনিক সময়ের ধীরগতির পরিবর্তনের চেয়ে ভিন্নতর। অক্সিডেন্ট ও বহির্বিশ্বে গতিশীলতাই গ্রেট ট্রান্সফরমেশনের প্রধান ও কেন্দ্রীয় চরিত্রে পরিণত হয়।

আধুনিক ট্রান্সফরমেশনকে অক্সিডেন্টের স্বাতন্ত্র্যরূপে স্বীকৃতিদাতা কতিপয় নন-ওয়েস্টার্ন যতটুকু মানতে রাজি, এখানে তার চেয়ে বেশি সত্য রয়েছে। কারণ আঞ্চলিক দৃষ্টিকোণের বাইরে গিয়ে যদি বিশ্ব ইতিহাসের গতিপ্রকৃতির সাথে আধুনিক ইতিহাসের গতিশীলতার তুলনা করি, তবে অপরাপর সমাজ বাদ দিয়ে একে কেবল পশ্চিমা সমাজের বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত করা মুশকিল। স্থানীয় পর্যায়ে গতিশীলতা যে অর্থই বহন করুক না কেন, সূচনালগ্ন থেকেই এটি আন্তসংযুক্ত বৈশ্বিক ঘটনাবলির অংশবিশেষ। ফলে একে পুরোদস্তুর আঞ্চলিক সম্পত্তি বলে দাবি করা যাবে না। কারণ, অন্তত বিগত তিন হাজার বছর ধরে গোটা আফ্রো-ইয়োরেশিয়ান অঞ্চলে ইতিহাসের একটি একক কাঠামো গড়ে উঠেছে, যেখানে সব অঞ্চল সর্বজনীন কিছু ঐতিহাসিক পূর্বশর্ত পূর্ণ করেছে এবং পরস্পর লাগাতার মিথস্ক্রিয়া করেছে। বৈশ্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে—এই সব ঘটনা মিলে 'আধুনিকতার' জন্ম দিয়েছে, ইয়োরোপে আধুনিকতার যে চেহারা, তা আসল নয়। আর ইতিহাসের গতিময়তার পরিবর্তনই এর সবচেয়ে শক্ত প্রমাণ।

আধুনিকতাজাত সংকটগুলোর নিখাদ অক্সিডেন্টাল বোঝাপড়ার পরিবর্তে সামগ্রিক বোঝাপড়া জরুরি। সে ক্ষেত্রে বিশ্বমঞ্চের 'সমকালীন' গতিশীলতা অনুভবই যথেষ্ট নয়। প্রথমত, আমরা দেখি আধুনিক গতিশীলতা অক্সিডেন্টের যেরূপ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক প্রভাব নিয়ে এসেছে, পৃথিবীর অপরাপর অঞ্চলে এনেছে ভিন্নতর এবং আমি বিশ্বাস করি—অক্সিডেন্টাল ও বহিরাগত রকমসকমের বাইরেও এর আরেকটি বৈশ্বিক রূপ আছে, যা স্বতন্ত্র। এই দৃষ্টিতে দেখলে—অক্সিডেন্ট ও অপরাপর সমাজসমূহে ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহের গতিবৃদ্ধি কিছু সর্বজনীন সংকট তৈরি করেছে, যা নিছক 'পশ্চিমা' সভ্যতার দৃষ্টিকোণের চেয়ে অনেক ব্যাপকতর। তা নিরিখ করতে হলে ট্রান্সফরমেশনের আরও নিবিড় অধ্যয়ন দরকার।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পরিত্যাগ করে হলেও; এমনকি সামাজিক সংগঠনেও অনুরূপ বিবেচনাকেই প্রাধান্য দিতে উদ্বুদ্ধ করেছে, ব্যক্তিগত সম্পর্ক আর চিরায়ত সামাজিক অনুমোদন বিসর্জন দিয়ে হলেও!

প্রায়োগিক হিসাবনিকাশ ক্রমাগত পরিবর্তন বয়ে আনবে—অন্তত প্রায়োগিক বিষয়াদিতে—এই প্রত্যাশা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। সতেরো ও আঠারো শতকে এই চিন্তা প্রভাবশালী হয়ে ওঠে যে জ্ঞানক্ষেত্রের (scholarship) কাজ যতটা না পুরাতন জ্ঞানের সংরক্ষণ, তার চেয়ে বেশি পুরাতনকে পরিবর্তন এবং এতে নতুন নতুন সংযোজন। সদ্য শিক্ষিত সমাজসমূহের আকাঙ্ক্ষা ছিল ক্রমাগত উদ্ভাবনের চাহিদাকে বাস্তবে রূপদান করা। মানুষ এই আশা করতে শিখে গেছে যে সম্পদ পুরাতন বাজারের কৌশলী ব্যবহারের চেয়ে নতুন নতুন বাজার অনুসন্ধান এবং নতুন মেশিনারিজ উদ্ভাবনের ওপর বেশি নির্ভরশীল, ফলে শ্রেষ্ঠতর উদ্ভাবনগুলোকে পুরস্কৃত করা হতো এবং এই চিন্তার ওপর ভিত্তি করেই বিনিয়োগ পরিকল্পনা সাজাত। রাজনৈতিক জীবনে 'আইন' প্রণয়নের ক্ষমতা বিশেষ প্রতিষ্ঠানের লোকদের হাতে প্রদান করা হয়—আইনসভা; যার কাজ ছিল সমকালীন চাহিদার আলোকে আইন প্রণয়ন ও বাতিলকরণ।

১৮০০ সালে বেড়ে ওঠা প্রজন্মের সময়ে পশ্চিম ইয়োরোপের কিছু জায়গা এবং বিজ্ঞান, অর্থনৈতিক উৎপাদন ও (১৭৮৯ সাল থেকে) সামাজিক বিন্যাসের ক্ষেত্রে নতুন চিন্তাগুলো পুরোপুরি প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায়। ট্রান্সফরমেশনের এসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 'বিবর্তন'—নতুন প্রাণশক্তিসমেত—ইয়োরোপিয়ানদের ভেতর সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে এগুলো গোটা পৃথিবীর ওপর অনাকাঙ্ক্ষিত প্রভাব ফেলেছে।

আধুনিক ট্রান্সফরমেশনের নানা দিক; সবেগ উত্থান এবং মিথস্ক্রিয়া

ইয়োরোপের অভ্যন্তরে সাধিত বিবর্তনের আরেকটি প্রত্যক্ষ দিক হলো 'মিথস্ক্রিয়া', যা ইয়োরোপ ও অন্যত্র সমানভাবে ঘটেছে। এ ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহের মিথস্ক্রিয়তায় এটি নতুন দিক সংযোজন করে,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পশ্চাৎপদ রয়ে গেল?' বরং প্রশ্ন হলো, 'অক্সিডেন্ট কেন সহসা এত ব্যতিক্রমী হয়ে উঠল?'

এবং একই যুক্তিতে অন্যদের দুর্ভোগ কতিপয় পশ্চিমা শক্তির উপনিবেশের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। কারণ, তাদের দুর্ভোগ উৎসারিত হয়েছিল বৈশ্বিক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থেকে, যেখানে পশ্চিমা সরকারগুলোর দখলদারত্ব দ্বিতীয় সারির ভূমিকা পালন করেছে, তাও এমন প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষিতে, যা (পশ্চিমা সরকারগুলোর হস্তক্ষেপ ছাড়াই) সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে সূচিত হয়েছিল। আমরা দুই শ্রেণির 'জনগোষ্ঠীর' পার্থক্য নিরূপণের চেষ্টা করছি না, বরং দুটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের মধ্যকার ব্যবধান চিহ্নিত করার চেষ্টা করছি। আধুনিক পশ্চিমা বিস্তৃতিকে পূর্বেকার আঞ্চলিক বিস্তৃতিগুলোর সদৃশ মনে করা যাবে না (করলেও তা ভুল হবে); যেমন মধ্যযুগীয় ক্রুসেডার, প্রাচীন গ্রিক, প্রথম যুগের আরব কিংবা শেষ যুগে মুসলিমদের বিস্তৃতি। কারণ, সেসব আন্দোলন গোলার্ধবিস্তৃত ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে সংঘটিত হয়েছিল। ক্ষমতার সাময়িক পালাবদল ঘটেছিল, ইতিহাসের বাঁকবদলের গতি কিংবা সামাজিক ক্ষমতার দীর্ঘমেয়াদি পরিবর্তন উভয় শিবিরে একই ছিল। যথেষ্ট দ্রুত ভাগ্যবদল ঘটতে পারত। বস্তুত কলম্বাস কিংবা ভাস্কো ডা গামার লুটপাট যুগ থেকে আধুনিক পশ্চিমের অবস্থান নির্ণয়ের প্রচেষ্টাও ভুল। কারণ, একে এক পক্ষকে হটিয়ে অপর পক্ষের ক্ষমতাদখল হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায়, অন্তত পূর্ব গোলার্ধের প্রেক্ষাপট বিচারে। মহাসাগরে পশ্চিমাদের প্রথম বিস্তৃতি যদিও বেশ দৃশ্যমান ছিল কিন্তু তা আফ্রো-ইয়োরেশিয়ান ইতিহাসের প্যাটার্ন ধ্বংস করতে সক্ষম হয়নি। এটি বরং গুরুত্বপূর্ণ ভারত মহাসাগরে—যেখানে উত্তর-পশ্চিম ইয়োরোপিয়ানদের আধুনিক বিস্তৃতির প্রকৃত সূচনা হয়েছে—বিপরীত দিকে বইবার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছিল। যারা পারসিয়ান, রোমান, আরব, ব্রিটিশ, আমেরিকান এবং এরপর সম্ভবত চীনাদের উত্থান-পতন নিরীক্ষায় আগ্রহী, তারা অতীব গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট উপেক্ষা করে যাচ্ছে।

যদি ট্রান্সফরমেশন কিংবা ট্রান্সফরমেশনের মৌলিক দিকগুলোকে আফ্রো-ইয়োরেশিয়ান ঐতিহাসিক প্যাটার্ন থেকে বিচ্যুতি হিসেবে ধরে নেওয়া হয়—মধ্যযুগে পশ্চিম ইয়োরোপিয়ানরা যার অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল, তবে প্রাচীন অক্সিডেন্টও আধুনিকতা থেকে সৃষ্ট সমস্ত কিংবা অধিকাংশ প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম নয়। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বোঝাপড়া

AI CAMERA Shot by redmi 50i
2023/12/16 16:14
আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রভূত শ্রম ব্যয় করেছে এবং এ থেকে এই উপসংহারে উপনীত হয়েছে যে ইসলাম গোটা পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ ছিল (এখানে সংকটটা হলো উপসংহার টানার ধারা—যেহেতু ইসলাম অক্সিডেন্টের চেয়ে শ্রেয়তর, সুতরাং সারা পৃথিবীর চেয়ে শ্রেয়তর। আদতে এই উপসংহারে এ-ও স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে যে ইসলাম বাদে বাকি সবকিছুর ওপর অক্সিডেন্ট শ্রেয়তর!) আমাদের জন্য পশ্চিমা বিশ্বনিয়ন্ত্রণের বর্তমান ধাপের সাথে সূচনালগ্নের সম্পর্ক স্থাপন দুষ্কর হয়ে গেল। দেখা যাচ্ছে সূচনাকাল আর বর্তমানের মাঝে রয়েছে সুদীর্ঘ বিরতি, যেখানে কাল্পনিক ড্রাগন—দ্য ওরিয়েন্ট—তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। বস্তুত, প্রায়োগিক দৃষ্টিতে বিচার করলে পশ্চিমের বিশ্বশাসন—যা আধুনিক ইতিহাসের গতিশীলতার সাথে সম্পৃক্ত—খুব বেশি প্রাচীন নয়, এর শিকড় প্রোথিত দেড় শ বছর পূর্বে এবং এই দেড় শ বছর যেখানেই 'গিয়েছে', সেখানেই অসম্ভব সক্রিয় ছিল এবং সাম্প্রতিক সময়ের তথাকথিত 'বিপ্লব' ফরাসি বিপ্লব থেকে সূচিত মিসর, তুরস্ক, গুজরাট, বাংলা ও জাভায় শুরু হওয়া প্রক্রিয়ার সাম্প্রতিক ধাপ বৈ কিছু নয়।

মিসরের কেসটা উদাহরণযোগ্য এবং তুলনামূলক অধিক অনুসন্ধিত। ১৭৯৮ সালে নেপোলিয়ন যখন মিসর দখল করতে যান, তার পূর্বের তিন শতাব্দী ধরে তা ইসলামি বিশ্বের সবচেয়ে সক্রিয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ছিল না, বরং তা ছিল তুর্কি, ইরান ও উত্তর ভারত। তবে মিসর গুরুত্বপূর্ণ বুদ্ধিবৃত্তিক কেন্দ্র ছিল, নিজস্ব ওয়েতে। আল আজহার ইউনিভার্সিটি গোটা আরব ও আফ্রিকা থেকে শিক্ষার্থী টানত। পাশাপাশি মিসরের ছিল বেশ উৎপাদনশীল অর্থনৈতিক জীবন। তবে জীবন এখানে পশ্চিমের নতুন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ডের ফলে—যা গোটা আঠারো শতকজুড়ে ক্রমবর্ধিত হচ্ছিল—সর্বাধিক সক্রিয় ইসলামি প্রাণকেন্দ্রগুলোর চেয়ে কম বিঘ্নিত ছিল। কিন্তু আঠারো শতকের ফরাসি বিপ্লব আর শিল্পবিপ্লব প্রজন্মে এসে মিসর অপরাপর ইসলামি ভূখণ্ডগুলোর মতো সদ্য গজানো পশ্চিমা আধুনিকতার উত্তাপ টের পেতে শুরু করে।

নেপোলিয়ন মিসরে খুবই কম সময় ছিলেন (যা সেই দশকের অন্যান্য পশ্চিমা দখলদার সেনাবাহিনীর বেশ বিপরীত)। কিন্তু তাঁর স্বল্পকালীন অবস্থানই পুরাতন বিন্যাসের মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত করে দিয়েছে, বিশেষত সামরিক নেতাদের এবং দেশটিকে অমীমাংসিত বিশৃঙ্খলার

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পরবর্তী সময়ে এর বিনিময়ে কিছু গঠনমূলক সুফল লাভ করে, যা প্রথম দিকে অন্যত্র অনুপস্থিত ছিল। অক্সিডেন্টাল জনগোষ্ঠীর জন্য প্রায়োগিক ক্ষেত্রে ট্রান্সফরমেশনের প্রভাব মোটাদাগে ইতিবাচক ছিল, অন্যত্র ছিল পুরোপুরি বিপরীত। ট্রান্সফরমেশন পশ্চিমে ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক স্বাধীনতা বয়ে এনেছিল, অন্যদের জন্য এনেছিল কল্পনাতীত স্বৈরতন্ত্রের দুর্ভোগ; এমনকি যখন পশ্চিমের সরাসরি সামরিক শাসন ছিল না, তখনো। ইয়োরোপে গোটা প্রক্রিয়াটা সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক সৃষ্টিশীলতা বিকশিত করেছে, পশ্চিমের বাইরে নিয়ে এসেছে দীর্ঘমেয়াদি সাংস্কৃতিক ধ্বংসযজ্ঞ এবং বরাবরের মতোই পশ্চিমের দখলদারত্ব থাকুক কিংবা না থাকুক।

১৮০০ সাল নাগাদ আধুনিকতার উদ্ভব এবং এর সাথে আসা গতিশীলতার একটি বৈশ্বিক চরিত্র এ থেকে উপলব্ধি করা যায় যে অনেক অ-পশ্চিমা অঞ্চলে 'জনসংখ্যা বিস্ফোরণ' সর্বোচ্চ চূড়ায় পৌঁছেছিল। অতঃপর আন্তবাণিজ্যের জন্য উন্মুক্ত সমস্ত 'সভ্য' অঞ্চলে পশ্চিমাদের প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ ইন্ধনে যুদ্ধ, মহামারি আর মড়ক শুরু হয়েছিল। জনসংখ্যা বৃদ্ধি গুরুতর কিছু 'সমস্যা' তৈরি করছিল। যেমন ভারতে হিন্দু বর্ণপ্রথা কঠোরতর করে তোলার ক্ষেত্রে সহায়তা করেছিল, অন্যান্য স্থানে চাষাবাদে যে নমনীয়তা ছিল, তা বিলুপ্ত করে তদস্থলে কঠোরতা বয়ে এনেছিল। অধিকন্তু, অক্সিডেন্টে বর্ধিত জনসংখ্যার প্রভাব শিল্প খাত নানাবিধ উপায়ে শুষে নিয়েছিল, অন্যত্র তা ঘটেনি।

আফ্রো-ইয়োরেশিয়ার সমস্ত অতীত ইতিহাসের চেয়ে ১৬০০-১৮০০ সালের পরিবর্তন কত ঘোরতর বিপরীত ছিল, এই প্রবন্ধে তা পুরোপুরি ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়। তবে কিছু প্রভাব সূচিবদ্ধ করা যায়। আমরা দেখতে পেলাম আধুনিকতা অক্সিডেন্টাল লাইফের কোনো ধাপ নয় (মানবজাতির সর্বজনীন ধাপ), ফলে অ-পশ্চিমা সমাজগুলোর ব্যাপারে 'স্থবিরতা' বা তারপর সৃষ্ট 'পুনর্জাগরণ'জাতীয় শব্দবন্ধগুলো ভুল। শতাব্দীব্যাপী তুলনামূলক ধীরগতির এবং স্বাভাবিক উন্নতি কিংবা ক্ষেত্রবিশেষে কিছুটা অবনতি সর্বত্রই ছিল, এমনকি পশ্চিম ইয়োরোপেও; অতঃপর সেসব ধীরলয় অঞ্চলে অসাধারণ সৃষ্টিশীলতার বিস্ফোরণও ঘটেছে। আধুনিক সময়ের সূচনালগ্নে অ-পশ্চিমা সমাজগুলো স্বাভাবিক গতিতেই চলছিল, পশ্চিম ইয়োরোপ বিগত পাঁচ হাজার বছরের রীতি ভেঙে বেরিয়ে আসছিল। ফলে, এটি যথার্থ প্রশ্ন নয় যে, 'মুসলিমরা কেন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যাঁরা ট্রান্সফরমেশনকে অক্সিডেন্টের উৎকর্ষের অনিবার্য ফলরূপে বিবেচনা করেন না, তাঁরা একে দেখে থাকেন সামাজিক উন্নয়নের বিশেষ একটি ধাপ হিসেবে, যেখানে পশ্চিমা জনগোষ্ঠী আগে পৌঁছেছে এবং অপরাপর জনগোষ্ঠীগুলোও তাদের নিজস্ব উন্নয়নের ধারায়ই এই ধাপে পৌঁছবে, পশ্চিমাদের অনুসরণে নয়। পূর্বোক্ত নিখাদ অক্সিডেন্টাল ব্যাখ্যার চেয়ে এটি কিছুটা ভালো বটে, তবে এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তাদেরও কিছু বিষয় চোখ এড়িয়ে যায়। এক দিকে অক্সিডেন্টের স্বকীয় প্রেক্ষাপট গ্রেট ট্রান্সফরমেশনে যে ভূমিকা পালন করেছে, তা। অপর দিকে বৈশ্বিক ঘটনা হিসেবে ট্রান্সফরমেশনের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যাবলি। এ ধরনের অধ্যয়ন ট্রান্সফরমেশনের এক দিকে আলো ফেলে, যা দেখায়—কোথায় এটি ভেতর থেকেই প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়ে তুলেছে, কোথায় এটি নতুন প্রাণশক্তি সঞ্চার করেছে, নিছক নতুন পরিস্থিতি তৈরিতে সীমাবদ্ধ নয়। এ-জাতীয় বিবর্তন ইয়োরোপের অভ্যন্তরে সমগ্র বিষয়টার একটা 'নিউক্লিয়াস' গড়ে তুলেছে।

ট্রান্সফরমেশনের একটি মৌলিক দিক হলো এটি প্রায়োগিক (Technical) উদ্ভাবনের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করেছে। এ বিষয়টাকে আমরা ট্রান্সফরমেশনের 'বিবর্তনীয়' দিক হিসেবে সূচিবদ্ধ করতে পারি, যেখানে এর স্বতন্ত্র প্রাণশক্তি বিরাজমান ছিল। অনেক রূপে এর বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। তন্মধ্যে একটি হলো নতুন ধারার কোয়ান্টিট্যাটিভ মেজারমেন্ট বা পরিমাণ মাপজোকের উদ্ভব। প্রফেসর নেফ দেখিয়েছেন যে মানুষ এ সময় প্রাত্যহিক জীবনের সময় ঘণ্টা-মিনিটে হিসাব করতে শুরু করে, বছর ধরে তারা অর্থনৈতিক উন্নতি মাপতে শুরু করে, বৈজ্ঞানিক হিসাবনিকাশে অসীম প্রবৃদ্ধি পরিমাপ করতে শুরু করে। এককথায়, মানুষের চিন্তা ও কাজে প্রযুক্তিগত দিকগুলো নজিরবিহীন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। বাকি সমস্ত বিবেচনা—নান্দনিক, ঐতিহ্যিক, আধ্যাত্মিক, ব্যক্তিগত—গৌণ হয়ে পড়ে, যার পুরোটাই ছিল 'মনোভাবের' বিষয়। মানুষ পরস্পর থেকে আশা করত বিজ্ঞানচর্চায় প্রযুক্তিগত দিকগুলোকে সর্বাধিক প্রাধান্য দেওয়া হোক, পরম সুন্দর দার্শনিক ব্রত বলি দিয়ে হলেও; অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তে প্রায়োগিক দিকগুলো প্রভাবশালী থাকুক, বাজার সম্পর্কে চিরায়ত জ্ঞান ও হস্তশিল্পের সমঝদারিতা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

AI CAMERA
Shot by narzo 50

ট্রান্সফরমেশনের প্রতিক্রিয়া এবং নিশ্চিতভাবেই ইতিহাসের নতুন গতিশীলতার চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়া আমরা এখনো দেখিনি। প্রথম কয়েক শতাব্দী অ-পশ্চিমা জনগোষ্ঠী পশ্চিমের চেয়ে ভিন্ন ঘটনাপ্রবাহের মুখোমুখি হবে। কিন্তু চূড়ান্ত পর্যায়ে পশ্চিম আধুনিকতার যে গুরুতর ভিন্নমাত্রিকতার ভেতর দিয়ে গেছে, তা অপরাপর অঞ্চলসমূহের অনুরূপই হবে। এভাবে পশ্চিম, অ-পশ্চিম—সমস্ত অঞ্চল একই রকম সংকটের মুখোমুখি হবে। ভবিষ্যৎ সবার জন্যই অজ্ঞাত। একমাত্র চিন্তাশীল ব্যক্তিরাই এ ব্যাপারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো নিতে সক্ষম হবে।

ট্রান্সফরমেশনের প্রাথমিক 'মিথস্ক্রিয়া' যেভাবে এর 'বিবর্তন' রোধ করে দিয়েছে

পূর্বোক্ত পয়েন্টগুলোর কয়েকটি নিয়ে কিছুটা বিস্তারিত আলাপ দরকার। বর্তমান পৃথিবীর সংকটগুলোকে 'ক্রমবর্ধমান প্রত্যাশার বিপ্লব' বলে চালিয়ে দেওয়াটা আজকাল ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তথাকথিত প্রত্যাশার বিপ্লবের সূচনাকাল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কিংবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে দূরবর্তী অঞ্চলসমূহে আমেরিকার দুষ্কর্মের সূচনালগ্ন। যেসব প্রত্যাশার কথা বলা হয়, তার অনেকগুলোই বেশ বাস্তব; যেগুলোর সাম্প্রতিকতমগুলো আবার অতিসাম্প্রতিক। তবে নিছক এই চিন্তার ওপর ভর করে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ ভয়ংকর সংকীর্ণ হবে। সংকটের শুরু হয় যখন পশ্চিমারা বর্তমান 'বিপ্লবকে' একটি কাল্পনিক প্রেক্ষাপটের বিপরীতে দাঁড় করায়—'ট্রাডিশনাল' কিংবা 'প্রথাগত' শতাব্দীর বিপরীতে।

আমরা পূর্বেই বলেছি যে পশ্চিমের নৃকেন্দ্রিকতা পৃথিবীর ইতিহাসকে দুভাগে বিভক্ত ভাবে; যেখানে সুদূর পশ্চিমের সভ্য মানবজাতির অতি ক্ষুদ্র একটা অংশ—যা আবার সক্রিয় অংশও বটে—অবশিষ্ট সুবৃহৎ 'ওরিয়েন্টের' সমতুল্য। বিশ্বমঞ্চে পশ্চিমের গুরুদায়িত্ব সুদীর্ঘকালব্যাপী চলমান, নীতিগতভাবে যার সূচনা সিজারের সময় থেকে, আর বাস্তব সূচনা কলম্বাসের সময়ে। দুঃখজনকভাবে অনেক মুসলিমই এই পূর্বানুমান সত্য বলে মেনে নিয়েছে। ফলে কৈফিয়তবাদী মুসলিমরা মধ্যযুগীয় অক্সিডেন্টের চেয়ে মধ্যযুগে ইসলাম কতটা শ্রেয়তর ছিল, তা প্রমাণে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইয়োরোপের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যবহন বাদেই। এই নতুন সংযোজন প্রাণশক্তির পরিবর্তন উসকে দেয়, প্রতিটি অঞ্চলের নিজস্বতা অনুসারে। এই দিকটির সাথেই সর্বপ্রথম ইসলামি জনগোষ্ঠীর সংঘাত বাধে। অপরাপর সভ্যতাসমূহের সাথে ইয়োরোপের সম্পর্ক—এই দৃষ্টিকোণ থেকে ১৮০০ সাল প্রজন্মের ভেতর তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য সক্রিয় ছিল। প্রথমটা হলো নতুন ইয়োরোপিয়ান সমাজগুলো অন্যান্য সমাজের চেয়ে অনেক বেশি সামাজিক শক্তি রাখত। যারা সামাজিক কোনো একটা ক্ষেত্রের ক্ষমতায় ছিল, তারা অর্থনৈতিক, সামরিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রে ব্যাপক নিয়ন্ত্রণের অধিকারী ছিল। এটি ইয়োরোপিয়ান ও অনাদের মাঝে—যারা আদতে ইয়োরোপিয়ানদের গৃহীত সম্মিলিত উদ্যোগসমূহের দয়ানির্ভর ছিল—রাজনৈতিক এবং সামাজিক ব্যবধানের দুস্তর পারাবার তৈরি করে। এই পারাবার, পূর্বেকার নগর সমাজ ও আদিম গোত্রগুলোর মধ্যে থাকা পারাবারের অনুরূপ—সভ্যতা সূচনার ক্ষেত্রে।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য, ইয়োরোপ ও অন্যদের মাঝে সৃষ্ট পারাবারই অ-ইয়োরোপিয়ান সমাজজীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গে পরিণত হয়। কারণ, গ্রেট টেকনিক্যাল ট্রান্সফরমেশনের সহজাত বৈশিষ্ট্য ছিল—প্রায়োগিক সুযোগ-সুবিধার নিত্যনতুন ব্যবহার, আক্ষরিক অর্থেই যার কোনো সীমা-পরিসীমা ছিল না। পণ্য, কাঁচামাল ও বাজারের অনুসন্ধানে ইয়োরোপিয়ানরা ক্রমান্বয়ে পৃথিবীর আনাচকানাচে বিরাজমান বাস্তবতার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ফলে সব জায়গার কর্মকাণ্ডে ইয়োরোপিয়ানদের স্বার্থ ঘোরতরভাবে জড়িয়ে যায়। স্বার্থ ও ক্ষমতা উভয়ই যেহেতু ছিল, ১৮০০ সাল প্রজন্ম এবার সভ্য পৃথিবীর অধিকাংশ অঞ্চলের সক্রিয় দখলদারত্বে বের হয়; তাৎক্ষণিকভাবে ভারত ও মালয়েশিয়া দখলের শিকার হয়। ইতিপূর্বে ইয়োরোপিয়ানরা সর্বোচ্চ বন্দরনগরীগুলো দখল করত। মধ্যপ্রাচ্যের শাসকেরা 'নতুন পশ্চিমের' উপস্থিতি ও স্বার্থের অনুকূলে সমুদয় সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়। শিগগিরই সর্বত্র একই চিন্তা পেয়ে বসে—পশ্চিম ও অন্যদের মধ্যকার ব্যবধান ঘোচাতে হবে।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য, আফ্রো-ইয়োরেশিয়ান সমাজগুলো যে হারে পরিবর্তনে অভ্যস্ত ছিল এবং যে গতিতে পরিবর্তিত হচ্ছিল, ইয়োরোপিয়ান সমাজগুলো এর চেয়ে দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছিল এবং সামাজিক ক্ষমতা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ফলে দুই সমাজের মধ্যকার ব্যবধান

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ক্রমান্বয়ে সম্প্রসারিত হচ্ছিল। এর প্রভাব পড়েছিল বিশ্বজুড়ে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যবধান ঘুচিয়ে আনার উপযোগী পরিবেশ জোরপূর্বক সৃষ্টি করা হয়। আগের গতিতে উন্নয়ন হলে চলবে না। অর্থাৎ যদি স্বাধীনভাবে স্থানীয় ট্রান্সফরমেশন ঘটতে দেওয়া হতো, তা হয়তো আরও পাঁচশত বছর সময় নিত, এই সময়টুকু দেওয়া যাবে না; অপেক্ষার সুযোগ নেই। ইয়োরোপে পরিবর্তনের যে রূপ, তা-ই গ্রহণ করতে হবে, অধিকতর গতিশীলতায়; ফলে অবশ্যই সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকে, যদি সামাজিক ক্ষমতায় ক্রমবর্ধমান ব্যবধানের আগল ভাঙতে হয়। অধিকাংশ পৃথিবীর জন্য 'ইতিহাসের অধুনালব্ধ গতিশীলতার' অর্থ এই-ই ছিল; পরিবর্তিত পশ্চিমের মুখোমুখি হয়ে সময়ের নৃশংস চাপ।

গ্রেট ওয়েস্টার্ন ট্রান্সফরমেশন এবং ইতিহাসের অধুনালব্ধ গতিশীলতাকে সব জনগোষ্ঠীর জন্যই ন্যাচারাল স্টেজ সাব্যস্ত করা—পুরোপুরি অক্সিডেন্টাল বয়ান, যা এখনো অপরিণত। ট্রান্সফরমেশনের শুধু 'বিবর্তনীয়' দিক বিবেচনায় কেউ ভাবতে পারে যে এটি পৃথিবীর সব জনগোষ্ঠীর স্বাভাবিক গন্তব্য, যদি যথোপযুক্ত সময়ের জন্য অপেক্ষা করা হয়, যেমন অনেক জনগোষ্ঠী ক্রমে এর জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠেছে। কিন্তু ঐতিহাসিক বাস্তবতা বিবেচনায় ট্রান্সফরমেশন বা পরিবর্তনের 'বিবর্তন' ও 'মিথস্ক্রিয়া'র মধ্যকার পার্থক্য কৃত্রিম, উভয়ের ঐতিহাসিক প্রভাব একই রকম এবং অত্যন্ত নিবিড়ভাবে পরস্পরসংযুক্ত। উদাহরণত, শিল্পবিপ্লবের সূচনালগ্ন থেকে বাংলা ও ল্যাঙ্কেনশায়ারের মধ্যকার 'মিথস্ক্রিয়া' উভয়ের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। স্টিম ইঞ্জিনের আবিষ্কার শুধু শিল্পনগরীগুলোর জন্যই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল—তা নয়। বরং লন্ডন থেকে সুদূর দক্ষিণ পর্যন্ত, স্কটিশ উচ্চ ভূমি (যা শিল্পনগরীতে অভিভাসনের ফলে জনশূন্য হয়ে গিয়েছিল), ডেনমার্ক (এখানকার কৃষি পুরোপুরি পরিবর্তিত হয়ে যায়), বাংলা কিংবা মিসরের জন্যও। গ্রেট ট্রান্সফরমেশন বা মহাপরিবর্তন কোনো স্টেজ বা ধাপ ছিল না, এটি ছিল ঘটনা, যা ঘটতে দুই শতাব্দী লেগেছিল, সবার জন্য একবারই ঘটেছিল এবং গোটা বিশ্বেই এর প্রভাব অনুভূত হয়েছিল; যদিও কেউ কেউ বিলম্বে অনুভব করেছে এবং এর সাথে প্রতিটি সমাজের ঐতিহাসিক সম্পর্কের নিরিখে প্রত্যেকের ওপর ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব পড়েছিল।

১৮০০ সাল প্রজন্ম ট্রান্সফরমেশনের ফলে পশ্চিমে ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞের শিকার হয়, সময়ের সাথে সাথে যা কমে আসে এবং

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

করলে ফেলে। অস্থিরতার ভেতরে আলবেনিয়ান বংশোদ্ভূত একজন ওসমানি সামরিক অফিসার উঠে আসেন—মুহাম্মদ আলী। তিনি ক্ষমতা দখল করে নিতে সমর্থ হন। মিসরের পূর্বতন সামরিক শাসকশ্রেণিকে নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং নেপোলিয়নের আদলে নিজের একটি বৃহৎ সাম্রাজ্য গঠনে সচেষ্ট হন। নতুন গজিয়ে ওঠা পশ্চিমা শক্তির বিশ্ববিস্তৃত সংঘাতের ফলে অনেক কিছুই ধ্বংস হয়ে গেছে, সেই অস্থিরতার ভেতর তিনি নিজেও অনেক কিছু ধ্বংস করেছেন। কিন্তু এরপর উপলব্ধি করেন—বিগত দুই শতাব্দীর লাগাতার সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবর্তন (পশ্চিম ইয়োরোপিয়ানরা যার সাথে সম্যক পরিচিত) মিসরে অনুপস্থিত। যে অনুপস্থিতি তাঁর রাষ্ট্রগঠন সক্ষমতাকে সংকুচিত করেছে, অস্বাভাবিক সংকুচিত।

তিনি পুরাতন সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করে তদস্থলে নতুন সেনাবাহিনী গড়ে তুলেছিলেন, স্থানীয় ভাড়াটে যোদ্ধা সংগ্রহ করেন, ইয়োরোপিয়ান অস্ত্রে সজ্জিত করেন, ইয়োরোপিয়ানদের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেওয়ান—যার মাধ্যমে তিনি আরব, সিরিয়া ও সুদানজুড়ে সুবৃহৎ 'স্বাধীন' সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে সক্ষম হন; যতক্ষণ না ইয়োরোপিয়ানরা এক কনফারেন্সে বসে সিদ্ধান্ত নেয় যে তাঁকে বিদায় নিতে হবে এবং তাৎক্ষণিকভাবে বিদায় নিতে হয়েছিলও। তিনি আরও কিছু 'মৌলিক' কর্ম সাধন করেছিলেন; প্রাচীন গ্রামীণ অর্থনীতি ধ্বংস করে দিয়েছেন, সহায়-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছেন, সরাসরি রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপে বনেদি জমিদারদের সাথে সম্পর্ক নষ্ট করেছেন, প্রাচীন অর্থনীতি ধ্বংস করে ইয়োরোপিয়ান ফ্যাক্টরিগুলোতে তুলা সরবরাহের জন্য একফসলি বৃহৎ তুলা চাষ অর্থনীতির ওপর নির্ভরশীল হয়েছেন। নতুন তুলা চাষের লভ্যাংশে সমাজের একটা অংশ আঙুল ফুলে কলাগাছ বনে যায়, যত দিন না ইয়োরোপিয়ান পুঁজিতে অর্থনৈতিক সংকট হানা দেয় এবং তুলাওয়ালাদের লাভ উবে যায়। পাশাপাশি হারিয়ে যায় পরিবর্তনের শিকার সাধারণ মিসরীয় জনতার জীবিকা। মুহাম্মদ আলী সামরিক শাসন কায়েম করতে সমর্থ হয়েছিলেন, যা পশ্চিমকে প্রতিহত করতে না পারলেও স্থানীয় ঐতিহ্য বিনাশে বেশ সফল ছিল। সদ্যপ্রাপ্ত দক্ষতা নিয়ে এই সেনাবাহিনী প্রতিটি সাধারণ ঘরে গিয়ে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। তার দেশের অর্থনীতি ইয়োরোপের বিশ্ববাজারের সাথে সম্পৃক্ত করতে সক্ষম হয়েছিল। চালচুলোহীন, শিকড়হীন সদ্য গজানো ধনাঢ্য শ্রেণি থেকে সম্পদ শুষতে পেরেছিল, যারা মিসরের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ক্ষেত্রে গণকার্যক্রম ইন্ডিভিজ্যুয়ালিটির প্রতিপক্ষ। এতৎসত্ত্বেও গণকার্যক্রম সেসব 'ব্যক্তির' সংখ্যা প্রচণ্ড বৃদ্ধি করে দিয়েছে, যারা আধুনিকতার উন্মোচিত বিস্তৃত জগৎ নিজেদের সামনে হাজির পায়।

সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সর্বস্তরে গণসম্পৃক্ততার ফলে ব্যক্তিগত কার্যক্রমে নতুন মাত্রার উচ্চাশা তৈরি হয়, অন্তত কিছু সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে। যেমন শ্রমিকদের নৈপুণ্য শিখতে হতো, কর্মক্ষেত্রের সুশৃঙ্খলায় অভ্যস্ত হতে হতো, যা ভিন্ন আঙ্গিকে হলেও হস্তশিল্পীদের অর্জিত দক্ষতার অনুরূপ। ব্যক্তিকে অবশ্যই জীবনখেলার সতত পরিবর্তনশীল নিয়মনীতির সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া শিখতে হবে, যা কিছু ক্ষেত্রে পূর্বেকার নগরজীবন থেকে অনেক আলাদা। প্রতিনিয়ত জীবনযুদ্ধে খাপ খাইয়ে নেওয়া কতটা দুরূহ, তা অনুমেয়—ক্রমবর্ধমান সামাজিক কর্ম, আইনি সহায়তা এবং অন্যান্য এজেন্সির কার্যক্রম থেকে, যেগুলো ব্যক্তির সময়ের যথার্থ উপলব্ধি পেতে সহায়তার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত।

সংস্কৃতিতে গণসম্পৃক্ততার ফলে ক্রমবর্ধমান সামাজিক দায়িত্বশীলতার চাহিদা তৈরি হয়—গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চাহিদা, যেখানে একজন ব্যক্তির উচ্চাঙ্গের বিমূর্ত ও নৈর্ব্যক্তিক সততার দীক্ষা নেওয়াই যথেষ্ট নয়—যা কিছু পশ্চিমা দেশে বিকট দৃশ্যমান, তাকে অবশ্যই সাম্য, সহযোগিতা ও সৃষ্টিশীলতার কলাকৌশল আয়ত্ত করতে হবে। বিয়েতে স্ত্রীর ওপর খবরদারি করার মনোভাব রাখা যাবে না, নচেৎ ডিভোর্সের কবলে খাবি খেতে হবে। বরং 'বিবাহরক্ষা' প্রকল্পে তাকে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে, পারস্পরিক মনস্তাত্ত্বিক সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে। সন্তানদের ভাগ্য নিজ নির্দেশবলে নির্ধারণ করা যাবে না, বরং তাদের এমনভাবে লালন-পালন করতে হবে, যেন তারা নিজেদের বিয়ে, নৈতিকতা এবং এমনকি ধর্মের যথার্থ সিদ্ধান্ত নিজেরাই নিতে পারে। স্বীয় নৃকেন্দ্রিক স্বাতন্ত্র্যের অনুভূতি অবদমন করে সমাজের সর্বস্তরের জনগোষ্ঠীর সাথে 'একাত্ম' হওয়া শিখতে হবে। কোনো ভুল করলে সাজা ভোগের জন্য ফেলে রাখা যাবে না, বরং স্বীয় 'দায়িত্বশীলতার পুনর্বাসন' প্রচেষ্টা চালাতে হবে। দলবদ্ধ সিদ্ধান্ত, আপসরফা এবং সমিতিজীবনে অভ্যস্ত হতে হবে, নিজে নিজে চূড়ান্ত বিচারক বনে যাওয়া বাদেই। সবশেষে এসবে সফল হতে হলে সব বাধাবিঘ্ন উতরাতে হবে। বুদ্ধিমান এবং দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে হবে; অধিকতর উন্নত ভূখণ্ডগুলোতে যে উদ্দেশ্যে শিক্ষাবিদ এবং সাইকিয়াট্রিস্টদের সমস্ত

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

থেকে অর্ধমিশ্রিত হয়ে গিয়েছিল। অনুরূপ, গ্রেট ট্রান্সফরমেশনের প্রভাব মুসলিমদের ক্ষেত্রে জটিল হয়ে উঠেছিল চরম স্পিরিচুয়াল পরাজয়ের কারণে, যা উনিশ শতকের ইয়োরোপিয়ানদের আত্মবিশ্বাসে টইটম্বুর ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল।

এটি সুস্পষ্ট যে মুসলিমদের ওপর ইতিহাসের অধুনালব্ধ গতিশীলতার প্রভাব সম্পূর্ণ ভিন্নতর ছিল, পশ্চিমাদের ওপর পড়া প্রভাবের চেয়ে। এর আংশিক কারণ এই যে সূচনালগ্ন থেকেই ট্রান্সফরমেশনের একটি বৈশ্বিক রূপ ছিল, অক্সিডেন্টাল ইতিহাসের একটা ধাপমাত্র নয় এবং সমস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য প্রযোজ্য প্যারালাল 'স্টেজ' ছিল না, বরং ছিল একটি একক ঘটনা। মুসলিম-দুর্ভোগ বিবেচনার পূর্বে আমাদের সেসব সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে হবে, যেগুলো অধিকতর সর্বজনীন এবং খোদ পশ্চিমা অভিজ্ঞতাও খতিয়ে দেখতে হবে।

ইতিহাসের গতিময়তায় 'ব্যক্তি'

আমার ডেস্কের ওপর ১৯৪৭ সালের একটি কার্টুন আছে, সেখানে দেখা যাচ্ছে আত্মতুষ্ট একদল কচ্ছপ। তাদের একটি আনন্দের সাথে বলছে, 'জাস্ট থিঙ্ক! আমরা এখন গতিশীল পরমাণু যুগের অংশ!' প্রায়শই আমাদের এটি ভাবতে কষ্ট হয় যে মুখোমুখি হওয়া ঐতিহাসিক ঘটনাবলির প্রেক্ষিতে ব্যক্তির ওপর কোন ধরনের প্রভাব পড়তে পারে; ভাবি, আমরা তো শ্লথগতির কচ্ছপই রয়ে গেছি। যদিও নিউইয়র্কে বসবাসকারী একজন ব্যক্তি এবং প্রাচীন মায়া সভ্যতার একজন ব্যক্তির মধ্যকার পার্থক্য অস্বীকারের কোনো জো নেই। তাদের মধ্যকার কিছু কিছু পার্থক্য ইতিহাসের সাথে তাদের সম্পর্কের নিরিখে নির্মিত। চিন্তা ও কর্মের ওপর প্রকৃত প্রভাব যত তুচ্ছই হোক না কেন, চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের জন্য সম্ভাব্য প্রভাব খুবই ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ।

ব্যক্তির জন্য ইতিহাসের গতিশীলতার অর্থ কী, তা ব্যক্তির জীবনচক্রের সাথে ঐতিহাসিক ঘটনাবলির সম্পর্ক পরিবর্তনের মাঝে নিহিত। আমাদের স্বীকার করতে হবে যে মানুষের ইতিহাস তা-ই, যা দৈনন্দিন জীবনের পূর্বানুমানগুলো পাল্টে দেয়, চাই তা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হোক বা অন্য ক্ষেত্রে। নগরসভ্যতার সূচনালগ্ন থেকে ইতিহাস এ ব্যাপারে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রাচীন বনেদি পরিবারগুলোকে উৎখাত করেছিল। বিনিময়ে পেয়েছিল পশ্চিমা পুঁজির অনুগ্রহের নির্ভরশীল, কাঁচামাল উৎপাদনকারী পরাধীন অর্থনীতি।

মুহাম্মদ আলী আরও অনেক কিছু করার চেষ্টা করেছিলেন। মেশিনচালিত আধুনিক শিল্প প্রবর্তনের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু এ জন্য পর্যাপ্ত প্রয়োজনীয় উপাদানের অভাবে মেশিনগুলো ষাঁড় দিয়ে চালানোর গুরুতর প্রচেষ্টাও চালিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, অবশেষে ব্যর্থ মনোরথে হাল ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। দেশীয় শিল্পের ব্যর্থতার ফলে শিগগিরই স্থানীয় বাজার পশ্চিমা মেশিনজাত পণ্যে ছেয়ে যায়, যা স্থানীয় সুদক্ষ হস্তশিল্পীদের বেকার বানিয়ে দেয়, শহরগুলোতে গিল্ডভিত্তিক সামাজিক সংহতি বিনষ্ট হয় এবং গঠনমূলক কোনো বিকল্প না পেয়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক—উভয় ক্ষেত্রে অবনতি ঘটে।

অবনতি আরও বৃদ্ধি পায় যখন তিনি তাঁর লব্ধপ্রতিষ্ঠ স্বৈরাচারী ক্ষমতাবলে প্রাচীন ধর্মীয় সংগঠনগুলো বাজেয়াপ্ত করেন, যেগুলোর ওপর এই ভূখণ্ডের অনেক সুবিধা এবং সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনের প্রয়োজনাদি নির্ভরশীল ছিল। স্কুলগুলো সরাসরি রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে চলে যায়। যেহেতু তাঁর প্রকল্পের জন্য প্রভূত সম্পদের প্রয়োজন ছিল, সম্পদসংকটে আল আজহারের কারিকুলাম জরাজীর্ণ হয়ে যায়, অত্যন্ত সংকীর্ণ ধর্মতাত্ত্বিক বিষয়ে সীমিত হয়ে পড়ে, যা গোটা উনিশ শতকজুড়ে বহাল ছিল। পশ্চিমের আদলে তিনি নতুন বুদ্ধিবৃত্তিক জীবন গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন বটে, কিন্তু এ ক্ষেত্রেও তাঁর সফলতা সর্বোচ্চ বলতে গেলে—অস্পষ্ট। অনেক স্কুল খুলেছিলেন। কিন্তু সেসব স্কুলে পড়তে যাওয়া শিক্ষার্থীদের মধ্যযুগীয় স্কলাস্টিসিজমের মেথড অনুযায়ী শেখানো হতো। যখন আধুনিক কেমিস্ট্রি কিংবা ইঞ্জিনিয়ারিং শেখাতে বলা হয়, তা ভেঙে পড়ে। ক্রমে স্কুলগুলোর উন্নয়ন ঘটে। সুদীর্ঘ সময় এবং এক প্রজন্মের বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতা অপচয়ের পর স্কুলগুলো এমন ব্যক্তি উৎপাদন শুরু করে, যারা কিছুটা বুঝেশুনে আধুনিক বিষয়গুলো পড়তে পারত। যদিও তারা তখনো নিজস্ব কোনো অবদান রাখার প্রচেষ্টায় অতীব ব্যস্ত ছিল।

কিন্তু তাদের এই বাহ্য সফলতারও ধ্বংসাত্মক প্রভাব ছিল। নতুন ওয়েস্টার্ন স্কুলের শিক্ষার্থীরা মিসরের ইসলামি ঐতিহ্যপূর্ণ অতীতের বলতে গেলে কিছুই জানত না। ফলে এমনকি তাদের পরিবারের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সংখ্যাগরিষ্ঠদের প্রতিও তারা কোনোরূপ সহানুভূতি অনুভব করত না। যেহেতু সবচেয়ে মেধাবী শিক্ষার্থীদের নতুন স্কুলগুলোতে নেওয়া হতো, নিষ্ক্রিয় মননগুলো প্রথাগত স্কুলে গিয়ে জমাট বাঁধে, তাদের না ছিল সামাজিক মর্যাদা, না ছিল বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতা। অধিকন্তু অত্র ভূখণ্ডের সাংস্কৃতিক প্রবাহ ধরে রাখার দায়িত্ব তাদের কাঁধেই পড়ে। দেশে দুটি শিক্ষিত শ্রেণি গড়ে ওঠে; একশ্রেণির আধুনিক বইপত্তর পড়া, নিজ জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন এবং নিজ ধর্ম সম্পর্ক পুরোপুরি অজ্ঞ; অপর গ্রুপ 'পর্যাপ্ত' পরিমাণ অযোগ্য এবং ধর্মের অভিভাবক, আধুনিক বুদ্ধিবৃত্তিক ঝরনাধারা সম্পর্কে পুরোপুরি অন্ধকারে।

ঠিক বিপরীত চিত্র দেখা যায় নেপোলিয়ন যখন জার্মানি আক্রমণ করেন। ঐতিহাসিক পটপরিবর্তন জার্মানির চাইতে কোনো অংশেই ভিন্ন ছিল না। জার্মানির অর্থনৈতিক, সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনে মিসরের চেয়ে গুরুতর পরিবর্তন এসেছিল, কিন্তু এসব ঐতিহাসিক ঘটনা সেখানে পুরোপুরি ভিন্ন ফলাফল নিয়ে এসেছিল। কারণ, জার্মানিতে উদ্ভাবনী প্রশাসনিক কলাকৌশল, যান্ত্রিক উৎপাদন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে ফ্রান্স কিংবা ইংল্যান্ডের মতো উন্নত ছিল না বটে, কিন্তু কয়েক প্রজন্মের ক্রমাগত প্রশিক্ষণে মধ্যযুগীয় ক্লার্ক আর হস্তশিল্পীরা ধীরে ধীরে উন্নততর কলাকৌশল শিখে যাচ্ছিল—ইতিপূর্বে ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডেও একই ঘটনা ঘটেছে। জার্মানিও একই সমাজের অংশ ছিল। পক্ষান্তরে মিসরে একই ঘটনা আঠারো শতকের হস্তশিল্পীদের দক্ষতা আর বুদ্ধিবৃত্তিক শৌর্য ধ্বংস করে দেয়।

অনুরূপ, যখন মিসরের মতো ভূখণ্ডগুলোতে পুনর্গঠন, শিল্পায়ন এবং গণতন্ত্রায়ণের সময় হয়েছিল, তখন এমনকি পূর্বের শতাব্দীর চেয়েও স্বল্প পরিমাণ মানবসম্পদ মজুত ছিল। ফলে, যেখানে ছিল, সেখানে আধুনিকায়ন আরও দিয়েছে; আর যেখানে ছিল না, সেখানে কিছু দেয়নি, বরং যা ছিল, তা-ও কেড়ে নিয়েছে। ইসলামি জনগোষ্ঠী শিগগিরই অনুভব করল, ট্রান্সফরমেশনের 'বিবর্তনীয়' দিকের উন্নতি সাধন এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তারা অনুভব করল যে এটিই এখন সর্বাধিক প্রয়োজনীয় দিক, এমনকি চরম ক্ষমতাচর্চার ক্ষেত্রেও। কিন্তু এখন প্রশ্নটা এই ছিল না যে ট্রান্সফরমেশনকে গ্রহণ করা হবে কি হবে না, তা ইতিমধ্যেই ঘটে গেছে। বাস্তবতা বিবেচনায় আধুনিকতা ইতিমধ্যেই দুয়ারে হাজির। এখন তাদের প্রচেষ্টা ছিল স্বল্প সুবিধাধারী আধুনিকতার পরিবর্তে অধিকতর

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সারা জীবনের নৈতিকতা নিয়ে চিন্তিত ছিলেন, আগে যেটা শুধু প্রিন্স ও মন্ত্রীদের বৈশিষ্ট্য ছিল। এমনকি যারা নিবেদিতপ্রাণ বিপ্লবী নয়, তারাও সামাজিক শৃঙ্খলায় নিজ কর্মের প্রভাব নিয়ে চিন্তিত ছিল, কর্মের নৈতিক স্বীকৃতি পেতে আগ্রহী ছিল এবং এটি শুধু তাদের আন্তব্যক্তিক (পারস্পরিক) বিষয় নয়, বরং ঐতিহাসিক দায়িত্বশীলতার প্রশ্নও বটে। খ্রিষ্টানরা সোশ্যাল গসপেল নিয়ে চিন্তিত। ইতিহাসপ্রবণ এক্সিস্টেনশিয়ালিস্ট, ভারতীয় গান্ধীবাদী, সমাজসচেতন মুসলিম, এমনকি কমিউনিস্ট—সবাই তাদের জীবনের নৈতিকতা যাচাই করে থাকে; ইতিহাসের পরিক্রমার যে বিন্দুতে তাদের বাস, তাতে ইতিবাচক প্রভাবের পরিমাণ দিয়ে; ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সম্পর্কের মানদণ্ড নির্ধারণে তাদের প্রভাবের পরিমাণ দিয়ে এবং সুনির্দিষ্ট দলের প্রতি আনুগত্য দিয়েও নৈতিকতার পরিমাণ যাচাই করে থাকে।

ইসলামে আধুনিক 'ইন্ডিভিজ্যুয়ালিটি'

আধুনিকতার উদ্ভবের সাথে সাথে মুসলিমদের ব্যক্তিগত দায়দায়িত্ব অত্যন্ত জটিল এক প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে গেছে। আধুনিক সময়ের অন্য সব বিষয়ের মতো ব্যক্তিগত দায়িত্বশীলতার ক্ষেত্রেও সর্বপ্রথম যে প্রভাব পড়েছিল, তা ছিল সবচেয়ে কম গঠনমূলক। এরপর এগুলো থেকে ক্রমে অধিকতর গঠনমূলক ফলাফল বেরিয়ে এসেছে। পশ্চিমের মতো ইসলামি ভূখণ্ডসমূহেও ব্যক্তিকে বিপুল পরিমাণ ঐতিহাসিক পরিবর্তনের মুখোমুখি হতে হয়েছে, এমনকি ধ্বংসাত্মক পরিবর্তনেরও। কিন্তু পশ্চিমের মতো এখানে পরিবর্তনগুলো শুরুতেই ব্যাপক সমৃদ্ধি আর বিপুল সুযোগ নিয়ে আসেনি। সুদূরপরাহত অর্থনৈতিক কিংবা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় জনসাধারণের অংশগ্রহণ সরাসরি ধ্বংসাত্মক ছিল। তাদের প্রাচীন দক্ষতা উধাও হয়ে যায়, তাদের শ্রম পূর্বেকার ন্যাচারাল ভ্যারিয়েবলের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাজারের অনিশ্চিত ভ্যারিয়েবলের ওপরও নির্ভরশীল হয়ে যায়। কিন্তু নতুন জীবনের পর্যাপ্ত পরিমাণ দক্ষতা পায়নি, জীবন বিকশিত করার মতো যথেষ্ট চ্যানেল পায়নি। তাদের প্রাচীন নৈতিক সম্পর্কগুলো ক্রমান্বয়ে চাপা পড়ে যায়। তবে সবচেয়ে কঠিন ছিল অধিকতর আত্মকেন্দ্রিক 'গণতান্ত্রিক' মূল্যবোধ গড়ে তোলা।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বেশ সচেতন হয়ে উঠেছে। আদিম গোত্রীয় সিদ্ধান্তসমূহ প্রভাবিতকারী ব্যক্তিগত কর্মগুলো সাধারণত এখন আমাদের অবোধ্য, কারণ, গোত্রীয় ইতিহাস পারিবারিক ইতিহাস থেকে আলাদা করা মুশকিল। কিন্তু সভ্যতা যুগে এসে মৌলিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটগুলো প্রতি প্রজন্মে পাল্টে যাচ্ছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আবহ—দার্শনিক, বিজেতা, পয়গম্বর এবং এমনকি উদ্ভাবকদের কর্মকাণ্ডে পরিবর্তিত হতো, যার মাধ্যমে সম্ভাব্য মানবসিদ্ধান্তের ধরন পরিবর্তিত হয়ে যেত। তবে খুবসংখ্যক মানুষই এই পর্যায়ে যেতে সক্ষম ছিল এবং তাদের কাজের ফলাফল অত্যন্ত ধীরলয়ে কার্যকর হতো। কিন্তু গ্রেট ট্রান্সফরমেশনের সাথে সাথে ক্রমাগত অধিকসংখ্যক মানুষ এমন পর্যায়ে পৌঁছে যেতে শুরু করে, যেখানে তাদের সামনে থাকে বিস্তৃত পরিমাণ কর্মক্ষেত্র, যদ্দারা সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রচলিত ধারা পরিবর্তন করে দেওয়া সম্ভব। ভিন্ন শব্দে বললে, এখন অনেক মানুষের সামনে 'ইতিহাস গড়ার' সুযোগ। ইতিহাসের গতিশীলতার ফলে শুধু যে পরবর্তী প্রজন্মগুলো প্রভাবিত হবে তা নয়, বরং সময়ও প্রভাবিত হয়। ফলে, প্রতি বিশ বছর, প্রতি দশক এবং এখন প্রায় প্রতিবছর—চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের সামগ্রিক পরিস্থিতির পুনর্মূল্যায়ন করতে হয়।

গ্রেট ট্রান্সফরমেশনের 'বিবর্তনীয়' দিকটা ব্যক্তিগত ভূমিকার গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছে। ব্যক্তির সামনে বৈচিত্র্যময় ও সমৃদ্ধতর ক্যারিয়ার এবং জীবনধারা উন্মুক্ত করেছে—যদিও বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ, তবে ট্রান্সফরমেশনের বিবর্তনীয় প্রভাব শুধু এতেই সীমাবদ্ধ নয়। যেমন অর্থনৈতিক উৎপাদনে টেকনিক্যাল উদ্ভাবন বিস্তৃত বিশেষায়িত খাত তৈরি করেছে এবং উদ্ভাবনী কল্পনাশক্তিও বৃদ্ধি করেছে। কিন্তু তা কার্যকর শুধু গণভোগের নিমিত্তে গণ-উৎপাদনে। আমরা দেখতে পাচ্ছি, ট্রান্সফরমেশনের একটি অনুষঙ্গ হলো অর্থনৈতিক, সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রক্রিয়ায় ক্রমবর্ধমান গণসম্পৃক্ততা। নিরক্ষর চাষাভুষারা নগর সংস্কৃতিতে—যা সভ্যতার প্রাণ—প্রান্তিক জনগোষ্ঠী হিসেবে বিবেচিত। কিন্তু ক্রমান্বয়ে এমনকি সবচেয়ে নিচু শ্রেণিটাও শহরের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনের সক্রিয় সিদ্ধান্তদাতায় পরিণত হয়—ভোক্তা, উৎপাদক, ভোটার, স্কুলগামী কিংবা পাঠকরূপে। ফরাসি বিপ্লবে সেখানকার চাষাভুষারা যে ভূমিকা রেখেছে, তা কোনো jacquerie (চৌদ্দ শতকে ফ্রান্সে সংগঠিত কৃষক বিদ্রোহ) কল্পনাও করতে পারত না। কিছু

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রচেষ্টা নিবেদিত। এই সবকিছু অর্জন এখনো যদিও সুদূরপরাহত, কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণ ইতিমধ্যেই বাস্তব হয়ে ধরা দিয়েছে, রুশো এবং পেস্টোলৎসির সময় থেকে, যা পশ্চিমের নৈতিকতার গোটা ডিসকোর্সটাই পরিবর্তন করে দিয়েছে।

জীবনের গণচরিত্র, তৎসঙ্গে আসা দুশ্চিন্তা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চাহিদা—প্রাচীন বিধিবিধান পাল্টে দিচ্ছিল, যার পরিমাণ ইতিমধ্যেই যথেষ্ট। এগুলো তীব্রতর হয়েছে দৈনন্দিন জীবনে মুখোমুখি হওয়া প্রশ্নাবলির দ্রুত পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে। ফলাফল—ব্যক্তির নৈতিকতায় অস্থিরতা, যা সর্বস্বীকৃত ছিল। ব্যক্তি সুনির্দিষ্ট সমাজে সুনির্দিষ্ট স্থির মানদণ্ডে নিজের আত্মপরিচয় দাঁড় করাতে পারছিল না। কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের ক্ষেত্রে নৈতিক অনিশ্চয়তার বিষয়টি তাদের ওপর আরোপিত ঐতিহাসিক দায়দায়িত্বের ফলে তীব্রতর হয়ে ওঠে। ব্যক্তির সম্মুখে উন্মোচিত বহুমুখী চ্যানেলের যেকোনো একটিকে নিজের কর্মক্ষেত্র হিসেবে বাছাই করার সুযোগ এত পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, যা পূর্বেকার সময়ে অশ্রুত। যেখানে প্রেক্ষাপট বছরে বছরে পরিবর্তন হয়, সেখানে পুরাতন টিকে থাকতে পারে না, কিংবা নিদেনপক্ষে পুরাতন 'ভাবে' টিকে থাকতে পারে না। প্রতিটি নতুনই গৃহীত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এর চেয়েও বড় কথা হলো উদ্ভাবনের এই ভিড়ে, প্রতিটি সফল উদ্ভাবন অতি স্বল্প সময়ে বাচ্চাকাচ্চা দেবে, নিছক টিকে থাকতে পারলেই এ থেকে আরও উদ্ভাবন ঘটবে। একজন গবেষক তাঁর গবেষণাকর্মের দ্বিতীয় সংস্করণ বের করার পূর্বেই এর ওপর ভিত্তি করে নতুন প্রবন্ধ-নিবন্ধ বেরিয়ে যেত। মাত্র কবছর পূর্বে শিকাগোর গুটি কতক আশাবাদী তরুণ নতুন একটি প্রতিরোধ টেকনিক ঘোষণা করেছিল, এখন তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলীয় নিগ্রো জনগোষ্ঠীর প্রায় গোটা প্রজন্ম ব্যবহার করছে।

এই পরিস্থিতি দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের জন্য নানাবিধ প্রভাব বয়ে এনেছিল। ধীমান ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের সংখ্যাবৃদ্ধির পাশাপাশি তাদের প্রত্যেকের দ্বারা সাধিত ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ কাজের গতি ও পৌনঃপুনিকতাও বেড়ে যাচ্ছিল, যা মানবমহত্ত্বকেই প্রশ্নের মুখে ফেলে দিচ্ছিল। ইতিমধ্যেই সব শিল্পী ভাবতে শুরু করে দিয়েছিল—শিল্পী হিসেবে স্বীকৃতি পেতে হলেও তাদের অবশ্যই প্রচলিত ধারার বাইরে যেতে হবে, নিজস্ব ধারা দাঁড় করাতে হবে। তবে এখানে আমাদের উদ্দেশ্যের সাথে প্রাসঙ্গিক নৈতিকতার বিষয়টি। কিছু ক্ষেত্রে নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিরা তাঁদের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ছেড়ে বেরিয়ে আসে, ট্রান্সফরমেশনের ধ্বংসাত্মক অনেক দিকই এড়াতে সক্ষম হয়েছিল। ১৬০০ সালের পর আধুনিক সময় যেসব সাংস্কৃতিক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে, যে সমাজগুলো তাতে অংশ নেয়নি, জাপান বাদে সেসব সমাজের অধিকাংশ উনিশ শতক নাগাদ অবমাননা আর পতনের মুখোমুখি হয়।

গ্রেট ট্রান্সফরমেশনের দুই শতাব্দীতে এসব অঞ্চলের অনেক বড় একটা অংশ ছিল ইসলামি। বিষয়টি অবমাননার অনুভূতিকে তীব্রতর করতে সহায়তা করেছে। সপ্তম শতাব্দীতে আরব বিজয়ের মাধ্যমে ইসলামের অরিজিনাল যে ভূখণ্ড গড়ে ওঠে, তা সেমেটিক-ইরানি মধ্যপ্রাচ্য আর কিছু বহিঃস্থ ভূখণ্ডে—যেমন পশ্চিম ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল—সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু ১০০০ সালের পর ইসলামি সোসাইটিগুলো ব্যাপক ও দীর্ঘমেয়াদি বিস্তৃতি শুরু করে, যা ক্রমান্বয়ে আফ্রিকার সুবিশাল অংশ, পূর্ব ইয়োরোপ, মধ্য-ইয়োরেশিয়া, ভারত এবং মালয়েশিয়াকে এর অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। ফলে, সংস্কৃতির প্রধান উপাদান সরবরাহ করে ইসলাম—এমন ভূখণ্ডের পরিমাণ তিন গুণ বৃদ্ধি পায়। বিষয়টি মুসলিমদের অগোচরে ছিল না। ঐতিহ্যগতভাবেই তারা ইতিহাসে আগ্রহী। এটি আল্লাহপ্রদত্ত গন্তব্য হিসেবে বিবেচিত হয়, অবশিষ্ট মানবসমাজের জন্য আল্লাহর ইচ্ছায় একে ইতিহাসের মূর্তায়ন বলে ধরে নেয়। কারণ, ইসলামে ধর্মীয় আদেশ-নিষেধকে স্বতন্ত্র সামাজিক ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বিচার করা হয়। দেখা হয়—বিশ্বাসী সম্প্রদায় পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি বা খলিফা, যাদের দায়িত্ব ভূপৃষ্ঠে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা। ধর্মীয় বিশ্বাসের সুদীর্ঘ ধারায় ইসলাম ছিল সর্বশেষ এবং সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ ধর্ম। যার মিশন স্রষ্টায় বিশ্বাসী বিশ্বসমাজ গড়ে তোলা।

মুসলিমদের ওপর গ্রেট ট্রান্সফরমেশনের বড়সড় একটি প্রভাব হচ্ছে, এটি তাদের ইতিহাসের বোঝাপড়ার সাথে সাংঘর্ষিক এবং মুসলিম সেলফ ইমেজকে গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। শুধু মুসলিমদের নয়, বরং অধম খ্রিষ্টানদের সেলফ ইমেজকেও প্রভাবিত করেছে, যারা দীর্ঘ সময়জুড়ে ঠাণ্ডায় কাতর এবং তুষারাচ্ছন্ন জাতি হিসেবে পরিগণিত হতো, যারা অপরিণত ক্রুসেডের বাইরে কোনো কিছু সৃষ্টি করার মতো যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন নয়, সহসাই আবিষ্কার করে বসল, তারা পৃথিবীর প্রভু বনে গেছে। পশ্চিমাদের উত্থান হিন্দুদের তুলনায় মুসলিমদের জন্য বেশি ধ্বংসাত্মক ছিল। কারণ, হিন্দুরা দীর্ঘ সময় ধরে মুসলিম-প্রভাবিত অঞ্চলে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সাহিত্যকর্মে এই পরিস্থিতির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। ফ্রয়েডের আগপর্যন্ত পশ্চিমে পারস্পরিক সম্পর্কের উপলব্ধি মোটাদাগে ঔপন্যাসিকদের কাজ ছিল। তাঁরা পাঠকদের শেখাতেন মানুষকে সাদাকালো বস্তু হিসেবে বিবেচনা না করে বরং অসীম বৈচিত্র্যময় ব্যক্তিত্বের সমাহার হিসেবে দেখতে, যাদের দুর্বলতা রয়েছে, পাপ নয়; প্রত্যেকের স্বতন্ত্র শক্তি রয়েছে। এ-জাতীয় উপস্থাপনকে যদি আধুনিক উপন্যাসের প্রাণ ধরা হয়, তবে ইসলামি ভূখণ্ডের উপন্যাসগুলো 'প্রান্ত' থেকে 'কেন্দ্র' অভিমুখে গিয়েছে, উনিশ শতকে যার সূচনা ঐতিহাসিক উপন্যাসের মাধ্যমে; কখনো মনস্তাত্ত্বিক অতিনাটকীয় বিষয়াদি থাকত, তবে রোমান্টিক। তারপর সবকিছু ছাপিয়ে যায় সামাজিক ক্রিটিসিজম আর ব্যঙ্গরচনা। আরও পরে ক্ষীণশক্তিতে ব্যক্তিগত সম্পর্কের চিত্রায়ণ উঠে আসতে শুরু করে।

সংক্ষেপে, ব্যক্তির শিকড় উৎপাটন, তার নৈতিক দায়িত্বশীলতা প্রশ্নের সম্মুখীন করা পূর্ণ শক্তিতে এসেছে, তুলনামূলক আগে এসেছে এবং সুবিস্তৃত পরিসরে এসেছে। ব্যক্তির বিকাশ এবং নৈতিক জটিলতা পরে এসেছে এবং বিকৃতভাবে এসেছে। প্রথম ধাপে, অর্থাৎ আধুনিকতার 'বিবর্তনীয়' দিক যথেষ্ট উন্নত হওয়ার পূর্বে ব্যক্তির দায়দায়িত্ব খুবই সংকীর্ণ চক্রে সীমাবদ্ধ ছিল—সেসব গুটি কতকের ভেতর যারা রাজনৈতিক ক্ষমতার শীর্ষে যেতে সক্ষম হয়েছিল; যাদের পরিবর্তনের প্রভাব সইতে হয়েছিল, তাদের ভেতর নয়। তাদের সামনে উন্মোচিত সুযোগ-সুবিধাও বেশ সীমিত ছিল, পশ্চিম তাদের জন্য যেসব সুবিধা নিয়ে এসেছিল, সেগুলোর মধ্যে। পরবর্তী ধাপে যখন ট্রান্সফরমেশনের স্থানীয় 'বিবর্তনীয়' ধাপের ওপর অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করা হচ্ছিল, তখনো হতাশা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল; ইতিহাসের গতিশীল পরিক্রমা সত্ত্বেও সুবিধাদি সীমিত, সে কারণে। প্রয়োজন ছিল নতুন করে নিজস্ব পৃথিবী গড়ে তোলা। কিন্তু বাস্তবে আশা করা যেত অনিশ্চিত সামরিক স্বাধীনতার সংরক্ষণ আর সাহসী সমরক্ষেত্র। নতুন করে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন ছিল আত্তীকরণ, ক্ষেত্রবিশেষে অনুকরণ। কারণ, ব্যক্তিগত সৃষ্টিশীলতা দেখানোর মতো পর্যাপ্ত সময় কমই ছিল, যতক্ষণ না অধিকতর সফল অনুকরণ হচ্ছে। উদাহরণত একজন কেমিস্ট হয়তো বিদ্যমান তথ্যের সাগরকে অনুবাদের মাধ্যমে নিজ সংস্কৃতিতে পরিচিত করে তোলার কাজে ব্যস্ত ছিলেন, আমলাদের এর প্রাসঙ্গিকতা উপলব্ধি করাতে সচেষ্ট

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সুবিধা প্রদানকারী আধুনিকতা গ্রহণ, যা খোদ আধুনিকতার চেয়ে অনেক বেশি দুরূহ কাজ। এ জন্য খোদ ইয়োরোপের অভ্যন্তরে আধুনিকতার প্রকৃতি পরিবর্তন হতে হবে। কারণ, ইয়োরোপিয়ান আধুনিকতা বিশ্বকে দুই ভাগে বিভাজিত মনে করে; একদিকে আছে মেট্রোপলিটন, অপর দিকে (অর্থনৈতিক) উপনিবেশ এবং সবচেয়ে নিকৃষ্ট দিক হলো— আধুনিকতার অদলবদল করতে হলে ঐতিহাসিক পরিক্রমার গুরুত্বপূর্ণ একটি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে হবে; রিলেশনশিপ অব পাওয়ার বা ক্ষমতার সম্পর্কে পরিবর্তন আনতে হবে। যেমন দুই প্রজন্ম পরে মিসরীয়রা সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে মুহাম্মদ আলী পরিবারের দুর্বিষহ স্বৈরাচার নিয়ন্ত্রণ করতে চাইল, সংবিধানের পরিবর্তে তাদের ভাগ্যে জুটেছে ব্রিটিশ গানবোট, যা মিসরের উপকূলে অবতরণ করেছে। ব্রিটিশরা এসে নিজস্ব স্টাইলে রাতারাতি সমস্যার সমাধান করে ফেলল; সাংবিধানিক অভিভাবকত্বের পরিবর্তে বিদেশি প্রভুত্ব চাপিয়ে দিল, বৈদেশিক ঋণ আদায়ের মহান লক্ষ্যে শিক্ষা খাতের বাজেট কেটে দিল। মিসরের ক্ষেত্রে যদিও এই প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিল ব্রিটিশ তত্ত্বাবধানে, কিন্তু অপরাপর অঞ্চলের অভিজ্ঞতা এই সন্দেহ উসকে দেয় যে—এ রকম পরিস্থিতির জন্য ব্রিটিশ দখলদারত্ব আবশ্যক কি না? আবদুল হামিদের তুরস্কে অর্থনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তিই মিসরের অনুরূপ ফলাফল আনতে যথেষ্ট।

পূর্ব গোলার্ধের অধিকাংশ নগর ও সাক্ষর সভ্যতায় মিসরীয় গল্পের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে, যদিও কম মাত্রায় এবং বহুমুখী প্রেক্ষাপটে। 'কলোনিয়াল' দখলদারত্ব ঐতিহাসিক ঘটনাপরিক্রমার একটি দৈবক্রম, যা ইয়োরোপিয়ানদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। পূর্ব ইয়োরোপ, অর্থাৎ রাশিয়া, বলকান অঞ্চলসমূহ এবং তুরস্ক নানা মাত্রায় পশ্চিম ইয়োরোপিয়ান সংস্কৃতির সাথে তুলনামূলক নিবিড়ভাবে সংযুক্ত ছিল, মৌলিক প্রতিষ্ঠান এবং লাগাতার আন্তসংযোগ—উভয় ক্ষেত্রে। এই অঞ্চলে আধুনিকায়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে অন্যদের পূর্বে এবং অন্যান্য অঞ্চলের মতো, যেগুলোর সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট অনেক ভিন্ন—নিরবচ্ছিন্নতায় গুরুতর বাধা পড়েনি। জাপান পশ্চিমা ট্রান্সফরমেশনের একদম সূচনালগ্নেই নিজেকে স্বেচ্ছায় বিচ্ছিন্ন করে ফেলে (সরাসরি দখলদারত্বের হুমকি তৈরি হওয়ার অনেক পূর্বেই)। এ সময় জাপান নিজস্ব দ্বীপসমূহের উপযোগী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে, বুদ্ধিবৃত্তিক সচেতনতা গড়ে তোলে, ফলে যখন নিঃসঙ্গতা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ফলে তার পুরাতন নীতিমালার আলোকে নতুন জীবনধারা ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা কী ফল বয়ে এনেছে, তা নির্ণয় করা ক্রমান্বয়ে দুরূহ হয়ে উঠছে। বাহ্যত মনে হয় চিরায়ত ইসলাম নয়, বরং সংস্কারকৃত ইসলাম নতুন বিজ্ঞানকে ব্যাখ্যা করার ফ্রেমওয়ার্ক হিসেবে কাজ করছে, আবার নতুন বিজ্ঞান চিরায়ত ইসলামের ক্ষেত্র ক্রমাগত সংকুচিত করে ফেলছে, সংস্কারকৃত ইসলামের নয়।

ফলত, সেক্যুলার পরিমণ্ডলে লাগাতার নতুন নতুন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নাবলির উদ্ভব হচ্ছে, সে ক্ষেত্রে মুহাম্মদ আবদুহুর কর্ম ইসলামকে কার্যত ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে নির্বাসিত করেছে। এভাবে ইসলাম সামাজিক সংগঠনের ক্ষমতা হারিয়েছে এবং ব্যক্তিগত জীবনেও একটি সাধারণ নৈতিক মানদণ্ড হিসেবে রয়ে গেছে—যার কাজ হলো আধুনিকতাজাত মূল্যবোধসমূহের অনুমোদন প্রদান। এটিই বর্তমান তুরস্কের রাষ্ট্রীয় ইসলামের চরিত্র, যেখানে মুসলিম পাঠ্যবইয়ে নৈতিকতা শিক্ষার কার্যকারিতা মূল্যায়নে খ্রিষ্টান মিশনারিদের সাথেও সলাপরামর্শ করা যায়। অন্যত্রও এ ধরনের ইসলাম ব্যাপক। আমার জানামতে পাকিস্তানেও ইসলামকে ধাপে ধাপে 'ভ্রাতৃত্ব, সহনশীলতা এবং সুবিচার'-এ সীমাবদ্ধ করে ফেলা হয়েছে। শব্দগুলো অতি চমৎকার নিঃসন্দেহে। কিন্তু ভুলভাবে উপলব্ধ হলে চরম অস্পষ্টতা সৃষ্টি করতে পারে। কারণ, এগুলো ইসলামকে অপরাপর ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে আলাদা করছে না তা-ই নয়, বরং নিখাদ সেক্যুলার দার্শনিক চাহিদাগুলো থেকেও আলাদা করছে না।

অনেকের দৃষ্টিতে পার্থক্যটা গুরুত্বপূর্ণ না-ও হতে পারে। কিন্তু সংস্কৃতি নিয়ে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের জন্য এর অর্থ হচ্ছে—বহমান ঐতিহ্য থেকে ক্রমান্বয়ে একটা একটা উপাদান ছুড়ে ফেলা, যা একে কোনোমতে বেঁচে থাকা নৈতিক পরিমণ্ডলে পরিণত করতে পারে, ঘটনাপ্রবাহের সুদূরপ্রসারী প্রভাব অনুধাবনের ক্ষেত্রে যা তাকে নির্বিষ করে ফেলতে পারে। এর অর্থ বিশ্বাসের নৈতিক ব্যাখ্যা কিংবা ধর্মসমূহের মধ্যকার যৌথ বোঝাপড়াকে অস্বীকার করা নয়। আমি বরং সাংস্কৃতিক উভয়সংকটটুকু দেখানোর চেষ্টা করছি।

মুহাম্মদ আবদুহুর চেয়ে শক্তিশালী এবং মৌলিক আরেকটি ধারা দাঁড় করিয়েছেন পাকিস্তানের মুহাম্মদ ইকবাল। আধুনিক ইসলামিস্টদের রিসার্চ থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে তিনি বিশ্ব ইতিহাসের একটি থিওরি দাঁড় করিয়েছেন, যেখানে মডার্ন ট্রান্সফরমেশনের সম্ভাব্য

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রভাব বিবেচনায় ট্র্যাডিশনাল ইসলাম কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করবে। তিনি মনে করেন, ইসলামের ইতিবাচক ঐতিহ্যগুলো গতিশীল আধুনিক রূপ লাভ করে কাজ করতে সক্ষম, যা খোদ আধুনিকতাকে ভেতর থেকে পুনর্নির্মাণ করবে।

সভ্যতার ইতিহাসকে তিনি দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন। এক দিকে আছে ওহিভিত্তিক সভ্যতা, যার সূচনা মানবজাতির আদিম যুগ থেকে এবং ইসা (আ.) ও সেন্ট পলের যুগে এসে তা যথেষ্ট জটিল হয়ে ওঠে। এ সময় মানুষের চিন্তা ম্যাজিক আর প্রতীকের বৃত্ত ভেঙে বাইরে বেরিয়ে আসে, তদস্থলে জায়গা করে নেয় প্লেটো-অ্যারিস্টটলের র‍্যাশনালিজম বা যুক্তিবোধ। তবে র‍্যাশনালিজম যুগেও চিন্তা আধুনিক মানদণ্ড অনুযায়ী যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক হয়ে উঠতে পারেনি। তা বিবর্তনশীল বাস্তবতা এবং ঐতিহাসিক পরিক্রমা নিয়ন্ত্রণ করতে অক্ষম। যুক্তিবাদী চিন্তার বিকল্প এবং নৈতিকতার চূড়ান্ত মানদণ্ড হিসেবে তখনো ওহির প্রয়োজন ছিল, প্রয়োজন ছিল ধাপে ধাপে উন্মোচিত হওয়া সামাজিক ও বাস্তব জীবনের যথার্থ কর্তৃপক্ষের। এই প্রয়োজন পূরণকল্পে একের পর এক ইর‍্যাশনাল ধর্মের উদ্ভব হয়েছে, যদিও প্রতিটি তার পূর্বসূরির চেয়ে উন্নততর, কিন্তু অপূর্ণাঙ্গ। প্লেটো-অ্যারিস্টটলের মাধ্যমে বিমূর্ত এবং প্রতীকী যুক্তিবোধ চূড়ান্ত শিখরে পৌঁছার পর মানবমন পূর্ণাঙ্গ এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তার পথে দীর্ঘ লাফ দিতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু পূর্বেকার র‍্যাশনালিজম দিয়ে তা সম্ভব ছিল না। নতুন ঐতিহাসিক অভিঘাত দরকার ছিল, যথারীতি ওহিনির্ভর। অবশেষে চূড়ান্ত ওহি আসে—মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মাধ্যমে।

ইকবালের দর্শন অনুযায়ী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওহির মাধ্যমে সেই মূলনীতির আবির্ভাব ঘটে, যা পূর্বেকার অসম্পূর্ণ র‍্যাশনালিটি থেকে সৃষ্ট সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম। অর্থাৎ পজিটিভ, ওপেন-এন্ডেড, যৌক্তিক এবং সিস্টেম্যাটিক অবজারভেশনের মনোভাব, যা ইনডাক্টিভ সায়েন্সকে সম্ভব করে তুলেছে। নবুয়াতির সমাপ্তির মাধ্যমে মানবমন এতটুকু পরিণত পর্যায়ে পৌঁছে যায়, যেখানে ইতিহাসের সমৃদ্ধির সাথে তাল মেলানোর জন্য মানুষকে সহায়তা করতে আর ওহির প্রয়োজন নেই। ইকবাল কোরআন থেকে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের গুরুত্ব, কোরআনুল কারিম মিথ, কুপ্রথা এবং কুসংস্কারমুক্ত হওয়ার প্রমাণ খোদ কোরআন থেকেই দেখানোর চেষ্টা করেছেন। মুসলিম দার্শনিক এবং

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

লাতিন বর্ণমালা গ্রহণ, ব্যক্তিত্ব প্রদর্শনের জন্য স্যুট-কোটের প্রচলন, এগুলো আধুনিক চালচিত্রের সহজলভ্য প্রতিচ্ছবি। এতে যেসব পশ্চিমা উপাদান ব্যবহৃত হচ্ছে, প্রকৃত বিচারে সেগুলো পশ্চিমেও আধুনিকায়নের উপাদান ছিল না, বরং দৈবক্রমে ঘটে গেছে, ব্যবহারিক বিবেচনায় কিংবা আধুনিকায়নের অন্য কোনো দিক বিবেচনায়। আরেকটু যত্নশীল হলে এ-জাতীয় কৃত্রিম পশ্চিমায়ন পরিহার করা যেত।

তবে, (সর্বত্র) আধুনিকায়নের মূল প্রাণে অপর একটি প্রাচীন পশ্চিমা উপাদান ঢুকে গেছে, চাই অক্সিডেন্টাল কমিউনিটির সাথে সরাসরি সংযোগ এড়ানোর যত প্রচেষ্টাই করা হোক না কেন। কারণ, যে সমাজে আধুনিকায়নের সর্বপ্রথম বিকাশ ঘটেছে, আধুনিকায়ন প্রকল্পের প্রতিষ্ঠানগুলো সে সমাজের সংস্কৃতির রঙে গভীরভাবে রঙিন। কল্পনাশক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে অনুভব করা যায় যে যদি পশ্চিম ইয়োরোপের পরিবর্তে আধুনিকায়নের উদ্ভব ঘটত ইসলামি বিশ্বে, ২৩ কিংবা ২৪ শতকে, তবে আধুনিকায়নের প্রতিষ্ঠানগুলো অবশ্যই ভিন্ন রকম হতো। সম্ভবত, জাতিরাষ্ট্রে সেখানকার শিল্পায়িত সমাজের উদ্ভব হতো না। জাতিরাষ্ট্র, জাতিরাষ্ট্রের সংবিধানতন্ত্র, এর সুনির্দিষ্ট অধিকার ও দায়িত্বের ধারণা—সবকিছু মধ্যযুগীয় পশ্চিমা সমাজের করপোরেট বা 'সংঘ' মনোভাব থেকে উৎসারিত। পক্ষান্তরে মধ্যযুগের ইসলামি সমাজে আইনের ধারণা সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল, যেখানে হয়তো তাদের বৈশ্বিক সাম্যবাদী চিন্তা থেকে জাতিরাষ্ট্রের পরিবর্তে আন্তর্জাতিক 'সুপার-ওলামা' শ্রেণির উদ্ভব হতো, যারা শিল্পায়িত সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করত 'সুপার-শরিয়াহ' আইনের ভিত্তিতে। আধুনিকতা পশ্চিমে যেমন বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে, ইসলামি বিশ্বে উদ্ভাবিত এই আধুনিকতাও হয়তো অনুরূপ বিচ্ছেদ ত্বরান্বিত করত, কিন্তু এতৎসত্ত্বেও ইসলামের মৌলিক চরিত্রগুলো ধারণ করত। বাস্তবে ইসলামি জনগোষ্ঠীকে বরং আধুনিকতার পশ্চিমা কাঠামোতে প্রবেশ করতে হয়েছে, জাতিরাষ্ট্রের ভেতর দিয়ে, যা—যত আধুনিকই হোক না কেন—আদতে প্রাচীন অক্সিডেন্টাল মনোভাবের মূর্তায়ন। আমাদের কল্পিত সুপার-শরিয়াহ শিল্পায়নের বিপরীতে জাতিরাষ্ট্রভিত্তিক শিল্পায়নের শিকড় মধ্যযুগীয় অক্সিডেন্টের গভীরে প্রোথিত।

চিন্তাশীল ব্যক্তিদের দৃষ্টিতে আধুনিকায়নের অনিবার্য দাবি হচ্ছে পশ্চিমা আধুনিক চিন্তার সাথে সংহতি। এই বিতর্ক অত্যন্ত জোরালোভাবে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ছিলেন, নতুন কেমিক্যাল আবিষ্কার, সেগুলোর ধর্ম আবিষ্কারের সময়ই ছিল না তাঁর।

ব্যক্তিগত দায়িত্বশীলতার যেটুকু উপলব্ধি ছিল, তা মোটাদাগে এই পরিস্থিতেই গড়ে উঠেছিল। পশ্চিমাদের নিকট এই দায়িত্বশীলতা এক দিকে ছিল নায়কোচিত এবং জমকালো, অপর দিকে অবাস্তব। ব্যক্তি স্বীয় দক্ষতা উৎসর্গ করতে পারবে, এমন ক্ষেত্রের চেয়ে স্বাধীনতা আর প্রগতি অর্জনে বেশি মত্ত ছিল। ইন্টেলিজেন্সিয়ার—অতিরিক্ত প্রশিক্ষিত কিন্তু কর্মহীন—সংক্ষুব্ধ জাতীয়তাবাদের কোল থেকেই জন্ম নিয়েছিল দীর্ঘ-বিলম্বিত গণসক্রিয়তা। নৈতিকতার আধুনিক উপলব্ধি মুসলিমদের মাঝে সেভাবেই গড়ে ওঠে, যেভাবে গড়ে উঠেছিল পশ্চিমে। কিন্তু মুসলিমদের উপলব্ধির প্রেক্ষাপট আঠারো শতকের উদ্দীপনা আর আলাদিনের চেরাগের মতো সফলতার গল্প ছিল না, বরং ছিল তীব্র হতাশাবোধ, আধুনিকতা তাদের যেখানে টেনে নিয়ে গিয়েছিল।

ইসলামি হেরিটেজ এবং আধুনিকতার মধ্যকার বিচ্ছিন্নতা

তত দিনে উপরিউক্ত বিষয়গুলো রাজনীতি, ধর্ম, শিক্ষা ও শিল্প—সব ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলতে শুরু করে। কিন্তু আমি একটি পয়েন্টেই সীমাবদ্ধ থাকব, অবশ্য তা বেশ বড় বটে—মানুষ নিজেকে যে ক্ল্যাসিক্যাল সিভিলাইজেশনের উত্তরসূরি মনে করে, তার সাংস্কৃতিক হেরিটেজের সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক। চিন্তাশীল ব্যক্তিদের জন্য এটি বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক; কারণ, এই বিন্দু থেকেই তাদের কাজ শুরু করতে হয় এবং ঐতিহাসিকভাবেও বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। যদি গ্রেট মডার্ন ট্রান্সফরমেশন ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হয়ে থাকে, ইতিহাসের গতি পরিবর্তন এবং বিগত পাঁচ হাজার বছরের ঐতিহাসিক ধ্যানধারণার পরিবর্তন হয়ে থাকে, আমরা এখনো যার প্রতিক্রিয়া জানিয়ে চলছি; তবে এ কথা ভাবার কোনো কারণ নেই যে এখন পর্যন্ত আধুনিকতার প্রতিক্রিয়া জানানোর যে পদ্ধতিগুলো উদ্ভাবিত হয়েছে, সেগুলোর কোনো একটাই চূড়ান্ত ও সর্বশেষ প্রতিক্রিয়া। কারণ, ভবিষ্যৎ এখনো উন্মুক্ত।

এটি নিশ্চিত যে ইতিহাসের পরিবর্তন যত গতিশীল হবে, সুনির্দিষ্ট কোনো হেরিটেজের টিকে থাকা তত সংকটাপন্ন হয়ে পড়বে। কারণ, এর

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তাদের অক্সিডেন্টাল অতীতে আরও সেঁধিয়ে যেতে হচ্ছিল। অথচ তারা আধুনিকতা শিখতে চেয়েছিল, অক্সিডেন্টাল নয়, যে প্রাক্-আধুনিক অক্সিডেন্টকে তার পূর্বসূরিরা তাচ্ছিল্যভরে ছুড়ে ফেলেছিল এবং সংগত কারণেই।

এগুলো ও অন্যান্য কারণে আধুনিক মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রধান উৎকণ্ঠা ছিল নিজেদের সাংস্কৃতিক শিকড় রক্ষা করা। বিভিন্নভাবে এর চেষ্টা চলেছে। তবে যে পদ্ধতিগুলো আধুনিক জীবনের সাথে খাপ খাইয়ে ইসলাম ধর্মের পুনরুজ্জীবন চেয়েছে, স্বাভাবিকভাবেই সেগুলোকে সবচেয়ে বেশি সংকটের মুখোমুখি হতে হয়েছে। ইসলাম যেহেতু ভাবাদর্শ এবং সামাজিক শৃঙ্খলার প্রতি সবচেয়ে বেশি জোরারোপ করেছে, তাই অন্য যেকোনো ধর্মের চেয়ে একজন একনিষ্ঠ মুসলিম সমাজের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নিয়ে বেশি চিন্তিত হবে। ফলে, ধর্মের পুনর্জাগরণ নিছক ব্যক্তিগত ধর্মচর্চা নয়, অবশ্যই এর চেয়ে বেশি কিছু—আধুনিকতা যা কিছু সৃষ্টি করেছে, তার সব। তবে এ ধরনের প্রতিটি প্রচেষ্টাকে ইতিহাসের গতিবৃদ্ধির ফলে সংকটের মুখোমুখি হতে হয়েছে, যার রেখে যাওয়া ফলাফল এখনো অস্পষ্ট।

এই ধারায় সংযত ও সংহত একটি সমাধান এসেছিল মুহাম্মদ আবদুহু কর্তৃক, যা ইসলামি অর্থোডক্সির ভেতরে থেকেই প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আধুনিক বিজ্ঞান ও আধুনিকতার সমস্ত মেথড গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছিল ইমানের সহায়ক হিসেবে। এটি এই পূর্বানুমানের ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে ছিল যে এনলাইটেনড এবং পুনঃসংগঠিত ইসলাম, আদি ও আসল ইসলামই, বরং তার চেয়েও নিখাদ আর শক্তিশালী। তিনি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার নিয়ে আসেন, আল আজহার ইউনিভার্সিটি থেকে সেই স্পিরিট প্রচার করেন। তুমুল প্রতিরোধ সত্ত্বেও তার কর্মগুলো গভীর ও স্থায়ী ছাপ রেখে গেছে। কিন্তু ইতিহাসপরিক্রমার গতিশীলতা শুধু যে ক্রমাগত সমন্বয় প্রচেষ্টা দাবি করে তা-ই নয়, বরং সমন্বয় প্রচেষ্টায় নিয়োজিত শক্তিগুলোকেও অস্থিতিশীল করে ফেলে। জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অনেক অনুষঙ্গ দ্বিতীয় সারিতে চলে যায়। এ ক্ষেত্রে আধুনিকতার বাইরে নতুন কোনো মূলনীতি আসছে না, ফলে ইসলাম দৃষ্টিভঙ্গি ও কার্যক্রমের কার্যকর উৎস হয়ে উঠেছে। বাহ্যত প্রতিটি পরিবর্তন নতুন অর্থ নিয়ে আসছে। প্রতিটি পরিবর্তন এমন নতুনকে ধারণ করে, যা পুরাতনকে—অধিকতর ইসলামিক সেকেলে করে দেয়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এবং অন্যান্য উচ্চ সাংস্কৃতিক (high cultural) ধারাগুলো আদৌ বেঁচে থাকতে পারবে? ১৮০০ সালের পূর্বে গড়ে ওঠা ইসলামি উচ্চ সংস্কৃতির কোনো ধারা কি পৃথিবীর অপরাপর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যগুলোর পাশাপাশি নিখাদ সৃষ্টিশীলতা নিয়ে বেঁচে থাকতে পারবে? বলা হয় যে পৃথিবী 'ওয়েস্টার্নাইজড' হয়ে যাচ্ছে এবং যদি কোনো হেরিটেজ বেঁচে থাকে—সাথে আমাদের কেউও বেঁচে থাকে—সেটা পশ্চিম ইয়োরোপিয়ান হেরিটেজই হবে। মুসলিমরা কি পশ্চিমা হয়ে যাচ্ছে? হোক না সেটা কিঞ্চিৎ সেকেন্ড হ্যান্ড পশ্চিমা। এটা কি সত্য যে মুসলিম সমাজ নিদারুণ ক্ষতবিক্ষত এবং আধুনিকতার ছোবলে ক্রমে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে? ইসলামি অতীতের সাথে কী ধরনের সম্পর্ক সম্ভব এবং বাস্তববাদী মুসলিমদের কী ধরনের সম্পর্ক চর্চা করা উচিত? পশ্চিমা অতীতের সাথে সম্পর্কের সাথে এর তুলনা কেমন হতে পারে? ইতিহাস যদি স্থির হয়ে যেত, কিংবা অন্তত মধ্যযুগের গতিতে চলত, প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া খুব সহজ ছিল। কিন্তু আধুনিক প্রযুক্তি সবকিছু সহজ থাকতে দেয়নি। আধুনিকতার প্রাণভোমরাই হলো 'গতিশীলতা', এই মূলনীতি সমস্ত অতীতকে অস্বীকার করে, যদি না কোনোটা বেঁচে যায় এবং 'টেকনিক্যাল দক্ষতা' এর অবিচ্ছেদ্য উপাদানের অন্তর্ভুক্ত হয়।

অতীতের সাথে মুসলিমদের বিচ্ছেদ যত তীব্র, আধুনিক ইয়োরোপিয়ানদেরও অতটা নয়। এটি অতীতের প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে আকস্মিক বিচ্ছেদমাত্র নয়, বরং এই আকস্মিকতার মাত্রা খোদ ইয়োরোপে ফরাসি বিপ্লবের জন্য প্রয়োজনীয় আকস্মিকতার চেয়েও অনেক বেশি এবং আধুনিকতাকে নিজস্ব গতিতে চলমান থাকতে হলে যার বারবার পুনরাবৃত্তি প্রয়োজন। (কেউ তুর্কি টুপির উদাহরণ পেশ করতে পারে। উনিশ শতকের শুরুতে সুলতান মাহমুদ সব ধর্মের ওসমানি নাগরিকদের জন্য ফেজ টুপি বাধ্যতামূলক করেন এবং তিক্ত বিরোধিতার কবলে পড়েন। এক শতাব্দী পর মোস্তফা কামাল এর চেয়েও বড় প্রতিরোধের সম্মুখীন হন, যখন তিনি সে সময় প্রচলিত ফেজ টুপি হটিয়ে সেখানে হ্যাটের প্রচলন ঘটান। অবশেষে রিপাবলিকানিজমের জয় হয়।) অধিকন্তু, এটি নতুন ধারাগুলোর সাংস্কৃতিক প্রবণতাও বটে।

অনেক ক্ষেত্রে পরিবর্তনটা প্রকৃত অর্থে 'আধুনিকায়ন' নয়, যা পশ্চিমকে পরিবর্তন করে দিয়েছে; বরং আঞ্চলিক সংস্কৃতির 'পশ্চিমায়ন'। যেমন লেখ্য ভাষার বর্ণমালা হিসেবে (আরবিকে সংস্কারের পরিবর্তে)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অক্সিডেন্টাল হেরিটেজ আসার পূর্বেকার নিজস্ব ঐতিহ্যের পুনর্জাগরণ। তবে এটি নিছক জাতীয়তাবাদ ছিল না, বরং এ ছিল মৌলিক শিকড়ের অনুসন্ধান, যা মিসরীয় লেখক সমিতিকে তাদের কায়রো ক্লাবরুমে ক্লাউনকে তার নিখাদ শিল্প প্রদর্শনের আহ্বান জানাতে উদ্বুদ্ধ করেছিল, যে শিল্প তখন বিলুপ্তপ্রায়। শুধু সেসব অঞ্চলে টিকে ছিল, যেখানে তখনো রেডিও-সিনেমা পৌঁছেনি। লেখককুল অবশ্য তার উপস্থাপনায় তেমন আগ্রহ পায়নি। শুধু কয়েকজন নতুন কিছু করার আশা দেখেছে।

এক দিকে ইসলামি অতীতের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে, অপর দিকে অক্সিডেন্টাল অতীত গ্রহণেও গুরুতর প্রতিবন্ধকতা ছিল। প্রতিবন্ধকতাগুলোর একটি ছিল তীব্র মনোবেদনা, যা অবমূল্যায়ন করা অবশ্যই উচিত হবে না। ইসলামি অতীতের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের মনোবেদনা যেসব উপাদানের কারণে আরও গভীরতর হয়েছে, সেগুলো হলো মুসলিমদের বিচ্ছিন্নতা ইয়োরোপিয়ানদের চেয়ে অধিকতর বিধ্বংসী ফলাফল নিয়ে এসেছিল। সংক্ষুব্ধ হওয়ার পাশাপাশি তাদের অগ্রযাত্রা অতি ক্ষীণ ছিল—তা-ই নয় শুধু, বরং তাদের দুশ্চিন্তা ছিল আরও পশ্চাতে না চলে যায়! কিছু ক্ষেত্রে এর চেয়েও দুর্বিষহ ছিল পশ্চিমাদের লাগাতার অনুকরণের প্রয়োজনীয়তা। কারণ ইয়োরোপিয়ানদের অনুকরণের অর্থ শত্রুদের অনুকরণ, কাফেরদের অনুকরণ, ধার্মিক মুসলিমদের দৃষ্টিতে যা চরম পর্যায়ের অধর্ম এবং আল্লাহপ্রদত্ত বিশ্বব্যবস্থার বিকৃতি। সর্বোপরি এটি ছিল বিদেশিদের দখলদারত্ব, যা থেকে তারা অবশ্যই মুক্তি পেতে চাইবে।

অক্সিডেন্টাল ট্র্যাডিশনে সার্বক্ষণিক 'বিদেশি' অনুভূতির মর্মবেদনার চেয়েও মৌলিক কিছু সংকট ছিল। আরব যুবকদের জন্য আধুনিক টেকনিক এবং আধুনিক সাহিত্যের ভাষা ইংরেজি ও ফরাসি শেখা তো অবশ্যই উপকারী ছিল। কিন্তু সবচেয়ে চিন্তাশীল যুবকের জন্যও লাতিন শেখার মতো সময় ছিল না। কারণ, তাকে ক্ল্যাসিক্যাল আরবি শেখার জন্যও তো সময় বের করতে হবে। ইসলামি আকিদা-বিশ্বাসবিরোধী খ্রিষ্টীয় মিথ শেখার মধ্যে কোনো উপকারিতা অবশ্যই দেখতে পাচ্ছিল না। এক শতাব্দী আগেও পশ্চিমা জীবনধারার যেসব অনুষঙ্গ আধুনিক বলে বিবেচিত ছিল না, সেগুলোর সাথেও খাপ খাওয়াতে হচ্ছিল; শুধু প্রযুক্তি আর বিজ্ঞান নয়, বরং শিল্প ও লিপিপদ্ধতির সাথেও। প্রতিটি দশক অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে কাঠামো ও স্পিরিট—উভয় ক্ষেত্রেই

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রতীয়মান হবে; একমুখী বস্তুবাদী এবং শিকড়হীন পশ্চিমা সমাজ নিজেকে ও অবশিষ্ট পৃথিবীকে ধ্বংস করে দেওয়ার পূর্বেই (ইকবালের রচনাবলি প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে রচিত হয়েছিল)।

আল্লামা ইকবাল এ-ও পরিষ্কার করেছেন যে ইসলাম কেবল রি-ব্যালান্সিং বা পুনরায় ভারসাম্য আনয়নের ধর্ম নয়, বরং বিকাশমান সমাজ গঠনের চিরস্থায়ী উৎস, যা সংহতি ও সমৃদ্ধি ধরে রেখে প্রতিনিয়ত নতুন আঙ্গিকে পরিস্ফুট হবে। পশ্চিমের নৈতিক দেউলিয়াত্বের পর এই সমাজ অবশেষে পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হবে, এর সূচিত আধুনিকতাসমেত।

ইকবালের থিওরি বেশ চমৎকার এবং প্রলুব্ধকরও বটে। যে থিওরিগুলো পশ্চিমা জনগোষ্ঠীকে সুদূর লক্ষ্যপানে কাজ করতে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে, সেগুলোর চেয়ে বেশি ভুল নয়। তবে এতে ইতিহাসের ভুল নেই তা নয়, পশ্চিমা থিওরিগুলোর মতোই এতে ভুল রয়েছে। পশ্চিমে প্রশিক্ষিত ইকবালই শুধু ইতিহাসকে (পশ্চিমা থিওরিগুলোর মতো) প্রধানত ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করেন। যদিও তিনি পশ্চিম ইয়োরোপের পরিবর্তে ফোকাস করেছেন মধ্যপ্রাচ্যে। কিন্তু এর বাইরে অন্যান্য বৃহৎ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলোকে উপেক্ষা করেছেন, সবগুলোকে ধারণ করে ইতিহাসের এমন বৃহত্তর বয়ান উপেক্ষা করেছেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো ইসলামের ঐতিহাসিক ভূমিকার মূল্যায়ন এবং পশ্চিমের শিকড়হীনতার তত্ত্ব বিস্তারিত ও বাস্তবভিত্তিক পর্যালোচনায় গেলে টিকবে না। তিনি এ-ও দেখাতে ব্যর্থ হয়েছেন যে ইসলাম পশ্চিমের চেয়ে অধিকতর স্থায়ী নৈতিক ধারা বহন করে।

ইকবালের সমাধানও মুহাম্মদ আবদুহুর সমাধানের মতো ইতিহাসের গতিশীলতার মুখোমুখি। তাঁর অনুসারীদের অধিকাংশই অধিকতর মৌলিক ইসলামের ভেতরে আধুনিকতাকে খাপ খাওয়ানোর পরিবর্তে আধুনিকতার হাত ধরে নির্মিত পৃথিবীতে ইসলামের যথার্থ জায়গা খুঁজে বেড়ায় এবং এটিও ইসলামকে নিছক অস্পষ্ট সদ্‌গুণের সমাহার হিসেবে চিহ্নিত করার আশঙ্কা তৈরি করে। কারণ, ইসলামি ট্র্যাডিশনের সাথে যুক্ত ডিটেইলসগুলোকে ক্রমবর্ধমান হারে ঝেড়ে ফেলে দেয়।

কিছু গ্রুপ আল্লামা ইকবালের অ্যাপ্রোচ যতটুকু পাওনা, তার চেয়ে বেশি সিরিয়াসভাবে নিয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মওদুদির ভারতীয় ও পাকিস্তানি অনুসারীরা। মধ্যযুগীয় অক্সিডেন্টাল প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে মধ্যযুগের মুসলিম নৈতিকতার আলোকে আধুনিক শিল্পজীবন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বিজ্ঞানীদের চিন্তার নতুন ধারা দেখানোর চেষ্টা করেছেন, যা প্রাচীন গ্রিক চিন্তা থেকে বৈজ্ঞানিক চিন্তাকে আলাদা করেছে। অতঃপর আরব মুসলিমদের থেকে পশ্চিমের লাতিন তা গ্রহণ করেছে, অবশেষে আধুনিক বিজ্ঞানরূপে যা আত্মপ্রকাশ করেছে। তবে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওহিতে অন্তর্নিহিত নিগূঢ় বৈজ্ঞানিক মূলনীতিগুলো মানুষের বোধগম্য হতে সময় লেগেছে। ফলে, খোদ মুসলিমরাও ক্রমান্বয়ে তা আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে। ধীরে ধীরে তারা ধর্মতত্ত্ব ও ব্যবহারিক বিজ্ঞান—উভয় ক্ষেত্রে এর আকর অনুষঙ্গগুলো বের করে এনেছে। পরবর্তী সময়ে আরবি থেকে অনূদিত হয়ে তা অক্সিডেন্টে যায়, পরিপুষ্ট হয়। অক্সিডেন্টালদের হাতে যাওয়ার পর এর সমৃদ্ধির গতি দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। ফলে গোটা আধুনিকতাই—এর র‍্যাশনালিটিসমেত—আদতে ইসলামের ফসল।

তবে ইকবাল উল্লেখ করেছেন যে ইসলামের বীজতুল্য মূলনীতিগুলোর দ্রুত উন্নয়নে অমুসলিমদের ভূমিকা বেশি এবং তাঁর মতে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওপর নাজিলকৃত ওহির আরেকটি দিক অক্সিডেন্ট গ্রহণ করতে পারেনি, যদিও তা সমান গুরুত্বপূর্ণ। তা হলো ঐশ্বরিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং বিশ্বব্যন্ধনী সমাজের প্রবহমানতার মূলনীতি। অর্থাৎ সব সময় ঐশ্বরিক বিধানের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা মানবসমাজ চলমান থাকবে, তা। এ ধারায় সর্বশেষ সমাজ—ইসলাম, যা শুধু আধুনিক বিজ্ঞানের সূচনাই করেনি, বরং অকল্পনীয় দ্রুততায় গোটা পূর্ব গোলার্ধজুড়ে নিজেকে মেলে ধরতে সক্ষম হয়েছে, আন্তজাতীয় সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের এমন জাল গড়ে তুলেছে, যা সুদৃঢ় সাম্যবাদ ও ইনসাফবোধের ওপর ভিত্তিশীল। নবুয়াতের সমাপ্তি খোদ ভবিষ্যৎ মানবজীবনের সমস্ত দিকের একটি স্থায়ী ভিত্তি, যা ঐতিহাসিক বাস্তবতাও বটে। অর্থাৎ ইসলাম একই সাথে গতিশীলতা ও নিরবচ্ছিন্নতার মূলনীতি ধারণ করে। গতিশীলতার মূলনীতি থেকে জন্ম নিয়েছে আধুনিক বিজ্ঞান। দুই মূলনীতিকে পরস্পর ভারসাম্য বজায় রেখে চলতে হবে। উন্নয়নের কোনো স্তরে গতিশীলতার মূলনীতি লাগামহীন হয়ে গেলে এমন সমাজ তৈরি করতে পারে, যা ঐশ্বরিক চূড়ান্ত সত্যের ওপর কম নির্ভরশীল। কিন্তু পর্যায়ক্রমে যে সমাজের প্রকৃত ঐশ্বরিক শিকড় রয়েছে, তা বিজয়ী হবে এবং উন্নয়নের পরিক্রমায় ভারসাম্য আনয়ন করবে। তিনি আশাবাদী ছিলেন যে যথাসময়ে এই নীতি সত্য

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বেঁচে থাকা তখন ক্রমান্বয়ে অনেক কিছুর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। যেমন স্কুলের কারিকুলাম, রেডিও সম্প্রচার এবং আরও অনেক। কিন্তু সংকটের মূল বিষয়টা পশ্চিমে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল; কারণ, আধুনিকতার উদ্ভব ঘটেছিল পশ্চিমের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে, যেখানে ফরাসি বিপ্লবের সাথে কখনোই তীব্র বিচ্ছিন্নতা ঘটেনি, বাস্তবে কোনো বিচ্ছিন্নতাই ঘটেনি এবং আধুনিকতা এখনো যেসব বৈশিষ্ট্য ধারণ করে, তার অনেকগুলোই মধ্যযুগীয় পশ্চিমা জীবনধারা থেকে নেওয়া। কিন্তু মুসলিমদের সংকট অনুসন্ধান করতে গেলে বলতে হয়, সেখানে বিষয়গুলো অনুপস্থিত।

এই প্রশ্নও উত্থাপিত হচ্ছে যে আদৌ ইসলামি হেরিটেজ টিকে থাকতে পারবে কি না, যদি না তা স্থানীয় কোনো রং ধারণ করে। যেমন স্থানীয় কুসংস্কার, শিশুদের খেলা (শিশুদের স্মৃতিকে মনে করা হয় নিজ সমাজের অতীতের আয়না) কিংবা নিদেনপক্ষে বিশেষ ছুটির দিনের ভোজ উৎসব এবং এখনো এ কথা বলা চলে না যে মুসলিম সমাজগুলোতে স্বাতন্ত্র্য নেই। বরং ধর্মীয় রীতিনীতি বাদ দিলেও বহু জায়গায় এখনো জনসাধারণ—আধুনিকতার প্রভাবে যাদের অর্থনৈতিক জীবন মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়েছে—বাসভ্রমণ আর মুভি দেখার বাইরে ট্রান্সফরমেশনের অন্য কোনো 'বিবর্তন' গ্রহণ করেনি। তবে যে দুটি বিষয় তারা গ্রহণ করেছে, সেগুলো অধিকতর পরিবর্তন বয়ে আনার অনুকূল ছিল। যে মুভিগুলো তারা গ্রহণ করেছে, সেগুলোর কিছু হয়তো প্রাচীন আরব কিংবা মোগল সাম্রাজ্যের মহিমাকীর্তন করেছে, তবে তা ঠিক সেভাবে, যেভাবে হলিউড মুভিগুলো বাইবেলের ঘটনা কিংবা ক্রুসেডের চিত্রায়ণ করে থাকে। প্রকৃত অর্থে সাংস্কৃতিক নিরবচ্ছিন্নতা সংরক্ষণে এগুলোর ভূমিকা খুবই কম এবং যেখানে পূর্বের জীবনধারা হারিয়ে গেছে, নতুন ধারা গড়ে উঠেছে, বলা বাহুল্য সেগুলো আধুনিকতার স্পিরিট থেকেই গড়ে উঠেছে। প্রাচীন জীবনধারা হারিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও নবতর জীবনধারাগুলোতে সেখানকার মুসলিম জনগোষ্ঠীর স্বাতন্ত্র্যের ছাপ ছিল। যেমন মিসরীয় অফিসগুলোতে যেভাবে কোকাকোলার আবির্ভাব, তা একই সাথে 'আধুনিক' এবং 'মিসরীয়'। যদিও তা ইসলামি সভ্যতার ঐতিহ্য সংরক্ষণে প্রকৃত অর্থে কোনো ভূমিকা রাখেনি।

চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের মৌলিক প্রশ্ন এই নয় যে আমাদের সময়ের বয়ে আনা সমুদয় পরিবর্তন সত্ত্বেও জাতীয় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য টিকে থাকতে পারবে কি না; বরং প্রশ্ন হলো নন্দনশিল্প, বর্ণমালা, ধর্ম, আইনি প্রতিষ্ঠান

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হলো, তা ভিন্ন আলোতে দেখা হতে পারে। পশ্চিম ও ইসলামি ভূখণ্ডসমূহের বাস্তব সমস্যাবলির মাঝে অস্বাভাবিক সাযুজ্য রয়েছে, যা সৃষ্টি হয়েছে বৈশ্বিক-সর্বজনীন ঘটনারূপে গ্রেট ট্রান্সফরমেশনের বাস্তবায়ন থেকে। বিশেষত গ্রেট ট্রান্সফরমেশন সমস্ত সংস্কৃতির জন্যই 'টিকে থাকার সংগ্রাম' তৈরি করেছে, তা থেকে। টিকে থাকার হুমকির ওপর যত বেশি জোর দেওয়া হয়েছে, অ-পশ্চিমা ভূখণ্ডগুলো ট্রান্সফরমেশনের 'বিবর্তনীয়' দিক—কিংবা সুবিধা প্রদানকারী দিকগুলো—তত বেশি সফলভাবে আত্মস্থ করেছে।

উদাহরণত, মিসর ও যুক্তরাষ্ট্রের স্কুলগুলোর সমস্যা একই রকম। একটি সুমহান ঐতিহ্যপূর্ণ নাগরিক দায়িত্ববোধসম্পন্ন বৃহৎ ভোক্তাশ্রেণির নিকট কীভাবে পরিবাহিত হবে, যা একই সাথে 'টেকনিক্যাল অ্যাজ' -এর চাহিদাও পূরণ করবে। কারণ, টেকনিক্যাল চাহিদাগুলো শুধু গণিত আর প্রাকৃতিক বিজ্ঞান অধ্যয়নেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং ক্রমর্ধমান হারে আসা তথ্যাবলিকে সুবিস্তৃত পরিসরে আত্তীকরণও। এখানে অত্যন্ত বৈচিত্র্যময় ক্ষেত্রসমূহে বিবাদীদের কর্তৃত্বের (authority) দাবিদাওয়ার ফায়সালা করার ক্ষমতা থাকতে হয়। ফলে এ-জাতীয় শিক্ষার ধরন সর্বত্র একই হয়, শিক্ষকদের রিসোর্সগুলোও অনুরূপ হয়। অনেক শিক্ষকই এ ক্ষেত্রে ধ্রুপদী জ্ঞানগুলোর জন্য কোনো জায়গা দেখতে পান না। যেমন চিত্রাঙ্কনের ক্ষেত্রে—বাস্তবতার রীতি উপলব্ধি কীভাবে করবে, তা একটি প্রশ্ন। বিশ শতকের জ্যামিতি আর বিমূর্ত ধারা প্রাচীন ধারাগুলোর সাথে খুব কমই সম্পর্ক রাখে এবং সর্বত্র 'জাতীয়তাবাদের' ভগ্নাংশ হিসেবেই ব্যবহৃত হয়। একজন আমেরিকান বালকের দেয়ালে ইতালিয়ান রেনেসাঁর চিত্র আর জাপানি টুকুগাওয়া চিত্র পাশাপাশি টাঙানো থাকে, সমান জায়গাজুড়ে। কিন্তু ইতালিয়ান রেনেসাঁর চিত্রগুলো 'তার নিজস্ব', জাপানিগুলো 'বিদেশি' ও 'বহিরাগত'। বিষয়টি সে কোত্থেকে, কীভাবে জানল?

চার্চে খ্রিষ্টানরা এই ভাবনায় নিমজ্জিত—ধর্মের দ্বিমুখী প্রান্তিকীকরণ সংকট কীভাবে কাটিয়ে ওঠা যায়। এক দিকে ধর্ম 'আত্মিক প্রশান্তির' উপায়, অপর দিকে ধর্ম দুই বিলিয়ন টেলিভিশন সেটের বিরাগ থেকে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'সাম্প্রদায়িক' আশ্রয়ের উপায়।[৪১] ইসলাম একই রকম উভয়সংকটের মুখোমুখি হয়েছে। এক পক্ষের জন্য ইসলাম নিছক অস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত কিছু সদ্‌গুণের সমাহার, অপর পক্ষের দৃষ্টিতে ইসলাম আধুনিকতা ও পশ্চিমের সমস্ত সীমা লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের দেয়াল। কিছুদিন ধরে বলা হচ্ছে, বস্তুবাদ ও নাস্তিকতা প্রতিরোধে কয়েকটি ধর্মের সম্মিলিত শক্তি গঠন দরকার। চিন্তাটি এখনো অপরিপক্ব। কারণ, আধুনিক ব্যক্তির সাথে কীভাবে বোঝাপড়া করতে হবে, এ ব্যাপারে ধর্মের নির্দেশনা কী, তা আগে শিখতে হবে এবং এ ক্ষেত্রেও ধর্মগুলোর একটি সমন্বিত মেথড লাগবে।

এই প্রশ্ন উত্থাপন করা যেতে পারে যে পশ্চিম ইয়োরোপিয়ান সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ—চাই ক্যাথলিক হোক, প্রোটেস্ট্যান্ট হোক, কিংবা ইহুদি—যারা জীবনের সর্বক্ষেত্রে সাধিত গতিশীলতা থেকে সৃষ্ট প্রায়োগিক যুক্তিবোধের মোকাবিলায় কীভাবে টিকে থাকবে, এই নিয়ে উদ্বিগ্ন, তাদের কেউ কি এই দাবি করতে পারে যে তাঁরা মুহাম্মদ আবদুহু বা ইকবালের চেয়ে শক্তিশালী কোনো নীতিমালা পেয়ে গেছেন? বলা যেতে পারে যে পশ্চিমে তুলনামূলক সহজ ট্রানজিশন আমাদের বিচ্ছিন্নতা ও নিরবচ্ছিন্নতার বিষয়টি আড়াল করে ফেলেছে, পরিবর্তনের অভিজ্ঞতাটাকে তুলনামূলক কম বেদনাদায়ক বানিয়েছে, পুরোপুরি উপশম করতে পারেনি। ইসলামের নিরবচ্ছিন্নতার সংকটের দিকে তাকালে পশ্চিমারা তাদের নিজেদের সমস্যা উপলব্ধি করতে পারবে। ইতিহাস যত দ্রুতগতিসম্পন্ন হবে, পশ্চিমারা নিজেদের সংকট নিয়ে তত বেশি সচেতন হতে শুরু করবে।

সবশেষে, আমাদের এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ থাকা উচিত নয় যে অতীতের সাথে সম্পর্ক ছিন্নকরণের সংকট একটি সর্বজনীন সংকট, এককভাবে কোনো জনগোষ্ঠী তা সমাধান করতে পারবে না—পশ্চিমা

---

[৪১] লেখক যে সময়ের কথা বলছেন, তখন খ্রিষ্ট সমাজেও টিভি ধর্মহীনতার উপকরণ হিসেবে বিবেচিত ছিল। একদিকে ধর্ম নিছক আত্মিক প্রশান্তি দেয়, যার বাস্তব কোনো ভূমিকা নেই। অপর পক্ষে ধর্ম টেলিভিশনের বাস্তব 'হুমকি' থেকে সুরক্ষা দেয়।

-রাকিবুল হাসান

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
গড়ে তুললে যেমন হতো, সে আদলে শিল্পায়নের রূপরেখা দাঁড় করানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে। শোষণমূলক সুদ ছাড়া বিনিয়োগ পদ্ধতি গড়ে তোলার চেষ্টা চালাচ্ছে, যা মধ্যযুগের ওয়াকফ এবং মধ্যযুগের পার্টনারশিপ নীতিমালার চেয়ে আলাদা। তারা আধুনিক আইনি কাঠামোর মারপ্যাঁচের সুবিধা নিতে আগ্রহী, পক্ষপাতদুষ্ট ভাড়াটে আইনজীবীদের ছাড়াই। পরিবর্তে তারা মধ্যযুগের মুফতি—বিচারকদের পক্ষপাতহীন আইনি উপদেষ্টা—ও ফাতাওয়া পদ্ধতি অনুসরণ করতে চায়। ভারতীয় ইসলামি ধারায় তাঁর অনেক পূর্বসূরি রয়েছে, যাদের ব্যাপারে তিনি পূর্ণ সচেতন। তারা চরম প্রতিকূল বাস্তবতায় একটি ইসলামি আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট ছিলেন। উদাহরণত আহমদ সরহিন্দির কথা উল্লেখ্য। আদর্শ ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতি এমনকি মৌখিক আনুগত্য প্রকাশেও অনীহ মুসলিম সম্রাট আকবরের কর্মকাণ্ডে তিনি সংক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। অপরাপর সুফিদের মতোই (তাদের অনেকেই কোনো শাসকের সাথে যেকোনো ধরনের আঁতাতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল) তাঁর প্রধান আপত্তি ছিল সহসাই মুসলিম সামরিক শাসকদের ইসলামের মৌলিক নীতিমালাসমূহ—যেমন সাম্য, ইনসাফ এবং শরিয়াহ আইন—থেকে চরম বিচ্যুতি। শাহ ওয়ালি উল্লাহ দেহলভি আঠারো শতকের শেষ দিকে মুসলিম ক্ষমতার অধঃপতন নিয়ে বিশেষভাবে চিন্তিত ছিলেন, ফলে মুসলিম শাসনাধীনে একটি স্বাস্থ্যকর সামাজিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট ছিলেন। তিনি মনে করতেন, এ ক্ষেত্রে ইসলামই সবচেয়ে ভালো আদর্শ। উভয় ঘটনায়ই তাঁদের নিখুঁত ইনসাফের ধারণা থেকে আশপাশের বাস্তবতা যোজন যোজন দূরে দেখতে পাচ্ছিলেন, যেমন পেয়েছিল মওদুদির সময়ে।

কিন্তু দুই ঘটনায়ই তাঁদের প্রস্তাবিত সংস্কার মওদুদির প্রস্তাবনার চেয়ে অনেক কম উচ্চাভিলাষী এবং চাঁছাছোলা ছিল, বাস্তবে সর্বোচ্চ যতটুকু চাইতে পারতেন—জীবনের সেসব অনুষঙ্গে মুসলিম আইন বলবৎ করা যেগুলো চিরায়তভাবে ইসলামি আইনের জন্যই সংরক্ষিত এবং শাসকের ক্ষমতাচর্চায় অধিকতর বিশুদ্ধতা। পক্ষান্তরে মওদুদির আন্দোলন সমাজের সমস্ত প্রতিষ্ঠানে মৌলিক পরিবর্তন প্রস্তাব করেছিল, এমনকি রাষ্ট্রের সংবিধানেও। কারণ, তাঁর সময়ে ইতিহাসে গতি এই সবগুলো বিষয়কে গুরুতর প্রশ্নের সম্মুখীন করেছিল। সদ্য জন্ম নেওয়া পাকিস্তান এক বেসিক ল থেকে আরেক বেসিক ল-এ গিয়েছে। সে ক্ষেত্রে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের আমূল পরিবর্তনের প্রচেষ্টা চালানোর যথেষ্ট যুক্তি ছিল।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইতিহাসের গতিশীলতার কারণে মওদুদি তাঁর পূর্বসূরিদের চেয়ে ঢের বেশি আশা করতে পারতেন এবং করেছেনও বটে।

তবে মওদুদির বাস্তব ফলাফল আহমদ সরহিন্দি এবং শাহ ওয়ালি উল্লাহর চেয়ে অনেক কম ছিল। ইতিহাসের যে চাপ সম্পূর্ণ নতুন ধারার রাষ্ট্রীয় সংবিধান প্রণয়নে তাড়িত করেছে, ঠিক সেই চাপই ইসলামের ভিত্তিতে সংবিধান প্রণয়নের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছে। মওদুদি এবং তাঁর সহকর্মীরা আধুনিক বিশ্বের জটিলতা সম্পর্কে খুব কমই সচেতনতা প্রদর্শন করেছেন। তাঁদের পথ-পদ্ধতি মুসলিম আইনের স্বাভাবিক নিরবচ্ছিন্নতার পথ দেখিয়ে থাকতে পারে, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, আধুনিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জালে আবদ্ধ পৃথিবীতে সেগুলো কীভাবে বাস্তবায়িত হবে, কীভাবে উন্নতি করবে—তা দেখানো বাকি ছিল। আরও পরিষ্কারভাবে বলতে গেলে—সেগুলো বাস্তবায়ন করতে গেলে কমিউনিজমের মতো দোর্দণ্ড বিপ্লব দরকার ছিল, যা প্রাচীন ইসলামকে দুমড়েমুচড়ে দেবে। মওদুদির প্রস্তাবনার বাস্তব ফলাফলের সবচেয়ে প্রকট প্রদর্শনী ঘটেছে বিধর্মীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত দাঙ্গায়। এটি অবশ্যই মওদুদির ভুল নয়, বরং ইতিহাসের উত্তেজনাকর সময়ের ভুল, যে সময় তাঁর উচ্চাশাকে সম্ভবপর করে তুলেছিল।

চিন্তাশীল মুসলিমদের ক্ষোভ

দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজের ভবিষ্যৎ স্পিরিটের শিকড় গাড়তে নির্ভরযোগ্য কোনো জমিন প্রস্তুত করার পরিবর্তে ইসলাম অতীতের আলোকে নিজের আত্মপরিচয় নির্ধারণে নিমগ্ন ছিল। সামাজিক আনুগত্য এবং ঐতিহাসিক আত্মচেতনার নির্ভরযোগ্য বিন্দু হিসেবে এটি খুবই শক্তিশালী, বরং 'সহিংসভাবেও' শক্তিশালী। নৈতিক অবস্থান নির্ণয়ে যুক্তিবোধের উৎস এটি এবং স্বাভাবিকভাবেই নারী-পুরুষের পর্দা, জন্মনিয়ন্ত্রণ এবং কাফেরদের অবস্থান ইত্যাকার বিষয়ে বিতর্কের উর্বর উৎস। 'ইসলামি সভ্যতার' অনেক সমস্যা ছিল, সত্য। কিন্তু পশ্চিমা সভ্যতা এর জায়গা দখল করতে পারেনি। অধিকাংশ ইসলামি ভূখণ্ডে ইসলাম এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সাংস্কৃতিক হেরিটেজ চিন্তাশীল ব্যক্তিদের পশ্চিম বিমুখতার উপাদান জুগিয়েছে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এগারো

বৃহৎ পরিসরে ঐতিহাসিক অনুসন্ধানে বস্তুনিষ্ঠতা; সীমাবদ্ধতা ও করণীয়

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা ইতিহাসের তুলনামূলক পরস্পর-সম্পর্কিত ঘটনাবলি বিশ্ব ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে গবেষণা করার চেষ্টা করেছি। এই প্রচেষ্টায়—ইতিহাস অনুসন্ধানে যেসব সমস্যা খুবই কমন, আমরা সেগুলোর মুখোমুখি হয়েছি। বিশ্ব ইতিহাসের প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গি কী, তা বাতলাতে গেলে ইতিহাসকেন্দ্রিক চিন্তার সমস্ত ক্ষেত্রে এর কুপ্রভাব পড়বে, এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই। এই শেষ অধ্যায়ে আমরা দেখব যে আন্ত-আঞ্চলিক ইতিহাসের চাহিদা হচ্ছে—ইতিহাসকেন্দ্রিক এর নিজস্ব চিন্তা থাকা। তবে আমরা এর চেয়েও একধাপ এগিয়ে যাব। আমাদের প্রস্তাবনা হলো এর জন্য যে চিন্তাধারা প্রয়োজন, সেগুলো নিছক ইতিহাস গবেষণার সাথে সম্পৃক্তই নয়, বরং হিস্ট্রিক্যাল ডিসিপ্লিনের মূল। সে দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্ব ইতিহাস—যা আন্ত-আঞ্চলিক ইতিহাস হিসেবে পরিচিত—অবশ্যই ইতিহাসকেন্দ্রিক পেশাবৃত্তির মূল বুদ্ধিবৃত্তিক কাঠামো গড়ে দেয়।

এখন পর্যন্ত প্রচুর গবেষণা হয়েছে। এতৎসত্ত্বেও ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান চাহিদার তুলনায় অনেক কম, যেহেতু আমরা মানবজাতি সম্পর্কে আমাদের ভিশন গঠন করতে চাই এবং এর সমালোচনা করতে চাই। এটি একটি বৃহৎ কর্ম। আমরা আমাদের অব্যবহিত ব্যাকগ্রাউন্ড এবং এটি কীভাবে আমাদের গঠন করেছে, তা জানতে চাই, পরস্পর থেকে ব্যাপক ভিন্ন জনগোষ্ঠীর অতীত সম্পর্কে জানতে চাই, যেন তাদের প্রতিও আমাদের সহমর্মিতা বিস্তৃত করতে পারি। গুরুত্বপূর্ণ এসব স্বার্থ আমাদের পৃথিবীর নানা ঘাটের জল খাইয়েছে। ইতিহাসের কুশলতা এবং কল্পনাপ্রবণতার সাথে পরিচিত করিয়েছে—কীভাবে এমন দিব্যজ্ঞান

AI CAMERA
Shot by narzo 50i
আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তৃতীয় অধ্যায়

দ্য ডিসিপ্লিন অব ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দেয়। এই বিষয়গুলো প্রতিরোধে মুসলিমদের ক্ষোভ অন্যান্য কারণেও বৃদ্ধি পেয়েছে ঐতিহ্য বিচ্ছিন্নতা, যা আধুনিকতার ধ্বংসাত্মক প্রভাব, পশ্চিম ও তাদের মধ্যকার বিভাজনের ক্রমবর্ধমান দেয়াল থেকে সৃষ্ট। ঘটনাবলির গতিবৃদ্ধির ফলে বিভেদের দেয়ালও শক্তিশালী হচ্ছে। সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের লালিত মূল্যবোধগুলো রক্ষার সম্ভাবনা মনে হচ্ছে ক্ষীণ।

ঐতিহ্য রক্ষার সংকটে ইসলাম ও পশ্চিমের সাদৃশ্য

এখনো কারও কারও ধারণা যে আধুনিক জীবনের জন্য (কিংবা নিদেনপক্ষে আধুনিক জীবনের যা কিছু ভালো, তার জন্য) অক্সিডেন্টের দীর্ঘ লালিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যচর্চা অপরিহার্য, এমনকি খ্রিষ্টবাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যও। বাদবাকি জনগোষ্ঠীর এতে তাদের সাথে যুক্ত হতে হবে, এমনকি পশ্চিমে থাকা ইহুদিরাও। কিন্তু বৈশ্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে এ-জাতীয় প্রস্তাবনা মৌলিক কিছু প্রশ্নের অবতারণা করে। নিছক বহির্জাগতিকতা, বৈদেশিকতা আর পশ্চিমের শত্রুতাই মুসলিমদের নিজ অঞ্চলে যেকোনো ধরনের পশ্চিমায়ন প্রতিরোধে উদ্বুদ্ধ করেনি, বরং আধুনিকতার সাথে অক্সিডেন্টাল অতীতের সংযোগ কী, খোদ ওয়েস্টের ভেতরে—এ-সম্পর্কিত অস্পষ্টতাও একটি বড় প্রতিবন্ধকতা। বস্তুত, ইসলামের সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতা পশ্চিমের সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। বরং এই প্রশ্ন উত্থাপিত হচ্ছে যে প্রাচীন সভ্যতাগুলোর কোনোটাই কি শক্তিশালীরূপে বেঁচে থাকতে পারবে? এমন কোনো আলামত কি দেখা যাচ্ছে? (নিছক আধুনিকতার ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে বিবেচিত হওয়ার বাইরে? যেমন সুমেরিয়ান সভ্যতা। আধুনিকতাবাদীরাও একে আধুনিকতার সূচনালগ্ন হিসেবে স্বীকার করে, কিন্তু তা সুমেরিয়ান সভ্যতার বেঁচে থাকা নিশ্চিত করেনি।) অনেকেই মনে করেন 'পশ্চিমা সভ্যতার ভবিষ্যৎ' নিয়ে ক্রমাগত যে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়, তা অজ্ঞতাপ্রসূত। বরং বিষয়টি উল্টো কি না, ছলনাপূর্ণ কি না, তা-ই ভাবনার বিষয়।

এ-জাতীয় প্রশ্নের দীর্ঘ আলোচনার অবতারণা করার সুযোগ নেই। কিন্তু অবশ্যই একটু টাচ দিতে হবে, নয়তো মুসলিমদের সম্পর্কে যা বলা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

AI CAMERA
Shot by narzo 50i

উৎপাদন করা যায়, যা একই সাথে পরিসীমার বিচারে বিস্তৃত এবং মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকেও অর্থবহ; গতানুগতিক পাঠ্যবই আর সার্ভের মতো নয়। পাশাপাশি প্রতিটি উৎকর্ণ ব্যক্তি, প্রতিটি সক্রিয় সামাজিক গ্রুপ, চাই ধর্মীয় হোক বা রাজনৈতিক, সামগ্রিকভাবে ইতিহাসের নিজস্ব উপলব্ধি তৈরি করতে চায়, সময় ও স্থানের ঊর্ধ্বে গিয়ে নিজস্ব ঝোঁক-প্রবণতাগুলোকে একটি সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করতে চায়। ইতিহাসের এই উপলব্ধি বুঝতে হলে অথবা এর সমালোচনা করতে হলে আমাদের অবশ্যই ইতিহাসের মৌলিক স্টাডিগুলোর দিকে তাকাতে হবে। কারণ, এ-জাতীয় স্টাডির কাজই হচ্ছে ইতিহাসের পরিক্রমা সম্পর্কে আমাদের ধারণাগুলোকে সুনিয়ন্ত্রিত করা, কিংবা অন্তত ভুলের সংখ্যা কমিয়ে আনা। কিন্তু এর জন্য ফ্যাকচুয়াল (বাস্তবভিত্তিক) ও থিওরিটিক্যাল (তাত্ত্বিক) যে বনিয়াদি কাজ দরকার, তা এখনো হয়নি। বর্তমান পৃথিবীতে—যেখানে ভিন্ন ভিন্ন ঐতিহাসিক ব্যাকগ্রাউন্ডের জনগোষ্ঠীকে (ইয়োরোপিয়ান, ইন্ডিয়ান, মুসলিম, চায়নিজ) একত্রে বসবাস করতে হবে এবং হিউম্যানিটির যৌথ বোঝাপড়া তৈরি করতে হবে, সেখানে আমাদের জ্ঞানের দৈন্য বছর বছর অধিকতর বেদনাদায়ক হয়ে উঠছে। আমরা একে অন্যকে কমই চিনি, এ ক্ষেত্রে ইতিহাসবিষয়ক জ্ঞানকাণ্ড ক্রমান্বয়ে স্বীয় দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয়ে উঠবে এবং আমাদেরকে আমাদের নিজেদের ও প্রতিবেশীদের সম্পর্কে দরকারি দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করবে মর্মে আশাবাদী।

এটি স্বতঃসিদ্ধ যে ইতিহাস অধ্যয়ন এখনো শিশুকাল অতিক্রম করেনি। ফলে এই আশা করতে পারি না যে অতীতের মেথডগুলোর হালকাপাতলা বিস্তৃতির মাধ্যমেই জ্ঞানকাণ্ড বিনির্মাণ পূর্ণাঙ্গ হয়ে যাবে। ইতিহাসবিদদের দায়িত্ব গুরুভার, সুদূরপ্রসারী। বিস্তৃত বিষয়াবলি অনুসন্ধান এবং অনুসন্ধানকর্মের উপযোগী জোগাড়যন্ত্র বাদে যা আবিষ্কার সম্ভব নয়। সহজ কর্ম নয়, নিঃসন্দেহে। আবার শুরু করাও দরকার বটে।

2023/12/16 15:06

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জনগোষ্ঠীও না। প্রতিটি ভূখণ্ডে সশস্ত্রীকরণ এবং এর সাথে আসা অপ্রয়োজনীয় সামরিকীকরণ সমস্যার ক্ষেত্রেও এই মূলনীতি। কারও কারও ধারণামতে, বৃহত্তর সামাজিক দায়িত্বশীলতার অনুভূতি গড়ে তোলা এবং ক্রমবর্ধমান অপরাধপ্রবণতার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। ক্রমান্বয়ে ধর্মতত্ত্বের ক্ষেত্রেও এটি সত্য হয়ে উঠবে। আদি সত্যই আমরা সম্মিলিতভাবে প্রশ্নগুলো সমাধা করতে চাই; ইয়োরোপিয়ান, মুসলিম, হিন্দু, চায়নিজ—সবাই একসাথে, তাহলে চিন্তাশীল পশ্চিমা ব্যক্তিবর্গের আধুনিক ট্রান্সফরমেশনের সৃষ্ট সমস্যাগুলোকে নিজেদের সমস্যা হিসেবেও উপলব্ধি করতে শিখতে হবে এবং তা অতিক্রমের চেষ্টা করতে হবে এবং অপরাপর ঐতিহ্যের চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গকেও পশ্চিমের অপরাধ ক্ষমা করে দিতে হবে, যৌথ সংকট মোকাবিলায় তাদের অংশীদার হিসেবে গ্রহণ করে নিতে হবে। কারণ, আধুনিকতা পুরোপুরি অক্সিডেন্টাল ধারার ফল নয়, প্রতিটি ভূখণ্ড নিজস্ব ধারায় এই পুলসিরাত অতিক্রম করতে পারবে, তা-ও নয়। আমাদের বিশ্ব ইতিহাসে এটি একটি সর্বজনীন ঘটনা, একসাথে আমাদের যার মুখোমুখি হতে হবে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইসলামি ঐতিহ্য এবং আধুনিকতার দাবি—দুইয়ের মধ্যকার দ্বন্দ্ব এখনো অমীমাংসিত। মিসরে মুহাম্মদ আলীর সময় থেকে সংঘাতটা এ রকম—ইসলামপন্থি প্রাচীন পক্ষের ভেতর স্থবিরতা এবং গোঁড়ামির প্রবণতা দেখা যায়; আধুনিকতাপন্থি ইসলামিস্টদের ভেতর দেখা যায় অতিমাত্রায় অনুকরণপ্রিয়তা এবং অনিশ্চয়তা, ক্ষেত্রবিশেষে পুরোপুরি অসহ্য, সর্বোপরি কোনো আশার আলোহীন। ইতিহাসের পরিবর্তন-চাপ যত বাড়ে, ফলাফল তত বেশি বিস্ফোরক হয়ে ওঠে, যদি না কোনো নতুন সাংস্কৃতিক নীতির বিকাশ ঘটে।

কখনো মনে হয় চিন্তাশীল ব্যক্তিদের আশা-প্রত্যাশার মানদণ্ড এবং আত্মপরিচয়ের উৎস হিসেবে যা কাজ করছে, প্রাচীন মানদণ্ডে বিচার করলে তা কোনো হেরিটেজ ছাড়াই কাজ করছে। তাদের এ-জাতীয় মানদণ্ড মধ্যযুগের কোনো ধর্ম বা সভ্যতার সাথে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত নয়। পরিবর্তে এর আপ্তবাক্য হবে 'প্রগতি' এবং এর টেকনিক্যাল উদ্ভাবন অনুপাতে স্বকীয় নীতিনৈতিকতার উদ্ভব ঘটবে। এটি হয়তো 'সাহসী নতুন বিশ্ব' গড়ে তুলতে চাইবে, এটি হয়তো কমিউনিস্টদের মতো সমস্ত প্রাচীন সভ্যতাকে মূল্যবান কিন্তু নির্জীব জাদুঘরের দর্শনীয় উপাদানে পরিণত করবে কিংবা এটি সম্পূর্ণ ভিন্নমাত্রিক পূর্বানুমানের ওপর গড়ে উঠবে; কী ঘটবে তা এখনো অনাবিষ্কৃত।

ইতিহাসের গতিবৃদ্ধি চিন্তাশীল মুসলিমদের দ্বিমুখী প্রভাবের মাঝখানে এনে দাঁড় করিয়েছে। এক দিকে তাদের এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি করেছে তা চরম সংক্ষুব্ধকারী, যেখানে তারা খোদ পশ্চিমাদের চেয়েও মারাত্মক শিকড়হীনতার শিকার হয়েছে। অবশ্য কমবেশি 'ক্ষতিপূরণও' প্রদান করেছে, ইতিহাস-অভিজ্ঞতার ঝুলিতে কিছু অর্জন যুক্ত হয়েছে। আত্মপরিচয়ের মাধ্যম হিসেবে তাদের ইসলামি ঐতিহ্যের পুনরাবির্ভাব এবং পুনর্ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা তৈরি করেছে, যা ছাড়া তারা নির্ভরযোগ্য ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে অক্ষম। কিন্তু ইতিহাসের গতিবৃদ্ধির এই ঘটনাই আধুনিকতার ওপর ভিত্তি করে ইসলামি হেরিটেজের উন্নয়নের পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে। কারণ, আধুনিকতা সর্বদা প্রায়োগিক বিষয়াদিকে (Technical considerations) প্রাধান্য দেয়, আধুনিকতার সাধারণ প্রবণতা হলো সুনির্দিষ্ট জীবনধারার প্রাসঙ্গিকতা পরিবর্তন করে দেওয়া এবং তা ঝাপসা করে ফেলা—যা সব ধরনের ঐতিহ্যের গুরুত্ব হ্রাস করে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আলাদা অঞ্চল গড়ে তোলার প্রচেষ্টা অনেক বেশি পরিমাণে অতীব গুরুত্বপূর্ণ অমীমাংসিত লেজ তৈরি করে। ফলে পশ্চিমা অ্যাপ্রোচের সমাধান এই নয়—পশ্চিমা অ্যাপ্রোচের ধারায় বিশ্ব ইতিহাসের গোটা এক সিরিজ গড়ে তোলা; বরং খোদ মডেল এবং মেথডগুলোকে ছুড়ে ফেলা, নতুন ভিত্তির ওপর নতুন ধারার ইতিহাস গড়ে তোলা। যদি ওইকিউমেনের ইতিহাস সঠিকভাবে বুঝতে হয়, যদি বিশ্ব ইতিহাসে ওইকিউমেনের অবস্থান বুঝতে হয়, তবে অবশ্যই এমন বিশ্ব ইতিহাস গড়ে তুলতে হবে, যা প্রকৃতই 'বৈশ্বিক', একই সাথে 'ফিলোসফি অব হিস্ট্রির' মতো অনুপযুক্ত অবরোহ পদ্ধতিমুক্তও হতে হবে।

বিশ্ব ইতিহাসের বিরুদ্ধে আক্রমণের দ্বিতীয় ফ্রন্টলাইন হলো ইতিহাসবিদদের ইতিহাস পরিক্রমার গতিশীলতার সাধারণ নিয়ম গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা। কিসে বিপ্লব ঘটায়? সুনির্দিষ্ট কোনো বিপ্লব নয়, বরং সাধারণভাবে বিপ্লব বলতে যা বোঝায়, তা। রাজতন্ত্র, রাজ্য, সংস্কৃতি ও ধর্মের উত্থান-পতনের কারণ কী? সুনির্দিষ্ট কোনোটা নয়, বরং সামগ্রিকভাবে। কোনো জনগোষ্ঠীর বিস্তৃতি কেন ঘটে? অর্থনীতি কেন সংকুচিত হয়? শিল্প ও সাহিত্যের স্ফুরণ কেন ঘটে? ইতিহাসকে বৈজ্ঞানিক হয়ে উঠতে হলে সুনির্দিষ্ট বাস্তবতা উদ্‌ঘাটনে বস্তুনিষ্ঠ মেথড প্রয়োগ করাই যথেষ্ট নয় (উনিশ শতক থেকে এটিই ইতিহাসের অর্থোডক্স অবস্থান), বরং একে অবশ্যই ফিজিকসের মতো বৈশ্বিক সার্বজনীনতা ও কালোত্তীর্ণতা উৎপাদন করতে হবে। সোশিওলজি ও অ্যানথ্রোপলজির মতো এটিও একটি সোশ্যাল সায়েন্স হতে পারে বটে, তবে ভিন্ন সূচনাবিন্দুসমেত। যারা এই চিন্তার সাথে একমত, তাদের জন্য এবং চুলচেরা অর্থোডক্স ইতিহাসবিদদের জন্য হেগেলিয়ান 'ফিলোসফি অব হিস্টোরি' বিষতুল্য, যদিও উভয় দলের বিদ্বেষের কারণ আলাদা। টয়েনবি অবশ্য সায়েন্টিসিজম এবং অবরোহ পদ্ধতিতে বৈশ্বিক প্যাটার্ন গড়ে তোলার দুই অ্যাপ্রোচের সমন্বিত রূপ গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। এটি করেছেন মেথডোলজিক্যাল স্পষ্টতা সম্পর্কে তাঁর নিদারুণ অজ্ঞতার কারণে। বস্তুত, ইতিহাসের ঘটনাবলির অনন্যতা (uniqueness) অনুসন্ধানে চিরায়ত 'ফিলোসফি অব হিস্টোরি'ই সবচেয়ে বেশি ইতিহাসবান্ধব এবং তা এমন পন্থায় অনুসন্ধান করে যেন অনন্যতা সামগ্রিক ইতিহাসের সাথেও খাপ খেয়ে যায়। তবে এটি কোনো

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অ্যানথ্রোপলজিস্টরা (নৃতত্ত্ববিদ) জানতে চান মানুষের আসল প্রকৃতি কী, তাদের অধ্যয়নের কেন্দ্রবিন্দু গোষ্ঠীবন্ধন বা রক্তসম্পর্কের প্যাটার্ন। তিন গ্রুপের প্রতিটিই মানবসমাজের ওপর বৈশ্বিক কর্তৃত্বের দাবিদার এবং কাঙ্ক্ষিত বিষয় অধ্যয়নে যথাযথ মনে হয়—এমন সব মেথডই ব্যবহার করে। ইতিহাসবিদদের বাকিদের থেকে আলাদা করেছে তাঁদের স্বতন্ত্র আগ্রহ। যেমন সমাজতাত্ত্বিকেরা মেক্সিকান বিপ্লবকে অধ্যয়ন করবেন 'স্যাম্পল টাইপ' হিসেবে, যা বৃহৎ একটি মূলনীতির বহিঃপ্রকাশমাত্র—দুনিয়াজোড়া বিপ্লব। কিন্তু একজন ইতিহাসবিদ একই বিপ্লবকে—সুনির্দিষ্ট সময় ও স্থানে, মানুষের সুনির্দিষ্ট কিছু অর্জন ও ব্যর্থতার সমন্বয় হিসেবে দেখবে। এমনকি যদি একজন সমাজতাত্ত্বিক এবং ইতিহাসবিদ, যাঁদের কাজকর্ম বিপ্লবে ভূমিকা রেখেছে, তেমন একজনের ব্যক্তিগত ক্যারিয়ার অধ্যয়ন করেন, বিপ্লবে তাঁর কী ভূমিকা তা খতিয়ে দেখতে, এ ক্ষেত্রেও দুজনের অধ্যানের উদ্দেশ্যে ভিন্নতা থাকবে। ইতিহাসবিদদের সমস্ত বক্তব্য, এমনকি ব্যক্তিসম্পর্কিত বক্তব্যও সুনির্দিষ্ট অনেকগুলো ঘটনার সাধারণীকরণ (জেনারালাইজেশন)। কিন্তু বিপ্লবের ক্ষেত্রে ইতিহাসবিদেরা যে জেনারালাইজেশন অনুসন্ধান করবে, তা নিছক জেনারালাইজেশনের জন্যই জেনারালাইজেশন নয়, বরং বিপ্লব ত্বরান্বিতকরণে জেনারালাইজেশনের ভূমিকা কী—তা খতিয়ে দেখতে। অনুসন্ধানী ইতিহাসবিদ হয়তো শিগগিরই অপরাপর ব্যক্তিদের ভূমিকা নিয়েও আগ্রহী হয়ে উঠবেন, সামগ্রিকভাবে বিপ্লবে তাঁদের ভূমিকা মূল্যায়নে। অপর দিকে সমাজতাত্ত্বিক এতে আগ্রহী হবেন না, তিনি দেখবেন বিপ্লবের গতিপ্রকৃতি এবং খোদ বিপ্লব সম্পর্কে জেনারালাইজেশন করবেন। ইতিহাসবিদ আমেরিকান বিপ্লব অধ্যয়ন করবেন মার্কিন মননে বিপ্লবের অর্থ নিরূপণে, মার্কিন মননের প্রকৃতি নির্ধারণের উদ্দেশ্যে; তিনি হয়তো ক্রুশবিদ্ধের ঘটনা অধ্যয়ন করবেন খ্রিষ্টীয় জীবনধারায় এর স্বতন্ত্র অবস্থান নির্ণয় প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে।

ইতিহাসবিদেরা যে প্রশ্নাবলি অধ্যয়ন করেন, সেগুলো সমাজবিজ্ঞানের অধীত প্রশ্নাবলির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এক দৃষ্টিকোণ থেকে গোটা মানববিজ্ঞান একটি অদৃশ্য একক অনুসন্ধানক্ষেত্র এবং এর ভেতরকার বিভিন্ন ডিসিপ্লিনের মধ্যকার পার্থক্য নিরূপণ প্রচেষ্টা সামগ্রিক বোঝাপড়ার প্রতিবন্ধক। ফলে, সোশ্যাল সায়েন্স এবং ইতিহাসের পার্থক্য খুঁজতে যাওয়া সম্ভবত নিষ্ফল। তবে মানব ইতিহাস যেকোনো

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জনপ্রিয়, এমনকি দার্শনিক দিক থেকেও প্রভূত সম্মান লাভ করে, যা অন্য স্কলাররা—কখনোসখনো ইতিহাসবিদেরাও—পেতে চায়।

ইতিহাসের ক্ষেত্রগুলোতে পাবলিক ইন্টারেস্টের যথার্থ মানদণ্ড কী, তা নির্ধারণ সহজ নয় এবং এ বিষয়ে ঐকমত্যও খুব কম (যদিও বাস্তবে কখনো মানদণ্ড নির্ধারণের দায়িত্বটা 'চার্চ ও রাষ্ট্রের' বলে প্রতীয়মান হয়)। অর্থাৎ অ্যান্টিকোয়ারিয়ানিজম এবং ইতিহাসের মধ্যে সুস্পষ্ট কোনো বিভাজনরেখা নেই, যেমন ফিজিকসের ভূতাত্ত্বিক ও জোতির্বিদ্যার মধ্যকার পার্থক্যরেখাও অস্পষ্ট। চার্চ ও রাষ্ট্র কর্তৃক পাবলিক ইন্টারেস্ট নির্ধারণের প্রাচীন পদ্ধতি এখন চলে কম এবং একে বর্তমান প্রচলনের ওপরও ছেড়ে দেওয়া যায় না; দার্শনিক দিক থেকেও এটি অনুচিত যে যা কিছু জনগণ পড়তে উৎসাহী—পেশাদার ইতিহাসবিদেরা বৈধ পাবলিক ইন্টারেস্ট ভেবে তার পেছনেই ছুটবেন।

ইতিহাসের যথার্থ পাবলিক ইন্টারেস্ট নির্ণয়ে ইতিহাসবিদদের প্রচেষ্টা এবং পেশাবৃত্তির সাথে এর প্রাসঙ্গিকতা অন্বেষণের ধারাই ইতিহাসকে একটি একক পাবলিক 'ডিসিপ্লিন' হিসেবে গড়ে তুলেছে। ইতিহাস যেসব প্রশ্ন নিয়ে কাজ করে, সেগুলো যেহেতু পরস্পরসংযুক্ত, তাই একটি প্রশ্নের উত্তর প্রদান সম্ভব নয়, অন্য প্রশ্নাবলির সন্তোষজনক সমাধান ব্যতীত। অর্থাৎ ইতিহাসের একটি অঞ্চল প্রতিবেশী অঞ্চলসমূহের সাথে সংযুক্ত, সেগুলো আবার আরও অঞ্চলের সাথে জড়িত, যেগুলো প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে প্রথম অঞ্চলটির সাথে সম্পর্কযুক্ত। এই প্রক্রিয়াই যেকোনো বুদ্ধিবৃত্তিক ডিসিপ্লিনকে সংহত করে থাকে। 'বিজ্ঞান হলো জ্ঞানের সুগঠিত কায়া'—এর অর্থ এই নয় যে কোনো ডিপার্টমেন্টের উপশাখা অনুযায়ী প্রশাসনিকভাবে জ্ঞান বিন্যস্ত করা হয়। বরং এর অর্থ হলো বুদ্ধিবৃত্তিক অনুসন্ধানের যেকোনো ডিসিপ্লিনে পরস্পরসংযুক্ত কিছু প্রশ্নের সমাধান খোঁজা হয়, যেখানে একটি প্রশ্নের সমাধান সামগ্রিকভাবে সবগুলো প্রশ্নের ওপর প্রভাব ফেলে। গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটি অনুসন্ধানই কোনো না কোনো মাত্রায় বাকি সবগুলোর সাথে সংযুক্ত। সব জ্ঞানক্ষেত্রই শাখা-উপশাখায় বিভক্ত এবং উপ-উপশাখায়; এটি আমাদের 'গুরুত্বপূর্ণ বিভাজনরেখা' নির্ধারণে সহায়তা করে, যেখানকার সংযুক্ত প্রশ্নগুলো ন্যূনতম একটা মাত্রায় স্বনির্ভর। মানব ইতিহাস এ রকমই একটি জ্ঞানক্ষেত্র। তাই পশ্চিমা ইতিহাসবিদেরা যখন তাঁদের ইতিহাসের বোঝাপড়ার সীমারেখা টানতে চাইলেন, ভুয়া ওয়ার্ল্ড

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কিংবা শতাব্দীব্যাপী আন্দোলনে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে গেল, তাতে এর কিছু যায়-আসে না, এটি শুধু ঘটনার বর্ণনার ওপরই গুরুত্ব দেবে, নিছক ঘটনা জানবার জন্যই, বৃহত্তর কোনো সার্বজনীনতার অংশ বা উদাহরণ হিসেবে নয় (ইতিহাসবিদ ও সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যকার এই গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক পার্থক্যে আমরা শিগগিরই ফিরে আসব)। কিন্তু সুনির্দিষ্ট কিছু ঘটনা সম্পর্কে সবার আগ্রহ থাকতে পারে, তা বৈশ্বিকভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠতে পারে। যেমন ঠিক কখন হিউম্যান অবশিষ্ট প্রাণিজগৎ থেকে আলাদা হয়ে উঠল, এ নিয়ে তাবৎ মানবকুল চিন্তিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। কিংবা পানি সর্বদাই হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন নিয়ে গঠিত, এটিও সমস্ত মানবজাতির জন্য প্রাসঙ্গিক জ্ঞান। যদিও প্রথমটি অনন্য ও একবার ঘটা ঘটনা, অপরিবর্তনীয়। দ্বিতীয়টি সদা পুনরাবৃত্ত। কিন্তু উভয় ঘটনাই 'মানুষের জন্য বৈশ্বিকভাবে প্রাসঙ্গিক' ও গুরুত্বপূর্ণ।

ইতিহাস যে ধরনের প্রশ্ন অধ্যয়ন করে—স্থায়ী পাবলিক ইন্টারেস্ট—সে কারণে এটি একটি 'পাবলিক' ডিসিপ্লিন। প্রশ্ন হলো পাবলিক ইন্টারেস্ট বোঝার উপায় কী? কিছু ডিসিপ্লিন আছে, যেখানে পাবলিক ইন্টারেস্ট নির্ধারণের মানদণ্ডগুলো সুনির্দিষ্ট এবং পুরোপুরি চিহ্নিত, পক্ষান্তরে ইতিহাস-সংক্রান্ত বিষয়ে খোদ মানদণ্ডগুলোও উদ্‌ঘাটিত হয় হিস্ট্রিক্যাল স্টাডির মাধ্যমে। আরও পরিষ্কার করে বললে পিউর ফিজিকস এবং কেমিস্ট্রিতে; ফিজিক্যাল, বায়োলজিক্যাল এবং সোশ্যাল স্টাডিজের সমস্ত ক্ষেত্রে রুলস ও জেনারালাইজেশনের মধ্যে পার্থক্য করতে হয়। রুলসগুলো সময় ও স্থাননির্বিশেষে সর্বজনীন এবং জেনারালাইজেশনগুলো সুনির্দিষ্ট সময় ও স্থানের প্রেক্ষাপটে প্রযোজ্য (যা চূড়ান্ত অর্থে জেনারেল বা সর্বজনীন নয়)। ফলে জেনারালাইজেশন ভবিষ্যতের সম্ভাবনাসমূহ বাতলাতে পারে, অন্তত সুনির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে। একাধিক বিকল্প আছে, এমন সর্বত্র ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাসমূহ প্রাসঙ্গিক। অসীম প্রেক্ষাপটের জেনারালাইজেশন প্রত্যেক ব্যক্তির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাসমূহ বলতে পারে (দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটি আলোচনার দাবি রাখে যে যেহেতু মহাবিশ্ব বিবর্তিত হচ্ছে—আদৌ এমন কোনো জেনারালাইজেশনের অস্তিত্ব আছে কি না, কিন্তু প্রায়োগিক বিচারে অবশ্যই আছে)। ফলে এ-জাতীয় জেনারালাইজেশন সাধারণত বৈশ্বিক প্রাসঙ্গিকতা রাখে এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাসমূহের তর্কাতীত নিশ্চয়তা প্রদানের ফলে এসব ডিসিপ্লিন ব্যাপক

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জেনারেল রুল উৎপাদন করে না। বরং পুনরাবৃত্তি-অযোগ্য একক ঘটনা বিশ্লেষণ করে থাকে।

ইতিহাস পরিক্রমার এই ধারাটি মনোযোগের দাবিদার। এটুকু নিশ্চিত যে আন্ত-আঞ্চলিক ঐতিহাসিক ব্যাকগ্রাউন্ড ছাড়া এটি যথাযথভাবে কাজ করতে পারবে না, আমরা যা গড়ে তোলার চেষ্টা করছি। অর্থাৎ প্রকৃত বিশ্ব ইতিহাস পৃথিবীর বিকৃত ইমেজের ওপর ভিত্তি করে বিশ্ব ইতিহাসের ভুল তত্ত্বায়ন রোধে সহায়ক হতে হবে। ইতিহাস পরিক্রমার বিমূর্ত অধ্যয়ন—নিজ জায়গায় যদিও গুরুত্বপূর্ণ—প্রকৃত বিচারে ইতিহাস নয়। ফলে ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি অধ্যয়নে উপকারী হতে হলে আন্ত-আঞ্চলিক ইতিহাসকে অবশ্যই প্রথমে 'প্রকৃত ইতিহাস' (history proper) হয়ে উঠতে হবে এবং প্রকৃত ইতিহাসে বিশ্বের সঠিক ইমেজ পরশপাথরতুল্য। এর অনুপস্থিতি, অপর্যাপ্ততা কিংবা সচেতনভাবে নির্মিত বিশ্ব ইমেজের ভঙ্গুর প্রকাশ—ইতিহাসের সমস্ত গবেষণায় ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে এবং ইতিহাস 'বিজ্ঞান' নয়, এই অভিযোগের পালে দুর্দান্ত হাওয়া দেয়।

এখানে যা কাম্য, বিজ্ঞান শব্দের মাধ্যমে তার যথার্থ প্রকাশ ঘটছে না। পণ্ডিতদের অনুসন্ধানকে মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ (পরস্পর-রোধক) 'বিজ্ঞানসমূহে' বিভাজিত করা জ্ঞানের ঐক্যকে (unity of knowledge) অস্বীকার করার নামান্তর। জ্ঞানের ঐক্য বলতে বোঝায় সব ধরনের 'অস্তি' সম্পর্কে প্রশ্নসমূহের চূড়ান্ত পরস্পরনির্ভরশীলতা। হ্যাঁ, এটি সত্য যে অন্য সমস্ত বৈজ্ঞানিক ডিসিপ্লিনের মতো ইতিহাসবিদদের থেকেও আমরা জ্ঞানের এমন কায়া কামনা করি, যা স্থায়ী এবং ক্রমসঞ্চিত সর্বজনীন সম্পদ; নিছক স্থানীয় স্বার্থের অস্থায়ী মিশ্রণ নয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে যতই অনুপুঙ্খ বস্তুনিষ্ঠ 'বৈজ্ঞানিক' বর্ণনা দেওয়া হোক, তা ইতিহাসকে 'বৈজ্ঞানিক' শব্দের সাথে যে সম্মান জড়িত, তা দেবে না।

ব্যক্তিগত পুরাকীর্তি অধ্যয়নের (antiquarianism) বিপরীতে ইতিহাসচর্চা অবশ্যই মানুষের জন্য বৈশ্বিকভাবে প্রাসঙ্গিক—এমন প্রশ্নাবলি নিয়ে উদ্বিগ্ন হতে হবে। হিস্ট্রিক্যাল স্টাডি স্বীয় তথ্যাবলিকে এদের সুনির্দিষ্ট ঘটনার আলোকে দেখে থাকে। এটি 'কে' নিয়ে চিন্তিত, 'কী ধরনের' নিয়ে নয়। অর্থাৎ কোনো এক দিনে এক ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড হলো

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইমেজ দ্বারা প্রতারিত হয়েছেন, ফলে ইতিহাসকে পশ্চিমমুখী ভেবে বসে আছেন।

এখানে স্মরণ করিয়ে দেওয়া জরুরি যে ইতিহাসের ক্ষেত্রগুলোকে শুধু অনুসন্ধানের 'কমন মেথডস'-এর ওপর নির্ভরশীল করে ফেলাটা ভ্রান্তিকর। যারা ইতিহাস অধ্যয়নে চুলচেরা বিশ্লেষণ এবং বস্তুনিষ্ঠতা রক্ষার লক্ষ্যে ইতিহাসের 'বৈজ্ঞানিক' রূপ দান করেন, তারা প্রায়শই জ্ঞানক্ষেত্র হিসেবে ইতিহাসের সংহতিকে এর স্বতন্ত্র মেথডে সীমাবদ্ধ করে ফেলেন। কিন্তু, কেমিক্যাল মেথড যেমন সুনির্দিষ্ট এমন কিছু প্রায়োগিক কাজে ব্যবহৃত হতে পারে যা কোনোভাবেই কেমিক্যাল সায়েন্সের অংশ না, অনুরূপ হিস্ট্রিক্যাল মেথডও পুরাতাত্ত্বিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতে পারে (যা ইতিহাসের অংশ নয়)। ইতিহাসবিদদের পরস্পরকে প্রয়োজন, একে অন্যের সাথে গবেষণাপদ্ধতি শেয়ার করার জন্য নয়, বরং যে ক্ষেত্রসমূহে তারা গবেষণা পরিচালনা করছেন, সেগুলো পরস্পর বেশ ভালো পরিমাণ সংযুক্ত হওয়ার কারণে। এবং এর ফলেই তারা এখনো পেশাদার। অনুসন্ধিত প্রশ্নগুলোর আন্তসম্পর্কই ডিসিপ্লিন গড়ে তুলেছে। একে শুধু ব্যবহৃত মেথডে সীমাবদ্ধ করে ফেলা—যা অধিকাংশ সময় অসচেতনভাবেই করা হয়—শুধু যে ভ্রান্তিকর তা-ই নয়, বরং এর অর্থ পাবলিক ডিসিপ্লিন হিসেবে ইতিহাসের যথার্থ ভিত্তি অনুসন্ধানের মৃত্যু। কারণ, মেথড 'যন্ত্রপাতি' বৈ কিছু নয়, যা কখনোই এর দ্বারা সাধিত কর্মের স্বার্থকতা কিংবা তাৎপর্যপূর্ণতার নিশ্চয়তা দিতে পারে না।

মানুষের সামাজিক ইতিহাস (যাকে আমরা 'ইতিহাস' হিসেবে অভিহিত করি) মানবসমাজ অধ্যয়ন করে এমন অন্যান্য ডিসিপ্লিন থেকে স্বতন্ত্র হতে হবে, তবে তা ব্যবহৃত মেথড দিয়ে নয় (কারণ, ইতিহাসবিদেরা অন্যদের মেথড ব্যবহার করে ঢের শিখেছেন), বরং অনুসন্ধিত প্রশ্নের ধরন দিয়ে। (মানুষের) ইতিহাস এবং অন্যান্য অনেক (মানব) সামাজিক বিজ্ঞান একই ফেনোমেনা অধ্যয়নে সচেষ্ট। তবে প্রায়োগিক ক্ষেত্রে এগুলো ভিন্ন ভিন্ন মেথড ও ভিন্ন ভিন্ন ট্রাডিশনাল দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা বিভাজিত। ইতিহাসবিদেরা শুরু করেন সরকারি কাজকর্ম দিয়ে, এ ক্ষেত্রে সরকারি আর্কাইভের নথিপত্র বিশেষ গুরুত্ববহ। সোশিওলজিস্টদের (সমাজতাত্ত্বিক) কাজ শুরু হয় আধুনিক সমৃদ্ধির ধাপসংক্রান্ত থিওরির মাধ্যমে, তাঁরা গুরুত্ব দেন পরিসংখ্যানকে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইতিহাস-সংক্রান্ত অনুসন্ধানের বৈশ্বিক প্রাসঙ্গিকতা

বিশ্ব ইতিহাসের কিছু ধারণা ইতিহাসবিজ্ঞানের কেন্দ্রীয় কাঠামোগুলো গড়ে দিয়েছে, চাই ধারণাগুলো যতই অস্পষ্ট হোক না কেন। র‍্যাঙ্কে ও তাঁর মতো ইতিহাসবিদদের ভেতর এই চিন্তা সুতীব্র ছিল যে বুদ্ধিবৃত্তিক সমগ্র হিসেবে ইতিহাস-গবেষণাকে সুসংহত করতে চাইলে বিশ্ব ইতিহাসের সাথে কোনো না কোনোভাবে বোঝাপড়া করতেই হবে। পশ্চিমের প্রচলিত ইমেজ অক্সিডেন্ট সম্পর্কে আধুনিক ইতিহাসের রুটিনকাজগুলোর ভিত্তি গড়ে দিয়েছে, এটি নিজেই একটি স্বতন্ত্র ও সুবিস্তৃত ক্ষেত্র, অন্যের কৃত কাজের পরিমার্জন নয়। পৃথিবীর এ রকম ইমেজ এবং এর নানারূপ ব্যাখ্যা না থাকলে ইতিহাসবিদদের মনে অসংখ্য কৌতূহলোদ্দীপক প্রশ্ন ভিড় জমাতে পারে, যার একটি অপরটির সাথে সম্পর্ক খুঁজে পাবে না, যদিও বাস্তবে তাদের মাঝে সম্পর্ক রয়েছে।

তবে বিশ্ব ইতিহাসের কেন্দ্রীয় ভূমিকা প্রায়শই আক্রমণের শিকার হয়েছে এবং কখনোই ইতিহাস-সংক্রান্ত জ্ঞানকাণ্ডের সর্বস্বীকৃত ও সর্বজনবিদিত ভিত্তি হয়ে উঠতে পারেনি। কিছু আক্রমণ অবশ্য নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। হেগেলের নেতৃত্বে 'বৃহৎ প্রশ্নের সাথে যুক্ত' সবকিছুকে যথেষ্ট পরিমাণ অবিশ্বাস করার প্রবণতা থেকে গড়ে উঠেছে 'ফিলোসফি অব হিস্টোরি'। তারা কাল্পনিক কোনো ছক নির্মাণ করে, অতঃপর বাস্তব তথ্যকে পর্যাপ্ত 'নিপীড়নের' মাধ্যমে এতে খাপ খাইয়ে ইতিহাসের গতিপ্রকৃতির সামগ্রিক সিস্টেম গড়ে তোলা থেকে বেঁচে থাকতে চেয়েছেন।

পাশাপাশি কেউ কেউ জোর দিয়ে বলছেন যে বৈশ্বিক কোনো ইতিহাসই হতে পারে না; কারণ, বায়োলজিক্যাল দিক ভিন্ন মানবজাতির কোনো 'সমগ্র' নেই। ফলে বিশ্ব ইতিহাস বলেও কিছু নেই। তবে অক্সিডেন্ট একটি বিশ্ব, হিন্দুস্তান আরেকটি, এবং এরূপ আলাদা আলাদা বিশ্ব রয়েছে, যাদের নিজস্ব ইতিহাস হতে পারে। এই অ্যাপ্রোচ পশ্চিমের বাইরে অপরাপর অঞ্চলসমূহের গুরুত্ব স্বীকার করে, কখনোসখনো। এটি সেই বিশ্ব ইতিহাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, যেখানে শুধু 'পশ্চিমা বিশ্বের' অস্তিত্ব আছে, আর কারও নেই। ইতিহাসের ইতিবাচক ঝোঁকের কারণে এই অ্যাপ্রোচ নেতিবাচক কাঠামো গ্রহণ করেছে। কিন্তু আমরা দেখেছি যে পৃথিবী 'বদ্ধ' ছিল না, ওইকিউমেনে তো নয়ই। ইতিহাসের আলাদা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বৃহৎ মাত্রার প্রশ্নাবলি ও এর ক্যাটাগরিসমূহের সুসংবদ্ধতা

বৃহৎ মাত্রার ঐতিহাসিক অনুসন্ধানগুলোর জবাব কতটুকু সঠিক? যত গুরুত্বপূর্ণই হোক না কেন, বস্তুনিষ্ঠ না হলে এগুলো কোনো ডিসিপ্লিন গড়ে তুলতে সহায়ক হবে না। অর্থাৎ এগুলো অবশ্যই সব ধরনের সাবজেকটিভ প্রবণতা থেকে মুক্ত হতে হবে। বৃহৎ পরিসরে ইতিহাস অধ্যয়ন প্রচেষ্টা নানা মড়কে আক্রান্ত, সেগুলো থেকে কয়েকটা উল্লেখ করব, যেগুলো বিশ্ব ইতিহাসেও মড়ক লাগিয়েছে। সুবৃহৎ অঞ্চলজুড়ে অতীতের অযুত-নিযুত ঘটনার বহর দেখে ভড়কে যাওয়ার কিছু নেই। কারণ, প্রতিটি জাতির সাথে ঘটা প্রতিটি ঘটনা নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন নই, বরং শুধু সেগুলো নিয়ে চিন্তিত, যা মানবজাতির বৃহৎ অংশজুড়ে ছড়িয়েছে এবং এর মাধ্যমে আমাদের ইতিহাসের সমস্ত অভিজ্ঞতার ফ্রেমওয়ার্ক গড়ে দিয়েছে। এগুলো যেমন গুরুত্বের বিচারে অতীব মূল্যবান, অনুরূপ সংখ্যায়ও তুলনামূলক কম। দৃষ্টিভঙ্গি শাণিতকরণের জন্য গাদা গাদা উদাহরণের পরিবর্তে সামান্য কটা অধিকতর উপকারী।

ইতিহাস এতই সমৃদ্ধ যে প্রথম ধাক্কায়ই এটি অগণিত প্যাটার্নের জন্ম দেয়। এটি এমনকি আমাদের কাঙ্ক্ষিত বৃহৎ অঞ্চলের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ইতিহাসবিদেরা বিস্তারিত অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা শুরুর পূর্বেই তার গোটা অনুসন্ধানক্ষেত্রের জন্য কোনো একটি প্যাটার্নের ওপর নির্ভরশীল হওয়ার প্রয়োজন নেই। তাত্ত্বিকভাবে যদি বিশ্ব ইতিহাস সম্ভবপর হয়ও, এতে কমপক্ষে দুটি সীমাবদ্ধতা থাকবে। মানবজাতির সূচনালগ্ন থেকে যে ঘটনাগুলো তাদের ভুগিয়েছে, তার সবগুলো কিংবা অধিকাংশের বোঝাপড়া তা দ্বারা সম্ভব নয় এবং সুনির্দিষ্ট মানবসমাজ স্পর্শকাতর কোনো ইতিহাসের যে মর্ম উপলব্ধি করে, এটি তা না-ও করতে পারে। কারণ, জাতীয়তা ও সাংস্কৃতিক অঞ্চলের ভেতর নিয়ন্ত্রণ করা যায়, এমন শাখা-প্রশাখা নিয়ে তো বিশ্ব ইতিহাস কথাই বলে না, এটি বরং জাতীয়তা ও আঞ্চলিকতার সীমানায় বেঁধে রাখা যায় না, এমন প্রশস্ততর থিম নিয়ে কাজ করে।

সীমাবদ্ধতার স্বীকৃতি সত্ত্বেও বৃহৎ মাত্রার ইতিহাস কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে এবং এটি গোটা প্রফেশনের জন্যই নিদারুণ উভয়সংকট তৈরি করে রেখেছে। পূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি বৃহত্তর হিস্ট্রিক্যাল

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বৃহৎ মাত্রার ইতিহাসচর্চায় বস্তুনিষ্ঠতা আনয়নে নেতিবাচক ইতিহাসের প্রাসঙ্গিকতা

বৃহৎ মাত্রার প্রশ্নগুলো অধ্যয়নের জন্য সবগুলো দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে সূক্ষ্ম উপলব্ধি থাকা গুরুত্বপূর্ণ বুদ্ধিবৃত্তিক গুণ। এর একটা গুরুত্বপূর্ণ অনুসিদ্ধান্ত রয়েছে; প্রস্ফুটিত সাংস্কৃতিক জীবনের পাশাপাশি স্থবির সংস্কৃতি সম্পর্কে সচেতনতা, সমৃদ্ধির সাথে পতনও অধ্যয়ন করা। কৃত গবেষণাসমূহে থাকা স্পিরিচুয়াল আপদ সম্পর্কে যদি সচেতন থাকি, তবে তা ক্ষতিকর হওয়ার কারণ নেই। কিন্তু আমাদের মাঝে পর্যাপ্ত সচেতনতার অভাব রয়েছে।

রেনেসাঁ যুগে গড়ে ওঠা আমাদের ইতিহাসবোধ সভ্যতাকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছে—ক্লাসিক্যাল যুগ এবং অন্ধকার যুগ। এই ডাইকোটমি আরও বৃদ্ধি পায় যখন ইয়োরোপের পাশাপাশি ইসলাম, ইন্ডিয়া ও চীন অধ্যয়ন করতে যাই; আমরা ইতিহাসের বিকাশমান প্রস্ফুটন যুগ, সুবৃহৎ ও সুমহান উদ্ভাবনসমূহে মনোনিবেশ করি। কিন্তু সব ধরনের সমৃদ্ধির পর এখন আমরা উপলব্ধি করছি আমাদের চিন্তায় কোথাও গলদ ছিল? এই ধারণা তীব্রতর হয় যখন রোমান্টিক যুগে ইয়োরোপের 'মধ্যযুগ' আবিষ্কৃত হয়, ওইকিউমেনের ইতিহাস অধ্যয়নে যা বেশ সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ, এতে প্রতিটি যুগের ওপর মনোনিবেশ করা যায়।

অবচেতন 'সমগ্রের' ঐতিহাসিক তাৎপর্য

অনুসন্ধানকাজে বৃহৎ মাত্রার ইতিহাসের প্রাসঙ্গিকতা স্বীকৃত হলেও এখানে থিওরিটিক্যাল কিছু প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। ইতিহাস যদি হয় মানুষের কার্যক্রম অধ্যয়ন, তবে এর অধিক অধ্যয়ন বৃহৎ মাত্রার ইতিহাসকে ইতিহাস নয়, বরং সমাজবিজ্ঞান কিংবা বায়োলজির অংশে পরিণত করবে এবং বৃহৎ মাত্রার ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় তিন ধরনের কর্মযজ্ঞ সমান্তরাল সময়ে ঘটতে থাকে; আদতে কী ঘটেছে, তা বুঝতে চাইলে তিনটিরই সর্বোত্তম মূল্যায়ন জরুরি। কিন্তু অধিকাংশ অঞ্চলের এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আমরা অজ্ঞ, এমনকি সর্বোচ্চ অনুসন্ধিত

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কমপ্লেক্সের বৃহৎ মাত্রার প্রশ্নের সমাধান খোঁজা যত দুরূহই হোক না কেন, ঐকান্তিক ইতিহাসবিদের জন্য তা অপরিহার্য। ইতিহাসকেন্দ্রিক চিন্তার মূল কাঠামোই দাঁড়িয়ে—সাধারণ মানুষের জন্য—আছে বৃহৎ প্রশ্নগুলোর ওপর। কারণ, হিউম্যান বিয়িং হিসেবে একজন সাধারণ মানুষ তার নৈতিকতার দিগন্ত শুধু বর্তমানেই সীমাবদ্ধ রাখবে না, বাস্তবতাবোধের আলোকে তা করা উচিতও নয় বটে, ফলে সাধারণ মানুষের ইতিহাসভাবনা ভজকট পাকানো; ইতিহাসবিদদের একে সুসংবদ্ধ করতে হবে।

সমস্ত বিজ্ঞান ও জ্ঞানকাণ্ডের মতো ইতিহাসও মানুষের চিন্তাকে সুসংবদ্ধ করার বিষয়মাত্র, চূড়ান্ত কোনো সিস্টেম খুঁজে বের করা নয়। বরং গণমানুষ যা চিন্তা করে, তা পয়েন্ট বাই পয়েন্ট সাজানো। বিশ্ব ইতিহাস নিয়ে মানুষের সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিতে না পারলেও প্রশ্নগুলোর সাথে প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো আমরা দেখাতে পারি। এটি এড়ানোর উপায় নেই। জ্ঞানক্ষেত্র হিসেবে ইতিহাস যদি যথোপযুক্ত অবস্থান নিশ্চিত করতে চায়, তবে অবশ্যই বৃহৎ প্রশ্নগুলোর আলোকে সংগঠিত হতে হবে। নয়তো ইতিহাসভাবাপন্ন নয়, এমন দার্শনিকদের কথাই সঠিক হয়ে উঠবে যে ক্রিটিসিজমের উপাদান হিসেবে ইতিহাস সর্বোচ্চ দ্বিতীয় সারির এবং যেখানেও-বা গোনায় আসে, সেখানেও সাবজেকটিভ হিসেবেই আসে। ঘটনার অনুপুঙ্খ বর্ণনার মাধ্যমে ইতিহাস ঠিক ততটুকুই 'বৈজ্ঞানিক' হয়ে উঠতে পারে, হত্যাকাণ্ডের চুলচেরা বর্ণনার মাধ্যমে কোনো অমীমাংসিত কেস যতটুকু বৈজ্ঞানিক হয়। ডিটেকটিভ কতটা বিজ্ঞানবাদী, তা আদৌ বিবেচ্য নয়। তাহলে ইতিহাস বৈজ্ঞানিক হয় কীভাবে? আমি বিশ্বাস করি—সুসংবদ্ধ সংকলনের মাধ্যমে।

ইতিহাসবিদদের ভেতরেও কিছু বিভাজনরেখা আছে, যা নন-হিস্টোরিয়ানদের থেকে আলাদা করার পাশাপাশি তাদের নানা গ্রুপে বিভক্ত করে। খ্রিষ্টবাদ, টেকনিক্যাল র‍্যাশনালিটি এবং বর্তমান পৃথিবীর সমস্যাবলির উৎস হওয়ার কারণে ইয়োরোপকে চীনের তুলনায় গুরুত্বপূর্ণ—এ কথা মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু যাঁরা মনে করেন শুধু অনুমানের ওপর ভিত্তি করেই এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব কিংবা এগুলো পণ্ডিতদের চিন্তার যোগ্য নয়, তারা বিশ্ব ইতিহাস কিংবা পশ্চিমা ইতিহাসে সাবজেকটিভ যে উপাদান ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে, তার হদিসই

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বিষয় উঠে এসেছে, যা তিন দেশের সীমানার ভেতর আলাদা আলাদা গবেষণায় সম্ভব নয়। ফলে বোঝাই যাচ্ছে ইতিহাসের আন্ত-আঞ্চলিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং ঝোঁক অত্যন্ত জরুরি, আন্ত-আঞ্চলিক পর্যায়ে ওইকিউমেনের অধ্যয়ন যা প্রদান করতে সক্ষম।

আন্ত-আঞ্চলিক কাঠামো সম্পর্কে সচেতনতার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ—উভয় ধরনের সুবিধা আছে, চাই স্থানীয় আঞ্চলিক হোক বা সামগ্রিক আঞ্চলিক। এক দিকে এটি আন্ত-আঞ্চলিক হালচাল স্থানীয় ঘটনাপ্রবাহ সীমিতকরণ কিংবা উদ্বুদ্ধকরণে কী ধরনের ভূমিকা রাখে, তা মূল্যায়নে সহায়তা করে। যেমন সেনাবাহিনী, বাণিজ্য, বিজ্ঞান ও অন্যান্য। অপর দিকে সুনির্দিষ্ট স্থানীয় উন্নয়ন আন্ত-আঞ্চলিক পর্যায়ে কী ধরনের প্রভাব ফেলে, সেটা নির্ণয়েও দিকনির্দেশনা দেয়।

দ্বিতীয় সুবিধার ক্ষেত্রে এটি নিশ্চিত নয় যে একটি যৌথ ঐতিহাসিক অঞ্চলে আলাদা আলাদা ঘটনা কিংবা যৌথ ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়া সামগ্রিক সাংস্কৃতিক আবহে কতটুকু প্রভাব ফেলেছে, কতটুকু অর্থবহতা ধারণ করে। যেমন চীনে হেলেনিস্টিক উপাদান আবিষ্কার (বৌদ্ধধর্মের ভায়া হয়ে) সরাসরি হেলেনিস্টিক সংস্কৃতির সাথে সংযুক্ত এবং তাকে প্রভাবিত করেছে—এ কথা বলা যায় না। অনুরূপ, শিল্পের সমস্ত শাখাপ্রশাখাকে একটি একক 'আন্ত-আঞ্চলিক ঘটনাপ্রবাহের' অংশ হিসেবে চিত্রিত করার প্রচেষ্টা নিষ্ফল ও ব্যর্থ।

আন্ত-আঞ্চলিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা বিশেষভাবে লাভবান হয়েছে পশ্চিম ইয়োরোপ। শুধু প্রত্যক্ষভাবেই নয়, বরং ওইকিউমেনের আন্ত-আঞ্চলিক পরিস্থিতি ইয়োরোপের ঘটনাপ্রবাহে লাগাতার প্রভাব ফেলেছে। কারণ, পশ্চিম ইয়োরোপ সর্বদা ফ্রন্টিয়ার ছিল, নির্ভরশীল ছিল, হঠাৎ করে নিজেকে পৃথিবীর কেন্দ্রে আবিষ্কার করে, বিশ্বব্যাপী ট্রান্সফরমেশনের মধ্যমণি হয়ে যায়; যার অর্থ পশ্চিমের ইতিহাস বৃহত্তর প্রেক্ষাপটের সাথে গড়পড়তার চেয়ে বেশি পরিমাণ নির্ভরশীল ছিল।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অযোগ্য নয়; যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দাসপ্রথা, এর সাথে যুক্ত আছে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্রন্টিয়ার, মহাসাগর, শিল্পায়ন, কানাডার স্বাধীনতা আন্দোলন, কোয়াকারদের আলোচনা। সবকিছু মিলে উত্তর আমেরিকান ইতিহাস একটা মাত্রায় যৌগিক, যা তুলনামূলক কম, কিন্তু আরও বৃহত্তর যৌগের অন্তর্ভুক্ত। শব্দটি শুধু বিদ্যমান সাংস্কৃতিক প্যাটার্ন বোঝাক, আমরা তা চাই না। আমরা চাই শব্দটি ইতিহাসের উপাদানগুলোর মধ্যকার আন্তসংযোগ, এমনকি যখন এসব আন্তসংযোগের সাংস্কৃতিক ধারা গুরুতরভাবে পরিবর্তন হয়; ওইকিউমেনের উদারহরণ থেকে যা সুস্পষ্ট। বৃহৎ মাত্রার ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া আদতে কতটা বৃহৎ হতে পারে এবং আমরা এর অধ্যয়নে আগ্রহী হলে নিজেদের কতটুকু মাত্রায় প্রস্তুত করতে হবে, এখান থেকে তার কিছু ধারণা পাই।

সুনির্দিষ্ট কোনো হিস্ট্রিক্যাল কমপ্লেক্স অধ্যয়ন দুই কারণে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, যেকোনো হিস্ট্রিক্যাল কমপ্লেক্সের প্রকৃতি বুঝতে হবে তার নিজের মতো করে, সামগ্রিকভাবে। কারণ, শুধু এভাবেই এর পুরো ফলাফল অনুধাবন করা যায়, মানুষের চেতন বা অবচেতন কর্মগুলো জীবিত হয়ে ওঠে। দ্বিতীয়ত, ছোট ছোট ঘটনাগুলোর যথার্থ স্থান নির্ণয় ও ব্যাখ্যার জন্যও বৃহত্তর যৌগ অনুধাবন অপরিহার্য। যেমন ওইকিউমেনের পূর্ণাঙ্গ কাঠামো আমাদের পরবর্তী সময়ে ইসলামি ইতিহাসের ঐকতান ও বৈচিত্র্য বুঝতে সহায়তা করেছে, অক্সিডেন্টাল ইতিহাস কর্তৃক সৃষ্ট বিকৃতি অপনোদনে সহায়তা করেছে। তবে মনে রাখতে হবে যে কোনো ঘটনা বা ঘটনাসমগ্র না আন্ত-আঞ্চলিক, না বৃহৎ-স্থানীয় কোনো হিস্ট্রিক্যাল কমপ্লেক্সে প্রাসঙ্গিক; এটি বরং বৃহত্তর প্রেক্ষাপটের সাথে সুনির্দিষ্ট ঘটনা বা ঘটনাসমূহের প্রাসঙ্গিকতা নির্ণয়ের প্রশ্ন। যেমন উত্তর-পশ্চিম ইয়োরোপে ধাবত-ফলাযুক্ত লাঙলের উদ্ভব। ওইকিউমেনের প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ অনুধাবনে এটি তেমন গুরুত্ববহ নয়, তবে সমগ্র ওইকিউমেনেতে ইয়োরোপের ভিন্নমাত্রিক ভূমিকা নির্ণয়ে সহায়ক। মৌলিকত্ব উদ্‌ঘাটন প্রচেষ্টায় এটি গুরুত্বপূর্ণ এই অর্থে যে এটি সমস্ত অনুসন্ধানকে সেই পথে পরিচালিত করে, যেখানে জাতি, জাতীয়তা, জাতীয় সংস্কৃতি ও যুগের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সমস্ত পূর্বানুমান যথাযথভাবে যাচাই করা যায় এবং যা কিছু যথার্থ, তা যথোচিতভাবে অবমুক্ত করা যায়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বাঁক নেবে, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ আলাদা সম্পর্ক উন্মোচিত হবে; যদি আমরা কানাডার প্রেইরি অঞ্চলগুলোসমেত গোটা উত্তর আমেরিকার ইতিহাস অধ্যয়ন করি, তার চেয়ে।

অনুমানভিত্তিক ক্যাটাগরি বিস্তারিত বিবরণধর্মী ইতিহাসে অনেক সমস্যা তৈরি করে, যদিও এ-জাতীয় ক্যাটাগরি সাধারণত অবচেতনভাবে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। সংকট জটিল আকার ধারণ করে যদি না স্থানীয় সাধারণ ধ্রুপদী চিন্তা পর্যাপ্ত পরিমাণ উন্নত হয়। বৃহৎ মাত্রার ইতিহাস সব সময় রাষ্ট্রীয়, এমনকি আন্তরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান দিয়েও ব্যাখ্যা করা যায় না। বরং এটি আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক ধারা কিংবা সভ্যতা নিয়ে আলোচনা করে। এমনকি এটিও পর্যাপ্ত নয়, ওইকিউমেনে অধ্যয়নকালে আমরা তা দেখেছি। বরং বৃহৎ মাত্রার ইতিহাস নানামুখী ঐতিহাসিক যৌগের (historical complex) সমন্বয়ে গঠিত, যেখানে উপরিউক্ত সবগুলো অন্তর্ভুক্ত থাকে।

হিস্ট্রিক্যাল কমপ্লেক্স শব্দবন্ধটি আমি নিরপেক্ষ এবং নমনীয়ভাবে ব্যবহার করেছি, ইতিহাসের কোনো সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যাপদ্ধতি বোঝাতে নয়। নৃতত্ত্ববিদেরা এ-জাতীয় চিন্তার সাথে পরিচিত। কিন্তু ইতিহাসবিদেরা 'হিস্ট্রিক্যাল কমপ্লেক্স' শব্দবন্ধ নিয়ে আপত্তি জানাতে পারেন এটি বাস্তব ঘটনাবলির প্রতিনিধিত্ব করে না বলে। কিন্তু ঘটনার যথার্থ ব্যাখ্যার জন্য এগুলো অপরিহার্য। যদি আমরা প্রমিত ভাষায় ব্যবহৃত গুটি কতক ক্যাটাগরিতে সীমাবদ্ধ থাকতে না চাই, তবে বহু রকম শব্দের ব্যবহারে মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে। যদি ইতিহাসের ঘটনাগুলো পরস্পর এমনভাবে সংযুক্ত হয় যে এগুলোর কোনো একটির গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন অবশিষ্ট সবগুলোর উত্তরের সাথে সম্পৃক্ত, আমরা একে হিস্ট্রিক্যাল কমপ্লেক্স হিসেবে অভিহিত করতে পারি; চাই তা হোক পরস্পর মিথস্ক্রিয়ারত ভিন্ন ভিন্ন সাংস্কৃতিক উপাদানবহুল (যেমন বৌদ্ধ, হিন্দু, মুসলিম, দক্ষিণ-পূর্ব ইয়োরেশিয়া) একক অঞ্চল অথবা সুবিশাল অঞ্চলজুড়ে বিস্তৃত একক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য (জাভা থেকে নাইজার পর্যন্ত বিস্তৃত মুসলিম সংস্কৃতি) কিংবা বহুমুখী সংস্কৃতির ভেতর গড়ে ওঠা কোনো একটি ঐতিহ্যের অভ্যন্তরে ঘটে চলা একঝাঁক পরিবর্তন (যেমন গ্রিক, আরব, সংস্কৃত, চায়নিজ, লাতিন গাণিতিক ধারা)। এটি হতে পারে ধর্মীয় সমগ্র, হতে পারে নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত যুগ কিংবা বাণিজ্য নেটওয়ার্ক। শব্দটি তুলনামূলক কম যৌগিক প্রেক্ষাপটের জন্যও ব্যবহার-

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কাতারে ফেলে, তারা 'নিম্ন শ্রেণি' বলে, এটি অবশ্যই সেই গবেষণার চেয়ে ভিন্নভাবে মূল্যায়িত হবে, যেটি এই দুই শ্রেণির মাঝে পার্থক্য করে। অনুরূপ যে অনুসন্ধান রাজনৈতিক যুগসমূহকে শাসনকালের ভিত্তিতে বিভক্ত করে, অবশ্যই তা সমৃদ্ধির বিচারে যুগবিভাজন করে, এমন গবেষণার চেয়ে ভিন্ন অর্থ বহন করে।

কোনো একটি বক্তব্যে সব দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিনিধিত্ব করা অসম্ভব। ফলে, ইতিহাস-সংক্রান্ত লেখাজোখা শুধু যে ভুলের ধরন আর ব্যাখ্যার দুর্বলতাবলেই বিভক্ত হয়, তা নয়, বরং ইতিহাসের সুপ্রতিষ্ঠিত ক্ষেত্রগুলোতে অনেক গবেষণা একটি আরেকটির প্রতিদ্বন্দ্বীও হয়। কারণ, ইতিহাসে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেও—বহুমাত্রিকতার মাধ্যমেই ভারসাম্য আনয়ন করা যায়। যেমন জন বেগনেল বেরির (John Bagnell Bury) নোক্তা রোমান সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন সম্পর্কে এডওয়ার্ড গিবনের অনেক ত্রুটি উন্নততর গবেষণার মাধ্যমে সংশোধন করে দিয়েছে। কিন্তু এখানে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যও রয়েছে। একজন আধুনিক ইতিহাসবিদ, যিনি বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যকে দেখছেন নতুন ধারার মধ্যযুগীয় খ্রিষ্টান সমাজ প্রতিষ্ঠার লেন্স দিয়ে। অপর দিকে গিবন দেখছেন ধর্ম ও বারবারিজমের বিজয়ের চশমায়—নিজস্ব বৈধতাসমেত এই ঝোঁক এখনো চলমান।

ফলে, ইতিহাসবিদেরা শুধু নিজ তথ্যের সঠিকতা যাচাই করলেই চলে না, বরং তাদের গবেষণার প্রাসঙ্গিকতা কতটুকু, তা-ও বিবেচ্য। গবেষণা পেপারের রিভিউয়াররা প্রায়শই বিষয়টির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কারণ, ইতিহাসবিদেরা অনেক সময়ই সুনির্দিষ্ট বিষয়ে লিখিত নিজেদের পেপার এমনভাবে উপস্থাপন করেন, যেন এটিই সামগ্রিক এবং শেষ কথা। ফলে ভুল ডিডাকশন করেন, তা-ও নিজ পয়েন্টের সাথে অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে। শক্তিশালী কাজগুলো একটি আরেকটির সম্পূরক। শুধু পাঠ্যবইয়ে অনুসন্ধিত বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ সবগুলো পয়েন্টের সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গি সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়, যেন বিষয়টির ওপর বহুমাত্রিক ও যথার্থ আলো পড়ে এবং আরও ভালো বোঝাপড়ার জন্য অধিকতর পাঠের তালিকা দেওয়া থাকে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পান না, যতক্ষণ না চুলচেরা তথ্য উপস্থাপিত হয়। যুগবিভাজনের কোন পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে, আন্ত-আঞ্চলিক তুলনামূলক পর্যালোচনার জন্য কোন ধারা ব্যবহৃত হয়েছে—এতে তাদের কিছু যায়-আসে না। সব পক্ষের প্রতি সুবিচার করে এমন পর্যালোচনা, ইতিহাসের আওতাবহির্ভূত গণ্য হতে পারে। যতক্ষণ না চুলচেরা বিশ্লেষণে অবদান রাখে, ততক্ষণ পর্যন্ত ইতিহাসের বিচার-বিশ্লেষণ প্রাসঙ্গিক মনে হয় না (অর্থাৎ ইতিহাসবিদেরা এই অংশটা নিছক ঘটনার ডিটেইলসকে গুরুত্ব দেন)। তাঁরা ভাবেন ওইকিউমেনের গড়ন-প্রকৃতি হিসেবে যা কিছু বলা হয়, সব কাল্পনিক; তাঁরা যে সুমহান কাজ সমাধা করছেন, তাতে এসব গোনায় আসার মতো নয়। যাঁরা হিউম্যানিস্টিক বা মানবকেন্দ্রিক, তাঁরা মনোযোগ নিবদ্ধ করেন ব্যক্তির কীর্তিকলাপের ওপর। জাতিসমূহের মহত্ত্ব পণ্ডিতদের অধ্যয়নের বিষয় হতে পারে, এ নিয়ে তাঁরা দ্বিধান্বিত। তাঁদের অধীত বিষয়ে সুস্পষ্ট ইতিহাসচেতনার বাইরে যাওয়ার তো প্রশ্নই আসে না। বিজ্ঞানপন্থি ইতিহাসবিদেরা তাঁদের সামনে থাকা প্রশ্নের সমাধানে প্রাসঙ্গিক, এমন বিষয় নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। অবশিষ্ট বৃহৎ অংশ রেখে দেন 'ফিলোসফার অব হিস্টোরি'র জন্য। 'বৃহৎ সমস্যা' অ্যাপ্রোচের বিপরীতমুখী এই প্রবণতাগুলো বিশেষত তাঁদের মাঝেই সীমাবদ্ধ, যাঁরা ব্যক্তিগতভাবে এসব রুচি ধারণ করেন, বৈশ্বিক প্রবণতা নয়। তবে সব স্টাডিজেই তাঁদের উপস্থিতি আছে। সাধারণ ইতিহাস অধ্যয়নে কখনো বিষয়গুলো এমনভাবে উপেক্ষিত হয় যে এই দৃষ্টিভঙ্গিগুলো সর্বজনীন পরিত্যাজ্য প্রতীয়মান হয়।

যেহেতু বৃহৎ মাত্রার প্রশ্নাবলির গুরুত্ব প্রমাণিত, একে স্কলারলি ধারায় সুসংবদ্ধ করতে হবে এবং সেখানে ফিলোসফি অব হিস্টোরিও উপস্থিত থাকতে হবে, এমন বাধ্যবাধকতা নেই।

ঐতিহাসিক তথ্যাবলির সুসংবদ্ধতা বলতে কী বোঝায়, তা সর্বজনবিদিত। কেমিক্যাল এক্সপেরিমেন্ট বলতে যেমন অবজেক্ট অব স্টাডি সম্পর্কে বিভিন্ন এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে প্রমাণ সংগ্রহ বোঝায়। যার ফলে বিপরীত ফলাফলের সম্ভাবনা প্রায় তিরোহিত হয়ে যায় বললেই চলে। অনুরূপ ইতিহাস অধ্যয়নও প্রমাণ নিয়ে কাজ করে, কোনো একক পর্যবেক্ষকের কাজের ওপর নির্ভরশীলতা ছাড়াই নিশ্চয়তার পর্যায়ে পৌঁছার চেষ্টা করে। সংগৃহীত প্রমাণাদিতে নানা ধরনের কো-ইন্সিডেন্স

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যদি ঘটে, সেগুলো এমন পর্যায়ে পৌঁছাতে হবে—এককভাবে সেগুলো হয়তো 'দৈবক্রম' হিসেবে বিবেচিত হতে পারে, কিন্তু সম্মিলিতভাবে সবগুলো মিলে একটি হাইপোথিসিস দাঁড় করিয়ে ফেলে, যা স্বাধীন পর্যবেক্ষকেরা মেনে নিতে বাধ্য হন। তবে বিষয়গুলো উদ্‌ঘাটন করতে হলে সেই সময়ের রুচি, দিন-তারিখ, ভাষা এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার বিবরণ সম্পর্কে বেশ ভালো জ্ঞান থাকতে হবে। অনেক কিছু থাকবে দৈবচক্রে ঘটা, সেগুলো কো-ইন্সিডেন্সের তালিকায় যাবে।

বৃহত্তর পরিসরের ইতিহাসের বস্তুনিষ্ঠতা রক্ষা সবচেয়ে জটিল, এখানেই গুরুতর প্রশ্নগুলো উত্থাপিত হয়। এ ক্ষেত্রে কোনো একটি ঘটনার প্রমাণ সংগ্রহ করা হয় না, বরং বৃহত্তর প্রশ্নগুলো সম্পর্কে প্রমাণাদি বাছাই ও সুসংবদ্ধ করা হয়। বৃহত্তর এই পরিসরে প্রমাণ নির্বাচন ও সুবিন্যস্তকরণের ক্ষেত্রে ইতিহাসবিদেরা নিজস্ব নীতিমালা অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকে। সবাই যার যার ইচ্ছেমতো এবং খেয়ালখুশিমতো কাজ করে। তবে বস্তুনিষ্ঠতার শর্ত এখানেও প্রযোজ্য, কিছুটা সূক্ষ্মভাবে। এ ক্ষেত্রে কোনো একটি ঘটনার বিস্তারিত বিবরণে গেলে, তা শুধু সেই ঘটনার প্রাসঙ্গিক প্রশ্নাবলির উত্তর প্রদান করে, যে উদ্দেশ্যে অনুসন্ধান পরিচালিত হচ্ছে, সেসব সাধারণ প্রশ্নাবলির নয়। অর্থাৎ এর প্রাসঙ্গিকতার পরিধি বেশ সীমিত। যেহেতু প্রতিটি অনুসন্ধানের সুনির্দিষ্ট স্ট্রাকচার থাকতে হয়, তাই ইতিহাসের বৃহৎ ক্ষেত্রে এর অবদান সেই স্ট্রাকচারসম্পৃক্ত বিষয়ে সীমাবদ্ধ। অধিকন্তু, সুনির্দিষ্ট যুগ কিংবা সময় সম্পর্কে কৃত গবেষণায় ভারসাম্য আনার জন্য বিপুলসংখ্যক সম্পূরক গবেষণার প্রয়োজন হয়, সুনির্দিষ্ট ব্যক্তিকেন্দ্রিক গবেষণায়ও এমনটি হতে পারে এবং এসবের প্রত্যেকটির বস্তুনিষ্ঠতাই গৃহীত ফ্রেমওয়ার্ক অনুযায়ী সমালোচিত হতে পারে। ফলে, কোনো সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে যেমন অসীমসংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন সম্পূরক ও বস্তুনিষ্ঠ গবেষণা হতে পারে। অনুরূপ অসীমসংখ্যক অসন্তোষজনক গবেষণাও থাকতে পারে, যেগুলোকে ঝেড়ে ফেলে দিতে হবে।

বাছাইকরণ এবং বিন্যস্তকরণের পাশাপাশি ক্যাটাগরির ফলেও গবেষণার পরিধি সীমিত হতে পারে। যেমন যুগবিভাজন, জনগোষ্ঠী, তাদের কার্যক্রম এবং আরও বহু কিছুর ফলে গবেষণায় পার্থক্য যেমন হতে পারে, অনুরূপ ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে এগুলোর প্রাসঙ্গিকতাও থাকতে পারে। যদি কোনো গবেষণা কৃষক ও কারিগরদের প্রতিক্রিয়াকে একই

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অঞ্চলেরও। এগুলো অনুধাবন ব্যতিরেকে সভ্যতার স্ফুরণ এবং পতনের কারণ খুব কমই উপলব্ধি করতে পারব। বিপরীতে, বিষয় তিনটি সম্পর্কে সচেতনতা অন্তত সংকটের মাত্রা বুঝতে সহায়তা করবে।

প্রথম ধাপে আছে 'এক্সট্রা-হিস্ট্রিক্যাল ইভেন্টস'। অর্থাৎ জলবায়ু, রোগবালাইয়ের মিউটেশন, হোমিনিডদের মধ্যকার মিউটেশন এবং অনুরূপ বিষয়াদি। দ্বিতীয় ধাপে আছে 'সেমি-হিস্টোরিক্যাল' বিষয়াদি; মানুষের কর্মকাণ্ডের অদৃষ্টপূর্ব এবং অদৃশ্য প্রভাব, যেমন জলবায়ু ও সম্পদের ওপর মানুষের কাজের প্রভাব, রোগের প্রাদুর্ভাব, যা মানুষের কাজেকর্মে প্রভাবিত হয়েছে, দীর্ঘমেয়াদি অভিবাসনের ফলে জনমিতিক পরিবর্তন, একই বয়সের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর মাঝে ড্রাগ ব্যবহারের ফলে আচরণগত পরিবর্তন, অর্থনীতির কাঠামোজাত খাদ্যাভ্যাসের ফলে স্বাস্থ্যগত পরিবর্তন, পরিবার এবং অবশ্যই প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন। তৃতীয় লেয়ারে আছে নিখাদ হিস্ট্রিক্যাল বিষয়াদি। মানুষের সচেতন কর্মকাণ্ড এর অন্তর্ভুক্ত, যদিও কাজের ফলাফল মোটাদাগে অপ্রত্যাশিত হয়। যেমন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, অর্থনৈতিক কিংবা সামাজিক সংগঠন, বুদ্ধিবৃত্তিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশ এবং সেগুলোর নতুন প্রয়োগ, অর্থনীতির বিস্তৃতি এবং কার্যক্রমের ধরন পরিবর্তন—অন্তত স্থানীয় পর্যায়ে হলেও।

বিষয়গুলো অংশত অজ্ঞাত, অনেকগুলো অস্পষ্ট, এগুলোর মাঝে সুস্পষ্ট কোনো বিভাজনরেখা টানা যায় না। তিনটি বিষয়ের সবগুলো সম্মিলিতভাবে ইতিহাসে অবদান রেখেছে, বৃহত্তর পরিসরে ইতিহাস অনুধাবন এগুলো বাদে সম্ভব নয়। আমাদের ইতিহাসচর্চায় মানবজাতির অর্জন ও ব্যর্থতার ওপর মনোনিবেশ করতে হলে উপরিউক্ত সবগুলো বিষয়কে সেসব প্রশ্নের সাথে মিলিয়ে অধ্যয়ন করতে হবে, যেগুলো ইতিহাসবিদদের চালিকা শক্তি—আমরা কারা, আমরা কী করেছি?

মানবজাতির ঐতিহাসিক কর্মকাণ্ডে শুধু সচেতন কর্মযজ্ঞই অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং কর্ম 'সমগ্র'। সবচেয়ে নির্বোধতম কাজও এর অন্তর্ভুক্ত এবং আন্ত-আঞ্চলিক ইতিহাস অধ্যয়নে ইতিহাসচর্চার সমন্বিত মূলনীতির প্রয়োগ পাওয়া যায়। যেমন ওইকিউমেনের আন্ত-আঞ্চলিক ইতিহাস। একজন তরুণ অর্থনৈতিক ভূগোলবিশারদ জাতীয়তার ঊর্ধ্বে উঠে ইতিহাসচর্চার দুঃসাধ্যতার অভিযোগ করেছিল, এমনকি ইয়োরোপিয়ান ইতিহাসেও। তার বক্তব্যের সমর্থনে রুর-বেলজিয়াম-উত্তর ফ্রান্সের কয়লা অঞ্চলের জনমিতিক গবেষণা দেখিয়েছিল, সেখানে এমন দারুণ দারুণ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ওপর প্রভাব ফেলেছে এবং ইতিহাসের সাধারণ ঘটনাবলির প্রভাব পরিবর্তন কিংবা পরিপূরণ করতে সক্ষম। যেমন ভারতে তুর্কিদের কর্মকাণ্ড এবং চীনে তুঙ্গোদের। স্থানীয় সচরাচর ঘটনাবলির সাথে এ রকম অ্যাকসিডেন্টাল ম্যাটেরিয়াল যুক্ত হওয়ার ফলে তথাকার ইতিহাসের সবগুলো উপাদানই একটি বৃহত্তর নেটওয়ার্কের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপাদানে পরিণত হয় এবং কোন উপাদানগুলো 'অ্যাকসিডেন্টাল' বিবেচিত হবে, তা একান্তই উপযোগিতার প্রশ্ন। উদাহরণত, সারগন থেকে শুরু করে আলেকজান্ডার পর্যন্ত—উভয়েই প্রশাসনিক মেথড গড়ে তোলার কারিগর এবং সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণের সূতিকাগার—নিকটপ্রাচ্যের ইম্পেরিয়াল ট্রাডিশন একটি আন্ত-আঞ্চলিক ঘটনা, যা গোটা ইন্দো-মেডিটারেনিয়ান অঞ্চলকে প্রভাবিত করেছে। অনুরূপ আলকেমি, জিওম্যান্সি (ভূতত্ত্ব) ও অ্যাস্ট্রোলজির (জ্যোতিষবিদ্যা) মতো সুডো-সায়েন্সগুলো আন্ত-আঞ্চলিক ঘটনারূপে বিবেচিত হতে পারে, যদিও ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এবং পিউর সায়েন্সে এগুলোর প্রভাব ছিল নেতিবাচক। ক্রমোন্নতির মাধ্যমে সুডো-সায়েন্সগুলো সংস্কৃতিসমূহে আলাদা প্রভাব ফেলেছে। এগুলোকে আন্ত-আঞ্চলিক ঘটনারূপে বিবেচনা করা একান্তই উপযোগিতার বিষয়, চাইলে অনায়াসে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকেও ব্যাখ্যা করা যায়।

আন্ত-আঞ্চলিক মোটিফের দ্বিতীয় প্রকৃষ্ট উদাহরণ—সমান্তরাল ঘটনাগুলো, যেগুলো একাধিক অঞ্চলে একই সাথে ঘটেছে। যেমন 'লিবারেশন পিরিয়ডে' ব্যক্তিচিন্তার বিকাশ, স্ক্রিপচারাল বা শাস্ত্রভিত্তিক ধর্মসমূহের উদ্ভব, সুপ্রা-গভর্নমেন্টাল আইনের উন্নয়ন ইত্যাদি। লিবারেশন পিরিয়ডে চীন-ভারতের মধ্যকার সরল তুলনার বিষয়টি এ ক্ষেত্রে বিবেচ্য। যেমন রাজনৈতিক ও দার্শনিক ভূমিকা বিচারে পাঞ্জাবের কিং রাজবংশ এবং মগধের ঝাউ রাজবংশের সাথে তুলনা করতে পারি। এরপর কিং রাজবংশের বিজয়, মগধের নেতাদের পরাজয় এবং ফলে গড়ে ওঠা সাম্রাজ্যসমূহের শৌর্য ও প্রাণশক্তি বিবেচনা করতে পারি। তবে এগুলো আন্ত-আঞ্চলিক অধ্যয়নের প্রকৃষ্ট উদাহরণ নয়। আমরা বরং 'কনসোলিডেশন পিরিয়ডের' গ্রিক, সংস্কৃত ও পারসিক জনগোষ্ঠীর বুদ্ধিবৃত্তিক ধারাসমূহের মাঝে তুলনা করতে পারি। কারণ, এখানে একটি যৌথ ইন্দো-ইয়োরোপিয়ান ব্যাকগ্রাউন্ড থাকতে পারে, আর পরস্পরসংযুক্ত (আন্ত-আঞ্চলিক) স্থানীয় প্রেক্ষাপট তো নিঃসন্দেহে রয়েছে, যেগুলোর ভিত্তিতে আমরা তুলনা করতে পারি। এখানে যৌথ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

রাখতে হবে—ইন্দোনেশিয়াতে আন্ত-আঞ্চলিক বাণিজ্য ও অন্যান্য সংযোগ প্রধান ভূমিকা পালন করেছে, যেখানে রাশিয়ায় কাজ করেছে ভৌগোলিক ভারসাম্য, যা এর অভ্যন্তরীণ সাংস্কৃতিক উন্নয়ন এবং আন্ত-আঞ্চলিক সম্পর্ক বিনির্মাণে ভূমিকা রেখেছে।

অঞ্চলসমূহের সম্পর্ক অনুধাবনে আঞ্চলিক ও আন্ত-আঞ্চলিক অ্যাপ্রোচের কিছু সমস্যার কথা উল্লিখিত হয়। সংস্কৃতিসমূহের causal development (একটির উন্নয়ন, অপরটির উন্নয়নের কারণ হয়), কো-রিলেশন্স এবং নিয়মতান্ত্রিকতা নিয়ে যা-ই বলা হোক না কেন, সুনির্দিষ্ট সংস্কৃতিগুলোতে (যেগুলো মিলে সামগ্রিক সংস্কৃতি গঠন করে) এগুলোর 'মানব তাৎপর্য' অনুসন্ধান করতে হবে। অর্থাৎ আঞ্চলিক সংস্কৃতিগুলোর ভেতর যত causal সম্পর্কই থাকুক না কেন, এগুলো তখনই অর্থবহ হয়ে উঠবে, যখন নিজ দুনিয়ায়, নিজ সংস্কৃতিতে এর সুনির্দিষ্ট অর্থ থাকবে। পয়েন্টটিতে যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ, আমাদের ভেতর সাধারণভাবে স্বীকৃত মূলনীতি এই যে (স্বীয় সময় ও স্থানে) অব্যবহিত মূল্য ছাড়া বিজ্ঞান আদতে মূল্যহীন। অর্থাৎ নিজ সংস্কৃতিতে মানব কার্যক্রমের সুনির্দিষ্ট মূল্য ছাড়া বিশ্ব সংস্কৃতিতে মূল্যবান হয়ে ওঠা সম্ভব নয়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রশ্ন হলো ইতিহাসের ক্ষেত্রগুলো কী কী উপায়ে বৃহৎ পরিসর ইতিহাসচর্চার যৌথ প্রেক্ষাপট তৈরি করে?

তুলনামূলক পর্যালোচনার ভিত্তি নির্মাণে ইতিহাসের অভিন্নতা (Unity of History)

নন-স্পেশালিস্ট শিক্ষার্থীদের ইসলামি সভ্যতা পাঠদানের ক্ষেত্রে আমি চেষ্টা করি যেন তারা সংস্কৃতির সবগুলো অনুষঙ্গের যথার্থ কদর উপলব্ধি করে; চাই তা সাহিত্য হোক, শিল্প কিংবা প্রতিষ্ঠান—যা হিস্ট্রিক্যাল স্টাডির প্রধান অবজেক্ট। কিন্তু নতুন অনুষঙ্গসমূহের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে তারা কোন দিকনির্দেশনার ওপর নির্ভর করবে, তা নির্ণীত হয় এ-জাতীয় জেনারালাইজেশনের মাধ্যমে। কারণ, বিস্তারিত খুঁটিনাটি দীর্ঘদিন মনে রাখা দুষ্কর। তবে অনেক অপরিপক্ব জেনারালাইজেশনও ছিল। আমি সেগুলোও তাদের পড়িয়েছি, বর্ণনাভিত্তিক ইতিহাসবিদদের ভাষায় যেগুলোকে বলা হয় 'asides'। স্কলাররা তাঁদের সাধনার ফলাফল এ রকম অসংবদ্ধ 'এসাইডসের'—যেগুলো পৃথিবীর অসমালোচকীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গড়ে উঠেছে—হাতে ছেড়ে দিতে পারেন না। যথাযথ তুলনা ঐতিহাসিক মূল্যায়নের প্রাণ। ইতিহাসে কোন বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ, কোনটি নয়—এটিও তুলনামূলক পর্যালোচনার মাধ্যমেই চয়িত হয়। আমাদের বক্ষ্যমাণ আলোচনায় প্রাসঙ্গিক হলো তুলনার জন্য সঠিক ইউনিট নির্বাচন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ইউনিটগুলো সমমাত্রার হতে হবে। যেমন মধ্যযুগ থেকে শুরু করে আধুনিক যুগ পর্যন্ত ফরাসি সব ধরনের ভিজ্যুয়াল আর্টসকে রেনেসাঁ যুগের ইতালিয়ান পেইন্টিংয়ের সাথে তুলনা করা নিশ্চয়ই ফলদায়ক নয়। সঠিক ইউনিট নির্বাচন হয়ে গেলে সেগুলোর উপযুক্ত প্রশ্ন দাঁড় করানোটাও সমান গুরুত্বপূর্ণ—যথার্থ তুলনার জন্য। যেমন রেনেসাঁ যুগের ইতালিয়ান চিত্রকর মাইকেলেঞ্জেলোকে রেনেসাঁ যুগের অপরাপর চিত্রকরদের সাথে তুলনাকালে—তিনি মানব রূপে গুরুত্ব দিয়েছেন, এই বিষয়টা আসে না। কারণ, এ ক্ষেত্রে তিনি রেনেসাঁর চিত্রকরদের থেকে খুব একটা আলাদা নন। কিন্তু বর্তমান যুগের চিত্রকরদের সাথে তুলনা করতে গেলে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অনুরূপ তুলনা করতে গেলে বৃহত্তর প্রেক্ষাপট বোঝাও জরুরি এবং তুলনা অবশ্যই সুসংবদ্ধ হতে হবে—তুল্য ইউনিটগুলো আসলেই তুলনাযোগ্য হওয়া, বৃহত্তর প্রেক্ষাপট সম্পর্কে সচেতনতা থাকা; এর মাধ্যমে আমরা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো জানতে পারব। সেই সাথে বুঝতে পারব কোনটা সমস্যা, কোনটা সমস্যা নয়।

যেমন তুল্য দুজন ব্যক্তির কোনো একজন কিংবা উভয়ে যদি ওইকিউমেনের ঐতিহাসিক প্রকৃতির অংশ হয়ে থাকে অথবা এর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে, তবে এই বিষয়টি অবশ্যই বিবেচনায় নিতে হবে। উদাহরণত, ভাইকিং বনাম পলিনেশিয়ান অভিযাত্রার মাঝে তুলনা করতে গেলে ওইকিউমেনের প্রযুক্তি, বাণিজ্য এবং এমনকি ওইকিউমেনের বৃহত্তর রাজনীতির সাথে ভাইকিংদের সংযুক্তির বিষয়টা উপেক্ষা করা যাবে না; তাদের সাগরযাত্রার সংকট ও ফলাফল বুঝতে চাইলে। ওইকিউমেনিক জোনের সাথে সংযুক্তি অর্থ হচ্ছে এমন সমাজের সাথে সম্পর্ক, যাদের সংস্কৃতি তুলনামূলক দ্রুত এবং সতত পরিবর্তনশীল। ফলে, অভিযাত্রাকালে ভাইকিংদের[৪২] অভ্যন্তরীণ রাজনীতিও গুরুতর পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে গিয়েছে। স্ক্যান্ডেনেভিয়ান দেশগুলোতে সাম্রাজ্যের উত্থান এবং সেগুলোর খ্রিষ্টীয়করণ—অভিযাত্রার অনুপ্রেরণা এবং নিজেদের আদি আবাসের সাথে সম্পর্ক—উভয়টিকেই প্রভাবিত করেছে। ইয়োরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের সাথে নর্সদের[৪৩] বাণিজ্য অভিযাত্রার প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির হিসাবনিকাশ প্রভাবিত করেছে, বিকল্প প্রাক্কলনের ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে এবং ক্রমান্বয়ে ভাইকিং কলোনিগুলো হয়তো ওইকিউমেনের সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে কিংবা হারিয়ে গেছে। তাদের বিচ্ছিন্ন কমিউনিটিগুলো আর বিস্তৃত হয়নি—এটি যেমন

---

৪২ স্ক্যান্ডেনেভিয়ান দেশগুলোর সমুদ্রচারী জনগোষ্ঠী, যারা আট থেকে এগারো শতকজুড়ে ইয়োরোপে ব্যবসা ও লুটপাট চালিয়েছে, কলোনি প্রতিষ্ঠা করেছে। তাদের কর্মকাণ্ড ভূমধ্যসাগর থেকে শুরু করে মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

- রাকিবুল হাসান

৪৩ ভাইকিংদের পূর্বসূরি জার্মান জনগোষ্ঠী।

- রাকিবুল হাসান

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ভৌগোলিক বাস্তবতার ফল, অনুরূপ ভাইকিংদের অতিমাত্রায় সুদূর সাগরযাত্রার সাথেও সম্পৃক্ত।

ওইকিউমেনিক কনফিগারেশনের সাথে সম্পর্কের মাত্রায় তারতম্য আছে। কলম্বাস যুগে মেক্সিকোর সাথে পশ্চিম-ইয়োরোপের তুলনা করতে গেলে ইয়োরোপের অ-ইয়োরোপিয়ান ব্যাকগ্রাউন্ড বিবেচনার বাইরে রাখলে তা হবে অসম তুলনা, যদিও সচরাচর এটি বাইরেই রাখা হয়—স্থানীয় মেক্সিকানদের সক্ষমতা অবমূল্যায়নের জন্য। যে জনগোষ্ঠী ওইকিউমেনিক কনফিগারশনের সাথে নিবিড়ভাবে যুক্ত আর যারা প্রান্তিক, তাদের মধ্যকার তুলনা অবশ্যই অসম হবে। অনুরূপ যে সময়কালের তুলনা করা হচ্ছে, সে সময়কার বিশেষ প্রেক্ষাপটগুলো এবং ওইকিউমেনের সাথে নিবিড়ভাবে সংযুক্তদের ক্ষেত্রে এগুলো কতটা প্রাসঙ্গিক, তা বিবেচনায় রাখতে হবে। যেমন সাক্ষর জনগোষ্ঠীর আন্ত-আঞ্চলিক বাণিজ্য গুরুতর উপাদান ছিল কি না, বৈশ্বিক ধর্ম গ্রহণের মতো বায়ুমণ্ডল ছিল কি না ইত্যাদি। ফলে, হেলেনিস্টিক যুগের মূর্তিপূজক আরবদের (যারা সে সময়ের বিশেষ প্রেক্ষাপটের ফলে পেত্রা আর পালমিরার মতো বিস্ময়কর নগর গড়ে তুলেছে) খ্রিষ্টান যুগের মূর্তিপূজক আরবদের সাথে (যখন তখনকার বিশেষ প্রেক্ষাপটবলে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও অন্য নবিদের আবির্ভাব ঘটেছে) তুলনা করা চলে না। দুই যুগের আরবজীবনের অভ্যন্তরীণ পার্থক্য বাদ দিলেও—দুই সময়ের আরবজীবনে ওইকিউমেনের সামগ্রিক প্রভাবে পার্থক্য ছিল, গুরুতর পার্থক্য ছিল।

বৃহত্তর প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নেওয়ার একটি উদাহরণ হতে পারে ঐতিহাসিক পরিবেশ; যেমন ভাইকিংদের ইয়োরোপিয়ান পরিবেশ বনাম আরবদের মধ্যপ্রাচীয় পরিবেশ। বৃহত্তর ওইকিউমেনিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় রাখার কারণ—অংশত সম্ভাব্য প্রাসঙ্গিক উপাদানসমূহ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ চিত্রলাভ, অংশত যথার্থ 'মাত্রাজ্ঞান' নিশ্চিতকরণ। পুরোদস্তুর ওইকিউমেনিক ঐতিহাসিক দুটি প্রেক্ষাপটে মধ্যে তুলনাকালে উপরিউক্ত কারণগুলো অধিকতর প্রাসঙ্গিক।

সর্বোপরি ইতিহাসের অভিন্নতা পরস্পর নির্ভরশীল—যুগ এবং অঞ্চলসমূহের মাঝে, সংকট নিরসনে মানুষের প্রচেষ্টার পরিবর্তে বরং মোকাবিলাকৃত সংকটসমূহের মাঝে। ইতিহাসের এই অভিন্নতা ও সংহতি বস্তুবাদী ইতিহাসবিদদের ইউনিটি ফ্রম বিলো বা নিচ থেকে ঊর্ধ্বমুখী

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বারো

যুগ ও অঞ্চলসমূহের ভেতর ঐতিহাসিক তুলনার শর্তাবলি; ন্যায্যতা ও সীমাবদ্ধতা

ইতিহাসের সোশিওলজিক্যাল স্টাডির বিপরীতে বৃহৎ পরিসর ইতিহাসের তাৎপর্যপূর্ণতার বড়সড় উৎস এর নৈতিক তুলনামূলক পর্যালোচনা। কারণ, আমরা দেখেছি বৃহৎ পরিসর ইতিহাসের চর্চার প্রয়োজনই হয় তুলনামূলক পর্যালোচনার জন্য। তবে তা অবশ্যই কাল্পনিক নয়। বরং ইতিবাচক ও নেতিবাচক নৈতিক বিষয়গুলোই তুলনামূলক পযালোচিত হয়। আমরা আমাদের ব্যক্তিগত পরিচয়ও গড়ে তুলি তুলনার ভিত্তিতে—আমরা কী নই, তা থেকে আলাদা করি—আমরা কী। ব্যক্তির সাথে বোঝাপড়া করা আদতে ব্যক্তির নৈতিকতার সাথে বোঝাপড়া, অর্থাৎ তার নীতিনৈতিকতার সাথে বোঝাপড়া। আমরা জানি লেওনার্দো দ্য ভিঞ্চি একজন মহান চিত্রকর, তবে তাঁর মহত্ত্ব 'অন্যদের তুলনায়' তাঁর চিত্রের শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তিতে। এটিই ইতিহাসের প্রধান মিশন, এ জন্যই ইতিহাসবিদেরা নিজ নিজ হিরোদের নৈতিক মূল্যায়নকে নিজেদের প্রধান কর্তব্য জ্ঞান করেন। পূর্বেকার সামারিগুলো খোলামেলাভাবেই কাজটা করত। কিন্তু এখনকার আধুনিক মূল্যায়ন পরোক্ষ (যেমন উপন্যাসে), তবে ঠিকঠাকভাবে করতে পারলে কোনো অংশেই অনাধুনিক নৈতিক মূল্যায়নের চেয়ে কম যায় না।

বৃহৎ পরিসর ইতিহাসের প্রধানতম কাজগুলোর একটি ইতিহাস তুলনার সমালোচনার ভিত্তি গড়ে তোলা। পারস্পরিক তুলনার যথার্থ শ্রেণিবিন্যাস গড়ে তোলা এবং কোন কোন প্রেক্ষিতে তুলনা প্রাসঙ্গিক, তা নির্ণয় করা। তুলনা করার জন্য কিছু যৌথ প্রেক্ষাপট থাকা লাগে এবং এসব যৌথ প্রেক্ষাপট ও উপাদান খুঁজে বের করা ইতিহাসবিদদের কাজ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সংস্কৃতির নানা দিক শুধু এই অঞ্চলের অভ্যন্তরীণ বিষয় কিংবা অন্যান্য সমাজের ওপর তাদের প্রভাবকে দৈবক্রম হিসেবে দেখলে নিশ্চিতভাবেই তা আমাদের দৃষ্টিকে সংকুচিত করে দেবে। কারণ, গুপ্ত ভারত ছিল সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু, যার পূর্ণ মর্ম ও ফলাফল অবশিষ্ট পৃথিবীর প্রেক্ষাপটে বিচার করলেই শুধু অনুধাবন সম্ভব। হেলেনিস্টিক শিল্প অধ্যয়ন করলে গুপ্ত ভারতজুড়ে এর উপস্থিতি পাওয়া যাবে, যা ভারতকে শুধু প্রাচীন যুগের পশ্চিমের সাথে সংযুক্ত করছে না, বরং নিজ যুগের উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের সাথেও যুক্ত করেছে, যেগুলোকে গুপ্ত ভারত প্রভাবিত করছিল। হেলেনিস্টিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। গুপ্ত ভারত থেকে পরিবাহিত প্রভাব পরবর্তী কয়েক শতাব্দীজুড়ে পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণে প্রবাহিত হয়েছে। বাণিজ্যের ক্ষেত্রে খ্রিষ্টীয় প্রথম শতাব্দীগুলোতে ভারত প্রভাববিস্তারের কেন্দ্রবিন্দু ছিল। বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম ভারত থেকেই প্রচারিত হয়েছে। হিন্দুধর্মের পুবমুখী বিস্তার ঘটেছে, গুপ্ত যুগে বৌদ্ধধর্ম বিশেষত উত্তর ও পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়েছে। বাণিজ্য পশ্চিম ও উত্তর অঞ্চলগুলোকে যতটুকু প্রভাবিত করেছে, দক্ষিণ ভারত থেকে উৎসারিত উপনিবেশায়ন এবং বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড ইন্ডিজ অঞ্চল এবং ইন্দোচীনকে তার চেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে উপনিবেশায়ন এবং উত্তর ভারতের বৌদ্ধদের কর্মকাণ্ড কিছু অঞ্চলে অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে তীব্রভাবে অনুভূত হয়েছে। যেমন দূরপ্রাচ্য এবং দক্ষিণ-পূর্বে খোদ ভারতের চেয়েও বেশি প্রভাব পড়েছিল। এককথায়, গুপ্ত যুগে ভারত গোটা ওইকিউমেনিক জোনের প্রধান হাব হিসেবে কাজ করেছে। এই সময়ের ভারতকে নিজের ভেতর আবদ্ধ সাংস্কৃতিক অঞ্চল হিসেবে বিবেচনা করলে বাস্তবে কী ঘটছিল, তা কখনোই উপলব্ধি করা যাবে না।

ভিন্ন আরেকটি ক্ষেত্র আছে, যেখানে আঞ্চলিক অ্যাপ্রোচ অপর্যাপ্ত—'প্রান্তিক' অঞ্চলসমূহ অধ্যয়নে। এগুলোর নিজস্ব ধারাবাহিকতা ছিল, নিজ নিজ সময় ও স্থান অনুপাতে এবং নিজ সংস্কৃতির সাথে আঞ্চলিক সংস্কৃতির সংমিশ্রণে বেশ ধোঁয়াশাপূর্ণ অবস্থা বিরাজ করত। যেমন সুদূর দক্ষিণ-পূর্বে দূরপ্রাচ্য, ভারত, মধ্যপ্রাচ্য এবং আধুনিক পশ্চিম থেকে আসা সাংস্কৃতিক উপাদানগুলোর মিথস্ক্রিয়া ঘটেছে, ফলে এখানে একক-স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক প্যাটার্ন ধরে রাখা চ্যালেঞ্জের বিষয় হয়ে উঠেছিল। আধুনিক সমুদ্রশক্তিগুলোর সংরক্ষিত অঞ্চল হয়ে ওঠার পাশাপাশি অন্যান্য

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যেখান থেকে লাতিন ও বাইজেন্টাইন—উভয়কে প্রভাবিত করতে সক্ষম ছিল। অনুরূপ ফার সাউথ ইস্ট, যা ছিল বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র। ওইকিউমেনিক যুগজুড়ে আর কিছু না হোক অন্তত মধ্যপ্রাচ্যের ভৌগোলিক অবস্থান একে গোটা ওইকিউমেনিক জোনের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত করে; উত্তর-পশ্চিমে ইয়োরোপ, দক্ষিণ-পূর্বে ভারত, ইন্ডিজগামী জলপথ, দূরপ্রাচ্যগামী স্থলপথ, দক্ষিণে আফ্রিকা এবং উত্তরে রাশিয়া ও মধ্য-এশিয়া। এমনকি বৌদ্ধধর্মও ভারত থেকে চীনে ছড়িয়েছে ইরান হয়ে। পারসিয়ানরাই সর্বপ্রথম সংস্কৃত থেকে চীনা ভাষায় অনুবাদ করেছে। মধ্যপ্রাচ্যে সাধিত উন্নয়ন, অনুরূপ উন্নয়নের ক্ষেত্রে মধ্যপ্রাচ্যের অবস্থান গোটা ওইকিউমেনের ইতিহাসে ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছিল।

আন্ত-আঞ্চলিক ফেনোমেনা বিবেচনার জন্য উপরিউক্ত পাঁচটিই একমাত্র উপায় নয়, বিকল্প উপায়মাত্র। এগুলোর বাইরে আরও অনেক বিকল্প হতে পারে। তবে ওগুলো আন্ত-আঞ্চলিক ফ্যাক্টরগুলোর বৈচিত্র্য ও জটিলতা অনুধাবনে সহায়ক। দেখতেই পাচ্ছি—সুনির্দিষ্ট কোনো আন্ত-আঞ্চলিক ইতিহাস বুঝতে হলে প্রতিটি অঞ্চল ও যুগকে যথাযথ প্রাপ্য দিতে হবে, যা অবশ্যই সুনির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের উদ্ভবের পরিবর্তে প্রেক্ষাপট ও দৃষ্টিভঙ্গির ওপর জোরারোপ করতে হবে।

বিশ্ব ইতিহাস নিয়ে কারও ব্যক্তিগত ঝোঁক যা-ই হোক না কেন, সামগ্রিকভাবে বিশ্ব ইতিহাসের সংকটগুলো একই রকম। এই-সেই অঞ্চলের সুনির্দিষ্ট ইতিহাস হিসেবে চর্চিত হলে বিশেষজ্ঞরা ইতিহাসের সাথে যে আচরণ করেন, বিশ্ব ইতিহাস হিসেবে চর্চিত হওয়ার সময় ভিন্ন আচরণ অত্যাবশ্যক। নিজ মূল্যবলেই আন্ত-আঞ্চলিক ইতিহাস অধিকতর অভিনিবেশ কামনা করে। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হয় 'প্রভাবের' ওপর, এরপর সংস্কৃতিগুলোর মধ্যকার সম্পর্কের ওপর এবং এটিও খুব ফলদায়ক হবে না যদি তা সুনির্দিষ্ট অঞ্চলের বৃত্তে বন্দি থাকে; যেমন ইয়োরোপের ওপর ভারতের কী প্রভাব? তবে বিশ্ব ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে এ-জাতীয় বিশেষ ঘটনাও গুরুত্বপূর্ণ, আন্ত-আঞ্চলিক সম্পর্কের গতিপথ নির্ণয়ে অগুনতি ছোট ছোট ঘটনার মধ্যে এগুলোও অন্তর্ভুক্ত।

ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহ শুধু যে আঞ্চলিক সংস্কৃতিগুলোর মধ্যেই ওভারল্যাপ করে তা নয়, বরং একই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক উপাদানগুলো পরস্পর অত্যন্ত নিবিড়ভাবে জড়িত। যেমন গুপ্ত শাসনামলে ভারতীয়

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অঞ্চলে প্রভাব ফেলেছে। যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে ওইকিউমেনিক সভ্যতার বিস্তার। সভ্যতা ক্রমান্বয়ে বিস্তৃত হয়েছে, সাথে সাথে বারবারিজম এবং নগরগুলোর মাঝে 'ব্যালেন্স অব পাওয়ার' বা ক্ষমতার ভারসাম্যে পরিবর্তন এসেছে। ফলে, কোনো বিশেষ ঘটনা বলে নয় এবং প্রত্যক্ষ মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমেও নয়, বরং সামগ্রিক হালচাল পরিবর্তনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে সভ্যতার সর্বজনীন প্রভাব সর্বত্র অনুভূত হতে শুরু করে। যেমন হুন রাজা আতিলার যুগ থেকে চেঙ্গিস খানের সময় ভিন্ন। কারণ, দ্বিতীয়জনের সময় মধ্য-এশিয়া সভ্যতায় নিমজ্জিত ছিল। যাযাবরস্পৃহার সাথে যুক্ত হয়েছিল সভ্যতার সমস্ত কলাকৌশল ব্যবহারের সুবিধাদি। ফলে, মোঙ্গল অভিযাত্রা হুন অভিযাত্রা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন মাত্রা পেয়েছিল, ফলাফলও ছিল পুরোপুরি ভিন্ন। চায়নিজ, ইয়োরোপিয়ান, ইরানি এবং ভারতীয় বৌদ্ধ—সবাই গোটা মহাদেশকে একটি পরিবর্তিত স্থানে রূপান্তরিত করা এবং পরিবর্তিত ফলাফল বয়ে আনার কার্যক্রমে সচেতনভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। যখন পশ্চিমের পরিবর্তন মুকুলিত হচ্ছিল মাত্র, সেটি ছিল গোলার্ধের সবচেয়ে বিচ্ছিন্ন অঞ্চল, যা আরব, চীনা কিংবা ভারতীয় কেউই জয় করেনি। সেখানে বাণিজ্য রুট ও সম্পদ আহরণের অন্য উপায়গুলো ধীরে ধীরে উন্মোচিত হচ্ছিল। দ্বিতীয় সহস্রাব্দের দ্বিতীয়ার্ধে এসেই শুধু ইয়োরোপিয়ান বিশ্ব জয় সম্ভবপর হয়ে উঠেছিল।

সুপ্রা-রেজিওনাল বিষয়াবলির প্রভাব ছোট-বড় সব ক্ষেত্রে ধীরলয়ে চলমান থাকে। যেমন ভূমধ্যসাগরীয় বাইজেন্টাইন অববাহিকায় 'রিভিশন পিরিয়ড'। যদিও এর দৃশ্যমান ফলাফল ছিল কম। কিন্তু সিল্কের আবির্ভাব, ডায়োফান্টাইন ম্যাথম্যাটিকস, আইনের নানা শাখাভিত্তিক প্রগতি, মেডিসিন, প্রশাসন, ধর্ম, শিল্প ও আরও নানা উন্নতি আন্ত-আঞ্চলিক প্রভাব বিস্তার করছিল। যার ওপর ভিত্তি করেই ইসলামি সভ্যতার বিকাশ কিংবা ইয়োরোপিয়ান পরিবর্তন দৃশ্যমান হয়ে উঠছিল। আরও অনেক উন্নয়নকেই এই দৃষ্টিতে দেখা যায়। যেমন খ্রিষ্টপূর্বাব্দ প্রথম সহস্রাব্দে মুদ্রার উত্থান। বাহ্যত যদিও এটি একটি স্বাধীন ঘটনা ছিল, কিন্তু গোটা আঞ্চলিক বাণিজ্যের ওপর পরোক্ষ প্রভাব এবং অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ওপর প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলেছিল। অনুরূপ ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের প্রয়োজনীয়তা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, ভিন্ন ভিন্ন সরকার এত

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উন্নয়নের ফলে ইন্দোচীন এবং মালয়েশিয়াকে দেখা যেতে পারে বহুমুখী সংস্কৃতির মিলনকেন্দ্র হিসেবে, যা নিজস্ব ও স্বতন্ত্র পথে বেড়ে ওঠেনি। এই অঞ্চলজুড়ে যেসব ধর্মের চলাচল হয়েছে, সবগুলোর স্মৃতিচারণা ঘটে হিন্দুধর্ম প্রভাবিত বালিতে, যা আদি হিন্দু মতবাদের ধ্বংসাবশেষ; হীনযান বৌদ্ধ-অধ্যুষিত মূল ভূখণ্ডে; মহাযান বৌদ্ধ ভাস্কর্যবিশিষ্ট দ্বীপগুলোতে; দ্বীপমালার ইসলামের প্রতি আনুগত্যে এবং ফিলিপিনোদের খ্রিষ্টবাদে। শিল্প, সাহিত্য ও বিজ্ঞানে চায়নিজ ও সংস্কৃতের মিশ্রণের ফলে নামই পড়ে গেছে ইন্দোচীন; এই সবকিছুর ধ্বংসাবশেষে অনুসন্ধান করলে টয়েনবি যুগের পর যুগ টিকে থাকা স্বাধীন হীনযান বৌদ্ধ সংস্কৃতির দেখা পাবেন। বহুরঙা পরিবর্তন এবং সাংস্কৃতিক উপাদানগুলোকে দৈবঘটনা হিসেবে চিহ্নিত করার প্রচেষ্টা খুবই বিদ্ঘুটে ঠেকে। কারণ, সময় ও স্থানের প্রবাহে এখানকার সাংস্কৃতিক নিরবচ্ছিন্নতা ও উন্নয়ন সুপ্রমাণিত। যেমন জাভা ও সুমাত্রা—যথাক্রমে বৌদ্ধ বিশ্বাসে পক্ষে ও বিপক্ষে লড়ছিল, কিন্তু তারা আলাদা সময় ও সংস্কৃতিচক্রভুক্ত ছিল না এবং জাভা যখন সুমাত্রার আদর্শ-বিশ্বাস গ্রহণ করে নেয়, জাভানিজ সংস্কৃতির মূল সুর পরিবর্তিত হয়ে যায়নি, বিশ্বমঞ্চ থেকে রাতারাতি উধাও-ও হয়ে যায়নি। মালাক্কা এবং সিঙ্গাপুর যুগ যুগ ধরে ধর্ম-ভাষানির্বিশেষে মানবজাতির জংশন হিসেবে কাজ করেছে এবং শুধু ওইকিউমেনিক ও বৈশ্বিক ঘটনাপ্রবাহের আলোকেই এদের বোঝাপড়া সম্ভব।

অনুরূপ আরেকটি মিশ্র অঞ্চল হলো মধ্য-এশিয়া, যেখানে বৌদ্ধধর্ম, খ্রিষ্টধর্ম এবং ইসলাম—সবগুলোই প্রভাবশালী ছিল। এ-জাতীয় মিশ্র অঞ্চলগুলো আঞ্চলিক অধ্যয়নের অন্তত ন্যূনতম উপকারিতা অনুভব করায়, আর সর্বোচ্চ উপকারিতা প্রকাশিত হয় আন্ত-আঞ্চলিক সংকট অধ্যয়নে। আবার রাশিয়ার মতো অস্পষ্ট কেসে ভিন্নমাত্রিক আন্ত-আঞ্চলিক আলোর প্রয়োজন হয়। রাশিয়ার ইতিহাস অধিকাংশ সময়জুড়ে লাতিন পশ্চিমা ক্যাটাগরিতে খাপ খায় না। তবে সাম্প্রতিক শতাব্দীগুলোতে এসে কিছু ক্ষেত্রে আষ্টেপৃষ্ঠে পশ্চিমের সাথে জড়িয়ে গেছে। বিশেষত পিটার দ্য গ্রেট থেকে লেনিন পর্যন্ত। অপর দিকে রাশিয়াকে আবার বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের সীমান্তচৌকিও বলা চলে না। পশ্চিম কিংবা দক্ষিণ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল—এ কথাও বলা চলে না। সুদূর দক্ষিণ-পূর্বের মতো রাশিয়ার ক্ষেত্রেও একমাত্র সমাধান হলো এমন বৃহত্তর ফ্রেমওয়ার্ক গড়ে তোলা, রাশিয়া যার ভেতর খাপ খায়। কিন্তু মনে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রভাবশালী থাকে। এ ক্ষেত্রে বিকাশ যুগ বিশেষ গুরুত্বের দাবিদার। সভ্যতাকে সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকেও সংজ্ঞায়িত করা যায়। সে ক্ষেত্রে সংস্কৃতি সভ্যতার একটি অনুষঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হয়, তবে গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ।

আধুনিক যুগের সাংস্কৃতিক সৃষ্টিশীলতা একটি বিশেষ কেস, যা শুধু ক্লাসিক্যাল বিকাশ যুগের সাথেই আংশিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। রুচিশীলতার মাত্রা, জ্ঞান, দক্ষতা এবং এগুলোর সহায়ক প্রতিষ্ঠানাদির মাধ্যমে সাংস্কৃতিক সৃষ্টিশীলতা ও অবক্ষয় পরিমাপ করা হয়। সাংস্কৃতিক স্ফুরণ ঘটে যখন (বিশেষত শিল্প ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে) ভাঙনের অবিরত শক্তি (persistent forces of disruption) এতটাই প্রভাবশালী হয়ে ওঠে যে কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা উপেক্ষা করতে সক্ষম, আবার এতটাও তীব্র নয়, যা সৃষ্টিশীলতার অবিরত শক্তিকে নিষ্পেষিত করে ফেলে।

সাংস্কৃতিক অবক্ষয় প্রধানত দুধরনের। প্রথম প্রকারের অবক্ষয় রাষ্ট্রকাঠামো কিংবা শিল্পধারার অভ্যন্তরীণ কারণে ঘটে; law of Exhaustion মেনে। যেমন শিল্পচর্চায় বারোকের উত্থান (baroque, সপ্তম ও অষ্টম শতকের শিল্পকলার বিশেষ ধারা)। সে সময় ক্ল্যাসিক্যাল ধারা টিকে থাকতে পারছিল না। কারণ, নতুন প্রজন্মের রুচি ফ্রেশ কিছু চাচ্ছিল। আবার পুরোপুরি ফ্রেশও না। কারণ, একেবারেই নতুন করে সৃষ্টি করার রুচি তখনো গড়ে ওঠেনি। রাজনীতি থেকে উদাহরণ দিলে—যখন সংবিধান মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে যায়, কিন্তু তা বিদ্যমান সমাজকাঠামোতে এতটাই নিবিড়ভাবে প্রোথিত যে রাজনৈতিক কাঠামোর খোলনলচে পাল্টে ফেলা ব্যতীত একে উপড়ে ফেলা অসম্ভব। বাইজেন্টাইন যুগের শেষ লগ্নে সন্ন্যাসী এবং জমিদারদের দেশ থেকে বিতাড়নের মাধ্যমে যা ঘটেছিল। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে—যখন কোনো তাত্ত্বিক ফ্রেমওয়ার্ককে পুরোপুরি ছুড়ে ফেলার পরিবর্তে সংশোধন করা হয়। Exhaustion সংরক্ষণবাদের দিকেও নিয়ে যেতে পারে। আবার সংকোচনের দিকেও, যদি সৃষ্টিশীল মননগুলোর পথ রুদ্ধ করে দেওয়া হয় এবং তাদের অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া হয়।

দ্বিতীয় ধরনের অবক্ষয় ঘটে হয়তো ডিজরাপশন কিংবা সাংস্কৃতিক অবদমন—দুটি শক্তির যেকোনো একটির প্রাবল্যের কারণে। সাংস্কৃতিক অবদমন যেমন—পিউরিটানিজম বা বিশুদ্ধতাবাদ। যেখানে 'বিশুদ্ধ'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

চলছিল। বর্তমানে সর্বাধিক ব্যবহৃত যুগবিন্যাস হলো প্রাচীন/আদি যুগ, মধ্যযুগ, আধুনিক যুগ এবং শতাব্দীগুলো। আন্ত-আঞ্চলিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রকৃত তাৎপর্য থেকে থাকলেও প্রথমোক্ত বিভাজনটি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে খুব বেশি বড়। দ্বিতীয়টি যুগবিভাজনের ক্ষেত্রে অর্থবহ নয়। কারণ, এটি ইউনিটগুলোকে সুস্পষ্টভাবে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত করতে পারে না। যুগবিন্যাস মূল্যবান হয়ে ওঠে—যদি এটি সময়ের এমন সীমানা চিহ্নিত করতে পারে, যা উল্লেখযোগ্য ঘটনাক্রম কিংবা সমরূপ ঘটনাপ্রবাহ অনুধাবনে কার্যকর। উদাহরণত, মানবচিন্তার বিকাশ, যা কয়েক শতাব্দী ধরে ঘটেছিল; এগুলোকে একত্রে একটি যুগ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। আধুনিক যুগের সূচনালগ্নে সম্প্রসারমাণ এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনগুলোর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। যুগবিন্যাসে উপকারী আরেকটি উপাদান হলো সমান দৈর্ঘ্যে বিভাজিত সময়কাল, যেমন শতাব্দী।

আধুনিক ইতিহাসের ঐতিহাসিক যৌগ

আধুনিক ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ের জন্য সুচিন্তিত ঐতিহাসিক যৌগ বাছাই করতে হবে, যা আধুনিক যুগে মোকাবিলা করা সংকটগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ ক্ষেত্রে প্রাচীন যুগবিন্যাসগুলো ভ্রান্তিপূর্ণ। যুগবিন্যাস নির্ণয়ে আধুনিক ইতিহাসের যে সংকটগুলো মাথায় রাখতে হবে—

১. যথার্থ তুলনাযোগ্য ইউনিট নির্বাচন, যেখানে আধুনিক ফেনোমেনা হাজির। যেমন 'আধুনিক' বনাম 'ইসলামি' প্যাটার্নের তুলনা, কিংবা 'আধুনিক' বনাম 'মধ্যযুগীয়'। মধ্যযুগীয় বলতে খোদ পশ্চিমের মধ্যযুগ হতে পারে, আবার হতে পারে অ-পশ্চিমের মধ্যযুগ। প্রথম ক্ষেত্রে তুলনা হবে পশ্চিমের দুটি সময়কালের। দ্বিতীয়টিতে পশ্চিম বনাম অ-পশ্চিম তুলনা।

২. অনুসন্ধানের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় রাখা। যেমন ইতালিয়ান রেনেসাঁ যুগ থেকে পশ্চিম ইয়োরোপের আধুনিক শিল্প বিকাশের অনুসন্ধান আর্কাইক গ্রিক যুগ থেকে অনুসন্ধানের চেয়ে আলাদা হবে, কিংবা বিশ্বজুড়ে আঠারো শতক থেকে চলমান আধুনিক ট্রান্সফরমেশন থেকে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

গোটা জোনজুড়ে আমাদের সম্পর্কের সীমাহীন জটিল নেটওয়ার্ক বোঝাতে—ফার ইস্ট এবং লাতিন ওয়েস্টে বিভাজন করাটা বেশ কার্যকর। এখানকার গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলো সম্ভবত কনফুসিয়ান দূরপ্রাচ্য, সুদূর দক্ষিণ-পূর্বের দ্বীপ ও উপদ্বীপগুলো, ভারত ও তৎসংলগ্ন এরিয়া, মধ্য-এশিয়ার বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড, নীল নদ থেকে শুরু করে এজিয়ান সাগর হয়ে ইরান পর্যন্ত বিস্তৃত মধ্যপ্রাচ্য, রাশিয়ান অঞ্চল এবং অক্সিডেন্ট। এই অঞ্চলবিভাজনের সাথে সময়ে সময়ে অস্তিত্বে আসা ওভারল্যাপিং অঞ্চলগুলোও উপকারী বটে। যেমন সুদান, ভূমধ্যসাগরীয় অববাহিকা এবং লেভান্ত। নানা কারণে আরও কিছু সাবডিভিশন উপযোগী হতে পারে। পশ্চিম ইয়োরোপে এই তালিকায় রয়েছে ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ ও আশপাশের অঞ্চল, আটলান্টিকের উত্তরাংশ; ভারতে ঢাকা ও উত্তর ভারত; চীনে দক্ষিণ ও উত্তর অঞ্চল, হোয়াংহো উপত্যকা।

আন্ত-আঞ্চলিক ইতিহাসে ওইকিউমেনের অঞ্চলগুলোর পারস্পরিক ভূমিকা বুঝতে ওইকিউমেনের হালচালের প্রভাব বোঝা জরুরি। তবে অঞ্চলগুলো কদাচ স্থির সত্তা হিসেবে ছিল। তবে কিছু অঞ্চল ছিল তুলনামূলক স্থায়ী, যেখানে অধিকাংশ সময়জুড়ে একটি সর্বজনীন ধর্ম, সর্বজনীন সাহিত্যধারা, সর্বজনীন রাজনৈতিক ফ্রেমওয়ার্ক বজায় ছিল। এই অঞ্চলগুলো গুরুত্বপূর্ণ। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এখানে কাঠামো বিদ্যমান ছিল, যদিও খ্রিষ্টপূর্বাব্দ প্রথম সহস্রাব্দ থেকে পশ্চিমের রূপান্তরের পূর্বপর্যন্ত সেগুলো ক্রমাগত ভাঙা-গড়ার ভেতর দিয়ে গিয়েছে। এই সেন্সে চাওয়ের সময় থেকে দূরপ্রাচ্য একটি স্বতন্ত্র অঞ্চল হিসেবে টিকে আছে। ক্রমে তা বিস্তৃত হয়ে জাপানকে অন্তর্ভুক্ত করেছে, যদিও জাপান সব সময় চীনের রাজনৈতিক কর্তৃত্বাধীন ছিল না, কিন্তু চীন-জাপান ও এখানকার তুলনামূলক কম গুরুত্বপূর্ণ ভূখণ্ডগুলো মিলে একটি যৌথ কূটনৈতিক অঞ্চল, লিপিপদ্ধতি এবং ধর্ম গড়ে তুলেছিল। পাশাপাশি বৃহত্তর ওইকিউমেনিক কাঠামোতে ফার ইস্টার্ন অঞ্চলটি গোটা সহস্রাব্দজুড়ে অপরাপর অঞ্চলগুলোর সাথে মোটাদাগে একই রকম সম্পর্ক ধরে রেখেছিল—মধ্য-এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের সাথে সরাসরি স্থল সম্পর্ক, ভারতের সাথে একাধিক রুট ও ধর্মীয় সম্পর্ক, সুদূর দক্ষিণ-পূর্ব ও অন্যান্য সমুদ্রচারী অঞ্চলগুলোর সাথে সমুদ্রপথে।

আন্ত-আঞ্চলিক অধ্যয়নের জন্য লাতিনভাষী পশ্চিমেও এ রকম স্থায়ী একটি অঞ্চল নির্ণয় করা উপকারী প্রতীয়মান হচ্ছে। ব্যুৎপত্তিগত অর্থে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

শতকের মধ্যপ্রাচ্যের কথা বলা যায়, যখন অঞ্চলটি ক্রমান্বয়ে এমন সভ্যতায় রূপান্তরিত হচ্ছিল, যাকে আমরা বলি 'ইসলামি'। অনুরূপ ইন্দো-মুসলিম সময়কালের কথা এলে ভারতের কথা অবশ্যই উল্লেখ করা যায়, একই সময়ে ভারতই আবার একমাত্র 'হিন্দু সিভিলাইজেশন'। যদিও এই প্রশ্নটা খুবই সংগত যে 'ভারতের আদৌ কোনো স্বতন্ত্র ও পার্থক্যসূচক সভ্যতা আছে?'

আমাদের আলোচনায় যেহেতু রেজিওন বলতে বোঝানো হচ্ছে নিবিড়ভাবে সেলাইকৃত অঞ্চল, যেখানে ঐতিহাসিকভাবে আন্তসম্পর্ক এবং ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলমান ছিল; তাই ওইকিউমেনের মতো বিস্তৃততর অঞ্চলে পর্যবসিত করা ছাড়াও এর বোঝাপড়া সম্ভব। ফলে, সুদূর দক্ষিণ-পূর্বও অঞ্চলরূপে বিবেচিত। কারণ, এখানে হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলিম, কনফুসিয়ান এবং এমনকি খ্রিষ্টানরা পাশাপাশি এখানে তাদের ইতিহাস যাপন করেছে, তাদের সাংস্কৃতিক প্যাটার্ন পর্যাপ্ত ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও সবাই মিলে গড়ে তুলেছে একটি যৌথ 'অঞ্চল'। কিছু সময়ের জন্য ইউনানের প্রোটো-থাই সংস্কৃতি চীনা অঞ্চলের অংশে পরিণত হয়েছিল; অত্র অঞ্চলের সংস্কৃতিতে অংশগ্রহণের ফলে নয়, বরং তারা এখানকার ইতিহাসের অংশে পরিণত হয়েছিল বলে।

ওইকিউমেনে সর্ববৃহৎ অঞ্চল। কিন্তু কেউ যখন বলে 'আন্ত-আঞ্চলিক', তখন এরচেয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলগুলোকেই বোঝানো হয়। অনুরূপ যখন একে 'স্থানীয়'-এর মোকাবিলায় দাঁড় করানো হয়, তখনো। অঞ্চলগুলো ওইকিউমেনে বা ইন্দো-মেডিটেরেনিয়ান হিস্ট্রিক্যাল কমপ্লেক্সের পূর্ববর্তী ধাপ। অঞ্চল নিয়ে বোঝাপড়া করা সংস্কৃতি নিয়ে বোঝাপড়া করার চেয়ে সহজ।

আন্ত-আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চার জন্য অঞ্চলগুলোকে বিভাজিত করা সব সময় পশ্চিমা কেসের মতো দুষ্কর নয়। তবে এখানে একটা সমস্যা রয়েছে। বর্তমানে একমাত্র গ্রহণযোগ্য আঞ্চলিক মানদণ্ড হলো মহাদেশ, যা ইয়োরোপকে অবশিষ্ট ইয়োরেশিয়ার 'সাংস্কৃতিক আঞ্চলিকতা' থেকে পৃথক করেছে, যার ফলে সৃষ্টি হয়েছে 'এশিয়া', পাঁচমিশালি এশিয়া। যার ভৌগোলিক, নৃতাত্ত্বিক কিংবা রাজনৈতিক—কোনো ধরনের কার্যকারিতাই নেই, থাকার মধ্যে আছে এশিয়ার 'অপর' হিসেবে হোমোজেনাস ইয়োরোপের ভাবমূর্তি উন্নীত করা। আর সেসব প্রফেসরকে দ্বিধান্বিত করা, যাঁরা 'এশিয়ান ভাবাদর্শের' সাথে 'ইয়োরোপিয়ান দক্ষতার'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

2023/12/16 15:09

ঐতিহাসিক তুলনার ইউনিটসমূহ

নানা জাতের হিস্ট্রিক্যাল কমপ্লেক্স

বিশ্বরাজনীতিতে প্রাসঙ্গিক এমনতর হিস্ট্রিক্যাল কমপ্লেক্সগুলোই ইতিহাসের সর্ববৃহৎ ইউনিট, যেগুলোকে 'সমগ্র' থেকে আলাদা করা যায় (বিশ্ব ইতিহাসকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়—ইতিহাসের সেই পরিক্রমা যা এত বৃহৎ মানবগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করে; ইয়োরোপ, দূরপ্রাচ্য কিংবা অন্য কোনো স্থানীয় দৃষ্টিকোণ থেকে যার অধ্যয়ন আবশ্যিকভাবেই খণ্ডিত অধ্যয়ন)। নানা ধরনের হিস্ট্রিক্যাল কমপ্লেক্সের কিছু নিম্নে দেওয়া হলো, এগুলোর প্রতিটিরই নিজস্ব ভূমিকা রয়েছে।

(১) দ্য ওইকিউমেনে; ইয়োরেশিয়া এবং উত্তর আফ্রিকার সভ্য অঞ্চল, যা খ্রিষ্টপূর্বাব্দ তিন হাজার থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত প্রতি সহস্রাব্দে বিস্তৃত হয়েছে। এটি একটি অন্যতম হিস্ট্রিক্যাল কমপ্লেক্স বা ঐতিহাসিক যৌগ। বিশ্ব ইতিহাস সুন্দরভাবে সামলাতে হলে এর সুনির্দিষ্ট কিছু উপাদানের বোঝাপড়া ছাড়া বিকল্প নেই।

(২) 'সিভিলাইজেশন'; সাধারণত সর্বাধিক ব্যবহৃত ইউনিট, যা যৌথ ব্যাকগ্রাউন্ড, বর্তমান আন্তসম্পর্ক এবং যৌথ সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের সমন্বয়; যেখানে শিল্পের বিকাশ ঘটে, প্রতিষ্ঠান পরিমার্জিত হয় এবং আরও অনেক কিছু ঘটে। এর বহিঃস্থ সাংস্কৃতিক বিষয়াদি মৌলিকভাবে (as such) এখানকার চেতনায় হাজির নয়। এর দুটি অনুষঙ্গ হলো সর্বজনীন ধর্ম এবং ক্লাসিক্যাল ভাষা। অভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক-বুদ্ধিবৃত্তিক বিবর্তন এবং এর 'উপ'সমূহ বোঝাতে সিভিলাইজেশন সবচেয়ে কার্যকর ইউনিট। যেমন শিল্প, প্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতি, ধর্ম, দর্শন ও বিজ্ঞান।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কোনগুলো অঞ্চল হিসেবে স্বীকৃত এবং ফলত কোনটা আন্ত-আঞ্চলিক, তা রেজিওনাল স্টাডিজ ইতিমধ্যেই চিহ্নিত করে রেখেছে। তাই বলে ইতিহাসের পুরো সময়জুড়ে তিব্বতকে ফার ইস্ট, ভারত কিংবা মধ্য-এশিয়ার অংশ হিসেবে দেখা যায় না; কিংবা কোনো সুনির্দিষ্ট সময়ে সব ক্ষেত্রে একটা অঞ্চলের অংশ হিসেবেও না। বরং তিব্বত গোলার্ধের ইতিহাস পরিক্রমায় প্রবেশের পর থেকে অধ্যয়নের উদ্দেশ্য অনুপাতে কখনো এক অঞ্চল, কখনো ভিন্ন অঞ্চলের অংশ। ভারতের প্রতিবেশী হিসেবে এটি ইতালিয়ান ও বাংলা বর্ণমালার সাথে সাথে সিরিয়ান বর্ণমালার ব্যবহারও শিখেছে; আবার দূরপ্রাচ্যের অংশ হিসেবে এটি পারসিয়া-জাপানের বৌদ্ধ মিশনারিদের ছাউনিভুক্ত এবং মধ্য-এশিয়ার অংশ হিসেবে আরব ও হুনদের সাথে এখানকার বাণিজ্যপথ নিয়ন্ত্রণের লড়াইয়েও শামিল হচ্ছে।

যুগবিন্যাস (Periodization)

ইতিহাসের ভিন্ন ভিন্ন কমপ্লেক্স সময় ও যুগের সাথে আলাদা আলাদা সম্পর্ক রাখে। সময়কাল নির্ধারণে 'অঞ্চলের' ভূমিকা গৌণ। 'কালচারাল এরিয়া' সমসাময়িকতাপন্থি এবং 'সিভিলাইজড ট্রাডিশন' সভ্যতার দীর্ঘ সময়জুড়ে চলমান থাকে। বৈশ্বিক পর্যায়ে ইতিহাসের মাত্রা নির্ণয়ে 'সিভিলাইজেশন' সম্ভবত সবচেয়ে ক্ষুদ্র ও সর্বাধিক খণ্ডিতকরণযোগ্য যৌগ এবং সম্ভবত শুধু এরই স্থানিক সীমানার পাশাপাশি 'সময়সীমা'ও রয়েছে। যেমন ইসলামি সভ্যতা। এটি সাসানি সভ্যতার বর্ধিত অংশ হওয়া সত্ত্বেও অষ্টম শতাব্দীর নতুন ঘটনা। ফলে এর সময়কাল শুরু অষ্টম শতাব্দী থেকে। আবার বিশ্ব ইতিহাসের চেয়ে ক্ষুদ্র ইউনিটের সাথে প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনা করলে 'ইতালি ও আশপাশের অঞ্চলের রেনেসাঁ সভ্যতা'কে আলাদা করা যায়।

ওইকিউমেনিক কনফিগারেশনকে স্থানিকভাবে যেমন সুনির্দিষ্ট করতে হয়, তদ্রূপ সময়ভেদেও করতে হয়; যেন 'সমগ্র'-এর উন্নয়ন বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে কার্যকর যুগবিভাজন পাওয়া যায়। যুগে যুগে, ধাপে ধাপে কীভাবে সমগ্র কাঠামোটা গড়ে উঠল। তবে সামগ্রিক যুগবিন্যাস অবশ্যই কৃত্রিম হবে, বিশেষত আদি যুগে, যখন ওইকিউমেনিক কনফিগারেশনের জন্মলগ্ন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

(৩) 'রেজিওন' বা অঞ্চল; সাধারণ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার একটি ভৌগোলিক এরিয়া, যোগাযোগ ও মিথস্ক্রিয়ার ক্ষেত্রে গুরুতর কোনো প্রতিবন্ধকতা থেকে মোটাদাগে মুক্ত এবং তীব্র বিপরীতমুখী সংস্কৃতিসমূহের জংশন হয়ে উঠতেও পারে। যেমন ইন্দোচীন এবং মালয়েশিয়া। ক্ষমতার বহির্মুখী আন্তসম্পর্কগুলো বোঝাতে এবং সংস্কৃতির তুলনামূলক 'বহিরাগত' ধ্রুবকসমূহ নির্ধারণে রেজিওন কার্যকর ইউনিট। ওইকিউমেনেও একটি রেজিওন বা অঞ্চল।

(৪) 'কালচারাল এরিয়া' এরিয়া স্টাডিজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তবে এর ঐতিহাসিক গুরুত্বের চেয়ে ক্রস-সেকশনাল গুরুত্ব বেশি। এর ভেতর রয়েছে জিওগ্রাফি এবং সম্ভবত জিওলজি। যেমন ভূগোলবিশারদদের (পশ্চিমাদের নয়) সংজ্ঞায়িত মধ্যপ্রাচ্য। একাধিক ডিসিপ্লিনের ভেতর সমন্বয় সাধনের জন্য কালচারাল এরিয়া বেশ উপকারী, বিশেষত প্ল্যানিংয়ের জন্য।

(৫) 'সিভিলাইজড ট্র্যাডিশন' হলো সংস্কৃতি ও ইতিহাসের সর্বজনীন মৌলিক ব্যাকগ্রাউন্ড, যার ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলোর ভেতর লাগাতার সংযোগ থাকে না। যেমন জাপান এবং চীন; ভারত, মধ্যপ্রাচ্য, ইয়োরোপ এবং দূরপ্রাচ্য। সুপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং সেগুলোর পরিবর্তন, নৃতত্ত্ব, কম্পারেটিভ স্টাডিজ এবং আরও অনেক ক্ষেত্রে সিভিলাইজড ট্র্যাডিশন সহায়ক।

আঞ্চলিকতা (Regionality)

যে সাংস্কৃতিক যৌগকে আমরা বলি সিভিলাইজেশন, তা রেজিওন বা অঞ্চলজুড়ে বিস্তৃত হয়ে থাকে। কিন্তু এমন অনেক অঞ্চল আছে, যেগুলোকে সুনির্দিষ্ট সিভিলাইজেশন দিয়ে সংজ্ঞায়িত করা যায় না। উদাহরণত, ইসলাম-পূর্ব ও ইসলামি মধ্যপ্রাচ্য। কেউ চাইলে 'মধ্যপ্রাচীয় সভ্যতা' শব্দবন্ধটি ব্যবহার করতে পারে। কারণ, আমরা এই অঞ্চলটিকে প্রথমত উল্লেখযোগ্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের আবাস হিসেবে জানি, ফলে এখানকার যেকোনো যুগের বৈশিষ্ট্য বোঝাতে 'সিভিলাইজেশন' শব্দটি ব্যবহারযোগ্য, যদিও শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এখানকার সিভিলাইজেশনে দুস্তর ব্যবধান থেকে থাকে। মধ্যপ্রাচ্যীয় সভ্যতার উদাহরণ হিসেবে সপ্তম

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সংস্কৃতির বাইরের সবকিছু দমন করা হয়। অবশ্য বিজ্ঞান ও শিল্পের বিকাশ ও অবক্ষয় ভিন্ন রকম, যা স্বতন্ত্র মূল্যায়নের দাবি রাখে।

সমৃদ্ধি যখন পূর্ণ মাত্রায় চলমান না থাকে, সেটাই অবক্ষয় (decadence), আর সমৃদ্ধি যখন ক্ষতির পরিমাণ পুষিয়ে দিতে পারে না, তা পতন (decline)। অবক্ষয় বলতে যা বোঝায়—

১. ধর্ম ও শিল্পের ক্ষেত্রে; অত্যধিক উন্নততর মানদণ্ড ও অনুষঙ্গে অভ্যস্ত হওয়ার ফলে পূর্বেকার রুচি বিগড়ে যায় এবং নতুনত্ব সৃষ্টির প্রহেলিকা তৈরি করে।

২. রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে; অন্তর্নিহিত উৎসের পরিবর্তে ক্ষমতার প্রতিষ্ঠিত প্যাটার্নের ওপর নির্ভরশীলতার ফলে মূল্যায়ন (judgment) বিগড়ে যাওয়া।

৩. অর্থনৈতিক জীবনে; নিরাপত্তার অজুহাতে উদ্যোগ (enterprise) কমে যাওয়া।

৪. বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনে; স্বকীয় বুদ্ধিবৃত্তিক অভিযাত্রার পরিবর্তে অতীত মনীষীদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে যাওয়া।

সর্বোচ্চ মাত্রায় পৌঁছে যাওয়ার পর—অবক্ষয় মানবসংস্কৃতিতে স্বাভাবিক ঘটনা। এখানে যে প্রশ্নগুলো সর্বদা উচ্চারিত হয়; কোনো সংস্কৃতি কীভাবে বিষয়গুলো এড়াতে পারবে? এ ক্ষেত্রে সংস্কৃতির নানা দিক ঠিক কী মাত্রায় বিভাজিত হতে পারে? অবক্ষয় ও পতনের মধ্যকার সম্পর্ক কেমন?

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৩. বিশেষত যা কিছু আধুনিক যুগের স্বাতন্ত্র্য, তা ব্যাখ্যা করতে গেলে যে ধরনের সংকট উদ্ভূত হয়, তা মাথায় রাখা। এ ক্ষেত্রে আধুনিকতা কী, তা সংজ্ঞায়নের প্রয়োজন পড়ে। তুলনাযোগ্য অন্যান্য ইউনিটগুলো কী, তা-ও নির্ণয় করতে হয়। কনটেক্সট বা প্রেক্ষিত নির্ণয় করতে হয়, চাই ইয়োরোপের অভ্যন্তরীণ হোক বা অন্য কিছু।

সচরাচর ব্যবহৃত হিস্ট্রিক্যাল কমপ্লেক্স দিয়ে এই সংকটগুলো ব্যাখ্যা করা যায় না। কারণ, এগুলো আধুনিক পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। যেমন ইতিহাসের গোটা সময়জুড়ে খোদ ওইকিউমেনেরই অস্তিত্ব ছিল না। 'অঞ্চল' একটি 'অব-আধুনিক' (under modern) আবহ, যা যোগাযোগব্যবস্থার পরিবর্তনের ফলে আধুনিক যুগের সাথে যায় না। 'কালচারাল এরিয়ার' গুরুত্ব স্থানীয় পর্যায়ে সীমিত। পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে যে অতীত (বা যুগ) অধ্যয়নে এটি উপকারী নয়। 'সিভিলাইজড ট্র্যাডিশন' সুনির্দিষ্ট একটি সময় অধ্যয়নে প্রাসঙ্গিক, যত দিন সেই সভ্যতার প্রতিষ্ঠানগুলো টিকে থাকে, তত দিন। ফলে, আধুনিক কাঠামোতে এর প্রাসঙ্গিকতা সীমিত, যেখানে প্রতিষ্ঠানের স্বরূপ ভিন্ন এবং বিশ্বজুড়ে বিস্তৃত।

সৃষ্টিশীলতা ও অবক্ষয়

সাংস্কৃতিক সৃষ্টিশীলতা এবং সাংস্কৃতিক অবক্ষয় সব সময়ই চলমান থাকে, কোনোটিই স্থায়ীভাবে প্রভাবশালী নয়। বরং কালচারাল কনজারভেটিজম বা সাংস্কৃতিক সংরক্ষণবাদ সর্বদা প্রভাবশালী। কিন্তু প্রশ্ন হলো কখন একটি আরেকটির ওপর প্রভাবশালী হয়ে ওঠে? বিকাশ যুগে? নাকি অবক্ষয় যুগে? সৃষ্টিশীলতা এবং অবক্ষয় প্রতিটি সেক্টরেই ঘটতে পারে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে একটি সভ্যতার চরিত্র নির্ণীত হয় এর প্রধান উপাদানগুলোর বিকাশ বা অবক্ষয় দিয়ে। তবে অবক্ষয়যুগেও নতুন কিছুর বিকাশ চলমান থাকতে পারে। সিভিলাইজেশনকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়—নতুন গঠিত সাংস্কৃতিক প্যাটার্ন, যা উল্লেখযোগ্য একটা সময় পরও সংরক্ষিত থাকে, যখন সাংস্কৃতিক সৃষ্টিশীলতা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পরিণয়ের কথা বলে থাকেন। কিন্তু তথাকথিত 'মহাদেশ'গুলো, এমনকি ভৌগোলিক বিভাজনের জন্যও কার্যকরী নয়, মানুষ অধ্যয়নের ক্ষেত্রে তো বলাই বাহুল্য। মানবজাতির চার-পঞ্চমাংশের বাস ইয়োরেশিয়া মহাদেশে। ইয়োরেশিয়াকে দুই ভাগে বিভক্ত করার দ্বারা সংকট সমাধা হয়নি। কারণ, ইয়োরোপ যদিও অঞ্চল হিসেবে গ্রহণযোগ্য, কিন্তু একে অবশিষ্টাংশকে 'এশিয়া' হিসেবে চিহ্নিত করে তার মোকাবিলায় দাঁড় করানো পশ্চিমা বিকৃতি বৈ কিছুই নয়। প্রয়োজন মেটাতে আমরা 'Near East', 'Middle East', 'Far East' ইত্যাদি শব্দবন্ধ উদ্ভাবন করেছি, যা এখন পর্যন্ত সবচেয়ে ভালো হওয়া সত্ত্বেও সংকট সমাধা করতে পারেনি। কারণ, শব্দগুলো একেক জনগোষ্ঠীর নিকট একেক অর্থ বহন করে। যেমন নিকটপ্রাচ্য কারও নিকট ওসমানি সাম্রাজ্যকে বোঝায়, কেউ একে শুধু বলকান উপদ্বীপে সীমাবদ্ধ করে দেন, আর কারও দৃষ্টিতে আবার ইরানও নিকটপ্রাচ্যের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, ইরানের ইতিহাস ওসমানি অঞ্চলের ইতিহাসের সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। অনুরূপ ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর ব্যবহৃত 'মিডল ইস্ট' আমেরিকানদের নিকট ভূমধ্যসাগরের পুব দিকের ভূখণ্ডে সীমাবদ্ধ, আবার কখনো এতই বিস্তৃত হয় যে ভারতকেও অন্তর্ভুক্ত করে ফেলে। 'ফার ইস্ট'ও কম দুরূহ নয়। কখনো প্রাচীন জাপানিজ ও চায়নিজ সাম্রাজ্য বোঝাতে ব্যবহৃত হয়, কখনো দক্ষিণে বিস্তৃত হয়ে মালয়েশিয়াকেও অন্তর্ভুক্ত করে নেয়, কখনো আবার আরও বিস্তৃত হয়ে ভারতসহ অর্ধেক মানবজাতিকে বুঝিয়ে থাকে, যা একে পুরোপুরি নিরর্থক বানিয়ে ফেলেছে।

'ওয়েস্ট' শব্দটিও একই রকম অস্পষ্ট। কখনো প্রাচীন লাতিন ঐতিহ্যের অধিকারী জাতিগুলোকে বুঝিয়ে থাকে, কখনো রাশিয়া ও বলকান অঞ্চলকেও অন্তর্ভুক্ত করে, আবার কখনো 'সেন্ট্রাল জার্মান' শক্তির বিপরীত শক্তি ব্রিটেন-ফ্রান্স-জার্মানির সংক্ষিপ্ত রূপ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অস্পষ্টতার পাশাপাশি এগুলো আদ্যিকালের 'পাশ্চাত্য বনাম প্রাচ্য', 'নিয়ার ইস্ট বনাম ফার ইস্ট'-দোষে দুষ্ট।

শব্দগুলোর অপরিপক্বতা আন্ত-আঞ্চলিক অধ্যয়নের আঞ্চলিক উপায়-উপকরণগুলোতে অপরিপক্বতা তৈরি করেছে। আন্ত-আঞ্চলিক ইতিহাস বলতে যদি সুনির্দিষ্ট কোনো অঞ্চলজুড়ে বিস্তৃত ফেনোমেনা অধ্যয়ন বোঝানো হয়ে থাকে, তবে কোন অঞ্চলগুলো বেশ ভালোভাবে একত্রে বাঁধা, তা নির্ণয় করতে হবে। ওইকিউমেনিক জোনের অঞ্চলগুলোকে—

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

2023/12/16 15:10

হিস্ট্রিক্যাল ডিসিপ্লিনের সমন্বয়ক হিসেবে আন্ত-আঞ্চলিক অধ্যয়নের ভূমিকা

তেরো

স্কলার ও আমজনতার মধ্যে আন্ত-আঞ্চলিক প্রবণতার প্রায়োগিক প্রভাব

এই আলোচনা থেকে এটি পরিষ্কার হয়ে যাবে যে ইতিহাসের আন্ত-আঞ্চলিক দৃষ্টিভঙ্গি দীর্ঘ সময় ধরে উপেক্ষিত এবং এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী। আন্ত-আঞ্চলিক ইতিহাস ইতিহাসকেন্দ্রিক পেশাবৃত্তির প্রাণ। এটি অধ্যয়ন শুধু এর জন্যই নয়, ইতিহাসের সবগুলো শাখার জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। আন্ত-আঞ্চলিক ইতিহাসের ভালো বোঝাপড়ার উপকারিতা বৃহত্তর আরেকটি ক্ষেত্রেও বিস্তৃত—জনসাধারণ। ইতিহাসবিদেরা যাদের জন্যই মূলত শ্রম দেন। পশ্চিমা ওয়ার্ল্ড ইমেজের কিছু দিক নিয়ে আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে, যেগুলো এখনো পূর্ণ আলোচনায় আসেনি, আংশিক এসেছে এবং এরপর ইতিহাসবিদ ও আমজনতার জন্য সঠিকতর চিত্র তুলে ধরব।

ওইকিউমেনের গঠন অধ্যয়ন করে আন্ত-আঞ্চলিক ইতিহাসের প্রয়োজনীয় সমস্ত দিক উন্মোচন করা সম্ভব নয়। তবে মোটাদাগে এটি দৃষ্টিভঙ্গিটাকে সহজ করে তুলবে এবং অন্যান্য কেসেও এর প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে। অগুনতি উদাহরণ আন্ত-আঞ্চলিক ইতিহাসের জরুরত ফুটিয়ে তুলতে পারে, নতুন-পুরাতন সব ধরনের উদাহরণ। যদিও প্রাচীন উদাহরণগুলো এখন অতটা প্রযোজ্য নয়। কিন্তু এটি আমাদের সেই

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উদ্ভব ঘটে, যেখানে পূর্বেকার প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের সমাদর করেছে। খোদ এসব ঘটনার চরিত্রই আন্ত-আঞ্চলিক, যেগুলোর প্রভাব এখানো সর্বত্র বিদ্যমান, শুধু ইয়োরোপে নয়।

পশ্চিম পূর্বেকার 'পশ্চাৎপদ' অঞ্চলগুলোর অর্জনসমূহকে আত্তীকৃত করে গড়ে ওঠা আধুনিক বিশ্ব নয়, বরং পশ্চিম নিজেই এক অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, যা অপরাপর শক্তিসমূহকে নতুন প্রেক্ষাপটে কাজ করার শক্তি জোগাচ্ছে—এ কথার অন্তর্নিহিত মর্ম কী, তা আমাদের অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে।

ইন্টাররেজিওনাল পারস্পেকটিভের সমস্যাবলির হাকিকত যাচাই

আমাদের হাতের নাগালে সবকিছু সহজলভ্য, কিন্তু তা সত্ত্বেও ইতিহাসের আন্ত-আঞ্চলিক অধ্যয়ন ধারা সমৃদ্ধ নয়। আমাদের হাতে তথ্য আছে, সেই তথ্যের সমালোচনাপদ্ধতি আমাদের জানা, গবেষণা কীভাবে শুরু করতে হবে—এ বিষয়ে আমাদের সামনে একাধিক পদ্ধতি বিদ্যমান। এত কিছু সত্ত্বেও আমরা অজ্ঞ। এ জন্য নয় যে আমাদের হাতে 'উপাদান' নেই, বরং উপাদান বিবেচনার মনোভাব নেই, সে জন্য। যেমন কনফুসিয়ান ভূখণ্ডগুলোর বিগত দুই হাজার বছরের ইতিহাস ভূমধ্যসাগরীয় এবং ইয়োরোপিয়ান অঞ্চলগুলোর মতোই অত্যন্ত চমৎকারভাবে নথিবদ্ধ। অন্তত ইসলামের আবির্ভাবের পর থেকে মধ্যপ্রাচ্য এবং অতিসাম্প্রতিক ভারতের ইতিহাসও সুসমৃদ্ধ। অনুন্নত অঞ্চল এবং অতীত—কোনোটাই এখন আমাদের সীমার বাইরে নয়, হয়তো সাহিত্য কিংবা পুরাতাত্ত্বিক গবেষণার মাধ্যমে। ইয়োরোপের ইতিহাসের দুর্গমতম গলিঘুপচিতে তথ্য খুঁজে বেড়াতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই, একই আচরণ আন্ত-আঞ্চলিক অধ্যয়নের সমস্ত ক্ষেত্রে কেন নয়?

ভাষাগত জটিলতার পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে একজন শিক্ষার্থীর জন্য সোর্স ম্যাটারিয়াল অনুধাবন কঠিন হয়ে উঠছে। যথেষ্ট পরিমাণ সম্পাদনার পরও এই সমস্যা রয়ে যাচ্ছে। এ জন্য বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মতো এখানেও কো-অপারেটিভ স্কলারশিপ প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সংক্ষেপে, আন্ত-আঞ্চলিক ইতিহাস তিনটি শিরোনামের অধীনে বিন্যস্ত হতে পারে।

প্রথমত, ক্ষেত্র চিহ্নিত করতে হবে। অর্থাৎ 'এক্সটেন্ডেড ওয়েস্টার্ন হিস্ট্রি' বা পশ্চিমা ইতিহাসের বর্ধিত অংশ থেকে আমাদের কাঙ্ক্ষিত ক্ষেত্রকে আলাদা করতে হবে, যা 'ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি' শব্দবন্ধ দ্বারা প্রকাশ করা হচ্ছে। অপর দিকে অন্যান্য আঞ্চলিক ইতিহাস থেকেও একে আলাদা করতে হবে। চাই নিজস্ব ক্ষেত্রে সেই আঞ্চলিক ইতিহাস যতই গুরুত্ব বহন করুক না কেন। সুনির্দিষ্ট সমস্যাগুলো-সংক্রান্ত মনোগ্রাফ এবং সাবজেক্ট-সম্পৃক্ত থিওরি বিদ্যমান। কিন্তু যতক্ষণ না উপরিউক্ত পন্থায় বিশ্ব ইতিহাসের সীমানা চিহ্নিত হচ্ছে, ততক্ষণ থিওরি আর মনোগ্রাফ কমই কাজে আসবে।

দ্বিতীয়ত, আমাদের অবশ্যই ইতিহাসের সমস্যাবলি অধ্যয়নের ক্ষেত্রে মান্ধাতা আমলের চিন্তাধারা থেকে নিজেদের মুক্ত করতে হবে। পশ্চিমা সভ্যতায় ইতিহাসের গৌণ ভূমিকা স্বীকার করতে হবে, যা ইতিহাস উন্নয়নের অধিকাংশ সময়জুড়ে প্রান্তিক অঞ্চল হিসেবেই ছিল, এমনকি আধুনিক সময়েও। এর সম্পূরক হিসেবে ওইকিউমেনিক কাঠামোর ঘটনাপ্রবাহ অধ্যয়নে ইতিহাসের 'পশ্চিমমুখী অভিযাত্রা' এবং 'পূর্ব-পশ্চিম' বিভাজন মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে হবে। পাশাপাশি পশ্চিমকেন্দ্রিক প্যাটার্ন থেকে উৎসারিত থিওরাইজিং বা তত্ত্বায়ন থেকেও নিজেদের মুক্ত করতে হবে।

তৃতীয়ত, নানা ধরনের আন্ত-আঞ্চলিক ইতিহাস সুসংবদ্ধ করার উপায়-অবলম্বন গড়ে তুলতে হবে, বিশেষত সাক্ষর যুগের ইতিহাস। সুসংবদ্ধ করার উপাদান হিসেবে আন্ত-আঞ্চলিক মোটিফগুলোর পরিধি ও মূল্য বুঝতে হবে এবং নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ পারিপার্শ্বিকতা সচেতন আন্ত-আঞ্চলিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অধ্যয়ন করতে হবে। একই সময়ে হাইপোথিসিস বা পূর্বানুমানগুলোর মধ্যে সমন্বয় করতে হবে, এই ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই সাধিত অবদানগুলো ব্যবহার করতে হবে।

আন্ত-আঞ্চলিক ইতিহাসের ভবিষ্যৎ আবিষ্কারগুলো কী তাৎপর্য বহন করবে, আমরা এখনই তা জানি না। তবে এটুকু অনুমেয় যে তা আঞ্চলিক ইতিহাসের বহু দিকের পুনর্মূল্যায়ন করবে, যেমন সরবরাহ করবে গোটা মানবজাতির উন্নয়ন অনুধাবনে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক উপাদান।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দেওয়া যাক—জিওগ্রাফি। ইতিহাস রচনাকালীন প্রচলিত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট দ্বারা নির্ণীত ভৌগোলিক পরিভাষা এবং ভৌগোলিক ইউনিটগুলো ব্যবহার না করা। আবার যে সময়ের কথা লিপিবদ্ধ হচ্ছে, দীর্ঘ সময় পর বর্তমানে তুলনার ক্ষেত্রে তখনকার ভৌগোলিক পরিভাষাগুলোরও সীমাবদ্ধতা রয়েছে। ফলে নানা মাত্রার (অঞ্চলের আয়তন অনুসারে) তুলনার জন্য নানাবিধ ভৌগোলিক পরিভাষা ব্যবহারের প্রয়োজন পড়তে পারে। যেন দীর্ঘ সময় পেরিয়ে এবং ভিন্ন ভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলের মধ্যকার তুলনায় বিঘ্ন সৃষ্টি না হয়। সর্বোপরি, পরিভাষাগুলোর প্রয়োগে সর্বোচ্চ সচেতনতা নিশ্চিত করতে হবে। যেমন 'নীল থেকে অক্সাস' শব্দবন্ধটি যদিও কিছুটা অস্পষ্ট, কিন্তু ঘটনাস্থলকে 'মধ্যপ্রাচ্যের' (যত নিখুঁত সংজ্ঞায়নই করা হোক না কেন) মতো শব্দের চেয়ে সচেতনভাবে ধারণ করছে। অনুরূপ অন্য পরিভাষাগুলোর মধ্যে রয়েছে কোনো রাজবংশ এবং সেই রাজবংশের শাসনকালীন সাধারণ সংস্কৃতির মাঝে পার্থক্য করতে জানা; সরকার, রাষ্ট্র ও সমাজের মাঝে পার্থক্য করতে জানা; অনুরূপ সাবজেক্ট ম্যাটারের তাত্ত্বিক সংজ্ঞা ও বাস্তব প্রয়োগের পার্থক্য বোঝা। ইসলামিক স্টাডিজ, বিশেষত ইসলামি ফিল্ডগুলোর শিল্পচর্চার ইতিহাস ভুল উদাহরণ ব্যবহারের উর্বর ক্ষেত্র। ওয়েস্টার্নিস্ট স্টাডিজেও কম নয়।

পরিভাষা নির্বাচন থেকেই বোঝা যায় কোন ধরনের ক্যাটাগরি ব্যবহার করা হচ্ছে, আর ক্যাটাগরি থেকে বোঝা যায় কৃত প্রশ্নাবলির ধরন ও সীমাবদ্ধতা, আর প্রশ্নগুলো বলে দেয় কী হতে পারে সম্ভাব্য উত্তর। কিন্তু, তুলনা যেহেতু গোটা ফিল্ডকে কাভার করে, ফলে অবশ্যই ক্যাটাগরিগুলোও গোটা সিস্টমকে ধারণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে স্থান ও কালভেদে সমগ্র মানবজাতির সম্পর্ক ও বিচ্ছিন্নতা মাথায় রাখতে হবে। ফলে বলা চলে, একমাত্র বিশ্ব ইতিহাসই ঐতিহাসিক প্রশ্নাবলির পারস্পরিক সম্পর্ক উদ্‌ঘাটনের যথার্থ ভিত্তি গড়ে তুলতে সক্ষম।

হিস্ট্রিক্যাল ইনকোয়ারি সুসংবদ্ধকরণে বিশ্ব ইতিহাসের সব ধারাই সহায়ক। তবে কিছু কিছু ধারা অন্যগুলোর চেয়ে বেশি উপকারী। আন্ত-আঞ্চলিক প্রশ্নাবলি সমাধানে বহুল ব্যবহৃত—ডিফিউশনিস্ট অ্যাপ্রোচ। কিন্তু নিশ্চিতভাবেই কন্টেক্সচুয়াল অ্যাপ্রোচ সর্বাধিক কার্যকর।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বিশ্ব ইতিহাস-সংক্রান্ত গ্রন্থাবলির কাজ এবং সেগুলো মূল্যায়নের মাপকাঠি

বিশ্ব ইতিহাসের গ্রন্থগুলো ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য সাধন করে থাকে। প্রতিটি বই এর সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের সাথে মিল রেখে সাজাতে হবে এবং ন্যারেটিভের সাথে ওইকিউমেনিক কাঠামোর কার্যক্রমের সাদৃশ্য থাকতে হবে। সর্বক্ষেত্রে ওইকিউমেনিক প্যাটার্ন সম্পর্কে অত্যন্ত স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। কারণ, এমনকি আঞ্চলিক ইতিহাস অধ্যয়নেও প্যাটার্ন-সচেতনতা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ওইকিউমেনিক কাঠামো সর্বোচ্চ বইয়ে বিবৃত স্ট্রাকচারের ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে ধারণা দিতে পারে, গুটি কতক ক্ষেত্রে সুসংবদ্ধকরণের শুধু একটি মূলনীতির ওপর আলোকপাত করতে সক্ষম, আর খুবই কম ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ 'মূলনীতিসমূহের' ওপর আলো ফেলে।

বিশ্ব ইতিহাস-সংক্রান্ত গ্রন্থাবলির সর্বপ্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং বৃহত্তর পরিসরে পারস্পরিক সম্পর্কগুলো সম্পর্কে ধারণা দেওয়া। এ ক্ষেত্রে স্থানীয় ইতিহাস সম্পর্কে যথেষ্ট পরিমাণ জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়। বিষয়টি বোঝাতে গিয়ে বসোয়েঁ (Bossuet) বিশ্ব-মানচিত্রের উপমা টেনেছেন। মানচিত্রে সবগুলো দেশ একই সাথে দেখা যায় এবং এক দেশের সাথে আরেক দেশের সম্পর্কও পরিষ্কার বোঝা যায়। ফলে এ-জাতীয় ইতিহাস বেশ সংক্ষিপ্ত হতে হয়, যেকোনো সুনির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনা অত্যন্ত আঁটসাঁট হওয়া আবশ্যক। নয়তো পাঠক গোটা ক্যানভাস একত্রে হৃদয়ে ধারণ করতে পারবে না, বরং বিস্তারিত বিবরণের তরঙ্গে খেই হারিয়ে ফেলবে। যেহেতু স্থানীয় ইতিহাসের পরিবর্তে বিশ্বের নানা প্রান্তের মধ্যকার সংযোগের ওপর জোর দিতে হয়, তাই গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য অংশজুড়ে থাকতে হয় আন্ত-আঞ্চলিক ইতিহাস এবং ওইকিউমেনিক কাঠামো। বিশ্ব ইতিহাসের গ্রন্থাবলিতে পছন্দের যুগ ও জায়গাকে বেশি স্থান বরাদ্দ দেওয়ার সুযোগ নেই, যেমন নেই মানচিত্রে। তবে দুঃখজনক হলো আমাদের প্রচলিত মানচিত্র—মার্কেটর প্রজেকশনে যেমন এই নীতি মানা হয়নি, আমাদের প্রচলিত ইতিহাসেও তা একইভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তবে মানচিত্র অঙ্কনকারীদের বিপরীতে বিশ্ব ইতিহাসপ্রণেতারা বলতে পারেন—অঞ্চলগুলোর মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক দেখানোই আন্ত-আঞ্চলিক ইতিহাসের একমাত্র কাজ নয়। উল্লেখযোগ্য কাজের তালিকায় রয়েছে ইতিহাসের সবগুলো শাখা সম্পর্কে—পাঠক যেগুলোতে আগ্রহী—ন্যূনতম একটা পরিমাণ তথ্য এক জায়গায় সন্নিবেশিত করা। কাজটি অনেকটা মানচিত্র নয়, বরং অ্যাটলাসের মতো, যেখানে চাহিদা অনুপাতে পৃথিবীর যেকোনো স্থান সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করা যেতে পারে। তবে সবগুলো অঞ্চল কমবেশি কাভার করা শর্ত। বিশ্ব ইতিহাসচর্চার এই কাজটি স্কুলের এক খণ্ডের পাঠ্যবইয়েও সমাধা হতে পারে, যেখানে দুটি কোর্সে বিশ্ব ইতিহাস 'সেরে' ফেলা হয়। এক কোর্সে জাতীয় ইতিহাস, অপরটিতে অবশিষ্ট জগৎ। দ্বিতীয় কোর্সের জন্য রচিত পাঠ্যবইয়ে সেসব অঞ্চলের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ প্রয়োজনীয় জ্ঞান করা হয়, দেশীয় ইতিহাস যেগুলোর সাথে সংযুক্ত। অথবা এ-জাতীয় ইতিহাস বহুখণ্ডেও রচিত হতে পারে, সেসব কাস্টমারের জন্য, যারা এক শেলফে গোটা বিশ্ব রেখে দিতে আগ্রহী। তবে এ ধরনের রচনায় আলোচনার অনুপাত অসম হতে পারে।

কখনো কখনো বৈষম্য সীমা ছাড়িয়ে যায়। আবার কিছু বৈষম্য এমন, যেগুলো থাকাটাই সাম্যের দাবি। ক্ষেত্রবিশেষে এ ধরনের রচনা সুসংবদ্ধ করার কোনো নীতিমালা থাকে না। সে ক্ষেত্রে ওইকিউমেনিক কাঠামো ভালো নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করতে পারে—যদি বৈষম্যের সর্বনিকৃষ্ট ফলাফল পরিহার করতে চায়। অনুপাত সম্পর্কে পাঠক ন্যূনতম ধারণা পেতে পারে যদি স্থানীয় ঘটনাপ্রবাহ বর্ণনাকালে বারবার বৃহত্তর প্রেক্ষাপটের সাথে তুলনা করা হয়। পুরো বিষয়টা থেকে পাঠক যে ধারণা পেল, তা মূল শিরোনামে না হোক, অন্তত উপশিরোনামের অধীনে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে। পছন্দসই যুগ ও জায়গার ওপর ইচ্ছেমতো উপপরিচ্ছেদ দেওয়া যায়। যদিও তা পাঠক বুঝে ফেলবে।

বহু খণ্ডে রচিত বিশ্ব ইতিহাস গ্রন্থে স্কলারসুলভ আচরণের দাবি হলো ইতিহাসের প্রতিটি ফিল্ডে সর্বশেষ গবেষণাসমূহের ফলাফল সন্নিবেশিত করা। এ-জাতীয় ইতিহাস 'ওয়ার্ল্ড অ্যাটলাসের' মতোই, নীতিমালার দিক থেকেও মৌলিকভাবে খুব একটা তফাত নেই। তবে সেসব ফিল্ডের জন্য বেশি জায়গা বরাদ্দ দিতে হবে, যেগুলোর চুলচেরা গবেষণা হয়েছে। স্কলারদের ভেতর এটি বেশ সমীহপূর্ণ একটি চর্চা।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মনোভাবের গলিঘুপচি চেনাবে—যা এখন পর্যন্ত সত্য বলে ধরে নেওয়া ইতিহাসচিন্তার ভিত্তি এবং এর কুপ্রভাব থেকে বাঁচতে চাইলে আমাদের অত্যন্ত যত্নসহকারে সেগুলো উপড়ে ফেলতে হবে।

অধিকন্তু আন্ত-আঞ্চলিক ইতিহাস অধ্যয়নে ভুল অ্যাপ্রোচসমূহ থেকে বেঁচে থাকতে হবে। যেমন ইতিহাসের পশ্চিমা বিকৃতির ফলে এখন আমরা যদি ভাবি ওরিয়েন্টকে এখনকার চেয়ে একটু বেশি গুরুত্ব প্রদান করলেই হয়ে গেল—এটি যথার্থ নয়। কারণ, এটি করার অর্থ হচ্ছে 'পূর্ব ও পশ্চিমের' বিভাজন জিইয়ে রাখা, পশ্চিমকে চিরকাল শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসানোর সচেতন প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে। সমস্ত সভ্যতাকে একসুতোয় গাঁথতে—সবগুলোকে পশ্চিমা শিরোনামের অধীনে ফুঁড়তে হবে; পৃথিবীর সমস্ত জাতিগোষ্ঠীকে আমাদের ক্ষুদ্র পশ্চিমা জাতিগুলোর পরিপূরক হিসেবে দেখাতে হবে। এভাবে তাদের ইতিহাস আরও বিকৃত এবং আমাদের অধিকতর মহান করে তোলা হবে। যেখানে চীন-ভারতের মধ্যকার বাণিজ্য ইতালি-জার্মানির মধ্যকার বাণিজ্যের সাথে তুলনা করা হয়, সেখানে আন্ত-আঞ্চলিক ইতিহাসের সঠিক চিত্র দুঃস্বপ্নমাত্র। 'পূর্ব' এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে এ কথা বলাই অধিকতর সংগত—অতিসাম্প্রতিক শতাব্দীগুলোর আগপর্যন্ত 'দ্য ওরিয়েন্ট' ওইকিউমেনিক জোনে এতই ক্ষুদ্র ছিল যে একমাত্র লাতিন পশ্চিম বাদে ওরিয়েন্টের অন্যান্য অংশ সভ্যতার ইতিহাস হিসেবে গণনাযোগ্যই নয়। আন্ত-আঞ্চলিক ইতিহাসে এর চেয়েও ভয়ংকর বিকৃতি হলো সামগ্রিকভাবে গোটা ওইকিউমেনিক জোনের আদল বদলে দেওয়া। শেফার্ড হিস্ট্রিক্যাল অ্যাটলাসে জোড়ায় জোড়ায় কিছু মানচিত্র আছে; যেমন 'ইয়োরোপে মধ্যযুগীয় বাণিজ্য', 'এশিয়ায় মধ্যযুগীয় বাণিজ্য'। এখানে ইয়োরোপ ও এশিয়ার বাণিজ্যকে গোলার্ধের ভিত্তিতে সমানুপাতিক আকারে উপস্থাপন করা হচ্ছে, কিন্তু বাস্তবে প্রথমটা নিখাদ আঞ্চলিক বাণিজ্য, যেখানে দ্বিতীয়টা আন্ত-আঞ্চলিক বাণিজ্য রুট। যেমন এখানে ইয়োরোপের বাণিজ্যকে ভারতীয় বাণিজ্যের তুল্য দেখানো হয়েছে। কিন্তু বাস্তবতা বিবেচনায় 'এশিয়ান' বাণিজ্য যেমন ভারতকে অন্তর্ভুক্ত করে, তদ্রূপ ইয়োরোপকেও করে। দুঃখজনক হলো আমরা এই মানচিত্রে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলোর নাম দেখতে পাচ্ছি না, দেখতে পাচ্ছি শুধু সেসব বাণিজ্য রুটের নাম, যেগুলো 'ইয়োরোপিয়ানদের' স্বার্থে জরুরি ছিল। উদাহরণত, ইউনান এবং বার্মার মধ্যকার গুরুত্বপূর্ণ রুটটি উপেক্ষিত। অনুরূপ, ভারতের অপরাপর

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

গুরুত্বপূর্ণ রুটগুলোও। ফলে বাস্তবে আমাদের সামনে যা আছে, নিছক পশ্চিমা ইতিহাসের 'এক্সটেনশন'। গোটা ওইকিউমেনিক জোনকে 'এশিয়া' কিংবা 'ওরিয়েন্টের' চাদরে ঢেকে দিয়ে আন্ত-আঞ্চলিক ইতিহাসকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে সীমানার বাইরে।

বাহ্যিক 'কসমোপলিটনিজমের' আরেকটি দিক হচ্ছে—অতীত ইতিহাসের শুধু সেই অংশটুকুই গুরুত্বপূর্ণ, যা বর্তমান ওয়েস্টার্ন মেটামোরফোসিস বা পশ্চিমের রূপান্তরে অবদান রেখেছে। অর্থাৎ অন্যদের অতীতের মূল্য বিচার্য পশ্চিমা ইতিহাসের ওপর তার প্রভাব অনুপাতে। এ-জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি দেখানোর চেষ্টা করে—৫০০ খ্রিষ্টাপূর্বাব্দের আগে বিশ্বের সমৃদ্ধিতে আরবিভাষী রাষ্ট্রগুলোর কী বিপুল অবদান ছিল, সংস্কৃতের প্রভাবও অত্যন্ত উদার দরাজ গলায় স্বীকার করে, চীন থেকে গানপাউডার ও কাগজ উৎপত্তির অবদান অবনত মস্তকে মেনে নেয়। এ-জাতীয় মূল্যায়ন যত বিস্তৃতই হোক না কেন, যত প্রান্তিক অঞ্চলসমূহের অবদানের গীত গাওয়া হোক না কেন, অতিসাম্প্রতিক অবদানসমূহেরও যতই স্বীকৃতি দেওয়া হোক না কেন; মৌলিক ভ্রান্তির জাল রয়েই যায়—আধুনিক পশ্চিম সমৃদ্ধির একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ গন্তব্য। যেসব আয়-উন্নতি অন্যান্য অঞ্চলকে বর্তমান অবস্থায় নিয়ে এসেছে, সব নিরর্থক। এভাবে আমাদের সংস্কৃতির মানদণ্ডে পৃথিবীর সমস্ত সংস্কৃতির মূল্যবিচার—নিঃসন্দেহে দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ, যা আধুনিক রূপান্তর পশ্চিমে সংঘটিত হয়েছে—এই যুক্তিবলে বৈধ হয়ে যায় না।

মেটামোরফোসিস অতীব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, নিঃসন্দেহে। তবে পশ্চিমে যেমন এর গুরুতর প্রভাব পড়েছিল, অন্যত্রও পড়েছিল। সুতরাং, পশ্চিমের পূর্বেকার হালচাল যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই অন্যান্য ভূমির পূর্বেকার অবস্থাও গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নিও-থমাসিস্টরা[৪৫] বলে উঠতে পারেন মধ্যযুগের স্কলাস্টিসিজম শুধু পশ্চিমেই গুরুত্ব পায়নি, বরং ৮০০ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে পৃথিবীর অন্যান্য স্থানেও অনুরূপ স্কলাস্টিসিজমের উত্থান ঘটে। যেমন শঙ্কর, গাজালি, জো শি—সবাই সেন্ট থমাস একুইনাসের সমকালীন। এ সময় শাস্ত্রনির্ভর ধর্মগুলোরও

---

৪৫ থমাস একুইনাসের গড়ে তোলা ধারার অনুসারী। থমাস একুইনাস শুধু পশ্চিম নয়, বরং অন্যান্য সংস্কৃতি থেকেও চিন্তার মালমসলা সংগ্রহ করেছেন।

-রাকিবুল হাসান

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যেকোনো মনোগ্রাফিক ম্যাটারিয়াল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে। এ ক্ষেত্রে অবশ্য বেশ সমৃদ্ধ কাজকর্ম হয়েছে। বিশেষত পশ্চিম ও অন্যান্য অঞ্চলের মধ্যকার সম্পর্ক বিষয়ে। পশ্চিম ও মধ্যপ্রাচ্যের সম্পর্ক এবং চীন-ইরানের সম্পর্কের ওপর কৃত কাজগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আন্ত-আঞ্চলিক অধ্যয়নে উদীয়মান হাইপোথিসিসগুলোকে এগিয়ে নেওয়ার যথেষ্ট পরিমাণ উপাদান আছে। নানা ধরনের অ্যাপ্রোচ ইতিমধ্যেই উদ্ভাবিত হয়েছে। সবিশেষ উল্লেখযোগ্য—কিছু ওয়ান-ফ্যাক্টর অ্যানালিসিস, স্পেংলারের ধারা অনুসারী কিছু অ্যানালিসিস এবং অ্যানথ্রোপলজিস্টরা।

অ্যানথ্রোপলজিস্টদের ধারা ওইকিউমেনিক কাঠামোর অধ্যয়নে যথেষ্ট হবে বলে মনে করা উচিত নয়, বর্তমানকে অধ্যয়নে তো আরও নয়। 'আদিম'দের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিক লেনদেন সবচেয়ে বেশি হয়েছে ওইকিউমেনিক জোনে। অ্যানথ্রোপলজিস্টদের ধারা প্রত্নতাত্ত্বিকদের জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ ও উপকারী হতে পারে বটে, কিন্তু ইতিহাসবিদদের সভ্যতার আন্ত-আঞ্চলিক অধ্যয়নে অবশ্যই নিজেদের স্বতন্ত্র ধারা গড়ে তুলতে হবে। উপরিউক্ত তিন ধারার মিশ্রণ খোদ আরেকটি সমস্যা। তাই আমাদের নিজস্ব অ্যাপ্রোচ গড়ে তুলতে হবে—সচেতনভাবে এবং স্বকীয় ধারায়।

মনে হচ্ছে এই ফিল্ডে যদিও বেশ উল্লেখযোগ্য তত্ত্বায়ন ঘটেছে এবং আন্ত-আঞ্চলিক সমস্যাবলি নিয়ে বহু মনোগ্রাফ ইতিমধ্যেই রচিত হয়েছে, কিন্তু ফিল্ডটির সংকট ও পরিধি এখনো স্বীকৃতির অপেক্ষায়।

এখানে আমি কোনো থিওরি প্রস্তাব করছি না। আমি বরং বলতে চাচ্ছি, যা সাধিত হয়েছে, আরও এনেক বেশি দরকার। ওইকিউমেনিক জোনের রকমসকম, বৈশিষ্ট্যাবলি নির্ণয়ের কথা বলা হচ্ছে না, বরং একাধিক সভ্যতাকে এক সুতোয় গাঁথার যে ধারণা, তার কথা বলা হচ্ছে। যে সভ্যতাগুলো পরস্পরসংযুক্ত। আমাদের পূর্বোক্ত আন্ত-আঞ্চলিক ইতিহাসের তিনটি প্রকার, পাঁচ ধরনের মোটিফ কিংবা খোদ অঞ্চলগুলোর ধারণা—এগুলোর হিউরিস্টিক (পূর্ব অভিজ্ঞতার আলোকে শিক্ষার্থীদের স্বয়ং বর্তমানকে যাচাই করা) মূল্য থাকুক বা না থাকুক, এটি সর্বস্বীকৃত যে আমাদের সিম্বল কী বোঝাচ্ছে, তা পরিষ্কার হতে হবে, আলোচনার মূল কেন্দ্র হতে হবে 'প্রবলেম সলভিং'।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইতিহাস ও অন্যান্য ফিল্ডের সমন্বয়ে আন্ত-আঞ্চলিক অধ্যয়নের ভূমিকা

যেকোনো ফিল্ড অব ইনকোয়ারি সুসংবদ্ধকরণের অর্থ এই নয় যে পাঠক কিংবা লেখক কেউই অপ্রতিহত হয়ে উঠবে না, বরং সুসংবদ্ধকরণের অর্থ হলো 'শিক্ষিত সংকীর্ণতাগুলোর' ফলাফল মানুষকে বিপথগামী করবে না। ফিল্ড অব ইনকোয়ারি সুসংবদ্ধকরণের প্রথম ধাপ ডিলিমিটেশন সীমানা চিহ্নিত করা। পুরোপুরি এক্সক্লুসিভ হওয়া আবশ্যক নয় যে কোনো ধরনের ওভারল্যাপ হওয়া যাবে না। কারণ, ইতিহাসের অনেক ফিল্ডের সাথে কালচারাল স্টাডিজের সংমিশ্রণ রয়েছে এবং সুনির্দিষ্ট অধীতব্য বিষয় (subject matter) থাকাও জরুরি নয়। বরং ফিল্ডের ডিলিমিটেশনের ক্ষেত্রে জরুরি হলো প্রশ্নের সুনির্দিষ্ট ধরন এবং সেগুলোর উত্তরের প্যাটার্ন। উত্তরের ক্ষেত্রে ভুলের পরিমাণ সর্বনিম্ন পর্যায়ে নিয়ে আসা, প্রাসঙ্গিকতার পরিমাণ সর্বোচ্চ থাকা।

হিস্ট্রিক্যাল ইনকোয়ারির প্রশ্নগুলো হিউম্যান কমিটমেন্ট বা মানুষের আনুগত্য নিয়ে বোঝাপড়া করে। উল্লেখ্য, ইতিহাস এবং দর্শন দুই ধরনের প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করে। ইতিহাসবিদেরা 'এক্সপ্লেশনালাইজিং' বা স্বাতন্ত্র্যসূচক প্রশ্নগুলো নিয়ে কাজ করে। যেমন আমরা কারা? ভিন্ন শব্দে বললে আমরা কী ধরনের আনুগত্য ধারণ করি? পক্ষান্তরে দার্শনিকেরা কাজ করেন নৈতিকতাসূচক প্রশ্নাবলি নিয়ে, অর্থাৎ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মতো নিত্যনৈমিত্তিক প্রশ্নাবলি নয়। যেমন আমরা কোথায় আছি।

প্রশ্নের অনুক্রম ও প্রাসঙ্গিকতা নির্ণয়ের জন্য আমাদের সুনির্দিষ্ট কিছু পয়েন্ট অব রিলেভেন্সের আদ্যোপান্ত যাচাই করতে হবে, যেন প্রতিটি প্রশ্নের যথার্থ অধ্যয়ন হয় এবং প্রশ্নটি সঠিক দিশায় পরিচালিত হয়। পয়েন্ট অব রিলেভেন্স বলতে বোঝানো হচ্ছে এমন কিছু বিষয় নির্ধারণ, যেখানে 'তুলনা' সবচেয়ে বেশি প্রাসঙ্গিক। এ ক্ষেত্রে সর্বাধিক কার্যকর পদ্ধতি হচ্ছে টার্মিনোলজি বা পরিভাষাগুলোর একটি সুবিন্যস্ত সূচি প্রণয়ন। অর্থাৎ যে ধারাবাহিকতায় তুলনাযোগ্য ক্যাটাগরিগুলোকে বিন্যস্ত করা হবে। এর অর্থ এই নয় যে ইতিহাস অধ্যয়নে সুনির্দিষ্ট কিছু টার্মিনোলজি ব্যবহার করতে হবে, বরং উদ্দেশ্য হলো ব্যবহৃত টার্মিনোলজিগুলোর সুদক্ষ ব্যবস্থাপনা কাম্য। স্পষ্টতর একটা উদাহরণ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কোর্স পশ্চিমা ইতিহাস কোর্সের জায়গা নিয়ে নেবে—এটা আশা করা হয় না। কিন্তু যদি এমনটা ঘটে, তবে বইয়ে খোদ পশ্চিমের একটি যথার্থ চিত্র থাকা আবশ্যক। এ ধরনের বইয়ে অপ্রাসঙ্গিক বাগাড়ম্বর এড়াতে ওইকিউমেনিক কনফিগারেশন অত্যাবশ্যক।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জাতিতে সীমাবদ্ধ মনে করা, অন্যদের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন না করা—স্পষ্টতই চিন্তার অন্ধকারাচ্ছন্নতার নিদর্শন'। বক্তব্যটি আপাতসুন্দর ইয়োরোপকেন্দ্রিকতার (Eurocentrism) গালে চপেটাঘাত, যা অধিকাংশ পশ্চিমা লেখকের ইসলামসম্পর্কিত রচনাবলির মূল। পশ্চিমাদের পূর্বেকার গবেষণাগুলোর অগুনতি ভুল আর পূর্বানুমানের আগ্রাসন মোকাবিলা করতে হডসন আবিষ্কার করেছেন 'দ্য ভেঞ্চার অব ইসলাম'। এর মূল উদ্দেশ্য হলো নতুন ধারার ইসলামি ইতিহাস, মেথডোলজিক্যাল সেলফ-কনশাসনেসের (পদ্ধতিগত স্বচেতন) সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা, যা বিশ্ব ইতিহাসের ফ্রেমওয়ার্ক অনুযায়ী পরিচালিত। বিষয়টি হডসন মূল টেক্সটে যেমন আলোচনা করেছেন, তদ্রূপ গোটা রচনাজুড়ে সংযুক্ত অসংখ্য টীকায়ও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। গ্রন্থ শুরু করেছেন মেথডোলজি সম্পর্কে সুদীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে 'ইন্ট্রোডাকশন টু দ্য স্টাডি অব ইসলামিক সিভিলাইজেশন' শিরোনামে। হডসনের তার্কিক ও শিক্ষক প্রতিভার স্ফুরণ ঘটেছে এতে। ওরিয়েন্টালিজম ও সিভিলাইজেশনাল স্টাডিজের কেন্দ্রীয় ধারণা ও জ্ঞানতাত্ত্বিক অনুমানগুলোর (Epistemological assumptions) ওপর সমালোচনার ক্ষুর চালিয়েছেন। কোনো কিছুই বাদ যায়নি, এমনকি মার্কেটর প্রজেকশনও না।

উলম্যানকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে উল্লেখ করার কারণ হডসনের কোয়াকার বিশ্বাসের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ। 'দ্য ভেঞ্চার অব ইসলামে' ছোট-বড় যা আছে, সবকিছুই তাঁর কোয়াকার চেতনাতাড়িত। হডসনের প্রায় প্রবাদতুল্য নীতি, 'ব্যক্তিগত উপলব্ধি, যা চৈতন্যের ওপর নিবিষ্ট—ইতিহাসের চূড়ান্ত শিকড়গুলোর একটি'। তিন খণ্ডের রচনার প্রধান থিমগুলোর একটি হলো কোরআনুল কারিমের বাণীগুলোর মানবচৈতন্যকে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষমতা, যা যুগের সংকট মোকাবিলায় তাদের সাহস জুগিয়েছে। ফলে, রচনাটি এগিয়েছে মুসলিম আধ্যাত্মিক গুরুদের সাধুতা ও বোধির ভেতর দিয়ে। যেমন হাসান বসরি, আহমদ বিন হাম্বল, আবু হামিদ আল গাজালি, জালালউদ্দিন রুমি, আধুনিক কালের মুহাম্মদ আবদুহু এবং মুহাম্মদ ইকবাল। উল্লিখিত ব্যক্তিদের ব্যাপারে হডসনের আগ্রহের কারণ তাঁদের নিজ সময়ের চাহিদা অনুযায়ী ইসলামের নতুন প্রয়োগিকতা উদ্ভাবন প্রচেষ্টা। ইসলামি ইতিহাস রচনায় এই অ্যাপ্রোচের ফলে মনে হয় এ যেন মুসলিম জীবনীকারদের নতুন সংস্করণ, তবে অবশ্যই কোয়াকার বিশ্বাসের ছদ্মাবরণে। ইসলামি ইতিহাস বর্ণনার

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

গতানুগতিক রাজনৈতিক ও রাজবংশকেন্দ্রিক ধারার—যেখানে মহানায়ক হিসেবে চিত্রিত হয় জেনারেল, রাষ্ট্রনেতা আর সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতারা—বাইরে গিয়ে ইসলামের ইতিহাস উপস্থাপন করেছেন। ইতিহাসের এই ধারা পাঠককে অবিশ্বাস ছুড়ে ফেলে অন্তত কিছুক্ষণের জন্য হলেও মুসলিমদের ভিন্ন জগতে হারিয়ে যাওয়ার হাতছানি দেয়।

অন্যান্য ক্ষেত্রেও হডসনের কোয়াকারিজমের প্রকাশ ঘটেছে। তন্মধ্যে একটি হলো ইসলাম প্রাথমিক যুগে তরবারির জোরে প্রচারিত হয়েছে—এই মতবাদের মুণ্ডুপাত। অনুরূপ ইসলামি ভূখণ্ডে মোঙ্গলদের নৃশংস অগ্রাভিযান কৌশলের আলোচনায় ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটেছে। মাথার খুলি দিয়ে মোঙ্গলদের তৈরিকৃত পিরামিডের কথা বলতে গিয়ে হডসন বিষাদভারাক্রান্ত হয়েছেন এবং এ থেকে প্রতিরোধের ভঙ্গুরতার প্রমাণ টেনেছেন। তিনি দশম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বিদ্যমান নমনীয় আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার পক্ষপাতী। তাঁর দৃষ্টিতে এটি ছিল তুলনামূলক উন্মুক্ত সামাজিক কাঠামো এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার যুগ।

তাঁর নৈতিক অবস্থান সবচেয়ে বেশি প্রস্ফুটিত হয়েছে 'The Islamic Heritage and the Modern Conscience' শীর্ষক উপসংহারে। তিনি আধুনিক যুগে মানবজাতির সংহতিতে বিশ্বাসী, ফলে তাঁর প্রশ্ন—আধুনিক মানুষের জন্য ইসলামি ধর্মীয় ঐতিহ্য কী মর্ম বহন করে। এ ক্ষেত্রে তিনি নিজেই একাধিক উত্তর দিয়েছেন; তন্মধ্যে একটি হলো এখন পশ্চিমারাসহ আমরা সবাই একই নৌকার আরোহী, আধুনিক বিশ্বের প্রভাবে সবার নৈতিক ঐতিহ্যই ধসে পড়েছে। ফলে, ইসলামি ঐতিহ্যের ভাগ্য অধ্যয়ন আমাদের নিজ ঐতিহ্যের সন্ধান দেবে, গোটা মানবজাতির যৌথ দুর্দশার উপশম ঘটাবে। ইসলামি সমাজকে তিনি বিবেচনা করেন এমন সমাজ হিসেবে, যেখানে চিন্তাশীল ব্যক্তিরা যৌথভাবে স্বীয় বিশ্বাসচর্চা করতে পারেন এবং এভাবে গোটা মানবজাতির ভাগ্যের গতিপথ গড়ে দিতে পারেন—এখানেও তাঁর কোয়াকার মতাদর্শের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। হডসনের হাতে ইসলামি সমাজের বাস্তব কাঠামো গড়ে উঠেছে 'সোসাইটি অব ফ্রেন্ডস'-এর ইতিহাস হিসেবে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তবে চাই জনসাধারণের জন্য লিখিত হোক বা পণ্ডিতদের জন্য, বিশ্বমানচিত্র এবং অ্যাটলাস—বিশ্ব ইতিহাস এই দুই ধারার কোনোটাই অনুসরণ না করাও সম্ভব। বরং তা হতে পারে ব্যাখ্যামূলক প্রবন্ধ, যা মানবজাতির প্রকৃতি সম্পর্কে গভীরতর বোধ দেবে। এ ধরনের বইগুলো ব্যাখ্যাত দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে সাজাতে হবে। ফলে কিছু ক্ষেত্রে ওইকিউমেনের ইতিহাস সর্বোচ্চ গুরুত্ব পেতে পারে, অপর কিছু ক্ষেত্রে তা বিবেচিত হতে পারে বহিরাগত এবং অপ্রাসঙ্গিক হিসেবে।

শিক্ষার উদ্দেশ্যে রচিত বিশ্ব ইতিহাস সবগুলো কাজের মধ্যে ভারসাম্য বজার রাখবে, এটিই প্রত্যাশিত। এগুলো অবশ্যই সামগ্রিক ঐতিহাসিক ঝোঁক তৈরি করতে হবে, ঠিক মানচিত্রের মতো এবং সম্ভব হলে মানবজীবনের ঐতিহাসিক দিকের প্রতিও সহনীয় মাত্রায় আলোকপাত করা উচিত। এ ক্ষেত্রে গ্রন্থগুলো চাহিদা অনুপাতে সাজাতে হবে। তবে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের চাহিদা মাঝপথে অপূর্ণ ছেড়ে দেওয়া যাবে না।

ভারসাম্য ধরে রাখার বহু উপায় আছে। পশ্চিমের আঞ্চলিক প্রেক্ষাপট নিয়ে যে আত্মমুগ্ধতা, তার বিপরীতে গিয়ে কোনো গ্রন্থ রচনা করা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় কাজ হবে, যেখানে আন্ত-আঞ্চলিক ইতিহাস থাকবে কেন্দ্রে, অপরাপর অঞ্চলসমূহের মতো পশ্চিমের ইতিহাসও রচিত হবে কেন্দ্রের সাথে থাকা সম্পর্কের অনুপাতে। কিংবা এটিও বেশ চিত্তাকর্ষক—বিজ্ঞান ও জ্ঞানকাণ্ডের সমৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করা, নান্দনিক ও ধর্মীয় দিকগুলোকে বিস্তৃত করা, সমগ্র মানবজাতির সামাজিক ও রাজনৈতিক উপাদানগুলোর গল্প বলা, কিংবা শিল্পের পরিশুদ্ধি বর্ণনা করা। ওইকিউমেনিক কাঠামো এই সবগুলো অ্যাপ্রোচের মেরুদণ্ড, যা একে অতিমাত্রায় সরলীকরণ কিংবা অপ্রাসঙ্গিক বিস্তৃতকরণের কবল থেকে রক্ষা করে।

শিক্ষার উদ্দেশ্যে রচিত বিশ্ব ইতিহাস গ্রন্থাবলির জন্য প্রযোজ্য তৃতীয় আরেকটি মিশ্র অ্যাপ্রোচ হলো যুগ বিভাজনের উপকরণ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্কৃতিগুলোর ওপর মনোনিবেশ করা। এভাবে সাংস্কৃতিক দিকটাকে বিস্তৃত ও ভারসাম্যপূর্ণ করা, ফিল্ডের সংখ্যা সীমিত রাখা। যদি সীমিত কিন্তু ন্যায্যভাবে নির্বাচিত কিছু অঞ্চলের সর্বোৎকৃষ্ট বর্ণনা আসে, মানুষের মূল্য প্রকটিত হয়, তবে শিক্ষকেরা সার্বজেষ্ঠ ম্যাটারের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে। যদিও বিশ্ব ইতিহাস

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বছর বয়সে যখন তাঁর হঠাৎ মৃত্যু ঘটে, 'ভেঞ্চার অব ইসলাম' দুই-তৃতীয়াংশ রচিত হয়েছিল। বইটির ওপর প্রায় এক দশকের বেশি সময় ধরে কাজ করছিলেন। ইসলাম নিয়ে তাঁর ব্যক্তিগত ভেঞ্চার বা অভিযাত্রার মতোই 'দ্য ভেঞ্চার অব ইসলাম'ও অপূর্ণাঙ্গ রয়ে গেল। এ ক্ষেত্রে তাঁর সবচেয়ে নিকটজন ও সহযোগী Reuben Smith বিশেষ কৃতজ্ঞতার দাবিদার, যিনি অত্যন্ত নিঃস্বার্থভাবে পাণ্ডুলিপিটি প্রকাশনা পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন।

'দ্য ভেঞ্চার অব ইসলাম' সুনির্দিষ্ট সময় ও স্থানের পাশাপাশি সুনির্দিষ্ট ব্যক্তির ছাপও বহন করছে। ১৯৫০-এর দশকের শেষ ভাগ এবং ৬০-এর দশকের সূচনাকালে ইউনিভার্সিটি অব শিকাগোর যে আবহাওয়া ছিল, তার ছাপ বইয়ের পাতায় পাতায়। বইটির সূচনা আন্ডারগ্র্যাজুয়েট স্তরে সার্ভে অব ইসলামিক সিভিলাইজেশনের পাঠ্যপুস্তক হিসেবে, ১৯৫৮ সাল থেকে হডসন কোর্সটি পড়াতেন। বইটির প্রাথমিক কিছু মুদ্রণ প্রকাশিত হয়। সাথে ছিল তিন খণ্ডের 'ইন্ট্রোডাকশন অব ইসলামিক সিভিলাইজেশন' ক্ল্যাসিক ইসলামি রচনাবলি থেকে ইংরেজিতে অনূদিত নির্বাচিত পাঠের সমাহার। ইউনিভার্সিটি অব শিকাগোতে আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল বিশ্বসভ্যতাগুলোকে এগুলোর ক্ল্যাসিক্যাল রচনাবলির মাধ্যমে অধ্যয়ন। শুরুতে এটি শুধু পশ্চিমা সভ্যতাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। পর্যায়ক্রমে ভারত, চীন এবং ইসলামি সভ্যতা অন্তর্ভুক্ত হয়। স্বাভাবিকভাবেই ইসলামি সভ্যতা সম্পর্কে হডসনের অ্যাপ্রোচ ছিল কলেজ কারিকুলামের 'গ্রেট বুকস' প্রবণতাতাড়িত। অনুরূপ তুলনামূলক নবীন Robert Redfield ও Milton Singer-এর গড়ে তোলা 'সভ্যতার' ধারণা দ্বারাও অনুপ্রাণিত ছিল, কোর্সের ক্রমবিন্যাস নির্ধারণে যা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে হডসন কমিটি অন সোশ্যাল থটের সদস্য ছিলেন, তাঁর এখানকার সদস্য পদের প্রতিও 'দ্য ভেঞ্চার অব ইসলাম' কৃতজ্ঞ। প্রতিষ্ঠানটি নির্বাচিত কিছু বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রাম পরিচালনা করত। মৃত্যুর সময় হডসন কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। এ ক্ষেত্রে John U. Nef, Mircea Eliade এবং Edward Shils-এর প্রভাব সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। গ্রন্থটি ইসলামিক স্টাডিজে হডসনের অপরাপর সহকর্মীদের প্রভাবও বহন করছে। WilliamMcNeill-কে বিশেষভাবে স্মরণ করতে হবে, যাঁর 'রাইজ অব দ্য ওয়েস্ট' হডসনের বিশ্ব ইতিহাসের ফ্রেমওয়ার্ক হিসেবে গুরুতর ভূমিকা

রিথিংকিং ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি-৫০
আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

2023/12/16 15:12

উপসংহার

বিশ্ব ইতিহাসরূপে ইসলামি ইতিহাস; মার্শাল জি এস হডসন এবং দ্য ভেঞ্চার অব ইসলাম

তৃতীয় এডমুন্ড বার্ক

ভিতর-বাহির দুদিক থেকেই ওরিয়েন্টালিজম যখন তোপের মুখে, ঠিক সে সময় মার্শাল জি এস হডসনের তিন খণ্ডের The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization প্রকাশ করাটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। গ্রন্থটি স্বীয় সাবজেক্টে এত বেশি সমৃদ্ধ, গবেষণা প্রকল্পে এত বেশি জটিল ও উচ্চাভিলাষী এবং নৈতিকতায় এত টইটম্বুর যে এই ছোট্ট পরিসরে বইটি সম্পর্কে ধারণা দেওয়াও মুশকিল। পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে আমি বইয়ের অর্জন ও তাৎপর্য বুঝতে সবচেয়ে জরুরি দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করব। শেষ দিকে আমি তর্ক তুলব যে—'দ্য ভেঞ্চার অব ইসলাম' এখন পর্যন্ত ওরিয়েন্টালিজমের বিষ নামাতে সবচেয়ে কার্যকর ও সর্বাধিক সফল ওঝা।

'ভেঞ্চার অব ইসলাম' নিজেও একটি বিতর্কিত গ্রন্থ, যা সুনির্দিষ্ট ঘটনা ও ইসলামি সভ্যতার সামগ্রিক চিত্র—উভয় ক্ষেত্রে আলোচনা, পর্যালোচনা ও সমালোচনা জারি রাখার একটি প্রয়াস। ইতিমধ্যেই এটি নিতান্ত ব্যক্তিগত এবং পক্ষপাতদুষ্ট বক্তব্য বলে সমালোচিত হয়েছে। তাদের আক্রমণ যদিও সত্য, কিন্তু অপ্রাসঙ্গিক। কারণ, বইয়ের মহত্ত্বের উৎস হডসনের ব্যক্তিত্ব, পরিভাষা ও পূর্বানুমান নিয়ে তার মাত্রাতিরিক্ত আচ্ছন্নতা, ইসলামি ইতিহাসকে বিশ্ব ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বিচার এবং সুদৃঢ় কোয়াকার নৈতিক চেতন। অবশিষ্টটুকু পাণ্ডিত্যসুলভ মনোগ্রাফ। হডসনের স্পিরিট নিয়েও বলার আছে অনেক কিছু, যা আমাদের Marc Bloch এবং Lucien Febvre-এর আধুনিকতার প্রতি সীমাহীন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বিরাগপূর্ণ রচনাবলির কথা মনে করিয়ে দেয়। উভয়েই আনাল চিন্তাঘরানার (Annales school) প্রতিষ্ঠাতা। হডসনের আদর্শে অনুপ্রাণিত নতুন প্রজন্মের স্কলাররা তাঁর দেখানো পথে হাঁটবে—এই আশা মোটেই দুরাশা নয়।

'ভেঞ্চার অব ইসলাম' একই সাথে একটি মৌলিক পাণ্ডিত্যসুলভ সিনথেসিস এবং ইসলামি সভ্যতার ওপর আন্ডারগ্র্যাজুয়েট কোর্সের নতুন গুরুত্বপূর্ণ পাঠ্যবই। প্রবন্ধের শেষ দিকে একই সাথে উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে বইটি পড়তে যাওয়ার আপদ নিয়ে কথা বলব। এখানে আমি বলতে চাই, বইটি প্রথমত এবং সবশেষে আপাদমস্তক একটি পাঠ্যবই, যার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজস্ব ধারায় ইসলামি সভ্যতা যে মানবীয় অর্জন সাধন করেছে, তা বোঝার চেষ্টা করা এবং ইসলামি সভ্যতার শিকড় অনুসন্ধানের ভেতর দিয়ে বইটি পাঠককে সভ্যতার প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। ইসলামি সভ্যতাকে যাচাই করেছে মানব ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে এবং বিশ্ব ইতিহাসে ইসলামি সভ্যতার গুরুত্ব তুলে ধরার প্রয়াস। আরও সুনির্দিষ্টভাবে বললে, সমাজ ও সংস্কৃতিসমূহের (যা চিন্তাশীল মুসলিমদের কার্যক্রমের প্রেক্ষাপট রচনা করেছে) অধ্যয়নের ভেতর দিয়ে হডসন ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন তারা যেভাবে সাড়া দিয়েছে, সেভাবেই কেন দিল?

মার্শাল জি এস হডসনের আয়নায় ইসলামের প্রতিবিম্ব

সর্ববিচারেই হডসন ছিলেন একজন ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব। ১৯৫০-এর দশকের শেষ লগ্নে ইউনিভার্সিটি অব শিকাগোর বোহেমিয়াম পরিবেশেও তিনি ব্যতিক্রমীই ছিলেন; তাঁর সন্ন্যাসসুলভ মনোভাব, উগ্র নিরামিষাশিতা এবং বামপন্থি রাজনৈতিক দর্শনের কারণে। অনুপুঙ্খ বর্ণনার প্রতি তাঁর বিরূপ মনোভাব, সমুন্নত উচ্চাশা, নির্বোধদের সহ্য করতে পারার অক্ষমতা তাঁকে প্রায়শই রসকষহীন সহকর্মীতে পরিণত করত। Saul Bellow-এর চাঁছাছোলা বক্তব্য থেকে তাঁকে অবশ্য ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব প্রতীয়মান হয়—চিত্তাকর্ষক, দাম্ভিক এবং সর্বদাই ব্রিলিয়ান্ট। তাঁর ব্যক্তিত্বই আমাদের বলে কেন তাঁর অনুসারীর সংখ্যা নগণ্য এবং কোনো চিন্তাঘরানা তাঁর কর্মের উত্তরাধিকার ধরে রাখেনি। ১৯৬৮ সালে ৪৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বিশ্ব ইতিহাসরূপে ইসলামি ইতিহাস

'ভেঞ্চার অব ইসলামে'র সাথে প্রথম সাক্ষাতে যে কেউ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যেতে পারে। সুবিশাল ক্যানভাসে ইতিহাসের এত ঘনবসতি অঙ্কিত; নানা যুগ, নানা পরিবেশ থেকে অসংখ্য চরিত্রের সমাহার। এত বেশি নতুন চিন্তা ও ধারণার স্ফুরণ যে পাঠক খেই হারিয়ে ফেলতে পারে, ভুলে যেতে পারে যে গ্রন্থটি বিশ্ব ইতিহাসের সুনির্দিষ্ট ফ্রেমওয়ার্ক এবং সিভিলাইজেশনাল স্টাডিজের থিওরির আলোকে রচিত। এই অংশে ইসলামের ইতিহাসকে বিশ্ব ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বিচারের হডসনীয় প্রচেষ্টার মূল্যায়ন করব। হডসনের সিভিলাইজেশনাল স্টাডিজের থিওরি বোঝার চেষ্টা করব।

মার্শাল হডসন শুধু মানবতাবাদী চৈতন্যধারী, উদার দৃষ্টিভঙ্গি এবং অসম্ভব ঔৎসুক্যের অধিকারীই ছিলেন না, বরং পরমানন্দে বিশ্ব ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি বুঝতে চাওয়া একজন নিয়মতান্ত্রিক চিন্তকও বটে। ওরিয়েন্টালিস্ট ধারার বর্তমান অচলাবস্থা দৃশ্যমান হয়ে ওঠার বহু আগেই তাঁর প্রত্যয় জন্মেছিল যে 'দ্য রেস্ট' কিংবা পশ্চিমের বাইরে পৃথিবীর অবশিষ্টাংশ সম্পর্কে আমাদের ঐতিহাসিক এবং ভৌগোলিক ভাবনা পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে। আমার দৃষ্টিতে—নতুন চৈতন্যের আলোকে ইসলামি ইতিহাস পুনর্লিখন প্রচেষ্টা হডসনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্জন। ইসলামি সভ্যতার সুনির্দিষ্ট যেসব বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেছেন, তার সাথে যে কেউ দ্বিমত করতেই পারে। কিন্তু এ কথা অনস্বীকার্য যে প্রথমবারের মতো তিনি আমাদের সভ্যতাকে একটি 'সমগ্র' হিসেবে দেখতে শিখিয়েছেন, যা অখণ্ড, সময়ের সাথে সাথে এবং প্রতিবেশীদের সাথে সম্পর্কের মাধ্যমে ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হয়। অসম্ভব তাৎপর্যপূর্ণ অবদান।

'দ্য ভেঞ্চার অব ইসলাম' বুঝতে হলে বিষয়টি মাথায় রাখা জরুরি যে এর রচয়িতা একই সাথে ইসলামি সভ্যতা ও বিশ্ব ইতিহাসের ক্লাসিক্যাল পাঠগুলোতে আত্মসমাহিত ছিলেন এবং তা থেকে গড়ে ওঠা সুনির্দিষ্ট ফ্রেমওয়ার্কের ওপর ভিত্তি করে গ্রন্থটি রচনা করেছেন। মৃত্যুর সময় হডসন বিশ্ব ইতিহাসের অসমাপ্ত কয়েক শ পৃষ্ঠা রেখে গেছেন। সমাপ্ত হলে তা কী রূপ দাঁড়াত, বলা মুশকিল। কিন্তু তাঁর পূর্বেকার কাজগুলো থেকে আমরা এর সাধারণ রূপরেখা স্পষ্টতই অনুমান করতে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পারি। ১৯৫৪ সালে 'জার্নাল অব ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি'তে প্রকাশিত Hemispheric Interregional History as an Approach to World History শীর্ষক গবেষণা প্রবন্ধটি তাঁর একদম প্রথম দিককার রচনা। তাঁর পরবর্তী কাজগুলো কেমন হবে, এ থেকে চমৎকার দিকনির্দেশনা মেলে—সেগুলো এর পরিপূরক হবে, নিছক একটু বিস্তারিত আকারে। এই প্রবন্ধে বলতে চেয়েছেন, ইতিহাসের নতুন ফ্রেমওয়ার্ক গড়ে তোলার অপরিহার্য পূর্বশর্ত হলো পশ্চিমা ইতিহাসতত্ত্বের মৌলিক পূর্বানুমানগুলোর নিয়মতান্ত্রিক সমালোচনা। বিশ্ব সম্পর্কে আমাদের ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক ধ্যানধারণার গুরুতর পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমেই শুধু এই গুরুভার কাজ সমাধা করা সম্ভব। প্রবন্ধের উল্লেখযোগ্য একটি অংশ বিশ্ব ইতিহাসের মেথডোলজি-সংক্রান্ত। এটি সমাধা করার পরই শুধু নিজস্ব ফ্রেমওয়ার্ক উপস্থাপনের দিকে এগোতে পারেন।

বিশ্ব ইতিহাসের পশ্চিমা ধারার হডসনীয় সমালোচনা বেশ কিছু বিষয়ের ওপর কেন্দ্রীভূত। যেমন প্রবলেম অব পারস্পেকটিভ বা দৃষ্টিভঙ্গির আপদ নিরসন (বিশ্ব ইতিহাসের আলোকে দেখলে ইয়োরোপ আফ্রো-ইয়োরেশিয়ান কৃষিভিত্তিক নগরসভ্যতার প্রান্তসীমা এবং ১৮০০ শতকের পূর্বে বিশ্বের কেন্দ্ররূপে আবির্ভূত হতে পারেনি), পরিভাষার সংকট সমাধান (অক্সিডেন্ট এবং দ্য ওয়েস্ট-এর বিপরীতে অবশিষ্ট সাক্ষর মানবজাতিকে বোঝাতে দ্য ওরিয়েন্ট এবং এশিয়া শব্দের ব্যবহার), মার্কেটর প্রজেকশন ম্যাপের অবচেতন বর্ণবাদ মোচন (যা দক্ষিণ গোলার্ধকে বিকৃত করার মাধ্যমে ইয়োরোপকেন্দ্রিকতায় আক্রান্ত)। এই প্রবন্ধে বিতর্কের যে ধারা গড়ে তুলেছেন, তা 'দ্য ভেঞ্চার অব ইসলামে'র প্রথম খণ্ডের সূচনাতেই Introduction to the Study of Islamic Civilization শীর্ষক প্রবন্ধের ভিত্তি গড়ে দিয়েছে। সমালোচনাগুলোর সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা হডসনের রচনাবলির ঘোরতর ব্যতিক্রমী ধাঁচ পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দেবে।

ওরিয়েন্টালিস্ট ধারার জ্ঞানচর্চার ওপর হডসনের আক্রমণ কয়েকটি কারণে উল্লেখযোগ্য। তন্মধ্যে একটি হলো এটি এমন কোথাও থেকে এসেছে, যার প্রশিক্ষণ ও পেশাদার সেলফ ইমেজ ওরিয়েন্টালিস্টদের অনুরূপ। নিজ নিজ সময় ও স্থানে ইতিহাসের সমৃদ্ধতর ও অধিকতর পূর্ণাঙ্গ অনুধাবনের দিকে নিয়ে গেছে যে অনুচ্ছেদগুলো, সেগুলোই 'দ্য ভেঞ্চার অব ইসলামে' সবচেয়ে স্বার্থক অনুচ্ছেদ। তবে ইতিহাসের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

রেখেছে। নামের এই তালিকা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে সে সময় ইউনিভার্সিটি অব শিকাগোর বুদ্ধিবৃত্তিক আবহ কেমন ছিল। Albert Hourani যথার্থই বলেছেন—অন্য কোথাও 'দ্য ভেঞ্চার অব ইসলাম' রচিত হচ্ছে কল্পনা করাও দুঃসাধ্য।

আমার দৃষ্টিতে 'দ্য ভেঞ্চার অব ইসলাম' হডসন ও ইসলামের ভেঞ্চারের অনুরূপ। রচনাটি রচয়িতার ব্যক্তিগত বোধ-বিশ্বাস এবং নৈতিক উপলব্ধি দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত। কোন কোন পন্থায় এটি প্রকাশিত? প্রথমত, হডসনের চিন্তার দুই পরশপাথর Louis Massignon এবং John Woolman সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রায় প্রতি পৃষ্ঠায় তারা উপস্থিত।

'ভেঞ্চার অব ইসলামে'র একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো ইসলামের প্রতি সহমর্মিতা ও শ্রদ্ধামিশ্রিত ভাব। এই বৈশিষ্ট্য বইটিকে ইসলাম সম্পর্কে অপরাপর অধিকতর 'বস্তুনিষ্ঠ' গবেষণাসমূহ থেকে স্বতন্ত্র করে তুলেছে। মাহমুদ আইয়ুবের বক্তব্যমতে, হডসন মসজিদে ঢোকার পূর্বে জুতা খুলতে গিয়ে বেশ বিড়ম্বনার ভেতর দিয়ে গিয়েছেন এবং এর মাধ্যমে তিনি তাঁর পাঠকদের পঠিত সভ্যতার স্পিরিটে মিশে যেতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর গুরু Louis Massignon-এর রচনাবলি, যিনি ইসলামকে ভেতর থেকে বোঝার চেষ্টা করেছেন। হডসন তাঁর থেকে মনস্তাত্ত্বিক 'সায়েন্স অব কমপ্যাশন' ধার করেছেন। একজন স্কলারের নিরন্তর কাজ হলো 'কিন্তু কেন' এই প্রশ্নে ক্লান্ত না হওয়া। যতক্ষণ না সুনির্দিষ্ট অবস্থানের মর্ম চূড়ান্তভাবে উপলব্ধি করতে পারছে। principle of verstehen (সায়েন্স অব কমপ্যাশন বা সহানুভূতির দীক্ষা) প্রয়োগে হডসন Wilhelm Dilthey ও Carl Jung-এর পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। Massignon-এর মেথড যখন অস্পষ্ট আধ্যাত্মিকতায় নিয়ে যেত, তা সমাধানে হডসন ইতিহাসচর্চার সুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি প্রয়োগ করতেন।

হডসনের উদ্দেশ্য অনুধাবনে গুরুত্বপূর্ণ আরেকজন দিশা আঠারো শতকের মার্কিন কোয়াকার John Woolman। বর্তমানে বন্ধুমহলের বাইরে প্রায় অজ্ঞাত ওলম্যান নিজ সময়ের একজন শান্তিবাদী ছিলেন, দাসপ্রথার বিরোধী এবং ঔপনিবেশিক পেনসিলভানিয়ার মার্কেন্টাইল মনোভাবের কট্টর সমালোচক। কোয়াকারদের মধ্যে তাঁর জার্নাল প্রভূত প্রভাব ফেলত। ওলম্যানের রচনাবলি যে বচন দিয়ে শুরু হতো—'মানবজাতিকে ভ্রাতৃত্ববন্ধন বাদে ভিন্ন চোখে দেখা, সহানুভূতি এক

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ফিলোসফিক্যাল অ্যাপ্রোচ থেকে প্রাপ্ত ফলাফলে হডসন বেজায় নাখোশ ছিলেন। তিনি অধিকতর জটিল রূপকল্পের সন্ধানে ছিলেন, যা সংকীর্ণ টেক্সচুয়ালিজমের ঘোরটোপে আবদ্ধ কম, ভাষার সীমানা ডিঙিয়ে সংস্কৃতির মিথস্ক্রিয়ায় অধিকতর আস্থাশীল। তিনি ওরিয়েন্টালিস্ট ধারার এপিস্টেমোলজিক্যাল পূর্বানুমানগুলোর বিরোধী ছিলেন। সর্বোপরি ইসলামি সংস্কৃতির আলোচনার শিকড় সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে প্রোথিত হতে হবে—এতে জোরারোপ করেছেন। হডসনের ওরিয়েন্টালিস্ট ধারার সমালোচনা খোদ ধারার অভ্যন্তর থেকে আসা।

ওরিয়েন্টালিজমের ওপর অতিসাম্প্রতিক আক্রমণ এসেছে অ্যান্টিকলোনিয়াল শিবির থেকে। যেহেতু পশ্চিমা দখলদারত্বের রক্ষাকবচ ও বৈধতা প্রদানে ওরিয়েন্টালিজম বরকন্দাজগিরি করেছে, সুতরাং এটি পাওনাই (গুটি কতক বাড়াবাড়ি বাদে) এবং অপরিহার্যও বটে। ওরিয়েন্টালিজমের রাজনৈতিক খাপের বাইরে গিয়ে হডসন একে অধিকতর সর্বজনীন ডিসকোর্সে স্থাপন করেছেন। এভাবে পাঁচটি ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করেছেন, যার ভেতর থেকে ইসলামিক স্টাডিজের শিক্ষার্থীদের কার্যক্রম চালাতে হবে; খ্রিষ্টবাদ, জুডাইজম, ইসলাম, মার্ক্সিজম এবং 'ওয়েস্টার্নিজম'। প্রতিটির নিজস্ব এপিস্টেমোলজিক্যাল বৈশিষ্ট্য, পূর্বানুমানসমূহ এবং বিকৃতির আলাদা প্যাটার্ন রয়েছে। এই পাঁচ ধারার কোনোটিই যদি উপস্থিত না থাকে, তবে হডসনের মতে বস্তুনিষ্ঠতার নিশ্চয়তা দেওয়া যাচ্ছে না। বিপরীতে, এটি বরং গবেষণার ছদ্মাবরণে পক্ষপাতদুষ্টতা চরিতার্থকরণ। অধিকন্তু 'মুসলমানিত্ব ভারসাম্যের সনদ দেয় না, যেমন অমুসলমানিত্ব দেয় না নিরপেক্ষতার নিশ্চয়তা'। বস্তুনিষ্ঠতা অর্জনের একমাত্র উপায় নিরবচ্ছিন্ন মেথডোলজিক্যাল সেলফ-কনশাসনেস এবং প্রত্যকের স্বীয় 'গ্রেট ট্রাডিশন' ও ইসলামের মধ্যকার দ্বন্দ্বের বোঝাপড়া। বিশ্ব ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে খ্রিষ্টান আর ওয়েস্টার্নিস্টরাই শুধু পক্ষপাতদোষে দুষ্ট নয়, মার্ক্সিস্ট এবং কালচারাল ন্যাশনালিস্টরাও সমান পাপের ভাগীদার। তবে হডসনের ওরিয়েন্টালিজমের সমালোচনা ভিন্ন ধারার পূর্বানুমানসমূহের ওপর নির্ভরশীল। পরবর্তী সেকশনে আমি পুনরায় এই আলোচনায় আসব।

হডসনের বিশ্ব ইতিহাস অধ্যয়নের ফ্রেমওয়ার্কটা কী? তার তর্ক অনুযায়ী—প্রকৃত বিশ্ব ইতিহাস এই পূর্বানুমান থেকে যাত্রা শুরু করতে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হবে যে মানবজাতির সাক্ষর সমাজসমূহের ইতিহাস অবশ্যই এশিয়া এবং এর বহিঃস্থ অঞ্চলগুলোর ইতিহাস, এই গল্পে কোনোভাবেই ইয়োরোপের কোনো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেই। এখানে হডসন Rise of the West-এর রচয়িতা William McNeill-এর দৃষ্টিভঙ্গির সাথে—যা মৌলিকভাবেই ভুল ধারণার ওপর নির্ভরশীল—ঘোরতর দ্বিমত করেন। হডসনের দৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য বিশ্ব ইতিহাস অবশ্যই গোলার্ধব্যাপী আন্ত-আঞ্চলিক এবং পরস্পরনির্ভরশীল ঘটনাপ্রবাহের ওপর মনোনিবেশ করতে হবে (নিছক ওয়েস্টের ওপর নয়)। এই অ্যাপ্রোচের একটি ব্যবহারিক প্রয়োগ হলো—মধ্য-এশিয়ান যাযাবর এবং বার্মিজ পাহাড়িদের পরিবর্তে সাক্ষর সমাজগুলোর ওপর গুরুত্বারোপ করা (বিশেষত চারটি প্রাণকেন্দ্রে, যেখানে সভ্যতার উদ্ভব ঘটেছে)। নিজেদের গড়ে তোলা, স্বন্যায্যতা দানকারী পশ্চিমা ভার্সনের বাইরে গিয়ে সমগ্র মানবজাতির উপাখ্যান নতুন করে শোনানোর সম্ভাবনা হডসনকে প্রীত করেছিল। তার ইতিহাস, বিশেষত সেসব ফেনোমেনার ওপর মনোনিবেশ করে, যেগুলো আঞ্চলিক সীমানা অতিক্রম করেছে। যেমন হেলেনিস্টিক শিল্পের বিস্তার, গণিতের উন্নয়ন, ভারতীয় ধারার সন্ন্যাসবাদের বিস্তৃতি এবং মোঙ্গল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা। হডসনের দৃষ্টিতে এটি স্বতঃসিদ্ধ যে সারা দুনিয়াজুড়ে নতুন প্রযুক্তি (সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য) এবং নতুন নতুন উদ্ভাবন ক্রমান্বয়ে সমগ্র পৃথিবীতেই ভবিষ্যতে উন্নততর পরিবর্তনের সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে। এ ক্ষেত্রে গানপাউডার-অস্ত্র আবিষ্কার এবং বিস্তৃতি বেশ ভালো উদাহরণ। সভ্যতাসমূহের মধ্যকার পারস্পরিক সংযোগে গুরুত্বারোপ, মানব প্রযুক্তি ও সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্যের ক্রমসঞ্চিত সর্বজনীন উন্নতি হডসনের কোয়াকার মতাদর্শের ভেতর দিয়ে এভাবে প্রকাশিত হয়েছে—'সব মানুষ ভাই ভাই এবং ইতিহাসের দৃষ্টিতে ইসলামের অভিযাত্রা (ভেঞ্চার অব ইসলাম) অন্যান্য অভিযাত্রার মধ্য থেকে একটি'।

তিনি একাধিক যুগবিন্যাস ব্যবহার করেছেন। তন্মধ্যে একটি দ্বিমুখী, যা ১৮০০ সাল পর্যন্ত কৃষি যুগ (agrarian age) এবং তৎপরবর্তী আধুনিক যুগের মধ্যে বিভাজিত। এটি তাঁর দ্য গ্রেট ওয়েস্টার্ন ট্রান্সফরমেশনের ফ্রেম হিসেবে কাজ করেছে। আবার সভ্যতার দৃষ্টিকোণ থেকে সময় চারটি প্রধান যুগে বিন্যস্ত। (১) ৮০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত আদি সভ্যতা যুগ। (২) ৮০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে ২০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত অ্যাক্সিয়াল যুগ। (৩) খ্রিষ্টপূর্বাব্দ ২০০ থেকে ১৮০০ পর্যন্ত পোস্ট-

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ভাববিনিময়কে ধর্মীয় ভাববিনিময় হিসেবে বিবেচনা করা যায়। তবে একে বৃহত্তর সভ্যতার দৃষ্টিকোণ থেকেও দেখা সম্ভব, যেখানে খ্রিষ্টান, ইহুদি এবং অপরাপর অমুসলিমরাও ভাববিনিময়ের অংশীদার। দ্বিতীয়টিকে প্রথমটি থেকে আলাদা করার জন্য হডসন Islamicate (বইতে যার অনুবাদ ইসলামি বিশ্ব, কখনো মুসলিম বিশ্ব করা হয়েছে) শব্দটি উদ্ভাবন করেছেন।

ইসলামি সভ্যতার অকল্পনীয় বিস্তৃতি হডসনের জন্য বিশেষ সমস্যা দাঁড় করিয়েছে। আফ্রো-ইয়োরেশিয়ান ভূমিজুড়ে মরক্কো থেকে চীন পর্যন্ত বিস্তৃত সভ্যতাকে এক চিত্রে নিয়ে আসা কীভাবে সম্ভব, যা আবার সপ্তম শতাব্দী থেকে বর্তমান পর্যন্ত চলমান! ইসলামি বিশ্বের সুনির্দিষ্ট অংশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস নিয়ে আগ্রহীদের কৃত সমালোচনা এখানে এসে প্রাসঙ্গিকতা পায় এবং হডসন নিজেও একমত যে ইতিহাসের দিগন্তজুড়ে বিস্তৃত সময় ও স্থানের মুসলিমদের (বিশেষত অ-অভিজাতদের) অভিজ্ঞতাকে সভ্যতার ইতিহাসে খাপবদ্ধ করা সম্ভব নয়, এক কাতারে নিয়ে আসা সম্ভব নয়। বেশ উল্লেখযোগ্যসংখ্যক সমস্যা সম্পর্কে হডসনের স্বীকৃতি হলো এ ব্যাপারে তিনি কমই বলতে পারেন। তবে তাঁর তর্কমতে, যদি কেউ মুসলিমদের ইতিহাসের ভিন্নতার পরিবর্তে ঐক্য ও সংহতিতে (historical unity) বিশ্বাসী হয়, সে ক্ষেত্রে সভ্যতার ধারণা প্রাসঙ্গিকতা পায় এবং এ ক্ষেত্রে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসবিদেরা খুব কমই অবদান রাখতে সক্ষম। অন্তত আধুনিক সময়ের পূর্বপর্যন্ত ইসলামি সভ্যতায় ইউনিটি বজায় ছিল। কারণ, খ্রিষ্টান ও বৌদ্ধদের বিপরীতে মুসলিমরা একে অপরের সাথে এবং ইসলামি সভ্যতার গাঠনিক ভাবাদর্শগুলোর সাথে লাগাতার সংযুক্ত ছিল। সময়ের পরিক্রমায় পরবর্তী প্রজন্মগুলোর ভাববিনিময়ে সংহতি ছিল, যা ইসলামি সভ্যতাকে সিভিলাইজেশনাল স্টাডিজের দৃষ্টিকোণ থেকে অধ্যয়নযোগ্য করে তুলেছে। মুসলিমদের একটি কমন পয়েন্ট অব ডিপার্চার বা স্বাতন্ত্র্যবোধের সর্বজনীন বিন্দু ছিল। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলি আলোচনার জন্য ছিল সর্বজনীন শব্দাবলি ও সর্বজনীন ভাষা।

হডসনের সভ্যতা অধ্যয়নের অ্যাপ্রোচে বেশ কিছু সুবিধা আছে। যেমন গাঠনিক ভাবাদর্শগুলোর সাথে ভাববিনিময়ের ধারণা। এর ফলে তিনি ইসলামি সভ্যতাকে বেশ উদারভাবে সংজ্ঞায়নের সুযোগ পেয়েছেন, যেখানে অন্তর্ভুক্ত—সব ধরনের সাব-ডায়ালগ, সমান্তরাল সাংস্কৃতিক ধারা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মাত্রায় পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল, যা সমাজের প্রধান সেক্টরগুলোর প্রত্যাশার ধরন পাল্টে দেয়।' এই ধারণার চমৎকারিত্ব প্রথম দর্শনে চোখ এড়িয়ে যেতে পারে। তা ছাড়া হডসনের কাটখোট্টা গদ্যরীতি এ ক্ষেত্রে কোনো সহায়তাও করে না। যা-ই হোক, টেকনিক্যালিজম ধারণার মধ্য দিয়ে তিনি নিজেকে একজন গুরুত্বপূর্ণ সমাজচিন্তক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। শিল্পায়ন এবং পুঁজিবাদ—এই দুটি ধারণা ট্রান্সফরমেশন প্রক্রিয়ার নানা দিক ব্যাখ্যা করতে পারে বটে, কিন্তু দূরবর্তী দিকগুলোকেও—এমনকি অর্থনৈতিক নয়, এমন খাতগুলোকেও প্রভাবিত করার ক্ষমতা অব্যাখ্যাত রয়ে যায়। হডসনের ভাষ্যমতে, মূল পরিবর্তনটা আসলে সাংস্কৃতিক; অর্থাৎ পৃথিবীকে দেখার ধরন পরিবর্তন (এখন পৃথিবীকে দেখা হয় সুচিন্তিত যুক্তিভিত্তিক মূলনীতির আলোকে)। এখানে ম্যাক্স ওয়েবারের 'দ্য প্রোটেস্ট্যান্ট এথিক'-এর প্রভাব দৃশ্যমান। সর্বোপরি টেকনিক্যালিজম কিছু নৈতিক গুণ এবং সুনির্দিষ্ট ধরনের ব্যক্তির সাথে সম্পর্কযুক্ত। নৈতিক গুণাবলির তালিকায় রয়েছে অধিকতর দক্ষতা এবং ব্যবহারিক নিপুণতা (Technical precision)। ব্যক্তির ধরনে রয়েছে মানবজাতির স্বাধীনচেতা (autonomous) কিন্তু সহযোগিতামূলক মনোভাবসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ।[৪৬]

হাওয়াই তত্ত্ব, হতদরিদ্র মেটাফিজিকসের গুদামঘর হওয়ার ব্যাপারে বিশ্ব ইতিহাসের 'সুখ্যাতি' রয়েছে। কিন্তু হডসন সুনির্দিষ্ট সভ্যতার সংস্কৃতিতে শিকড় প্রোথিতকরণের মাধ্যমে, মেথডোলজিক্যাল সেলফ-কনশাসনেসের মাধ্যমে বিশ্ব ইতিহাস অধ্যয়নে নতুন প্রাণ সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছেন। 'দ্য ভেঞ্চার অব ইসলামে'র ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও ইসলামি সভ্যতাকে বিশ্ব ইতিহাসের ছাঁচে ফেলে অধ্যয়নের উপকারী দিকগুলো উন্মোচিত করেছেন। এর শিক্ষাগুলো ইসলামিক স্টাডিজের গতানুগতিক 'প্রাদেশিক' সীমানার' বাইরেও বিস্তৃত।

---

৪৬ সাংস্কৃতিক ইতিহাস অনুধাবনে টেকনিক্যালিজম গুরুত্বপূর্ণ শব্দ। হডসনের ব্যবহারে এটি ১৯৬০-এর দশকের প্রথম দিককার আধুনিকায়ন তাত্ত্বিকদের সাথে মেলে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তিনি একে ওয়েস্টার্ন ট্রান্সমিউটেশনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিকসমূহ বোঝাতেও ব্যবহার করেছেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তাঁর অ্যাপ্রোচের প্রধান চরিত্র হলো সংস্কৃতি ও সভ্যতার ধারণা স্থবির নয়, সচল এবং এদের ভেতর অভ্যন্তরীণ ভিন্নতা ও প্রারম্ভিক ধারণাগুলোর সাথে নিরবচ্ছিন্ন লেনদেন চলমান। সময়ে সময়ে একেকটি ধারণা প্রভাবশালী হয়ে ওঠে, আবার বিলীন হয়ে যায়। ফলে সভ্যতা এবং এর সবগুলো বুদ্ধিবৃত্তিক বৈশিষ্ট্য (আকরবৈশিষ্ট্যগুলোর তো প্রশ্নই আসে না) শুরু থেকেই সুনির্দিষ্ট নয়। এগুলো অতীতের শবাধারে বন্দি নয়। বরং হডসনের মতে সভ্যতা হলো 'সংস্কৃতির মিশ্রণ, পরস্পরসংযুক্ত সংস্কৃতিগুলোর তুলনামূলক তীব্র মিথস্ক্রিয়া, যা শহুরে সাক্ষর সংস্কৃতিতে ক্রমান্বয়ে পুঞ্জীভূত হয়ে উচ্চ সংস্কৃতিরূপে (high culture) আত্মপ্রকাশ করে।' ফলে 'কোনো সংস্কৃতি ঠিক কোন সভ্যতার অন্তর্গত'—এই সংকট নিরসনে হডসনের চৌকস জবাব হলো, কখনোই এর চূড়ান্ত উপসংহার টানা সম্ভব নয়। কারও দৃষ্টিতে ইসলামি সভ্যতা ইরানো-সেমেটিক ধারার উত্তরসূরি, কারও মতে এটি পুরোপুরিই বিপরীত। হডসন অত্যন্ত সচেতনভাবে ইসলামি সভ্যতার সংজ্ঞায়নে এর শেষ প্রান্ত উন্মুক্ত রেখেছেন (open-ended), সুনির্দিষ্ট কোনো জীবনচক্র নির্ধারণ করে দেননি।

তো, ইসলামি সভ্যতার ঠিক কোন অংশটুকু একে ইসলামি করে তুলল? এ ক্ষেত্রে হডসন তাঁর সিভিলাইজেশনাল স্টাডিজের সাধারণ অ্যাপ্রোচের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ জবাব দিয়েছেন। তাঁর মতে, ইসলামি ভাবাদর্শের উপস্থিতিই ইসলামি সভ্যতাকে পূর্বেকার সভ্যতাসমূহ থেকে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত করেছে। যে ভাবাদর্শ সমাজের কেন্দ্রীয় মানদণ্ডগুলোর বৈধতা-অবৈধতার নিক্তি। এই ভাবাদর্শগুলোর (অর্থাৎ কোরআনুল কারিমের বাণীর) সাথে পরবর্তী মুসলিম প্রজন্মগুলোর ভাববিনিময় (dialogue) ইসলামি সভ্যতার উপাদান গড়ে দিয়েছে। ভাববিনিময়ের প্রধান দুটি ধারা। একটি সুন্নি ধারা, আরেকটি শিয়া ধারা। ভাবাদর্শগুলোর প্রধান বাহকেরা কোনো সময়ই সাক্ষর জনগোষ্ঠীর মতো অসংখ্য-অগণিত ছিল না। বরং খুবই ছোট একটা গ্রুপ এগুলোর প্রধান বাহক হিসেবে কাজ করত এবং ভাবাদর্শগুলো সমাজে বাস্তবায়ন করতে সচেষ্ট থাকত, এটিই তাদের প্রধান কাজ ছিল। হডসন এদের উল্লেখ করেছেন 'সাধুভাবাপন্ন' (piety-minded) বা শরিয়াহভাবাপন্ন (sharia-minded) হিসেবে। তাদের উৎপাদিত সভ্যতাকে দুদিক থেকে বিবেচনা করা যায়। সংকীর্ণভাবে দেখলে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায় এবং পরবর্তী

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অ্যাক্সিয়াল যুগ। (৪) এবং ১৮০০ সাল থেকে আধুনিক যুগ। হডসন অ্যাক্সিয়াল শব্দটি কার্ল জেস্পার থেকে ধার করেছেন। এর দ্বারা চীন, ভারত, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল এবং ইরানো-সেমেটিক সভ্যতায় জায়মান সাংস্কৃতিক বিকাশের (cultural florescence) যুগ বুঝিয়েছেন। ইসলামি সভ্যতা পোস্ট-অ্যাক্সিয়াল যুগের কৃষিভিত্তিক নগরজীবনে বিকশিত হয়েছে। নীল থেকে অক্সাস অববাহিকাজুড়ে ইসলামি সভ্যতা বিকাশের ফলে যুদ্ধশিবিরে বিভক্ত এই অঞ্চলগুলো প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বের শতাব্দীগুলোতে গোটা অঞ্চলজুড়ে সংস্কৃতিগুলোর মধ্যে ধর্মীয় কমিউন্যালিজম বা গোষ্ঠীবদ্ধ প্রবণতা গড়ে ওঠে, আলাদা আলাদা লিপিভিত্তিক ভাষা গড়ে ওঠে, যেগুলো ভিন্ন ভিন্ন সাংস্কৃতিক ধারা বহন করত; ইসলামের আবির্ভাব এই প্রবণতা পাল্টে দেয়। অঞ্চলটি কসমোপলিটন (বহুজাতিক) সংস্কৃতি এবং একাধিক ইসলামি ভাষার উত্থান প্রত্যক্ষ করে। বিশ্ব ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে ইসলামি সভ্যতা গোলার্ধব্যাপী বিস্তৃত সামগ্রিক একটি সভ্যতার উত্থানতুল্য, যা ভূপৃষ্ঠের বেশির ভাগ অংশকে আপন করে নিয়েছে। সময়ের সাথে সাথে ইসলামের অভিযাত্রা (ভেঞ্চার) নানা পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে গিয়েছে। আধুনিকতার সূচনার পূর্বপর্যন্ত ভূপৃষ্ঠজুড়ে আঞ্চলিক কাঠামোগুলো মাথাচাড়া দিয়ে ওঠেনি, আধুনিক যুগে এসে ঐক্যবদ্ধকারী শক্তিগুলো ধীরলয়ে দুর্বল হয়ে পড়ে। ইসলামি বিশ্বে জাতীয়তাবাদের উত্থানের মধ্য দিয়ে ইয়োরোপিয়ান দাদাগিরির পথ উন্মুক্ত হয়।

হডসনের বিশ্ব ইতিহাসচর্চার প্রাণকেন্দ্রে রয়েছে গবেষণার আদর্শ ধরন (Ideal types) ব্যবহার। এটি তাঁর ইসলামি সভ্যতার গবেষণাপদ্ধতিকে বিশেষ বিশ্লেষণী ক্ষমতা দান করে, যা অন্য পদ্ধতিগুলোতে নেই। ম্যাক্স ওয়েবারের দৃষ্টিভঙ্গির নানা দিকের সমালোচনা সত্ত্বেও হডসন তাঁর থেকে শিখেছেন ঢের। তবে তিনি ম্যাক্স ওয়েবারের মেথডোলজি গ্রহণ করেছেন, উপসংহার নয়। উদাহরণত, তিনি কৃষিভিত্তিক নগরজীবন ও টেকনিক্যালিজম ধারণা দুটি ব্যবহার করেছেন এবং এর মাধ্যমে ১৮০০ সাল পূর্ব প্রাক্-আধুনিক যুগ, আধুনিক যুগ থেকে কেন আলাদা—তা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। আমরা দেখতে পাই হডসন কিছু আদর্শ ধরন (ideal types) উদ্ভাবন করেছেন এবং এগুলোকে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ঐতিহাসিক অঞ্চলে সামাজিক ক্ষমতার পরিবর্তন কমবেশি সমানুপাতিক ছিল। যেকোনো নতুন মৌলিক উদ্ভাবন চার থেকে পাঁচ শতাব্দীর ভেতর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ত। আট ও নয় শতকে পর্তুগিজদের ওপর আরবদের শ্রেষ্ঠত্ব এবং ষোলো শতকে আরবদের ওপর পর্তুগিজদের আধিপত্য—দুটোই ছিল অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। সময়ের আবর্তে যথাযথ সমন্বয়ের মাধ্যমে তাতে ভারসাম্য চলে এসেছে। ওয়েস্টার্ন ট্রান্সমিউটেশন আফ্রো-ইয়োরেশিয়ান অঞ্চলে ক্ষমতার ভারসাম্য ধরে রাখার চিরায়ত এই পদ্ধতি ভেঙেচুরে দেয়। পশ্চিমা সমাজ মৌলিক সেক্টরগুলোতে ক্রমসঞ্চিত এবং পরস্পরনির্ভরশীল এমন কিছু পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে যায়, যার গুরুতর প্রভাব সমাজের সর্বত্র অনুভূত হতে শুরু করে। কৃষিজীবনের মৌলিক ভিত্তি চাপা পড়ে যায়। তবে অন্তত প্রথম দিকে মনে হয়েছিল প্রাচীন জীবনধারা অপরিবর্তিতই রয়ে যাবে। এই পর্যায়ে এসে নৈমিত্তিক কাজগুলোও নতুন তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। ইতিহাসের নতুন যুগের সূচনা হয়—দ্য অ্যাজ অব টেকনিক্যালিজম।

আধুনিকতার সূচনা প্রসঙ্গে হডসনের আলোচনার উল্লেখযোগ্য দিক এই নয় যে তিনি পরিবর্তনের সামগ্রিক প্রক্রিয়া গবেষণা করেছেন, বরং পরিবর্তন প্রক্রিয়াটাকে বিশ্ব ইতিহাসের ছাঁচে ফেলেছেন। এ থেকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল বেরিয়ে আসে। তন্মধ্যে একটি হলো ওয়েস্টার্ন ট্রান্সমিউটেশনকে গোটা গোলার্ধজুড়ে বিস্তৃত নগরজীবনের ইতিহাসের অংশ বানানোর মাধ্যমে পূর্বেকার সবগুলো সংস্কৃতির সাথে এর সংযোগ স্থাপিত হয়। 'গোটা আফ্রো-ইয়োরেশিয়ান ওইকিউমেনের ক্রমসঞ্চিত ইতিহাসের বাইরে গিয়ে ওয়েস্টার্ন ট্রান্সমিউটেশনের কল্পনাও করা যায় না। কারণ, অক্সিডেন্ট আফ্রো-ইয়োরেশিয়ার অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল।' অন্যান্য অঞ্চলে উদ্ভাবিত আবিষ্কারগুলো—এই তালিকায় রয়েছে গানপাউডার, কম্পাস এবং প্রিন্টিং—পশ্চিমের যুগান্তকারী সাফল্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। যেমন অবদান রেখেছে মুসলিম ব্যবসায়ী ও বণিকদের গড়ে তোলা সুবৃহৎ বিশ্ববাজার। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে পশ্চিমের উন্নয়নকে যেরূপ অপরিহার্য ভাবা হয়, সেরূপ প্রতীয়মান হয় না এবং পশ্চিমা সভ্যতাও স্বতন্ত্র হিসেবে বিবেচিত হয় না। গ্রিকদের থেকে শুরু করে রেনেসাঁ পাড়ি দিয়ে শিল্পবিপ্লব পর্যন্ত যে রেখা টানা হয়, তা উচ্চমার্গীয় দৃষ্টিবিভ্রম বৈ কিছুই নয়, যা গড়ে তোলা হয়েছে ইতিহাসের অত্যন্ত বাছাই করা কিছু কল্পচিত্র দিয়ে। বিশ্ব ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দেখলে ওয়েস্টার্ন ট্রান্সমিউটেশন বিগত এক হাজার বছর ধরে ভূপৃষ্ঠে ঘটে চলা সাংস্কৃতিক পরিবর্তনগুলোর ক্রমসঞ্চয় বাদে কিছুই নয়।

পশ্চিমের উত্থানকে বিশ্ব ইতিহাসের আলোকে বিচার করার দ্বিতীয় উপকারিতা—এর ফলে হডসন তাঁর ভাষায় 'ডেভেলপমেন্ট গ্যাপ' চিহ্নিত করার সুযোগ পেয়েছে। শব্দটি পুরাতন হলেও নতুন মর্ম ধারণ করে। তাঁর ভাষ্যমতে, 'ওয়েস্টার্ন ট্রান্সমিউটেশন একবার সূচিত হয়ে যাওয়ার পর না তা স্বতন্ত্রভাবে অন্যত্র গড়ে তোলা সম্ভব, না গোটাটা একত্রে ধার করা সম্ভব' এবং না এ থেকে পলায়ন করা সম্ভব। অকল্পনীয় সামাজিক শক্তি পশ্চিমকে অন্য সমাজসমূহের সর্বক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করতে প্রলুব্ধ করে। সূচনালগ্ন থেকেই পশ্চিমের সাথে সম্পর্কের শর্তাবলি নির্ধারণ করে দিতে শুরু করে। সভ্য জীবনের সামাজিক ভিত্তি পরিবর্তিত হয়ে যায়। অ-পশ্চিমা জনগোষ্ঠীর জন্য ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তিত হয়ে যাওয়ার অর্থ ছিল 'যে শক্তি উন্নত ভূখণ্ডগুলোর অর্থনীতি ও সংস্কৃতি নির্মাণ করে দিয়েছে, সেগুলোই তাদের নিজেদের অর্থনীতি আর সংস্কৃতিকে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। এগুলো 'অনুন্নত' ভূমিতে পরিণত হয়েছে, যাদের বিনিয়োগের পরিমাণও স্বল্প'। সূচনালগ্ন থেকেই আধুনিকায়ন প্রক্রিয়া বৈশ্বিক পর্যায়ে ঘটমান—হডসনের এই তত্ত্ব নিও-মার্ক্সিস্টদের (যেমন আন্দ্রে গুন্ডার ফ্রাঙ্ক, সামির আমিন এবং ইমানুয়েল ওয়ালেস্টেইন) ডিপেন্ডেন্সি থিওরির অনুরূপ। তাঁদের মতো তিনিও বিশ্ববাজারের মূল কেন্দ্র (core) এবং প্রান্তিক অঞ্চলের (periphery) মধ্যকার সম্পর্কের ধরণে আগ্রহী। অ-পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলোর শিল্পায়ন ও গণতন্ত্রায়ণ নিয়ে তাঁর বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ রয়েছে। তাঁর ওয়েস্টার্ন ট্রান্সমিউটেশনের বোঝাপড়া আধুনিকায়ন তাত্ত্বিকদের তুলনায় নিও-মার্ক্সিস্টদের সাথে মেলে বেশি এবং একে বিশ্ব ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে স্থাপন করানোর মাধ্যমে আধুনিকায়ন প্যারাডাইমের সাথে নিজের বিচ্ছেদ নিশ্চিত করেছেন। আরও কিছুদিন বেঁচে থাকলে হয়তো তিনি 'দ্য ভেঞ্চার অব ইসলামে'র শেষ দিককার অধ্যায়গুলো পুনরায় নিরিখ করতেন এবং অধিকতর সামগ্রিক থিওরি গড়ে তুলতেন।

আধুনিক যুগকে কৃষি যুগ থেকে পৃথক করেছে কিসে? হডসনের জবাব—টেকনিক্যালাইজেশন। তিনি এর সংজ্ঞায়ন করেছেন এভাবে, 'সুচিন্তিত (এবং ফলত উদ্ভাবনী) ব্যবহারিক বিশেষায়ণের (Technical specialization) এমন পরিস্থিতি, যেখানে অনেকগুলো বিশেষায়ণ ব্যাপক

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দ্য ভেঞ্চার অব ইসলাম এবং সভ্যতা অধ্যয়ন

কিছু স্কলার সিভিলাইজেশনের মতো ব্যাপকতর কনসেপ্টগুলো নিয়ে কাজ করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। কিন্তু আমাদের সময় সচেতন মনোগ্রাফের সময়, বিশ্ব ইতিহাসের নয়। হডসনের অবদান মূল্যায়নের সময় অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে যে 'দ্য ভেঞ্চার অব ইসলাম' রচনাকালে ইউনিভার্সিটি অব শিকাগোতে সিভিলাইজেশনাল স্টাডিজ খুব সম্মানজনক অবস্থানে ছিল। যদিও সিভিলাইজেশন ধারণার 'পুনর্বাসনের' জন্য হডসন প্রাণান্ত প্রচেষ্টা করেছেন, কিন্তু তাঁর এই লেভেল অব অ্যানালিসিস গ্রহণ করাটা আমার জন্য সবচেয়ে দুষ্কর। তবে এখানে নিজের গবেষণা বোধগম্য করে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর গৃহীত অ্যাপ্রোচ থেকে মনে হচ্ছে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা সম্ভব। যা-ই হোক, তো সিভিলাইজেশনাল স্টাডিজে তাঁর অ্যাপ্রোচ কী? এবং ইসলামি সিভিলাইজেশনের বোঝাপড়ায় এটি তাঁকে কতটুকু সহায়তা করেছে?

যাঁরা সিভিলাইজেশন ধারণাটি ব্যবহার করেন, এই ধারণার বিরুদ্ধে থাকা তীব্র সমালোচনাগুলোর বোঝাপড়া তাঁদের করতেই হবে। তাঁদের সামনে থাকা প্রধান সংকটগুলোর একটি হলো সিভিলাইজেশনকে চিরন্তন হিসেবে বিবেচনা করা, যার ভাগ্য-দুর্ভাগ্য সুপ্ত থাকে সূচনাকালীন গাঠনিক উপাদানগুলোর ভেতরেই। ইসলামি সিভিলাইজেশনকেও একই দৃষ্টিতে দেখা হয়। দ্বিতীয় জটিলতা হলো 'সিভিলাইজেশন' এবং 'কালচার'-এর মধ্যকার পার্থক্য নির্ণয় করা। কত বৃহৎ ইউনিট সিভিলাইজেশন শব্দের অন্তর্ভুক্ত? নগররাজ্য? লিপিপদ্ধতি? কিংবা সাম্রাজ্য? তৃতীয় সমস্যা হলো কখন এক সভ্যতার সমাপ্তি ঘটে এবং আরেকটার যাত্রা শুরু হয়! যেমন একদৃষ্টিতে খ্রিষ্টান বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য গ্রিক সভ্যতার অংশ, অপর দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে এটি খ্রিষ্টবিশ্বের অংশ। সর্বশেষ সমালোচনা হলো সিভিলাইজেশনাল স্টাডিজের সাংস্কৃতিক পক্ষপাতিত্ব। এলিটদের লিপিভিত্তিক সংস্কৃতি (সিভিলাইজেশনাল স্টাডিজ সাধারণত এতেই মনোনিবেশ করে থাকে) এবং গোটা অঞ্চলভেদে, শ্রেণিভেদে যে সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে সেই সংস্কৃতির শিকড় প্রোথিত—দুইয়ের মাঝে সম্পর্ক কী? হডসন প্রশ্নগুলোর গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরেছেন এবং জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, যা তাঁর অনন্য বৈশিষ্ট্য।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইসলামি সভ্যতার প্রতিটি প্রধান ধাপের সাথে সমন্বয় করার চেষ্টা করেছেন।

হডসনের উদ্ভাবিত আদর্শ ধরনগুলো প্রচলিত ট্র্যাডিশনাল বনাম আধুনিকতার ডাইকোটমি ভেঙে দিয়েছে। পরিবর্তে কৃষি যুগ বনাম টেকনিক্যালিজম ধারণা গড়ে তুলেছে, যা তাঁর সামগ্রিক মেথড বুঝতে সহায়ক। প্রথমটি, অর্থাৎ কৃষি যুগ বলতে বোঝায় সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকে নিয়ে ১৮০০ সাল পর্যন্ত। গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের প্রথম সেকশনেই চুলচেরা বিশ্লেষণসহ ধারণাটি গড়ে তোলা হয়েছে। তাঁর মতে, প্রাক্-আধুনিক যুগের সভ্যতা জমির ভাড়া সংগ্রহের ওপর নির্ভরশীল ছিল, অন্যান্য সম্পদ দ্বিতীয় সারির ভূমিকা পালন করত। ফলে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির উদ্বৃত্ত সম্পদ অত্যন্ত সীমিত ছিল, যেহেতু কৃষি উৎপাদনের সক্ষমতা সীমিত। বাণিজ্য কিংবা শিল্প খাতের উৎপাদন—কোনোটিই সমাজের সুবিধাভোগী শ্রেণির আয়ের প্রধান উৎস হয়ে উঠতে পারেনি, ফলে কৃষিজমি থেকে প্রাপ্ত আয়ের ওপর তাদের নির্ভরশীলতা প্রতিস্থাপন করতে সক্ষম হয়নি এবং যেহেতু সাক্ষরতা ছিল সুবিধাভোগী শ্রেণির একচ্ছত্র সম্পত্তি, তাই সেসব সমাজের সংস্কৃতি উৎপাদনও কৃষি-খাজনার ওপর নির্ভরশীল ছিল। কৃষি থেকে প্রাপ্ত অত্যন্ত সীমিত উদ্বৃত্ত বিনিয়োগ-অনুকূল পরিবেশে সাংস্কৃতিক বিকাশ ঘটাতে পারত, কিন্তু এই সাংস্কৃতিক বিকাশের মেয়াদ ও পরিধি উভয়ই সীমিত। কম অনুকূল পরিবেশে বিনিয়োগ বুমেরাং হতে পারে, যার ফলে সভ্যতা পুনরায় পূর্বের অবস্থানে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। এই গবেষণার ভিত্তিতে হডসনের বক্তব্য হলো—আধুনিকতার জন্ম দিতে সক্ষম এমন সুবৃহৎ যুগান্তকারী উদ্ভাবন কৃষিভিত্তিক আবহে অসম্ভব ছিল। অর্থাৎ কৃষি যুগে উদ্ভাবন ও পরিবর্তন ঘটতে পারে বটে, ঘটেছেও, কিন্তু তা এমন মাত্রায় নয়, যা মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যকার সব ধরনের সম্পর্কের ধরন পাল্টে দিতে সক্ষম।

কিন্তু পশ্চিমের উত্থান, যা হডসনের ভাষায় দ্য গ্রেট ওয়েস্টার্ন ট্রান্সমিউটেশন, কৃষি যুগের পুরোপুরি বিপরীত, যা মানব ইতিহাসের গতিপথ পরিবর্তন করে দেয়। কিন্তু ১৬০০ সাল থেকে পশ্চিমা সমাজ অভূতপূর্ব পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে যায়, একটির ওপর ভর করে আরেকটি—এত দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে থাকে যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে মানুষের কর্মকাণ্ডের গোটা প্রেক্ষাপটটাই পাল্টে দেয়; সাংস্কৃতিক পরিবর্তন কৃষিনির্ভর ভিত্তি থেকে সরে যায়। এত দিন পর্যন্ত আফ্রো-ইয়োরেশিয়ান

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আরও অন্যান্য দিক থেকেও হডসনের সিভিলাইজেশনাল অ্যাপ্রোচ ভঙ্গুর। গাঠনিক মতাদর্শগুলোর আলোকে সভ্যতাকে অধ্যয়ন করা যায়, এটি গুরুতর একটি ধারণাগত ভ্রান্তি। কোরআনুল কারিম এবং অন্যান্য মুসলিম রচনাবলি থেকে কোনটি গাঠনিক উপাদান, কোনটি নয়—তা কীভাবে নির্ণয় করব? পাশাপাশি বহুত্ববাদী ভাববিনিময়ের মাধ্যমে 'প্রকৃত ইসলাম' যে গুরুদায়িত্ব দরজা দিয়ে বের করে দেওয়া হয়েছিল, তা জানলা দিয়ে পুনরায় এসে উপস্থিত। ইসলামি সভ্যতা আদতে কী—এই প্রশ্নে হডসনের ব্যক্তিগত নৈতিকতা ইসলামি সভ্যতার গাঠনিক উপাদান নির্ণয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করেছে এবং আল্লাহর সামনে মুসলিমদের ব্যক্তিগত নৈতিক দায়বদ্ধতা, শরিয়াহর মূলনীতি রক্ষার দায়বদ্ধতায় (যা 'সমগ্র'-এর কবল থেকে ব্যক্তির অধিকারের রক্ষাকবচ, বিশেষত রাষ্ট্রের কবল থেকে) জোরারোপের ফলে হডসন গিব, ভন গ্রুনেবাম এবং অন্যদের তুলনামূলক কম নৈতিকতাবাদী ব্যাখ্যাকে তীব্রভাবে চ্যালেঞ্জ করেছেন। নিজেকে ঠিক সেসব প্রশ্নের মুখে অরক্ষিত করে ফেলেছেন, যেগুলো তিনি অন্যদের বিরুদ্ধে উত্থাপন করেছেন। ফলে হডসনের উঁচুমার্গীয় সিস্টেম্যাটিক অ্যাপ্রোচ সিভিলাইজেশনাল স্টাডিজে যত অবদানই রাখুক না কেন, তা সমালোচনার বাইরে নয়। সভ্যতা অধ্যয়নে আইডিয়ালিস্ট অনুমানসমূহের ওপর ভিত্তি করে অধিকতর গ্রহণযোগ্য অ্যাপ্রোচ গড়ে তোলার প্রচেষ্টা দিন শেষে অগ্রহণযোগ্যতায় পর্যবসিত হয়েছে, অন্তত পাঠকদের পর্যায়ে। গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যেটা রয়ে যায়—এ-জাতীয় অনুমানের ওপর নির্ভর করা বাদে সভ্যতার ইতিহাস অর্থবহভাবে লেখা আদৌ সম্ভব? সংস্কৃতি অধ্যয়নে প্রয়োজন এমন অ্যাপ্রোচ, যা সংস্কৃতিকে নিছক বস্তুবাদী বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি হিসেবে দেখে না, আবার সময়ের কোলজুড়ে প্রস্ফুটিত নিছক ভাবাদর্শের বিকাশ হিসেবেও না। এ ক্ষেত্রে ইয়োরোপকেন্দ্রিকতা সত্ত্বেও ম্যাকনেইলের অধিকতর উন্মুক্ত এবং তুলনামূলক কম কাঠামোবদ্ধ (systematic) অ্যাপ্রোচটাই বেশি প্রাসঙ্গিক।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বেশি ছিল 'কীভাবে কাজ করতে হবে', তা শেখানো। অনুরূপ পর্যবেক্ষণযোগ্য ফ্যাক্ট অধ্যয়নের চেয়ে বেশি গুরুত্ব পেত সাংস্কৃতিক নীতিসমূহের আত্মস্থকরণ। যুক্তির এই ধারাবাহিকতা অনুসরণ করে হডসন ইসলামি মধ্যযুগের (৯৪৫-১৫০০ সাল) সভ্যতাগুলোর গুরুত্বপূর্ণ পুনর্মূল্যায়ন নিয়ে হাজির হয়েছেন, যা সচরাচর পতন যুগ হিসেবে বিবেচিত হয়। পরবর্তী অংশে তাঁর কর্মের এই দিকটি নিয়ে আমি আরও কথা বলব। সর্বোপরি, এই অ্যাপ্রোচে অধ্যয়ন করলে অবক্ষয়ের প্রশ্ন কিংবা সভ্যতার অনিবার্য ক্ষয় ও বিচ্ছিন্নতার প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক। ফলে মধ্যপ্রাচ্যের পতন হয়েছে? কিংবা পশ্চিমের উত্থান? এ-জাতীয় প্রশ্নই অবান্তর। সর্বোচ্চ বলা যেতে পারে যে 'কোনো সমাজ হয়তো তাদের সামনে থাকা অনেকগুলো সুযোগের মধ্য থেকে একটিতে তীব্রভাবে মনোনিবেশ করেছে, যার ফলে অপরাপর বিষয়গুলোতে তাৎক্ষণিকভাবে প্রচুর রিসোর্স বিনিয়োগ করতে সক্ষম নয়। কিন্তু নতুন পারিপার্শ্বিকতা অপরাপর বিষয়গুলোতে বিনিয়োগই অধিকতর লাভজনক করে তুলেছে'। ইসলামি সংস্কৃতি কৃষি যুগের চাহিদাপূরণে যে বিষয়গুলোতে চরম উৎকর্ষ অর্জন করেছে, সেগুলোই অপরাপর ক্ষেত্রগুলোতে এর উন্নতি বাধাগ্রস্ত করেছে।

সভ্যতা অধ্যয়নে হডসনের তত্ত্ব বলে—প্রতি যুগের সচেতন নারী-পুরুষের উদ্ভাবনী কর্মসমূহের ফলে সহজাত সাংস্কৃতিক রক্ষণশীলতা সূচিত হয়, যাদের অন্তর্দৃষ্টি চলমান সাংস্কৃতিক ভাববিনিময়ে নতুন প্রবাহ যুক্ত করে। প্রাতিষ্ঠানিক 'যন্ত্র' হিসেবে অ্যাপ্রোচটি সফল। চিন্তাশীল ব্যক্তিত্বরা যে প্রেক্ষাপটে বাস করতেন, সেটি বিবেচনায় নিতে পাঠকদের উদ্বুদ্ধ করে, নিছক রচনার বিষয়বস্তু নয়। এই অ্যাপ্রোচ না থাকলে হডসনের বিমূর্ত চিন্তার প্রবণতা পুরোপুরি অর্থহীন হতো, তার বিতর্কও অত প্রত্যয়ী হতো না। কিন্তু এখানে সভ্যতা অধ্যয়নের ক্ষেত্রে গুটি কতক অসাধারণ ব্যক্তিবর্গের ওপর অত্যধিক গুরুত্বারোপের গুরুতর অভিযোগ তোলা সম্ভব। তাঁর থিওরি শুধু যে ওয়েবারিয়ান গুণাবলি বহন করছে তা-ই নয়, বরং কোন মানদণ্ডের ভিত্তিতে অসাধারণ ব্যক্তিদের বাছাই করা হলো, তা-ও আমাদের অজ্ঞাত। সাধুভাবাপন্ন ব্যক্তিদের জীবনী তাদের প্রকৃত জীবনের চেয়ে বেশি গুরুত্ব পায়, সাধারণ মুসলিম নর-নারীর জীবন অনুপস্থিত, তারা স্বীকৃতিহীন, তাদের চিন্তা অনুচ্চারিত, বৃহত্তর ধারার সাথে তাদের সংযোগ কতটুকু—তা অপরীক্ষিত।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মোকাবিলায় ইসলামি সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নগুলোকে চিহ্নিত করছে। অনুরূপ মুসলিম দার্শনিক ঘরানা, সুফি তরিকা, শিয়া উত্তরাধিকার, সাহিত্যধারা এবং অন্যান্য বিষয়ের চার্টও রয়েছে। মুসলিম বিজয়ের সাথে সাথে তাঁর অঙ্কিত চিত্রের ক্যানভাস বড় হয়েছে। ফলে নতুন নতুন অঞ্চল আর সেগুলোর নানা তালিকা সংযুক্ত হয়েছে। হডসন এখানে অঞ্চল ধরে ধরে ইসলামি বিশ্বের ঘটনাবলি চিত্রায়িত করেছেন। এর মাধ্যমে ইসলামি সংস্কৃতির সুনির্দিষ্ট ধারা সম্পর্কে পাঠকদের চোখ ফুটিয়েছেন। একই সময়ে ইসলামি সভ্যতাকে বিচার করেছেন বিশ্ব ইতিহাসের প্রেক্ষাপটের তুলনায়। একমুখী রাজনৈতিক বিশ্ব আমরা পেছনে ফেলে এসেছি। প্রবেশ করেছি বৃহত্তর ঐতিহাসিক প্যাটার্নে, যেখানে সহস্রাব্দজুড়ে নানা রাজনৈতিক নিক্বণ একটি অপরটির সাথে যেমন সুর মিলিয়েছে, অনুরূপ বিপরীত ঝংকারও তুলেছে, সময়ের কোলজুড়ে বিকাশমান ইসলামি সভ্যতা সম্পর্কে আমাদের উপলব্ধিতে সমৃদ্ধি আনয়নে যা ভূমিকা রেখেছে।

'দ্য ভেঞ্চার অব ইসলাম' সাংস্কৃতিক ইতিহাস, যা নীল-অক্সাস অববাহিকার বুদ্ধিবৃত্তিক ধারার সূচনা থেকে শুরু করে আধুনিক সময়ে বিলীন হয়ে যাওয়া পর্যন্ত পদচিহ্ন অনুসন্ধান করে। হডসনের মতে, পোস্ট-অ্যাক্সিয়াল যুগে অঞ্চলটিতে তিনটি প্রধান বুদ্ধিবৃত্তিক ধারা গড়ে উঠেছে। নবুয়াতি একেশ্বরবাদ, গ্রিক প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও দর্শন এবং পারসিয়ান সাম্রাজ্য ধারা। ইসলামের আবির্ভাবের সাথে সাথে ধারাগুলো মরে যায়নি, বরং ইসলামি রেখায় নিজেদের পুনর্বিন্যস্ত করেছে। সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল ইসলামি ধর্মবিজ্ঞান; কোরআনুল কারিমের তাফসির, হাদিস যাচাই-বাছাইকরণ এবং ফিকহ অধ্যয়ন। ইসলাম কীভাবে ইরানো-সেমেটিক একেশ্বরবাদী নবুয়াতি ধারাকে পুনরায় সজ্জিত করেছে এবং পূর্বেকার থিমকে বয়ে নিয়ে গেছে—হডসন তা দেখাতে ব্যগ্র ছিলেন। তাঁর গবেষণার পরশপাথর হলো শরিয়াহর আইনি ও সামাজিক ধারণা কীভাবে ইমানদারদের সমাজের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে, তা। দ্বিতীয় যে গুরুত্বপূর্ণ ধারাটি উদীয়মান ইসলামি সাংস্কৃতিক ভাববিনিময়ে জায়গা করে নিয়েছে, সেটি ছিল পারসিয়ান কর্তৃত্ববাদী (absolutist) শাসন ধারা। রাজদরবারের আদব (সাহিত্যধারা) কীভাবে অপরাপর ইসলামি বুদ্ধিবৃত্তিক ধারার সংশ্রবে এসে গড়ে উঠেছে এবং পরিবর্তিত হয়েছে, হডসন তা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সমাজে বিভক্ত জনগোষ্ঠী নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উত্থান, সুফিজমের বিস্তার, ইসলামি উচ্চ সংস্কৃতিচর্চায় দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ভাষা হিসেবে ফারসির উত্থান, বুদ্ধিবৃত্তিক ধারাগুলোর মধ্যকার ভাববিনিময়ে পরিপক্কতার আভাস। হডসনের দৃষ্টিতে ইসলামি সভ্যতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় হলো মধ্যযুগ। কারণ, এ সময় বহুজাতিক উচ্চ সংস্কৃতি তুলনামূলক নমনীয় সমাজব্যবস্থার সাথে সহাবস্থানে ছিল। ইসলামি সভ্যতার তৃতীয় ধাপ, অর্থাৎ গানপাউডার সাম্রাজ্য এবং আধুনিক যুগের বৈশিষ্ট্য হলো আদিযুগের সম্প্রদায় ও আঞ্চলিক বিভাজনের প্রত্যাবর্তন। নতুন নতুন আঞ্চলিক সাম্রাজ্য গঠিত হয়। যেমন মোগল সাম্রাজ্য, সাফাভি সাম্রাজ্য, ওসমানি সাম্রাজ্য। তবে সাম্রাজ্যগুলোর উত্থান মোঙ্গল আগ্রাসন-পরবর্তী রাজনৈতিক দুর্বলতার ক্ষত আংশিক সারিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। সাংস্কৃতিক রক্ষণশীলতা উদ্ভাবনের দরজা বন্ধ করে দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হচ্ছিল। সাফাভি শিয়াইজমের পুনরুত্থান কিংবা মোগল-ওসমানীয়দের দার্শনিক সুন্নিজম—কোনোটাই নবজাগরণের জন্য যথেষ্ট প্রমাণিত হয়নি। একই সময়ে পশ্চিমের উত্থান এবং টেকনিক্যালিজম যুগের সূচনার ফলে বিশ্ব ইতিহাসের পটপরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল, যা ধর্মীয় ঐতিহ্যের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা প্রধান সমস্ত সভ্যতার সাথে সাথে ইসলামি সভ্যতার ভাগ্যও 'রুদ্ধ' করে দেয়।

তৃতীয় আরেকটি গবেষণা ধারা বাকি রয়ে গেছে। 'দ্য ভেঞ্চার অব ইসলাম' বইটি সভ্যতা উন্নয়নের ছয়টি স্তরের সাথে মিল রেখে ছয় অধ্যায়ে বিভক্ত। ৬৯২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সূচনাকাল (the period of Genesis), ৯৪৫ পর্যন্ত শক্তিশালী খিলাফতকাল, ১২৫৮ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক সভ্যতা যুগ, তার পর থেকে ১৫০৩ পর্যন্ত মোঙ্গল যুগ, ১৮০০ সাল পর্যন্ত গানপাউডার সাম্রাজ্যের যুগ এবং তারপর আধুনিক সময়। ইসলাম যুগের এই বিন্যাস বংশভিত্তিক বিন্যাস থেকে অনেক ভিন্ন, যা বংশরেখানির্বিশেষে সর্বত্র বিস্তৃত হয়েছে এবং সভ্যতার উত্থানে প্রধান ধাপগুলো অনুযায়ী বিন্যস্ত। যুগ ছয়টি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যাবলি অনুপাতে বিভক্ত। অপর দিকে ইসলামি ইতিহাসের সংহতি ইতিহাসের পরবর্তী যুগগুলোর ভাববিনিময়ের সংহতির ওপর নির্ভরশীল।

যুগবিন্যাসের পাশাপাশি হডসন আরও কিছু ক্রমধারা বর্ণনা করেছেন, যেগুলো অধিকতর সুনির্দিষ্ট ঘটনাপ্রবাহ ও উন্নয়নের ওপর নিবিষ্ট। যেমন কিছু টেবিল রয়েছে, যেগুলো চীন, ভারত ও ইয়োরোপের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

স্থাপত্যের নির্মাতা হিসেবে আবির্ভূত হয়। নীল-অক্সাস অববাহিকায় স্তেপ অঞ্চলের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছায়।

ষোলো শতকের প্রারম্ভে এই রাষ্ট্রগুলো আদি আধুনিক যুগের অধিকতর স্থিতিশীল গানপাউডার সাম্রাজ্যগুলোর উদরস্থ হয়, যাদের মধ্যে মোগল, সাফাভি এবং ওসমানীয়রা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। অঞ্চলটিতে সামরিক পৃষ্ঠপোষকতা যুগের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলোর নিরবচ্ছিন্নতা এবং ক্ষেত্রবিশেষে উন্নততর রূপের আবির্ভাবের পাশাপাশি কর্তৃত্ববাদী ধারার পুনরাগমন ঘটে, যা মুসলিমদের সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক—উভয় ক্ষেত্রে নতুন যুগের সূচনা করে। স্পষ্টতই রক্ষণশীল মনোভাব দ্বারা তাড়িত হলেও হডসনের ভাষ্যমতে সরকারগুলো কোনো অর্থেই 'স্থবির' ছিল না। বরং কিছু সেক্টরে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ উদ্ভাবন হয়েছে।

তবে পরিবর্তনের হাওয়া ভিন্ন দিকে বইছিল। টেকনিক্যালিজম যুগের আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে মানব ইতিহাস অবধারিত ধাপে প্রবেশ করে। বইয়ের এই অংশে এসে হডসন প্রথমে পশ্চিমা ট্রান্সমিউটেশনের উদ্ভব দেখান, তারপর দেখান বিশ্বজুড়ে এর প্রভাব। বিশ্বজুড়ে মুসলিম ভূখণ্ডগুলোতে ইয়োরোপিয়ানদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব আমাদের শতাব্দীর ঘটনা, যা জাতীয়তাবাদ এবং জাতিরাষ্ট্রের উদ্ভবের ফলে সম্ভব হয়েছে। মৃত্যুর সময় বইয়ের ষষ্ঠ অধ্যায় নিছক খসড়া আকারে ছিল এবং এভাবেই প্রকাশিত হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়টি 'দ্য ভেঞ্চার অব ইসলামে'র সামগ্রিক আবেদন ক্ষুণ্ণ করেছে এবং আন্ডারগ্র্যাজুয়েট টেক্সট বই হিসেবে এর মানকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। অধ্যায়টি নিয়ে অসন্তোষের গুরুতর কারণ আছে; একদা ইসলামি সভ্যতার যে উপযোগিতা ছিল, আধুনিক সময়ে এসে তা হারিয়ে যায়। লাগাতার সাংস্কৃতিক ভাববিনিময়ের ওপর ভিত্তি করে তার তত্ত্ব গড়ে তুলেছিলেন, কিন্তু এ সময় আঞ্চলিক ভাষা ও সংস্কৃতির পুনরুত্থানে তা গুরুতরভাবে বিঘ্নিত হয়। একদা আন্তর্জাতিক অভিজাত সংস্কৃতি যতই থেকে থাকুক না কেন, ১৮০০ সাল নাগাদ তা উবে যায়। উদাহরণত, মরোক্কান মুসলিমরা অনেক কষ্টেসৃষ্টে আফ্রিকা ও ইন্দোনেশিয়ান ধর্মভাইদের সাথে কথোপকথন চালাতে পারত। টেকনিক্যাল যুগের উদ্ভাবনের ভেতর দিয়ে হডসন তাঁর গ্রন্থের সমাপ্তি টানতে পারতেন। কিন্তু তা করেননি, বরং আধুনিক যুগ পর্যন্ত টেনে এনেছেন। কেন এনেছেন, এখানে তার হদিস

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মেলে। তবে এটি অতীব মর্মবেদনাদায়ক যে তিনি তাঁর পাণ্ডুলিপির শেষ অধ্যায় সংশোধনের সুযোগ পাননি।

হডসন ইসলামি ইতিহাসকে দেখেন গাঠনিক উপাদানগুলোর সাথে ক্রমাগত ভাববিনিময়ের ফল হিসেবে, যার সোজাসাপটা অর্থ হচ্ছে ইসলামি মতবাদ ও ধার্মিকতা ওলামাদের মাধ্যমে রক্ষিত হয়েছে, যারা বিশ্বাসের সংহতি ও জীবনী শক্তি টিকিয়ে রাখার কৃতিত্বের দাবিদার— ইসলামি সভ্যতার সংজ্ঞায়ন থেকে অনুমিত হয় হডসন এই দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সহমত। এই গবেষণায় শরিয়াহ ধারণা বিশেষ গুরুত্ববহ। কারণ, এটি হডসনের ব্যাখ্যার ভিত্তি গড়ে দিয়েছে। গাঠনিক উপাদান নির্ণয়ে সহায়তা করেছে, মধ্যযুগের আমির প্রথার ব্যাখ্যা প্রদানে সহায়তা করেছে এবং পরবর্তী যুগের সংহতির ব্যাখ্যা প্রদানেও দিকনির্দেশনা জুগিয়েছে।

'দ্য ভেঞ্চার অব ইসলামে'র প্রথম পৃষ্ঠা থেকেই প্রতীয়মান যে শরিয়াহ ধারণাটি হডসনের জন্য বিশেষ গুরুত্ববহ। নিছক ইসলামি আইনের উৎস হিসেবেই নয়, বরং সভ্যতার প্রাণভোমরাও বটে। যে ধর্মীয় উদ্দীপনা ইসলামের উত্থান সম্ভব করে তুলেছে, তিনি এর শিকড় দেখেন ইরানো-সেমেটিক নবুয়াতি একেশ্বরবাদে। কোরআনের বাণীর সাম্যবাদী এবং বহুমাত্রিক প্রয়োগ ইসলামি ইতিহাসকে গতি প্রদান করেছে। গাঠনিক যুগের শেষ লগ্নে একটি ইসলামি আইন সমস্ত মুসলিমকে সাম্যবাদী চিন্তা লালন করতে বাধ্য করেছে। শরিয়াহ প্রতিটি মুসলিমকে আত্মোপলব্ধির জোগান দিয়েছে। শরিয়াহর সামাজিক ও আইনি দিকগুলো ক্রমান্বয়ে জীবনের সকল শাখায় অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। সম্প্রদায়কে সংগঠিত করেছে, ওলামাদের জন্য স্বতন্ত্র একটি ক্ষেত্র সংরক্ষিত করেছে, যেখানে তারাই সর্বেসর্বা, যা ছিল আব্বাসি এবং তৎপরবর্তী শাসকদের দরবারি সংস্কৃতির বিরুদ্ধ শক্তি। বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডের একটি চ্যাপ্টার কীভাবে শরিয়াহ আইনের উদ্ভব হলো, এর অসাধারণ উপস্থাপনা করেছে। এই চ্যাপ্টার এবং পরবর্তী চ্যাপ্টারগুলোতে মুসলিমদের ব্যক্তিগত সাধুতার উৎস হিসেবে তিনি কোরআনুল কারিম ও প্রথম যুগের মুসলিমদের চিহ্নিত করেছেন, যাঁরা ইবাদত ও ন্যায়পরায়ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার আদর্শ মানদণ্ড।

তবে যত চমৎকারভাবেই উপস্থাপিত হোক না কেন, এখানে এসেনশিয়ালিস্ট বর্ণনার সেসব বীজ প্রোথিত, হডসন নিজেই যেগুলো অন্যদের থেকে উপড়াতে সচেষ্ট ছিলেন। 'ইসলামি বিশ্ব ও অক্সিডেন্টের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যার ফলে, হডসনের ভাষ্যমতে, মধ্যযুগে নতুন ধারার বিকেন্দ্রীভূত এবং নমনীয় আন্তর্জাতিক সমাজের উদ্ভব ঘটে, সামাজিক শক্তির স্বকীয় ভারসাম্যসমেত। তিনি এর নাম দিয়েছেন আমির প্রথা, যা ছিল যথেষ্ট উন্মুক্ত এবং দ্রবণীয়। বেশ কিছু গাঠনিক উপাদান এই ধারার স্থায়ীকরণে ভূমিকা রেখেছে। তন্মধ্যে একটি হলো কৃষি কর্তৃপক্ষের সামরিকীকরণ, যে প্রক্রিয়া খিলাফতকেন্দ্রিক অ্যাবসোলিউটিজমের শেষ লগ্নে শুরু হয়েছিল। ইকতা ব্যবস্থার বিবর্তনের ফলে প্রধানত শক্তিশালী তুর্কি সামরিক শাসক ও আমিরদের একটি গ্রুপের উত্থান ঘটে। রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কাঠামো এবং কৃষিকর সংগ্রহ ব্যবস্থা অনেকগুলো স্বায়ত্তশাসিত ও আধা স্বায়ত্তশাসিত ইউনিটে বিভাজিত হয়ে যায়। খিলাফত রাজনৈতিকভাবে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। আমিরদের ওপর এবং তাদের বিরুদ্ধে প্রভাবশালী আরেকটি সামাজিক শক্তির উত্থান ঘটছিল—নগরসমূহের মার্কেন্টাইল স্বার্থ এবং সদ্যোত্থিত ওলামাশ্রেণি (যাদের বলা হয় আইয়ান বা বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ)। এই দুই শ্রেণির শক্তির উৎস ছিল শরিয়াহর ব্যাখ্যাতা হিসেবে ওলামাদের প্রধান ভূমিকা এবং অর্থনৈতিক মধ্যস্থতাকারী হিসেবে মার্চেন্টদের অবস্থান। ইসলামি ইতিহাসের এই উচ্চমার্গীয় বহুজাতিকতা যুগে নানাবিধ ধারার মধ্যে সাংস্কৃতিক ভাববিনিময় সবচেয়ে ব্যাপকতর ও তীব্রতর পর্যায়ে পৌঁছায়। এ সময়ের একটি প্রধান গাঠনিক আন্দোলন—শরিয়াহ ব্যাখ্যায় তরিকাপন্থি সুফিদের 'স্বত্বাধিকার' এবং নানাবিধ তরিকার স্বচ্ছকরণ, যা সমাজের নিম্ন স্তরে ইমানের অনুপ্রবেশকে তীব্রভাবে প্রভাবিত করেছে এবং বহির্বিশ্বে এই প্রক্রিয়ার বিস্তারে সহায়তা করেছে।

কিন্তু মোঙ্গল ধ্বংসলীলা মধ্যযুগের আন্তর্জাতিক সমাজের পরিসমাপ্তি ঘটায় এবং ইসলামের ইতিহাসে নতুন ধাপের সূচনা করে—মোঙ্গল গৌরব যুগ। মোঙ্গল আগ্রাসনের ধ্বংসস্তূপ থেকে উদিত ইসলামি রাষ্ট্রগুলো বিজেতাদের কুল-গৌরবে প্রবলভাবে প্রভাবিত ছিল। সামাজিক গঠনের এই বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলতে হডসন সামরিক পৃষ্ঠপোষক রাষ্ট্রের ধারণা নিয়ে আসেন। এ সময় প্রধানত তুর্কি আমিররা রাষ্ট্রীয় প্রশাসন এবং রাজপরিবারের এক্সটেনশন হিসেবে সেনাবাহিনীর নেতৃত্বভার দখল করে নেয়। মোঙ্গলদের ধারা অনুসরণ করে তারা সংস্কৃতির সবচেয়ে বড় পৃষ্ঠপোষক হয়ে ওঠে, বড় বড় নগর প্রতিষ্ঠা করে এবং মাস্টারপিস

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইসলামি ইতিহাসের ধারা

'দ্য ভেঞ্চার অব ইসলাম' অত্যন্ত জটিল এক বিন্যাসে সজ্জিত, যার প্রধান উপাদানগুলো বহুমাত্রিক বিমূর্ত ধারায় অঙ্কিত। ইসলামি ইতিহাসের যুগবিভাজনে ভিন্নতর পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে। তো, ঠিক কী ধরনের ইসলামি ইতিহাস চিত্রিত হয়েছে এতে? ইতিহাসের সেই ভার্সনটা প্রচলিত মানদণ্ডগুলোর কী রকম তামাশা ওড়াচ্ছে? অধিকন্তু ইসলামি ইতিহাসকে বিশ্ব ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে অধ্যয়ন করার ফায়দাটাই-বা কী? আমি এই প্রশ্নগুলো নিয়ে কথা বলব। ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে হডসন ভুল প্রমাণিত হয়েছেন, কিংবা সাম্প্রতিক গবেষণাগুলো এই ক্ষেত্রে কীভাবে তাঁকে ছাপিয়ে যাচ্ছে, সেসবের বিস্তারিত বিবরণে যাব না। সর্বপ্রথম আমরা ইসলামি ইতিহাস কী, এ ব্যাপারে হডসনের ব্যাখ্যা দেখব।

হডসনের থিসিস অনুযায়ী ইসলামি সভ্যতা প্রধানত ইরানো-সেমেটিক সংস্কৃতির অধিকতর সাম্যবাদী ও বহুজাতিক প্রবণতার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করেছে, যা নগর ও সম্প্রদায়কেন্দ্রিক আশা-প্রত্যাশাকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় নিয়ে এসেছে। নীল-অক্সাস অববাহিকায় নগরসভ্যতা ও সম্প্রদায়কেন্দ্রিক আকাঙ্ক্ষাগুলো মার্কেন্টাইল স্বার্থের প্রাধান্যের সাথে সংযুক্ত। তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত এক প্রবন্ধে তাঁর আলাপ ছিল—অত্র অঞ্চলে গড়ে ওঠা সাম্যবাদী ও বহুজাতিক প্রবণতাই ইসলামের বিশ্ব ইতিহাসে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

ইসলামি সভ্যতার ইতিহাসকে তিন অংশে বিভাজিত করা যায়। দ্য ফর্মেটিভ পিরিয়ড বা গঠনকাল, দ্য মিডল পিরিয়ড বা মধ্যকাল এবং দ্য গানপাউডার এম্পায়ার পিরিয়ড অ্যান্ড মডার্ন টাইমস বা গানপাউডার সাম্রাজ্য যুগ ও আধুনিক কাল। 'দ্য ভেঞ্চার অব ইসলামে'র প্রতিটি খণ্ড একেকটি যুগ নিয়ে রচিত। গঠনকালের গুরুতর উন্নয়নগুলোর ভেতর রয়েছে সংস্কৃতির প্রধান বাহন হিসেবে সিরিয়াক ও পাহলভিকে হটিয়ে আরবির উত্থান, অত্র অঞ্চলে পূর্বেকার দ্বিধাবিভক্ত সম্প্রদায়ের পরিবর্তে একটি একক ও সামগ্রিক মুসলিম সম্প্রদায়ের উত্থান, কৃষি যুগের কর্তৃত্ববাদী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টার ব্যর্থতা এবং ফলে নতুন তুলনামূলক নমনীয় ধাঁচের সামাজিক ব্যবস্থার উদ্ভব। ৯৪৫ থেকে ১৫০০ সাল পর্যন্ত মধ্যযুগের বৈশিষ্ট্যাবলির মধ্যে রয়েছে—ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্র ও

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দেখিয়েছেন। হেলেনিজমের উত্তরসূরি গ্রিক প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও দর্শন তৃতীয় ক্ষেত্র, যা ইসলামি চিন্তার সাথে বিকশিত হয়েছে। আদব সাহিত্যধারার মতো ফালসাফাও প্রথম দিকে সাধুভাবাপন্ন মুসলিমদের বিরাগভাজন ছিল। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে ফালসাফাও ইসলামি ভাববিনিময়ের অংশে পরিণত হয়। বিশেষত ফারাবি এবং ইবনে সিনার অবদানের মাধ্যমে। শক্তিশালী খিলাফতের শেষ নাগাদ বুদ্ধিবৃত্তিক ধারা পুরোপুরি ইসলামি রূপ পরিগ্রহ করে। তখন থেকে এগুলোর মিথস্ক্রিয়া এবং ব্যাখ্যা ইসলামি সংস্কৃতির বুননে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ষোলো শতক নাগাদ, যখন সভ্যতার ভাববিনিময়ের স্বনবায়ন ক্ষমতা পুরোপুরি লোপ পায়নি, কৃষি যুগের সাংস্কৃতিক রক্ষণশীলতার প্রবণতা পুনরায় আবির্ভূত হয়। ফলে মোগল এবং ওসমানিদের মতো সাফাভিদেরও সাংস্কৃতিক পুনর্নবায়ন প্রচেষ্টা ভণ্ডুল হয়ে যায়। আধুনিক সময়ে এসে টেকনিক্যালিজমের প্রভাবে মুসলিমদের জীবনে ইসলামি ঐতিহ্যের প্রাসঙ্গিকতা হ্রাস পায়, যেমন অপরাপর ধর্মীয় ঐতিহ্যগুলোও ঐতিহাসিক কার্যক্রমের ক্ষেত্রে পুরোপুরি ভিন্নমাত্রিক প্রেক্ষাপটের মুখোমুখি হয়। হডসনের উপস্থাপিত ইসলামি সংস্কৃতির গঠন এটিই।

হডসনের ইসলামি সংস্কৃতির ছয়টি ধাপের সমান্তরালে ছয়টি রাজনৈতিক কাঠামো দেখানো হয়েছে—আরব শাসন, খিলাফতকেন্দ্রিক অ্যাবসোলিউটিজম, আমির প্রথা, সামরিক বাহিনীর পৃষ্ঠপোষকতা যুগ, গানপাউডার যুগ এবং আধুনিক জাতিরাষ্ট্র। ইসলামি ইতিহাসের প্রথম ধাপে সমাজগুলো আরব নৈতিকতাকে প্রাধান্য দিয়ে সংগঠিত হতো। রাজনৈতিক বৈধতার উৎস ছিল—জামাআত বা আরব মুসলিম শাসকদের ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা।

মারওয়ানের সময়ের শেষ দিক থেকে ৯৪৫ সাল পর্যন্ত চলমান খিলাফতকেন্দ্রিক কর্তৃত্ববাদী শাসন যুগে পারসিক গোত্রপ্রথা রাষ্ট্রীয় সংগঠনকে গুরুতরভাবে প্রভাবিত করেছে। কেন্দ্রীয় রাজকীয় আমলাতন্ত্র এবং সেনাবাহিনীকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্র পরিচালিত হয়েছে। যদিও সাধুভাবাপন্নরা খিলাফতকেন্দ্রিক কর্তৃত্ববাদের বিরোধিতা চালিয়ে গেছেন, কিন্তু কয়েক শতাব্দীর জন্য এটিই সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের প্রভাবশালী হাতিয়ার ছিল এবং এই ব্যবস্থার ফলে মার্কেন্টাইল স্বার্থের সাথে যুক্ত অত্র অঞ্চলের সাম্যবাদী ও বহুজাতিক প্রবণতা স্পষ্ট প্রতিবন্ধকতার শিকার হয়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এবং আঞ্চলিক ভিন্নধারাসমূহ। এই অ্যাপ্রোচের ফলে শিয়া সভ্যতাকে সুন্নি অর্থোডক্স ব্যাখ্যা থেকে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে ব্যাখ্যা করার সুযোগ পেয়েছেন। এটি তাঁর অ্যাপ্রোচের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক। 'কোনটি' প্রকৃত ইসলাম—তা নির্ণয়ের ব্যর্থ ও অদূরদর্শী তর্ক এড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন। অনুরূপ টয়েনবির মতো ইসলামি সভ্যতার উদয়াচল নীল-অক্সাস অববাহিকার নগর সংস্কৃতি, ভিন্ন শব্দে ইরানো-সেমেটিক সভ্যতার উদরে রাখার ফলে ইসলামি সভ্যতা ঠিক কতটুকু মাত্রায় এই অঞ্চলের ঐতিহাসিক ধারাসমূহের উত্তরসূরি, তা নির্ণয় এবং সেগুলোর সাথে ইসলামের তীব্র বিচ্ছেদরেখা নির্ণয়ের সুযোগ এনে দিয়েছে এবং একই সাথে ইসলামি সভ্যতার ভাগ্য ইসলামের প্রথম বাহক আরবদের সাথে জুড়ে দেওয়ার আপদ থেকে রক্ষা পেয়েছেন। হডসন এই উপসংহারে পৌঁছেছেন বিশ্ব ইতিহাসের ছাঁচে ফেলে ইসলামি সভ্যতা অধ্যয়নের প্রচেষ্টা থেকে আরববিদ্বেষ কিংবা ফিলো-ইরানিজমপ্রীতি থেকে নয়।

তাঁর সভ্যতা অধ্যয়ন মেথডের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো দ্বিমুখী সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়ার দ্বন্দ্ব (cultural dialectic)। একদিকে রয়েছে গাঠনিক উপাদানগুলোর সাথে সাধুভাবাপন্নদের ভাববিনিময়ের ভাষা। অপর দিকে সমাজ ও সংস্কৃতির বস্তুবাদী ভিত্তিসমূহ (material basses) বা সংক্ষেপে সভ্যতা। এ ক্ষেত্রে তাঁর মূল্যায়ন হলো কৃষি যুগে সমস্ত সভ্যতা (ওরিয়েন্ট হোক বা ওয়েস্টার্ন) তাদের বস্তুবাদী পারিপার্শ্বিকতার ফলে আমাদের চেয়ে অনেক বেশি প্রতিবন্ধকতার শিকার হয়েছে। ফলে সাংস্কৃতিক বিকাশের স্থায়িত্ব ও চমৎকারিত্ব যেমনই হোক না কেন, এটি ততক্ষণই বিকশিত হতে পেরেছে, যতক্ষণ না কোনো প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হয়েছে। আপাতদৃষ্টে মনে হয় এটি সংকীর্ণ মার্ক্সিজম (যেখানে সমৃদ্ধি = সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্ব, ডিপ্রেশন = সাংস্কৃতিক অবক্ষয়) কিংবা নিখাদ অর্গানিসিজমের (যেখানে সভ্যতাগুলোর নিজস্ব জীবনচক্র থাকে) প্রতিচ্ছবি। কিন্তু বস্তুত হডসনের বক্তব্য ভিন্ন। যদি কৃষি যুগের সমস্ত সভ্যতা (পশ্চিমা সভ্যতাসহ) ক্রমাগত নতুন নতুন উদ্ভাবনের সক্ষমতা পর্যন্ত সীমিত থাকে, তবে উদ্ভাবনের দৃষ্টিকোণ থেকে অবশ্যই সভ্যতাগুলো ছিল রক্ষণশীল। ফলে সভ্যতাগুলোকে বিবেচনার সময় আমাদের 'আধুনিক পক্ষপাতিত্ব' হাজির হয়ে যায়, যেখানে 'সফলতা' 'পরিবর্তনের' সমার্থক। সে সময় শিক্ষার উদ্দেশ্য যত না ছিল শিক্ষার্থীদের 'কীভাবে চিন্তা করতে হবে', তা শিক্ষা দেওয়া, তার চেয়ে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অভিজাততন্ত্রের তীব্র প্রকাশ ঘটেছে। প্রসিদ্ধ তরিকাগুলোর প্রতি তাঁর বিরাগ থেকে অনুমেয় যে অন্তঃকরণে হডসন সংস্কারপন্থি ওলামাদের—যারা 'দ্য ভেঞ্চার অব ইসলামে'র প্রধান নায়ক—পিউরিটান নৈতিকতায় প্রভাবিত। যারা সুফিবাদের সামাজিক উপস্থাপন এবং ইসলামি সমাজ বুননে সুফিবাদের ভূমিকা অন্বেষণে ইচ্ছুক, তাদের অন্যত্র খোঁজা উচিত; 'দ্য ভেঞ্চার অব ইসলামে' নয়।

AI CAMERA
Shot by narzo 50i
আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উপসংহারের উপসংহার

আমি 'দ্য ভেঞ্চার অব ইসলাম'কে মুগ্ধকর অর্জন হিসেবেই বিবেচনা করি। এর সমৃদ্ধি ও বৈচিত্র্যের সামনে ইসলামি সভ্যতাসংক্রান্ত অন্যান্য রচনা বিবর্ণ লাগে। নানা বিবেচনায় এটি ইসলামি স্টাডিজের পশ্চিমা ধারার চূড়ান্ত সংকলন। হডসন যে ধারায় প্রশিক্ষিত, এর জ্ঞানতাত্ত্বিক পূর্বানুমানগুলো সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত সজাগ ছিলেন, ফলে ইসলামি সভ্যতাকে ক্রমাগত বিশ্ব সভ্যতার প্রেক্ষাপট থেকে বিচার করেছেন। রচনার এই বৈশিষ্ট্যই একে দীর্ঘায়ু দান করেছে। অন্যথায় তাঁর ব্যক্তিগত আচ্ছন্নতা পাঠককে উদ্‌ভ্রান্ত করে ফেলার উপক্রম করে—তা অস্বীকারের জো নেই।

হডসনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্জন এবং যেখানে তিনি আমাদের সবাইকে শেখানোর যোগ্যতা রাখেন তা হলো—বিশ্ব ইতিহাস রচনার নতুন ধারা গড়ে তোলার প্রচেষ্টা। তাঁকে পাঠের পর আমাদের যারা এমনকি ইতিহাসের গোলার্ধীয় আন্ত-আঞ্চলিক অ্যাপ্রোচের সাথেও পরিচিত নয়, তারাও যেকোনো সংকীর্ণ অ্যাপ্রোচ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠবেন। ইতিহাসের প্রক্রিয়া সম্পর্কে আমাদের অনেক মৌলিক পূর্বানুমান পুনর্মূল্যায়নের তাগিদ তৈরি করেছে তাঁর 'অভিযাত্রা'। ইসলামি সভ্যতার ইতিহাসকে মানবজাতির সাক্ষর ইতিহাসের আলোকে দেখার ক্রমাগত প্রচেষ্টার মাধ্যমে ইতিহাসচর্চার প্রাচীন ধারা ভেঙে ইতিহাসচর্চার নতুন ধারা উদ্ভাবনে তিনি অনেক দূর এগিয়ে গেছেন। নতুন নতুন আইডিয়াল টাইপের ব্যবহার, প্রধান ধারণাগুলোর সচেতন সংজ্ঞায়ন ইসলামি সভ্যতা অধ্যয়নের প্রাচীন ধোঁয়াশাপূর্ণ পরিবেশে প্রশান্তির নতুন দিগন্ত। বিশ্ব ইতিহাসের ছাঁচে ফেলে পশ্চিমের উত্থান যাচাই আমাদের সবার বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, যারা গ্রেট ট্রান্সমিউটেশন এবং এর ফলে আমাদের হারানো অতীতের ভালো বোঝাপড়া করতে আগ্রহী।

CAMERA
Shot by narzo 50
2023/12/16 15:15
আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

2023/12/16 15:15

মার্শাল গুডউয়িন সিমস হডসন
১৯২২-১৯৬৮

ইসলামিক স্টাডিজের একজন স্বীকৃত পণ্ডিত এবং বিশ্ব-ইতিহাস বিশেষজ্ঞ। ইউনিভার্সিটি অব শিকাগোর পিএইচডি অনুমোদনদাতা 'কমিটি অন সোস্যাল থট' এর চেয়ারম্যান ছিলেন। রাজনৈতিক চিন্তায় বামধারা প্রভাবিত এই লেখক ওরিয়েন্টালিজম ও পোস্ট মডার্নিজম চিন্তার আদি প্রবক্তা। তার ধারণাকেই সুবিন্যস্ত আকারে প্রকাশ করেছেন এডওয়ার্ড সাইদ।

ইউনিভার্সিটি অব শিকাগোতে তার শিক্ষকতাকালে সেখানকার 'সিভিলাইজেশনাল' স্টাডিজের সিলেবাসে গুরুতর পরিবর্তন আনেন। ভারত, চীন ও ইসলামকে অধ্যয়নের অন্তর্ভুক্ত করার ফলে পশ্চিম বনাম অ-পশ্চিম চিন্তায় ব্যাপক প্রভাব পড়ে। ইতিহাসচর্চায় হডসন ইয়োরোপকেন্দ্রিকতার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন।

তার রচিত দ্য ভেঞ্চার অব ইসলামকে ধরা হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইসলামের উপর রচিত সবচেয়ে প্রভাবশালী গ্রন্থ হিশেবে, যা ইসলাম সম্পর্কিত চিন্তায় বড়সড় বিবর্তন ঘটিয়েছে। জীবদ্দশায় দু'হাত ভরে লিখেছেন। কিন্তু পাণ্ডিত্যের যতটা স্বীকৃতি তিনি পাওনা, তার সিকিভাগও পাননি। এই বইয়ের শেষভাগে পাঠকরা তার সাথে আরও ভালোভাবে পরিচিত হবেন।

নিভৃত এই জ্ঞানসাধকের রচনাগুলো ব্যাপক চর্চার দাবিদার।

AI CAMERA Shot by narzo 50i

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সাংস্কৃতিক ধারাপ্রবাহ' শীর্ষক চ্যাপ্টারে তেরো শতকে দুই সভ্যতার মধ্যকার বৈপরীত্য নির্ণয় করেছেন। এখানেও হডসন শরিয়াহকে মুসলিম সমাজের সাংগঠনিক মূলনীতি হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। খ্রিষ্টীয় ও ইসলামি ধর্মীয় জীবনের তুলনা করতে গিয়ে তিনি দুইয়ের মধ্যকার পার্থক্যগুলো খুঁজে বের করেছেন। একটির কেন্দ্রীয় চাহিদা হচ্ছে দূষিত পৃথিবীতে পরিত্রাণদাতা ভালোবাসার আহ্বানে সাড়া দেওয়ার ব্যক্তিগত বাধ্যবাধকতা, অপরটির কেন্দ্রীয় চাহিদা হলো বস্তুজগতের নৈতিক শৃঙ্খলা আনয়নের ব্যক্তিগত দায়দায়িত্ব। অতঃপর সামাজিক জীবনের শৃঙ্খলা আনয়ন এবং সংস্কৃতির বিস্তারে দুটির বাস্তব অবদান বিবেচনা করেছেন। মুসলিম সভ্যতার কন্ট্রাকচুয়ালিজমের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন ('সমগ্র'-এর ওপর ব্যক্তি অধিকারের প্রাধান্য)। এর বিপরীতে এনেছেন মধ্যযুগীয় অক্সিডেন্টের হায়ারার্কিক্যাল করপোরেটিভিজম বা ক্রমবিন্যস্ত সংঘবাদ। ইসলামি বিশ্বের আমির প্রথা মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্র থেকে আলাদা, অনুরূপ আরবীয় স্থাপত্যরীতি গথিক ক্যাথেড্রাল থেকে ভিন্ন। হডসনের আলাপ দুর্দান্ত অভিযাত্রাতুল্য। কিন্তু উচ্চ মাত্রার বিমূর্তায়ন একে অনাকর্ষণীয় করে ফেলেছে।

ইসলামি সভ্যতার সংহতিতে সুফিবাদ আরেকটি উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। সবটুকু বিবেচনায় নিলে সুফিবাদের অধ্যায়গুলো ইসলামি আধ্যাত্মিকতা উন্নয়নের সর্বশ্রেষ্ঠ উপস্থাপনা। চরম জটিল ফেনোমেনার অসম্ভব হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা। কিন্তু শরিয়াহ কনসেপ্টের সাথে তুলনা করলে সুফিবাদসংক্রান্ত আলোচনায় অত শক্তিশালী গবেষণামান নেই। সুফিবাদকে অধ্যাত্মবাদ হিসেবে ব্যক্ত করেছেন, কিন্তু কোনোটারই পর্যাপ্ত সংজ্ঞায়ন ও ব্যাখ্যা দেননি। বহুরূপী এবং ক্ষেত্রবিশেষে অশ্লীলতার পর্যায়ে চলে যাওয়া বৈচিত্র্যময় সুফিবাদ এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ধারার বিরুদ্ধে এর প্রতিরোধ হডসনের তালিকাভুক্তির বাইরে পড়ে গেছে। বোস্তামি, রুমি এবং গাজালির মতো উচ্চমার্গীয় আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রেই শুধু হডসন তাঁর কনসেপচুয়াল স্কিম এবং 'সায়েন্স অব কমপ্যাশন' (অনুরাগবিদ্যা)-এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সুফি রচনাবলি কীভাবে পাঠ করতে হবে—এর ওপর ছোট একটি অংশ এবং মসনবিয়ে রুমির কিছু অনুচ্ছেদের সযত্ন বোধিদান তাঁর মেথডের শক্তিমত্তা ও নিবেদনের প্রকাশ। প্রসিদ্ধ তরিকাগুলোর সুফিবাদচর্চা, সুফি কাল্ট এবং রোগ নিরাময়চর্চার বিরুদ্ধে হডসন নিঃশক্তি। এখানে এসেই তাঁর সাংস্কৃতিক

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অভিজাততন্ত্রের তীব্র প্রকাশ ঘটেছে। প্রসিদ্ধ তরিকাগুলোর প্রতি তাঁর বিরাগ থেকে অনুমেয় যে অন্তঃকরণে হডসন সংস্কারপন্থি ওলামাদের—যারা দ্য ভেঞ্চার অব ইসলাম-এর প্রধান নায়ক—পিউরিটান নৈতিকতায় প্রভাবিত। যারা সুফিদের সামাজিক উপস্থাপন এবং ইসলামি সমাজ গঠনে সুফিদের ভূমিকা অন্বেষণে ইচ্ছুক, তাদের অন্যত্র খোঁজা উচিত; দ্য ভেঞ্চার অব ইসলাম-এ নয়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

	বইয়ের নাম	লেখকের নাম
	মাওলানা আবদুল মাজিদ দরিয়াবাদির নাস্তিক থেকে আস্তিক হবার কাহিনি	
৩৪.	আজ জুমাবার জুমার নামাজের বিধি-বিধান, জুমার দিনের ফজিলত	এস. এম. হারুন-উর-রশীদ
৩৫.	জ্ঞানের পথে চলার বাঁকে	শাইখ বাকর আবু জাইদ শাইখ সালমান আওদা ইমাম ইবনু রাজাব হানবালি
৩৬.	শানে সাহাবায় চল্লিশ হাদিস	আহমাদ আলী আবদুত তাওয়াব
৩৭.	সারি সারি সেতারা	মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ
৩৮.	মাদরাসাজীবন	আহমাদ সাব্বির
৩৯.	মুসলিম ইতিহাসে উত্থান-পতন	ড. ইয়াসির ক্বাদি
৪০.	নবিজির সুন্নত : জীবন পথের পাথেয়	মুহাম্মাদ আলী জাওহার
৪১.	গাইডেন্স ফর মুসলিম উইমেন	বদিউজ্জামান সাইদ নুরসি
৪২.	অপার্থিব কুরআন কুরআনের ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গির মুজিজা	শাইখ ড. মিতওয়াল্লি শারাওয়ি
৪৩.	কিয়াম নিয়ে যত কথা (কিয়ামের আদ্যোপান্ত নিয়ে লিখিত দলিলভিত্তিক সংকলন)	মুফতি খালিদ সাইফুল্লাহ
৪৪.	আমার জীবনের গল্প	ডাক্তার জাকির নায়েক
৪৫.	ফিকহে হানাফি ও হাদিস	আল্লামা যাহিদ কাউসারি
৪৬.	মুসলিম সভ্যতার ওপর কলোনিয়াল শিক্ষাব্যবস্থার প্রভাব	সাবিহা সাবা
৪৭.	কিয়াম নিয়ে যত কথা	ফখরুল ইসলাম
৪৮.	মাওলানা তারিক জামিল বয়ান সমগ্র (২ খণ্ডে)	মুফতি শরিফুল ইসলাম নাঈম
৪৯.	দাম্পত্য	ড. ইয়াসির ক্বাদি
৫০.	ইমাম শাফেয়ি রাহিমাহুল্লাহ জীবন ও সময়কাল	শাইখ মুহাম্মাদ আবু জাহরা রাহিমাহুল্লাহ
৫১.	দরুদ শরিফ	মাওলানা তৈয়ব তাহের
৫২.	প্রিয় নবির ﷺ রমজানের আমল	যুলফিকার আহমাদ নকশবন্দি দা. বা.

ইলহাম প্রকাশিতব্য বইয়ের তালিকা

	বইয়ের নাম	লেখকের নাম
১.	ইসলামি আইন ও পুরুষতান্ত্রিকতা	ড. মুহাম্মদ আত-তাওয়ীল
২.	বরকত লাভের উপায়	ইসমাইল কামদার
৩.	নিশিভোরে	খুররাম মুরাদ
৪.	রিলিজিং ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি	মার্শাল জি এস হডসন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইতিহাস অধ্যয়নে সভ্যতার ধারণা পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা সবচেয়ে সমস্যাজনক। কারণ, এটি তাকে এসেনশিয়ালিস্টদের কাতারে নিয়ে গেছে। ফলে 'প্রকৃত ইসলাম' অন্বেষণের যতই অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হোক, আদতে হডসন ইসলামকে এর গাঠনিক ভাবাদর্শের আলোকেই নিরিখ করতে আগ্রহী। আদি ভুলের পুনরাবৃত্তি না করে ইতিহাস রচনা সম্ভব—এ ক্ষেত্রে যে কারোর হডসনের প্রশংসা করতে হবে। কিন্তু ইতিহাসবিদেরা সভ্যতার পরিবর্তে মুসলিমদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসে বেশি আগ্রহী—এ ক্ষেত্রে হডসনের প্রচেষ্টা গুরুতর অ্যানাক্রোনিজম বা যুগ-গোঁজামিল।

'দ্য ভেঞ্চার অব ইসলাম' একই সাথে সমগ্র ইসলামি সভ্যতার সুসমন্বিত বর্ণনা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্ডারগ্র্যাজুয়েট শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইও বটে। এতে শিক্ষকসুলভতা (পারসিয়ান মিনিয়েচার কীভাবে বুঝতে হবে, সুফিদের রচনাবলি কীভাবে পড়তে হবে, মুসলিম সাধুতার রকমসকম অধ্যয়ন, তাবারি-রুমি-ইবনে খালদুনের রচনাবলি কীভাবে বোঝা উচিত, এসব বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে) এবং পণ্ডিতসুলভতা—উভয় ধারার সংমিশ্রণ ঘটেছে। গোটা ইসলামি সভ্যতাকে অনুধাবন প্রচেষ্টা, তাও শুধু একটি ফ্রেমওয়ার্ক ব্যবহার করে! এটি নিঃসন্দেহে ইতিহাসবিষয়ক জ্ঞানচর্চায় গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। কিন্তু এই উভয় কাজ একত্রে করতে যাওয়ার আপদও কম নয়। যেমন 'দ্য ভেঞ্চার অব ইসলাম' এত বেশি মাত্রায় বিমূর্ত হয়ে গেছে যে আন্ডারগ্র্যাজুয়েট পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের পড়ানো দুষ্কর। এতে এত জটিল ও দুর্বোধ্য ভাষার ব্যবহার হয়েছে, যা ক্ষেত্রবিশেষে উদ্‌ভ্রান্তকর। কখনো তাঁর চিন্তা এত ঘনীভূত যে তাতে অনুপ্রবেশ দুঃসাধ্য। তবে আমি বিশ্বাস করি, এটি শিক্ষার্থী ও বোদ্ধামহল উভয়ের পাঠ্যবই হয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে। যদিও এটি হয়েছে লেখকের ব্যক্তিগত নিবিষ্টতার ফলে।

'দ্য ভেঞ্চার অব ইসলাম' সুফি রূপকথার মতোই পাঠককে একই সময়ে বহু মাত্রায় চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে। নবিশ ও ঝানু উভয় ধরনের পাঠক টানবে বইটি। তবে নবীনরা বিমূর্ত আলোচনাগুলো মিস করে যাবে, প্রবীণরা একে পাবে প্রলুব্ধকর উপলব্ধির খণ্ডরূপে। বহু দুর্বোধ্যতা সত্ত্বেও বইটি আমি দেখি অসীম মনোহারী এবং উদ্দীপনাকর। 'দ্য ভেঞ্চার অব ইসলাম'—সম্ভাব্য সর্বোচ্চ পাঠকপ্রাপ্তির দাবিদার।

AI CAMERA
Shot by narzo 50
2023/4/12
আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ভেঞ্চার অব ইসলামে' সংকলিত হয়েছে। সেসব প্রবন্ধ ও অন্য অপূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধগুলো গ্রন্থিত হয়েছে তাঁর অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি 'দ্য ইউনিটি অব ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি'তে।

হডসনের রচনার নিজস্ব ধারার কারণে তাঁর অপ্রকাশিত রচনা 'দ্য ইউনিটি অব ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি' কোনো প্রকাশক জোটাতে পারেনি। তিনি সব সময় পাণ্ডুলিপি এবং রচনাবলির প্রকাশিত অংশ সংশোধন করতেই থাকতেন, ক্ষেত্রবিশেষে 'দ্য ভেঞ্চার' থেকে ধার নিতেন। 'দ্য ইউনিটি'তে বিশ্ব ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে তিনি যা বলতে চাচ্ছিলেন, তার অধিকাংশই হয়তো বিশ্ব ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর প্রকাশিত কোনো প্রবন্ধে কিংবা 'দ্য ভেঞ্চার অব ইসলামে'র কোনো অংশে আছে এবং ১৯৫০-এর দশকে তিনি যখন তাঁর পাণ্ডুলিপি নিয়ে কাজ করছিলেন, রচনাবলির একাংশ ইতিমধ্যেই সেকেলে হয়ে গিয়েছিল। যেমন আলফ্রেড টয়েনবি ও হ্যারি এলমারের মতো বিশ্ব ইতিহাসবেত্তারা তখন আর পঠিত হচ্ছিল না। কারণ, জ্ঞানক্ষেত্রটিতে নিত্যনতুন সংযোজনের ফলে তাঁদের অবদান তত দিনে ফিকে হয়ে গেছে।

এক দশক আগে একজন অজ্ঞাত পাঠক হিসেবে আমি যখন 'দ্য ইউনিটি অব ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি'র পাণ্ডুলিপি পড়ছিলাম, এর বিপুল সম্ভাবনা এবং প্রকাশক না পাওয়ার আশঙ্কা—উভয়েই আমি চমৎকৃত হয়েছিলাম।

বিবর্তনের সুস্পষ্ট একটি নির্দেশনা পাওয়া যায়। এই বইয়ের তৃতীয় চ্যাপ্টারে থাকা 'World History and a World Outlook' প্রবন্ধটি ১৯৪৪ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। বিশ্ব ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর স্বতন্ত্র চিন্তার এটিই প্রথম বহিঃপ্রকাশ। ১৯৪৫ সালে মার্গারেট ক্যামেরনের এক প্রবন্ধের শিরোনাম থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি রচনা করেন 'There Is No Orient', যার উদ্দেশ্য ছিল 'ওয়েস্টার্ন প্রোভিনশিয়ালিজমের মোকাবিলা'। ১৯৫৫ সালে তিনি 'মাই এপিক হিস্ট্রি' নিয়ে কথা বলেন, এটি রচনার কারণ বর্ণনা করেন। তাঁর ভাষামতে, তিনি পৃথিবীকে মিল্টন কিংবা ইবনে আরাবির চোখে দেখে থাকেন। তাঁর মহাকাব্য টয়েনবির রচনাবলির মতো বিষয়গুলোকে ছড়িয়ে দেবে, সেই আশা করেন। ১৯৬০ সালের অক্টোবরে প্রকাশ করেন The Structure of World History: an Essay on Medieval and Modern Eurasia। ১৯৬২ সালে প্রকাশিত চ্যাপ্টারটি অপূর্ণাঙ্গ রচনা 'দ্য ইউনিটি অব ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি'র সূচিপত্রের অনুরূপ। বক্ষ্যমাণ বইতে 'দ্য ইউনিটি অব ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি'র শেষ তিন চ্যাপ্টার পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বিগত দুই দশক ধরে বিশ্ব ইতিহাস রচনার ধারায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে চলেছে। সভ্যতা অধ্যয়নের (সিভিলাইজেশনাল স্টাডিজ) সুপ্রাচীন পদ্ধতি ও বোদ্ধা মহলে প্রচলিত ঐতিহ্য ভেতর-বাহির দুদিক থেকেই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। অবশিষ্ট মানবজাতির তুলনায় পশ্চিমারা শ্রেষ্ঠ—এই বিশ্বাসের পতন এবং বৈশ্বিক পারস্পরিক নির্ভরশীলতার উপলব্ধির ফলে ইতিহাসবেত্তারা তাঁদের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু ধীরে ধীরে সম্প্রসারিত করছেন। ফলে তুলনামূলক ইতিহাস (কম্পারেটিভ হিস্ট্রি), এমনকি খোদ আমেরিকার ইতিহাস-সংক্রান্ত লেখাজোখাতেও প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছে। তাই 'ওল্ড সাউথ'[১] এ দাসত্বের ইতিহাস, কিংবা 'রিকন্সট্রাকশনের'[২] ইতিহাস—কোনোটাই আর আগের মতো হবে না।

সময়ের কোলজুড়ে ভিন্ন ভিন্ন সমাজ একটি আরেকটির সাথে কীভাবে সংযুক্ত—এ বিষয়ে মার্ক্সিস্টদের অবদানে সৃষ্ট সচেতনতা এখন স্বতঃসিদ্ধ। ইমানুয়েল ওয়ালের্স্টাইন, এরিক হবসবম, এরিক ওলফ, আন্দ্রে গুন্ডার ফ্র্যাঙ্ক এবং সামির আমিনরা ইতিহাসের যে বয়ান দাঁড় করিয়েছেন, তা বিশ্ব অর্থনীতি গঠনে পুঁজিবাদের ভূমিকার ওপর গুরুত্বারোপ করে থাকে এবং এ ক্ষেত্রে মানবসভ্যতার ইতিহাস অধ্যয়নে নতুন নতুন ধারণার উদ্ভব ঘটিয়েছেন, সেসব ধারণা প্রয়োগের জন্য নতুন

---

১ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে ওল্ড সাউথ বলা হয় দক্ষিণের সেসব প্রদেশকে, যেগুলো আদি আমেরিকার প্রাচীন তেরোটি কলোনির অন্তর্ভুক্ত ছিল।
-রাকিবুল হাসান

২ আমেরিকান গৃহযুদ্ধের পর ১৮৬৬ থেকে ১৮৭৭ পর্যন্ত চলমান প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে দক্ষিণের স্টেটগুলোকে ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং দাস ও স্বাধীন ব্যক্তিদের একই সমাজে বসবাসের শর্তাবলি নির্ণীত হয়েছে।
-রাকিবুল হাসান

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বইটির প্রথম অংশে মার্শাল জি এস হজসনের [illegible] লিখিত [illegible] সংকলন। এতে তিনি বিশ্ব [illegible] আলোকে ইউরোপ এবং আধুনিকতা—দুটোর [illegible] অবস্থান ব্যাখ্যা করেছেন। [illegible] হয়েছে, 'কেন্দ্রিকতা বনাম বহুসংস্কৃতিবাদের [illegible] বিতর্কে [illegible] উপস্থিতি [illegible] ইসলামি [illegible] থেকে বিশ্ব ইতিহাসের ধারণাকে বিচার করা হয়েছে। তৃতীয় অংশে তিনি বলতে চেয়েছেন, ইতিহাস বলতে [illegible] একটাই আছে, বিশ্ব ইতিহাস। বাকি সব [illegible] ইতিহাস বিশ্ব ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে পুনর্বিবেচনা করতে হবে। বইটি সম্পাদনা করেছেন তৃতীয় [illegible] বার্ক, একইসঙ্গে সম্পাদকের একটি ভূমিকা এবং [illegible] উপসংহার রয়েছে, যেখানে বিশ্ব ইতিহাস ও ইসলামি ইতিহাসচর্চায় হজসনের অবদান উপলব্ধির চেষ্টা [illegible] হয়েছে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com